আন্তন মাকারেঙ্কো

বাঁচতে শেখা

বুরুজে নিশান



আন্তন মাকারেঙ্কো

বাঁচতে শেখা

আন্তন মাকারেঙ্কো • বাঁচতে শেখা

আন্তন মাকারেঙ্কো

বাঁচতে শেখা

■

যুযুজে নিশান

উপন্যাস
তিন খণ্ডে সমাপ্ত

■

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

АНТОН МАКАРЕНКО

ФЛАГИ НА БАШНЯХ

На языке бенгали

অনুবাদ: কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: ইউরি কাপিলভ

M $\frac{70302 - 466}{014(01) - 75}$ 706 – 75

সূচি

বাঁচতে শেখা

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম ২৪

১

মানুষ দেখলেই চেনা যায়

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন শেষ হয়ে আসছে এই গল্পের তখন শুরু।

যেখানে কাদা, ভুষি, গোবর ও অন্যান্য আবর্জনার পরপর স্তরগুলো সূর্যরশ্মি ভেদ করতে পারেনি, শীত তখনো সে-সব জায়গায় রয়েছে জমাট বরফের আকারে। কিন্তু ইস্টিশানের চকের ক্ষয়ে-যাওয়া পাথরগুলো রোদে তেতে উঠছে। শুকিয়ে উঠেছে তাদের মাঝখানের মাটি। চলন্ত গাড়ির চাকার পিছনে টাট্‌কা ধুলোর ঢেউ ওঠে। চকের মাঝখানে ছোটো, উপেক্ষিত এক টুকরো বাগান। গ্রীষ্মে তার ঝোপগুলোয় পাতা গজিয়ে নিসর্গের আভাস দেয়। এখন কিন্তু জায়গাটা একেবারে নোংরা। পত্রশূন্য ডালগুলোর কাঁপুনি দেখে মনে হয় যেন বসন্তের বদলে পৃথিবীতে নেমেছে শরৎ।

এই চক থেকে একটা বাঁধা রাস্তা চলে গেছে ছোটো এক সহরে। নিতান্ত দৈবক্রমে মানচিত্রে সহরটি স্থান পেয়েছে। যে রেলের জংশনে লোকেদের ট্রেন বদল করতে হয় সেখানে ঐ সহরের নামটা লেখা না থাকলে খুব কম লোকেই তার অস্তিত্বের কথা জানত।

'নয়া অর্থনৈতিক নীতির' গোড়ার দিকে ঐ চকে গুটিকয়েক ছোটো ছোটো দোকান বানানো হয়। এক পাশে পোস্টাপিস। দরজায় উজ্জ্বল হলদে রঙের সাইনবোর্ড। পোস্টাপিসের বাইরে নড়বড়ে ব্রেকের সঙ্গে দুটি মফস্বলী মরখুটে ঘোড়া জোতা। চকে লোকজন খুব কম। অধিকাংশই রেল-শ্রমিক লণ্ঠন, দড়ির বাণ্ডিল বা প্লাইউডের স্যুটকেস নিয়ে চলেছে। ইস্টিশানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে রয়েছে ছোটো এক দল ভাবী যাত্রী — সবাই তারা চাষী, রোদ পোয়াচ্ছে।

তাদের থেকে কিছু দূরে জুতো পালিশ করার স্ট্যান্ডের পাশে ভানিয়া গালচেঙ্কো নামে বছর বারো বয়সের একটি ছেলে বিষণ্ণ মুখে একলা বসে। রোদের দরুন সে চোখ কুঁচকে রয়েছে। পালিশের বাক্সটা তার মজবুত নয়, কাঠের নানা টুকরো কোনো মতে জোড়াতালি দেওয়া। স্পষ্টতই ভানিয়ার নিজের তৈরী। তার ব্যবসার পুঁজিপাটাও সামান্যই।

ভানিয়ার ফ্যাকাশে মুখটা পরিষ্কার, পোষাকটা এখনো পরিপাটি। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই মুখ আর পোষাকে এমন একটা বিশৃঙ্খলা ফুটে উঠেছে যা ভবিষ্যতে পথের ভালোমানুষদের মন বিতৃষ্ণায় ভরে তুলতে পারত, হয়ে উঠত রঙ্গমঞ্চ বা সাহিত্যের বিষয়বস্তু। তবে ভানিয়ার বাইরনীপনার এই প্রক্রিয়াটা সদ্য শুরু হয়েছে, এখনো ভানিয়া সেই জাতেরই লোক কিছুকাল আগে যাদের সোজাসুজি বলা হত 'ভালো ছেলে'।

বাগানের অন্য পাশ থেকে স্থানীয় একটি যুবক বেরুল। হনহনিয়ে সোজা সে চলল ভানিয়ার দিকে। কোটের পকেটে হাতদুটো তার ঢোকানো, ঠোঁটের কোণে ঝুলছে জ্বলন্ত একটা সিগারেট। বেশ একটা মুরুব্বিয়ানা ফুটে উঠেছে। নতুন ট্রাউজার পরা একটা পা স্ট্যান্ডে রেখে দাঁতের ফাঁক দিয়ে প্রশ্ন করলে:

'হলদে কালি আছে?'

ভয় পেয়ে চমকে মুখ তুলে তাকিয়ে বুরুশগুলো ভানিয়া মুঠো করে ধরল। তারপর মুখ নীচু করল।

বিষণ্ণ বিরত সুরে সে উত্তর দিল, 'হলদে কালি? না নেই।'

যুবকটি এমনভাবে স্ট্যান্ড থেকে পা নামিয়ে নিল যেন অপমানিত হয়েছে। তারপর আবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘৃণাভরে সিগারেটটা চিবুতে লাগল।

'নেই তো এখানে বসে আছিস কেন?'

বুরুশগুলো দেখিয়ে দিলে ভানিয়া, 'মানে কালো কালি আছে...'

চটে উঠে যুবকটি ল্যাথি মারল স্ট্যান্ডে।

কর্কশ স্বরে সে বলল, 'ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পাসনি। "কালো কালি আছে!" জুতো সাফ করার লাইসেন্স আছে তোর?'

ভানিয়া স্ট্যান্ডের উপর ঝুঁকে তার সম্পত্তিগুলো তড়তড়িয়ে গুছিয়ে নিতে লাগল, কিন্তু চোখ মেলে রইল যুবকটির দিকে। একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু ঠিক সেই সময় সেই যুবকের কাঁধের উপর নতুন একটা

মুখ সে দেখতে পেল। মুখটা একটি ছেলের। বয়েস প্রায় ষোল। চেহারাটা লম্বা আর রোগা। চোখদুটো হাসিখুসি। হাঁ-মুখটা বড়, তাতে একটা ধূর্ত ব্যঙ্গের ভাব। স্যুটটা পুরনো হলেও নিঃসন্দেহে স্যুটই, যদিও তার কোটের তলায় সার্ট নেই। তাই কোটের সব বোতাম আঁটা আর কলার উল্টানো। মাথায় তার হালকা রঙের চেক-কাটা টুপি।

'পথ ছাড়ুন সিনর, কালো কালিতেই আমার চলবে...'

নবাগতের দিকে যুবকটি নজরই দিল না।

'কী আমার জুতো-পালিশ-করিয়ে রে!' বিরক্তিকর জেদের সুরে সে বলে চলল, 'কার্ড আছে তোর?'

ভানিয়া তার বুরুশগুলো নামাল। যুবকটির ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আর সে এড়াতে প্যরল না। কোথায় যেন আগে ভানিয়া শুনেছিল, মানুষের জীবনে কার্ডের কী ভীষণ দরকার। কিন্তু এ-রকম অপ্রীতিকর প্রশ্নের জন্য কখনো নিজেকে সে সত্যিসত্যি প্রস্তুত করেনি।

'উত্তর দিচ্ছিস না যে?' খেঁকিয়ে প্রশ্ন করল যুবকটি।

এই সংকট মুহূর্তে ফের একটা পা দেখা দিল স্ট্যান্ডে। সেই পায়ে ফ্যাকাশে কাদাটে রঙের একটা ভারি পুরনো বুট। বহুকাল সেটা পালিশ করা হয়নি। রীতিমতো অভদ্রভাবেই যুবকটিকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তারপর যে-কথাগুলো শোনা গেল তা থেকে ভদ্রতা উপচে পড়ছে।

'আপনিই বলুন সিনর, কার্ড থাকলেই কি আর হলদে কালির কাজ হয়?'

ভদ্র কথা আর সেই ঠেলা — কোনোটাই যুবকটির মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না। ফুটপাথে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দাঁত খিঁচিয়ে এগুলে সে ভানিয়ার দিকে।

'কার্ডটা ও দেখাক!'

ফ্যাকাশে-কাদাটে বুটের মালিক তার দিকে ফিরে সারা চক ফাটিয়ে চেঁচাল:

'চটাবেন আমায় স্যার! সম্ভবত আপনি জানেন না আমি কে? আমি ইগর চের্নগর্স্কি!'

সম্ভবত যুবকটি সে কথা সত্যিই জানত না। চটপট সে পিছু হটে গেল। দূর থেকে ভীরু দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ইগরের দিকে। চের্নগর্স্কি কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে মধুর হাসল।

'বিদায় ... বলছি বিদায়! উত্তর দিচ্ছেন না যে?'

একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন। দ্রুতপায়ে চলে যাবার আগে যুবকটি ফিসফিস করে বলল, 'বিদায়'। তারপর বাগানটার কাছে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। কিন্তু ততক্ষণে ইগর চের্নগর্স্কির মন চলে গেছে নিজের বুট পালিশ করানোর দিকে। আবার সে স্ট্যান্ডে পা তুলল।

'কালো কালি?' খুসি হয়ে এক চোখ কুঁচকে ভানিয়া প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। আপত্তি নেই। কালোই বরং ভালো।'

কালির মধ্যে ভানিয়া ধীরে ধীরে থাবড়াতে লাগল তার একটা বুরুশ। যুবকটির সঙ্গে ইগরের বাহাদুরী সংঘাতটায় ফুর্তিই লেগেছিল ভানিয়ার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে প্রশ্ন করল:

'দশ কোপেক লাগবে কিন্তু। আপনার কাছে আছে তো?'

ইগর চের্নগর্স্কির ঠোঁটে ধূর্ত হাসিটা ফুটে উঠল।

'সবাইকেই এ-রকম বোকার মতো প্রশ্ন করা হয় নাকি কমরেড?'

'দশ কোপেক আছে?'

'না, নেই,' শান্ত স্বরে উত্তর দিল ইগর চের্নগর্স্কি।

সশঙ্কে কাজ থামাল ভানিয়া।

'কিন্তু ... ইয়ে ... কত আছে?'

'আমার কাছে পয়সা-কড়ি নেই ... বুঝেছিস, পয়সা নেই?'

'বিনা পয়সায় পালিশ হয় না।'

কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল ইগরের হাসি। চোখে ফুটে উঠল সকৌতুক দৃষ্টি।

'চলে না কেন? বেশ চলবে।'

'বিনা পয়সায়?'

'নিশ্চয়ই। বিনা পয়সায়। করে দেখ না! চমৎকার হবে।'

খুসির সুরে খিক্-খিক্ করে হেসে উঠল ভানিয়া। তারপর তলার ঠোঁটটা কামড়াল। চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল আন্তরিক উচ্ছ্বাসে।

'বিনা পয়সায় পরিষ্কার?'

'হ্যাঁ। করে একবার দেখ। দেখা যাক তার ফল কেমন দাঁড়ায়।'

'বেশ, চেষ্টা করে দেখি...'

'দেখেই বুঝেছি তুই কেমন লোক।'

'এক্ষ্ণি লাগাছি। চমৎকার হবে।'

খদ্দেরের দিকে ভানিয়া চটপট তাকিয়ে নিল বিদ্রূপ-ভরা দৃষ্টিতে। তারপর সে ঘষঘষ করে কাজ শুরু করে দিল।

'তুই কি পথে পথেই থাকিস, ঘর-বাড়ি নেই?' ইগর প্রশ্ন করল।

'এখনো না।'

'পথে পথেই তোকে থাকতে হবে পরে। ইস্কুলে যাস?'

'যেতাম ... তারপর ওরা চলে গেল।'

'কারা চলে গেল? তোর বাপ-মা?'

'না, বাপ-মা নয় ... এমনি। মানে, বিয়ে করল। আগে আমার বাপ-মা ছিল, কিন্তু তারপর ...'

নিজের কাহিনীটা বলতে ভানিয়ার ইচ্ছে করছিল না। এখনো সে শেখেনি নিজের দুর্ভাগ্যকে কী করে কাজে লাগাতে হয়। ইগরের বুটের ক্ষয়ে-যাওয়া গোড়ালির দিকে সে বেশী মনোযোগ দিতে শুরু করল।

'বাক্সটা নিজে বানিয়েছিস?'

'কেন? খারাপ হয়েছে?'

'চমৎকার বাক্স। কোথায় থাকিস?'

'কোথাও না। ভাবি, সহরে চলে যাব। কিন্তু পয়সা নেই ... মাত্র চল্লিশ কোপেক আছে।'

কথাগুলো ভানিয়া গালচেঙ্কো বলল অত্যন্ত শান্ত সুরে।

কাজ শেষ হল। মুখ তুলল ভানিয়া।

'ঠিক হয়েছে তো?' সগর্বে হেসে সে প্রশ্ন করল।

ভানিয়ার সোনালী এলোমেলো চুল-ভরা মাথাটা ইগর ঘেঁটে দিল।

'বেশ ফুর্তিবাজ তুই। ধন্যবাদ। মানুষ বুঝেছিস, দেখলেই চেনা যায়। চল, যাবি একসঙ্গে সহরে?'

'টাকা নেই ... কেবল চল্লিশ কোপেক।'

'অদ্ভুত ছেলে তুই। আমি তো বলিনি, চল কিছু কেনা যাক। বলেছি, চল যাই।'

'কিন্তু টাকা?'

'আরে টাকায় চেপে কি কেউ যায়, যায় ট্রেনে চেপে। তাই না?'

'তা ঠিক।' কী ভেবে মাথা নাড়ল ভানিয়া।

'তার মানে আমাদের ট্রেন দরকার, টাকা নয়।'

'কিন্তু টিকিট?'

'টিকিট — ওটা বাইরের ঠাট। এখানে বসে থাক। এক্ষুণি আসছি।'

কোটের ভিতরকার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে ইগর চের্নগর্স্কি ভালো করে পরীক্ষা করল, তারপর সেটা তুলে ধরল রোদে।

'সব ঠিক আছে,' খুসি হয়ে বলল সে।

পোস্টাপিসের দিকে সে আঙুল দেখাল।

'ওই যে খাসামতো বাড়িটি, মনে হয় ওখানে কিছু বাড়তি টাকা আছে। যতক্ষণ না ফিরি অপেক্ষা করিস।'

কোটের বোতামগুলো পরখ করে টুপিটা ঠিক করে নিয়ে সে ধীরে সুস্থে পোস্টাপিসের দিকে চলে গেল। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ভানিয়া খানিক আশ্চর্য হয়ে।

২

তিনটে মাংসের প্যাটি

ইস্টিশানের বাগানে ঝোপের মধ্যে একটা নড়বড়ে বেঞ্চি। তার চারদিকে ছড়ানো ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের টুকরো আর সূর্যমুখী ফুলের বীজের খোসা। কোথা থেকে যেন সেখানে এসে জুটেছে জুতো পালিশের ঘটনার সেই যুবকটি আর ভান্দা স্তাদ্নিৎস্কায়া। হয়তো তারা এসে থাকতে পারে সহর থেকে কিংবা হয়ত নেমেছে ট্রেন থেকে। তবে খুবই সম্ভব তারা এসেছে বাগানের রোগাটে ঝোপঝাড়ের পিছন থেকে।

ভান্দার খালি পা গ্যালশের মধ্যে ঢোকানো। পরনে একটা পুরনো চেক-কাটা স্কার্ট আর কালো জ্যাকেট। জ্যাকেটটা জীর্ণ, যেখানে রঙ উঠে গেছে সে-সব জায়গায় হলদে ছোপ। মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, জীবনে সে বহু দুঃখ কষ্ট পেয়েছে। সোনালী চুল বহুকাল ধোয়া বা আঁচড়ানো হয়নি। সত্যি বলতে কি ঐ চুলকে এখন আর সোনালী বলা যায় না।

বেঞ্চির উপর ঝুপ করে বসে পড়ল ভান্দা।

'চুলোয় যাও গে! বিরক্তি ধরে গেল,' নিদ্রালু বিষণ্ণ সুরে সে বলল।

যুবকটি একটু ত্রস্ত হয়ে উঠল। কলার সোজা করে গলা খাঁকারি দিল সে।

'আপনার যা খুসি। বিরক্তি ধরে গিয়ে থাকে তো চললাম।'

পকেট থেকে সে একটা ব্যাগ বার করে অনেকক্ষণ হাতড়াল, নিজের ঠোঁট চাটল। তারপর বেঞ্চিতে ভান্দার পাশে তিনটি মুদ্রা রেখে চলে গেল।

বেঞ্চির পিছনে হাত রেখে ভান্দা নিজের মাথা তার উপর রাখল। সুদূর শাদা মেঘগুলোর দিকে সে তাকিয়ে রইল হয়তো বা স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো, হয়ত বা হতাশায়। তারপর নিজের আস্তিনের উপর আরাম করে গাল রেখে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ঝোপগুলোর আঁকাবাঁকা ন্যাড়া ডালপালার দিকে। এইভাবে সে বসে রইল অনেকক্ষণ, গ্রিশা রিজিকভ তার পাশে এসে না বসা পর্যন্ত। ছেলেটি কুশ্রী, মুখের ভাব বিষণ্ণ। গালে একটা ক্ষত, সম্পূর্ণ সারেনি। মাথায় টুপি নেই, কিন্তু বাদামী চুলগুলো আঁচড়ানো। তার পশমী ট্রাউজারটা নতুন, সার্টটা পুরনো ধুলধুলে। চটি-পরা পাদুটো সে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ে রইল।

প্রশ্ন করল, 'খাবার আছে ?'

'বিরক্ত কর না,' একই ভঙ্গিতে ভান্দা উত্তর দিল ধীরে ধীরে।

রিজিকভ কিছু বলল না। কিন্তু মনে হল না চটেছে। আরো কয়েক মিনিট চুপচাপ বসেই রইল তারা, যতক্ষণ না রিজিকভের পাদুটো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আচমকা বেঞ্চির উপর সে ঘুরে বসল। তিনটে মুদ্রা পড়ে গেল মাটিতে। একটা কুড়ি কোপেকের, দুটো পাঁচ-পাঁচ কোপেকের। রিজিকভ শান্তভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিজের তালুর উপর রেখে শুধাল:

'তোর ?'

বার কয়েক মুদ্রাগুলো সে ছোড়াছুড়ি করল। কী যেন ভেবে, বলল, 'তিনটে মাংসের প্যাটি।'

শূন্যে মুদ্রাগুলো ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে ইস্টিশানের দিকে চলে গেল।

৩

মমতাময়ী দিদিমা

ইগর চের্নগস্কি পোস্টাপিসের ভিতরে গিয়ে চারিদিকে তাকাল। ঘরটা খুবই ছোট্ট, কাঠের জালি দিয়ে পার্টিশন করা। তাতে দুটো জানালা। একটা জানালায় লম্বা একটা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু অন্যটায় মাত্র তিনজন লোক

অপেক্ষা করছে। সেই জানালাটার উপরে লেখা আছে: 'রেজেস্টারি চিঠি। মানি-অর্ডার নেওয়া ও দেওয়া হয়'।

ইগর একটা কুঁজো, মোটা বুড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে জানালার ওপাশের 'লেডি'কে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মেয়েটি কিন্তু মোটেই 'লেডি' নয়, ফ্যাকাশে রোগা স্ত্রীলোক। বয়স চল্লিশের কম হবে না। পকেটের মধ্যে কাগজটা নাড়াচাড়া করতে করতে ইগর ভাবছিল, কী দুর্ভাগ্য, মেয়েটি মোটেই সুন্দরী নয়। কাগজের টুকরো আর মেয়েটির ভাবনা নিয়ে এমন সে মশগুল হয়ে ছিল যে, লক্ষ্যই করেনি কিউতে তার সামনেকার বুড়িটা বিদ্যুৎগতিতে নিজের কাজ শেষ করে অদৃশ্য হয়েছে।

'কী চাই ?'

জানালার ওপাশকার বিশ্রী চেহারার স্ত্রীলোকটি ইগরের দিকে কড়া চোখে তাকাল।

'একটা মানি-অর্ডার আসার কথা... পোস্টাপিসের হেপাজাতে... ইগর চেৰ্নিয়াভিনের নামে...'

একটা বাক্সে মানি-অর্ডারের স্তূপ জমেছিল। স্ত্রীলোকটি শুকনো আঙুলের ডগা দিয়ে সেগুলো হাতড়ে দেখল। তারই একটা টেনে বার করে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরল সে।

'এটা আপনার ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম চের্নিয়াভিন ?'

বুকের মধ্যে স্নিগ্ধ মধুর একটা শান্তি অনুভব করল ইগর।

'সত্যি বলতে গেলে আমারই।'

স্ত্রীলোকটি তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল, 'উত্তর দেবার কী ছিরি! "সত্যি বলতে গেলে!" আপনি চের্নিয়াভিন নাকি চের্নিয়াভিন নন ?'

'অবশ্যই আমি। সন্দেহের কী থাকতে পারে ?'

'পাসপোর্ট দেখান।'

ইগর মুখ ফিরিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল। আড়চোখে তাকাল সে দরজার দিকে। দরজাটা হাট করে খোলা। তার ওপাশে পরিষ্কার আকাশ আর অবাধ স্বাধীনতা। স্ত্রীলোকটির হাতে ইগর তার পাসপোর্ট দিল। স্ত্রীলোকটি আগাগোড়া পড়ে কাগজটার উলটো পিঠ দেখে আবার তাকাল ইগরের দিকে।

'এতে লেখা রয়েছে আপনি প্রাদেশিক শহরে কাজে এসেছেন। তাহলে এখানে কেন টাকা নিতে আসছেন?'

'আমি ... বলা যায় ... চলতি পথে।

'বলা যায়! বয়েস কত আপনার?'

'আঠারো ...'

'বাজে কথা বলবেন না!'

'আমাকে যে দেখতে এতো ... ছেলেমানুষ তার আমি কী করব?' বিব্রত হেসে উত্তর দিল ইগর।

'পোস্টমাস্টারের সঙ্গে আমায় কথা কইতে হবে ...'

কোণের ছোটো একটা দরজার দিকে স্ত্রীলোকটি গেল। কিউ-তে ইগরের পিছনকার লোকদের মধ্যে কীসের একটা ফিসফিসানি শোনা গেল। খোলা দরজাটা হয়ে উঠল আরও লোভনীয়।

ইগর তাকিয়ে দেখল। কিউ-এর অধিকাংশই স্ত্রীলোক ... একটা বুড়োটে মজুর, বেশ তন্দ্রাচ্ছন্ন। কাউণ্টারে কনুই রেখে বিরক্ত অন্যমনস্ক ভঙ্গী করল ইগর।

'চের্নিয়াভিন? ঠিকানা কী?'

কাউণ্টার থেকে কনুই না সরিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইগর মুখ ফেরালে। পোস্টমাস্টার দাড়ি কামায়নি। মুখটাও মিষ্টি নয়।

'কী বললেন?'

'কোথায় থাকেন? কোন সহরে?'

'স্তারোসেলস্কে থাকি।'

'তাহলে এ ঠিকানায় কেন টাকা পাঠানো হল?'

'তার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই,' টেনে টেনে বলল ইগর।

'আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, মানে?'

'মানে এর সঙ্গে একেবারেই আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'সে ক্ষেত্রে আমি টাকা দেব না।'

দৃঢ়স্বরে বলল পোস্টমাস্টার, কিন্তু তার হাতের কাগজটা কাঁপছিল আর অনিশ্চিতভাবে তার চোখদুটো চেয়ে রইল ইগরের দিকে। ভূয়োদর্শী লোক আর কি!

সগর্বে হাসল ইগর চের্নিয়াভিন, 'তাহলে দয়া করে আমাকে অভিযোগ লেখার খাতাটা দেবেন কি?'

সবকটা আঙুল দিয়ে দাড়ি না-কামানো গালটা চুলকাল পোস্টমাস্টার।

'অভিযোগ লেখার খাতা? কেন, কী লিখবেন?'

'লিখব আমাকে আমার টাকা না দিয়ে আপনি আবোল-তাবোল প্রশ্ন করছেন...'

'শোনো হে ছোকরা!' চেঁচিয়ে উঠল পোস্টমাস্টার।

কিন্তু ইগরও শুরু করল চেঁচাতে।

'নিশ্চয়ই! আবোল-তাবোল প্রশ্ন! কেন এখানে আমায় টাকা পাঠানো হয়েছে? তাতে আপনার কী? হয়ত আমার সৎকারের জন্যে। হয়ত আমার বিয়ের জন্যে! আপনাকে আমায় ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে কেন? হয় আমায় টাকা দিন নয়তো দিন অভিযোগ লেখার খাতাটা!'

কিউ-এর কয়েকজন লোক হো হো করে হেসে উঠল। সেদিকে মুখ ফেরাল ইগর। দেখল কিউ-এর লোকেরা তার পক্ষে। তিক্তস্বরে একটি স্ত্রীলোক বলল:

'ওদের ধরনই ওই। বেচারা ছেলেটার ওপর হম্বিতম্বি কেন বাপু? বাপ-মায়ে টাকা পাঠিয়েছে হয়তো।'

কাগজের টুকরোটা নিয়ে পোস্টমাস্টার মুহূর্তের জন্য ভাবল।

'তাড়াতাড়ি কাজ সারুন। আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখছেন কেন?' কিউ থেকে চিৎকার উঠল।

'বেশ!' বলল পোস্টমাস্টার, যদিও তার স্বরের মধ্যে রয়েছে হুমকির ভাব। 'আমি টাকা দেব, কিন্তু স্তারোসেলস্কে খোঁজখবর নেব।'

'দয়া করে সিনর, খোঁজই নেবেন।'

'টাকাটা ওকে দিয়ে দিন,' আদেশ দিল পোস্টমাস্টার।

এইভাবে ইগর চের্নিয়াভিন এসে দাঁড়াল বারান্দায় এক হাতে টাকা, অন্য হাতে স্তারোসেলস্কের কাগজপত্র নিয়ে। ঠোঁট বাঁকাল সে, "বাপ-মায়ে টাকা পাঠিয়েছে হয়তো ..."

উৎফুল্ল হয়ে উঠল ইগর। চকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে চঞ্চল ছোটো ছোটো মেঘ। ইস্টিশানের সামনেকার ছোট্ট বাগানটা মনে হচ্ছে যেন গভীর নিশ্বাস নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে সবুজ সাজ পরার জন্য। ইস্টিশানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে চাষীরা আরাম করে ট্রেনের অপেক্ষা করছে। আরও দূরে জুতো পালিশ করার বাক্সের ওপর দিয়ে ভানিয়া গালচেঙ্কো তাকিয়ে রয়েছে ইগরের দিকে। ইগর একটা শাদা নোট ভাঁজ করে কোটের পকেটে রাখল। বাকী টাকাগুলো

সে সাবধানে ভরল আরও গা ঘেঁষে একটা ভিতরকার পকেটে। তারপর গেল ভানিয়ার কাছে।

'অভিনন্দন রে মজদুর!'

শাদা নোটটা পকেট থেকে বার করে শূন্যে খানিক নাড়িয়ে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সে বলল:

'এই নে ছোঁড়া, আমাকে দরকারের সময় সাহায্য করেছিস বলে।'

বড় ছাই রঙের যে পাথরটায় বসেছিল, সভয়ে তা থেকে লাফিয়ে পড়ল ভানিয়া। তার চোখ বিস্ময়ে চকচক করছে। সাবধানে নোটটা সে নিল। মৃদু হেসে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল ইগর। প্রথমে ভানিয়া গম্ভীরভাবে তাকাল টাকাটার দিকে। তারপর তার গাম্ভীর্যের বদলে এল সন্দিগ্ধ ভাব। শেষে ইগরের দিকে সে মুখ ফেরাল একটা ধূর্ত-বুঝদার ভাব করে।

'এবার?' সে প্রশ্ন করল।

'এবার যত চাস পালিশ কিনবি — হলদে, লাল, সবুজ, কমলা ...'

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ভানিয়া:

'কিন্তু সবুজ রঙটা কেন?'

'ধর যদি একটা কুমির তোর কাছে আসে।'

'কুমির?' ভানিয়া একেবারে খুসিতে ডগমগ। 'সে বলবে: "আপনার সবুজ পালিশ আছে?"'

'মানে হ্যাঁ, আর তুই উত্তর দিবি: "আছে বৈকি ..."'

'কিন্তু কেন বলো তো? এই একেবারে পয়সা নেই, এই আবার অত টাকা?'

ভানিয়া ইগরের দিকে তাকাল অত্যন্ত গম্ভীরভাবে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে সতর্ক প্রতীক্ষায়।

'তুই একটা অদ্ভুত ছেলে,' নাকী সুরে টেনে টেনে উত্তর দিল ইগর। 'তাই হয়। এই একেবারে টাকা নেই, এই টাকা উপচে পড়ছে। তোরও তাই: গোড়ায় কিচ্ছু ছিল না আর এখন রয়েছে দশ রুবল।'

'মাইনে পেলে বুঝি?'

'না, দিদিমা শুনেছিলেন আমার অবস্থা খারাপ। তাই তিনি আমাকে এক শ' রুবল পাঠিয়েছেন।'

'এক শ' রুবল?'

ইগর হো হো করে হেসে উঠল। ভানিয়াও হাসল। কিন্তু তারপরই একটা জরুরী সাংসারিক প্রশ্ন মনে এল ভানিয়ার।

'কিন্তু দিদিমার কী করে এক শ' টাকা থাকে? দিদিমা তো কাজ করেন না। নিশ্চয়ই দাদু পাঠিয়েছেন।'

'বেশ, নয় দাদুই হল। শোন বলি, আত্মীয়স্বজনের কথা পরে আলোচনা হবে। এখন আমরা কিছু খাবার কিনে ভেবেচিন্তে দেখি, কী করে লণ্ডন সহরে পৌঁছনো যায়।'

এতে ভানিয়ার প্রশ্ন আর অবাক হওয়া বন্ধ হল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দশ রুবলের নোটটা কাজের লোকের মতো ভাঁজ করে পকেটে লুকিয়ে ফেলল সে। পা ফাঁক করে সে দাঁড়াল। পরনে খাটো প্যাংলুন আর পায়ে ভালো এক জোড়া বুট। আঙুলগুলো নাড়াতে নাড়াতে সে তাকাল তার কাজের সরঞ্জামের দিকে। তারপর চট করে বসে বাক্সের মধ্যে বুরুশ আর কৌটোগুলো গুঁজে সজোরে ঢাকনাটা বন্ধ করে বেল্টটা চেপে ধরল।

৪

রিজিকভের অসাধারণ এ্যাডভেঞ্চার

প্যাটিগুলো সরস ও সুস্বাদু। একবার চিবলেই সেটা নরম হালকা দলা পাকিয়ে গলা দিয়ে সুড়ুৎ করে নেমে যায়, প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। কেবল সত্যিকারের ক্ষিদেটা জাগিয়ে ওঠে।

এতে রিজিকভের বিষণ্ণ মুখভাবটা বদলে তার চোখদুটো সজীব ও জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে হয়ে উঠল আরও মনোযোগী।

ইস্টিশানের টিকিট-ঘরের সামনে একটা কিউ। জানালাটা বন্ধ। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রায় কুড়িজন লোক জুটেছে।

এটা হল সে যুগের সেই নিরীহ, প্রকৃতিস্থ গরীব লোকেদের এক বিপজ্জনক ধরনের মফস্বলী কিউ। এর মধ্যে সবচেয়ে যে বিশিষ্ট, সে লোকটি বেশি লম্বা নয়, পরনে খাটো শীতকালের কোট। তার কলারে আর পকেটের পাশে ছাই-রঙা ভেড়ার লোম। তার পিছনে দাঁড়িয়ে রোগা এক স্ত্রীলোক। মুখে তার রাগের ছাপ। মেয়েটি সেই জাতের যারা কিউ-এর মধ্যে নিজেদের জায়গাটির জন্যে এমন উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে যেন কী এক সুখ আছে সেখানে।

তার পিছনে আরও অনেক স্ত্রীলোক। সবাই তারা সাদামাটা। নিজেদের যৎসামান্য টাকাকড়ি হয় তারো রাখে স্কার্টের নিচে, নয়ত ব্লাউজের ভেতরে। একটি বালিকার চুল কালো, পোষাক পরিপাটি। শক্ত মুঠোর মধ্যে সে তার টাকা ধরে রেখেছে।

ইস্টিশান কিংবা কিউ কোনোটাই সফলভাবে কাজ করার মতো জায়গা নয়। লোকেরা এখানে সতর্ক। টাকা তাদের অল্প, সেটাকেও তারো চেপে থাকে দু হাত দিয়ে। মুখে তাদের একঘেয়েমির ভাব। টিকিট আছে প্রচুর, তাই কারুর উদ্বেগ নেই। টাকার ব্যাপারে মনভুলো হবার সম্ভাবনা নেই।

বড় সহরের রেল ইস্টিশানের কথা মনে হল রিজিকভের। অবশ্যই সেখানেও নানা অসুবিধে, যেমন মিলিসিয়া, সশস্ত্র প্রহরী ইত্যাদি নানা বাধা। আশ্চর্যভাবে গ্রিশার গূঢ়তম অভিসন্ধিও টের পেয়ে যায়। তার কাজের লোকের মতো হাবভাব ও খাঁটি প্যাসেঞ্জারের মতো চেহারা সত্ত্বেও তারা এমন কি তার পাসপোর্টও তল্লাসে করে না, শুধু বলে, 'চলো হে ছোকরা।'

কিন্তু কী প্যাসেঞ্জার এই সব সহরের ইস্টিশানে! কী উত্তেজনা আর আবেগ, আসল জীবন! সেখানে গোটা একটা দিন কাটানো যায় এক টিকিট-ঘর থেকে অন্য টিকিট-ঘরে গিয়ে, এনকোয়্যারি আপিসে দাঁড়িয়ে, মুটে আর প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে আলাপ করে। গোটা রাতই কাটায় ইস্টিশানে। সাধাসিধে ধরনের যাত্রীরা মেঝেয় বিছানা পেতে এমন গভীর ঘুমোয় যে, তাদের শুধু যে টাকাই নয়, আস্তাটা পর্যন্ত লোপাট করে দেওয়া যায়, তা টেরও পাবে না। অবশ্য যারা একটু শিক্ষিত, তারা ঘুমোয় না, নানা কথা ভাবতে ভাবতে পায়চারি করে... সেখানে লোকে টিকিট কেনে বেশি টাকার, বেশি দূরের। পকেট ফুলে থাকে কালো, বাদামী মোটা মোটা মানিবেগে।

হাতে টিকিট নিয়ে এই মাত্র টিকিট-ঘর ছেড়ে যে এসেছে তার চেয়ে সুখী আর কে? কিউ-তে সে দাঁড়িয়েছে, অনধিকারীদের সঙ্গে করেছে সে ঝগড়া, টিকিট ফুরিয়ে যাবার ভয়ে সে কেঁপেছে, নানা অসাধারণ গল্প ও গুজব শুনেছে সাগ্রহে। এখন সে এত খুসি যে নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সে চলেছে ইস্টিশানের হল দিয়ে। কম্পিত চোখে পরীক্ষা করছে টিকিটটা। ভুলে গেছে সবকিছু — তার স্ত্রী, আপিসের কর্তা, সুটকেস আর টাকার ব্যাগটার কথা, যেটাকে কিউ-তে সে অত সাবধানে সামলে রেখেছিল ...

রিজিকভ হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল। কিউ-এর শেষ স্ত্রীলোকটির পিছনে দেখা দিয়েছে লোমশ একটি লোক। পরনে পুরনো কোট। বুটজোড়া ভালো। গলায় সবুজে একটা মাফলার জড়ানো। পিছনকার পকেটে সুন্দর স্পষ্ট আয়তাকারের রেখা ফুটে উঠেছে। আকারে সেটা বেশ আশাপ্রদ।

ধীরেসুস্থে রিজিকভ কিউ-তে সেই কোট-পরা লোকটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা বিজ্ঞাপনের উপর চোখ রেখে কোটটার দিকে এক পাশ ঘুরে সে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে দু আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল ব্যাগটার বন্ধুর কিনার। ব্যাগটা সে টানল উপর দিকে। নিঃশব্দে সেটা উঠতে লাগল। আর এক মুহূর্ত আর... রূঢ় একটা থাবা রিজিকভের হাতটা ধরল চেপে আর একেবারে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল ভয়ে বিকৃত একটা মুখ।

'ওরে হারামজাদা! এবার?'

রিজিকভ হ্যাঁচকা টান মারল। কোনো ফল হল না। সচরাচর প্রযোজ্য একটা আহত-হুমকির সুরে সে চেঁচাল:

'পেরেছো কী, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!'

'তোর হাতটা কী করছিল?'

'ছাড় বলছি!'

'উহুঃ, দাঁড়াও বাছাধন!'

অপ্রত্যাশিত এক ঝাঁকুনি মেরে রিজিকভ হাতটা ছাড়িয়ে নিল। দরজা দিয়ে সে ছুটে চলে গেল প্ল্যাটফর্মে। প্ল্যাটফর্ম আর লাইন প্রায় মাটি না ছুঁয়ে সে ডিঙ্গিয়ে পার হল। একটা মালগাড়ির তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকল। তারপর আর একটার তলায়। গুঁড়ি মেরে বসে চারিদিকে তাকাল। প্ল্যাটফর্মে ছুটে এল কয়েকজন লোক। তাদের মাথা আর কাঁধ দেখা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে চিনতে পারল সেই ভালো বুটজোড়া, আর সে-দুটোর কাছে ছাই-রঙা একটা গ্রেটকোটের নীচেকার অংশ ও একজোড়া খুব চকচকে সরু বুট। সেই উত্তেজিত স্বরটা তার কানে এল:

'কী ডাকাত দেখেছ!'

ছাই-রঙা গ্রেটকোটের প্রান্তটা নড়ে উঠল। চকচকে পালিশ-করা বুটজোড়া এগিয়ে গেল, লাফিয়ে নামল প্ল্যাটফর্ম থেকে। হালকা চটি পায়ে মালগাড়ির পাশ দিয়ে ঝাঁ করে ছুটে গেল রিজিকভ রেল-পয়েণ্টস্-এর দিকে। মনটা তার ভার, তবে খিদেটাও আর টের পাওয়া যাচ্ছে না।

৫

বাগানে প্রাতরাশ

ইগরের হাতে দুটো রোল রুটি, খানিকটা সসেজ আর এক বয়াম জ্যাম। ইস্টিশানেই ভানিয়াকে সে বলেছিল:

'এখানকার সবকিছুই রেল-জীবাণুতে ভরা। চল, বাগানে খাওয়াই ভালো। সুন্দর ছোট্ট একটা বেঞ্চি আছে সেখানে।'

কিন্তু বাগানে পৌঁছে তারা দেখল সেই ছোট্ট সুন্দর বেঞ্চিতে ভাল্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়া বসে। বেঞ্চির পিঠ রাখার জায়গায় তার হাত। হাতের উপরে তার মাথাটা।

'আরে! কামরাটায় লোক রয়েছে যে!' বলে উঠল ইগর।

দিবাস্বপ্নে মশগুল মেয়েটিকে সে সব দিক থেকে একবার দেখে নিল। খালি পায়ে গ্যালশ দেখে প্রথমে তার খানিক সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটির ধূসর চোখ দেখে তাকে সে না হেসে গম্ভীর মুখে বলল:

'ম্যাদমোয়সেল, আপনার সামনে আমরা যদি জলযোগ করি তাহলে কি কিছু মনে করবেন?'

তার ঝুঁকে পড়ে নম্র অভিবাদন, কলার পর্যন্ত বোতাম-আঁটা কোট আর চকচকে পালিশ-করা বুট দেখে ভাল্দার ভালো লাগল। মন খুব খারাপ সত্ত্বেও সে তার অভ্যস্ত লীলাময় মুখভঙ্গী করল। এমন কি সামান্য হাসলও।

'মোটেই না!'

সংযত উৎসাহিত ইগর বলল:

'মের্সি।'

অবাক হয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ভাল্দা বেঞ্চির এক পাশে সরে গেল। মেঘ দেখতে তার আর ভালো লাগল না। গদ্যময় ইস্টিশানের চকের দিকে তাকাল সে। ইগর তাড়াতাড়ি বেঞ্চির উপর খাবার রেখে অন্য পাশে গিয়ে বসল। ভানিয়া তার বাক্সটা শব্দ করে মাটিতে রেখে বসল তার উপর। বেঞ্চিটাকে টেবিল করল সে। কাঁধ কুঁজো করে সে সামনে ঝুঁকে খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ইগর এক টুকরো সসেজ কাটল।

'ভানিয়া, জ্যাম খাব কী করে? আঙুল দিয়ে?'

'চামচের মতো কিছু একটা বানাব,' বলে বাগানের দিকে তাকাল ভানিয়া। 'ছুরি দিয়ে ... কাঠ কুঁদে।'

'আপনার কাছে কি চামচে আছে লেডি?' ভান্দাকে প্রশ্ন করল ইগর।

দেশান্তরগামী ট্রেনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার সময় উচ্চ শ্রেণীর রেল-যাত্রীরা যে-ভাবে কথা বলে, সেইরকম অতি ভদ্র সুর তার স্বরে। আনন্দে চকচক করে উঠল ভান্দার চোখদুটো। কিন্তু অতি অনভিজ্ঞ লোকের চোখেও একথা স্পষ্ট যে, ভান্দার কোনো মালপত্র নেই। তার চেহারাটা মালহীন যাত্রীর মতো। তা ছাড়া সসেজের গন্ধে জিভে জল আসে। ঢোক গিলে চটে ওঠার ভান করল সে। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'চামচে? মানে?'

'রুপোর চামচের কথা বলছি,' অমায়িক সুরে ব্যাখ্যা করে বলল ইগর।

কথাটার উত্তর দিল না ভান্দা। বেঞ্চির পিঠ রাখার জায়গায় হাত প্রসারিত করে আবার সে মেঘের দিকে তাকাল। কিন্তু তার চোখদুটোয় এখন আর সেই বিষণ্ণ স্বপ্নালুতা নেই।

আধখানা রোল-রুটি ধরে সমস্ত মুখ নাড়িয়ে সাগ্রহে বড় বড় কামড় বসিয়ে চলল ভানিয়া, আর সতর্কে নোংরা দুটো আঙুলে সসেজের টুকরো অল্প অল্প খেতে লাগল। একই সঙ্গে ভান্দার দিকে রইল তাকিয়ে। তার খালি নোংরা পা বা বিশ্রী জট-পাকান চুল সে লক্ষ্য করল না। শুধু দেখল ভান্দার গালের কোমল গোলাপি আভা, একটা চোখের কোণ আর কালো বাঁকানো চোখের পাতা।

খানিকটা রুটি ছিঁড়ে তার উপর দু টুকরো সসেজ রেখে ভান্দার দিকে এগিয়ে দিল সে। ভান্দা লক্ষ্য করল না। ইগরের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ভানিয়া। ইগর খেতে দারুণ ব্যস্ত। হাত, দাঁত আর ছুরি ঘন ঘন চলছে। তাহলেও মুহূর্তের জন্যে অনুমোদন জানিয়ে মাথা নোয়াবার সময় পেল সে। খালি হাতটা দিয়ে ভানিয়ার পিঠ সে চাপড়াল। খানিক দ্বিধা করে ভানিয়া আলগোছে ছুঁল মেয়েটির হাঁটু। ভান্দা তার দিকে মুখ ফেরাল। চেয়েছিল সে লীলাভরে হাসবে, কিন্তু তার বদলে তার মুখে ফুটে উঠল সরল কৃতজ্ঞতার হাসি। তারপর ধীরেসুস্থে সে শুরু করল রোল-রুটিতে ছোটো ছোটো কামড় বসাতে। সবটাই চলল একেবারে নীরবে। কাটা সসেজটা শেষ করে আরও খানিক সসেজ কাটতে কাটতে ভান্দার দিকে না তাকিয়েই ভারিক্কি চালে কথা কইতে লাগল ইগর:

'সিনরিতা, কোথায় যাচ্ছেন?'

ইস্টিশানের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভান্দা চিবুনো বন্ধ করল।

'জানি না,' বীরস সুরে উত্তর দিল সে।

'চলে আয় আমাদের সঙ্গে,' স্ট্যান্ডের উপর ঘুরে ভান্দার দিকে ফিরে সানন্দে প্রস্তাব করল ভানিয়া। 'নাম কী তোর?'

'ভান্দা।'

'বাহবা, নাম বটে! ভান্দা!'

'এটা পোলিশ নাম।'

'চলে আয় আমাদের সঙ্গে! সহরে ওর দাদু দিদিমা আছে।' ইগরের দিকে তাকাবার সময় ভানিয়ার চোখে বিদ্রুপের ঝিলিক খেলে গেল। সে লক্ষ্য করল ইগর ঠাট্টাটা উপভোগ করেছে।

কিন্তু কেন জানি ভানিয়ার দিল-খোলা ফুর্তিতে ভান্দা যোগ দিল না। বেঞ্চির উপর অসমাপ্ত রুটিটা সে রাখল। ভর দিল কোণটায়।

'জানি না ... কোথায় যাব ...' প্রায় অসহায় সুরে সে বলে উঠল।

ইগর তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর জ্যামের জারটা নিয়ে হয়ে উঠল ব্যস্ত। হঠাৎ ভানিয়ার উৎসাহ নিভে গেল। হতভম্ব হয়ে ভান্দাকে খুঁটিয়ে দেখল সে। তারপর এমন ভাবে তাকাল ইগরের দিকে যেন তার মুখে উত্তর খুঁজে পাবে। একটা গানের টুকরো গুনগুন করতে করতে জারটা বেঞ্চিতে রাখল ইগর। তারপর কড়া সুরে বলল, 'আমাদের সঙ্গে যাবি তুই ভান্দা। তারপর দেখা যাবে।'

এবার ভানিয়ার কাছে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ভান্দা কিন্তু ভয় পেয়ে তাকাল ইগরের দিকে:

'জানি না ...'

'তুই জানিস না, আমি জানি। এখুনি ট্রেন আসবে। কামরায় গিয়ে উঠব, তারপর সবকিছু আলোচনা করা যাবে।'

ইগরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ভানিয়া। কামরা কীসের? শান্তশিষ্ট হয়ে ভান্দা রইল চুপচাপ বসে।

সেই মুহূর্তে ঝোপ থেকে উঁকি মারল রিজিকভ। প্রথমে সে ভালো করে দেখে নিল তাদের। তারপর এগিয়ে এসে থেমে তাকাল খাবারের দিকে। তার দিকে ঘৃণা-ভরা চোখে ভান্দা চাইল।

'রিজিকভ, ফ্যাসাদে পড়েছিলি নাকি?' হেসে প্রশ্ন করল ইগর।

রিজিকভ উত্তর দিল না।

ইগর বলল, 'খা। সব সময় বলি, চুরি করা সবচেয়ে লোকসানের কারবার। পিটুনি খেয়েছিস আজ? দেখেছিলুম লোকটা তোকে চেপে ধরেছিল।'

'আমি ছাড়িয়ে পালাই,' ভাঙা গলায় বলে রিজিকভ খেতে শুরু করল।

'ভারি সৌভাগ্য আর কি! এর কোনো মানে হয় না। প্রত্যেকেরই একজোড়া করে হাত আছে আর প্রত্যেকেই ধরতে চায় তোকে।' ঘেন্নায় শিউরে উঠল ইগর। 'কোনো মানে হয় না। করবি যেমন আমি করি।'

'দিদিমা, না?' প্রশ্ন করল ভানিয়া।

'পোস্টাপিস দিদিমা। চিঠি আসে: "স্নেহের ইগর, নিশ্চয়ই এসো আর ভগবানের দোহাই এক শ' রুবল নিয়ে যেয়ো।" না গেলে ফের চিঠি: "কী কান্ড দেখো! এক শ' রুবল নিচ্ছ না কেন? এসে নিয়ে যেও লক্ষ্মীটি।"'

আহতভাবে রিজিকভ মুখ ফেরাল। বলল, 'লিখতে পড়তে জানলেই তবে চিঠিতে কাজ হয়...'

'লেখাপড়া না জানিস তো কাজ করগে। কিন্তু এই পকেট মারা — এর চেয়ে বোকামী আর কী হতে পারে?' এক টুকরো রুটি জ্যামে ডোবাল ইগর, 'খেটে খাওয়া খুব খারাপ নয়! অনেকেই তো ভালো বলে।'

৬

কামরায়

স্তেপ পেরিয়ে চলেছে লম্বা একটা মালগাড়ি। তার খোলা একটা গাড়িতে তেরপল-ঢাকা একটা ট্র্যাক্টর। তেরপলের একটা অংশ খোলা। তার উপর পাকিয়ে গোল হয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছে ভান্দা। তার পায়ের কাছে ইগর চের্নিয়াভিন বসে। হাত দিয়ে হাঁটু আঁকড়ে চারিদিকে সে অলসভাবে তাকাচ্ছে। চটি-পরা পা ফাঁক করে তার সামনে দাঁড়িয়ে রিজিকভ। খোলা গাড়ির পাশে পা দোলাচ্ছে ভানিয়া। উপভোগ করছে স্তেপ, লাইনের পাশের চওড়া গ্রাম্য পথ, দিগন্তের ছোটো ছোটো পাহাড় আর বসন্তের প্রথম সবুজ আভা।

গত সন্ধেয় তারা যাত্রা করেছে। ঘুমুতে তাদের অনেক সময় লেগেছিল। কারণ ঠান্ডা ছিল। শেষটায় তারা তেরপলের মধ্যে সেঁধিয়ে কুঁকড়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘুমিয়ে পড়ে। তেরপলের তলায় সেঁধুবার আরও একটা ভালো কারণ ছিল — ট্রেন থামলে কৌতূহলী দৃষ্টির অস্বস্তি ছিল না, যাত্রীদের ঘুমতে বাধা হয়নি।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ইগর চের্নিয়াভিন বলেছিল, 'খাসা কামরা। একেবারেই ভিড় নেই, প্রচুর তাজা বাতাস আর টিকিট দেখতেও কেউ চাইবে না।'

পরের দিন খুব ভোরে জেগে উঠে খোস মেজাজে তারা গুটিগুটি বেরিয়ে আসে তেরপলের তলা থেকে। শুধু বড় বড় ইস্টিশান দিয়ে যাবার সময়ই তারা ব্যবহার করে সেই অতিথিবৎসল আশ্রয়ের জায়গাটা — ঘুমুবার জন্য আর নয়, রেল কর্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত না করার জন্য। তারপর ভান্দার ইচ্ছে হল রোদে ঘুমুবে।

খানিকক্ষণ রিজিকভ চুপচাপ ছিল।

শেষটায় সে প্রশ্ন করল, 'ভান্দাকে কেন সহরে টেনে নিয়ে চলেছিস?'

'তা নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন?' রিজিকভের দিকে তাকাবার সময় ইগর চোখ কোঁচকাল। তার কারণ সম্ভবত রিজিকভের পিছনকার পরের গাড়ির উপর উঠছিল পরিষ্কার ঝকঝকে সূর্য।

'আছে মাথাব্যথা,' বিড়বিড় করে উঠল রিজিকভ।

'সহরে ওর জন্যে আমরা কিছু জুটিয়ে দেব। কাজ কিংবা...'

'তোর নিজের কাজ করার ইচ্ছে নেই, কিন্তু ভান্দার করা উচিত, না?' ফেটে পড়ল রিজিকভ। ঝগড়া বাধাবার জন্য সে ছটফট করছিল।

'হ্যাঁ, ভান্দার কাজ করা উচিত,' শান্ত সুরে বলল ইগর। রিজিকভের দিকে পিঠ ফিরিয়ে অভিভাবকের মতো সে তাকাল ভান্দার দিকে।

'সব্বাই কাজ করে,' খোলা গাড়ির পাশ থেকে ফোড়ন কাটল ভানিয়া।

'চোয়ালে ঘুষি খেতে যদি না চাস তাহলে মুখ বুজে থাক।'

'মশিয়ে, ঘুষি লাগাতে পারেন শুধু আমার লিখিত অনুমতি পেলে,' নাকি সুরে বলল ইগর।

ইগরের দিকে তাকাবার জন্য ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল রিজিকভ। তার চোখে থমথমে রাগ ফুটে উঠেছে।

'কী বললি, তোর অনুমতি নিয়ে?'

'হ্যাঁ, এবং লিখিত অনুমতি... দরখাস্ত দিন...'

'কোন দরখাস্ত?'

'ঘুষি কষতে চান তার দরখাস্ত।'

উত্তেজিত হয়ে রিজিকভ এগুল ভানিয়ার দিকে।

'দেখা যাক! দেখা যাক, বিনা অনুমতিতে কেমন দাঁড়ায়।'

ভীরু দৃষ্টিতে ইগরের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে তার দিকে ছুটল ভানিয়া। তাকে ধরার জন্যে রিজিকভ হাত বাড়াল। কিন্তু কেমন করে যেন ইগর হাজির হল তাদের মাঝখানে। ইগরের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপেরও সময় সে পেল না, আত্মরক্ষার জন্য ঘুষি তোলা তো দূরের কথা। ইগরের ঘুষি দ্রুত উঠে মনে হল রিজিকভের মুখে পড়বে, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সেটা তার পেটে পড়ায় রিজিকভ চিৎপাত হয়ে পড়ল। পড়ল গিয়ে সোজা ঘুমন্ত ভান্দার উপর।

'এই, এই! কী ব্যাপার? কী করছ?' ঘুম ভেঙে ভয়ে চীৎকার করে উঠল ভান্দা।

'ভাবনার কিছু নেই,' শান্ত মৃদু হেসে ইগর বলল। 'রিজিকভ ঘুমুতে চায়। ঘুমুবার কামরায় জায়গাটা ছেড়ে দে।'

ঘেন্নার দৃষ্টিতে ভান্দা তাকাল রিজিকভের দিকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল। স্পষ্টই বোঝা গেল তার বিকৃত চেহারাটা দেখে ভান্দার ভালোই লাগল।

'ওকে তুই মেরেছিস? কেন?'

একটা কনুইতে ভর দিয়ে রিজিকভ উঠল। তার পুরু ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। কপালে এলোমেলো হয়ে পড়েছে বাদামী চুলের গোছা, প্রায় ঢেকে দিয়েছে তার সবুজ উদ্ধত চোখদুটো।

'দাঁত দেখাচ্ছিস যে বড়ো! ও তোর পক্ষ নেবে না!'

ভান্দা মাথা নাড়াল।

'হয়তো নেবে।'

'তুই ছুঁড়ি...' ঘুষি পাকিয়ে রিজিকভ উঠে দাঁড়াল।

ইগর মৃদু হেসে ভানিয়ার কাঁধে হাত রাখল, তারপর যেন জনান্তিকে, প্রায় বলবার ইচ্ছে নেই এই ভাব করে নীরস সুরে বলল:

'মনে রাখবেন স্যার, এ কামরায় কারুর গায়ে হাত তোলা চলবে না।'

রিজিকভ পকেটে হাত ঢোকাল।

'তুই বোধ হয় জানিস না ও মেয়েটা কী?' বাঁকা হেসে বলল সে।

'কী ও?' রিজিকভের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ইগর প্রশ্ন করল।

'তুই হয়তো ভেবেছিস মেয়েটা ভদ্র ঘরের। বলব, ভান্দা?'

'চুলোয় যা তুই, কোলা ব্যাঙ কোথাকার! বেশ তো বল না, সবাই তোরা শুয়োর!'

'ও বেশ্যা!' উল্লাসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রিজিকভ। 'বুঝলি কী ব্যাপার?'

ভান্দা ধীরে ধীরে গাড়ির ধারের দিকে এগুল, তারপর জ্যাকেটের কলার তুলে তার এলোমেলো চুলে-ভরা মাথাটা ঢাকল। ইগর এগিয়ে গেল রিজিকভের দিকে। কিন্তু হো হো করে হেসে রিজিকভ চটপট লাফিয়ে গাড়ির অন্য পাশে গিয়ে ট্র্যাক্টরের পিছনে লুকল।

সবকিছু এতো চটপট ঘটল যে ঘটনা-প্রবাহের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা ভানিয়ার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল।

ইগর গেল ভান্দার কাছে। মেঝের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কথাটা সত্যি?'

ভান্দা চটপট মুখ ফেরাল তার দিকে। তার স্বরে ফিরে এল সেই পুরনো ঘৃণা।

'বেশ তো, হ্যাঁ, সত্যি! তাতে তোর কী? প্রেম করতে চাস?'

ইগর আরক্ত হয়ে উঠে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভানিয়া গালচেঙ্কোর উৎসুক দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

'উহুঁ, সে কথা না! শুধু ... তোর বয়েস কত?'

ভান্দা লীলায়িত ভঙ্গী করে মাথা তুলে একটুখানি ঘাড় ফিরিয়ে মুহূর্তের জন্য তাকাল ইগরের চোখের দিকে।

'পনের! তাতে কী?'

ইগর খানিক ভাবল।

'তা বেশ, আর কিছু বলার নেই সিনরা। যেতে পারো,' বিষণ্ণ হেসে সে বলল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ভান্দা গেল তেরপলের কাছে। ঠাণ্ডায় কোটের কলার উল্টিয়ে ঘাড় ঢেকেছে। তারপর মেঝেতে শুয়ে চুপচাপ মুখ ফিরিয়ে রইল ট্র্যাক্টরের দিকে।

স্তেপের দিকে তাকিয়ে শিস দিয়ে ইগর একটা সুর ভাঁজতে লাগল। সামনে ঢালু ছোটো ছোটো পাহাড়গুলোর ওপাশে অনেক দূরে কতকগুলো দালানপাতির শাদা শাদা চূড়ো দেখা গেল। তাদের ওপরে সূর্য জ্বলছে।

নীচে মুহূর্তের জন্য সে দেখতে পেল এক দল মেয়ে। তাদের পা খালি। এখনো শাদা, রোদে পুড়ে তামাটে হয়নি। তাদের একজন চেঁচিয়ে ইগরকে কী যেন বলল। সেটা শুনে অন্যরা উঠল হেসে। উদাস দৃষ্টিতে তাদের দিকে সে তাকাল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল। ভানিয়া তাকাল ভান্দার দিকে।

ট্রাক্টরের পিছনে রিজিকভ। সে দিকে কান খাড়া করে ইগরের কাছে গিয়ে ডিঙি মেরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে সে বলল, 'ভান্দা কাঁদছে নাকি?'

'তাতে কিছু এসে যায় না!' কড়া সুরে উত্তর দিল ইগর। ভানিয়ার দিকে তাকাল না।

পয়েণ্টস্ পেরুবার সময় গাড়িটা দারুণ ঝাঁকুনি খেল।

'আমরা পে'ছে গেছি,' ইগর বলল।

বহু পয়েণ্টসের উপর দিয়ে সারিসারি মালগাড়ির পাশ দিয়ে ডান দিকে ঘুরে যাত্রী স্টেশন পেরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল মালগাড়িটা। সেখানে যে গাড়িগুলো দাঁড়িয়েছিল তাদের উপর দিয়ে ইস্টিশান বাড়ির উপর তলা আর প্ল্যাটফর্মের বাঁকানো ছাতটা গেল ভেসে। একটা সরু বাঁধের উপর গিয়ে পড়ল ট্রেনটা। সহরের একেবারে কিনারে একটা অপ্রত্যাশিত চওড়া মাঠ ঘিরে রয়েছে সেই বাঁধ। মাঠ ছাড়িয়ে রয়েছে চুণকাম-করা কুটির, ছাতগুলো খড়ের। কিন্তু আবার পয়েণ্টসের উপর ট্রেনটা ঝাঁকানি খেল। তারপর সারিসারি নানা চত্বরের লাইনের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল আরও সাবধানে। এখন কুটিরগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। একটা ছোটো পাহাড়ের উপরকার সহরের সারিসারি লাল, ধূসর আর গোলাপী বাড়িগুলো যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখছে।

তেরপলের উপর নড়েচড়ে উঠে বসল ভান্দা। তারপর তাকাল সহরের দিকে। লম্বা লম্বা মালগাড়ির মাঝখানে ট্রেনটা এখন খুব ধীরে ধীরে চলেছে। তেলের দাগ-ধরা প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ইগর সেদিকে তাকিয়ে। তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

তার পিছনে অস্পষ্ট একটা ধপ করে শব্দ হল। চট করে মুখ ফেরাল ইগর। তাদের গাড়িতে রেলবিভাগের এক প্রহরী, লাফ দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তাদের দেখছে মন দিয়ে।

ছায়ার মতো নিঃশব্দে গাড়ি থেকে সরে পড়ল ভান্দা।

'তোমার নাম ইগর চের্নিয়াভিন?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সম্বন্ধে আমরা একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি। একটা জাল পোস্টাল অর্ডার দিয়ে তুমি এক শ' রুবল তুলেছিলে?'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ইগর তাকাল প্রহরীর দিকে।

'খুব চটপট কাজ দেখছি। টাকা তুলেছি বলে কী! আমি নিতে চাইনি, বুঝেছেন...'

হেসে প্রহরী সামনের দিকে মাথা নোয়াল।

'চলে এসো!'

ইগর নাক চুলকাল।

'দূর শালা! ভারি দুঃখের কথা ভানিয়া, তোকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। ভালো লোক তুই! আর ভান্দাটা... বুঝতে পারছেন কমরেড সেপাই, আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই।'

'আর তুই চললি কোথায়?' হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করল ভানিয়া।

'আমি? মানে আইনের নামে... আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'কিসের জন্যে?'

'সেই দিদিমার জন্যে।'

'চলে এসো, চলে এসো,' ইগরের কাঁধ নেড়ে প্রহরী আবার বলল।

লাফাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ইগর গাড়ির কিনারটা চেপে ধরল।

'আর ভানিয়া, তুই কলোনিতে যাস,' তার দিকে ফিরে সে বলল। 'লোকে বলে জায়গাটা ভালো। কলোনিটার নাম "পয়লা মে"।'

লাফিয়ে সে নামল। তার পিছন পিছন নামল প্রহরী। হাঁটুর ওপর হাত রেখে ভানিয়া তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। এই দুর্ঘটনায় সে হতভম্ব হয়ে গেছে।

ট্র্যাক্টরের পিছন থেকে বেরিয়ে এল রিজিকভ। মুখে তার বিদ্বেষের হাসি।

'শুনলি তো! চিঠি আসে: "স্নেহের ইগর, গিয়ে এক শ' রুবল তুলে নিও!" সাফা কাজ! কিন্তু ভান্দা কোথায় গেল?'

'জানি না,' ভয় পেয়ে উত্তর দিল ভানিয়া।

৭

নিজের রাস্তা

'চলেছিস কোথায়?' মাল ইস্টিশানের কাছে ট্রাম থামার জায়গায় পেঁছে রিজিকভ প্রশ্ন করল।

পথটা পাথর দিয়ে বাঁধানো, কয়লাগুঁড়োয় ঢাকা। চাকা আর ঘোড়ার খুরের নীচ থেকে অসংখ্য চড়াই ঝটপট করে উড়ছে। ট্রাম থামার জায়গায় একটা কিউ। বহু লোকের জুতোতেই পালিশ পড়া দরকার।

উত্তর দেবার সময় পেল না ভানিয়া। টিউনিক-পরা একটি লোক তার কাছে এল:

'পালিশ করবি নাকি?' বেড়ার ধারের দিকে ইসারা করে সে প্রশ্ন করল।

'আপনি কালো পালিশ চান?'

'কালো পালিশ বৈকি। তাছাড়া কী? বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে, এদিকে আমার বুটজোড়া ...'

ভানিয়া চারিদিকে তাকাল। বসার মতো কোনো জায়গা নেই। পথের খানিক দূরে সে দেখল একটা কাঠের পুরনো বারান্দা।

'ওই সিঁড়িগুলোর কাছে যাবেন?'

বড় কর্তার সঙ্গে যে লোকটিকে দেখা করতে হবে সে নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। নিজের জিনিসপত্র ঠিকঠ্যাক করার জন্যে ভানিয়া ছুটল আগে আগে। যখন তার খদ্দের পেঁছিল ততক্ষণেই একটা বুরুশে সে কালি লাগিয়ে ফেলেছে ...

'আরে না, আগে ধুলোটা ঝেড়ে নে।'

কাজ শুরু করে দিল ভানিয়া। উপরকার একটা সিঁড়িতে বসে চুপচাপ পথটা ভালো করে দেখতে লাগল রিজিকভ।

'কত?'

'দশ কোপেক।'

'পনের কোপেকের ভাঙতি আছে?'

ভানিয়া পকেটে হাত চালালে। তার কাছে রয়েছে শুধু চারটে দশ কোপেকের মুদ্রা।

'ওতে হবে না। যাক গে। বাড়তি পাঁচ কোপেকটা তুইই নে,' বলল সেই খদ্দের।

সে যেতে না যেতেই একটি মেয়ে এসে ভানিয়াকে তার জুতো পরিষ্কার করে দিতে বলল। তারপর এল এক লাল ফৌজের লোক। প্রশ্ন করল:

'এই, হাই বুটজোড়া পালিশ করতে কত নিবি?'

লাল ফৌজের লোকের উপস্থিতিতে হকচকিয়ে গেল ভানিয়া। আগে কখনো সে সামরিক বুট পালিশ করেনি। জানে না কত চাইবে।

'দশ ... দশ কোপেক,' বাধো বাধো গলায় বলল সে।

'গাধা কোথাকার,' ফিসফিস করে উঠল রিজিকভ। কিন্তু সৈনিকটি খুসি হয়ে স্ট্যাণ্ডের উপর পা রাখল।

'শস্তা, ছোকরা, শস্তা। এখানে সব জায়গায় হাই বুটের জন্যে কুড়ি কোপেক।'

'কালো কালি দেব?' বলতে ভুলে গেল ভানিয়া। দারুণ খাটতে লাগল সে। তার চোখ, ভুরু এমন কি জিভটাও নড়তে লাগল। এখনো সে শেখেনি একসঙ্গে দুটো বুরুশ দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিশ করার কায়দা। একটা বুরুশ হাত ফসকে ছিটকে পড়ল। রিজিকভ হো হো করে হেসে উঠল, কিন্তু বুরুশটা তুলে দিল না। ভানিয়া আর্তনাদ করে দাঁড়িয়ে উঠে নিজেই ছুটল সেটা আনতে।

'বাহাদুর ছেলে,' লাল ফৌজের লোকটি এই বলে তাকে দশ কোপেক দিল। 'দামে শস্তা, চকচক করছেও ভালো।'

নিজের বুটের দিকে তাকাতে তাকাতে সে চলে গেল। ভানিয়ার হাত আর পিঠ ব্যথা করছিল। কনুইয়ে ভর দিয়ে সে পথটা দেখতে লাগল।

সব বাড়িগুলোই একরকম — ইঁট দিয়ে তৈরি, মলিন আর দোতলা। তাদের মাঝখান দিয়ে ছোটো ছোটো ফটকওলা বেড়া চলে গেছে। প্রায় প্রত্যেক ফটকের কাছেই একটা করে বেঞ্চি। তাতে লোকেরা বসে সূর্যমুখী ফুলের বীজ কুট্‌কুট্‌ করে খাচ্ছে। ভানিয়ার মনে পড়ল পরের দিন রবিবার। ইঁট-বাঁধানো ফুটপাথ দিয়ে নীচু গলায় কথা কইতে কইতে চলেছে একসঙ্গে দুজন কি তিনজন করে লোক।

পিছনকার দরজাটা খুলে গেল।

'এখানে তোদের কী ব্যাপার? হাঘরে ছেলে বুঝি?' স্বরটার মধ্যে একটা অপ্রীতিকর তীক্ষ্ন ও কর্কশ সুর।

লাফিয়ে উঠে ভানিয়া ঘুরে দাঁড়াল। অলসভাবে উঠে দাঁড়াল রিজিকভ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একটা রোগা লম্বা লোক। তার গোঁফজোড়া পাকা।

'হাঘরে?'

'না, হাঘরে নই।'

'জুতো-পালিশ-করিয়ে! বটে! একজোড়া রবারের হিল আছে তোর কাছে?'

ভানিয়ার বাক্সে ছিল দুটো বুরুশ আর দু টিন কালো কালি। হাত ওলটালে ভানিয়া।

'না, নেই!'

'হুম! বলে জুতো-পালিশ-করিয়ে! এই তোর জুতো-পালিশ! যাক গে! কিন্তু ও ছোঁড়াটা কে?'

রিজিকভ মুখ ফেরাল। চটে উঠেছে সে।

'এখানে কী করছিস? রাতের আশায় আছিস?'

রিজিকভ আরও চটে উঠল।

বিড়বিড় করে সে বলল, 'রাত ফাত নয়। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই।'

'হুম... বন্ধু!'

বুড়ো দরজায় চাবি বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। একটা গাঁটওলা আঙুল তুলল সে।

'এখান থেকে ভাগ তুই। কেমন চেনা লোক জানি।'

'তা যাচ্ছি। কিন্তু পথে দাঁড়ানো মানা নাকি? এই তুমিই বানিয়েছ বুঝি আইনটা?' নিজের আইনী অধিকারের চেতনায় ক্রমশই বেশি করে সে অপমানিত বোধ করতে লাগল।

'এখানকার আইন তোর যদি পছন্দ না হয় তাহলে এমন জায়গায় যা যেখানকার আইন ভালো,' উপহাস করে বুড়ো বললে। 'আমি দোকানে যাচ্ছি। ফিরে যেন তোকে না দেখি।'

পথ দিয়ে সে চলে গেল। আহত দৃষ্টিতে রিজিকভ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার বসল দাওয়ায়।

'খোঁচা দেওয়া কথা শোনো! "রাতের আশায় আছিস!" ' প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় সে আপত্তি জানাল।

একটি যুবক তাদের দিকে এল।

খুসির সুরে সে বলে উঠল, 'দিব্যি উন্নতি দেখছি। আমাদের রাস্তায় জুতো-পালিশ-করিয়ে! চেহারাটাও খাসা! কী খবর রে!'

'কালো পালিশ?' ভানিয়া প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, কালো। তুই এখানে রোজ আসবি?'

'হ্যাঁ, আসব!' কালি লাগিয়ে খানিক দ্বিধা করে সে উত্তর দিল।

খদ্দেরটি কত লাগবে প্রশ্ন করল না। বিনাবাক্যব্যয়ে ভানিয়াকে সে পনের কোপেক দিয়ে দিল।

'আমার কাছে খুচরো নেই,' বলল ভানিয়া।

'ঠিক আছে। তোকে আমি সব সময় পনের কোপেক দেব। শুধু খানিক চটপট সারবি।'

পয়সা পকেটে রেখে ভানিয়া আবার পথের দিকে তাকাল। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। কেন জানি তাতে মনে হচ্ছে পথটা আগের চেয়ে পরিষ্কার। ট্রাম দেখে ভানিয়া খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল। জিনিসটার কথা অনেক সে শুনেছিল, কিন্তু আগে কখনো দেখেনি। এখন তার ইচ্ছে হল একটা ট্রামে লাফিয়ে উঠে কোথাও যেতে। মনটা তার খুসিতে ভরা। তার মধ্যে জেগে উঠেছে গর্বের ছোট্ট এক স্ফুলিঙ্গ। সবাই আসছে, দেখছে সিঁড়িতে বসে আছে ভানিয়া, জুতো পরিষ্কার করতে পারে।

রিজিকভ বলল, 'শোন ভানিয়া। আমাকে পঞ্চাশ কোপেক দে, কেমন? কাল ফেরৎ দেব।'

'কোথা থেকে পাবি?'

'তা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। যেমন করেই হোক পাব। খাবার জোগাড় করতে হয় এখন।'

হঠাৎ ক্ষিদের জ্বালা অনুভব করল ভানিয়া। ট্রেনে সকালে তারা খেয়েছিল গত রাতের খাবারের যা অবশিষ্ট ছিল। তারপর থেকে কিছুই তারা খায়নি।

'পঞ্চাশ কোপেক? অত আছে কিনা জানি না। হ্যাঁ, নব্বই আছে। আরে অন্য টাকার কথাটা যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম!'

'অন্য টাকা কিসের?'

'ইগর দিয়েছিল... সেই দিদিমার টাকার খানিকটা।'

ভানিয়া নোটের ভাঁজ খুলে বিষন্ন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আবার সেটা তুলে রাখল।

'পঞ্চাশ কোপেক দে আমায়। দেখ, তোর কত টাকা!'

'ওটা ছুঁতে পারব না,' বলে ভানিয়া তাকে পঁয়তাল্লিশ কোপেক দিল — তার কাছে যত খুচরো ছিল ঠিক তার অর্ধেক।

'রাত কাটাবার জন্যে... ফিরব,' কোপেকগুলো নিতে নিতে রিজিকভ বলল।

হঠাৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে ভানিয়ার মনে পড়ল কোথাও রাত কাটাতে হবে। কোনো কারণে আগে কথাটা তার মাথায় আসেনি।

'কোথায় রাত কাটাব?' হতাশ হয়ে ভানিয়া প্রশ্ন করল।

'কোনো একটা জায়গা বার করব। এখানে ইস্টিশানে ঘুমতে দেয় না।'

রিজিকভ পথ দিয়ে হনহনিয়ে চলল। ভানিয়া আবার বসল সিঁড়িতে। তার মন খারাপ হয়ে গেছে। বাড়িগুলোর পিছনে সূর্য লুকিয়ে পড়েছে। তার পাশ দিয়ে লোকে আনাগোনা করছে। কেউ লক্ষ্য করল না তাকে। পথের ওপাশে এক দল বাচ্চা ছেলেমেয়ে হৈচৈ করে খেলছে।

'ঐ দ্যাখ একটা ছোট্ট জুতো-পালিশ-করিয়ে ওখানে বসে রয়েছে,' ফাজিল একটা বাচ্চা মেয়ে চেঁচিয়ে বলল।

আর একটি মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল ভানিয়াকে। তারপর কে একজন তার পোষাক ধরে টান মারল। হাসতে হাসতে সে ছুটল ফটকের দিকে।

'ভারিয়া, তোর সুপ ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে,' একটি বয়স্ক স্ত্রীলোকের গলা শোনা গেল। 'এই নিয়ে দু-বার ডাকছি।'

'একবার, একবার, একবার!' সুর করে বলে উঠল ফাজিল মেয়েটি।

হাতের মুঠোয় মাথা রেখে ভানিয়া পথের ওপাশে তাকিয়ে রইল। দেখতে পেল গোঁফওলা লোকটি ফিরছে।

'এখনো বসে? আর অন্য ছোঁড়াটা কোথায়?'

'চলে গেছে।'

'তোরও বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। এখন আর কেউ বুট পালিশ করাবে না। কিন্তু কাল তুই আমাকে রবারের হিলগুলো এনে দিস।'

ভানিয়া প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা দোকানটা কত দূর?'

'দোকানে তোর কী দরকার? কী কিনবি? সিগারেট বুঝি?'

'না, সিগারেট নয়। কিন্তু দোকানটা কোথায়?'

'ওই তো, মোড়ের ওপাশেই।'

ভানিয়া বুরুশ আর কৌটোগুলো গুছিয়ে বাক্সটা তুলে নিয়ে চলল দোকানের খোঁজে।

৮

রাত

কাছের এক খড়ের গাদায় তারা রাত কাটাল। পথটা ধরে এগিয়ে, দুটো মোড় ও লেভেল-ক্রসিঙ পেরুবার খানিক পরে তারা পেঁছল যেখানে মাঠ শুরু হয়েছে। হয়ত ঠিক আসল মাঠ বলা যায় না, কারণ আরও কিছু দূরেও

আলো রয়েছে। যাই হোক, শেষ বাড়িটা ছাড়াতেই বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পায়ের তলায় খস খস শব্দ করা ঘাস আর একদিকে খড়ের গাদা। স্পষ্টতই জায়গাটা উঁচুতে, কারণ সেখান থেকে আলোকিত সহরটা ভালো করে দেখা যায়। লেভেল-ক্রসিঙে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলছে একটা পথের আলো।

সেখানে রাত কাটাতে ভানিয়া খুব উৎসাহ বোধ করল না। শেষ কুটির পিছনে ফেলে আসার পর সহরে আশ্রয় খোঁজেনি বলে তার আক্ষেপ হল। কিন্তু রিজিকভ পকেটে হাত ভরে শিস দিতে দিতে দৃঢ় পায়ে চলল এগিয়ে।

সে বলল, 'এই হল জায়গা। খড় গাদা করে নেব, গরম হবে। সহরও কাছেই।'

ভানিয়া বাক্স নামাল। ঘুমুতে তার ইচ্ছে করল না। শহরটা দেখতে লাগল সে, সুন্দর দৃশ্য। সামনেই প্রশস্ত চকে আলোগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। কত আলো! কখনো মনে হয় যেন এলোমেলো ছড়ানো, কখনো যেন বা সারি বাঁধা। যেন খেলায় মেতেছে। আরও দূরে শুরু হয়েছে এক সার বড় বড় বাড়ি। সেই সব বাড়িগুলোর জানালায় নানা রঙের আভা—হলদে, সবুজ, উজ্জ্বল লাল।

ভানিয়া প্রশ্ন করল, 'এ-রকম কেন? আলাদা আলাদা আলো ... জানালায় জানালায়?'

'কী বললি?' খড়ের উপর ঝুঁকে রিজিকভ প্রশ্ন করল।

'কিসের জন্যে জানালাগুলোর রঙ আলাদা আলাদা?'

'যার যেমন বাতি — মানে ঢাকনি — আলোর ঢাকনি। মেয়েরা ওইসব ভালোবাসে — কেউ লাল ঢাকনি, কেউ সবুজ।'

'মানে বড়লোক?'

'বড়লোক গরিবলোক সবাই। কাগজ দিয়েও ওগুলো বানানো যায়। এমনো হয় — আলোর ঢাকনিটি আছে, কিন্তু আর কিছু নেই। হাতাবার মতো কিছু নেই। বুড়ো আঙুল চোষো আর কি...'

'চুরি করার কথা বলছিস?'

'"চুরি" কথাটা আমাদের বলতে নেই, বলি "হাতানো"।'

'কাল আমি যাব ঐটেতে... মানে "পয়লা মে" নামের জায়গাটায়...'

'সেখানেও নেবার মতো জিনিস আছে। যদি বুদ্ধি থাকে।'

'কেন?'

'তুই গাধা! আস্ত গাধা! "কেন" মানে?'

'সেখানে গিয়ে থাকব, তারপর হাতাব?'

'নয়ত কী?'

'তারপর জেলে?'

'ধরতে পারলে তো!'

'ইগরকে যে ধরল।'

'কারণ ইগরটা বোকা। ভাব একবার, পোস্টাপিসে যাওয়া! তবে তার কিছু হবে না। বয়েস হয়নি।'

রিজিকভ খড়ের গাদা থেকে আরও কিছু খড় টেনে বার করল...

'আমাদের ইস্টিশানে এক পাহারাওলা ছিল... সে মারা গেছে। তার ছেলে... নাম মিশা... সে আছে "পয়লা মে" কলোনিতে। সে একটা চিঠি লিখেছিল।'

'"পয়লা মে",' খড় টেনে পা দিয়ে মাড়িয়ে টান হল রিজিকভ। 'শুয়ে পড় ভালো করে!'

ভানিয়া চুপ করে গিয়ে শোয়ার তোড়জোড় করল।

আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। ভানিয়ার মাথার উপরকার খড়ের গাদাগুলোকে মনে হতে লাগল যেন বিরাট কালো কালো সব কাঠামো।

* * *

খুব তাড়াতাড়ি ভানিয়ার ঘুম ভাঙল। কিন্তু তার আগেই ভোর হয়ে গেছে। খড়ের গাদার পিছনে সূর্য উঠছে। ভানিয়া শুয়েছিল ছায়ার দিকে। তার শীত করে উঠল। লাফিয়ে দাঁড়াল সে। পোষাকে তার আটকে রয়েছে খড়ের কুটো। সহরের দিকে তাকাল। এখন সেটা অন্য রকম দেখাচ্ছে। এখনো কতকগুলো পথের আলো অনর্থক রয়ে গেছে আর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে লেভেল-ক্রসিঙের সেই উজ্জ্বল আলোটা।

সহরটাকে এখন দেখাচ্ছে আরও জটিল আর আকর্ষণীয়, কিন্তু আগের মতো অত সুন্দর নয়। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কত বাড়ি আর বাড়ির ছাত। তাদের পিছনে একটা উঁচু বাড়ি। তার সামনের দিকে শাদা শাদা থাম। আসল সহর এটা—তাকে গিয়ে দেখতেই হবে। কিছু পয়সা রোজগার করে সে হেঁটে যাবে। উহু, যাবে ট্রামে চেপে। সহরে নিশ্চয়ই একটা সিনেমা আছে। আজ কিন্তু তাকে যেতে হবে 'নিজের' রাস্তায়। সেই যুবকটির

কথা তার মনে পড়ল, আগের দিন যে অত খুসি হয়েছিল ওই রাস্তায় একজন জুতো-পালিশ-করিয়ে এসেছে বলে। নিশ্চয়ই এখন অনেক লোক রয়েছে যারা তাদের বুট পালিশ করাতে চায়। কী সৌভাগ্য তার কাছে বাড়তি এক টিন কালী এখনো আছে। ভানিয়ার ইচ্ছে হল টিনটা ভালো করে দেখতে। সে ঝুঁকে পড়ল। বাক্সটা নেই। পা দিয়ে খড় সরাতে লাগল সে। তন্নতন্ন করে দেখল। তখনই শুধু লক্ষ্য করল রিজিকভও উধাও হয়েছে। ভানিয়া খড়ের গাদাটা ঘুরে এল। তারপর নিষ্প্রভ চোখে সহরের দিকে তাকাল, চারিদিকটা আর একবার দেখে খড়ের গাদায় ঠেস দিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় পকেটে হাত ঢোকাল। সাবধানে খুঁজল, টেনে বার করল পকেটটা। দশটা রুবলও নেই।

পথের দিকে কয়েক পা গেল ভানিয়া। তারপর থামল। এখন আর সহরে যাবার কোনো মানে হয় না।

৯

ছাগল

ঐ সব ঘটনার পর পুরো একটা মাস কেটে গেছে।

খুব সকালে একদিন এক তরুণ মিলিসিয়াকর্মী ইগরকে জাগাল। লোকটা দেখতে খুব ফিটফাট আর বিবেকী ধরনের।

বলল, ‘যাবার সময় হয়েছে, কমরেড! কলোনিতে প্রচুর ঘুমুতে পাবে। কিন্তু আমাকে ফিরতে হবে ন’টার মধ্যে।’

ইগর চটপট কোটটা পরে নিল। কোটের নিচে এখন একটা সার্টও তার জুটেছে। সার্টটা খাটো আর সুতির হলেও ইগর তার হলদে কলারটা কোটের কলারের উপর কায়দা করে তুলে দিল।

দরোয়ানরা শুকনো ঝাঁটা দিয়ে পথ ঝাঁট দিচ্ছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ধুলো যেন তখনো উড়তে চাইছে না। সুন্দর সকালের নির্মল তাজা আবহাওয়ায় সহরটি গেছে ভেসে। এ-রকম সকালে তার ‘নতুন জীবনে’ প্রবেশ করতে ভালোই লাগছিল ইগরের।

নতুন জীবনে তার কিন্তু খুব কৌতূহল নেই। নাবালক অপরাধী কমিশনের পলিনা নিকোলায়েভনা কথায় কথায় ক্রমাগত বলতেন ঐ নতুন জীবনের কথা। নতুন না পুরনো, সে সব না ভেবেই সাধারণভাবেই

জীবনটাকে ভালো লাগে ইগরের। কখনো সে ভাবে না আগামী কাল বা গতকালের কথা। সর্বদাই আজকের দিন নিয়ে সে মশগুল হয়ে থাকে। না পড়া পাতার মতো তাকে সে পড়ে। তাড়াহুড়ো না করে এ-পাতাটা ওল্টাতে হবে। কৌতূহলী চোখে সে-পাতার নতুন গল্পটা সে খুঁটিয়ে দেখে। আজকের এই দিনটা তার কাছে আরও বেশী প্রীতিকর, কারণ গত মাসে তাকে কতকগুলো ভারি একঘেয়ে পাতা ওল্টাতে হয়েছিল। এমন কি সেই একঘেয়েমিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেও সে শুরু করেছিল।

আগেও কয়েকবার তাকে নাবালক অপরাধী কমিশনে আনা হয়েছিল। এবারও এর মধ্যে নতুন কিছু সে আবিষ্কার করেনি। বহুকাল আগেই পলিনা নিকোলায়েভনার সঙ্গে তার পরিচয়। মহিলাটি ছোট্টখাট্ট, নাক চোখা। দেখতে ভারি বুদ্ধিমতী ও ভালোমানুষ ধরনের। তার বাবা-মা কে, লেখাপড়া কতদূর এবং মোটামুটি কী কারণে এ-ধরনের জীবনের মধ্যে এসে পড়েছে, এ-সব কথা তাকে প্রশ্ন করতেন ভদ্র ও বিষণ্ণভাবে। প্রশ্ন করার সময় আগের বছরের মতো 'প্রশ্নাবলী' শীর্ষক বড় কাগজটার দিকে তিনি এবার আর তাকাননি, কিন্তু প্রশ্নগুলো হুবহু সেই। ইগরও উত্তর দিয়েছিল ভদ্রভাবে। সে বুঝেছিল পলিনা নিকোলায়েভনা তার মতো লোকেদের উপকারার্থে আন্তরিকভাবেই কাজ করছেন, বেতন খুব বেশী পান না, আর ক্বচিৎ কদাচিৎ যা ঘটে ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা বলতে পেলে তিনি খুসি হবেন। মানুষকে আনন্দ দিতে ভালোবাসে ইগর চোর্নিয়াভিন। তাই পলিনা নিকোলায়েভনার সঙ্গে সে কথা বলেছিল জেন্টলম্যানের সুরে। বলতে কি, ও-ভাবে কথা বলতে তাকে খুব চেষ্টা করতে হয়নি।

'তোমার বাবা অধ্যাপক, তাই না?' একটা পেন্সিলের ভোঁতা দিক দিয়ে টেবিলে টোকা মেরে তিনি প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ।'

'লেনিনগ্রাদে থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর কাছে কেন তুমি ফিরে যেতে চাও না?'

'তাঁকে আমার ভালো লাগে না। তিনি অভদ্র, নিষ্ঠুর, মাকে প্রতারণা করেন। তাঁর সঙ্গে থাকতে পারি না।'

'প্রায়ই তোমাদের ঝগড়া হয়?'

'না। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে একেবারেই আমার ইচ্ছে করে না।'

'মায়ের জন্যে তোমার কষ্ট হয় না, ইগর?'

'হ্যাঁ, হয়। খুব কষ্ট হয়। কিন্তু মা যে বাবাকে ছেড়ে আসতে চান না।'

'ইগর, তুমি এমন সভ্যভব্য লোক। এ-সব কবে তুমি ছাড়বে... এই ধরনের এ্যাডভেঞ্চার?'

'পলিনা নিকোলায়েভনা, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই! আমাকে দু'বার জোর করে বাবার কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু কিছুতেই আমি তাঁর সঙ্গে থাকব না।'

'যদি আমরা বাবার কাছে না পাঠাই, তাহলে?'

'আশা করি তাতে ভালোই হবে।'

'তাহলে তুমি এ সব বখাটেপনা বন্ধ করবে?'

'আশা করি করব।'

'আশা করার কারণ?'

'কারণ আমার সঙ্গে আপনি ভালো করে কথাবার্তা কইলেন।'

'আমার কথাবার্তায়... তোমার তাহলে উপকার হবে?' কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পলিনা নিকোলায়েভনা প্রশ্ন করেন।

'খুবই উপকার হবে মনে হয়।'

'তোমায় নিয়ে তাহলে কী করা যায়, ইগর? শুধু তোমার সঙ্গে কথা বললে আমার চলবে না। জানো তো, আরো অনেক আছে!'

পেন্সিল দিয়ে তিনি দরজার দিকে দেখালেন। দরজার ওপাশে করিডরে অপেক্ষা করছে অন্য ছেলেরা। পলিনা নিকোলায়েভনার সবকিছু থেকে—তাঁর ফ্যাকাশে চোখা মুখ, সরু লেসের শাদা কলার, এমন কি দ্রুত পেন্সিল চালনা থেকেও ফুটে ওঠে ইগরের হাত ধরে জীবনের দুর্গম পথে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না বলে কী রকম তিনি দুঃখিত। ইগর বোঝে, তাঁর উপর করুণা হয় — সে জানে বিপথে গেছে এমন অন্যদের উপরও তাঁকে মনোযোগ দিতে হবে। স্পষ্টতই মনের এ ভাবটা ইগরের মুখে পরিষ্কার ফুটে ওঠেছিল, কারণ পলিনা নিকোলায়েভনা ব্যথিত ভাবে চোখ নামালেন, তারপর খানিক নার্ভাসভাবে ডেস্কের উপর পেন্সিল ঠুকলেন।

তাদের দিকে এগিয়ে এল একটি লোক। পরনে শাদা ওভারঅল। মাথার চুলগুলো অবাধ্য। সে চুল কপালের অস্বাভাবিক নীচ থেকে গজিয়েছে, প্রায় ভুরু থেকে। চোখের গোলকদুটো মস্ত বড়ো, ছোটো ছোটো লাল শিরায় ভরা, প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে রয়েছে। পরিষ্কার শাদা ওভারঅল পরা এই লোকটিকে

দেখলে মনে হয় নিজের সাধ্যের চেয়ে অতিরিক্ত ভারি একটা বোঝা সে টেনে চলেছে।

পলিনা নিকোলায়েভনা ক্লান্ত সুরে বলেছিলেন, 'চোর্নিয়াভিন, ও ঘরে যাও। এই কমরেড কিছু পরীক্ষা করে দেখবেন কোন ধরনের কাজের তুমি উপযুক্ত ...'

আগেও ইগরের এই পরীক্ষা হয়েছিল। শুধু শাদা ওভারঅল ছিল অন্য লোকের গায়ে। বাধ্যের মতো আসন থেকে উঠে শাদা ওভারঅল পরা লোকটির পিছন পিছন সে পাড়ি দেয় তার জীবন পথের এই আশু অংশটা। পথটা নতুন না পুরনো সেটা তখনো সে জানত না। বেশীক্ষণ হাঁটতে হয় না। ছোটো একটি ঘরে এক চেয়ারে বসানো হয় ইগরকে। সে ঘরের আসবাবপত্রও শাদা। শাদা পোষাক-পরা লোকটি আর একজন শাদা পোষাক-পরা লোককে বলে:

'আমরা "পার্থিয়াস গোলক-ধাঁধা" পরীক্ষা করব!'

শিরদাঁড়ার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর ঠাণ্ডা সিরসির ভাব ইগর অনুভব করে। শাদা টেবিলটার সামনে স্থির হয়ে বসে তার মনে হল সত্যিই শান্ত ধরনের জীবন শুরু করাই উচিত। কিন্তু চৌকো চৌকো কী সব ছক আর সরু সরু পথ-কাটা একটা প্রকাণ্ড পিজবোর্ড তার সামনে রাখতেই সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ড্যাবডেবে চোখওলা লোকটি টেবিলে হাত রাখে।

'এই গোলক-ধাঁধার মাঝখানে রয়েছ তুমি,' সামান্য কাঁপা গলায় নীরসভাবে সে বলে। 'এখান থেকে তোমায় বেরুতে হবে। এই নাও পেন্সিল। এখন আমায় দেখাও কী করে বেরুবে।'

আর একবার এই লোকদের দিকে তাকায় ইগর, কিন্তু মোটেই কোনো আপত্তি করে না। পেন্সিল নিয়ে মৃদু হেসে ঝুঁকে পড়ে সে গোলক-ধাঁধার উপর। পেন্সিলটা সরিয়ে নিয়ে যায় বেরুবার পথের দিকে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই পথটা বন্ধ হওয়ায় সে থেমে যায়। বড়ো জানালাটার ভিতর দিয়ে শোনা গেল দুম্‌দুম্‌ করে ঘা মারার শব্দ। বাইরে তাকিয়ে ইগর দেখে একটি মেয়ে গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে দড়িতে-ঝোলানো গালিচা পিটচ্ছে সরু একটা ছড়ি দিয়ে। ইগর ফের মাথা ঘামাতে শুরু করে, দূর শালা ... কোনো রকমে যদি একবার ... সেই মুহূর্তে ড্যাবডেবে চোখওলা লোকটি বোর্ডটা তার হাতে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার জায়গায় রাখে অন্য একটা বোর্ড। এটাও একটা গোলক-ধাঁধা। তার এক কোণে একটা ছাগলের ছবি। নিষিদ্ধ ধরনের কী একটা

ফল খাচ্ছে। অন্য কোণে একটি মেয়ের ছবি। হাতে তার ছড়ি। অনেকটা যেন গাড়িবারান্দার মেয়েটির মতোই দেখতে। মৃদু হেসে ইগর সেদিকে তাকায়। তারপর তার মনে হয় মেয়েটি ছাগলটার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতেই অনেক সময় কেটে যাবে। ইতিমধ্যে ছাগলটা আশ মিটিয়ে খেয়ে নেবে...

'এটা একটা বিদঘুটে কাণ্ড!' শাদা পোষাক-পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে সে বলে।

'বিদঘুটে কী দেখলে?'

'এই দেখুন না! এই উঠোনগুলো কেন? দিব্যি আরামে আছে ছাগলটা!'

'ঘরের চারদিকে তাকালে কিছুই হবে না!'

ইগর আবার মন দিয়ে তাকায় বোর্ডটার দিকে। ছাগলের চেহারাটা ভারি প্রসন্ন। তাকে তাড়াবার ইচ্ছে করে না ইগরের।

'শুনুন বলি। ওটা ওখানেই চরুক!'

'তার মানে?' ড্যাবডেবে চোখওলা লোকটি চেঁচিয়ে ওঠে।

'আমার মনে হয় না তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে। কয়েকটা ঝোপের তো মামলা।'

'কিন্তু ধর ওগুলো রাস্পবেরি ঝোপ।'

'আমার তা মনে হয় না। খামোকা দুর্ভাবনা করছেন।'

'কথা বলার কী ছিরি!' শাদা পোষাক-পরা লোকটি বোর্ডটা ছিনিয়ে নিতে নিতে বলে।

'বাঁশির পরীক্ষাটা হবে নাকি?' অন্যজন প্রশ্ন করে।

'না,' বয়স্ক লোকটি নীরস গলায় উত্তর দেয়। হাত ধোবার বেসিনের কাছে যায় সে। তারপর খুব ধীরে ধীরে এক এক করে প্রতিটি আঙুল মুছে দরজার কাছে যায়।

'চলে এসো,' করিডরে বেরিয়ে সে ডাকে।

পলিনা নিকোলায়েভনার ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে সে।

'কী হল?' পলিনা নিকোলায়েভনা প্রশ্ন করেন।

'খারাপ। খুব খারাপ। ফল শূন্য। অন্যমনস্ক, তৎপরতা নেই, কল্পনা-শক্তি কম।'

'বলছেন কী? এর তৎপরতা বরং অর্ধেক কমলে ভালো, আর আপনি বলছেন, "তৎপরতা নেই"! পড়ুন এটা।'

একটা মোটা ফাইল পলিনা নিকোলায়েভনা তার হাতে দেন। ওভারঅল-পরা লোকটি সেটা চোখের কাছে রেখে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িয়ে পড়ে গেল।

'এতে কিছুই প্রমাণ হয় না পলিনা নিকোলায়েভনা, বলা যায় না এটা তৎপরতা না নিছক অনুকরণ। এ-ধরনের জিনিস কিছুই প্রমাণ করে না,' ফাইলটা ঝাঁকিয়ে যোগ করে দেয় সে।

'আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন। দয়া করে আর একবার পরীক্ষা করুন। দেখবেন আপনি ভুল করেছেন।'

ড্যাবডেবে চোখওলা লোকটি ক্ষুণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে উঠে। তারপর এগিয়ে যায় নিজের ঘরের দিকে।

'বেশ, তাই করছি!'

'বসে রইলে যে?' ইগরকে প্রশ্ন করেন পলিনা নিকোলায়েভনা।

দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত শাদা ওভারঅলের দিকে তাকিয়ে থাকে ইগর।

তারপর চুপিচুপি সে প্রশ্ন করে, 'কিন্তু এসব কেন বলুন তো পলিনা নিকোলায়েভনা?'

'দরকার আছে,' তার দিকে তাকিয়ে তিনি উত্তর দেন।

'আমি বুঝছি না কেন।'

'তুমি কতটা কী করতে পারো তার পরীক্ষা এটা।'

'কিন্তু সে জেনে ওঁর কী হবে?'

'যাও ইগর, তর্ক করো না।'

ইগর আবার পরীক্ষা-ঘরে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দেয়ালের সামনে। শাদা ওভারঅল-পরা মূর্তিগুলো যখন নানা ফাইল আর পরীক্ষা-কার্ড ওলটায় আর ড্রয়ার হাতড়ায়, তখন মনে মনে তার অত্যন্ত ক্ষোভ বোধ হয়। কে যেন আঙুল দিয়ে দেখায় তার একাকীত্বের দিকে, মনে পড়িয়ে দেয় একটার পর একটা সাম্প্রতিক বন্ধ্যা দিনগুলো, রেল চত্বরে পরিত্যক্ত প্রিয় ভালিয়া, চিরকালের জন্য হারানো শৈশবের উজ্জ্বল দিনগুলি, তার মা, পুরনো সব ক্ষোভের কথা, তার ঝগড়াটে, খিটখিটে, প্রতারক বাবা আর অন্যান্য হৃদয়হীন নিষ্ঠুর লোকদের কথা।

টেবিলের উপর একটা লম্বা বাক্স। তাতে নানা খোপ।

'বস,' বয়স্ক লোকটি বলে।

সকালের উজ্জ্বল রোদে চওড়া ফুটপাথ দিয়ে মিলিসিয়াকর্মীটির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এই সব ঘটনার কথা ইগর চের্নিয়াভিনের মনে

পড়তে লাগল। হ্যাঁ, গত মাসটা সত্যিই বিশ্রী কেটেছে। একঘেয়ে, অর্থহীন। পলিনা নিকোলায়েভনা ক্রমাগত তাকে বোঝান যে নতুন জীবন শুরু করতে হবে আর ওভারঅল-পরা লোকগুলি ক্রমাগত তার সামনে মেলে ধরেছে নানা ধরনের বোর্ড। ইগর যখন ওদের কথা মেনে নিয়ে সবকটা গোলক-ধাঁধা থেকে বেরুবার পথ আর বাঁশির ফুটোগুলোর ভিতর দিয়ে সুতো পরাবার কায়দাটা সত্যিই বার করল, তখনই বিশেষ করে তার একঘেয়ে লাগে। প্রথম প্রথম এই সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তার মজা লাগত। ছাগলগুলো থেকে মজা পেত। সেই রকমই মজা পেত ওভারঅল-পরা লোকদের কাছ থেকে। কিন্তু পরে পরীক্ষাগুলো সে দিয়েছে ভারাক্রান্ত গুরুত্ব নিয়ে। একঘেয়েমিতে হয়রান হয়েই সে অল্প একটু প্রচেষ্টাতেই এমন কি ওভারঅল-পরা লোকদের প্রশংসাও পায় আর অন্যান্য ছেলেদের পরীক্ষা করতে তাদের সাহায্যও করে। শুধু ঢোকা আর হিসেব বার করাটা সে শেখেনি। তার শিক্ষকরা নিজেদের গুপ্ত তথ্য কাউকে জানাত না এবং 'টেস্ট' ও 'কো-রিলেশন' জাতের অবোধ্য কথা দিয়ে ঢেকে রাখত তাদের তাৎপর্য।

তবু সাক্ষাৎ-ঘরের চেয়ে পরীক্ষা-ঘরটাই ছিল বেশী ইণ্টারেস্টিং। নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা হা-ঘরেদের হৈচৈ ভীড় ইগরের ভালো লাগত না। ভালো লাগত না তাদের শস্তা রসিকতা আর অসভ্যতা। পরীক্ষা-ঘরে নবাগতদের সঙ্গে সে কথা বলত হোমরা-চোমরার মতো, উদ্ধতভাবে:

'শোলমাছটা যতক্ষণ না ঐ পুঁচকে মাছটাকে ধরছে ততক্ষণ সিনর এখান থেকে আপনার বেরুনো চলবে না।' কিংবা বলত:

'এই দেখুন, কোথায় গিয়ে পড়েছে বলটা। ভলিবলের জালের কাছে ওটা নিয়ে আসুন। ছুড়ে দেওয়া চলবে না। হাতে করে আনতে হবে। বেড়া টপ্‌কানো চলবে কিনা? ও সব পথের অভ্যেস ভুলে যান।'

নবাগতদের পেছন থেকে সে তাদের নিষ্ফল প্রচেষ্টার দিকে চেয়ে থাকত অভ্যস্ত নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে। হতাশ হয়ে অনুযোগ করত নবাগতরা:

'ও-ভাবে খেললে কখনো জেতা যায় না।'

'আপনার মঁশিয়ে, জেতার কথা নয়। এ ক্ষেত্রে আমরাই জিতে থাকি।'

কেবল দুঃখের ব্যাপারটা এই যে পরীক্ষা-ঘরের কর্তাদের তুলনায় তার জয়পুরস্কার হত হাস্যকর কম — প্রাতরাশের সময় বিনামূল্যে মাত্র একটি স্যাণ্ডউইচ। পোস্টাপিসে তার কারবারটা ছিল এর চেয়ে অনেক বেশী লাভজনক, যদিও তার জন্য এত সব সাজসরঞ্জামের দরকার হত না।

'দিদিমার টাকা' সংক্রান্ত বেয়াড়া দুর্ভাগ্যের দরুন পরীক্ষা-ঘরে তাকে আনার পর তার লজ্জাকর ও বাচালের মতো আচরণের কথা মনে পড়ায় এখন মিলিসিয়াকর্মীর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইগর অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। কিন্তু ... তার জীবনের এই সব পৃষ্ঠাগুলো এখন অতীতের বস্তু। তাড়াতাড়ি বড় বড় পা ফেলে নতুন দিন এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রথমে তারা সহরের মাঝখানের পরিচিত সব পথ দিয়ে চলল। তারপর এল নতুন নতুন জায়গায় — সরু নোংরা একটা বাঁধ, ঘোড়ার গাড়ি-ভরা একটা বাজার, তারপর খরশিলভ্কায়। সেখানে উদার আকাশ ও বিস্তীর্ণ পরিসরের আভাস। বাড়িগুলো ছোটো ছোটো, তাদের মাঝে মাঝে ফুল-ফোটা বাগান। পাশ দিয়ে ট্রাম ছুটে চলেছে দ্রুত, শশব্যস্তে, সানন্দে। তারপর খরশিলভ্কাও পিছনে পড়ে রইল। পথের দু' পাশে প্রশস্ত ফ্যাকাশে সবুজ রঙের জমি। স্লিপারের উপর পাতা ট্রাম লাইনও দেখে মনে হয় যেন রেলপথ। সেই প্রশস্ত সবুজ জমি, রাজপথ, ট্রাম — সবকিছু চলে গেছে এক ওককুঞ্জের দিকে। ইগর আর মিলিসিয়াকর্মীটি সেই কুঞ্জেই এসে হাজির হল। বনের মধ্যে চওড়া পথ। সেটাও বাঁধান। সেই পথের উপর একটা তারের জালি তোরণ, তাতে সোনালী অক্ষরে লেখা:

'পয়লা মে' কলোনি

১০

প্রথম ধারণা

এই পথটার ভিতর দিয়ে ইগর আর মিলিসিয়ার লোকটি তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। কাজ শেষ করার সম্ভাবনায় সে খুসি। ইগরও খুসি, কারণ সামনে তার 'নতুন জীবন'।

ফাঁকা জায়গার মধ্যে দেখা গেল বাড়ির ছাত। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই পথটা এসে পড়ল প্রশস্ত এক ক্ষেতে — সত্যিকারের সুগন্ধী এক রাই ক্ষেতে। তার আলে আলে ফুল ফুটে রয়েছে। ক্ষেত ছাড়িয়ে দিগন্ত জুড়ে বন বিস্তৃত। বনে হেলান দিয়ে কলোনি। একটা বাড়ির লম্বা লম্বা পতাকার খুঁটি থেকে ঝুলছে সরু সরু দুটো পতাকা। পতাকাগুলো কেমন অদ্ভুত ধরনের — সরু

আর লম্বা। বহুকাল আগে দেখা রূপকথার ছবিতে পুরীর পতাকার কথা ইগরের মনে পড়ে গেল।

'এখানে থাকে ওরা?' মিলিসিয়ার লোকটিকে সে প্রশ্ন করল।

'বটেই তো,' উত্তর দিল মিলিসিয়াকর্মী। প্রশ্নটা শুনে অবাক হল সে। 'নইলে থাকবে কোথায়?'

'নিশানগুলো অদ্ভুত... দেখুন একবার!'

'হ্যাঁ, অদ্ভুতই বটে! এখানকার সবকিছুই অমনি... মানে অদ্ভুত! কিন্তু লোকেরা ভালো। দিব্যি দিন কাটায়!'

ইগর কাঁধ ঝাঁকিয়ে পকেটে হাত ভরল। কিন্তু সেই দুটো সরু সরু নিশান থেকে চোখ সরাতে পারল না সে। বাতাসে সেগুলো পতপত করে উড়ছে। বাড়িটার শোভা ফুটেছে দুটো বুরুজে, নিশানদুটো উড়ছে সেই বুরুজ থেকে ওঠা দুটো খুঁটিতে।

'দুর্গের মতো বুরুজ দেখছি।'

'একেবারে সাধারণ বাড়ি, দুর্গের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না,' মিলিসিয়ার লোকটি বলল।

ইগর তা নিয়ে তর্ক করল না। তবু বুরুজগুলো দেখে তার দুর্গের কথাই মনে পড়ল। তাতে তার কেমন একটা আনন্দ হল। সেই সঙ্গে জাগল সন্দেহ, অন্তত এ কথা তার কখনো মনে হয়নি যে সে দুর্গে থাকবে। কিন্তু কাছে এসে ইগর লক্ষ্য করল সত্যিই দুর্গ নয়, সাধারণ একটা চওড়া, ছাই-রঙা, দোতলা বাড়ি। গড়নটি বেশ সুন্দর, দেয়ালগুলো চকচকে। সামনের দিকে ঠেলে-আসা কাচের জানলা ছাতের উপর বুরুজ সৃষ্টি করেছে, যেখানে পতাকাগুলো উড়ছে।

বাড়িটার সামনে দিয়ে ইগর আর মিলিসিয়াকর্মী হেঁটে যাচ্ছিল। বাড়ি ও রাস্তার মাঝখানে ফুলের চওড়া কেয়ারি। বহুকাল ইগর এতো ফুল দেখেনি। ফুলের কেয়ারিগুলোর মধ্যে আঁকাবাঁকা উজ্জ্বল সোনালী রঙের পথ। তারই একটায় ইগরের দিকে এগিয়ে আসছে দুটি মেয়ে — শালা, মেয়েই বটে, দিব্যি সুন্দরী, বেশভূষাও চমৎকার! একজনের নাকের ডগাটা ওলট্যানো, চোখদুটো হাসিখুসি। তার সঙ্গিনীর চোখ কালো, রঙ ময়লাটে। ইগরের দিকে তাকিয়ে সঙ্গিনীকে সে বলল:

'নতুন ছেলে! দেখ কেমন কোট পরা!'

সামান্য আরক্ত হয়ে ইগর মুখ ফেরাল। মাইরি, কোট পরা তাতে হল কী!

সদর দরজার সামনে নানা লোক বেড়াচ্ছে — কেউ কেউ একটু বয়সে বড়ো, বাচ্চা ছেলে মেয়েরাও আছে। কয়েকটি ছোকরার গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে... সাজ পোষাক সকলের নানান ধরনের। কিন্তু বোঝা যায় কাজের পোষাক — জায়গায় জায়গায় তেলের দাগ। ছোটো ছেলেদের পরনে ইজের, পা খালি। মেয়েরা বরাবরের মতোই সাজগোজ করা।

'খাসা সব লোক, দিব্যি আছে সব,' নিজের মনেই যেন বলল ইগর। মিলিসিয়ার লোকটির দিকে তাকিয়ে হাসল সে। কিন্তু সে লক্ষ্য করল না।

হাট করে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে একটি ছেলে। বয়স প্রায় তের। কপালটা উ'চু, মুখের ভাব গম্ভীর। এই শান্ত সজীব ভীড়ের মধ্যে তাকে চোখে পড়ে তার অস্বাভাবিক কেতাদুরস্ত হাবভাবের দরুন। পায়ে তার বুট, পশমের ব্রিচেস, গাঢ় নীল রঙের সার্ট, কোমরে বকলস লাগানো কালো বেল্ট। একটা আস্তিনে সুন্দর সোনালী ব্যাজ। সামান্য ভাঁজ-পড়া সত্ত্বেও তার চওড়া শাদা কলারটা ঝকঝকে পরিষ্কার। হাতে একটা সত্যিকারের বেয়োনেট-লাগানো বন্দুক, নলের উপরটা দু-হাত দিয়ে সে ধরে আছে।

মূর্তিটার দিকে চাইল ইগর, কিন্তু অন্যান্য ঘটনার দরুন তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হল। হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে দুটি ছেলে বেরিয়ে পথ দিয়ে ছুটে চলল।

'ভাস্কা! দাঁড়া, ভাস্কা! চাবি আমার কাছে,' পিছনের ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল।

ইগর আরও কয়েকটা কথা শুনতে পেল, কিন্তু ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে নাটকীয় হলেও ঠিক বোঝা গেল না।

'আলেক্সেই তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছেন, তাদের খুঁজে বার কর।'

'তাই নাকি!'

'বলেছে, "খুঁজে বার করতে না পারলে সাধারণ সভায় কথাটা তুলব।"'

'ওরে বাবা!'

আর একটা ব্যাপারে ইগর অবাক হল। পথে আসতে আসতে তার মনে জেগেছিল একটা অপ্রীতিকর অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষার ভাব। সে ভেবেছিল বিশেষ করে মিলিসিয়াকর্মীর পাহারায় আসায় সবাই তার দিকে আসবে ছুটে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে, একদৃষ্টে তাকাবে, জ্বালিয়ে মারবে। এখন বরং তার ক্ষোভই হল। কাছেপিঠে অনেক লোক থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকেরই এমন ভাব যেন ইগর আর তার প্রহরীর কোনো অস্তিত্বই নেই। তবু সেই সঙ্গে এ-বিষয়ে

কোনো সন্দেহই ছিল না যে, ফুলগাছের মধ্যে তার মূর্তিটা সকলেই লক্ষ্য করেছে আর মনে মনে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছে এবং মনে হয় সে ধারণাটা ব্যঙ্গাত্মক। ইগর ভাবল 'শয়তানের দল'। সেই মুহূর্তেই স্পষ্ট প্রমাণ মিলল যে তাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। কাছের এক পথ দিয়ে চলেছে একটি ছেলে শিস দিতে দিতে। চোখদুটো কালো। পরনে হাফ-প্যাণ্ট। যেতে যেতে তাকাচ্ছে চারিদিকে। স্পষ্টই বোঝা যায় চলেছে তার দরকারী একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে। কিছু দূরে থেকে ইগরের দিকে সে ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু তাহলেও কাছে পৌঁছে ছেলেটি প্রশ্ন করল:

'কাকু, তোমার টাইটা কোথায়?'

প্রশ্নটা যে তাকে উদ্দেশ্য করা সে-কথা বুঝতে ইগরের খানিক সময় লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। তখন বুঝতে পারল পোষাকটা তার এমন যে প্রশ্নটা শুধু তার উদ্দেশ্যেই হতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দারা এমন পোষাক পরে যার জন্য অবশ্যই টাই-এর দরকার হয় না। কিন্তু চৈতন্যোদয়ের পর সেই কালো চোখওলা ছেলেটির দিকে আবার তাকাতে গিয়ে ইগর দেখল অন্যদের মধ্যে তাকে চিনতে পারছে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি ছেলে বেরুল বাড়ি থেকে। বয়স গোটা বার। অন্যদের মতোই পরনে হাফ-প্যাণ্ট, পা খালি। ছেলেটিকে দেখতে সুন্দর। গোলাপী গাল। হাবভাব সামান্য ভারিক্কি ধরনের। তার হাঁটার ভঙ্গীর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা আত্মপ্রত্যয় ও প্রফুল্ল ভাব। বড় বড় কালো চোখ মেলে তাকাচ্ছে গৃহকর্তার মতো। গাড়িবারান্দার একমাত্র সিঁড়িতে থেমে একটা লম্বা রূপোলী বিউগ্‌ল্ তুলে চটপট জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বিউগ্‌ল্‌টা বাজাতে লাগল। সংকেতটা সংক্ষিপ্ত, কাটা কাটা, শেষের দিকে মজাদার একটা টান। ছেলেটি একবারমাত্র বাজিয়ে, বিউগ্‌ল্‌টা নামিয়ে, হাসিহাসি চোখে আশেপাশের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হুড়মুড় করে সিঁড়ি থেকে নেমে দৌড়ে চলে গেল। বাড়ির কোণে পৌঁছে থেমে আবার সেই সংকেতটা বাজাল। ইগর আর ধৈর্য ধরতে পারল না। একটা ছেলেকে সামনে পেয়েই জিগগেস করল:

'কী বাজাল ও?'

'কে বাজাল? বেগুনক? ও হল কাজে যাবার সংকেত ...'

আধ মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল পেছিয়ে পড়া শেষ কয়েকটি ছেলেও

দরজা দিয়ে শশব্যস্তে ছুটে চলেছে অন্যদের পিছন পিছন। রইল শুধু রাইফেলধারী ছেলেটি।

মিলিসিয়ার লোকটি তাকেই প্রশ্ন করল, 'আমাদের কোথায় যেতে হবে? একে নিয়ে এসেছি...'

ছেলেটি প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখল, কিন্তু বোঝা গেল যুতসই কিছু ভেবে পাচ্ছে না।

বলল, 'এক সেকেন্ড সবুর করুন!'

বিউগ্‌ল্‌ নিয়ে ধীরেসুস্থে বেগুনক দরজার কাছে ফিরে এল।

'ভলোদিয়া, ডিউটির কম্যান্ডারকে ডাকো।'

সঙ্গে সঙ্গে ভলোদিয়া বুঝল ডিউটির কম্যান্ডারের দরকার কেন। মাথা ঘুরিয়ে আড়চোখে ইগরের দিকে তাকিয়ে দরজার ভিতর দিয়ে সে চলে গেল।

'ঠিক আছে... ডেকে দিচ্ছি...' প্রায় সুর করে সে বলল।

বাড়ির মধ্যে সে চলে গেল। ইগর চের্নিয়াভিনের বাণক্ষেপের পক্ষে রইল একমাত্র রাইফেলধারী ছেলেটি।

'আর যদি আমি ভেতরে ঢুকে যাই... এমনি, না জিজ্ঞেস করে? কী করবি তুই? গুলি ছুড়বি?' মৃদু হেসে ইগর প্রশ্ন করল।

প্রহরী তার রাইফেলের বাঁটের দিকে তাকাল। উত্তর দিলে জলদ গলায়:

'গুলি করব না, কিন্তু কষে গাঁট্টা খাবে।'

কথাগুলো বলে সামান্য লাল হয়ে সে মুখ ফেরাল। মুখে তার ফুটে উঠল বিরক্তির ভাব। হাসতে হাসতে ইগর তাকিয়ে রইল প্রহরীর দিকে।

'খুব সেপাই যা হোক!'

প্রহরী ভুরু কুঁচকে ইগরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ডান দিকের ঠান্ডা আধো-অন্ধকার বারান্দা থেকে কী একটা শুনতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ঝট করে রাইফেলটা কাঁধে তুলল। সিঁড়িতে বেরিয়ে এল বছর ষোল বয়সের একটি ছেলে। প্রহরীর মতোই তার উর্দি। শুধু বাঁ আস্তিনে একটা লাল ফিতে। ইগর আন্দাজ করল এই কম্যান্ডার, ডিউটিতে রয়েছে।

'ভলেঙ্কো, একে নিয়ে এসেছে...' ইগরকে দেখিয়ে প্রহরী বলল।

ভলেঙ্কোর মুখটা ভয়ানক বুদ্ধিজীবীর মতো, রোগা ও ফ্যাকাশে। মুখের ভাবটাই তার বিশেষ কঠোর। ঠোঁটদুটো চঞ্চল। দেখলে মনে হয় যেন এক্ষুণি বকে উঠবে।

'আপনার কাছে রসিদ আছে?' ইগরের দিকে ঈষৎ তাকিয়ে ভলেঙ্কো মিলিসিয়ার লোকটিকে প্রশ্ন করল।

'এই নিন,' খাতা খুলে মিলিসিয়ার লোকটি বলল, 'এখানে সই করুন।'

ভলেঙ্কো সই করে খাতাটা ফেরৎ দিল।

'বাস?'

'বাস...'

মৃদু হেসে ইগর মিলিসিয়ার লোকটির দিকে হাত বাড়াল।

'আশা করি আর দেখা হবে না, তাই না?'

'কে বলতে পারে?' মৃদু হেসে উত্তর দিল সে। তারপর ভলেঙ্কোকে স্যালুট করে ফিরতি পথে যাত্রা করল। বিদায়-দৃশ্যটা দেখছিল ভলেঙ্কো, এবার ইগরের দিকে মুখ ফেরাল।

'চল, যাই।'

১১

শিক্ষিত আলাপ

বারান্দায় ঢুকেই ইগর চের্নিয়াভিন একটু পেছিয়ে এল। চকিতে তার মনে হল নিশ্চয়ই সে একটা ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ভলেঙ্কোর দিকে সে তাকাল, তারপর আবার তাকাল সামনে। সেখানে চওড়া একটা সিঁড়ি, লাল মখমলের গালচে পাতা। তার প্রান্তে এক প্রশস্ত চাতাল; ওক কাঠের দরজা। সেই দরজায় একটা কাঁচের ফলকে সোনালী অক্ষরে লেখা:

থিয়েটার

থিয়েটারের দরজার পাশে একটা বিরাট চৌকো আয়না। তাতে প্রতিফলিত হয়েছে পরের একধাপ সিঁড়ি আর চাতাল। সেখানেও একটা আয়না। কিন্তু ছবিটার প্রধান বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল লাল ফুলের জমকাল মালা। সেগুলো সাজানো নীচ থেকে উপর পর্যন্ত রেলিঙের পাশে পাশে রাখা লম্বা লম্বা বাক্সে।

'পা মোছো,' টালির মেঝের উপরকার বড় একটুকরো কালো রঙের ন্যাতা দেখিয়ে ভলেঙ্কো বলল।

ইগর তাকাল নিজের বুটের দিকে। তাতে একটুও ধুলো নেই।

'আমার জুতো পরিষ্কার।'

রাইফেল হাতে প্রহরী এগিয়ে এল:

'না, পরিষ্কার নয়। বেশ ময়লা। যা বলা হচ্ছে তাই করো। পরিষ্কার করো।'

'দূর শালা ...' বিড়বিড় করে বলল ইগর।

তাহলেও তার বুটের তলাটা ছেঁড়া কাপড়ে মুছল সে। তখনই আবিষ্কার করল ভিজে বলে ন্যাতাটা কালো দেখাচ্ছে।

'এবার এইখানে,' মেঝের উপরকার তিনমুখো একটা বুরুশ দেখিয়ে দিল প্রহরী এবং ইগর তার আদেশ পালন না করা পর্যন্ত কড়া চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। বারান্দার উপরতলায় যাবার সিঁড়ির তিন ধাপ উপরে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল ভলেঙ্কো।

'সিনর, এখানকার সবাই কি তোমাদের মতো এমনি গুরুগম্ভীর?' কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল ইগর।

ভলেঙ্কোর কঠোর ঠোঁটের কোণদুটো সামান্য কুঁচকে উঠল। একটা আঙুলে সুতো-বাঁধা একটা চাবি ঘোরাতে লাগল সে।

বুরুশগুলোর মধ্যে জুতো পরিষ্কার করতে করতে ইগর একবার তাকাল প্রহরীর দিকে। এম্ব্রয়ডারি-করা চাঁদি-টুপি থেকে ছোটো এক-গোছা চুল বেরিয়ে এসে তার ঢিপ কপালের উপর কুঁকড়ে গেছে।

'বয়েস কত তোর?'

প্রহরীর ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল। কিন্তু হাসি চেপে আরও কড়া দৃষ্টিতে সে তাকাল ইগরের পায়ের দিকে।

'তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। বরং বুটজোড়া পরিষ্কার করে নাও!'

বিদ্রূপ করে ইগর কাঁধ ঝাঁকাল।

'চলে এসো, চলে এসো,' বলল ভলেঙ্কো।

বাঁ দিকের বারান্দায় গেল সে। অন্য দিকে বারান্দা নেই, শুধু আগের মতোই একটা দরজা। তাতে পরিচ্ছন্ন সোনালী অক্ষরে লেখা:

খাবার ঘর

সেই দরজাটা খুলে গেল। শাদা ওভারঅল-পরা বছর চোদ্দ বয়সের একটি মেয়ে মুখ বার করল।

'ভলেঙ্কো, এখনো তো সকালের খাবার খাওনি?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'না, খাইনি। লেনা, আমার জন্যে রেখে দাও। আর এই নতুন ছেলেটির জন্যেও।'

'বাঃ, সে আর বলতে,' এই বলে দরজার পিছনে অদৃশ্য হল মেয়েটি।

বারান্দার এক পাশে বড় বড় জানালা, অন্য পাশে কতকগুলো দরজা। দরজাগুলোর মাঝে মাঝে বড় বড় ফ্রেমে দেয়াল-পত্রিকা কিংবা ঐ জাতের কিছু। বারান্দার শেষে আর একটা দরজা। তাতে লেখা:

শান্ত ক্লাব

ভলেঙ্কো কিন্তু এ দরজায় ঢুকল না। ঢুকল বাঁ দিকের শেষ দরজাটায়। তাতে লেখা:

কম্যান্ডার পরিষদ

চোখের ইঙ্গিতে ইগরকে ভিতরে আসতে বলল সে। ইগর ভিতরে গেল। দুটো প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। কিন্তু চোখ মিটমিট করতে করতেই চটপট ঘরটার বৈশিষ্ট্য সে লক্ষ্য করল। লক্ষ্য করল চার দেয়াল জুড়েই গদিমোড়া সরু ডিভান। ঘরের কোণের কাছে সেগুলোও বাঁকানো। এই অখণ্ডিত বেষ্টিগুলোর ডান কোণে ভলোদিয়া বেগুনক বসে। বিউগ্‌ল্‌টাকে সে খোলা হাঁটুর উপর রেখে ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে পরিষ্কার করছে। ইগরের দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে সে ঘরের অন্য কোণের উদ্দেশে বলতে লাগল:

'কবে যে পালিশ কেনা হবে? বলে বলে বিরক্ত ধরে গেছে! ব্যবস্থা বলে কোনো জিনিস নেই, বল ভিতিয়া?'

কোণটায় ছোটো একটা লেখার টেবিলের সামনে ভিতিয়া নামে ছেলেটি বসেছিল। সে উঠে দাঁড়াল।

'এখন টাকা নেই।'

'কত আর লাগবে? মাত্র তিরিশ কোপেক...' ভলোদিয়া জোরে জোরে তার বিউগ্‌ল্‌টা পালিশ করতে লাগল। ইগরের দিকে তাকাল না। স্পষ্টতই ইগরের উপস্থিতির দাম এখন কম, বিশেষ করে পালিশের সমস্যার তুলনায়। এবার কিন্তু ইগরকে দেখে কৌতূহলী হবার পালা ভিতিয়ার। টেবিলের পিছন থেকে বেরিয়ে সোজা সে এসে দাঁড়াল ইগরের সামনে। তারও পরনে হাফ-প্যান্ট, ক্যাম্বিসের সার্ট আর কোমরে সরু কালো একটা বেল্ট। কিন্তু নেহাৎ বাচ্চা নয় সে। বয়স অন্তত ষোল। ইগরের অভিজ্ঞ চোখে চট করেই ধরা পড়ল যে, ছেলেটা হালকা জাতের নয়, পোড় খাওয়া লোক।

তার দ্রুত তীক্ষ্ম দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে চাপা বিদ্রূপ। ভলেঙ্কোর হাত থেকে মোটা একটা খাম নিয়ে টেবিলের উপর ছুঁড়ে সে প্রশ্ন করল:

'কমিশন পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

ইগর ভদ্রভাবে মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানাল। ভিতিয়াও সমান ভদ্রভাবে প্রতিদান দিল, কিন্তু তার ভঙ্গীর মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম একটা ভাঁড়ামির ভাব। বেগুনক হো হো করে হেসে ডিভানে লুটিয়ে খালি পাদুটো ছুঁড়তে লাগল। তাদের সবাইকার দিকে তাকাল ইগর।

'ইগর চের্নিয়াভিন?' টেবিলের সামনে বসে খামটা তুলে তার উপরকার লেখা পড়তে পড়তে ভিতিয়া বলল। 'তোর সম্বন্ধে যে একগাদা রিপোর্ট...'

কিন্তু সেগুলো না দেখে সে ফের এল ইগরের কাছে।

'লিখেছে একগাদা,' সম্ভাব্য যত সব প্রশ্ন তাড়াতাড়ি এড়িয়ে যাবার জন্যে ইগর বলল, 'তবে ব্যাপারটা বাজে। পোস্টাল অর্ডারের রসিদ নিয়ে সামান্য একটু গড়বড় আর কি।'

'শোন বলি,' মৃদু হেসে তার দিকে সোজা তাকিয়ে ভিতিয়া বলল, 'তোর ভুল নিয়ে কারুরই বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। কারুরই কৌতূহল নেই, বুঝলি? কথা হচ্ছে, পালাবি না থাকবি?'

মৃদু হেসে বেগুনক মুখ তুলল। ইগর চারদিক দেখে নিল, পালাবার তার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এতো সহজে হার মানাও তো চলে না। বলল:

'সে দেখা যাবে।'

'তা সত্যি,' খুসি হয়ে বলল ভিতিয়া, 'তাহলে এবার আলেক্সেই স্তেপানভিচের কাছে যাওয়া যাক।'

তখনই শুধু ইগর লক্ষ্য করল, এক জায়গায় সেই ডিভানের লাইনের মধ্যে ছোট্ট একটি দরজা। তার উপর লেখা:

কলোনির ডিরেক্টর

ভিতিয়া দরজাটা খুলল। পরের মুহূর্তে ডিরেক্টরের আপিসের মধ্যে এসে ইগর অবাক হয়ে গেল। ভিতিয়া আর ভলোদ্কো এল তার পিছন পিছন। তাদের পেছনে বেগুনক। বিউগ্‌ল্‌টা ফেলে এমন চটপট চলে এসেছে যে ইগর দেখতে পেল ইতিমধ্যেই সে টেবিলের কাছে পেঁছে হাতের তালুতে চিবুক রেখে ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ডিরেক্টর তার টেবিলের সামনে বসে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। গোঁফ ছোটো করে ছাঁটা, চোখে পাঁশনে, চুল ন্যাড়া করে মুড়ানো। ইগরের দিকে তিনি তাকালেন। চোখদুটো নিতান্ত সাধারণ, রঙ ধূসর, চাউনিটা খানিকটা নিরুত্তাপ।

'নতুন ছেলে, আলেক্সেই স্তেপানভিচ,' ইগরকে দেখিয়ে ভিতিয়া বলল।

ভদ্রভাবে ঝুঁকে অভিবাদন জানাল ইগর। ভলোদিয়া বেগুনক হাসি চাপতে পারল না। হাসিটা তার মুখে লেগেই রইল। সবাই সেটা লক্ষ্য করল, আলেক্সেই স্তেপানভিচও, তার কারণটাও জানতেন, কিন্তু এমন ভাব করলেন যেন লক্ষ্যই করেননি।

'তোমার নাম কী?'

'ইগর চের্নিয়াভিন।'

'ইস্কুলে পড়তে?'

'হ্যাঁ। সপ্তম শ্রেণী শেষ করেছি।'

'মাত্র সপ্তম শ্রেণী?'

আলেক্সেই স্তেপানভিচ চেয়ারে হেলান দিলেন। তাঁর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। ইগরের দিকে তিনি তাকালেন নিরুত্তাপভাবে, ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে। ইগরের কিন্তু নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, জীবনের সাধারণ প্রয়োজনের পক্ষে তার শিক্ষাটা বেশি। ভাবল ডিরেক্টর ঠাট্টা করছেন। অত্যন্ত অবাক ভাব দেখিয়ে সে হাত নাড়ল।

'মাত্র? সপ্তম শ্রেণী — এটা মাত্র হল?'

'কেন জানো না নাকি? এরপর অষ্টম শ্রেণী আছে, নবম শ্রেণী, দশম শ্রেণী।'

'আছে ঠিক, তবে সে সবাইকার জন্যে নয়।'

ইগরের উত্তরটা আলেক্সেই স্তেপানভিচ কানে তুললেন না। বইয়ের পাতাগুলো তিনি ওলটাতে শুরু করলেন।

'আচ্ছা... দ্নেপ্রস্ত্রোই* জিনিসটা কী জানো?' খানিক চুপচাপ থেকে মৃদু টানা টানা সুরে তিনি প্রশ্ন করলেন।

'কী বললেন?'

'দ্নেপ্রস্ত্রোই ... জানো সেটা কী?'

'দ্নেপ্রস্ত্রোই? ওটা... ওটা... একটা ইস্টিশান।'

'কী ধরনের ইস্টিশান?'

'একটা ইস্টিশান... ব্রিজ... মানে একটা ইস্টিশান।'

উল্লাস চাপার জন্যে বেগুনক হাতের তালু দিয়ে মুখ ঢাকল।

'মাপ করবেন... ব্রিজের কথাটা ভুল বলেছিলাম।'

ইগর দেখতে পেল হাসি চাপা বেগুনকের পক্ষে কী রকম কঠিন হয়ে উঠেছে। ভলেঙ্কো হাসছে না। শুধু খুব অস্পষ্ট থরথর করছে তার তলার ঠোঁটটা।

বইটার দিকে তাকিয়ে আলেক্সেই স্তেপানভিচ মাথা নাড়ালেন।

'লজ্জার কথা! সত্যিই লজ্জা হওয়া উচিত! তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ইস্কুলে সাত বছর কাটিয়েছ, আর কিনা এমন বোকার মতো কথা বলছ! আত্মসম্মান থাকা উচিত, কমরেড চের্নিয়াভিন।'

'ভুলে গেছি কমরেড ডিরেক্টর ...'

'কী ভুলে গেছ?'

'ভুলে গেছি ওই দ্নেপ্রস্ত্রোই-এর ব্যাপারটা।'

'দ্নেপ্রস্ত্রোই এমন জিনিস যা ভোলা চলে না। ভোলা উচিত না, বুঝলে? তাছাড়া বলছ... উঁচু ক্লাস সবাইকার জন্যে নয়। এ-কথাটাও... খুব বুদ্ধিমানের মতো বলোনি।'

'কথাটা বলেছিলাম এই হিসেবে যে ...'

'হিসেবটিসেব কিছু নেই। অত হিসেব আমার একেবারেই দরকার নেই। হিসেবটিসেব কিছু নেই বুঝেছ?'

আলেক্সেই স্তেপানভিচ ইগরের চোখের দিকে সোজা তাকালেন। ইগর

---

* নীপার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ। — সম্পাঃ

টের পেল লোকটির মধ্যে নিরুত্তাপ আর একঘেয়েমি বলে কিছু নেই। সে মুখ সজীব, কঠোর।

'হ্যাঁ, বুঝেছি, কমরেড ডিরেক্টর,' উত্তর দিল ইগর।

'তা ভালো! এটা অনেক বেশী বুদ্ধিমানের মতো কথা। আর একটা প্রশ্ন। তুমি কি ভালো কমরেড?'

আলেক্সেই স্তেপানভিচের চোখে এখন সামান্য বিদ্রূপের দৃষ্টি, যেন প্রশ্নটার মধ্যে স্পষ্টতই একটা ফাঁদ আছে।

'আমি ভালো কমরেড কিনা তাই জিজ্ঞেস করছেন?' সাবধানে কথাগুলো আওড়াল ইগর।

'হ্যাঁ। ভালো নাকি ওই অমনি?'

এ প্রশ্নটা এমন জাতের যে উত্তর দিতে ইগরের কোনো অসুবিধে হল না।

'তা হ্যাঁ, কমরেড আমি খারাপ নই,' সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত সুরে সে বলল।

হঠাৎ আলেক্সেই স্তেপানভিচ হেসে ফেললেন। হাসিটা সরল ও সহৃদয়। তার মধ্যে কেমন যেন একটা উৎসুক ছেলেমানুষী ভাব, কারণ শুধু ছেলেমানুষদের মুখেই অমন সহজ ও অকপট হাসি ফুটে ওঠে।

'সাবাস্! মোটেই বোকা নও দেখছি। তা ভালো। বেশ, আমাদের সঙ্গে ভালো করে চেনা পরিচয় করে নিয়ো। ভিতিয়া, একে কোথায় দিতে পারা যায়?'

'অষ্টম দলে একটা জায়গা খালি আছে।'

'বেশ। তুমি তাহলে অষ্টম দলে থাকবে। নেস্তেরেঙ্কো কম্যান্ডার — পাকা লোক। তুমি খানিকটা ফাজিল গোছের, তাই না?'

'খানিকটা,' সামান্য আরক্ত হয়ে ইগর উত্তর দিল।

'সেটা খুব খারাপ কিছু নয়। অষ্টম দলের অনেকেই বড় বেশী গম্ভীর। বিশ্রাম নাও গে, তারপর কাজে লাগবে। পালাবে না তো?'

কী জানি কেন ইগরের ইচ্ছে হল না উত্তর দেয় 'পরে দেখা যাবে'। কিন্তু আগে কী বলেছিল মনে পড়ায় ভিতিয়ার দিকে সে তাকাল। তার হয়ে ভিতিয়া অনায়াসে সহজে, ঈষৎ চোখ ঠেরে দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিল:

'না, আলেক্সেই স্তেপানভিচ, পালাবার কথা ও ভাবছে না।'

'ভালো কথা। ভলেঙ্কো, কাজে লেগে যাও!'

ভলেঙ্কো তড়াক করে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল।

'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর।'

১২

সমূহ অনাস্থা

ভলোদিয়া বেগুনক ছাড়া প্রত্যেকেই আপিস থেকে চলে গেল।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ!' টেবিল থেকে কনুই সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল বেগুনক।

'কী?'

'পালিশের জন্যে তিরিশ কোপেক আমাদের বিশেষ দরকার।'

'তিরিশ কোপেক? বেশ। সাপ্লাই ম্যানেজারকে বলবো।'

বেগুনক নির্ভুল 'এ্যাটেনশান' হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মাথাটা তার এগিয়ে গেছে। তার উৎসুক চোখে ফুটে উঠেছে অপমানবোধ ও বিরক্তি।

'উনি কিনবেন না! সত্যি বলছি, উনি কিনবেন না... উনি বলবেন...'

'বেশ। এই নাও পালিশের জন্যে তিরিশ আর তোমার ট্রাম-ভাড়ার জন্যে কুড়ি কোপেক।'

'এক্ষুণি যেতে পারি?'

'পারো... কিন্তু বিকেল চারটের মধ্যে ফিরে আসা চাই।'

'বেশ, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!' দ্রুত স্যালুট করে খুসি গলায় বলল বেগুনক।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। এক মুহূর্ত পরেই দরজার পাশে আবার দেখা গেল তার মাথা। জানাল:

'ধন্যবাদ!'

প্রহরীর পাশ দিয়ে উড়ন্ত পাখির মতো ছুটে গেল বেগুনক। কিন্তু ঠিক সেই রকম তাড়াতাড়িই ফিরে এল আবার, প্রশ্ন করল:

'ডিউটিতে যে কম্যান্ডার সে গেল কোথায়? কোথায় ভলেঙ্কো?'

প্রহরী রাইফেলের উপর ঝুঁকে ভুরু কোঁচকাল:

'ভলেঙ্কো? সে গেছে ওই দিকে — ওই ক্ষ্যাপাটার সঙ্গে।'

প্রহরী দেখিয়ে দিলে কোন দিকে।

টালি লাগানো ফুটপাথ দিয়ে ভলোদিয়া ছুটে গিয়ে একটা মোড় ঘুড়ে বড় এক উঠোনে এসে পোঁছল। তার পাশে কতকগুলো কাজের ঘর। উঠোনের মাঝখানে সে দেখতে পেল ভলেঙ্কো আর চোর্নিয়াভিনকে। তারা চলেছে গুদামের দিকে। দারুণ হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের

কাছে পৌঁছে একটু হুমড়ি খেয়ে বেগুনক কম্যান্ডারের মুখোমুখি দাঁড়াল।

'কমরেড কম্যান্ডার!' বলল সে, 'বিকেল চারটে পর্যন্ত সহরে যাবার জন্যে আমাকে কমরেড জাখারভ ছুটি দিয়েছেন।'

'এই পোষাকে?' অবাক হয়ে ভলেঙ্কো প্রশ্ন করল।

'না না, এ ভাবে নয়। আমি শুধু জানাতে এলাম। এখুনি পোষাক বদলাব।'

'পোষাক বদলিয়ে এসে দেখিয়ে যাস,' এগিয়ে যেতে যেতে বলল ভলেঙ্কো।

এবার কিন্তু বেগুনক আর পুরোপুরি 'এ্যাটেনশান' হয়ে থাকতে পারল না।

'কী বলছিস ভলেঙ্কো! আমি নতুন ছেলে নই। অন্য কম্যান্ডাররা কথা শুনে ছেড়ে দেয়, মানুষকে... বিশ্বাস করে। আমি ভালো করে পোষাক পরব।'

'সেটা দেখতে হবে।'

একটু মনমরা হয়ে বেগুনক মাথা নীচু করল। কাঁধদুটো তার নেমে গেল।

'ঠিক আছে, কমরেড কম্যান্ডার,' অনিচ্ছায় বিষণ্ণ সুরে বলে সে চলে গেল।

পনের মিনিট পরে ভলেঙ্কো যখন ইগরকে স্নানের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আবার দেখা দিল ভলোদিয়া।

'কমরেড কম্যান্ডার, যেতে পারি?'

ইতিমধ্যেই ভলেঙ্কো সিঁড়িতে পা দিয়েছিল। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে বেগুনককে সে খুব ভালো করে পরীক্ষা করল। তার বেল্ট টেনে দেখল, বুটজোড়া ভালো করে নজর করল, শাদা কলারটা ঠিকঠাক করে দিল। কলারটার উপর বেগুনকের গোলাপী মুখটা অসাধারণ সুন্দর দেখাতে লাগল। তার বড় বড় বাদামী চোখদুটো কম্যান্ডারের চঞ্চল দৃষ্টি অনুসরণ করতে লাগল। সে দৃষ্টিতে তার গোড়ার দিকের ভয় ও বিহ্বলতার বদলে ক্রমশ ফুটে উঠল বিজয়ের ভাব। চাঁদি-টুপির কাছে এসে সেটা না ছুঁয়ে বিরক্ত হয়ে ভলেঙ্কো বলল:

'তোদের এই ফ্যাশানটা আমি বুঝি না! চাঁদি-টুপিটা একপেশে করে পরিস কেন বল ত?'

টুপিটা সোজা করার জন্য চটপট হাত ওঠাল বেগুনক। সেই সঙ্গে তার চোখের গর্বিত দৃষ্টিও খানিকটা ঝরে গেল।

'আয়না আছে? বাইরে যাবার আগে নিজের চেহারাটা দেখে নেওয়া উচিত। ট্রাম-ভাড়া আছে?'

'আছে।'

'দেখা দেখি!'

'বলছি আছে! কী শুরু করেছিস ভলেঙ্কো। এত অবিশ্বাস!'

'বার কর!'

বেগুনক ছোট্ট মুঠোটা খুলে দেখাল। সোনালী চাঁদি-টুপি-পরা দুটো মাথা তার উপর ঝুঁকে পড়ল।

'এই দেখ পালিশের জন্যে তিরিশ আর ট্রাম-ভাড়ার জন্যে কুড়ি কোপেক।'

'টিকিট কিনিস কিন্তু বলে দিচ্ছি। আমি ঠিক বার করে ফেলব। বিনা টিকিটে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া চলবে না। তোর চালাকি আমার জানা আছে — কেবলি পয়সা জমাস!'

'কী বলছিস ভলেঙ্কো! কবে আবার জমালাম? সব সময়েই তুই ভারি ইয়ে ... কী অবিশ্বাস।'

'খুব চিনি তোদের ... যেতে পারিস ...'

'ঠিক আছে!'

এবার ভলোদিয়ার স্বরে ক্ষোভের ছিটেফোঁটা ছিল না।

১৩

'সোসন'

সহরটা বড়। তার সবচেয়ে বড় রাস্তার নাম লেনিন স্ট্রিট। এই রাস্তায় ছোট্ট একটা পাহাড়ের উপর থামওয়ালা শাদা বাড়িটা, থিয়েটার হয় সেখানে। পথে অনেক সুন্দর সুন্দর দোকানের জানালা। কিন্তু লোকজনের মধ্যে দিয়ে জানালাগুলোর পাশ দিয়ে ভানিয়া গালচেঙ্কো হাঁটছে মনমরা হয়ে। তার মোজা নেই, চুলগুলো নোংরা আর জট-পড়া, বুটজোড়ায় দাগ ধরা।

গত মাসটা কষ্টে কেটেছে ভানিয়ার। সেই যে-খড়ের গাদায় তার জিনিসপত্র চুরি গিয়েছিল, সেখানে ক্ষোভে দুঃখে সে খানিকটা কাঁদে আর

প্রচুর ভাবে। কিন্তু কোনো উপায়ের কথা তার মাথায় আসে না। লেভেল-ক্রসিঙ পেরিয়ে 'তার নিজের রাস্তাটা' দিয়ে যাবার সময়েও সে ভাবছিল। যে-বারান্দায় আগের দিন জুতো পরিষ্কার করেছিল সেটা দেখে তার বুক টন্‌টন্‌ করে ওঠে।

সেই থেকে তার কষ্টের দিন শুরু হয়।

বহু চেষ্টা করেও 'পয়লা মে' কলোনি সে খুঁজে পায়নি। পথে নানা পথিককে সে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকেই তার নাম শুনেছে। অন্যরা উত্তর না দিয়েই হাত নেড়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে চলে গেছে। মিলিসিয়ার লোকেদের জিজ্ঞেস করতে ভানিয়ার খুব ভয় হয়েছিল। হাঘরে ছেলেমেয়েদেরও তার ভয় করত। তার দিকে কোনো দলকে আসতে দেখলেই সে পড়ত লুকিয়ে। বড় জনবহুল সহরের জটিল জীবনে অভ্যস্ত হওয়া ভানিয়ার পক্ষে কঠিন হয়। যে-ইস্টিশান থেকে সে এসেছে সেখানকার জীবন অনেক সরল আর সহজ। এক তরুণী প্যারামবুলেটার ঠেলছিল। তাকে সে প্রশ্ন করল, 'বলতে পারেন, "পয়লা মে" কলোনি কোথায়? কেউ জানে না।'

'"পয়লা মে" কলোনি?' থেমে গিয়ে মেয়েটি বলল। 'শুনেছি বটে। কিন্তু এখান থেকে সেটা তো অনেক দূর। সহরের বাইরে।'

'সহরের বাইরে কোথায়?'

'তা আমি জানি না। শিক্ষা-দপ্তরে বরং খোঁজ কর।'

কর্কশ অপরিচিত শব্দটা শুনে তার ভয় করল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভানিয়া। বোঝাই যাচ্ছে যা মনে হয়েছিল তার চেয়ে সহরের জীবন অনেক বেশী জটিল।

'সেটা কী?' সে প্রশ্ন করল।

'ওটা একটা আপিস, বুঝেছিস, একটা বাড়ি। সেখানে খোঁজ পাবি...'

'বাড়ি?'

'হ্যাঁ, বড়ো রাস্তায়। নামটা ভুলিস না, শিক্ষা-দপ্তর।'

'শিক্ষা-দপ্তর,' ভানিয়া বলল।

'বড়ো রাস্তায় জিজ্ঞেস করিস। সেখানকার যে-কোনো লোক তোকে দেখিয়ে দেবে।'

'সাইনবোর্ড আছে?'

'হ্যাঁ, সাইনবোর্ড আছে নিশ্চয়।'

ভানিয়া স্বস্তি পেল। কিন্তু কার্যত সেটা খ‍ুঁজতে প‍ুরো দিনটা তার গেল কেটে। বড়ো রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ বার কয়েক সে ঘোরাঘ‍ুরি করল। শেষবার ধীরে ধীরে সে হাঁটতে লাগল, থামতে লাগল প্রতি দরজায়। কিন্তু প্রতিটি সাইনবোর্ড আগাগোড়া পড়া সত্ত্বেও শিক্ষা-দপ্তর সে খ‍ুঁজে পেল না। অবশেষে তার মনে হল কাউকে জিজ্ঞেস করা দরকার। একটি বয়স্ক লোক, মাথায় তাঁর টুপি, ছড়ি দিয়ে বিরাট একটা বাড়ি দেখিয়ে দিলেন। তার সামনে প্রশস্ত চক। বললেন:

'শিক্ষা-দপ্তর? এটা হল ওই "আঞ্চলিক কার্যনির্বাহ কমিটির" বাড়ির মধ্যে।'

অনেক আগেই ভানিয়া বাড়িটা লক্ষ্য করেছিল, পড়েছিল প্রবেশপথের পাশেকার সব সাইনবোর্ডগ‍ুলো। কিন্তু কোনোটাতেই শিক্ষা-দপ্তর লেখা দেখেনি। কিন্তু বয়স্ক লোকটির কথা বিশ্বাস করে সে ফিরে গেল সেই বাড়িটায়।

বড় বাড়িটার প্রধান প্রবেশপথের পাশের সব সাইনবোর্ডে সে চোখ ব‍ুল‍ুল। খ‍ুব একটা মন দিয়ে পড়ল না, কারণ ভালোই জানত যে-কথাটা খ‍ুঁজছে সেটা সেখানে নেই। তারপর তার মনে পড়ল বাড়ির ওপাশে ছোট্ট একটা বারান্দা আছে এ্যাসফল্ট বাঁধানো জায়গাটার সামনে, আর সেখানে আছে একটা সাইনবোর্ড। সেখানে গেল সে। যা ভেবেছিল তাই — সেখানে একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা:

জনগণের আঞ্চলিক শিক্ষা-বিভাগ

না, এবারেও ঠিক মিলল না। কিন্তু এখানে ভানিয়া এমন একটা ব্যাপার দেখল, যার সঙ্গে শিক্ষা-দপ্তরের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও জিনিসটা অত্যন্ত জর‍ুরী। চার-চারটে জ‍ুতো-প্যালিশ-করিয়ে চকে বসে। সবাই তারা ছেলেমান‍ুষ। পাদানিগ‍ুলো খালি হবার জন্য অপেক্ষা করছে লোকেরা। বিশেষ করে ভানিয়ার চোখ পড়ল পঞ্চম পাদানিটার উপর। তাতে রয়েছে দ‍ুটো ব‍ুর‍ুশ। সে লক্ষ্য করল লোকেরা পোস্টার পড়তে পড়তে সাগ্রহে তাকাচ্ছে ফাঁকা পাদানিটার দিকে। কিন্তু করার কিছ‍ু নেই: স্পষ্টই বোঝা যায় জ‍ুতো-পালিশ-করিয়ে অনেকক্ষণের জন্য চলে গেছে। ভানিয়া সেই

পাদানিটার কাছে গিয়ে ছেলেদের কাজ লক্ষ্য করতে লাগল। তার সবচেয়ে কাছের ছেলেটার মুখে ছুলি। বয়স প্রায় পনেরো। গালের হাড়গুলো উঁচু। চটপট সে কাজ করে চলেছে। হাতের বুরুশগুলো এমন তাড়াতাড়ি চলছে যে প্রায় দেখাই যায় না। গোড়ালি পালিশ করার সময় সামনে ঝুঁকে সে আড়চোখে ভানিয়ার দিকে তাকাল। তার খদ্দের পাদানি থেকে পা নামিয়ে ব্যাগের জন্য পকেটে হাতড়াবার সময় ছেলেটি তার বুরুশগুলো দিয়ে বাক্সের উপর টোকা মারতে মারতে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ভানিয়ার দিকে। তার চোখের দৃষ্টি সেয়ানা, উদ্ধত, আত্মপ্রত্যয়ে ভরা। অস্বস্তিভরে ভানিয়া সরে গেল।

'হাঁ করে দেখছিস কী?' ছেলেটা তাকে চেঁচিয়ে বলল।

'আমাকে বলছিস?'

'"আমাকে বলছিস"'! সে ভেঙিয়ে উঠল। 'ঘুরঘুর করছিস কেন? জানিস পালিশ করতে?'

'জানি!'

'মিথ্যেবাদী কোথাকার!'

'বলছি জানি।'

'বেশ, দেখা যাবে!.. আসুন মশাই, ও পরিষ্কার করে দেবে, আসুন, আসুন!'

'পারবে না বোধ হয়?'

'আমি জামীন রইলাম। খারাপ হলে আমি নিজে ঠিক করে দেব। নাম কী তোর?' ভানিয়ার দিকে তাকিয়ে ছেলেটি প্রশ্ন করল।

'ভানিয়া।'

'বেশ, বসে পড়।'

ছেলেটা চটপট খালি পাদানিটার কাছে গিয়ে বাক্স খুলে একের পর এক পালিশের টিন বার করতে লাগল। নানা রঙের প্রচুর পালিশ রয়েছে বাক্সে। একটার আবার রঙই নেই। সেই সঙ্গে রয়েছে মখমলের দুটো টুকরো আর এক জার খড়ি গোলা। ছোটো একটা বুরুশ আর এক টিন কালো পালিশ বার করে পাদানি চাপড়ে সে বলল:

'শুরু করে দে! দেখছিস কত লোক!'

ভানিয়া পা ফাঁক করে টুলে বসে মন দিয়ে কাজ শুরু করে দিল। পাদানির উপর দেখা দিল ভালো গঠনের একটা নতুন বুট। তার ট্রাউজারটাও

নতুন, দামী কাপড়ের। ভানিয়া শুরু করল বুটের ধুলো ঝাড়তে। কিন্তু সেই চটপটে ছেলেটা তাকে খেঁকিয়ে উঠল:

'পালিশ জানে দেখো! ট্রাউজারের তলাটা মুড়ে দে!'

ভানিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকাল। কিন্তু শিগগিরই টের পেল ব্যাপারটা। ধীরেসুস্থে ভালো করে ট্রাউজারের তলাটা সে মুড়ল। তারপর শুরু করল কাজ। তার মুরুব্বীটি নিজের খদ্দেরের জুতো পালিশ করতে করতেই লক্ষ্য করতে লাগল তার কাজ। খদ্দের চলে যাবার পর ভর্ৎসনা করলে:

'অতটা কালি ল্যাগিয়েছিলি কেন? ওরা অত খেয়াল করে না। বলে দিলে: "পরিষ্কার কর!" এদিকে আসলে কালি লাগাবারই দরকার নেই। চটপট দুচার টান মারতেই কাজ রেডি। আর তুই বসে বসে কালি ধ্যাবড়াচ্ছিস!'

একের পর এক খদ্দেরের জুতো পরিষ্কার করল ভানিয়া। খুসি হয়ে উঠল সে, সাগ্রহে কাজ করে চলল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তার হাত আর পিঠ শুরু করল ব্যথা করতে। একটু অবকাশ পেতেই সে স্বস্তি পেল।

'পয়সাগুলো দিয়ে দে!' তুখোড় ছেলেটা ভানিয়ার দিকে না তাকিয়ে বলে উঠল। 'শালা, ঘুম পেয়ে গেছে! তোর লাইসেন্স আছে?'

ভানিয়ার কাছে তিরিশ কোপেক ছিল। কোপেকগুলোর জন্য তার বিশেষ মায়া ছিল না। কিন্তু কী জানি কেন কোপেকগুলো তাকে দিয়ে দিতে হবে, এ কথাটা তার মনে হয়নি। তাই এই দাবী শুনে সে একটু অবাক হল।

'কোপেকগুলো তোকে দিয়ে দিতে হবে নাকি?' সে প্রশ্ন করল।

'নয়ত কী, কাকে দিবি ভেবেছিস?' কোপেকগুলো নিয়ে নিজের বাক্সে ফেললে ছেলেটা। তারপর তিনটে কোপেক তুলল:

'নে। প্রতি দশ কোপেকে এক কোপেক করে দেব। রাজী?'

'একটা করে, মানে?'

'লোক পিছু এক কোপেক করে, রাজী?'

'আমি, এক কোপেক করে?'

'আরে হ্যাঁ, তোর কাজের বাবদ্। মজুরি চাই কি চাই না? কিন্তু তোর লাইসেন্স আছে?'

'কীসের লাইসেন্স?'

'লাইসেন্সও নেই? দেখলি? এক কোপেকও তোর পক্ষে খুব বেশী। এসে যদি জিগগেস করে, জুতো পরিষ্কার করার লাইসেন্স আছে কি না, তাহলে?'

'বলব নেই।'

'বলবি ওদের! ভাব একবার! বাক্সটি কেড়ে নেবে, তোকেও সঙ্গে যেতে হবে... জানিস তো কোথায়? য়ুর্কা, ওর ওপর নজর রাখিস। আমি খেতে চললাম।'

তাদের সারিতে য়ুর্কা পাশেই বসেছিল।

'বেশ,' মাথা নেড়ে অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর দিল সে।

'হিসেব রাখিস ও কত পায়।'

'হিসেব রাখার সময় আমার নেই। হিসেব তুই নিজেই রাখিস।'

'বেশ। রাখতে হবে না। ও লুকতে চেষ্টা করলে কোপেক আমি ঠিক বার করে নেব। বার করে ফেলব, বুঝলি?'

ভানিয়ার সামনে সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়ানোয় তাকে দেখাতে লাগল আরো লম্বা, ভারিক্কি। পরনে ভালো কাপড়ের ট্রাউজার, বুটজোড়া নতুন। তার একরোখা তর্জন-গর্জনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ভানিয়া।

'কিছুই লুকব না,' মুখ ফিরিয়ে সে বলল।

তুখোড় ছেলেটা চলে গেল। য়ুর্কা ভানিয়ার দিকে তাকাল।

'এক কোপেক মজুরির চাকরি নিলি!' কর্কশ গলায় সে বলল। 'যত হতভাগা সব এখানে এসে ঘুরঘুর করছে।'

ভানিয়া কোনো উত্তর দিল না। আরও কয়েক মুহূর্ত য়ুর্কা তার দিকে তাকিয়ে খানিক ভাবল। তারপর তার পাদানির উপর দিয়ে ঘেন্নায় থুথু ফেলল।

'পাকড়েছে বটে একটা বোকাকে! এক কোপেক দামে!' তার বাঁ পাশের জুতো-পালিশ-করিয়েকে বলল সে।

এক খদ্দের এল। য়ুর্কা তার বুরুশ দিয়ে খটখট শব্দ করল।

'চলে আসুন, মশাই। আপনার কিড বুটজোড়া পালিশ করে দেব!'

কিন্তু মনে হল য়ুর্কার ঘনিষ্ঠ ভাবটা ভদ্রলোকটির বিশেষ ভাল লাগেনি। বিশেষ করে আরো এই জন্য যে, তাঁর বুটজোড়া মোটেই কিড নয়। ভানিয়ার বাক্সে তিনি পা তুললেন।

'ওটা মশায়, হাঘরে ছোঁড়া। পালিশ করতে জানে না। পরে পস্তাবেন!'

য়ুর্কার উপস্থিতিতে ভানিয়ার একটা বিচ্ছিরি অস্বস্তি লাগছিল। ভুরু কুঁচকে যান্ত্রিক ও উৎসাহহীনভাবে কাজ শেষ করে ড্রয়ারে দশ কোপেক ফেললে সে। য়ুর্কা তাকে হীন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল।

বাঁ দিকের শেষ ছেলেটা, ঢ্যাঙা, কুশ্রী, মনমরা; সে বললে:

'স্পিকাটা শুয়োর, গোটা গ্রীষ্মকালটা আমায় সে শুষে খেয়েছিল! গোটা গ্রীষ্ম। তাও আমাকে দিত তিন কোপেক করে।'

'রেট হওয়া উচিত পাঁচ কোপেক করে,' য়ুর্কা বলল।

দলে দলে খদ্দের আসতে লাগল। আলোচনায় বাধা পড়ল। ভানিয়ার সামনেকার পাদানিতে পায়ের পর পা উঠতে লাগল। বাক্সে জমতে লাগল মুদ্রা। আড়মোড়া ভাঙারও সময় সে পেল না। কিন্তু আগে কাজ থেকে যে-আনন্দ পেত সেটা সে আর পেল না। খদ্দেরদের মুখের উপর তার আর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। চুপচাপ তাদের জুতো সে পালিশ করে চলল। অবশেষে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে, হাতের বুরুশগুলো যেন আর নড়তেই চায় না। ঘন ঘন সেগুলো পড়ে যেতে লাগল তার হাত থেকে।

স্পির্কা ফিরল দাঁতে সিগারেট চেপে।

'এসে গেছি পয়লা নম্বরের ওস্তাদ জুতো-পালিশ-করিয়ে!' সারবন্দী লোককে অপেক্ষা করতে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল ফুর্তি করে। 'চলে আসুন এদিকে!'

পরের আধ ঘণ্টা কিউ-এর সবাইকার জুতো পালিশ করে চলল তারা পাঁচজন। ভানিয়ার কপাল ঘামে ভিজে গেছে, বুক ব্যথা করছে। শেষ খদ্দেরটি তার দিকে মুদ্রাটা ছুঁড়ে দিলে সে সেটা কুড়িয়ে পর্যন্ত নিল না। ফুটপাথে সেটা পড়ে রইল।

'টাকাটা দে!' স্পির্কা বলল।

না গুণেই ভানিয়া তাকে দিয়ে দিল রুপোর মুদ্রাগুলো।

'আরে। এক রুব্‌ল্ ষাট কোপেক। ভালো! আর আছে?'

'না।'

'পকেটগুলো উলটে দেখা।'

পকেট উল্টে দেখাল ভানিয়া।

'তোর পাওনা তাহলে ষোল কোপেক। এই নে। তোর মাইনে দেওয়া হল।'

য়ুর্কা হাঁটুতে হাত দিয়ে বসেছিল। স্পির্কার দিকে সে তাকাল। ঘৃণা ও রাগে চোখদুটো তার জ্বলছে। অন্য ছেলেদের মুখ দেখেও বোঝা গেল তাদের মনোভাবটা য়ুর্কারেই মতো। কিন্তু কথা বলল শুধু সারির শেষ ছেলেটা — সেই কুশ্রী মনমরা ছেলেটা। বললে:

'স্পির্কা, তুই একটা দালাল।'

স্পির্কা তার দিকে ফিরল মারমুখো হয়ে:

'কী? কী বললি?'

ছেলেটা কিছু জবাব দিলে না। কিন্তু য়ুর্কা তাকে সমর্থন করল মৃদু হেসে:

'কেন, কী বলল শুনিসনি? ঠিকই বলেছে! জানিস তুই যা করছিস লোকে তাকে কী বলে?'

'কী বলে?'

'একে বলে সোসন করা! এ হল সোসন! কী বলে তুই মাত্র এক কোপেক করে দিচ্ছিস! এ তো করে কেবল বুর্জোয়ারা, সোসকরা!'

দারুণ রেগে ফুটপাথের উপর পাক খেয়ে দাঁড়াল স্পির্কা। ভানিয়ার দিকে তাকাল কটমট করে। কিন্তু সারির শেষ ছেলেটার উপরেই সে মনের ঝাল ঝাড়ল।

'তাহলে ওকে কত করে দেওয়া দরকার শুনি? ও তো পরিষ্কার করতেই জানে না। দেখিসনি, কতটা করে পালিশ চাপায়? তোর যদি এতোই দরদ তো তুই-ই পয়সা দে, গার্মিদের। দিয়ে দে, ইচ্ছে হলে গোটা দশ কোপেকই!'

গার্মিদেরের মুখের উদাসভাবটা বদলাল না। কোনো কথা না বলে সে এক ধারে মুখ ফিরিয়ে থাকল। য়ুর্কাই শুধু আলোচনাটা চালিয়ে গেল:

'গার্মিদের সোসক নয়। তার বাড়তি বাক্সও নেই।'

'বড়ো বললি! ওর বাড়তি বাক্স নেই, তোরও নেই! তাই বললেই হল! আর পালিশটা আমাকেই কিনতে হবে? আর বুরুশের দামটা? মখমলটা? বাক্সটার জন্যে চার রুব্‌ল তোকে খরচ করতে হয়নি? বারফট্টাই করা খুব সোজা!'

য়ুর্কা পিচ করে থুথু ফেলল দূরে।

'সোজাই তো। আমার নিজের বাক্স আছে। তুই বা কেন শুধু নিজের কাজটা নিজেই করিস না? কিন্তু ওই দ্বিতীয় বাক্সটা, এ হল সোসন।'

'সোসন! সোসন! তোতা-পাখীর মতো ঐ এক বুলি পেয়েছিস। কী আমার "কিশোর পাইওনিয়ার" রে! ওকে কেউ এখানে বেঁধে রাখেনি। যাক না যেখানে খুসি। তাতে আবার লাইসেন্সও নেই। ও ধরা পড়লেই হল — আমার বাক্সসমেত জিনিসপত্র সবই লোপাট!'

আবার পিচ করে থুথু ফেলল য়ুর্কা। উঠে দাঁড়িয়ে টান হয়ে হাই তুলল।

'তোর যা ইচ্ছে। কিন্তু আমরা এটা বরদাস্ত করব না। ওকে প্রতি দশ কোপেক পিছু পাঁচ কোপেক করে দে।'

স্পির্কার চীৎকার সমস্ত পথময় শোনা গেল।

'পাঁচ কোপেক করে?'

'হ্যাঁ, পাঁচ!'

'তার লাইসেন্স নেই তাও পাঁচ কোপেক?'

'বেশ... তুই যখন তোর বাক্সের ঝুঁকি নিচ্ছিস তখন না হয় তিন করে দে। গার্মিদেরকেও তুই তিন করে দিতিস। ওকেও তাই দে।'

স্পির্কা হঠাৎ রাজী হয়ে গেল। চীৎকার থামিয়ে হেসে য়ুর্কার পিঠ চাপড়াল।

'বেশ। ওকে আমি তিন করেই দেব। অত চটে উঠছিস কেন?'

'বেশ, ওকে তিন করেই দে।'

'নয়ত কী। এক করে দেব বলেছিলাম নেহাৎ তামাসা করে। ভেবেছিলাম আগে দেখি কী রকম ও কাজ করে। পালাবে কি না কে জানে। সোসন ফোসনে আমার ভারি দরকার! নিজের হয়েই নিজে ও কাজ করুক না! আমি শুধু খানিক মজা করছিলাম, আর তুই কিনা একেবারে এক মিটিং ডেকে বসলি!'

তীক্ষ্ণ চোখে তাদের সবাইকার দিকে তাকাতে তাকাতে স্পির্কা বেশ খানিকক্ষণ হেসে চলল। গার্মিদের তাকে লক্ষ্যই করল না। বীরস চোখে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল সে। য়ুর্কার মুখে ধূর্ত হাসি। বাক্সটার ওপর ফের বসে বললে:

'ভেবেছিস কি আমরা জানি না? পুরো একটা মাস ধরে ঐ বাক্সটা তোর অমনি পড়ে আছে। একটা ছেলে পেলি। ঘটে বুদ্ধি থাকলে যে-কেউই তাকে পেয়ে খুসি হত। আর তুই কেপটামি শুরু করেছিস: এক কোপেক করে।'

'দেখ কাণ্ড! কেপটামি করছি? আমি তো শুধু ইয়ার্কি করছিলাম। বেশ তো, ন্যায্য হিসেব হোক। প্রথমে তুই কামিয়েছিলি তিরিশ কোপেক, তারপর এক রুব্‌ল্‌ পঞ্চাশ কোপেক।'

'ষাট,' মাঝখান থেকে বলে উঠল য়ুর্কা।

'বেশ, ষাটই। তাহলে হিসেবে দাঁড়ায় উনিশ বার। এই নে আরও আটত্রিশ কোপেক — বাড়তি দু কোপেক হিসেবে। নে একেবারে এক মুঠো কোপেক।'

এ-সব যখন ঘটে তখন ভানিয়া সর্বক্ষণ তার টুলে বসে নিশ্চল হয়ে শুনছিল। জুতো-পালিশ-করিয়েরা যে-সমস্যাটা তুলেছে তার অপ্রত্যাশিত গুরুত্বটা তাকে আকর্ষণ করল। খুব বেশী দিন আগে নয় ভানিয়া ইস্কুলে পড়ত চতুর্থ ক্লাসে। সেখানে সে জেনেছিল অক্টোবর বিপ্লব, বুর্জোয়াদের পরাজয় আর গৃহযুদ্ধের কথা। ভানিয়ার ধারণা ছিল ও-সব ঘটনা ঘটে গেছে বহুকাল আগে। কিন্তু হঠাৎ সে আবিষ্কার করল সে নিজেই হয়ে উঠেছে শোষণের বস্তু। তার চোখে হঠাৎ স্পির্কা যেন আর জুতো-পালিশ-করিয়ে ছেলে নয় — এমন একজন যার সঙ্গটাও ঘৃণ্য। কিন্তু স্পির্কা তার হাতে আটত্রিশ কোপেক গুঁজে দেবার পর ভানিয়া এটা আবিষ্কার করে খুসি হল যে, ব্যাপারটার অন্য একটা দিকও আছে। কারণ এখন তার পকেটে সাতান্ন কোপেক, সন্ধে হতেও অনেক দেরী... আজ রাতে সে খাবে অপরূপ সরস মুখরোচক সসেজ আর নরম রুটি। পরে তার পাদানিতে যে-জুতোটা উঠল অত্যন্ত তৃপ্তি নিয়ে সে ঝুঁকে পড়ল তার উপর। স্পির্কা আরও একটা কড়ার করে নিল:

'বাক্সটা তোকে বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি ওটা বইব না।'

আপত্তি না করে ভানিয়া রাজী হয়ে গেল।

১৪

দুর্বোধ্য

ভানিয়া স্পির্কার সঙ্গে তিন সপ্তাহ কাজ করল। কখনো দিনে রোজগার হত এক রুব্‌ল্‌, কখনো বেশী। খাবারের খরচ চলে যেত। কিন্তু খাটতে হত বেশি। সন্ধের দিকে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়ত সে। তাছাড়া বাক্সটা আবার বয়ে নিয়ে যেতে হত আর সকালে সেটা আনার জন্য যেতে হত স্পির্কার বাড়ি।

সৌভাগ্যক্রমে স্পির্কা থাকত মাল-ইস্টিশানের কাছে। ভ্যানিয়া যে খড়ের গাদায় রাত কাটাত সেখান থেকে দূরে নয়।

ইতিমধ্যে অন্য ছেলেদের চেয়ে য়ুর্কার সঙ্গেই ভানিয়ার বন্ধুত্ব বেড়ে উঠল। য়ুর্কা নিজের স্বার্থ ভাল বোঝে, জীবন সম্বন্ধে তার জ্ঞানও প্রচুর। পুরোপুরি অনাথ হওয়া সত্ত্বেও সে পথে ঘুমত না। কোন এক 'মাসীর' ঘরের একটা কোণ ভাড়া নিয়েছিল। 'পয়লা মে' কলোনিতে ভানিয়ার যাবার ইচ্ছেটা সে সম্পূর্ণ অনুমোদন করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার স্বপ্নটাও ভেঙে দেয়:

'জায়গাটা ভালো, কিন্তু তোকে ওরা নেবে না।'

'কেন নেবে না?'

'ভাবিস কি এতোই সহজ? এ সহরের গাদা গাদা ছেলে সেখানে যেতে চায়। কিন্তু পারলে তো! আমি নিজেও একবার সেখানে গিয়েছিলাম।'

'তুই গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। গত বছর। আমার তখন দুরবস্থার চরম। বাক্সও ছিল না। তাই সেখানে যাই। এখন যেতে বয়ে গেছে। এই বরং বেশী ভাল, যতই হোক ওরা ভারি কড়া। কেবল মিলিটারি হুকুম আর "ঠিক আছে!" "ঠিক আছে!" আমার চেনা কয়েকটা ছেলে সেখানে আছে। থুঃথুঃ, বয়ে গেছে যেতে!'

য়ুর্কা তার মনোভাবটা স্পষ্টতর করে তুলল তার সেই নিপুণ কায়দায় থুথু ফেলে।

'এমনি আমার দিন কেটে যাবে।'

'মানে ওরা লোক নেয় না?'

'সে এক্তিয়ার ওদের নেই। কমিশনের কাছে যেতে হয়।'

'কোন কমিশন?'

'জায়গাটার নাম কমোনেস্*।'

'কোথায় সেটা?'

'ওই যে, মোড়ের কাছেই। কিন্তু তোকে ওরা ঢুকতে দেবে না।'

'কোথায় ঢুকতে দেবে না? কলোনিতে?'

'না। কমোনেস্-এ। আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আমায় ঢুকতে দেয়নি।'

---

* কমোনেস্ — অল্পবয়স্ক অপরাধীদের কমিশন। — সম্পাঃ

ভানিয়া কিন্তু একবার অবসর পেয়ে ছুটে যায় কমোনেসে। সত্যিই সেটা কাছেই। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সাক্ষাৎ শেষ হল। কোনো রকমে সে ঢুকে পড়ে বারান্দায়। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাকে ফিরে আসতে হয় সিঁড়িতে। আধ-খোলা দরজার ভিতর দিয়ে এক টেকো দরোয়ান তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। বারান্দাতেই তাদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা ওঠে চরমে। ভানিয়া তাড়াতাড়ি ঘুরে দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কান্না-ভরা সুরে চীৎকার করে ওঠে:

'কোনো অধিকার নেই আপনার!'

অধিকার সম্বন্ধে দরোয়ান কোনো মতামত প্রকাশ করল না। সে শুধু মোক্ষম গলায় জানিয়ে দিল:

'ভাগ, ভাগ বলছি!'

'আমি "পয়লা মে" কলোনিতে যেতে চাই!'

'চাইলেই হল আর কি? এখানে তোর মতো ছেলেদের নেওয়া হয় না।'

'তবে কাদের নেওয়া হয়?'

'যারা আইন ভাঙে তাদের। বুঝলি?'

'সে আবার কেমন?'

'তোর চেয়ে যারা পাকা। নইলে সব রকম আজেবাজে লোকে ভরে যাবে। কলোনিতে যাবার ইচ্ছে হয়েছে, অমনি হল আর কি!'

'কিন্তু আমার যে কোনো জায়গা নেই।'

'থাকার জায়গা নেই? ওটা কোনো কথাই নয়! তেমন ছেলে যায় স্পন্-এ*।'

'স্পন্? কীসের স্পন্?'

'ওই তার নাম। স্পন্। ভাগ এবার!' দরোয়ান সজোরে দরজা বন্ধ করল। আর মনে মনে ভাবল ভানিয়া, 'স্পন্!'

কাজে সে ফিরে গেল অত্যন্ত বিচলিত মনে। দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করল য়ুর্কা।

'কী বলেছিলাম তোকে?' চেঁচিয়ে বলল সে।

---

* স্পন্ — নাবালকদের সামাজিক ও আইনী সংরক্ষণ — রুশ কথাগুলির প্রথম অক্ষর নিয়ে স্পন্ কথা তৈরী। — সম্পাঃ

ভানিয়া তার টুলে বসে বুরুশগুলো তুলে নিল। ইতিমধ্যেই এক খদ্দের পা তুলে দিয়েছে। এক অফিসারের সুন্দর বুট প্যালিশ করা শেষ করে আনছিল য়ুর্কা। কিন্তু আলোচনাটা সে বন্ধ হতে দিল না।

'উনি ভাবলেন সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে, বলবে, এসো এসো কমরেড গালচেঙ্কো, আরাম করে বসো।'

ভানিয়া কিছু বলল না। কাজ শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করল:

'বললে, কোন এক "স্পন"এর কাছে যেতে হবে?'

'কে বললে?'

'ওই সেই টেকো লোকটা। বলল, স্পন্।'

'দাঁড়া, দাঁড়া! স্পন? ও, সে তো জানি। এটা জনশিক্ষা-দপ্তরের মধ্যে। স্পন ব্যাপারটা জানি। কিন্তু সেখানে...' য়ুর্কা মাথা নাড়াল। ভানিয়া বুঝল স্পন সম্বন্ধে একটা গভীর বিরাগই প্রকাশ করছে য়ুর্কা।

'কী সেখানে?'

'মানে... ও-জায়গাটা... না না, ওখানে না যাওয়াই ভাল। একদম বাজে ব্যাপার!'

এই ধরনের আলোচনার প্রতি স্পির্কার মনোভাবটা ছিল একান্ত অবজ্ঞাসূচক। তার খদ্দেররা আসছে যাচ্ছে। সে সিগারেট টানছে, শিস দিচ্ছে, এদিক ওদিক তাকিয়ে চোখ মটকাচ্ছে। তার কাছে স্পনের কোনো অস্তিত্বই নেই।

'স্পন হল এইখানে,' কাছের একটা দরজা দেখিয়ে দিল য়ুর্কা। 'কিন্তু ওখানে ওরা তোকে নেবে না। বলবে, সাক্ষাৎকারের আপিসে যাও। একদম বাজে!'

পরের দিন ভানিয়া গেল স্পনে। য়ুর্কা যে দরজাটা দেখিয়ে দিয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা সরু অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে পৌঁছল এক বারান্দায়। সিঁড়িটার মতোই অন্ধকার সেটা। অনেক দরজা সেখানে। লোকেরা যাতায়াত করায় সেগুলো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। তাদের প্লাইউডের পেনেলের ওপাশ থেকে সে শুনতে পেল টাইপরাইটারের খট্‌খট্ শব্দ, গমগমে নানা স্বর। বারান্দার বেঞ্চিতে বসে রয়েছে দর্শনপ্রার্থীরা। তাদের বেশভূষা পুরনো, বুট নোংরা, মুখে একঘেয়েমির ছাপ। সব সাইনবোর্ডগুলো পড়তে পড়তে ভানিয়া গোটা বারান্দা পাড়ি দিয়ে ফিরে এল।

'আচ্ছা বলুন তো, স্পন...' যারা অপেক্ষা করছিল তাদের একজনকে সে বলল।

'হুঁ?'

'এই স্পনটা কী ব্যাপার?'

'নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। ওখানে যা।'

লোকটা একটা দরজা দেখিয়ে দিল। তার উপর ভানিয়া দেখল লেখা আছে:

ন্যাবালকদের সামাজিক ও আইনী সংরক্ষণ

ভানিয়া আবার সেটা পড়ল। বিহ্বলভাবে সে মুখ ফেরাল।

'এইটেই স্পন?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না। প্রত্যেক কথার প্রথম অক্ষরগুলো পড়।'

প্রথম অক্ষরগুলো আবার ভানিয়া পড়ল। বুঝতে পেরে সে খুব খুসি হয়ে উঠল। সত্যিই এইটে। দরজা খুলে সে গেল ভিতরে। ছোট্ট একটা আপিসে চারটি মহিলা ও একটি পুরুষ বসে। সবাই কী সব লিখছে। তাদের প্রত্যেকের দিকে সাবধানে তাকিয়ে একটি ছোট্টখাট্ট চেহারার মহিলাকে সম্বোধন করল ভানিয়া। মহিলাটির চোখদুটো বড় বড় আর কালো।

'নমস্কার।'

মহিলাটি তার দিকে মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু কলমটা নামাল না।

'কী চাই তোর?'

'আমি ... স্পন খুঁজছি।'

'এটাই স্পন। কী চাই?'

'আমায় "পয়লা মে" কলোনিতে পাঠিয়ে দিন।'

মহিলাটির হাবভাবের মধ্যে কৌতূহল ফুটে উঠল। কলম নামিয়ে তার দিকে সে তাকাল হাসি হাসি চোখে।

'কথাটা কি আপনা থেকে তোর মাথায় এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব। কেউ তোকে শিখিয়ে দিয়েছে।'

'না, কেউ শিখিয়ে দেয়নি। শুনেছি জায়গাটা ভালো।'

মহিলাটি আরেকটি মহিলার দিকে তাকাল। দুজনে ঠোঁট চেপে মৃদু হাসল।

‘তা বটে! তুই কি হাঘরে ছেলে?’

‘না।’

‘তাহলে এসেছিস কেন? আমরা শুধু হাঘরেদের ব্যবস্থা করি।’

‘আমি হাঘরে হতে চাই না।’

‘হুম। দেখছি তুই মোটেই বোকা নস।’

‘বোকা হতে যাব কেন?’ এক দিকে ঘাড় হেলিয়ে ভানিয়া প্রশ্ন করল।

‘হ্যাঁ, তা-ও দেখতে পাচ্ছি।’ মহিলারা আবার দৃষ্টি বিনিময় করল।

‘তা বেশ। এবার পালা, ব্যাঘাত করিস না,’ তাদের একজন বলল।

‘কিন্তু আমি তো ব্যাঘাত করছি না...’

‘আমরা “পয়লা মে” কলোনিতে লোক পাঠাই না। সেটা কমোনেস্-এর কাজ।’

‘কমোনেস্?’

‘হ্যাঁ। আইন ভঙ্গকারীদের তারা কলোনিতে পাঠায়।’

‘আমি কমোনেস্-এ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমাকে বার করে দেয়! ওদের একটা লোক আছে সেখানে... টেকো-মাথা।’

‘হ্যাঁ, ভাগাবার জন্যে ওদের লোক আছে, কিন্তু আমাদের নেই। তাই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস। বললাম যে ব্যাঘাত করিস না!’

কোণে টেবিলের সামনে যে যুবকটি বসেছিল সে দাঁড়িয়ে উঠল।

‘মারিয়া ভিকেন্তিয়েভনা, আপনার নিজেরই দোষ,’ সে গজগজ করে উঠল। ‘আলোচনা করার কী আছে? আপনি নিজেই আলাপ জোড়েন, তারপর তাড়াতে পারেন না। এখানে কাজ করা একেবারে অসম্ভব।’

সে টেবিল ছেড়ে ভানিয়ার কাছে এসে আলগোছে সাবধানে তার কাঁধ ধরে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিল।

‘যা পালা!’

বারান্দায় বেরিয়ে ভানিয়া আবার দরজার উপরকার সাইনবোর্ডটা পড়ল:

নাবালকদের সামাজিক ও আইনী সংরক্ষণ

তারপর প্রত্যেকটা কথার প্রথম অক্ষরগুলো পড়ল সে। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তাতে রুশীতে স্পন কথাটা হয়। কিন্তু মিনিট পনের আগে জিনিসটা যেমন সুবোধ্য মনে হয়েছিল এখন আর তা মনে হল না।

তিন সপ্তাহ পরে আর একটা দুর্ঘটনা ঘটল। জুতো-পালিশ-করিয়েদের কাছে পোর্টফোলিওয়ালা এক যুবক এসে তাদের লাইসেন্স দেখতে চাইল। দোষটা সম্পূর্ণ স্পির্কার। সারির মাঝখানে সে ভানিয়াকে বসায়নি। তাহলে, পরে অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে বোঝা গেল, সে চুপিচুপি সরে পড়তে পারত। কিন্তু ভানিয়ার জায়গা ছিল সারির একেবারে শেষে। তাই তার কাছেই যুবকটি প্রথম লাইসেন্স দেখতে চাইল।

আতঙ্কিত হয়ে চুপচাপ বসে রইল ভানিয়া। পোর্টফোলিওয়ালা লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল:

'তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নে।'

অসহায়ভাবে ভানিয়া তাকাল স্পির্কার দিকে। স্পির্কার হাবভাবটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত। পরম সুখে সে পথের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। চোখ দিয়ে তার আনন্দ উপচে পড়ছে।

'এদিক ওদিক তাকাচ্ছিস কী? তোর বাক্স তোল।'

'এটা আমার নয়।'

'তোর নয়? কার তাহলে?'

'স্পির্কার।'

'ওঃ হো, স্পির্কার। তুই স্পির্কা?'

একান্ত সাধুর মতো সঙ্কোচে কাঁধ ঝাঁকাল স্পির্কা:

'হ্যাঁ, আমি স্পির্কা। কিন্তু তাতে কী?'

'এই ছোঁড়ারা, এটা কার বাক্স?'

প্রথমে তারা কোনো কথা কইল না। শেষে গার্মিদের বলল:

'ভানিয়াকে ডুবিয়ে কী হবে। এটা স্পির্কারই বাক্স। জিনিসগুলোও ওর।'

'ধুত্তোরি, সব! আমার পেছনে তোরা লেগেছিস কেন বল ত? বাক্সটা তো আমি বিক্রি করেছি। করিনি? চুপ করে আছিস?'

'কবে আবার তুই বিক্রি করলি?'

'স্পির্কা, ফেঁসে গেছিস, আর উপায় নেই,' শান্ত গলায় বলল য়ুর্কা।

পোর্টফোলিওয়ালা লোকটির কাছে এখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।

স্পির্কাও দেখল তার পদ্ধতিটার সর্বনাশ হয়ে গেছে। লোকটি মাত্র দুটি কথা যোগ করে দিল:

'চলে আয়!'

স্পির্কা চুটিয়ে গালাগালি দিলে, হাত তুলে মারলে ভানিয়ার কানে। তাকে বাঁচাবার জন্য গার্মিদের ছুটল। কিন্তু স্পির্কা সজোরে লাথি মারল তার বাক্সে। ফুটপাথে ছড়িয়ে পড়ল নানা মুদ্রা আর পালিশের কৌটো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিশ্চিন্তে পথ ধরল স্পির্কা। পোর্টফোলিওয়ালা লোকটি সাহায্যের জন্য চাইতে লাগল চারদিকে। কিন্তু সাহায্য আসতে দেরী হয়ে গেল।

'পালা!' হতভম্ব ভানিয়াকে ফিসফিস করে বলল য়ুর্কা। ভানিয়া পালাল।

দশ মিনিট পরে সে থামল জনশূন্য এক পথে। দু-পাশে তার উইলো গাছের সারি। তার মনে হচ্ছিল তাকে তাড়া করা হচ্ছে। পথের শেষ প্রান্তে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সে। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পেল না। কাছে শুধু একটা শাদা কুকুর রাস্তা পার হচ্ছে। ভানিয়ার দিকে সে খানিকটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু ভানিয়া হাঁটতে শুরু করতেই কুকুরটা লেজ গুটিয়ে ছুট দিল।

ভানিয়ার কাছে মাত্র বাইশ কোপেক। দিনের রোজগারটা সবই বাক্সে ফেলে এসেছে।

আবার শুরু হল নিঃসঙ্গ বুভুক্ষু দিন। বাইশটা কোপেকে দু-দিন তার চলল। কিন্তু তারপর বাস্তবিকই অবস্থাটা হয়ে উঠল সঙ্গীন, এদিকে আবহাওয়াটাও তার বিরুদ্ধে দাঁড়াল। সকালে উজ্জ্বল রোদ, কিন্তু দুপুর দু'টোয় রাশি রাশি কালো কালো মেঘ আকাশে জমে ওঠে আর সন্ধেয় সহরের উপর দিয়ে ছুটে যায় ঝড়। কয়েকবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ল। তার সঙ্গে বাজের ডাক। তারপর সকাল পর্যন্ত ঝিরঝির করে বিষণ্ন বৃষ্টি। এ-ভাবে চলল পুরো একটা সপ্তাহ। প্রথম রাতেই ভানিয়া তার খড়ের বিছানায় ভিজে গেল। ভাবল, পরের রাতে আর বৃষ্টি হবে না। আবার সে ভিজল। খড়ের গাদায় তৃতীয় রাত কাটাতে তার ভয় হল। পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। বৃষ্টি এড়াতে লাগল বাড়ির ফটকে দরজায় দাঁড়িয়ে। এইভাবে সে ইস্টিশানে পৌঁছে গেল।

জায়গাটা চুপচাপ। ওয়েটিঙ-রুম সবে ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। ভিজে পরিষ্কার টালিগুলো উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোয় চকচক করছে। এখানে

ওখানে কাঠের গ‍ুঁড়ো পড়ে। লম্বা লম্বা বেঞ্চিতে ঢুলছে জন কয়েক যাত্রী। দ‍ুজন লাল ফৌজের লোক জলযোগ করছে। এদের দ‍ুজনের মাঝখানে একটা লিনেনের ব্যাগ। তা থেকে বার করছে স‍ুস্বাদ‍ু খাবার। একটা গোলাপী রোল র‍ুটি ভেঙে দ‍ু-টুকরো করল তারা। ঝকঝকে শাদা আর নরম টুকরো। বেঞ্চির ওপর ছ'টা ডিম। একজন সৈনিক হাঁটু দিয়ে সেগ‍ুলো ঠেকিয়ে রেখেছে যাতে মেঝেয় না গড়িয়ে পড়ে। অন্যজন একটুকরো খবরের কাগজের ওপর নোনা একটা হেরিঙ ছাড়িয়ে টুকরো করল। তারপর সাবধানে দ‍ু-আঙ‍ুলে করে টুকরোগ‍ুলো তুলে তুলে তারা খেল। তাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল ভানিয়া। সৈনিকরা তার দিকে তাকাল।

'খিদে পেয়েছে ব‍ুঝি?' একজন হেসে প্রশ্ন করল।

'পয়সা ... নেই।'

'পয়সা নেই? খ‍ুব খারাপ। তুই হাঘরে ব‍ুঝি?'

'না... আমি এখনো...'

'তা কী আর হবে। আয়, বসে পড়।'

উল্টো দিকের বেঞ্চিতে ভানিয়া বসল তাদের ম‍ুখোম‍ুখি। পাশে তার বেশ খানিকটা খাবার — আধখানা রোল র‍ুটি, দ‍ু-টুকরো হেরিঙ আর একটা ডিম। কোনো কথা না বলে সৈনিকরা তাকে খাবারগ‍ুলো এগিয়ে দিয়েছিল। আর নিজেদের হ্যাভারস্যাকের জিনিসগ‍ুলো খেতে লাগল মিলে মিশে। নিজেদের মধ্যে তারা কথাবার্তাও কইছিল না, শ‍ুধ‍ু মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দিচ্ছিল, ভানিয়ার সঙ্গেও সেই রকম। রেলের একজন প্রহরী এল তাদের কাছে।

'এই যে এটি আপনাদের সঙ্গে? এটিও প্যাসেঞ্জার?' ভানিয়াকে দেখিয়ে সে প্রশ্ন করল।

'দেখছই তো আপাতত ও আমাদের সঙ্গে,' গাঢ় রঙের বয়স্ক সৈনিকটি উত্তর দিল।

প্রহরী ভানিয়ার খাবারের দিকে তাকাল সন্দিগ্ধভাবে।

'কী জানি, ঠিক যেন মানাচ্ছে না।'

'ভাবনা নেই, ও ঠিক মানিয়ে যাবে।'

প্রহরী চলে গেল। সৈনিকরা তাকিয়েও দেখল না। যেমন খাচ্ছিল খেয়ে চলল। খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ভানিয়াকে তারা একটা কথাও বলল না। লিনেনের ব্যাগটা বেঁধে ছেঁদে র‍ুটির টুকরো ও ছিবড়ে-ভরা খবরের কাগজটা

আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলে দেবার পরেই শুধু কমবয়েসী সৈনিকটি মন্তব্য করল:

'রাতের খাওয়াটা সারা গেল তাহলে।'

১৫

রুপোর মুদ্রা

ইস্টিশানের বেঞ্চে ভানিয়া ঘুমিয়ে পড়ল। উল্টো দিকের বেঞ্চিতে লাল ফৌজের লোকদুটি থাকায় সকাল পর্যন্ত প্রহরী তাকে বিরক্ত করল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভানিয়াকে সে যখন জাগাল সৈনিকরা তখন চলে গেছে। নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল প্রহরী। ভানিয়াও নীরবেই বুঝল যাবার সময় হয়েছে।

সে চলল বড়ো রাস্তার দিকে। ইচ্ছে হল দেখবে শিক্ষা-দপ্তরের কাছে ফুটপাথে কী ঘটছে। তাছাড়া সে মনস্থির করেছিল স্পনে আর একবার গিয়ে 'পয়লা মে' কলোনি সম্বন্ধে আলোচনা করবে।

তার হাঁটার ভঙ্গীর মধ্যে খানিকটা দৃঢ়তা ফুটে ওঠা সত্ত্বেও ভেতরে ভেতরে ভানিয়া উৎসাহ বোধ করল না। স্পন আপিসের সবচেয়ে দূরের টেবিলে যে-লোকটি বসে আছে জীবনের উপর বিষণ্ণ ছায়া ফেলছে সে।

একটা দোকান থেকে বেরুল একটি ছেলে। মাথায় তার সোনালী চাঁদি-টুপি। ছেলেটি ভলোদিয়া বেগুনক। চাঁদি-টুপি, আস্তিনের ব্যাজ আর বেগুনকের চঞ্চল কালো চোখের দিকে ভানিয়া এমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল যে, চারা গাছের বেড়াটার কাছে থেমেই গেল।

বিউগ্‌ল্‌টা পরিষ্কার করার জন্য বেগুনকের হাতে এক টিন পালিশ। দোকানের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে সে টিনের উপরকার লেবেলটা পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর টিনটাকে ভরল পকেটে। কিন্তু হাতটা বার করার সময় ফিরতি পথের ভাড়ার পয়সাটা পড়ে গেল মাটিতে। গড়িয়ে সেটা সোজা চলে এল ভানিয়া গালচেঙ্কোর পায়ের কাছে। ভানিয়া চটপট নীচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিল। বেগুনক সপ্রশ্নে তাকাল তার দিকে। মুদ্রাটা তাকে দিয়ে দিল ভানিয়া।

'এটা আমার ট্রাম-ভাড়া,' মুদ্রাটা নিতে নিতে সামান্য বিব্রতভাবে ভলোদিয়া বলল। 'ছ' কিলোমিটার পথ।'

ভানিয়া সবিনয়ে হাসল। সত্যি বলতে কি, তার মুশকিলটা অনেক বেশী গুরুতর ধরনের।

'ছ' কিলোমিটার?'

'হ্যাঁ, ওই যে... "পয়লা মে" কলোনি পর্যন্ত,' অনির্দিষ্ট কোন একটা দিক দেখাল ভলোদিয়া।

অবাক হয়ে ভানিয়া ঝুঁকে এল ভলোদিয়ার দিকে।

'"পয়লা মে"?'

'হ্যাঁ।'

'"পয়লা মে" কলোনির ছেলে তুই?' ভানিয়া তার আনন্দ চাপতে পারল না। ভলোদিয়াও মৃদু হাসল তার উচ্চ মর্যাদার গর্বে।

'হ্যাঁ, আমি কলোনিতে থাকি। এই দেখ আমার ইউনিফর্ম,' কনুই তুলে দেখাল ভলোদিয়া। তার আস্তিনের উপরকার এক টুকরো মখমলে এমব্রয়ডারি-করা সোনালী সংখ্যা ১, তার উপর দিয়ে রূপোলী সুতোয় লেখা 'মে'।

'সেখানে যাবার আমার ভারি ইচ্ছে...'

'তুই কি হাঘরে?'

'না, নই। আমার ভারি ইচ্ছে... কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কেউ পাঠাতে চায় না...'

ভানিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ফুটপাথের মাঝখানে তারা দাঁড়িয়ে। পথিকরা তাদের ঠেলা দিচ্ছে। বেগুনকই প্রথম লক্ষ্য করল এটা কী রকম অস্বস্তিকর। ভুরু কুঁচকে ভানিয়ার হাত ধরে তাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল।

'শোন বলি... আমাদের কম্যান্ডার পরিষদ ভারি কড়া! ওই কম্যান্ডারগুলো আসল শয়তান! বলবে, জায়গা কোথায়। জিগগেস করবে কেন, কী বৃত্তান্ত। না, তুই বরং কমিশনের কাছে যা, তাকে বলে কমোনেস।'

'সেখানে গিয়েছিলাম। স্পনেও গিয়েছিলাম। সব জায়গায় গিয়ে দেখেছি।'

'উনি রাজী নন?'

'কে "উনি"?'

'সেখানে এক মহিলা আছেন। তিনি রাজী নন?'

'না, রাজী নন। আর সেখানে যে লোকটা রয়েছে সে তো আমাকে ঠেলেই বার করে দিল। ওটা ন্যাকি পয়লা নম্বরের — আইন — ইয়ে — আইন ভঙ্গকারীদের জন্যে। তুই কি আইনভঙ্গকারী?'

ভলোদিয়া বুটের ডগা দিয়ে দেয়ালে লাথি মেরে চোখ নামিয়ে হাসল।

'ওরা ওই সব কী বার করেছে। আইনভঙ্গকারী! একদম বাজে কথা, বুঝলি? ওতে কিছুই এসে যায় না। আমাদের লোকেরাও বলে, এটা ঠিক নয়।'

বেগুনক খানিকক্ষণ ভাবল। ব্যাজার চোখে তাকাল এদিক ওদিক। সম্ভবত সমস্যাটার সমাধান করা তার সাধ্যের অতীত। ভুরু তার তখনো কুঁচকে রইল। অবশেষে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেগে সে মাথা ঝাঁকাল:

'শোন বলি। চুলোয় যাক ওরা! পরের শনিবার চলে আয়। তোকে নিতে আমরা বলব। আমার কম্যান্ডারকে বলব আমি। আহ্, চমৎকার ছেলে সে, আমাদের আলিওশা জিরিয়ানস্কি। কলোনিটা খুঁজে বার করতে পারবি তো? তোকে খরশিলভকা দিয়ে যেতে হবে।'

'সে আমি ঠিক বার করে নেব।'

'এই দশ কোপেকটা নে। রোল রুটি কিনে নিস।'

ভানিয়া মুদ্রাটা নিল।

'কিন্তু ট্রাম-ভাড়ার কী হবে? হেঁটে যাবি?'

'হাঁটব না আরো কিছু! হাঁটব কেন? ট্রামে করেই যাব, টিকিট কাটব না।'

'বিনা টিকিটে?'

'নিশ্চয়ই, বেআইনী বটে। কিন্তু উপায় কী? ট্রাম বদলে বদলে যাব, যাতে কণ্ডাক্টার আমাকে লক্ষ্য করতে না পারে।'

ভানিয়া মৃদু হাসল।

বেগুনক গম্ভীর মুখে স্যালুট করল।

বিদায় নিল তারা। ভানিয়া হিসেব করতে লাগল শনিবারের আগে কতগুলো দিন বাকী। আর ভলোদিয়া বেগুনকের কল্পনায় ভেসে উঠল ডিউটির কম্যান্ডার ভলেস্কোর মূর্তি। সে স্পষ্ট বুঝল কলোনিতে তাকে ফিরতে হবে হেঁটে।

১৬

নিউ ইয়র্কের হাঙর

যথাবিধি স্নানের ঘর, নাপিতের পর্ব আর ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসতে ইগর চের্নিয়াভিনের বেশীক্ষণ লাগল না।

'এটা তোর প্যারেডের ইউনিফর্মের জন্যে,' দর্জিখানায় ইগরের মাপ নেবার সময় ভলেঙ্কো বলল।

ভলেঙ্কোর সঙ্গে সে গেল ভাঁড়ারে। বুড়ো ভাঁড়ারী তাকে দিল 'ইস্কুলের ইউনিফর্ম,' কাজের পোষাক, বুট, ইজের, চাঁদি-টুপি আর বেল্ট। স্নানের ঘরে কয়েকটা নতুন জিনিস সে পরল, বাকি কিছু রইল তার হাতে।

'বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর,' 'শান্ত' ক্লাবে তাকে এনে ভলেঙ্কো বলল, 'শোবার ঘরে তোকে যেতে দিতে পারছি না, কারণ অষ্টম দল এখন সেখানে নেই। সবাই তারা কাজ করছে। আর দুপুরের খাবার সময় তোকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের হবে না।'

প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানগুলো এ-পর্যন্ত ইগরের কাছে সহজই লেগেছিল। বিরক্ত হবার মতো কিছুই ঘটেনি। ডিউটির কম্যাণ্ডারের কাঠ-কাঠ গম্ভীর হাবভাব এমন কি তার মনে রেখাপাতও করেছিল। সম্ভবত সে-কারণেই ভলেঙ্কোর নির্দেশ শুনে সে বিস্মিত ও বিরক্ত হল।

'এখানে বসে থাকতে হবে? বেরুতে পারব না?'

'পারবি না কেন? শুধু দোতলায় বা অন্য বাড়িতে তোকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, কারণ এখনো তুই দলে ভর্তি হসনি। তুই নতুন ছেলে। কেউই জানে না তোকে?'

'কিন্তু আমি তো কলোনির ইউনিফর্ম পরেছি!'

'তাতে কিছু আসে যায় না। দুপুরের খাবার সময় পর্যন্ত এখানে থাক। খাবার পর পরীক্ষার জন্যে ইস্কুলে যাবি।'

ভলেঙ্কো চলে গেল। ইগর তার ওভারলটা বেঞ্চিতে রেখে স্থির করল 'শান্ত' ক্লাবটা ভালো করে দেখে নেবে।

বেশ বড়সড় সুন্দর করে ফ্রেস্কো-আঁকা হল-ঘর। কম্যাণ্ডার পরিষদের ঘরের দেয়াল বরাবর যে-রকম অবিচ্ছিন্ন ডিভান আছে এখানেও তাই। দেয়ালে টাঙানো আছে নানা প্রতিকৃতি আর ছবি। অনেকক্ষণ ধরে ইগর সেগুলো দেখল। হলের সবকিছু ভারি সুন্দর আর মজবুত করে বানানো

দেখে তার ভালো লাগল। সবকটা ছবিই কাঁচ আর ওক কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো। মেঝেটা পার্কেট-করা। দেখে মনে হয় সেদিন সকালেই যেন পালিশ করা হয়েছে। ডিভানের কাছে মাঝে মাঝে ওক কাঠের ছোটো ছোটো আটকোণা টেবিল। তাদের চারদিকে গদি-মোড়া চেয়ার।

এক দেয়ালে ইগরের চোখ পড়ল ছোটো ছোটো প্রতিকৃতির লম্বা একটা সারির উপর — প্রতিকৃতিগুলো বয়স্ক, যুবক আর বাচ্চাদের। তাদের মধ্যে সহজেই সে চিনতে পারল ভলেঙ্কোকে। কিন্তু বাকি মুখগুলো অপরিচিত।

দেখতে দেখতে ইগর পেঁছিল বড় একটা আয়নার কাছে। ভলেঙ্কো যে পোষাকটাকে বলেছিল 'ইস্কুলের ইউনিফর্ম' সেটা সে পরেছিল স্নানের ঘরে। সেই পোষাক-পরা নিজের চেহারা দেখার সুযোগ এ-পর্যন্ত সে পায়নি। এখন সে মুখোমুখি দাঁড়াল এক যুবকের সামনে। গালদুটো তার গোলাপী, পরনে লম্বা পশমের ট্রাউজার, ঠাস-বুনুনি কাপড়ের গাঢ় নীল রঙের সার্ট, তার উপর সরু কালো একটা বেল্ট আঁট করে আঁটা, চওড়া কলারটা গলার কাছে খোলা। দেখে খুসিই হল ইগর, যদিও দুঃখ হল, তার নীচেকার ফতুয়াটার কোনো কলার নেই বলে। পোষাকের প্রান্তে শাদা রেখাটা দেখানো যাবে না। তাছাড়া ক্লিপার দিয়ে ছোটো করে তার চুল ছেঁটে দেওয়া হয়েছে বলেও তার দুঃখ হল। ইগরের মাথাটা খানিকটা এবড়ো-খেবড়ো। চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটায় তাকে দেখায় বোকার মতো। সে কিন্তু লক্ষ্য করেছিল কলোনির অনেক ছেলেই টেরি কাটে, ভলেঙ্কোও। তার মানে টেরি কাটা এখানে চলবে।

নিজের মুখটা ইগরের ভালো লাগে। বিশেষ করে ভালো লাগে সে মুখের অবিরাম একটা ফাজিল হাসির আভাস আর ছোটো ছোটো সামান্য সরু চোখের উজ্জ্বল ঝলক। কিন্তু এখন মনে হল তার মুখের মধ্যে কী যেন বদলে গেছে, যদিও দেখতে কম ভালো লাগছে না সেটা। হয়ত বা একটু ভারিক্কি হয়ে উঠেছে মুখটা, নাকি একটু অবাক? ইগর খুব ভালো ধরতে পারল না যদিও নিঃসন্দেহই নতুন কিছু একটা রয়েছে যেন।

ডিভানে বসে ভাবনায় সে ডুবে গেল। স্পষ্টই তাহলে তাকে এই 'পয়লা মে' কলোনিতে থাকতে হবে। কতদিন? এক বছর? দুই বছর? তিন বছর? এখনো পালাবার তার ইচ্ছে নেই। দু-বছর 'স্বাধীন জীবন' সে কাটিয়েছে। সহজেই সে জোগাড় করেছে টাকা, কয়েকজন ভালো বন্ধুও পেয়েছে, কিন্তু কী জানি কেন এ সব থেকে খুব কমই আনন্দ পেয়েছে সে। বহুকাল আগেই তার একঘেয়ে লেগে গেছে সিনেমা, চকোলেট আর সসেজে। সবচেয়ে

তার বিরক্ত ধরে গেছে থাকার কোনো জায়গা নেই বলে। ইস্টিশানে, খড়ের গাদায়, শস্তার যাত্রীনিবাস বা চোরেদের আড্ডায় — সব জায়গাতেই রাত কাটাতে তার সমান খারাপ লেগেছে। কোনো জোচ্চুরিতে সফল হয়ে সবচেয়ে ভালো স্যুট সে যা কিনেছে অল্পদিনের মধ্যেই তা নোংরা হয়ে গেছে, গেছে ছিঁড়ে।

তেমন ভালো দাঁড়ায়নি। তার মতো অধিকাংশ 'স্বাধীন' লোকেই ঘুরেছে ছেঁড়া পোষাকে। সেটা ভালো দেখায় না। তার সঙ্গে সেই মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত সাফল্যের জীবনের কোনো মিল নেই, আমেরিকান ফিল্মে যেটা অমন চমৎকার দেখায়। এক সময় ইগরের মন ঝুঁকেছিল বেপরোয়া বিক্রম, বুদ্ধি, দুঃসাহসিকতা আর ডিটেকটিভদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কল্পনায়। এই ডিটেকটিভরাও তাদের শত্রুদের মতোই সমান মার্জিত, দুঃসাহসী আর ভদ্রোচিত। বাস্তব জীবনে শয়তানই শুধু জানে কেন ব্যাপারটা দাঁড়ায় একেবারে অন্য রকম। ইগর যত চমৎকারই কোনো জোচ্চুরির কাজ করুক না কেন কখনোই ডিটেকটিভ তার পিছু নেয়নি। একজন সাধারণ সশস্ত্র প্রহরী বা ইউনিফর্ম-পরা কোনো মিলিসিয়ার লোক — অনায়াসেই এরা রেল ইস্টিশান আর যাত্রীনিবাস থেকে দলকে দল এই ধরনের 'নিউ ইয়র্কের হাঙর' টেনে বার করে। আর তারপর পলিনা নিকোলায়েভনার সঙ্গে আলোচনা আর এক কদাকার, অথচ সত্যি বলতে কি এক নিরীহ ছাগল ধরার পালা। ও-ধরনের জীবনে আকর্ষণের দিক একটিও নেই। না আছে মোটরে করে তাড়া, না আছে উইল, গোপনীয় চিঠি, ধাপ্পা, মুখোস-পরা লোকের দিকে রিভলভার উঁচনো সোনালী-চুল মেয়ে। আমেরিকান দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নেই। এ্যাডভেঞ্চারের এ পৃথিবীতে ফিরে যাবার কোনো রকম ইচ্ছেই এখন ইগরের হল না।

কিন্তু কলোনিতেই বা কী ধরনের জীবন তার হবে? তাকে একটা কাজের পোষাক দেওয়া হয়েছে। তার মানে তাকে দিয়ে কাজ করান হবে। সৎ পরিশ্রমের বিরুদ্ধে ইগরের কোনো রকম অভিযোগ নেই, কিন্তু কখনো সে নিজে এক দিনের জন্যও কাজ করেনি। কাজ করার ইচ্ছেও হয়নি তার। কিন্তু এখানে নিশ্চয় লোকে অহংকার করে, দেখো কাজ করছি! তাহলেও তফাৎ আছে, কেউ কাজ করতে ভালোবাসে, কেউ বাসে না। যারা ভালোবাসে না তাদের দলে ইগর, তাহলেও দেখা যাক একবার চেষ্টা করে। শয়তানই জানে, হয়ত কোন এক টার্নার বনতে হবে তাকে। এদিকে আবার তাকে

ইস্কুলেও যেতে হবে। অবশ্য ডিরেক্টর জাখারভ নিজের কাজ ভালোই জানে। শিক্ষা পেতে ইগরের আপত্তি নেই, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা পেতে। কিন্তু আগে ইস্কুলে যেতে তার ভালো লাগেনি। মোটেই তার পছন্দ হয়নি সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষকদের একঘেয়েমি, তাদের যত সব তুচ্ছ খুঁতখুঁতানি। ইস্কুলের কচিকাচাদের হৈচৈ ভিড়টাও ভালো লাগেনি তার।

বহুক্ষণ ধরে ইগর ভাবল। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। তার সামনের সবকিছুই খোলা প্রশ্নের মতো। সবচেয়ে খোলা প্রশ্ন তার মায়ের ব্যাপারটা। কিছুকাল সেটা সে ভাবেনি। জীবনের পরস্পরবিরোধী গোলক-ধাঁধা কেটে এই ভয়ঙ্কর প্রশ্নটার দিকে এগুতে তার ইচ্ছে করেনি। তার মায়ের প্রশ্নটা যেন সুদূর ভবিষ্যতের প্রশ্ন। অবিশ্যি একথা ঠিক, সে যদি কলোনিবাসীর প্যারেডের ইউনিফর্মটা পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দোরগোড়ায় সংযতভাবে স্যালুট করে, তাহলে তিনি আনন্দই পাবেন। এই স্যালুটের ব্যাপার এদের খাসা। কিন্তু বেঞ্চির উপরকার ওভারলটার দিকে তার চোখ পড়ল। ভারি জটিল ও নীরস একটা ভবিষ্যতের আভাস ফুটছে সেখান থেকে।

বিপদ ও ঝুঁকিতে ভরা কতকগুলো বিস্ময়কর উত্তেজনাময় দিনও কেটেছে বৈকি! কিন্তু আজকে? আজ সে বসে রয়েছে এক সুন্দর খাঁচায়। সেটা পাহারা দিচ্ছে রাইফেল হাতে এক পেৎকা ক্রাভ্‌চুক নামে বাচ্চা। চমৎকার নিউ ইয়র্কের হাঙর! ইস্কুলের নেহাৎ একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়েই আজ এ হাঙরের নাড়িভুঁড়ি সাফ হবে।

ডিউটির কম্যান্ডার ভলেঙ্কো যখন তাকে দুপুরের খাবারের জন্য ডাকতে এল তখন বিষণ্ণ মুখে ইগর তাকাল তার দিকে।

১৭

মধুর আলোচনা

দুপুরের খাবারের পর ইগর চের্নিয়াভিন গেল ইস্কুলে। সেখানে তার সঙ্গে দেখা করলেন এক বুড়ো শিক্ষক। নাকি তাঁকে অন্য কিছু বলে?

শিক্ষকদের ঘরটি সুন্দর, বড়সড়ো, মস্ত মস্ত জানলা। মেঝেয় কার্পেট। লম্বা জানালাগুলোর ভারি ভারি পর্দা সামান্য নামানো। আলোচনার জন্য

বুড়ো শিক্ষক একটা অন্ধকার মতো কোণ বেছে নিলেন। সেখানে একটা বড় ডিভান, দুটো গদি-আঁটা চেয়ার আর ছোটো একটা টেবিল।

শিক্ষকের চেহারাটা ইগরের ভালো লাগল। তাঁর কোটের সব বোতামগুলো আঁটা, সার্টের কলারটা ধবধবে শাদা আর পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো। পাকা গোঁফ-জোড়াটা তাঁর অভ্যস্ত নৈপুণ্যে, বলতে কি খানিকটা চ্যালিয়াতির ঢঙেই পাকানো। কোনো আমেরিকান ফিল্মের এক অধ্যাপকের কথা ইগরের মনে পড়ে গেল। ইগরের সবচেয়ে ভালো লাগল তাঁর ভদ্রভাবে কথা বলার ধরন।

শিক্ষক বলতে শুরু করলেন, 'ইগর চের্নিয়াভিন? আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। বসুন।'

একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখলেন তিনি। ইগর বসলে তার পাশের সোফায় তিনি বসলেন।

'আমার নাম নিকোলাই ইভানভিচ,' সামান্য সামনে ঝুঁকে তিনি বললেন। 'দুয়েকটা কথা আমাদের পরিষ্কার করে নিতে হবে। আলেক্সেই স্তেপানভিচ আমাকে বলেছেন সাত বছর আপনি ইস্কুলে পড়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। সাংসারিক কতকগুলো ঘটনাচক্রে আপনার লেখাপড়ায়, বলা যায়, ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।'

তাঁর চোখদুটো ইগরের উপর স্থির হয়ে রইল। সেগুলোর মধ্যে একটা অব্যক্ত প্রশ্ন। ইগর টান হয়ে বসে হাঁটুতে হাত রেখে গভীর মনোযোগে শুনছিল।

'হ্যাঁ। দু-বছর হল লেখাপড়া বন্ধ।'

'আচ্ছা, বলুন তো কমরেড চের্নিয়াভিন, কেমন লেখাপড়া করতেন, ভালো করে কি?'

'কখনো ভালো, কখনো খারাপ।'

'মনে হয় সেটা বাইরের নানা কারণে? যোগ্যতার অভাব ছিল না, তাই না?'

'তা যোগ্যতা আমার ছিল...'

'আপনাকে যদি কিছু লিখতে বলি? আপনার শিক্ষার মানটা জানা বিশেষ দরকার। নিন, লিখুন! এই রইল কাগজ, কলম আর কালি। কী লিখতে আপনাকে বলি? আচ্ছা বেশ, যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ছোটো কিছু, খুব ছোটো করে... আপনি লেনিনগ্রাদ থেকে আসছেন, তাই না?..

লিখুন লেনিনগ্রাদের মধ্যে সবচেয়ে আপনার কী ভালো লাগে — পথ, সেতু, না কি পার্কগুলো। এটা লিখতে পারবেন তো?'

'দেখি চেষ্টা করে।'

'তাহলে লিখুন। ততক্ষণ আমি আমার নিজের কাজটা করি।'

নিকোলাই ইভানভিচ মৃদু হেসে, ঈষৎ মাথা নুইয়ে ঘরের মাঝখানে তাঁর বড় টেবিলটার সামনে বসলেন। বিষয়টা ইগরের ভালো লাগল। বাস্তবিকই মনে রাখার মতো শহর লেনিনগ্রাদ। প্রায়ই সে তার নিজের সহরের কথা ভাবত, মন খারাপ হয়ে যেত তার। মা সেখানে থাকেন... তাছাড়া লেনিনগ্রাদ চমৎকার জায়গা। একেবারে তার মনের মতো।

আধ ঘণ্টা পরে নিকোলাই ইভানভিচের হাতে ইগর এক পাতা লেখা দিল। শিক্ষক বড় একটা কালো ফ্রেমের চশমা পরে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ইগরের রচনা পড়তে শুরু করলেন। শেষ হলে তিনি মৃদু হাসলেন, তারপর আবার পড়লেন।

'খুব ভালো। সুন্দর লিখেছেন। ইণ্টেরেস্টিংও। একটিমাত্র ভুল, তাও গুরুতর কিছু নয়। স্তম্ভ কথাটার বানান ভুল হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সপ্তমশ্রেণীর পক্ষে এটা জানা হয়ত তত জরুরী নয়। অঙ্কের জ্ঞান আপনার কেমন?'

ইগর আরক্ত হয়ে উঠল। উত্তর দিল না। সমান ভদ্রভাবে নিকোলাই ইভানভিচ ইগরকে বললেন এক ভগ্নাংশকে আর এক ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করতে। পুরো এক মিনিট ধরে অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে রইল ইগর। কিন্তু পেন্সিলটা তুলল না।

নিজের টেবিল থেকে নিকোলাই ইভানভিচ ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালেন।

'কী ব্যাপার? ভুলে গেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। দেখুন দিকি, একেবারে ভুলে গেছি।'

ইগর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে-ও ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা হতে পারে।

'নিকোলাই ইভানভিচ, আপনাকে আর আমি কষ্ট দেব না। লিখতে আমি জানি। কিন্তু আর সব ভুলে গেছি — বীজগণিত, জীববিদ্যা, রাজনীতি সব। মনে হয়... লেখাপড়া শেখার বয়স আমার চলে গেছে।'

চশমার জন্য নিকোলাই ইভানভিচ পকেট হাতড়ালেন। সেটা টেবিলের উপর আবিষ্কার করে পরে নিলেন, তারপর তার ভিতর দিয়ে ইগরের দিকে তাকালেন বিস্মিত দৃষ্টিতে।

'কী বলছেন কমরেড চের্নিয়াভিন? এর মধ্যে অমন কঠিন কী আছে? ভুলে গেছেন এ তো স্বাভাবিক! মনে করিয়ে দেব। বসুন। লাফিয়ে উঠেছেন কেন?'

হাতলওলা চেয়ারে ইগরকে ফের বসিয়ে তার মুখোমুখী বসার জন্য নিজের চেয়ারটা টেনে আনলেন তিনি। নিজের হাঁটু চাপড়ে উজ্জ্বল আলোকিত জানালাগুলোর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন:

'আপনার জন্যে এই প্রোগ্রাম প্রস্তাব করছি। এ বছরের ইস্কুলের পড়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখন আপনাকে ভর্তি করার কোনো মানে হয় না। তাই এ-ধরনের ব্যবস্থা করব — পরের টার্মে সোজা আপনাকে আমরা ভর্তি করব অষ্টম ক্লাসে। কিন্তু মনে রাখবেন গ্রীষ্মকালে আপনাকে পড়তে হবে। এই আমার একান্ত পরামর্শ। আপনার বেশ মেধা আছে। লেখাপড়া করা উচিত। কেমন, রাজী তো?'

'খুবই রাজী হওয়া যায়। এমন কি কৃতজ্ঞই বোধ করতে পারি, বুঝেছেন। শুধু ... মানে শরৎকাল পর্যন্ত আমি এখানে না থাকতেও পারি। কলোনিটা হয়ত আমার ভালো লাগবে না।'

'বলেন কী, কলোনি ছেড়ে চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

চশমার উপর দিয়ে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন নিকোলাই ইভানভিচ।

'কোথায় যাবেন?'

'তা পরে দেখা যাবে।'

'আমাদের এখানে কেউ কখনো চলে যায়নি। এ-রকম জায়গা ছেড়ে যেতে পারে শুধু একেবারে বোকা আহাম্মক লোক। কমরেড চের্নিয়াভিন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি যাবেন না।'

এই যে বুড়ো লোকটির গোলাপী মুখে শাদা গোঁফ সুন্দর করে পাকান, তাকে ইগরের ভারি ভালো লাগল। কথা বলার সময় শিক্ষকের চোখ জ্বলে উঠছিল। সঠিক কথা খোঁজার জন্য মাঝে মাঝে থামছিলেন, তখন চোখ

ফেরাচ্ছিলেন পাশের দিকে। তিনি শুধুই বকবক করছিলেন না, কথাগুলো বলছিলেন সযত্নে ভেবে ভেবে, কিন্তু সবই বেশ সাবলীলভাবে। ইগরের সেটা ভারি ভালো লাগল। প্রধানত তিনি বললেন শিক্ষার গুরুত্বের কথা। বললেন সোভিয়েত ইউনিয়নের তরুণ-তরুণীদের সামনে রয়েছে কোন পথ, সেই পথ গ্রহণের মূল্য কী, লেখাপড়া করার মধ্যে দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব কী ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। ওঁর মনে এ সময় ছিল কেবল এক ইগর চের্নিয়াভিন আর কেউ নয়। ইগরের প্রতি সম্মান বোধ করছিলেন তিনি এবং সানন্দেই সে সম্মান প্রকাশ করতে তাঁর বাধেনি। ঠিক এই কারণেই ইগরের ইচ্ছে হল না আলোচনাটা কোনো রকম কেতাদুরস্তভাবে শেষ হয়। ইচ্ছে হল ঠিক তাঁর মতোই সরল ও আন্তরিক হয়ে কথা কইতে।

'নিকোলাই ইভানভিচ, কাজ করার অভ্যেস আমার নেই,' ইগর বলল। 'জীবনে কখনো কাজ করিনি।'

'সে-কথা হয়তো সত্যি,' শান্ত মৃদু হেসে শিক্ষক উত্তর দিলেন। 'আপনার বয়েস খুব বেশী নয়। অনেক অভ্যেসই এখনো বাকি।'

'কিন্তু অভ্যেসটা যদি আমার না হয়, তাহলে?'

নিকোলাই ইভানভিচ নিজের পেটের উপর আঙুল রেখে শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো মৃদু হাসলেন।

'কেন আপনার হবে না? অভ্যেসটা ভারি আনন্দের।'

'আনন্দের?'

'নিশ্চয়ই। ভারি আনন্দের। দেখুন না আমি চল্লিশ বছর ধরে কাজ করছি, এখনো পর্যন্ত কাজ করতে ভালো লাগে।'

'কিন্তু আপনি যে শিক্ষক!'

'আপনি যদি শিক্ষক হতে চান সে তো ভারি ভালো কথা। কিন্তু অনেকেই ভাবে শিক্ষকতা করা ভারি ঝকমারির কাজ। সেটা অবশ্য একেবারে বাজে কথা। কাজমাত্রই খুব আনন্দের। সেটা আপনি নিজেই টের পাবেন।'

'দেখব চেষ্টা করে,' আবার দাঁড়িয়ে উঠে ইগর বলল।

'হ্যাঁ, চেষ্টা করুন। এখানে আপনাকে সবাই সাহায্য করবে। ছেলেরা আমাদের খাসা।'

'ধন্যবাদ, নিকোলাই ইভানভিচ।'

'তাহলে কবে থেকে আপনি পড়াশুনো শুরু করতে পারবেন?'

'পয়লা জন থেকে করলে হবে?'

'বেশ। পয়লা জন থেকেই শরু করা যাক। আপনার নাম আমি লিখে নেব।'

ইগর মাথা নইয়ে নিকোলাই ইভানভিচকে অভিবাদন জানাল। তিনিও আন্তরিকভাবে মন দিয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন। সশিক্ষিত লোকদের প্রচলিত মার্জিত আচরণ দেখে হাসার জন্য সেখানে ভলোদিয়া বেগনক উপস্থিত ছিল না।

উঠোনে বেরিয়ে অসহায়ভাবে ইগর চারিদিকে তাকাতে লাগল। তার দারণ ইচ্ছে করতে লাগল এমন কিছর মখোমখী হতে যাতে জেগে ওঠে তার রাগ বা ঘৃণা, এমন কিছু যার বিরদ্ধে সে আপত্তি জানাতে পারে, কিংবা অন্তত এমন কিছু যেটাকে সে করতে পারে বিদ্রূপ। এভাবে যে চলা যায় না — সকাল থেকে, একেবারে সকাল থেকেই সে একা পড়ে গেছে, তার বিরদ্ধে দাঁড়িয়েছে একটা দর্বোধ্য দৃঢ় অথচ অমায়িক শক্তি। বিকেল পাঁচটার সময় তার দলে ভর্তি হবার কথা। দলটিও কি তার সঙ্গে একই রকম শান্ত ব্যবহার করবে?

১৮

যে আলোচনা সবার পক্ষেই মধর নয়

বিকেল পাঁচটার সময় ভলেঙ্কো 'শান্ত' ক্লাবে এল। তার সঙ্গে এক লম্বা মোটাসোটা ছেলে। মখটা অত্যন্ত ভালোমানষের মতো, শধ খব নিরীহ আর শান্ত প্রকৃতির লোকের মখ যেমন হয়ে থাকে।

ভলেঙ্কো বলল, 'কমরেড চের্নিয়াভিন! এই তোমার কম্যান্ডার নেস্তেরেঙ্কো।'

এই প্রথম ভলেঙ্কোর স্বরে ও হাবভাবে সামান্য রসিকতার আভাস ফুটে উঠল। আর তার চোখের দৃষ্টি আর হাত নাড়ার মধ্যে দেখা গেল অস্পষ্ট বিদ্রূপ।

'একেবারে ঠিকঠাক অবস্থায় একে তুলে দিচ্ছি: কদমছাঁট চুল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সবকিছু তৈরি। ওই ওর কাজের পোষাক। উৎসবের ইউনিফর্ম ফরমাশ দেওয়া হয়েছে।'

স্পষ্টই বোঝা গেল চের্নিয়াভিনকে নিয়ে ভলেঙ্কো হয়রান হয়ে উঠেছে। দলের কম্যান্ডারের হাতে তার ভার দিয়ে পাচ্ছে স্বস্তি। কম্যান্ডারও তা বুঝে একই রকম চাপা বিদ্রূপে অভিবাদন জানাল ভলেঙ্কোকে।

'ধন্যবাদ, কমরেড ডিউটির কম্যান্ডার। নিশ্চিন্ত থেকো পরের বার তোমার জন্যে আমিও একজনকে ঠিক করে রাখব।'

ভলেঙ্কো স্যালুট করে চলে গেল।

কেতামাফিক হলেও ঈষৎ সরস এই অনুষ্ঠানের মধ্যে বেশ আন্তরিকতা টের পেল ইগর। কোনো সন্দেহ রইল না যে, ভলেঙ্কো আর নেস্তেরেঙ্কোর মধ্যে ভালোই বন্ধুত্ব, রগড়টা তারা স্পষ্ট করে তুলল এই সরস সামান্য আনুষ্ঠানিক অভিবাদনের মধ্যে। এ খেলাটা খেলার সময় আগে যে-রকম মনে হয়েছিল মোটেই সে-রকম ভালোমানুষ বলে মনে হল না নেস্তেরেঙ্কোকে। তার গলার স্বরটা সুন্দর, সামান্য উদাত্ত। বোঝা গেল সে জানে কী করে সেটা ব্যবহার করতে হয়। তার হাবভাবে কিছুটা গদাইলস্করী উক্রেনীয় রসিকতার আভাস। তাহলেও ইগর লক্ষ্য করল ভলেঙ্কোর মতোই তারে ধরনটাও সামরিক গোছের।

ভলেঙ্কো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নেস্তেরেঙ্কোর অভিনয় শেষ হল।

'তোকে অষ্টম দলে ভর্তি করা হয়েছে। দলটা জমায়েত হয়েছে এখন। চল, যাওয়া যাক!' দরজার দিকে সে চলল।

ইগর থামাল তাকে:

'কমরেড কম্যান্ডার!'

'কী চাই?'

ইগর তার কাজের পোষাকটা তুলে নিল। অসহায়ভাবে জানালার দিকে তাকাল সে। তারপর আর পারল না, ফাজিল মুখটায় ফুটে উঠল হাসি:

'কমরেড কম্যান্ডার, আপনি কি লেখাপড়া করেন?'

'মানে ইস্কুলে?'

'হ্যাঁ।'

'প্রথমত, আমি দশম ক্লাসে পড়ছি। দ্বিতীয়ত, আমাকে আপনি কমরেড কম্যান্ডার বলে ডাকতে হবে না। এখানে তার দরকার নেই। আমার নাম ভাসিয়া।'

'সত্যি, নাকি? কিন্তু আমি যে শুনলাম ভলেঙ্কোকে ডাকা হয় ডিউটির কমরেড কম্যান্ডার বলে!'

'সেটা আলাদা। ডিউটির কম্যান্ডার এখানে ভারি গুরুত্বপূর্ণ লোক। দিনের কাজের ভার তার ওপর। আস্তিনে ফিতে পরলে স্যালুট না করে তার সঙ্গে কথা কওয়া চলে না।'

'কেন?'

'দেখছিস না, আজ তোকে নিয়ে ওকে কত ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে? দেখেছিলি কত কাজ ওর? সবাই যদি ওর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয় তাহলে কোনো কাজ করারই সময় ও পাবে না। তাছাড়া... ডিউটির কম্যান্ডারের সঙ্গে তর্ক করার কী আছে?'

'আর তোর সঙ্গে তর্ক করা চলে?'

নেস্তেরেঙ্কো কাঁধ ঝাঁকাল।

'আমার সঙ্গে চলবে, তবে সেটা খুব চালু নয়।'

'আর তোকে স্যালুটও করতে হবে না?'

'মাঝে মাঝে হবে। সেটা পরে শিখবি। চল। দলকে অপেক্ষা করিয়ে রাখছি।'

প্রহরীর পাশ দিয়ে তারা গেল — এখন সেখানে অন্য একটি ছেলে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠল। দু-পাশে কাঠের বাক্সে ফুলগাছ। উপর তলার বারান্দাটা নীচেকার মতোই আলো-ভরা। কিন্তু টালির বদলে মেঝেটা পার্কেট করা। বিশ্রাম-ঘরের মতোই ঝকঝকে। যে দরজার সামনে তারা থামল সেখানে লেখা আছে:

অষ্টম দল

দরজার হাতলে হাত রেখে নেস্তেরেঙ্কো থামল।

'আমাদের দুটো শোবার ঘর আছে। প্রত্যেকটায় আটটা করে বিছানা,' সে বলল। 'দ্বিতীয় ঘরটা পাশেই।'

দেখা গেল শোবার ঘরটা মস্ত। আটটা সুন্দর দেখতে ভালো-করে-তৈরী হালকা গোলাপী-হলদে রঙের খাট। তাদের উপর চেরির মতো লাল রঙের কম্বল বিছানো। সবগুলোই নিখুঁত পরিচ্ছন্ন। কেউই বিছানার উপর বসে নেই, এমন কি তাদের কাছে দাঁড়িয়েও নেই। বড় একটা টেবিলের চারপাশে জড় হয়েছে গুটি দশেক ছেলে। দেয়ালের পাশে ইগর একটা ডিভান লক্ষ্য

করল। আগের ডিভানের মতোই খুব লম্বা — বোঝাই যায় এই ধরনের ডিভানের উপর এই কলোনির পক্ষপাতিত্ব আছে।

ইগর আর নেস্তেরেঙ্কো ঢুকতেই সবাই মুখ ফেরাল তাদের দিকে। দরজার কাছে নেস্তেরেঙ্কো থেমে গেল। তারপর খানিকটা বক্তৃতার সুরে যা বলল, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা পরিহাসের সুর ইগর টের পেল।

'নতুন কমরেডকে দলে নাও। এই ইগর চের্নিয়াভিন।'

কেউ দাঁড়িয়ে উঠল না। নবাগত দুজনের সাবধানে জায়গা করে দেবার জন্য চেয়ারগুলো সরিয়ে টেবিলের চারপাশে তারা আরও ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। নেস্তেরেঙ্কো একটা চেয়ারে বসে পাশের চেয়ার চাপড়ে ইগরকে আমন্ত্রণ জানাল:

'বোস।'

হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল। অপেক্ষা করতে লাগল কী হয়।

'কোনো নতুন ছেলে এলে আমাদের প্রথা পুরো দল জমায়েত হয়, কম্যান্ডার পরিচয় করিয়ে দেয়,' নেস্তেরেঙ্কো বলল। তার চোখদুটো হাসি-হাসি। 'কলোনিতে এটা চলছে বহুকাল ধরে, প্রায় পাঁচ বছর। এ ধরনের উপলক্ষ্যে কমরেডদের বিষয়ে পুরোপুরি সত্যি কথা কম্যান্ডারকে বলতে হয় — কোনো রকম রাখঢাক করা হয় না। ভবিষ্যতে তুই যখন কম্যান্ডার হবি চের্নিয়াভিন, তখন তোকেও তাই করতে হবে। দেখছিস তো, তাই আমার দিকে চেয়ে আছে সবাই, জানে, কোনো ক্ষমা নেই।'

কথাগুলো নেস্তেরেঙ্কো বলল ধীরে সুস্থে, সহজে, সুরেলা গলায়, শুধু 'ও'কারগুলো সামান্য টেনে টেনে।

'নে বাপু, শুরু কর ভাসিয়া, আর জ্বালাস নে!'

কথাগুলো বলল দলের সবচেয়ে ছোটো ছেলেটি। চুলগুলো শণের মতো। বয়েস প্রায় চোদ্দ। মুখটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিমানের মতো, পড়াশুনায় জন্মগত ক্ষমতা যাদের থাকে, তাদের যেমন দেখায়।

'রগভের আর ধৈর্য ধরছে না। জানে ওর একচোট বকুনি হবে।'

'নে বকুনিই দে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কর বাপু।'

'আমাদের আরও একটা প্রথা আছে,' নেস্তেরেঙ্কো বলে চলল, 'কেউ তর্ক করবে না বা চটবে না, কম্যান্ডার যাই বলুক না কেন। আর যারা নতুন ছেলে, ধর তুই, চের্নিয়াভিন, তাদের নাক উঁচু করা চলবে না। শিখতে হবে কী করে সত্যি কথা বলতে হয়, সত্যি কথা শুনতেও হয়। বুঝলি?'

ইগর হাঁ হয়ে গেল। তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেল ফাজলামির শেষ আভাসটাও।

নেস্তেরেঙ্কো বলতে শুরু করল এক বয়স্ক চেহারার তরুণকে বেছে নিয়ে। বয়েস তার অন্তত আঠার। কপালটা নীচু, শক্ত চুলগুলো অবাধ্য। চেহারায় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও আর ঠোঁটদুটো পুরু হলেও তার মুখটা সতেজ, লড়াকু ধরনের।

'এ হল আমাদের মিশা গন্তার। মিশা ফিটার-মিস্ত্রি। ভালো মিস্ত্রি। কিন্তু ইস্কুলে ও পড়াশুনো করতে চায় না। পঞ্চম ক্লাস পর্যন্ত উঠেছে। কিন্তু ধরে নিয়েছে যথেষ্ট শিখেছে। একেবারে পাগল! তাই ওকে জোর করে পড়াতে হবে আমাদের। কমরেড হিসেবে ওর কোনো খুঁত নেই। সত্যি বলতে কি এদিক দিয়ে সবাই ওর মতো হলে ভালো হত। কিন্তু বড়ো ঢিলে-ঢালা। এদিক দিয়ে ওর কাছে সদ্‌গুণ শেখার মতো কিছু নেই। যে কাজে হাত দেয় হয় কিছু ভাঙে নয়তো ফেলিয়ে ছড়িয়ে চলে যায়, তারপর একদম ভুলে যায়। রোজ ওর দাড়ি কামানো উচিত। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছিস তিন দিন সে পাট নেই, অথচ ও থাকে আবার শিশুদের কলোনিতে... আমাদের দল যে পরিচ্ছন্নতার জন্যে ভালো নম্বর পায় না তার জন্যে ও দায়ী, অথচ আমাদেরটা দল ভালো। সকালে সেই যে কাজের পোষাক পরল, তাই পরেই যেমন কারখানায় — তেমনি আবার খাবার ঘরে। "স্বাস্থ্য কমিশন" হৈচৈ বাধাবেই তো, ফলে আমাদের দলের বদনাম, দেখছিস তো? মিশা যখন ডিউটিতে থাকে, তখা বাচ্চার মতো ওর পেছনে আর এক জনকে নজর রাখতে হয়। ওর আর একটা দোষ — সারি বেঁধে থাকতে ভালোবাসে না, পা মিলিয়ে হাঁটতে পারে না, আর উৎসবের ইউনিফর্ম এমনভাবে পরে ঠিক যেন কাকতাড়ুয়া। দলের সবাইকার এর জন্যে অবশ্য ভারি বিশ্রী লাগে। কারণ সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা ভারি তুচ্ছ, কিন্তু কিছুতেই ও শোধরায় না। ও কিন্তু ভালো ফিটার-মিস্ত্রি, ভালো কমরেডও। স্বভাব ভালো, কাজ করতেও ভালোবাসে। ওই তুচ্ছ ব্যাপারগুলো শোধরালেই সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে। ও ড্রাইভার হতে চায় আর প্রত্যেক ড্রাইভারের অবশ্যই লেখাপড়া জানা দরকার। এর ওপর ও আবার প্রেমে পড়েছে। প্রেম ও করবে কী করে? এখনো যে দলের সবাই মিলে ওর চুল আঁচড়ে দিয়েও কিছুতেই সে চুল ঠিক করতে পারি না!'

নেস্তেরেঙ্কো এ সব বলল খুব সরস ভারিক্কি চালে। ক্রমাগত তাকাতে লাগল সঙ্গীদের দিকে, আর সঙ্গীরা তাকাল মিশার দিকে। স্পষ্টই বোঝা গেল কম্যান্ডার তার চরিত্রের যে বিচার করেছে তার সঙ্গে গোটা দলটা মোটামুটি একমত। মনে হল মিশা নিজেও একমত। এমন কি প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা ফাঁস করে দেওয়াতেও আপত্তি জানাল না সে।

'এবার পিওতর আকুলিন।'

পিওতর আকুলিনের মুখে হাসি নেই। চেয়ারে যে-রকম বে'কে বসেছিল, তেমনি বসে রইল। তার মুখটা রোগা, খুব সাধারণ। তাতে একটা গ্রাম্য লালচে ছোপ। মনে হয় যেন এ মুখ কখনো হাসতে পারে না।

'কলোনির মধ্যে সবচেয়ে ভালো টার্নার-মিস্ত্রি আকুলিন। অষ্টম ক্লাসের পয়লা নম্বর ছাত্র। কাজকর্ম ওর পরিচ্ছন্ন, ডিসিপ্লিন মানে, আর প্রথম শ্রেণীর কম্সমল সদস্য। একদিন ও বৈমানিক হবে, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা জিনিস বলতে চাই। আমাদের সবাইকার মতোই ওরও একটা চুপড়ি আছে। আমরা কখনো আমাদের চুপড়িতে চাবি দিই না, সেটা এখানকার রীতি নয়। কিন্তু তিন দিন আগে আকুলিন তার চুপড়িতে একটা তালা আঁটে। এটা ভারি বিশ্রী ব্যাপার। হয় ওর চুরি যাবার ভয়, নয়তো কি জানি কিছু ও লুকতে চায়। কিন্তু যাই হোক না কেন, কলোনিতে তালা ব্যবহার করা উচিত নয়। কারখানার বেলায় অন্য কথা। শৃঙ্খলার জন্যে রাষ্ট্রের সম্পত্তি তালাচাবি বন্ধ করে রাখা উচিত। কিন্তু দলের মধ্যে সবাই আমরা কমরেড। তালার এখানে দরকার কী?'

নেস্তেরেঙ্কোর দিকে মুখ ফেরাল না আকুলিন। পাশের চেয়ারের পিঠে হাত রেখে শান্ত নিষ্প্রাণ গলায় সে উত্তর দিল:

'আমার কমরেডদের জন্যে তালা দিইনি...'

'তা জানি। ভেবেছিস দলের মধ্যে একটা খালি জায়গা আছে। নতুন কোনো ছেলেকে পাঠাবে আর সে তোর বাক্স হাতড়াবে। তালা দেওয়া দেখলে সে তো হাতড়াবেই। আর কেনই বা ভাবছিস নতুন হলেই চোর? আগে আমাদের মধ্যে কে কী ছিলাম তাতে কী এসে যায়? চের্নিয়াভিনও তো নতুন ছেলে। দেখছিস বসে আছে আমাদের সঙ্গে? কিন্তু দেখেই বোঝা যায় কমরেডের বাক্স ও কখনো হাতড়াবে না।'

চেয়ার থেকে হাত সরিয়ে নিল আকুলিন।

'ঠিক আছে, তালা খুলে নেব।' ভাঙা গলায় সে বলল।

দলের সবাই উত্তেজনায় দম বন্ধ করে বসেছিল। হঠাৎ যেন শ্বাস ফেলল সবাই। সেটা ঠিক শ্বাস নয়। নড়েচড়ে ওঠল।

'তারপর আলেক্সান্দ্র ওস্তাপ্‌চিন, "পয়লা মে" শ্রম কলোনির অষ্টম দলের সহকারী কম্যান্ডার।'

যে-রকম সাড়ম্বরে কম্যান্ডার ওস্তাপ্‌চিনের পদের বর্ণনা দিল তাতে বোঝা যায় দলের মধ্যে তাকে সবাই পছন্দ করে আর তার সঙ্গে তাদের হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক। আলেক্সান্দ্র স্বয়ং নিজের নাম শুনে চোখ মটকে কম্যান্ডারের দিকে ফিরে হাতের মুঠোর উপর চিবুক রাখল। ওস্তাপ্‌চিনের চোখদুটি সুন্দর, ঘন বাদামী আর টলটলে।

'মানুষ হিসেবে ওর কোনো খুঁত নেই, টার্নার-মিস্ত্রি হিসেবেও ও খারাপ নয়। দশম ক্লাসে পড়ে, সহকারী কম্যান্ডার, ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ, সাচ্চা লোক ও। শুধু ওর একমাত্র দোষ — বকবক করা। বকবক করতে কী ভালোই না বাসে! মনে হয় কথা বলার সুযোগ পেলে না খেয়েই ও কাটিয়ে দিতে পারে। একবার কোনো বিষয় নিয়ে জিভটা নড়তে শুরু করলে হল, ও একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে, থামাতে পারে না। ঠিক পথে জিভ ছোটাতে পারে না। কাউকেই খেয়াল করে না, চেনা হোক, অচেনা হোক বা একেবারে বাইরের লোক হোক — ওর কাছে সবই সমান। বকবক করে চলবে আর নির্ঘাৎ বাড়াবাড়ি করবে। দলের সবাই মিলেও ওকে ঠেকিয়ে রাখা দায়। ওর স্বপ্ন সরকারী উকিল হবে। কিন্তু জিভকে যে শাসন করতে পারে না সে আবার কী রকম উকিল? উকিলের কখনো আজেবাজে কথা বলা উচিত নয়, তাছাড়া মুখ খোলার আগে তার দুবার ভেবে দেখা উচিত। ওর প্যাণ্টের পেছন ধরে থাকার জন্যে আমাদের আলেক্সান্দ্রের সব সময় এক আয়ার দরকার।'

ওস্তাপ্‌চিন বিব্রতও হল না, চটলও না। নেস্তেরেঙ্কোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মুখে মৃদু হাসি, তার মধ্যে সামান্য নির্লজ্জতা। এমন কি মনে হল এ-রকম ইণ্টারেস্টিং একটা ত্রুটি থাকায় সে খুসিই হয়েছে। প্রায় আদুরে ছেলের মতো সে বলল:

'এমন কথা কখনো কি বলেছি যা বলা উচিত হয়নি?'

'মনে আছে জনশিক্ষা কমিসারিয়েত থেকে সেবার সেই যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন? তোর বকবকানি শুনে প্রায় তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।'

'সত্যি কথাটাই বলেছিলাম।'

'সত্যি কথা? সত্যি কথা বলারও সময় অসময় আছে। আমরা এখানে কী ভাবে আছি তা দেখার জন্যে তিনি এসেছিলেন। হয়তো নিজেও কিছুটা শিখতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ কোথাও তাঁর কিছু একটা বিঁধছিল। আর তুই একেবারে ঝাঁপিয়ে শুরু করে দিলি — আপনারা জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের লোকেরা কিছুই বোঝেন না, সব তালগোল পাকাচ্ছেন, খামোকা মাইনে নিচ্ছেন। পরে উনি জিগগেস করেন লোকটা কে। আমি অবশ্য তাঁকে বলি, ওসব কানে তুলবেন না, ও একটা নতুন ছেলে, ভালো করে কিছু জানে না।'

ছেলেরা হাসিতে ফেটে পড়ল। বিব্রত হয়ে ওস্তাপ্‌চিন মুখ ফেরাল, কিন্তু তখনো হাসিতে তার চোখদুটো চকচকে।

'সাঞ্চো জারিন। ওই দেখ, দেখছিস তো, কেমন ছেলে!'

আর সত্যিই, সাঞ্চোকে দেখা গেল একেবারে জলের মতো পরিষ্কার। নিজের নাম শুনেই সে চেয়ারে পা তুলে বসল। কম্যাণ্ডারের স্বরে ফুটে উঠল সহৃদয় কাঠিন্য।

'চেয়ারটার ওপর পা তুলেছিস কেন? চের্নিয়াভিন, তোর ভার ও নেবে। তোর জন্যে অনেক দিন ধরে ও অপেক্ষা করে রয়েছে। যতদিন না তুই কলোনিবাসীর পদবী পাচ্ছিস ততদিন ও তোর দেখাশোনা করবে। সবকিছু শিখিয়ে তারপর সাধারণ সভায় কলোনিবাসীর পদবীর জন্যে তোর নাম ও প্রস্তাব করবে। সাঞ্চো একটু আবেগী ছেলে, কিন্তু সব সময় ঠিক যে ন্যায়সঙ্গত, তা নয়। ওর লেজ মাড়ালে আর রক্ষে নেই। কিন্তু সেদিকে নজর দিস না।'

ইগর মাথা ঝুঁকিয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল জারিনের দিকে। উত্তরে জারিনও মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল, চোখ মিটমিট করল, সমস্ত মুখটা তার কেমন অর্থময় হয়ে উঠল। মুখটা তার তীক্ষ্ন, জীবন্ত, চঞ্চল। এক মুহূর্তের মধ্যেই সে মুখ সবকিছুতে সাড়া দেয়, জবাব দেয়, প্রশ্ন করে। এখন সে কেমন করে যেন এক আশ্চর্য উপায়ে কম্যান্ডারকে বুঝিয়ে দিল যে , সে তার সত্যি কথাগুলো তারিফ করছে, চেষ্টা করবে মাথা গরম কম করতে, জানে দলের সবাই তাকে কী রকম ভালোবাসে, সেও তাদের তেমনি ভালোবাসে, কলোনির ভালো বাসিন্দা হতে চের্নিয়াভিনকে সে সাহায্য করবে আর চের্নিয়াভিনেরও লজ্জিত হবার কোনো দরকার নেই। কম্যান্ডার জারিন সম্পর্কে যতটা বলতে পারত, তার চেয়ে অনেক বেশি বললে তার এই মুখখানা।

বাকি ছ'জনের দিকে নেস্তেরেঙ্কো ফিরল। সবাই তরুণ, বয়েস ষোল থেকে আঠার। সবাইকেই সে বলল ভালো কর্মী, চমৎকার কমরেড ও কলোনিবাসী। কিন্তু প্রত্যেকের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে খোলাখুলি সে মনোযোগ আকর্ষণ করল। কখনো সংযত হাসি হাসল। সাবধানে ভালো ভালো কথা বাছল — কিন্তু বিরক্তিও চাপা দিল না। খোঁচাটা তীক্ষ্ন আর মর্মভেদী। সেগেই লিস্তভেন্নিকে দোষ দেওয়া হল বড় বেশী গ্রন্থকীট বলে। 'পাগলের মতো' সে যে ঘুরে বেড়ায়, সেটা এই জন্যেই। খ্যারিতন সাভচেঙ্কো ছেলেটির গালের হাড় উঁচু, চুল সোনালী, আনাড়ী আনাড়ী ভাব। তাকে বলা হল 'থলথলে' স্বভাব। কটা কোঁকড়া চুলের বরিস ইয়ানভস্কির ঝোঁক কিছুতেই দোষ কবুল না করা, বানিয়ে বানিয়ে বলা। ভ্সেভলদ সেরেদিন ফুলবাবু। দানিলো গরোভই ভারি নিরুত্তাপ ধরনের।

কম্যাণ্ডারের কথা সবাই চুপচাপ শুনল। কেউ কোনো আপত্তি করল না। কিন্তু তার কথা শেষ হলে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে মনে করিয়ে দিতে লাগল তাদের চরিত্র-চিত্রণের সবচেয়ে খারাপ খুঁটিনাটি দিকগুলোর কথা। এমন কি নেস্তেরেঙ্কোর কথার পিঠেও আরও কিছু সরস মন্তব্য যোগ করতে লাগল। নেস্তেরেঙ্কো কিন্তু এটা বেশিক্ষণ চলতে দিল না।

'খুব হয়েছে, এত হট্টগোল কেন? এবার শেষ করা যাক। মনে নেই বুঝি, এবার চের্নিয়াভিনের সঙ্গে পরিচয় করা যাক।'

'আমাদের সম্বন্ধে তুই তো খুব বললি, কিন্তু নিজের বেলায়?' ওস্তাপ্চিন চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি যখন কম্যাণ্ডার হব তখন তোর সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব কিন্তু।'

'বেশ তো অপেক্ষায় রইলাম কবে কম্যাণ্ডার হবি। বলিস তখন যা খুসি। তবে মনে হয় না খুব বুদ্ধিমানের মতো কিছু বলবি। এবার চের্নিয়াভিনকে দলে নে!'

'সে তো নেওয়া হয়ে গেছে! নে হাতে হাত, চের্নিয়াভিন!' ওস্তাপ্চিন একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'সাশ্কো, বসে আছিস কেন, ওকে কাজে লাগিয়ে দে! খাসা এক কম্সমল সদস্য গড়ে তোলার মতো মাল, মনে রাখিস।'

সবাই তাকাল ইগরের দিকে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল সে:

'সিনর! আমাকে দলে ভর্তি করার জন্যে তোদের সবাইকার কাছে, শুনেছিস তো, খুব কৃতজ্ঞ। শুধু একটা কথা — কমরেড কম্যাণ্ডার তোদের

সবাইকার সব কথা বলল। এবার আমার কথাটা আমি নিজেই বলি কেমন?’

কয়েকটি ছেলে হাসল। আকুলিনের মুখে ফুটে উঠল সন্দিগ্ধ ভাব। গম্ভীর তাকাল ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে। নেস্তেরেঙ্কো বলল:

‘এখানকার ওটা প্রথা নয় যে নতুন ছেলে নিজের কথা বলবে। নিজের কথা তোর তো বলার কিছুই নেই। নিজেরাই আমরা দেখব কী ধরনের ছেলে তুই। আর একটা কথা — আমাদের “সিনর টিনর” বলার কোনো দরকার নেই। বুঝলি?’

‘বুঝলাম কমরেড কম্যাণ্ডার। আমারই কসুর, কমরেড নেস্তেরেঙ্কো।’

‘আয় চের্নিয়াভিন,’ ঘরের এক কোণে জরিন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ‘এই তোর বিছানা। এই তোর ছোট্টো আলমারি আর জিনিসপত্র। সহকারী কম্যাণ্ডার ওস্তাপ্‌চিন তোকে সাবান আর দাঁতের মাজন দেবে। দিন দুয়েক জিরিয়ে নে। তারপর কাজ। আর সবকথা আজ সন্ধেয় বলব। কোন ক্লাসে ভর্তি হবি?’

‘অষ্টম ক্লাসে।’

‘খুব ভাল। আমিও অষ্টম ক্লাসে পড়ি। এবার তুই স্বাধীন! যেখানে খুসি যেতে পারিস!’

সাণ্ডো হাত নাড়িয়ে জানালাটা দেখাল। তার ওপাশে একটা মাঠ। আর একেবারে দিগন্তে ইগর দেখতে পেল সহরের বাড়িগুলো।

১৯

এখনো আনকোরা

সে-রাতে ইগর চের্নিয়াভিনের ঘুম এল দেরিতে। তার বিছানাটা ধোপ-ভাঙা, পরিষ্কার। বাড়ি ছাড়ার দিন থেকে এ-রকম বিছানায় সে কখনো ঘুমোয়নি। এ-রকম বিছানায় ঘুমনো তার কাছে পরমানন্দের ব্যাপার। তার ইচ্ছে হল ঠাণ্ডা বিছানা, চাদর, সুন্দর নতুন স্যুট আর সরু কালো বেল্টের জন্য কাউকে ধন্যবাদ দেবে। কিন্তু কাকে ধন্যবাদ দেবে? আলেক্সেই স্তেপানভিচকে? ভলেঙ্কো? অষ্টম দল? নাকি শুধু সোভিয়েত রাজকে! কিন্তু সোভিয়েত রাজ সম্বন্ধে ইগর চের্নিয়াভিনের ধারণাটা ভারি জটিল ধরনের। ইস্কুলে পড়ার যেটুকু মনে আছে তা শুধু কতকগুলো কেতাবি

বুলি। লেনিনগ্রাদের জীবন থেকে মনে আছে কেবল অস্পষ্ট ও বিস্মৃত শৈশবের কতকগুলি অনুভূতি। আর তার 'স্বাধীন জীবনে' সোভিয়েত রাজ তার কাছে দেখা দিয়েছে কঠোর অবিচলিত এক ক্ষমতা হিসাবে: সেখানে শুধুই মিলিসিয়া, সান্ত্রী, গ্রহণ-কেন্দ্রের শিক্ষক আর শাদা গাউন-পরা সব লোক। সোভিয়েত রাজের যে-সব প্রতিনিধির দেখা জীবনে সে পেয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ হলেন পলিনা নিকোলায়েভনা। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ম, বুদ্ধিমতী মুখটা এখন মনে হতে তার ভারি বিশ্রী লাগল। আর এখানে এই কলোনিতে সোভিয়েত রাজটা তার কাছে মনে হল ভারি গোলমেলে আর জটিল — ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সেটা যে কোথায় এমন কি তা আবিষ্কার করাও কঠিন। অবশ্য কলোনির ডিরেক্টর আলেক্সেই স্তেপানভিচ সেই সোভিয়েত রাজের একটা অংশ, নিকোলাই ইভানভিচও। কিন্তু একটু আগেই তো সাণ্টো তাকে বলেছিল যে, এইসব নতুন বাড়িগুলো তৈরী হবার আগে এখানে কিছুই ছিল না। সবকিছুই নতুন — ফুলের কেয়ারি, আয়না, পার্কেট-করা মেঝে। সাণ্টো বলছিল কলোনিতে পুরনো কিছুই নেই, সবকিছুই করেছে সোভিয়েত রাজ। সাণ্টোর কথা থেকে মনে হয় সোভিয়েত রাজ শুধুই আলেক্সেই স্তেপানভিচ আর ইস্কুলের শিক্ষক নন, কলোনির বাসিন্দারা, তারা সবাই। সাণ্টো জানিয়েছিল, 'আমরা এটা করেছি, আমরা ওটা কিনেছি, আমরা ওটা স্থির করি, আমরা জারী করি...' তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে, সাণ্টো জরিন নিজেও হল সোভিয়েত রাজ। ভলোদিয়া বেগুনকও তাই।

হ্যাঁ, সবকিছুই ভেবে বার করেছে খুব। অষ্টম দলের ছেলেরা তাদের চুপড়িতে তালা লাগাতেও চায় না — ওই এক ফ্যাশন! কিন্তু শালারা ফ্যাশনটা করেছে বেশ প্যাঁচ করে। এরপর স্বপ্নেও কেউ ভাববে না কারুর বাক্স হাতড়াবার কথা। এখন রিজিকভ এখানে থাকলে দেখা যেত বাক্সগুলো সে হাতড়ায় কি না! অবশ্য রিজিকভটা একেবারে ওঁছা মাল, বলবারই কিছু নেই। তাহলেও এখানে এরা চালিয়েছে খাসা! আলেক্সেই স্তেপানভিচ বসে আছেন নিজের আপিসে, দেখাই যায় না অথচ চারিদিকেই কর্তা। এমন কি ঐ ঢিপ-কপালের পেৎকা পর্যন্ত বেহায়ার মতো কিনা বুরুশ দেখিয়ে হুকুম করে, সাফ কর। এদের এই যত সব প্রথা, ফ্যাশন, এ সবকিছুই কেবল ইগরের মতো স্বাধীন লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার ফন্দি আর কি।

ইগর এ কথা মানে যে, পরিষ্কার চাদর-ঢাকা স্প্রিঙের বিছানা খুবই

ভালো জিনিস, কিন্তু এর অন্য দিকটাও দেখল সে। এইভাবে ঘুষ দিয়ে লোকেদের বাধ্যতা আদায় করা যায়, বিশেষ করে যদি এ-ধরনের আরামের জিনিসের ওপর তাদের লোভ থাকে। তার বাবাও সম্ভবত তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু কই ফল তো হল না। বেশ, তাহলে নয় ভালো বিছানায় ঘুমনো যাক, ক্ষতি নেই, শুধু দেখা যাক এরপর কী ঘটে। যেমন ধরা যাক ঐ কাজ করার ব্যাপারটা। নিকোলাই ইভানভিচ বলছেন আনন্দের জিনিস। কিন্তু যদি আনন্দের না হয়? পরিষ্কার স্যুট পরে ক্লাস-ঘরে বসে পড়ানো তার পক্ষে খুবই ভালো। কিন্তু ওরা যদি ইগরকে তক্তায় র‍্যাঁদা চালাবার কাজ দেয়? না, সিনর, ধন্যবাদ! ধর আমি যদি সে কাজ করতে না চাই। ওরা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে? দেখা যাক। তাতে তো 'পয়লা মে' শ্রম কলোনিরই দুর্নাম! ইগর চের্নিয়াভিন নামে এক ছেলে, গুন্ডা ডাকু যে নয়, ভদ্র বিনয়ী জেণ্টলম্যান, তাকে কিনা কাজে লাগানো গেল না। তাকে সামলানো গেল না। কী করে দূর করে দেয় দেখা যাবে। অষ্টম দলের সবাইকার মুখের বিব্রত ভাবটা ইগর কল্পনা করল। ওঃ, কী ক্ষোভই না ওদের হবে! কতই না সব ফন্দিফিকির, কী ভদ্রতা, কেমন বিছানা, কতসব 'প্রথা', কিন্তু খাটল না। তাদের তক্তায় র‍্যাঁদা না চালিয়েও ইগর চের্নিয়াভিন দিন কাটাতে পারবে। নিজের কতকগুলো নিখুঁত চালাকির কথা তার মনে পড়ল। কী উত্তেজনা, কত সব আশ্চর্য, মজাদার, অপ্রত্যাশিত ঘটনা! তাদের সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে পরিষ্কার বিছানারও কোনো তুলনা হয় না। কারণ এগুলোর মধ্যেই যে স্বাধীনতা!

তাহলেও উদ্ধত হলেও অপ্রীতিকর ভাবনার সঙ্গে প্রীতিকর জিনিসের এই যে দ্বন্দ্ব তা সমাধান না করেই ইগর সানন্দে হাত-পা মেলে গুটিয়ে এক আরামের ভঙ্গীতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে সে যখন চোখ মেলল তখন আলো ফুটে উঠেছে। একটু আগেই সে স্বপ্ন দেখছিল ক্রমাগত বিউগ্‌ল্‌ বাজছে, আগুন লেগেছে বাড়িতে, রাশি রাশি অগ্নিশিখা, হৈচৈ, ফটফট শব্দ। মনে হচ্ছিল ইগর যেন ভিড়ের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছে আর কে যেন ক্রমাগত একেবারে তার কানের কাছে চেঁচাচ্ছে:

'শুনছিস? শুনছিস?'

ঠিক এই সময় সে চোখ খুলল। দেখল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রগভ সেখানে দাঁড়িয়ে।

'চেনির্য়াভিন, শুনছিস? উঠে পড়!' চেঁচিয়ে বলছিল সে। ইগরকে জেগে উঠতে দেখে আগের চেয়ে শান্ত স্বরে সে বলল, 'উঠে পড়, এখন ঘর পরিষ্কার শুরু হবে।'

অষ্টম দলের অন্যান্য ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে, হাতে তোয়ালে নিয়ে আসছে যাচ্ছে, বিছানা তুলছে, বালিশ ঝাঁকাচ্ছে। শাদা একটা নেকড়া নাড়াতে নাড়াতে রগভ ব্যস্ত হয়ে ঘরময় আসবাবের ধুলো ঝাড়ছে। একটা চেয়ার থেকে সে লাফিয়ে উঠল জানালার তাকে, বিছানার পাশের দেরাজের ভিতরগুলো দেখল, দরজার উপরকার পেনেলে হাত দেবার জন্য লাফ দিল, রেডিয়েটারগুলোর পিছনে হাত চালাল, ছবিগুলোর ধুলো ঝাড়ল, তারপর একটা খাটের পায়ার কাছে গিয়ে লাগল। ইগর চোখ বন্ধ করে আবার ডুবে গেল তার চমৎকার, মধুর স্বপ্নের মধ্যে...

'ও ছোকরা এখনো ঘুমচ্ছে কেন?'

নেস্তেরেঙ্কোর স্বর চিনতে পারল ইগর। চোখ বন্ধ করে সে রইল।

'রগভ, ওকে জাগাসনি?' নেস্তেরেঙ্কো প্রশ্ন করল।

'জাগিয়েছিলুম। ও তো জেগেই আছে!'

ইগরের কৌতূহল হল, সে না উঠলে সোভিয়েত রাজের এই প্রতিনিধিরা কী করবে। সে যদি শুয়েই থাকে! তার তাড়াহুড়ো করার দরকারটাই বা কী? এমন কি এখানকার 'প্রথা' অনুসারেই তো তাকে প্রথম দু-দিন কাজ করতে হবে না।

'চেনির্য়াভিন!' নেস্তেরেঙ্কোকে আবার সে ডাকতে শুনল। সে উত্তর দিল না।

'চেনির্য়াভিন!'

জোরাল একটা হাত তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। ইগর চোখ খুলল।

'কী হয়েছে?'

'অনেক আগেই বিউগ্লের ডাক হয়ে গেছে।'

'কোন বিউগ্লের ডাক?'

'বিছানা ছাড়ার ডাক। কাল সাণ্ডো বলেনি তোকে?'

ইগর গড়াগড়ি খেয়ে থেমে কম্যান্ডারের দিকে তাকাল একমুখ ফাজিল হাসি নিয়ে।

'বলেছিল। তবে সব ঠিক বুঝিনি!'

'বেশ আমি তোকে এই বলছি বিছানা ছাড়ার ডাক হয়ে গেছে!'

'তাতে কিছ্ আসে যায় না, কমরেড!'

নেস্তেরেঙ্কো তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল বড় বড় চোখ মেলে। রগভ মেঝে পালিশ করা থামিয়ে খালি পায়ে লাফিয়ে এল তার বিছানার কাছে। অবশেষে নেস্তেরেঙ্কো কথা কইতে পারল। কিন্তু এত দেরিতে যে, ততক্ষণে ইগর হাসিতে ফেটে পড়ো পড়ো।

'কী বাজে বকবক করছিস? "কিছ্ আসে যায় না!" চমৎকার! এক্ষ্ণি পরিদর্শন শ্র্ হয়ে যাবে।'

ইগর পাশ ফিরে গালের তলায় হাত রাখল।

'তাতেও কিছ্ আসে যায় না।'

সাণ্টো জরিন ছ্টে এল ঘরে। চে'চিয়ে বলল:

'কমরেড কম্যাণ্ডার, নীচেকার করিডর আমি পরিষ্কার করেছি।'

কিন্তু কম্যাণ্ডার তখন এমন বেসামাল যে রিপোর্টটা কানে গেল না।

'আর তোকে যদি বেল্ট ধরে টান মারি তাতে কিছ্ এসে যাবে?' গম্ভীর স্বরে ইগরকে সে বলল।

'এসে যাবে, কিন্তু সেটা বেআইনি,' শান্ত স্বরে উত্তর দিল ইগর।

'আচ্ছা ঠ্যাঁটা তো!'

ইগরের কম্বলের ওয়াড় চাদর লোপাট হল। গায়ে এখন ঢাকা না থাকায় সে হাস্যকর অবস্থায় পড়ল। উঠতে যাচ্ছে এমন সময় বাইরে আবার শোনা গেল বিউগ্লের ডাক। রগভ ব্র্শ নিয়ে ছ্টে এল। চে'চিয়ে বলল, 'এই সেরেছে! পরিদর্শন!'

নিজের ব্টজোড়া নিয়ে পড়ল সে। সবাই আয়নার সামনে গিয়ে জ্টেছে, চুল আঁচড়াচ্ছে। আজ তাদের প্রত্যেকেরই পরনে ইস্কুলের ইউনিফর্ম। ইগর জানত দ্প্রের খাবার সময় পর্যন্ত প্রো দলকে ইস্কুলে কাজ করতে হবে। ফিটফাট হয়ে তারা সবাই তাড়াতাড়ি গেল শোবার ঘরের ফাঁকা জায়গাটায়। সেখানে তারা সারি বে'ধে দাঁড়াল। অসহায়ভাবে নেস্তেরেঙ্কো তাকাল চারিদিকে। সাণ্টো ছ্টে গেল তার কাছে।

'দে ওকে কোনো মতে কম্বল ঢেকে, জাহান্নামে যাক গে! আজ আবার ক্লাভার ডিউটি!'

'ক্লাভার? ভাবো একবার!'

ইগরের উপর নেস্তেরেঙ্কো একটা কম্বল ছ্ড়ে দিল। ক্লাভার কথা শ্নে নেস্তেরেঙ্কোর মতোই ভয় পেয়ে গেল ইগর। শ্ধ্ অন্তর্বাস পরে মেয়ের

সামনে! সানন্দেই সে কম্বলটা ধরে মাথার উপর টেনে দিল, তাহলেও একটা ফাঁক রেখে দিল দেখার জন্য।

নেস্তেরেঙ্কো তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঘুরে নিল। জানালার তাকে আঙুল ঘষে দেখল ময়লা আছে কিনা, তাকাল বিছানার নীচে। জিজ্ঞেস করল:

'সাশ্কো জানিস নাকি, আলেক্সেই আসবে পরিদর্শনে?'

'খুব সকালে আলেক্সেই সহরে গেছে।'

করিডর থেকে রগভ দৌড়ে এল ভিতরে, ফিসফিস করে বললে, 'পরিদর্শকেরা আসছে!' খবর দিয়েই লাইনে নিজের জায়গায় দাঁড়াল। দরজা খুলে গেল। চেঁচিয়ে নেস্তেরেঙ্কো আদেশ দিল:

'এ্যাটেনশান! স্যালুট!'

ইগর দেখল, ছেলেদের লাইনটা এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল। তাদের মুখ দরজার দিকে ফেরানো, হাতগুলো স্যালুটের ভঙ্গীতে তোলা। দরজার সামনে নেস্তেরেঙ্কো আলাদা দাঁড়িয়ে। সোনালী চাঁদি-টুপি আর আস্তিনের ব্যাজ ঝলমল করে চওড়া শাদা কলার পরা পনের ষোল বছরের একটি বেঁটে মেয়ে ঘরে এল একটি ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি তার চেয়ে অনেক ছোটো। তাদের পিছনে এল বিউগ্‌ল্‌-বাজিয়ে বেগুনেক। পায়ে মোজা নেই, পরনে ক্যাম্বিসের সার্ট। সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানার উপরকার অদ্ভুত মূর্তিটার দিকে তাকাল। কৌতূহলে চোখদুটো তার জ্বলজ্বল করছে।

ডিউটির কম্যান্ডার ক্লাভা কাশিরিনার মুখখানা গোলগাল ও সুশ্রী, রঙ সুন্দর, চোখদুটি বড়ো না হলেও উজ্জ্বল, ধূসর রঙের। তার চাঁদি-টুপির তলা থেকে বাদামী কোঁকড়া চুল বেরিয়ে রয়েছে। নেস্তেরেঙ্কোর লম্বা মূর্তির সামনে খুব গম্ভীর মুখে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে সে তাকাল সবে-ধোয়া গোলাপী হাতের তলা থেকে। হাতটা সে তুলেছিল স্যালুটের ভঙ্গীতে।

নেস্তেরেঙ্কো এক পা এগিয়ে এল। রিপোর্ট করল:

'কমরেড কম্যান্ডার! "পয়লা মে" শ্রম কলোনির অষ্টম দলের সবকিছু ঠিক আছে। পরিদর্শনের জন্যে চোর্নিয়াভিন ওঠেনি!'

ইগরের শোয়া মূর্তির দিকে মেয়েলী চাতুর্যের দৃষ্টিতে ক্লাভা এক ঝলক তাকিয়ে নিল।

'সুপ্রভাত, কমরেড!' আশ্চর্য সুন্দর রুপোলী গলায় সে বলল।

'সুপ্রভাত!' ছেলেদের জবাব শোনা গেল।

তারপর লাইন ভেঙে গেল। শোনা গেল হাসি আর কথাবার্তা। এখন

হঠাৎ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠল হাতে 'রেড ক্রশের' ফিতে বাঁধা ছেলেটি। সেদিনকার সে 'স্বাস্থ্য কমিশনের' ইন্সপেক্টর। নাম সেমিওন কাসাৎকিন। চারিদিক থেকে তাকে নিয়েই ডাকাডাকি।

'এখানে এসে দেখো।'

'এই যে, এই দিকে!'

'সবকিছু ঠিক আছে, ভাবনা নেই!'

কিন্তু কাসাৎকিনের মুখে হাসি নেই। তার চোখের দৃষ্টি ছিদ্রান্বেষীর মতো, শোবার ঘরের সর্বত্র সে বেড়াতে লাগল। চুপড়িগুলোর মধ্যে তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রেডিয়েটারগুলোর উপর বুলাল আঙুল। হাতে তার একটা পরিষ্কার রুমাল। সেটা দিয়ে সে পরীক্ষা করে। যতবারই সেটা তার চোখের সামনে তুলে ময়লা খুঁজে পেল না, ততবারই দলের সবাই বিজয়ের চীৎকার করে উঠতে লাগল। আজকের দলের মনিটর ওলেগ রগভ। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে সে তাকাতে লাগল অনুসন্ধিৎসু আঙুল আর রুমালটার দিকে। উত্তেজনায় তার পরিপাট চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। বিদ্রূপ করে ইন্সপেক্টর তাকে প্রশ্ন করল:

'আজ চুল আঁচড়াসনি যে?'

ভীরু মুখে রগভ তাকাল ক্লাভার দিকে।

'মানে বুঝতেই পারছিস, ঝামেলা কত!'

দলের দোষ ধরার আশা ছেড়ে কাসাৎকিন তাকাল ইলেকট্রিক আলোর দিকে।

'মনে হচ্ছে বাতিটায় যেন ময়লা রয়েছে,' সে মন্তব্য করল।

'মোটেই না,' সমস্বরে উত্তর এল। 'কাঁচে ছোটো ছোটো দাগ আছে! ডিউটির প্রত্যেক কম্যান্ডার একই প্রশ্ন করে। কাঁচটাই অমনি!'

এ সব যখন চলছে, ইগর চেনির্য়াভিন তখন শুয়ে থেকে গভীর ঘুমের ভান করতে লাগল। শালার কে জানে যে, সুন্দরী ক্লাভা থাকবে ডিউটিতে? কথাবার্তার স্বর সরে আসায় সে বুঝল ক্লাভা তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গভীর ঘুমলে লোকে যে-রকম টেনে টেনে নিশ্বাস ফেলে এক মুহূর্ত আগেও সে সেই রকমই নিশ্বাস নিচ্ছিল। কিন্তু এবার তার নিশ্বাস থেমে গেল।

'অসুখ করেছে নাকি? কাসাৎকিন, পরে দেখো,' ক্লাভার রূপোলী গলায় প্রশ্ন শোনা গেল।

'দেখব, কমরেড কম্যান্ডার!' শান্ত সুরে উত্তর দিল কাসাৎকিন।

'তাতে কিছু যায় আসে না' কথাটা কিন্তু নেস্তেরেঙ্কো ভুলতে পারেনি। রেগে সে বলল:

'কার অসুখ করেছে? চের্নিয়াভিনের? মোটেই না! পরিদর্শনের আগে ওর কী বোলচাল! তার পরেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম!'

ক্লাভা ইগরের কাঁধে হাত রাখল।

'চের্নিয়াভিন! চের্নিয়াভিন! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!'

কিন্তু ইগরের একেবারেই কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু ভেতরে ভেতরে সে তার এই ঝগড়াটে চরিত্রের জন্য নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সখেদে তার এই কথাটা মনে হতে লাগল যে, নতুন ছেলে হয়েও মেয়েটিকে সে যদি নিখুঁত করে স্যালুট করত আর অন্য সবাইকার সঙ্গে অভিনন্দন জানাতে পারত তাহলে কী চমৎকারই হত। খুব সম্ভব তার মৌলিক ধরনের মুখখানা আর হাসিটা চোখে পড়ত মেয়েটির। কিন্তু আরো তাকে জ্বালাবে নাকি মেয়েটি? শেষ পর্যন্ত তার 'অভিভাবক' সাণ্ডো জরিনের কথা শুনে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

'ছেড়ে দাও ক্লাভা। থাকুক শুয়ে। এখনো একেবারে আনকোরা!'

মৃদু পদশব্দ তার কাছ থেকে সরে যেতে শুনল ইগর। সাবধানে এক চোখ খুলে সে লক্ষ্য করল সবাই দরজার দিকে চলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ বন্ধ করল ভলোদিয়া বেগুনকের হাসিখুসি বাদামী সবজান্তা চোখটা দেখতে পেয়ে।

২০

অবিচার

এক ঘণ্টা পরে ইগর চের্নিয়াভিন যখন খাবার ঘরে গেল তখন মনটা তার খুব ভালো। শুধু তার কদমছাঁট মাথাটার জন্য খানিকটা মন খুঁতখুঁত করলেও ইউনিফর্মটা তার একেবারে নতুন, বেল্টটা তার সবচেয়ে সুন্দর, আর মুখটা সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং। তাই সে খুসি। যে দলটা ইস্কুলে যাবে সেই প্রথম দল খাওয়া শেষ করছে। ইগর জানত নেস্তেরেঙ্কো তার উপর চটে রয়েছে, অপ্রীতিকর কথাবার্তা শুরু হবে। অন্য দিকে আবার তার ইচ্ছে করছিল তীক্ষ্ন-বুদ্ধি বিদ্রোহীর ভূমিকা নিতে। চাল মেরে সে খাবার ঘরের

মধ্যে গেল। ঘরটা প্রশস্ত, আলোকিত, ফুল দিয়ে সাজানো। টেবিল-ঢাকাগুলো ধবধবে শাদা। সেগুলোকে সবে ধোপ ভেঙে আজ সকালে পাতা হয়েছে, নাকি সকালের রোদের জন্য ঐ রকম মনে হচ্ছে, কে জানে?

অনেকেই ইতিমধ্যে হল ছেড়ে চলে গেছে। বিদ্রূপ-ভরা চাউনিগুলো ইগর লক্ষ্য করল না। সে জানত কোথায় তার বসার জায়গা, আর সেখানে বসার অধিকার একমাত্র তারই। নেস্তেরেঙ্কো, গস্তার আর সাণ্ডো জরিনের সঙ্গে এক টেবিলে তার বসার কথা। সত্যিই নেস্তেরেঙ্কো আর সাণ্ডো সেখানে আগে থেকেই বসে রয়েছে। তাদের খাওয়া শেষ হয়েছে। এখন কথা বলতে ব্যস্ত। অন্যান্য টেবিলে একলা একলা কয়েকজন প্রাতরাশ শেষ করছে। ঘরের শেষ প্রান্তে ক্লাভা কার্শিরিনার কাছে বেগুনক হন্তদন্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে — শীগগিরই যে কাজের ডাক শোনা যাবে এটা তার অবধারিত ইঙ্গিত। কিন্তু ইগরকে এখনো কাজে যেতে হবে না। তাই ফুর্তি করেই সে টেবিলের কাছে এসে বলল:

'এটাই তাহলে আমার জায়গা!'

অবাক ব্যাপার, উত্তরে নেস্তেরেঙ্কো তিরস্কারের সুরে তাকে কিছুই বলল না। বরং ভালোমানুষী গলায় সে প্রশ্ন করল:

'ভাল ঘুম হয়েছে?'

'আহ্, চমৎকার ঘুমিয়েছি! কে যেন আমাকে জাগাবার চেষ্টা করছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, করছিল বটে।'

'আমি কী যেন বলেছিলাম, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সাণ্ডো জানালার দিকে মুখ ঘোরাল। হঠাৎ হাজির হল মিশা গস্তার। ইগরের দিকে তাকাল বিরক্ত দৃষ্টিতে। নেস্তেরেঙ্কো লক্ষ্য করল ক্লাভা তাদের টেবিলের দিকে আসছে। ভদ্রভাবে সে উঠে দাঁড়াল।

'প্রাতরাশের জন্যে ধন্যবাদ, ক্লাভা। দিব্যি খাবার!'

এ রীতিটা ইগরের ভালো লাগল। গতকাল সাণ্ডো তাকে বলেছিল ডিউটির কম্যাণ্ডারকে খাবারের জন্য ধন্যবাদ দেওয়াটা নিয়ম।

'ধন্যবাদের কী আছে,' ক্লাভা বলল।

ক্লাভা তার হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভলোদিয়াকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল। ছায়ার মতো ভলোদিয়া তার পিছনে পিছনেই আছে।

'এক মিনিটের মধ্যে তুমি বিউগ্‌লের ডাক দিতে পারবে।'

বেগ্‌নেক তার বিউগ্‌ল্‌টা যেভাবে ঝাঁকাল তাতে স্যাল্যুটের আভাস সামান্যই।

'কী তোর জবাব দেওয়ার ছিরি? আলেক্সেইকে আমি বলব,' শান্ত স্বরে বলল নেস্তেরেঙ্কো। 'কড়কে দেবে তোকে।'

ভলোদিয়া বেগ্‌নেক গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ লাল করে এমন তাড়াতাড়ি সে চলে গেল দরজার দিকে যেন তার মনে পড়েছে জরুরী কাজ আছে তার।

'ক্লাভা, ছেলেটাকে তুমি ভারি আস্কারা দিচ্ছ,' অপ্রসন্ন সুরে নেস্তেরেঙ্কো বলল। 'আমার অর্ডারে কখনো ওভাবে ও উত্তর দিত না।'

ক্লাভা মৃদু হাসল। দাঁতগুলো তার চমৎকার। হাসলে আরো সুন্দর দেখায়।

বলল, 'আমি তো তা লক্ষ্যই করিনি। এই নিয়ে দুবার মাত্র আমি ডিউটিতে। ঠিক ধাতস্থ হয়নি এখনো। এ কে? তুমি চের্নিয়াভিন?'

ভদ্রভাবে চের্নিয়াভিন ঝুঁকে অভিবাদন জানাল।

'শোবার ঘরে অমন ঢং করছিলে কেন? এত বড় ছেলে আর ঢং করছিলে কিনা বাচ্চার মতো।'

ইগরের মুখটা রাঙা হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে ছিল ক্লাভাকে সে দেখবে শুধুই সুন্দরী মেয়ে হিসাবে। কিন্তু তা সে পারল না! কে জানে কেন, কিছুতেই সে ভুলতে পারল না ক্লাভা ডিউটির কম্যান্ডার। হাতে একটা সিল্কের ফিতে বাঁধলেই কি অমন সম্ভ্রমের উদয় হওয়া সম্ভব?

'মাঝে মাঝে এ-রকমটা হয়... কমরেড...' কী বলবে ভেবে না পেয়ে সে বিড়বিড় করে উঠল।

'"এ-রকমটা হয়" মানে? আর খাবার ঘরে এসেছ যে বড়ো?'

'প্রাতরাশ খেতে — আশা করি আপত্তি নেই।'

'প্রাতরাশ? কেউ কি তোমায় বলেনি, দেরী করা চলে কেবল পাঁচ মিনিট? কুড়ি মিনিট আগেই প্রাতরাশ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দলের জন্যে ওরা এখন টেবিল সাজাচ্ছে। এ-কথা বলা হয়নি তোমায়?'

'কমরেড জরিন এ-রকম কী যেন বলছিল। কিন্তু বিশেষ খেয়াল করিনি।'

'খেয়াল করোনি?'

ইগরের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই ক্লাভা দরজার দিকে পা বাড়াল।

এতে চটে উঠল ইগর। ক্লাভা তাহলে তার সঙ্গে কথা কইতেও চায় না? এরা কি মনে করে সোভিয়েত আইনটা সে জানে না?

ইগর এক পা এগিয়ে ক্লাভার মুখোমুখি দাঁড়াল।

'তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমাকে প্রাতরাশ দেওয়া হবে না?'

'অদ্ভুত জীব বটে! নিজেই তো তুমি প্রাতরাশ ছেড়ে দিয়েছ। সময় মতো কেন আসোনি?'

'তার মানে, আমি প্রাতরাশ পাব না?'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' অন্য দিকে তাকিয়ে যেন স্বপ্নালু গলায় নেস্তেরেঙ্কো উত্তর দিল।

ইগর একটা চেয়ারের পিছন ধরে একবার যে-রকম পোস্টমাস্টারের সঙ্গে ধীরে ধীরে ভারিক্কি চালে কথা বলেছিল সে-রকম ভাব করল।

'যাই হোক না কেন, না খাইয়ে রাখাটা বেআইনি। এটা আমি ভালো করেই জানি।'

কথাটা শুনে জরিনের বেজায় ফুর্তি হল। এমনিতেই এলোমেলো চুলে তাড়াতাড়ি আঙুল চালাল সে।

'ঠিক কথা, কমরেড! ক্লাভার বিরুদ্ধে তুই নালিশ করে দে!' সুরেলা গলায় সে বলে উঠল।

'নিশ্চয়ই! কথাটা মনে রেখো ডিউটির কম্যান্ডার, নালিশ করব কিন্তু। এখানে কার কাছে নালিশ করতে হয়?'

'সাধারণ সভায়,' একই সুরে খানিকটা ভালোমানুষী ভাব যোগ করে জরিন বলল।

নেস্তেরেঙ্কো, এমন কি ক্লাভাও হো হো করে হেসে উঠল। শুধু জরিনের মুখটা ভাবলেশহীন।

'কেন, কী হল? অধিকার আছে ওর...'

কিন্তু জরিনও আর পারল না। হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

উঠোনে বিউগ্‌লের ডাক শোনা গেল। তাড়াতাড়ি ক্লাভা গেল দরজার দিকে।

তার দিকে তাকাল ইগর। তারপর রেগে মুখ ফেরাল জরিনের দিকে। কিন্তু তার পক্ষেও আর সম্ভব হল না। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

২১

রুস্‌লান

এহেন 'প্রাতরাশের' পর ভারি দমে গিয়ে ইগর বেরুল কলোনি দেখতে। ক্ষিদের জন্য তার আপত্তি নেই। স্বাধীন জীবনে সে বিনা রুটিনেই খেতে অভ্যস্ত। সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ঘটনাচক্রের উপর, তার সঙ্গে এমন কি ক্ষিদেরও কোনো সম্পর্ক নেই। সুন্দরী মেয়েটি তার উপর যে-ভাবে অত্যাচার করেছে তাতেই সত্যিকারে আহত সে হয়েছে। মেয়েটি তার অনন্যপূর্ব চেহারাটা লক্ষ্য তো করেইনি, তদুপরি গুরুগিরি করবে বলে ঠিক করেছে।

বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে তার অসন্তোষকে সূত্রবদ্ধ করে খানিকটা সে তৃপ্তি পেল: এখানকার আইনকানুন, স্যালুট আর ব্যাজ নিয়ে সবারই এখানে ভারি গর্ব। ভাবে তারাই বুঝি সোভিয়েত রাজ। অথচ আসলে নিতান্ত মামুলী সব আমলাতন্ত্রী। নিজের জীবনে তেমন আমলাতন্ত্রী ইগর বহু দেখেছে। 'আচ্ছা বলুন তো বিশেষ করে এই জায়গাটিতেই আপনাকে টাকা পাঠানো হল কেন?' প্রাতরাশে নাকি মাত্র পাঁচ মিনিট দেরী করে আসতে পার। এক মিনিট দেরী হলেই অভুক্ত থাকতে হবে। আর এই সব লোকই নাকি চেষ্টা করবে ইগর চের্নিয়াভিনকে মানুষ করে তুলতে! কিন্তু কে জানে, ইগর চের্নিয়াভিন আমলাতন্ত্রী হয়ে উঠতে রাজি হবে কিনা? সব আমলাতন্ত্রীরই এক কথা: নালিশ জানাতে পার।

ফুলের কেয়ারির ভিতরকার পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই সব কথা সে ভাবতে লাগল। ফুলগুলোয় তার বিশেষ আনন্দ হল না। নিশ্চয় ফুলের কেয়ারি ছেড়ে পথ ধরে সোজা সহরে চলে যেতে তার কোনো বাধা নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খাসামতো কোনো প্ল্যান তার এখনো নেই। তাছাড়া পরের দিনও পালানো সম্ভব।

ফুল বাগান পেরিয়ে ইগর ডান দিকে ঘুরল। সেখান থেকে বন আরম্ভ হয়েছে। বনের ধারে নতুন একটা পাকা বাড়ি। যে-বাড়িটা থেকে সে এসেছে তার সঙ্গে এটা সমকোণে স্থাপিত ও এক ঝুলন্ত ঢাকা সেতু দিয়ে যুক্ত। সাণ্ডো তাকে বলেছিল এ বাড়িতে কেবল শোবার ঘর থাকবে। পুরনো শোবার বাড়িতে ইস্কুল উঠে যাবে আর বর্তমানের ইস্কুল-ঘরগুলো অন্য কিসের জন্য যেন ব্যবহৃত হবে, কিসের জন্য ইগর ইতিমধ্যেই সে-কথা ভুলে গেছে। মোটের ওপর কোনো একটা নির্মাণ কাজ। খুব খুসি হয়ে সাণ্ডো

দু লাখ, তিন লাখ কী কতকগুলো সংখ্যা বলেছিল। সেই সঙ্গে একটা বিষয়ে সাঙ্কো বিরক্তি প্রকাশ করেছিল: কোথাকার কারা যেন নতুন শোবার ঘরের জন্য, আরো বেশী ছেলেমেয়ে নেবার জন্য টাকা বরাদ্দ করেছে, কিন্তু উৎপাদনের খাতে এক কোপেকও কেউ দিতে চায় না, কলোনির বাসিন্দাদের নিজেদেরই সেটা নাকি দেখতে হবে। ছেলেদের নয় ভর্তি করা গেল, কিন্তু কাজ করবে কোথায়? উৎপাদন বাড়ানো উচিত। 'উৎপাদন' কথাটা সাঙ্কো উচ্চারণ করেছিল সসম্ভ্রমে আর সলোমন দাভিদভিচ ব্রুম নামে এক ব্যক্তিকে নিয়ে কী তার উচ্ছ্বাস, যদিও তাকে নিয়ে সামান্য ঠাট্টাও সে বাদ দেয়নি। মোট কথা, বাইরে থেকে সবকিছুই ঝকঝকে তকতকে, কিন্তু কে বলতে পারে আসলে ব্যাপারটা কী রকম। গত রাতে ঘুমতে যাবার আগে দলের সবাই স্টেডিয়াম নামে একটা জিনিস নিয়ে হৈচৈ করে আলোচনা করছিল।

নেস্তেরেঙ্কো বলেছিলে, 'ভাবো একবার এমন কলোনি অথচ কী রকম স্টেডিয়াম, লজ্জার ব্যাপার।'

নতুন বাড়িটার সামনে দিয়ে গেল ইগর। বাড়িটা শেষ হয়ে গেছে। জানালায় জানালায় কাঁচ ঝকঝক করছে।

খানিক দূরে একটা পার্ক। তার মধ্যে বালির প্রশস্ত পথ, পাশে পাশে লোহার বেঞ্চি। এই পার্কটারও বর্ণনা দিতে গিয়ে সাঙ্কো বেজায় উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। বড় ব্যাপার না হাতি! শুধু কতকগুলো পথ আর একটা ব্যায়ামের আখড়া। লেনিনগ্রাদের ব্যায়ামের ব্যবস্থাটা দেখলে তারা বুঝত! এটা নিজেরা করেছে বলে আবার বড়াই! একটা পুকুরের মতো আবার কী একটা দেখছি! আঁকাবাঁকা জোট-পাকানো পথগুলো পাড়ের নিচে কোথায় যেন গিয়েছে। আরে! এই যে ওদের পুকুরটা! একটা পথ তার তীর দিয়ে চলে গেছে। সেখানে বেঞ্চিও আছে। পুকুরটা খুবই ছোট্ট! এখানে ওখানে তার উপর ঝুঁকে পড়েছে গাছ। এক এক জায়গায় জল পর্যন্ত নেমে গেছে কাঠের সিঁড়ি।

একটা বেঞ্চে ইগর বসল। মনে মনে ভাবল সাঁতার কাটলে কেমন হয়। পোষাক খুলে সে ঝাঁপ দিল। জলটা ঠাণ্ডা, সুন্দর। কেমন একটা গন্ধ। এসেন্স ঢেলেছে নাকি? না, নিশ্চয় না। এটা মিণ্টের গন্ধ। সমস্ত তীরে মিণ্টের ঝোপ। ইগর সাঁতরে মাঝখানে গেল। তলাটা ছুঁতে সে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। নিচের জলটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। ফিরে দেখল যে বেঞ্চিতে সে পোষাক রেখেছিল তার কাছে কী যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

লাফিয়ে উঠে আর একবার দেখে তীরের কাছে সে সাঁতরে গেল। একটা গাঁট্টা-গোঁট্টা ছেলে কাজের পোষাকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার মাথাতেও কদমছাঁট। সম্ভবত নতুন ছেলে।

'জল কেমন, ঠাণ্ডা?' ছেলেটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

'চমৎকার জল।'

'আমিও আসছি।'

এক মুহূর্ত পরেই জলে সে ঝুপ্ করে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার কদম-ছাঁট মাথাটা দেখা দিল ইগরের পাশে।

'তুই কি কলোনিবাসী?' ইগরকে সে প্রশ্ন করল।

'মোটামুটি।'

'নতুন, তাই না? তোকে তো চোখে পড়েনি।'

'মাত্র গতকাল এসেছি।'

'তাই নাকি!'

'আর তুই?'

'দিন পনেরো।'

'তুইও তো তাহলে নতুন, তাই না?'

'তা ঠিক।'

'তারপর?'

'আমি তো কেটে পড়ছি।'

'তাই নাকি?'

'সত্যি কেটে পড়ছি! চুলোয় যাক ওরা!' নবাগত বলল।

জলের উপর চিত হয়ে সে পা ছুঁড়তে লাগল।

'ঠাণ্ডা জল! আমি চললাম।'

সাঁতরে তারা তীরে গেল।

'পালিয়ে যাবার মতো জায়গা আছে তোর?' প্যাণ্ট পরতে পরতে ইগর প্রশ্ন করল।

'সহরে আমার বাবা আছে। তবে বাবাটা একটা শুয়োর। তার কাছে আমি যাব না। পাঁচ শ' রুব্‌লের একটা বণ্ড আমি হাতিয়েছিলাম। তাতে তার সে কী হৈ-হল্লা। আমাকে ধরিয়ে দিল মিলিসিয়ার কাছে। নিজে তো বেশ বড়ো চাকুরে, এক শস্য-সংগ্রহ বিভাগের কী এক কাজ। আমায় পাঠাল একেবারে এইখানে।'

'কাজ শ্বর্ব্ব করে দিয়েছিস?'

'না করে উপায় আছে? জ্বতে দিয়েছে। বলে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলব। তা গড়ে তুল্বক গে!'

'তাহলে এখন ঘ্বরে বেড়াচ্ছিস যে?'

'আরে কোথায় তোর সমাজতন্ত্র! মালমশলাই নেই! আমায় একটা ডাভটেলিঙ যন্ত্রে লাগিয়েছে। লেদটা সত্যি চমৎকার। কিন্তু মালমশলাই নেই। আরে বাদ দে ওসব কথা।'

'তোর নাম কী?'

'গরোখভ। ওটা আমার পদবী। তেমন কিছ্ব খারাপ নয়। কিন্তু নামটা — কী ভেবে যে নামটা রেখেছিল — র্বস্‌লান!'

ইগর হাসল। গরোখভও দাঁত বের করল। তার ম্বখটা সাদাসিধে, ব্রণে ভরা। নাকটা মস্ত, বাকী ম্বখটার চেয়ে অনেক বেশী লাল। হাসার সময় দাঁতগ্বলো বেরিয়ে পড়ে। প্রত্যেকটাই আকারে ও রঙে আলাদা আলাদা। গজিয়েছেও বিভিন্ন দিকে।

'র্বস্‌লান! যত দিন "র্বস্‌লান ও ল্ব্যদমিলা"* পড়িনি তত দিন তাও একরকম। কিন্তু পড়ার পর থেকে... তুই পড়েছিস?'

'হ্যাঁ,' ইগর বলল।

'আমার এই চেহারায় কিনা আবার র্বস্‌লান! এমন নাম দিতে বাধেনি ব্বঝেছিস তো, কিন্তু ওই জঘন্য পাঁচ শ' র্বব্‌ল্ বন্ডটির বেলায় অমনি একেবারে মিলিসিয়ার কাছে!'

'খ্বব সম্ভব আমিও কেটে পড়ব,' ইগর বলল।

'তোর বাপ-মা আছে?'

'আছে, অনেক দ্বরে। লেনিনগ্রাদে।'

'তাদের কাছে যাবি?'

'না, ওখানে যাব না।'

'তাহলে কোথায়?'

'আর তুই যাচ্ছিস কোথায়?'

এ ওর দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছায় হাসিম্বখে তারা বেঞ্চিতে বসে রইল।

'ধ্বর শালা!' চিন্তিতভাবে বলল র্বস্‌লান। 'হয়তো ওরাই ঠিক...'

'কারা?'

---

* আলেক্সান্দর প্বশকিনের একটি কবিতা। — সম্পাঃ

'মানে এই এখানকার লোকেরা। কিন্তু এরকমটা উচিত নয় — সবকিছুই আইনমাফিক। নিয়ম আর নিয়ম! তার ওপর আবার চারদিকে কেবল টানা-হ্যাঁচড়া। কেবল হাঁকাহাঁকি — চলো ওই বন্দুক ছোঁড়ার চক্রে, চলো অভিনয়ের চক্রে, চলো শিল্প চক্রে। "প্রত্যেকেরই পড়াশুনো করা উচিত।" আর আমি যে চাই ব্যান্ডপার্টিতে গিয়ে বাজাতে। না, নিয়ম নেই।'

'তুই যে বললি পালাবি?'

'পালাবোই তো। ভেবেছিস কি, বরদাস্ত করব? ব্যান্ডপার্টিতে আমি বাজাতে চেয়েছিলাম। বলে, "সবুর কর," ব্যান্ডপার্টিতে নেয় শুধু কলোনিবাসীদের।'

'তুই তো কলোনিবাসী নাকি?'

'কলোনিবাসী না হাতি! কেন, তোকে বলেনি? কলোনিবাসী না হাতি!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ কী যেন শুনেছিলাম বটে — ইয়ে, মানে কলোনিবাসীর খেতাব পাওয়া চাই, তাই না...'

'ঠিক তাই! কলোনিবাসীর খেতাব। তুই কলোনিবাসী নস, তুই শুধু শিক্ষানবিস। তোকে ওরা ইউনিফর্ম বানিয়ে দেবে ঠিকই, কিন্তু আস্তিনে ঐ জিনিসটি... ওই ব্যাজটি থাকবে না। আর প্রাণভরে শাস্তি দেওয়াটা তো আছেই: বাড়তি কাজ, ছুটি বাতিল, হাত-খরচা বন্ধ। ওই আলেক্সেই লোকটা যা খুসি তাই করে। এক দল থেকে অন্য দলে পাঠায়, গতর খাটুনির কাজ দেয়... এদিকে ব্যান্ডপার্টিতে ঢোকা চলবে না।'

'শালার কে জানে কী ব্যাপার!' অবাক হয়ে ইগর বলল, 'এ সব কত দিন ধরে চলে?'

'অন্তত চার মাস তো বটেই। তারপর দলের ওপর নির্ভর করে। সাধারণ সভায় প্রশ্নটা তারা তোলে। আর সভায় বেশির ভাগ যা মত দেয় তাই। আর সভা মানে তো ঐ, কম্‌সমলীরা। জানতেই পাবি না, কোথায় চুপিচুপি কী সব আলোচনা করে আসবে।'

'কিন্তু ব্যান্ডপার্টিতে শুধু কলোনিবাসীদের নেওয়া হয় কেন?'

'কেন? ভগবানই জানেন কেন। তাছাড়া জানিস কী নিয়ম: কলোনিবাসী হলে ব্যান্ডপার্টিতে ঢুকতে পারবে ঠিকই, কিন্তু সেখান থেকে বেরুতে হলে শালা বুড়ো আঙুল চোষো!'

'বেরুতে পারবে না?'

'মাইরি আর কী! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোকে বাজনা-বাজিয়ে হয়ে থাকতে হবে। বুঝলি তো, আইন! আমার যদি বিরক্তি ধরে যায়, না, তা চলবে না। বাজিয়ে যেতেই হবে! আমি কিন্তু কেটে পড়ছি।'

রুস্‌লান তার বিরক্ত মুখটা পার্কের দিকে ফিরিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল। ইগরও লাগল নানা কথা ভাবতে। পার্কের ওপাশ থেকে যন্ত্র-ঘরের শব্দ আসছে। সেই সঙ্গে আসছে আরো কিছু ধ্বনি — ছোটো ছেলেমেয়েদের চীৎকার, নয়ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ। তারপর একটা ঘণ্টা বাজল — এক বার, দুই বার, বেজে চলল তালে তালে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে রুস্‌লান সামনের দিকে গলাটা বাড়িয়ে দিল।

'তুই কোন দলে?' ইগর প্রশ্ন করল।

'এ্যাঁ?' প্রশ্নটা শুনতে না পেয়ে রুস্‌লান জিজ্ঞেস করল।

'তুই কোন দলে? প্রথম দলে, ভলেঙ্কোর দলে?'

'হ্যাঁ, আমি ভলেঙ্কোর দলে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন কাঠ এসেছে। বলছিল আনবে।'

'ভলেঙ্কো কেমন কম্যাণ্ডার, ভালো?'

'এখানে সবাই সমান। আমি চললাম। কাঠ এনেছে।'

ঝোপঝাড় ডিঙ্গিয়ে রুস্‌লান কাছের পথটা ধরল। ইগর তাকিয়ে রইল তার দিকে। ইতিমধ্যেই রুস্‌লান অনেক দূরে চলে গেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সে দেখল তার নীল জামাটা ঝলমল করে উঠছে।

২২

ব্লুম স্টেডিয়াম

কলোনিতে যেটাকে বলা হয় 'উৎপাদন চত্বর' ইগর সেখানে গেল। আগেই সাঞো তাকে বলেছিল কলোনিতে আছে কয়েকটা কাজের ঘর। নতুন এক উৎপাদন কর্তা হালে এসেছেন। এখন কাজের ঘরের বদলে হবে আসল কারখানা-ঘর: একটা যান্ত্রিক কারখানা, একটা ঢালাই কারখানা, একটা সংযোজন কারখানা আর একটা সেলাই কারখানা। কোনো জিনিস তৈরী হতে ইগর জীবনে কখনো দেখেনি। ওসব ব্যাপারে তার কৌতূহল ছিল না। তাই এই নামগুলোর কোনোটারই কোনো তাৎপর্য সে বোঝেনি। সে শুধু অনুমান করেছিল সেলাই কারখানায় কিছু একটা সেলাই করা

হয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এ রকম কোনো একটা কারখানা-ঘরে তাকে দিয়েও কাজ করান হবে। সে স্থির করল এই 'উৎপাদন চত্বরটা' কী ধরনের জায়গা দেখবে।

পার্কের ভিতর দিয়ে রুস্‌লানের পিছন পিছন গিয়ে ইগর একটা চত্বরে পেঁছিল। দেখে মনে হয় বাস্তবিকই নতুন চত্বর! স্পষ্টই বোঝা যায় খুব সম্প্রতি বনের মধ্যে এ জায়গাটা পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন এখানে ওখানে কয়েকটা গাছের গুঁড়ি রয়েছে, কোথাও কোথাও গভীর গর্তের মধ্যে রয়েছে বড়ো বড়ো ওপড়ানো গাছের গুঁড়ি। এই ফাঁকা জায়গাটা বিরাট। সেখানে প্রচুর জিনিস, সবগুলোকে বাছাই করা কঠিন। গাদা-গাদা তক্তা, কড়িকাঠ, আড়কাঠা এলোমেলো হয়ে মিশে রয়েছে কয়লার তাল, নানা লোহার জিনিস, কাঠের গুঁড়ো, কাঠের চাঁচুনি ও ফাঁকা চুণের পিপের সঙ্গে। চত্বরের চারিদিকে কয়েকটা কাঠের নীচু ঘর। দেখতে সাধারণ গোলাঘরের মতো। কিন্তু ছাতের উপর চিমনি বসান। এই চিমনিগুলোর ভিতর দিয়ে পাৎলা ঘন নানা রঙের ধোঁয়া বেরুচ্ছে। অতএব সেগুলো সাধারণ গোলাঘর হতে পারে না। এ-রকমই একটা বাড়িতে কাঠের তক্তা নিয়ে কিছু একটা করা হচ্ছিল। বাড়িটার চেহারা অন্যগুলোর চেয়ে মজবুত। স্পষ্টই কাঠের তক্তাগুলোর পছন্দসই কাজ হচ্ছিল না, কারণ নানা স্বরে ও সুরে সেগুলো কাতরাচ্ছিল আর আর্তনাদ করছিল: নিরাশ প্রতিবাদের শান্ত, গুঞ্জরন, ফোঁপানো শব্দ; তীক্ষ্ণ, রুক্ষ বিরক্তির শব্দ আর থেকে থেকে সত্যিকারের হৃদয়বিদারক অসহ্য নৈরাশ্যজনক আর্তনাদ। বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা লম্বা লম্বা গাড়ি। সেখান থেকে শ্রমিকেরা কাঠের তক্তা ফেলছিল ছুঁড়ে।

এই চত্বরটা পেরুবার সবচেয়ে সহজ পথ বেছে নেবার জন্য পার্ক থেকে বেরিয়ে ইগর খানিক থামল। দেখতে পেল কাছেই এক দল লোক দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে রয়েছেন আলেক্সেই স্তেপানভিচ। তাঁর মাথা খালি, পরনে সামরিক ছাঁটের খাকি রঙের টিউনিক আর পায়ে উঁচু বুট। আর রয়েছে ভিতিয়া, ক্লাভা কাশিরিনা এবং অন্য দু'জন লোক। এদের মধ্যে একজন মোটাসোটা। ভুঁড়িটা তার নাদুসনুদুস, গোল মাথাটা হয় কামান, নয় তো টাক পড়ে গেছে। ইগর আন্দাজ করল, এই সেই বিখ্যাত উৎপাদন কর্তা সলোমন দাভিদভিচ ব্লুম। সগর্বে তিনি দেখাচ্ছিলেন ব্যারাকের মতো লম্বা একটা বাড়ি। সেটা নতুন তৈরী হলেও চেহারাটা কদাকার। কী দিয়ে সেটা যে তৈরী বলা কঠিন — কাঠের বাতা, তক্তা, পুরনো প্লাইউড নাকি

মাটি। ছাতের মালমশলাতেও লোহার পাত, প্লাইউড আর ওয়াটারপ্রুফ বোর্ডের অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। এক জায়গায় এমন কি আবার কয়েক সারি টালি। জায়গাটা খুবই লম্বা, সেই কারণেই তার কদর্যতা ভারি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বেশ খাড়াই হয়ে সেটা নেমে গেছে পুকুরটার দিকে, আর এই গড়ানে গঠনটায় স্থাপত্যশিল্পের প্রচলিত সমস্ত ধারণারই স্পষ্ট বিরোধিতা করা হচ্ছে।

জাখারভ পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে। অপ্রত্যাশিত এই বিকটাকার জিনিসটা দেখে তিনি যেন একটু অবাক হয়েছেন।

'আরে! আমিও ভেবেছিলাম এই রকমই কিছু একটা, কিন্তু তবু...' হাসতে হাসতে তিনি বললেন। ব্রিচেসের পকেটে হাতগুলো তাঁর নড়তে লাগল।

হাসিতে ভিতিয়ার পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়।

'সাবাস বটে সলোমন দাভিদভিচ! এক সপ্তাহের মধ্যে বানিয়েছেন!'

ক্লাভার হাসিটা সংযত।

'একেই বলে "ব্লুম স্টেডিয়াম",' ভিতিয়া বলল।

বুড়ো ব্লুম তাঁর পুরু নিচু ঠোঁট ফোলালেন।

'"ব্লুম স্টেডিয়াম" এসব কী বলছ? এটা সংযোজন কারখানা হিসাবে কি খারাপ হল? বলো, খারাপ হয়েছে?'

'চোর্নিয়াভিন, এসো তো একটু,' ইগরকে দেখতে পেয়ে জাখারভ বললেন।

ইগর চটপট এ্যাটেনশান হয়ে এমন ভাবে হাত তুলল যেটা তার নিজের কাছে মনে হল বেশ জাঁকাল গোছের স্যালুট। সে লক্ষ্য করল ক্লাভা কাশিরিনা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে।

'নমস্কার, কমরেড ডিরেক্টর!'

'নমস্কার! এসো এদিকে। তুমি তো লেনিনগ্রাদের লোক। নানা রকম প্রাসাদ দেখেছ। এই সংযোজন কারখানাটা তোমার কেমন লাগছে?'

'ঐ গোলাঘরের কথা বলছেন?'

'ওটা স্টেডিয়াম,' ভিক্তর বলল।

'ওটাকে গোলাঘর বল বা স্টেডিয়ামই বল, কাজ করার অসুবিধা হবে না,' সলোমন দাভিদভিচ শান্ত গলায় বললেন।

'ওটা ভেঙে পড়বে না তো?' ইগর প্রশ্ন করল।

ব্রুম এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যেন ইগর তাঁর পুরনো বন্ধু যার মতটাকে সযত্নে ভেবে দেখা দরকার।

'ও কি বলল শুনছেন? ভেঙে পড়বে বৈকি! ভলগুক, এটা ভেঙে পড়বে না পড়বে না?'

ইনস্ট্রাকটর ভলগুক ব্রুমের ডান হাত। চেহারাটা বীরস, বিদঘুটে, মাংসপেশীবহুল শরীর। কোনোরকম বিচলিত না হয়ে নিতান্ত অপক্ষপাতে সে স্টেডিয়ামের ভাগ্য নির্ধারণ করে বলল:

'কোনো না কোনো দিন নিশ্চয় ভেঙে পড়বে ঠিক, কিন্তু খুব শীগ্গির তা বলা চলে না।'

'এক বছরের মধ্যে ভেঙে পড়বে?'

'এক বছর?' বাড়িটার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভলগুক কথাগুলো আওড়াল। 'না, এক বছর খাড়া থাকা উচিত। অবশ্য যদি খুব বেশী বৃষ্টি হয় তবে আলাদা কথা।'

'আবহাওয়া সম্বন্ধে আপনার মতামত কে চাইছে?' তাকে খেঁকিয়ে উঠলেন ব্রুম। 'নোয়ার সময় বানে তো সমস্ত পৃথিবীটাই ভেসে গিয়েছিল। প্লাবনের কথা ভেবে মানুষ কিছু বানায় না। স্বাভাবিক আবহাওয়ার হিসেব করেই সে বানায়।'

ব্রুমের ক্রুদ্ধ কথাগুলো শান্তভাবে শুনল ভলগুক।

'আবহাওয়া ভাল থাকলে ঠিক আছে। খাড়া থাকবে,' চোখের পাতা না ফেলে সে যোগ করে দিল।

জাখারভ পাঁশনেটা ঠিক করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চত্বরের চারিদিকে তাকালেন। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে অসীম ধৈর্য।

আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বললেন, 'বেশ ভেতরটা দেখা যাক।'

খুব খুসি হয়ে উঠলেন ব্রুম, 'নিশ্চয়ই, কাজ করতে হবে আমাদের ভেতরে, সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়। সৌন্দর্যের জন্যে টাকা লাগে ভাই। টাকাপয়সা না থাকলে লোকে সপ্তাহে একবার দাড়ি কামায়। কী এসে যায় তাতে।'

দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচে। কতকগুলো কাঠের টুকরোটাকরা কোনো মতে জোড়াতালি দিয়ে সেটা বানান। তার মধ্যে দিয়ে তারা এল সংযোজন কারখানার ভিতরে। এখনো সেখানে কিছুই বসান হয়নি। মেঝেটার সঙ্গে পার্কেট-করা মেঝের একটা ক্ষীণ সম্পর্ক চোখে পড়ে। নানা রকমের লম্বা,

চওড়া ও পুরু অসংখ্য কাঠের টুকরো দিয়ে সেটা তৈরী। বাড়ীর ভেতরকার নির্মাণকৌশল দেখে ভিতিয়াই প্রথম উল্লাস প্রকাশ করল, তবে বেশ সংযতভাবে।

'হাত থেকে কিছু পড়লে আর রক্ষা নাই, গড়িয়ে একেবারে উধাও।'

ব্রুম ছাড়া সবাই উঠল হেসে।

'গড়িয়ে যাবে কেন?' তিনি কড়া সুরে বললেন। 'অবশ্য এখন জায়গাটা খালি। কিন্তু যখন এখানে লোক, কাজের টেবিল আর তক্তা থাকবে তখন গড়িয়ে যাবে কোথায়? শুনেছেন ভলগুক? গড়িয়ে যাবে কোথায়?'

ভলগুক সবকিছু গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখে নিল। বলল:

'যাওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই কোনোকিছুতে আটকে যাবে।'

ভিতিয়া গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি তাহলে কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি। কোনোকিছুতে সেটা আটকে গেলে অবশ্যই অন্য কথা।'

ব্রুম এবার দারুণ চটে উঠলেন। বেঁটে-বেঁটে হাত দিয়ে নিজের পোষাকের ওপর তিনি বার কতক চাপড়ালেন। তাঁর ফুলে উঠা মুখটায় ফুটে উঠল একটা যুদ্ধংদেহি ভাব।

বললেন, 'আপনারা আসবাব তৈরীর জায়গা চান, নাকি বিলিয়ার্ড-হল, যাতে লাঠির খোঁচা না পেলে কিছুই নড়বে না। এসব কথা বলে লাভ কী? আমরা কি কাজ করতে চাই নাকি চাই খেলা? দালানের কারখানা চাই কি আপনাদের? কিন্তু টাকা আছে কি? বলি আপনাদের আছে? ইঁট আছে? লোহার পাত আছে? মূলধন? আপনাদের ফিটার-মিস্ত্রিরা কাজ করে খোলা আকাশের নীচে। তাদের মাথার ওপর আমি একটা ছাত তুলে দিয়েছি। কিন্তু আপনারা খুসি নন। আপনাদের চাই এক স্থাপত্য শিল্প। আপনারা পরিদর্শন কমিটি এসেছেন, ফিসফাস করছেন, স্টেডিয়াম বলে ঠাট্টা করছেন। কিন্তু জিগগেস করি, আমাকে আপনারা কী দিয়েছিলেন? মোটামুটি হিসেব, না নক্সা, না ড্রাফট, না টাকা? একজন ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত নেই! ভিক্তর তর্স্কি, কম্যান্ডার পরিষদের কমরেড সেক্রেটারি, বলুন কী দিয়েছেন আপনারা?'

কম্যান্ডার পরিষদের সেক্রেটারি ভিক্তর তর্স্কি কী বলবে ভেবে পেল না। বন্ধুর মতো জাখারভ ব্রুমের কনুইয়ে হাত দিলেন। বললেন:

'সলোমন দাভিদভিচ, রাগ করবেন না। এর চেয়ে ভাল আমরা কিছু আশা করিনি। দেখবেন, পরের বছর আমরা আসল কারখানা বানাব। তারপর কৃতজ্ঞ মনে এ-বাড়িটা আমরা পুড়িয়ে দেব। এর তলায় খড় দিয়ে—হুঁস্...'

'চমৎকার! ওঁরা এটা পুড়িয়ে দেবেন! কিন্তু এটা যে সুন্দর গুদাম হতে পারে!'

'বেশ, তাই হবে।'

'ধন্যবাদ! এখন তো আপনাদের একটা কাজের জায়গা হল। কিন্তু এই ব্রুম স্টেডিয়াম তৈরী না হলে আপনারা কী করতেন, কমরেড তর্স্কি?'

তর্স্কি বলল, 'আমি তো আগাগোড়া বলে আসছি, শোবার ঘরের আগে আমাদের কারখানাটা বানান উচিত।'

'তবেই দেখুন! আপনারা কেবল বকবক করছিলেন আর আমি বানালাম।'

'আমি বলেছিলাম কারখানা বানান উচিত, আর আপনি বানালেন একটা স্টেডিয়াম।'

'মাটির সিংহের চেয়ে একটা জ্যান্ত কুকুর অনেক ভাল, কমরেড তর্স্কি।'

জাখারভ হেসে আবার সস্নেহে ব্রুমের হাত ধরে দরজার দিকে এগুলেন। যতক্ষণ না সবাই চলে গেল ততক্ষণ ইগর চের্নিয়াভিন রইল অপেক্ষা করে। ফাঁকা বাড়িটার চারিদিকে সে তাকাল। কেমন যেন তার কষ্ট হল। দরজার কাছে পেঁছে সে টের পেল কার জন্য। তার কষ্ট হচ্ছিল সলোমন দাভিদভিচ ব্রুমের জন্য।

২৩

কথাটা মন্দ নয়

'কাল তোকে সংযোজন কারখানায় কাজ শুরু করতে হবে।' সেই সন্ধেয় ইগরকে বলল নেস্তেরেঙ্কো।

'আগে ও-রকম জায়গায় কখনো কাজ করিনি।'

'কাল থেকে করবি।'

'মানে স্টেডিয়ামে, তাই না?'

'সেখানে পরে, আপাতত চত্বরে।'

'সেখানে আমায় কী করতে হবে,' ইগর প্রশ্ন করল।

'ফোরম্যান তোকে দেখিয়ে দেবে।'

'কিন্তু আমি যদি সংযোজন-মিস্ত্রি হতে না চাই?'

'আমিও ঢালাই-মিস্ত্রি হব বলে ভাবছি না। কিন্তু ঢালাই কারখানায় কাজ করছি,' বলল নেস্তেরেঙ্কো।

'সে তোর নিজের ব্যাপার। কিন্তু আমি অন্যরকম ভাবি।'

'অন্যরকম ভাবিস? ভাবতে শিখেছিস তুই? সাঞ্চো, শুনলি? ওর ধারণা সংযোজন-মিস্ত্রি ও হবে না, তাই ও কাজ করতে চাইছে না। তুই ওর অভিভাবক, না বুঝলে বুঝিয়ে দিস।'

বোঝাতে সাঞ্চো সানন্দে রাজী হয়ে গেল। ডিভানে তার পাশের জায়গাটা ইঙ্গিতে ইগরকে সে দেখিয়ে দিল।

'নয়ত কী! বস। তোকে সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

ইগর বসল। শিক্ষার কথা মনে করে হাসল তিক্ত মৃদু হাসি। শোচনীয় স্টেডিয়ামটার কথা তার মনে পড়ল, মনে পড়ল সলোমন দাভিদভিচের করুণ অর্থাভাব। কেমন একঘেয়ে, নীরস লাগল তার। কী দরকার এ সবের?

'এমন মন খারাপ কেন তোর চের্নিয়াভিন?' সাঞ্চো বলতে শুরু করল। 'ভারি খারাপ। কেন মন খারাপ জানি! তুই ভাবছিস: ভারি তো সব কলোনিবাসী, কেন যে লেগেছে আমার পেছনে! আমি কিন্তু যে-সে লোক নই, আমি চের্নিয়াভিন! এদের সঙ্গে দু-চার দিন থেকে কেটে পড়ে একেবারে উধাও। এই কথাই ভাবছিস তো, তাই না?'

ইগর চুপ করে রইল।

'আসলে কিন্তু খুব সম্ভব আমাদের সঙ্গে তুই চার বছরই থেকে যাবি।'

'নয় থাকলাম, কী হবে তাতে?' ইগর প্রশ্ন করল।

'"কী হবে" মানে? তোর যদি বুদ্ধি থাকে... তাহলে ভেবে দ্যাখ, চার চারটে বছর! আজ তুই সংযোজন কারখানায় কাজ করতে চাস না, কাল চাইবি না ঢালাই কারখানায় কাজ করতে। তারপর বলবি টার্নার হতে চাস না। বলবি হয়ত, "আমি ডাক্তার হতে চাই। আমাকে হাসপাতালে পাঠাও, লোকদের অসুখ সারাব।" তার মানে চার বছর ধরে আমাদের তুই জ্বালাবি! ঘ্যানঘ্যান করবি আর তোকে নিয়ে আমরা ঝামেলা সয়ে যাব, তাই না?'

জরিনের কথাগুলোয় ইগর আগ্রহ বোধ করল। কিন্তু সবচেয়ে বেশী তার আগ্রহ হল তার নিজের স্পষ্ট যুক্তিটার বিরোধিতায়। নিজের এ যুক্তিটাকে সে সংক্ষেপে সহজেই বলতে পারে। সাঞ্চো তার পাশে বসে, চোখদুটো সচরাচরের মতো চকচক করছে। কিন্তু যাই বল না, সাঞ্চোই বেশ খানিকটা ভোঁতা গোছের।

'তোর কথাটা ঠিক হল না, কমরেড জরিন।'

'বেশ, মানলাম ঠিক হল না। তাহলে বল কী ঠিক।'

'তুই বলছিস, চের্নিয়াভিন ডাক্তার হতে চায়। কিন্তু তাতে দোষটা কী? বহু লোকেই তো ডাক্তার হতে চায়, তাই না? কিন্তু দোস্ত, তোরা ভাবিস, ভালো লাগুক বা না-ই লাগুক সংযোজন কারখানায় চল। আর আমায় উত্তর দিতে হবে: "ঠিক আছে, কমরেড কম্যান্ডার, চললাম।" এই জিনিসটি আমি চাই না।'

'কিন্তু চের্নিয়াভিন, কে তোর ওপর জবরদস্তি করছে? আমরা করছি? আমরা তো কোনো জোর করছি না! ওই তো দেখ না!' জরিন জানালাটা দেখাল। 'আমাদের বেড়াও নেই, পাহারাওলাও নেই। কেউ-ই তোকে ধরে রাখছে না বা ভয় দেখাচ্ছে না। যা না নিজের ইচ্ছেমতো।'

'কোথাও আমার যাবার জায়গা নেই...'

'যাবার নেই মানে? এই বললি না সংযোজন কারখানায় কাজ করতে চাস না? ডাক্তার হতে চাস?'

'তার জন্যে যাব কোথায়?'

'ডাক্তার হগে যা। গিয়ে পড়াশুনো কর কিংবা তার জন্যে যা দরকার তাই কর...'

'তার মানে এখানে ডাক্তারি শেখা যায় না?'

'এখানেও যায়, তবে আমাদের নিয়মে।'

'তার মানে সংযোজন কারখানা থেকে শুরু করতে হবে?'

'নয় তো কী? সংযোজন কারখানায় কাজ করাটা কি খুব খারাপ বলে ভাবিস?'

'আমি খারাপ ভাবছি না। তুই কিন্তু কিছুই আমায় বুঝিয়ে বললি না। ওখানে কাজ করার অর্থটা কী?'

'অর্থ এই যে, আমাদের তা দরকার। দু-দিন ধরে তো তুই এখানে রয়েছিস, তাই না? তোকে খাওয়ানো হয়েছে, তাই না? তোকে আমরা জামা-কাপড়-বিছানা দিয়েছি। আর তুই এদিকে খাবার ঘরে গিয়ে চেঁচালি, কোনো অধিকার নেই আমাদের! কিন্তু কেন নেই? তুই ভাবছিস এসব কোথা থেকে আসছে, সেটা তোর দেখবার নয়। আমি ইগর চের্নিয়াভিন, সবকিছু আমাকে দাও! আমি ডাক্তার হতে চাই! কিন্তু কে জানে যে তুই বাজে কথা বলছিস না? সেটা জানব কী করে? আমরাও বলতে পারি, বেশ, কেটে পড়, চের্নিয়াভিন! চুলোয় যাও, ডাক্তার চের্নিয়াভিন!'

'কিন্তু সে তোরা বলবি না।'

'বলব না? তাহলে এখনো আমাদের চিনিসনি! ভাবছিস খুশিমতো বলবি, চললাম! আসলে তার আগেই তোকে আমরা দূর করে দেব। তোকে আমাদের কী দরকার? কে তুই, কোথা থেকে এসেছিস — এ নিয়ে একটি কথাও তোকে আমরা জিজ্ঞেস করিনি। হয়ত তুই কেটে পড়বি। কমরেড হিসেবে তোকে আমরা মেনে নিয়েছি, জামা কাপড় দিয়েছি, শোবার জায়গা দিয়েছি। কিন্তু তুই একা আর আমরা গোটা কলোনি। অথচ বুক ফুলিয়ে তুই এসে বলছিস, ডাক্তার হতে চাই। আমাদের ওপর তোর কাণাকড়িও বিশ্বাস নেই। তুই চাস সব তোকে একেবারে এক্ষুণি প্রমাণ করে দিতে হবে। কিন্তু তার আগে তোর আস্থা হচ্ছে না কেন? কেন আমাদের বিশ্বাস করতে পারছিস না?'

'কাকে বিশ্বাস করব?' চিন্তিতভাবে ইগর প্রশ্ন করল। টের পাচ্ছিল, প্রথমে যা মনে হয়েছিল মোটেই তেমন হাঁদা নয় সাণ্ডো।

'আমাদের সবাইকেই!' সাণ্ডো বলল।

'তোদের বিশ্বাস করব?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাদের বিশ্বাস করবি। দেখছিস সবাই রয়েছে এখানে, খাটছে, পড়াশুনা করছে, কিছু না কিছু কাজ করছে। এ দেখে ভাবার কথা, কিছু একটা হিসেব আছে এদের। আর তুই এদিকে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখছিস না: আমি ডাক্তার! আর যদি বলি, কোথাকার ডাক্তার তুই? আমরা জানি আমরা কী, এটা শ্রম কলোনি। তা চোখেই দেখা যায়। কিন্তু কী করে বুঝব তুই ডাক্তার হবি?'

তখন গোধূলি, শোবার ঘরের ডিভানে তারা বসে। বাইরের উঠোনে আলো জ্বালানো হচ্ছে। ছেলেরা সব কোথায় যেন গেছে। মাঝে মাঝে শুধু করিডরে শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ। কে যেন ডেকে উঠল, 'সেভ্‌কা! সেভ্‌কা!'

খুব চুপচাপ হয়ে গেল। সাণ্ডোর কথা শুনে অবশ্য ইগর নিঃসন্দেহ হয়নি। কিন্তু তার সঙ্গে তর্ক করতে আর ইগরের ইচ্ছে হল না। বরং সরল সহজ একটা ইচ্ছে তার মধ্যে জেগে উঠল: চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী? বেশ, না হয় এই লোকগুলোর প্রতি খানিকটা আস্থাই নয় দেখানো যাক।

জরিনকে সে বলল, 'আমি এসব কথা বলছিলাম শুধু একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে। ভাবিস না আমি ভয়ানক এক আমলাতন্ত্রী। তুই কোথায় কাজ করিস?'

'সংযোজন কারখানায়।'

'কাজটা কী রকম, ইণ্টারেস্টিং?'

'না। ইণ্টারেস্টিং নয়।'

'তবেই দ্যাখ!'

'মানে তোকে শুধু ইণ্টারেস্টিং কাজই দিতে হবে, বটে? সঙ্গে সঙ্গে বেশ গান-বাজনাও চলবে তাই না? আর কাজটা যদি ইণ্টারেস্টিং না হয় তাহলে সেটা তুই করতে পারবি না, তাই না?'

'ইণ্টারেস্টিং নয় এমন কাজ করা?' জরিনের চোখের দিকে তাকিয়ে ইগর বলল। জরিনের চোখদুটো উত্তেজনায় চকচক করছে।

ইগর বলে চলল, 'ইণ্টারেস্টিং নয় এমন কিছু করা? তা কথাটা মন্দ নয় স্যার।'

২৪

পার্কের মেয়ে

সকালে ঘুম ভাঙাবার বিউগ্‌ল্‌ বাজলে জেগে ওঠার জন্য ইগরের কারুর সাহায্য দরকার হল না। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠতে তার ভালো লাগল। কিন্তু বিছানাটা গোছাতে গিয়ে দেখল সেটা তার ক্ষমতার বাইরে। অন্যান্য বিছানার দিকে সে চোখ রাখল, প্রত্যেকেই যা করছে ঠিক তাই করল। কিন্তু তাতে ফলটা দাঁড়াল খারাপ। উপরটা ঢিবলি পাকিয়ে গেল, মাঝের ভাঁজটা হয়ে গেল আঁকাবাঁকা আর কম্বলটা বেরিয়ে রইল বিছানা থেকে। ব্যাপার দেখে সাণ্টো তার ভাঁজ করা বিছানাটা ভেঙে দিল।

'দেখ কী করে করতে হয়।'

সাণ্টো নিপুণ করে কাজ করতে লাগল। তার কৌশলের প্রধান দিকগুলো ধরে ফেলল ইগর: সাণ্টো প্রথমে কম্বলটা দু-ভাঁজ করে বিছানায় রেখে সেটা বিছাল, ফলে ভাঁজটা হল একেবারে সোজা।

পদ্ধতিটা দেখে ইগর খুসি হল। বলল, 'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই।'

সে সকালে ইগরের মনটা বেজায় খুসি। অন্যদের সঙ্গে স্যালুট দিয়ে সেও অভিনন্দন জানাল ডিউটির কম্যাণ্ডারকে। আজকের ডিউটিতে আছে চতুর্থ দলের কম্যাণ্ডার, নাম আলিওশা জিরিয়ানস্কি। কলোনির সর্বত্র সে

বিখ্যাত। প্রায়ই তাকে ডাকা হয় 'রবেস্‌পিয়ের' বলে। দলের মনিটররা দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। পরিদর্শনের দশ মিনিট আগে নেস্তেরেঙ্কো নিজেই একটা ঝাড়ন নিয়ে ছবির কাঁচ পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

'আজ কে ডিউটিতে আছে মনে নেই?' মনিটর খারিতন সাভচেংকোকে সে ধমকে উঠল।

উৎকণ্ঠিত খারিতন তাড়াতাড়ি দেখে নিল আলমারিগুলোর মধ্যে আর তোশকগুলোর নীচটা। সবাই সারবন্দী হয়ে দাঁড়াতেই নেস্তেরেঙ্কো প্রশ্ন করল:

'আর নখ, নখ কেটেছ সবাই?'

'কাঁচিটা কোন চুলোয়?' নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল।

'পরিদর্শনের জন্যে যখন বিউগ্‌ল্‌ বাজছে তখন কাঁচি খুঁজলেই হয়েছে আর কি,' রেগে গরগর করে উঠল নেস্তেরেঙ্কো। 'চোর্নিয়াভিন, তোর নখগুলোর কী অবস্থা?'

'মনে হচ্ছে ঠিকই আছে...'

'মনে হলে হবে না। গন্তার, কাঁচিটা ওকে দে। এই! দ্যাখ দেখি কোথায় কাটছিস। এই সেরেছে! মিশা, কী করছিস তুই!'

কিন্তু ইতিমধ্যেই পরিদর্শন দল ভেতরে এসে গেছে। নেস্তেরেংকো কম্যাণ্ড হাঁকল।

জিরিয়ানস্কির বয়স প্রায় ষোল, লম্বায় মাঝামাঝি, বলিষ্ঠ গঠন। সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তার ধূসর চোখদুটো। সে চোখ তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিতে ভরা, কিন্তু ফুর্তির অভাব নেই। ভুরুদুটো ছোটো আর সোজা, নাকের উপরের কাছে ঘন হয়ে উঠেছে।

দলের সবাইকে অভিবাদন করতে করতেই জিরিয়ানস্কি সবকিছু দেখে নিল, যদিও তার হাবভাব থেকে সেটা বোঝা গেল না। নেস্তেরেঙ্কোর রিপোর্ট শোনার সময় তার চোখের দিকে সে চাইল খুসির মেজাজেই। ঘরখানার মধ্যে সে ঘুরে বেড়াল না বা কোনো কিছু খুঁটিয়েও দেখল না। কিন্তু যাবার আগে তার ডিউটির সঙ্গীর দিকে তাকাল। এটি 'স্বাস্থ্য কমিশনের' লাজুক একটি মেয়ে।

'রিপোর্টে লিখো এই দলের ঘরখানা নোংরা,' মেয়েটিকে সে বলল।

'সে কি, আলিওশা, "নোংরা" মানে?' নেস্তেরেঙ্কো প্রশ্ন করল।

'তাহলে এটা কী? প্রথমে মেঝে পালিশ করে তারপর কাটা নখ ফেলা হল! ময়লা বলবি না একে?'

নেস্তেরেঙ্কো চুপ করে রইল।

'ভাসিয়া, এ তো তুই ভালো করেই জানিস, কম্যান্ডার আসবে বলেই যে ছিমছাম হতে হবে তার কোনো মানে হয় না,' দরজা থেকে জিরিয়ানস্কি বলল। 'আর, ভালো কথা, তোর দলের নতুন ছেলেটি নখ কাটেনি। স্যালুট করার সময় তার নখটা দেখাচ্ছিল যেন নেকড়ের মতো।'

পরিদর্শনের পর নেস্তেরেঙ্কো উঠল বেজায় হতাশ হয়ে।

'ধুত্তোর! সব নোংরা ভূতের দল!' ক্রমাগত সে বলে চলল। 'এসব তোর জন্যে, মিশা। ছেলে প্রেমে পড়েছে, এদিকে নখ দেখ। তার ওপর সব মেঝের ওপর ফেললি কী বলে? জাখারভ যদি রিপোর্ট দেখে এমনি ছেড়ে দেন তো ভাগ্য। কিন্তু যদি সাধারণ সভায় পেশ করেন তাহলে?'

উত্তরে মিশা গন্তার কিছুই বলল না। উবু হয়ে বসে সে মেঝে থেকে তার নখের টুকরোগুলো তুলে নিল।

'তা যদি হয় তাহলে সোজা আমি সভায় বলব: দোষটা আমাদের প্রেমিকবর মিশা গন্তারের। ঠিক বলব। এ রকম আর একটা নোংরামি দেখলে জাখারভকে বলব তোকে তিন ঘণ্টার জন্যে গ্রেপ্তার করতে। তাছাড়া অক্সানাকেও বলে দেব সব কথা যাতে সেও জানে।'

তা সত্ত্বেও কম্যান্ডারকে গন্তার কিছু বলল না। বন্ধুদের সামনে এ অবস্থায় পড়ে এমনিতেই তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। নেস্তেরেঙ্কো তাকে ছেড়ে ইগরের দিকে ফিরল।

'তুই সংযোজন কারখানায় কাজ করতে যাবি, নাকি এখনো গায়ে ফু দিয়ে বেড়াবি?' ক্লান্ত অসন্তুষ্ট সরে সে প্রশ্ন করল।

অন্তত এ ব্যাপারটিতে কম্যান্ডারকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পেরে ইগর খুসিই হল। বলল:

'বেশ, যাব।'

দুপুরের খাবারের পর দ্বিতীয় শিফটে কারখানায় ইগরের কাজ শুরু করার কথা। সেটা তার পছন্দসই। তার মানে কাজের জীবনের সঙ্গে পরিচয়টা খানিকক্ষণের জন্য অন্তত স্থগিত থাকছে। প্রাতরাশের পর সে স্থির করল পার্কে বেড়াবে, সাঁতরাবে। কিন্তু প্রথম পথে পা দিতেই দেখা হয়ে গেল একটি অপরূপ মেয়ের সঙ্গে।

এর আগেই 'স্বাধীন জীবনে' মেয়েদের কাছে প্রিয় হবার চেষ্টা ইগর করেছে। তার জন্য নানা উপায়ও অবলম্বন করেছে সে। টেরি কেটেছে, বোতাম ঘরে ফুল গ‍ুঁজেছে, ব‍ুদ্ধিমানের মতো মন্তব্য করেছে। কিন্তু বিশেষ করে কৌত‍ূহলী হবার মতো কোনো মেয়ের দেখা কখনো পায়নি। খাঁটি জেণ্টলম্যানের মতো র‍ূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি যোগ্য সৌজন্য প্রদর্শনে সে অভ্যস্ত, এমন কি এ বিষয়ে নিজেকে সে মনে করত বেশ ওস্তাদ। কিন্তু স‍ুন্দরীটি চোখের আড়াল হতেই তার কথা আর মনে থাকত না তার। তাই প্রতিটি নতুন মেয়ের প্রতিই তার ছিল ডন জ‍ুয়ানের মতো এক অবাধ, অসঙ্কোচ কৌত‍ূহল।

সেই মনোভাব নিয়েই পার্কের মেয়েটির কাছে সে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মানতে হল মেয়েটি অপ‍ূর্ব। প্রসঙ্গত, অর্থবোধক গ‍ুণের দর‍ুন এই কথাটাকে ইগর অত্যন্ত ম‍ূল্যবান বলে মনে করত, যদিও সে নিজের কাছেই অস্বীকার করতে চাইত যে, কথাটা সে শিখেছে তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবা সব সময়েই বলে থাকেন, 'অপ‍ূর্ব মান‍ুষ!' 'অপ‍ূর্ব মেয়ে!' 'অপ‍ূর্ব আইডিয়া!'

পার্কের পথ ধরে যে মেয়েটি আসছিল তাকে ইগরের 'অপ‍ূর্ব' বলে মনে হল। মেয়েটির পোষাক অত্যন্ত গরিব ধরনের আর কুশ্রী, এতে যেন তার সৌন্দর্য আরো বেশী করেই চোখে পড়ে। স্পষ্টই বোঝা গেল সে কলোনির মেয়ে নয়। কারণ কলোনির বাসিন্দারা সব সময়েই ফিটফাট। মেয়েটির ম‍ুখ খানিকটা তামাটে রঙের, গালে অস্বাভাবিক একটা গাঢ় গোলাপী ছোপ। সেটা আশ্চর্য মস‍ৃণভাবে ছড়িয়ে গেছে সারা ম‍ুখে, কোথাও এতোটুকু বদলায়নি। ম‍ুখটা চকচক করছে না। একটি আঁচড়ের দাগ বা ব্রণ নেই। এ ধরনের নিষ্কলঙ্ক ম‍ুখ সচরাচর দেখা যায় না। তার চোখদ‍ুটো বড় বড়, গাঢ় বাদামী রঙের। চোখের শাদা অংশে নীলাভা। পাতলা কালো ভুর‍ুর তলায় সে চোখের একাগ্র দ‍ৃষ্টিটা সামান্য বিহ‍্বল। তার বিন‍ুনি বাঁধা চুলের রঙটা কালচে, থেকে থেকে বাদামী ঝলক দিচ্ছে; কপালের কাছে অবাধ্য হয়ে উঠেছে কুন্তল। এক কথায় মেয়েটি সত্যিই অপ‍ূর্ব।

ইগর থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

'লেডি, এ রকম স‍ুন্দর চোখ কোথা থেকে পেলে?' অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করল।

মেয়েটি থেমে গিয়ে পথের এক পাশে সরে দাঁড়াল। ম‍ুখের উপর একটি হাত তুলে বলল:

'কীসের চোখ?'

'তোমার চোখ আশ্চর্য!'

এখন সে চোখে ফুটে উঠল রাগ। আরক্ত মুখটা নামিয়ে মেয়েটি তাড়াতাড়ি পথ থেকে ঘাসে নামল।

'লেডি, বিশ্বাস কর আমি কামড়াই না।'

মেয়েটি আবার থেমে তার দিকে তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল।

'নিজের চরখায় তেল দাও। যে পথে যাচ্ছ যাও!'

'কিন্তু যাবার আমার বিশেষ কোনো পথ নেই। তোমার নাম কী?'

মেয়েটির পা খালি। এ পা থেকে ও পায়ে ভর দিয়ে মৃদু হাসল সে।

'তুমি কি কলোনিবাসী?'

'হ্যাঁ।'

'অদ্ভুত যা হোক!'

উপহাসের অকপট উৎসাহেই কথাগুলো বলল মেয়েটি। ইগরের দিকে আর একবার আড়চোখে তাকাল। তারপর দ্রুত পাশ কাটিয়ে ঘাসের উপর দিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয় বার ঘাড় ফিরিয়েও তাকাল না।

২৫

চেয়ারের জোড়

ফোরম্যানের নাম শ্তেভেল। লোকটি হৃষ্টপুষ্ট, গাল গোলাপী। গোলগোল চোখে ইগরের দিকে সে তাকাল মন দিয়ে:

'কখনো কাজ করিসনি?'

'কখনো না,' বলল ইগর।

'সবে হাতে খড়ি?'

'হ্যাঁ, হাতে খড়ি।'

'বাড়িতে... মেঝে টেজেও ঝাঁট দিসনি।'

'না, কখনো দিইনি।'

'বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই তাহলে। তা কী আর করা। শুরু করা যাক। তোকে প্রথমে আমি চেয়ারের জোড় ঘষার কাজ দেব। কাজটা হালকা।'

'চেয়ারের জোড়! সে আবার কী?'

ফোরম্যান পা দিয়ে একটা তৈরী চেয়ার দেখাল।

'এইটা জোড়, দেখছিস? ঘষামাজা না করেই বানানো। খোঁচখাঁচগুলো সব বেরিয়ে আছে। তাই খারাপ দেখাচ্ছে। এখার তুই ওগুলোকে ঘষে সাফ করবি। তাহলে বাহার খুলবে চেয়ারটার। ওরা সবকিছু পরিষ্কার করে ঘষেছে, কিন্তু জোড়ের বেলায় ভেবেছে, ওতে আর কি, চলে যাবে।'

বকবক করলেও ফোরম্যান কাজের লোক। কথা বলার সময় তার হাতদুটো ছিল ব্যস্ত। ইগরের সামনে টেবিলের উপর জমে উঠল এক গাদা চেয়ারের জোড়, একটা উখো আর কতকগুলো শিরিষ কাগজ। বক্তৃতা শেষ করে শ্তেভেল একটা চেয়ারের জোড়ের উপর উখো চালাল, শিরিষ কাগজ ঘষল, তারপর হাতের তালু দিয়ে ছুঁয়ে সেটার দিকে অনুমোদনের দৃষ্টিতে তাকাল।

'দেখলি কেমন দাঁড়াল! হাত দিয়েও আরাম। এবার নে, লেগে পড়!'

এ সব যখন চলছিল তখন ইগর শুনতে শুনতেই তাকিয়ে দেখছিল ফোরম্যান, চেয়ারের জোড় আর যন্ত্রপাতি — সবকিছুর দিকে। তার চাউনির মধ্যে সকৌতুক কৌতূহল। তারপর শ্তেভেল সহৃদয়ভাবে পিঠ চাপড়ে চলে গেলে সে একটা চেয়ারের জোড় তুলে নিয়ে তার উপর উখো চালাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই কাজটার বিরক্তিকর দিকটা প্রকট হয়ে উঠল, কারণ চেয়ারের জোড়টা তার হাত ফস্কে গেল আর উখোর শক্ত ধারাল পাশটায় ঘষটা লাগল তার আঙুলে। দুটো আঙুল ছড়ে রক্ত ফুটে উঠল। কাছেই সে শুনল এক চেনা গলা, হালকা সুরে মন্তব্য হল:

'শুরুটা ভালোই হয়েছে, কমরেড।'

ইগর ঘুরে দাঁড়াল। স্বরটা যে তার চেনা মনে হয়েছিল সেটা অকারণে নয়। কথা বলছিল সেরেদিন, নেস্তেরেঙ্কো যাকে বলেছিল ফুলবাবু। অন্য ঘরে থাকলেও সে অষ্টম দলে। তার মুখটা মসৃণ, মাথা সামান্য পিছনে হেলিয়ে রাখে। তার হাতে চেয়ারের পিঠের জন্য কয়েকটা পাতলা পেনেল। একটা রুলারে জড়ানো শিরিষ কাগজ ঘষতে ঘষতে সেগুলোকে সে পালিশ করছে সযত্নে। ইগর ভালো করে তাকাতে না তাকাতেই সেগুলো গিয়ে পড়ল এক গাদা তৈরী খণ্ডের উপর আর সেরেদিন মুঠো করে ধরল আরো কতকগুলো।

'আলমারি থেকে আইয়োডিন বার করে নে,' মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে সেরেদিন বলল। 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। সবাইকার হাতে খড়ি এইভাবেই হয়।'

ইগর আলমারির কাছে গিয়ে দেখল খানিকটা ব্যাণ্ডেজের কাপড় আর এক বোতল আইয়োডিন। ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোয় আইয়োডিন লাগিয়ে সেরেদিনকে সে বলল ব্যাণ্ডেজ করে দিতে।

সেরেদিন বলল, 'ব্যাণ্ডেজ করে কী হবে? এ সব নিয়ে এসেছিস কেন? ডাক্তার ডাকতে চাস নাকি?'

'রক্ত পড়ছে যে।'

'রক্ত পড়ে মরবি না! আইয়োডিন দিয়েছিস তো, তাইতেই যথেষ্ট। রক্ত কোথায়, ওতো একআধ ফোঁটা।'

এ নিয়ে ইগর তর্ক করল না। ব্যাণ্ডেজের কাপড়টা তুলে রাখল আলমারিতে। কিন্তু আঙুলগুলো তার জ্বলছে। আর একটা চেয়ারের জোড় তুলতে তার ভয় হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু একটা চেয়ারের জোড় তুলে ধরে তার উপর উখো চালাল। হঠাৎ সে রেগে উঠে সবকিছু ফেলে টেবিলের দিকে পিছন ফিরে কারখানার চারদিকে তাকাতে লাগল।

আসলে সেটাকে কারখানা বলাই যায় না। যেটা মেসিন বিভাগ, সেখানে শুধু কতকগুলো ভাঙা প্লাইউড কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। যন্ত্রগুলো চলার তালে তালে সেগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। সংযোজন কারখানার মূল অংশটা ঐটে। কুড়ি জন ছেলের কাজ করার কথা, কিন্তু ওখানে জায়গা হয় মাত্র চার জনের। বাকীরা খোলা আকাশের তলায়। চত্বরের কিনারে কতকগুলো লম্বা পপলার গাছের লালচে চূড়ো থেকে তারা যৎসামান্য ছায়াই পেয়ে থাকে। খোলা জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি রয়েছে নানা আকার ও উচ্চতার কতকগুলো টেবিল। অসমান করে কাটা কাঠের টুকরো দিয়ে সেগুলো কোনো রকমে জুড়ে তোলা হয়েছে। কয়েকটি ছেলে মাটির উপরেই কাজ করছে। থেকে থেকে মেসিন বিভাগ থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল আলগা পার্টস নিয়ে আসছে একজন লম্বা শ্রমিক। কলোনির ছুতোরখানায় ওক কাঠের থিয়েটারের চেয়ার ছাড়া আর কিছুই তৈরী হয় না। মেসিন বিভাগের কাজ চেয়ারের পিঠ, বসার জায়গা, পায়া ও জোড় তৈরী করা। থিয়েটারের চেয়ারগুলো তিন তিনটে করে একসঙ্গে জোড়া। কিন্তু সেটা তৈরী করার আগে নানা অংশকে একত্র করতে হয় — যেমন চেয়ারের পায়া, বসার জায়গা, ইত্যাদি। এই সব সম্পূর্ণ করে জুড়ে তোলার ভার অভিজ্ঞতর ছেলেদের উপর। তাদের মধ্যে আছে সাপ্তো জরিন। তারা কাজ করছে বেশ ফুর্তি করে, কাঠের হাতুড়ি পিটছে। পাশে ক্রমশ জমে

উঠছে জুড়ে তোলা জিনিসগুলো। জরিনের কাছে দেখা যাচ্ছে ব্রয়ীচেয়ারের সম্পূর্ণ ফ্রেম। ইতিমধ্যেই তাতে পায়া লাগান হয়েছে, যদিও এখনো বসার জায়গা নেই। কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই করছে ইগরকে যে রকম কাজ দেওয়া হয়েছিল সেই রকম কাজ। খসখস, ঝনঝন, করকর শব্দ করে চলছে তাদের হাতের উখোগুলো।

কারখানার চারিদিকে ইগর তাকাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেরেদিন প্রশ্ন করল:

'কাজ করছিস না কেন? পছন্দ হচ্ছে না?'

ইগর চুপচাপ তার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে উখোটা তুলে নিল। হাতে নিয়ে সেটা তার ভারি বিশ্রী লাগল — ভারি, খরখরে, কাঠের গুঁড়ো আটকে রয়েছে। ধরে থাকাও কঠিন। ইগর সেটাকে পাশে নামিয়ে একটা জোড় তুলল। সেটা হাতে নিয়ে তার ভালো লাগল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেটা সে লাগল দেখতে। তার সব দোষগুলো লক্ষ্য করল — বন্ধুর উপরিভাগ, যে চোখা ধারগুলো কেটে মসৃণ করা উচিত ও যন্ত্র দিয়ে কাটায় যে প্রান্তগুলো এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেছে সেগুলো। উখো নেবার জন্য খালি হাতটা সে বাড়াল। কিন্তু সেই মুহূর্তে উড়ে এল একটা মৌমাছি। সত্যি বলতে কি, এখানে সংযোজন কারখানায় মৌমাছির করার কিছু নেই। ইগর তাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবল, এখানে আগমনের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করে মৌমাছিটা উড়ে যাবে। মৌমাছিটা কিন্তু উড়ে গেল না। কেবলি বেঞ্চির উপর বন বন করে ঘুরতে লাগল, ধাক্কা খেতে লাগল সবে কাটা ওক কাঠের টুকরোর সঙ্গে। তারপর শুকিয়ে ওঠা রক্ত ফোঁটার গন্ধে লুব্ধ হয়ে হঠাৎ এসে বসল ইগরের আহত হাতে। ভয়ে ইগর হিম হয়ে গেল। জোড়টা দিয়ে তাড়া দিতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেখল মৌমাছিটা উড়ে যাচ্ছে। লম্বা নিশ্বাস টেনে সে ঘুরে দাঁড়াল। তখনই শুধু লক্ষ্য করল তার গরম লাগছে, রোদ পড়েছে তার মাথায় আর ঘাড়টা উঠেছে ঘেমে। হঠাৎ বেশ ভারি আর রোঁয়া-ভরা কী একটা তার গরম চটচটে ঘাড়ে এসে বসল। খালি হাতটা নাড়াল ইগর আর একটা প্রকান্ড সবজেটে মাছি একেবারে তার মুখের উপর অভদ্রভাবে ভোঁ ভোঁ করতে করতে উড়ে গেল। উপরে তাকিয়ে সে দেখল, একটি নয়, একজোড়া মাছি তার দিকে বেহায়ার মতো তাকিয়ে আছে। ইগরও রেগে উঠল।

'ধ্যুত্তোরি সব!' ফেটে পড়ল সে, চোখে প্রায় জল এসে গেল, 'মাছি দেখ একবার!'

জরিন, সেরেদিন ও আরও কয়েকজন হেসে উঠল। মাথা পিছনে হেলিয়ে সেরেদিন হাসল ভালোমানুষের মতো। কিন্তু জরিন হেসে উঠল জোরে, চত্বর ফাটিয়ে বলল:

'কিছু না ইগর, কামড়ায় না!'

'ভেবেছে হয়ত একটা ঘোড়া,' অল্পবয়সী একজন ফোড়ন কাটল।

'চুলোয় যাক গে!' টেবিলের উপর জোড়টা ছুঁড়ে ফেলে ইগর বলল।

'কাজ করতে চাস না?' প্রশ্ন করল সেরেদিন।

'না, চাই না!'

জরিন হাতের কাজ নামিয়ে তার কাছে এল।

'চের্নিয়াভিন, কী হয়েছে?'

দারুণ রেগে ইগর মুখ ফেরাল জরিনের দিকে। চেঁচিয়ে উঠল:

'চুলোয় যাক গে। কী মানে এ সবের? যত সব জোড় আর উখো! এর সঙ্গে আমায় কেন? বলে আবার কারখানা! ভনভন করছে কুকুরের মতো ইয়া বড় বড় সব মাছি!'

আড়চোখে সে লক্ষ্য করল সেরেদিন কাজ করতে করতেই অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়াচ্ছে আর অন্যরা তার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে, কিন্তু মুখগুলো গম্ভীর।

সাঙ্গো বলল, 'বেশ! তোকে থাকার জন্যে আমরা জোর করব না। যাবি যা। এইটা বেরুবার রাস্তা।'

'যাবোই তো।'

কারুর দিকে না তাকিয়ে গাদা করা চেয়ারের অংশগুলো সে ডিঙিয়ে গেল। সাঙ্গো আরও কী যেন বলল। কিন্তু ইগর শুনতে পেল না। শুনতে না পাবার কারণ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য, সকালে পার্কে যে মেয়েটিকে দেখেছিল সেই মেয়েটি। কাঠের চাঁচুনি-ভরা এক চুপড়ির কাছে বসল সে, কিন্তু মুখ তুলল ইগরের দিকে। সুস্পষ্ট খোঁচা-দেওয়া একটা বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে সে মুখে।

২৬

দিনের হিরো

বাকী দিনটা কাটল কেমন গুমট, নীরস... এবং একলা একলা। গস্তার ঘটনাটা দেখেনি। তাহলেও রাতে খাবার ঘরে গলা ফাটিয়ে হাসতে হাসতে সে রসাল বর্ণনা দিচ্ছিল:

'বলে "কুকুরের মতো মাছি"।'

'বিদঘুটে ব্যাপার!' পরের টেবিল থেকে শোনা গেল একটি ছেলেমানুষী ভারিক্কি গলা। 'ও মাছি শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত!'

ও টেবিল থেকেও হাসির হররা উঠল।

জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে ইগর বসে ছিল দারুণ রেগে।

'তার মানে তুই কাজ করবি না?' নেস্তেরেঙ্কো জিগগেস করল।

'না, করব না।'

'আর কলোনিতে থাকবি?'

'আমি তো যেচে আসিনি, আমায় পাঠান হয়েছে।'

'বেড়ে বলেছিস!' গম্ভীরভাবে মাঝখান থেকে বলে উঠল জরিন। সবাই হাসি বন্ধ করল। ইগর লক্ষ্য করল কয়েক জন তার দিকে কৌতূহলীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নাকি, কে জানে, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। নিজের জন্য সে গর্ববোধ করল। তারপর দাঁড়িয়ে এমন জোরে জরিনকে বলল যাতে অন্যরাও শুনতে পায়:

'তবে শোন, তোদের ঐ জোড় পরিষ্কার করার জন্যে আমি জন্মাইনি।'

কথাগুলো বলে খাবার ঘর থেকে সে চলে গেল।

মনে মনে সে বেজায় খুসি হয়ে উঠল। তার মুখে আবার ফিরে এল সেই স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয়ের ভাব, কুটিল হাসি ফুটিয়ে তোলার ঝোঁক। আপনা থেকেই তার চোখদুটো উঠল কুঁচকে। 'শোবার সময়ের' সঙ্কেত দেবার আগে সে পার্কে গেল বেড়াতে। দেখল ভলিবল খেলা। দর্শকদের মধ্যে সে লক্ষ্য করল এক দল মেয়েকে। তাদের মধ্যে রয়েছে একটি মেয়ে যার মুখখানা গোলগাল, ছুলিতে ভরা আর ভারি মিষ্টি। ক্লাভা কার্শিরিনার পাশে সে দাঁড়িয়ে। ইগরের দিকে তাকিয়ে, মৃদু হেসে সঙ্গিনীকে সে কী যেন ফিসফিস করে বলল। তার কোঁকড়া চুলের রঙ উজ্জ্বল বাদামী। ইগর কাছে যেতে সে জিজ্ঞেস করল:

‘তুমিই চের্নিয়াভিন, তাই না? ভলিবল খেলতে জান?’

‘হ্যাঁ, জানি।’

‘কিন্তু মাছির ভয় পাবে না তো?’

মেয়েরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। শুধু ক্লাভা তার দিকে তাকাল অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে। এই অপ্রসন্ন ভাবটা সে প্রকাশ করল তার চমৎকার ঠোঁটদুটি চেপে। ইগর কিন্তু চটল না।

‘মাছির জ্বালা শুধু তোমাদের সংযোজন কারখানাতে। দরকারী কাজে বাধা দেয়। ওখানে জোড় পরিষ্কার করার কথা, মাছিগুলোর কী কাজ সেখানে?’

‘কটা জোড় পরিষ্কার করেছ?’

মেয়েরা এখন চুপ করে রয়েছে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় ইগরের উত্তর শুনে আরও জোরে সকৌতুকে হাসার জন্য তারা রয়েছে অপেক্ষা করে। তাদের ফুর্তি জোগাতে ইগরের ইচ্ছে হল না। বলল:

‘একদম বাজে কাজ আমি করতে চাইনি। ও সব পায়া ফায়া পরিষ্কার করার জন্যে ঢের লোক পাওয়া যাবে।’

‘তাহলে কী করবে তুমি?’

বাদামী চুল মেয়েটি সুন্দর ভরাট গলায় প্রশ্ন করে শান্ত মৃদু হাসল। তার স্বরে বিদ্রূপের ছিঁটেফোঁটা নেই। অন্য কেউও হাসল না। নিজের সাফল্যে ইগর খুসি হল: হ্যাঁ শ্রদ্ধা আদায় করতে পারে সে। প্রশ্নটার উপযুক্ত উত্তর দেবার চেষ্টা সে করল গম্ভীরভাবে:

‘দেখা যাক, কাজ একটা মিলবে।’

কথাটায় সে যা চেয়েছিল সেই রকমই ফল হল। মেয়েরা তার দিকে তাকাল সসম্ভ্রমে। কিন্তু ক্লাভা মুখ ফিরিয়ে নিল।

‘কাজ তোমার আগেই জুটে গেছে — ভাঁড়ের কাজ,’ হঠাৎ সে বলে উঠল।

কথাটা শুনে মেয়েরা হাসিতে এমন ফেটে পড়ল যে তাদের চোখে জল এসে গেল। তাদের কাছ থেকে তাই সরে গিয়ে ভলিবল খেলার দিকে মন দিতে হল ইগরকে। মোটামুটি এই কথা কাটাকাটিতে সে ঘাবড়ায়নি। ক্লাভা কাশিরিনা তো তাদের কম্যান্ডার, সে তাকে ভাঁড় বললে তারা তো হাসবেই। কিন্তু অন্য মেয়েটি, যার বাদামী চুল, সে মেয়েটি বিশেষ হাসেনি। কে মেয়েটি?

‘ওই বাদামী চুল মেয়েটি কে?’ রগভ তার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। তাকে সে প্রশ্ন করল।

'বাদামী চুল ও তো লিদা! লিদা তালিকভা, একাদশ দলের কম্যান্ডার।'

'আরে! সে-ও তাহলে কম্যান্ডার, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ হাসেনি!'

ছেলেরা সবাই শোবার ঘরে জমায়েত হলে কারখানার ঘটনাটার কথা কেউ তাকে মনে করিয়ে না দেওয়ায় ইগর খুসি ও অবাক হল। প্রত্যেকেই এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন দলে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। নিজের নিজের কাজ নিয়েই তারা ব্যস্ত। কেউ লাগল লিখতে, কেউ পড়তে। ডিভানে জরিন আর মিশা গস্তার দাবা খেলছিল। নেস্তেরেঙ্কো মেঝেয় একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে অদ্ভুত একটা যন্ত্র খুলতে শুরু করল, তার মধ্যে রাশি রাশি স্প্রিঙ আর চাকা। ইগর একলা ঘরে পায়চারি করতে লাগল। যন্ত্রটা কী জিজ্ঞেস করতে ভারি লজ্জা হল তার। বাইরের উঠোনে শোনা গেল সংক্ষিপ্ত বিউগ্‌লের ডাক। অবাক হয়ে নেস্তেরেঙ্কো মাথা তুলল।

'এর মধ্যেই রিপোর্ট করার সময় হয়ে গেল? আর পারা যায় না! আলেক্সান্দ্র, তুই গিয়ে রিপোর্ট দে। আমার হাত জোড়া...'

নোংরা আঙুলগুলো সে তুলে ধরল। সহকারী কম্যান্ডার আলেক্সান্দ্র ওস্তাপ্‌চিন আয়না থেকে মুখ ঘুরিয়ে তার সুন্দর চোখদুটো ঘরময় বুলিয়ে নিল।

'বেশ চালাক আমাদের কম্যান্ডারটি! তার মানে মিশার নখের ব্যাপারে আলেক্সেইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমায়!'

চারিদিকে সবাই মৃদু হাসল। গম্ভীরভাবে নেস্তেরেঙ্কো বলল:

'বলতে হয় বলবি। বলিস, বাবুটির সময় হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া কথা বলতে তো তুই ভালোবাসিস... ওকালতির খানিকটা তালিম হবে তোর। আর গস্তার যদি ধমক খায়, ইয়ে... তাতে কিছু যায় আসে না।'

কটমট করে তাকাল সে গস্তারের দিকে। গস্তার কাতরে উঠে বিরক্তি প্রকাশ করে ঘাড়ে চাপড় মারল।

আয়নায় আর একবার ওস্তাপ্‌চিন নিজেকে দেখে ছুটে বেরুল ঘর থেকে।

'কমরেড নেস্তেরেঙ্কো, ব্যাপারটা কী?' প্রশ্ন করল ইগর।

নেস্তেরেঙ্কো মাথা তুলে ইগরের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে এমনভাবে হাত নাড়াল যার একটিমাত্র মানে হতে পারে: আমাকে জ্বালিও না!

ইগর গেল দাবা খেলোয়াড়দের কাছে। গস্তারের হাত তখনও ঘাড়ে।

ইগরকে সে লক্ষ্যই করল না। একটা চাল দিতে দিতে সে জরিনকে নীচু গলায় বলল:

'তোর কী মনে হয় আলেক্সেই আমায় ডেকে পাঠাবেন?'

'তোকে?'

'হ্যাঁ, মানে জিরিয়ানস্কির রিপোর্টের জন্যে।'

ঘোড়াটা চালতে চালতে জরিন বলল, 'ওঃ, ও জন্যে! আমার তা মনে হয় না। এ রকম তুচ্ছ ব্যাপারের জন্যে আলেক্সেই কখনো কাউকে ডেকে পাঠান না।'

'কিন্তু যদি ডেকে পাঠান, তাহলে?'

'কক্ষনো পাঠাবেন না। কিন্তু যা বলবার ওস্তাপ্‌চিনকে বলে দেবেন। যদি কারুর ডাক পড়ে তাহলে ডাক পড়বে এই কুঁড়েটার।'

জরিন মাথা নাড়িয়ে ইগরকে দেখিয়ে দিল। গস্তার ঘাড় থেকে হাত সরিয়ে ইগরকে সামান্য ঠেলে দিল।

'সরে দাঁড়া, আলো আটকাচ্ছিস।'

জরিনের কথাটা শুনে ইগরের কৌতূহল জেগে উঠল।

'আমাকে ডেকে পাঠাবেন? যো হুকুম! ভয়েই আমি মরলাম তাহলে সিনর।'

বুক ফুলিয়ে ইগর তাদের দিকে তাকাল। কিন্তু কেউই ভ্রূক্ষেপ করল না।

পাঁচ মিনিট পরে ওস্তাপ্‌চিন ফিরল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে। তার মুখ লাল, স্পষ্টই অত্যন্ত বিচলিত।

'এক ঘণ্টার জন্যে আটক,' সবাইকার দিকে ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল।

গস্তার নিজের দিকে বুড়ো আঙুল দেখাল।

'কাকে, আমায়?'

'না, আমায়!' একই রকম ভঙ্গী করে ওস্তাপ্‌চিন উত্তর দিল।

'তোকে!' সবাই লাফিয়ে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাল অবাক হয়ে। এমন কি খারিতন সাভচেঙ্কোর উপরেও প্রতিক্রিয়া হল, সচকিত হয়ে উঠল সে।

'তোকে? এই সেরেছে! ও-ও!' মেঝেয় যেখানে বসেছিল সেখান থেকে চিৎপাত হয়ে গড়িয়ে শূন্যে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নেস্তেরেঙ্কো সজোর হাসিতে

ফেটে পড়ল। ভীরুভাবে হাসতে হাসতে গন্তার আবার ঘাড়ে হাত দিল। সবচেয়ে খুসি হল জরিন। লাফিয়ে উঠে সে ওস্তাপ্‌চিনের হাতটা চেপে ধরল।

'নখগুলোর জন্যে?' প্রশ্ন করল সে।

'নিশ্চয়ই! হতভাগা "রবেসপিয়েরে" রিপোর্ট করেই তৃপ্ত পায়নি, খুঁটিনাটি সব বর্ণনাও দিয়েছে। আমি বললাম, "আলেক্সেই স্তেপানভিচ, গন্তারকে খুব ধমকে দেওয়া উচিত।" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমাদের সবাইকে ধমকানো আমার কাজ নয়। চের্নিয়াভিনের বেলা আলাদা কথা। মাত্র গতকাল ও এসেছে। কিন্তু গন্তার আমাদের সঙ্গে রয়েছে পাঁচ বছর।" তাঁকে বললাম, "জিরিয়ানস্কি বড়ো খুঁত ধরে।" তাতেই ফ্যাসাদ বাধল। বললেন, প্রথমত, রিপোর্ট দেবার সময় তর্ক করা বেআইনী; দ্বিতীয়ত, অষ্টম দলের যে রিপোর্ট দিয়েছ তাতে উল্লেখ করেছ গন্তারের অপরিচ্ছন্নতার কথা। রিপোর্টের সময় বেঠিক আচরণ আর দলের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতার জন্যে — এক ঘণ্টা আটক।'

সবাই তার দিকে চুপচাপ হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

'আর তুই কৈফিয়ৎ দিলি না কিছু?' অবাক হয়ে ইগর প্রশ্ন করল। নিজের দুর্ভাবনার কথা সে একেবারে ভুলে গেছে।

সব চোখ তার উপর এমন ভাবে পড়ল যেন সে একটা বিরক্তিকর উৎপাত। ওস্তাপ্‌চিন কিন্তু তার প্রশ্নটা উপেক্ষা করল না।

বলল, 'নিশ্চয়ই, কৈফিয়তে বললাম "ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর, এক ঘণ্টা আটক"।'

আবার নেস্তেরেঙ্কো দমকা হাসিতে ফেটে পড়ল:

'বাহবা! ভাগ্যি পাঠিয়েছিলাম তোকে।'

'ভবিষ্যতে আর কখনো যাচ্ছি না...'

'দেখব কেমন না যাস,' সহৃদয় হুমকির সুরে ফুর্তি করে উত্তর দিল নেস্তেরেঙ্কো। 'নিজের দোষেই পেয়েছিস, আমার দোষে নয়। কেবলি বকবক করা স্বভাব, রিপোর্টের সময়েও বকবক। ডিউটির কম্যান্ডার ভারি খুঁত ধরে, একথা বলা যায় কখনো? ভাবো একবার! এতো সহজে পার পেয়ে গেছিস দেখেই বরং অবাক হবার কথা। আলেক্সেইয়ের মেজাজ নিশ্চয়ই আজ খুসি ছিল।'

ইগর হঠাৎ চটে উঠল। ওরা বলতে চায় কী? জলের মতোই এটা

পরিষ্কার যে বিনা দোষে ওস্তাপ্‌চিনকে এক ঘণ্টা আটকের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আর এদিকে আসল যে দোষী মিশা গন্তার তার গায়ে আঁচড়টি লাগল না। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপারে তার রাগ হল: কেন এরা সবাই, এমন কি আলেক্সেই স্তেপানভিচ পর্যন্ত, গন্তারের কাটা নখের মতো তুচ্ছ জিনিসের উপর অমন মনোযোগ দিচ্ছে, কিন্তু ইগর চের্নিয়াভিন যে সবাইকার সামনে বুক ফুলিয়ে কাজ করতে অস্বীকার করল, এর উপর এতোটুকু মনোযোগ দিচ্ছে না কেউ।

শোবার জন্য সবাই যখন তৈরী, জিরিয়ানস্কি ঘরে এল। আস্তিনে তখন আর সে ফিতেটা পরে নেই। সবাই তার দিকে সোল্লাসে তাকাল, ভিড় করে এল। ডিভানে সে ধপ করে বসে পড়ে বলল:

'আলেক্সান্দ্রের খুব শিক্ষা হয়েছে! আমি একেবারে নিশ্চয় করে বলতে পারি আলেক্সেই নিজের আপিসে বসে এখন হাসছেন। কী রিপোর্টই না দিল আলেক্সান্দ্র ওস্তাপ্‌চিন! তবে এও বলি, রিপোর্ট সে দেয় চমৎকার, সবার চেয়ে ভাল।'

ইগর সম্বন্ধে জিরিয়ানস্কি একটি কথাও বলল না, তার মনেও যেন পড়ল না সে এই ঘরেই রয়েছে আর সেদিন বুক ফুলিয়ে সে কারখানায় কাজ করতে করেছে অস্বীকার।

২৭

জবাবদিহি চাই

পরের দিন সকাল-সকাল ইগর উঠল। বিছানা করতে গেল তার অনেক সময়। গত সন্ধেয় সে জিগগেস করতে ভুলে গিয়েছিল কে সেদিন ডিউটিতে থাকবে। নইলে আরও খানিক ঘুমত। সে চায় না আবার কোনো 'লেডি' তাকে বিছানায় দেখে। দেখা গেল সে ভালোই করেছে। কারণ পরিদর্শনে এলেন স্বয়ং জাখারভ, সঙ্গে ডিউটির কম্যাণ্ডার লিদা তালিকভা। জাখারভের পরনে শাদা রুশী কামিজ, ভারি খোশমেজাজ।

'নমস্কার!' যে-কোনো কম্যাণ্ডারের মতোই হাত তুলে তিনি বললেন।

ইগরের মনে হল অন্যান্য কম্যাণ্ডারদের নমস্কারের জবাব যেভাবে দেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক বেশী সৌহার্দ্য আর প্রীতি দেখা গেল জবাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে বোঝা গেল জাখারভকে বেশ ভয়ও করে ছেলেরা। ঘর তিনি

পরিদর্শন করলেন খুঁতখুঁতে ভাব না দেখিয়ে। 'স্বাস্থ্য কমিশনের' ছোট্টখাট্ট চটপটে প্রতিনিধিটির উপর রইল গুপ্ত জায়গাগুলোয় উঁকি মারার ভার। তাহলেও গস্তারকে কিন্তু আঙুলের নখ দেখাতে তিনি বললেন। ওস্তাপ্‌চিনের মুখটা খুসিতে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু জাখারভ তা লক্ষ্য করলেন না। ইগরের পাশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন কোনো রকম ভ্রূক্ষেপ না করে।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আজ কী ফিল্ম দেখানো হবে?' নেস্তেরেঙ্কো প্রশ্ন করল।

'শুনছিলাম "যুদ্ধ-জাহাজ পতিওমকিন"। লিদা, রিলগুলো আনতে ওরা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

চলে যাবার ঠিক আগে জাখারভ ইলেকট্রিক আলোটার দিকে চাইলেন। সমস্বরে প্রতিবাদ উঠল:

'ও অমনি দাগ ধরা! কাচটাই অমনি! কতবার বলেছি কিন্তু কেউই বদলে দেয় না!'

'এতো হৈচৈ কেন?' দরজা থেকে জাখারভ প্রশ্ন করলেন।

'আপনি আলোটার দিকে দেখছিলেন যে।'

'আমি যাই দেখি না কেন, তাই বলে চেঁচাতে হবে?'

'আপনার চাউনির ধরনটা যে আমরা ভালো করেই জানি!'

ইগর প্রাতরাশ খেতে গেল। পথে কেউই তাকে একটি কথাও বলল না। টেবিলের সামনে বসে কী একটা বিষয় মনে পড়ায় জরিন আর গস্তার চেঁচিয়ে আলোচনা জুড়ে দিল। ঘরের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে নেস্তেরেঙ্কো চুপচাপ খেয়ে চলল।

প্রতি শিফটে খাবার ঘরে এক শ' জন করে খায়। বসে তারা শাদা টেবিলক্লথ বিছানো ছোটো ছোটো টেবিল ঘিরে। সত্যি বলতে কি তাদের সবাইকেই ইগরের খুব ভালো লাগল। কলোনিতে মাত্র চার দিন কাটান সত্ত্বেও এর মধ্যেই অনেক বাসিন্দাকে সে চিনে ফেলেছে। 'স্বাস্থ্য কমিশনের' ছেলেমেয়েদের সে জানে। তাদের সবাইকে প্রায় একই রকম দেখতে, সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কড়া; অধিকাংশেরই বয়েস চোদ্দ পনের। অন্যান্য মুখও তার চেনা হয়ে গেছে। প্রতি মুখের মধ্যেই ইগর অচেতনভাবে আবিষ্কার করে চরিত্রের দুটি দিক, দুটি ধারা। প্রত্যেকটি মুখেই নিজের মতো একটা ছেলেমানুষী ভাব যেটাকে কী বলা যায় ইগর জানে না। কিন্তু স্পষ্টই তার

মধ্যে ফুটে ওঠে কর্মশক্তি, উদ্যম, দুষ্টুমি আর লড়াকু মেজাজ; চোখের দৃষ্টি স্বাধীন, ধূর্ত, দক্ষ আর তীক্ষ্ন — এড়ানো যায় না। এ ধরনের মুখ আর হাবভাব ইগরের মোটামুটি চেনা, ভালো লাগে তার। অন্য দিকে আবার কলোনির সব বাসিন্দাদের মধ্যেই চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য স্পষ্টই সে বুঝতে পারে। এগুলোও সে বোঝে সম্পূর্ণ অচেতনভাবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ করে যে কলোনি থেকেই গজিয়েছে সে কথা মানতে তার মন চায় না, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলো আগে কখনো কোথাও সে লক্ষ্য করেনি। এগুলো তার মন টানে, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার জাগিয়ে তোলে অস্পষ্ট একটা প্রতিবাদের ভাব।

তাকে মানতেই হল যে খাবার ঘরে যারা বসে, তারা সবাই একই মিলমিশ পরিবারের লোক, একই সূত্রে বাঁধা, দলবদ্ধতার জন্য গর্বিত। ইগরের বিশেষ করে ভালো লেগেছে এই চারদিনের মধ্যে একটিও মারপিট ঝগড়াঝাঁটি সে লক্ষ্য করেনি, এমন কি উল্লেখযোগ্য কোনো মনান্তরও না। লক্ষ্য করেনি উল্লেখযোগ্য একটিও ক্রুদ্ধ বা ঝগড়াটে গলার স্বর। প্রথমে সে ভেবেছিল এর কারণ তারা জাখারভ বা কম্যাণ্ডারদের ভয় করে। হয়তো তাই, কিন্তু কী কারণে যেন তাদের ভয়টা চোখে পড়ে না। এ-কথা সত্যি ডিউটির আর দলের কম্যাণ্ডাররা আদেশ দেয় নিশ্চিত প্রত্যয়ে, সে আদেশ যে পালন করা হবে সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ তাদের নেই। তারা কথা বলে সত্যিকারের কর্তাব্যক্তির মতো। বোঝা যায় এতে তারা অভ্যস্ত, যেন কলোনিতে তারা কর্তৃত্ব করছে বহু বছর ধরে। কিন্তু সাঙ্কো তাকে বলেছে অধিকাংশ কম্যাণ্ডারই নতুন। শুধু নেস্তেরেঙ্কো আর জিরিয়ানস্কি এই পদে রয়েছে ছ' মাসের বেশী। তাছাড়া ইগর লক্ষ্য করেছে শুধু কম্যাণ্ডাররাই নয়, বাকী সবাইও এক দিনের জন্যেও কোনো রকম একটা কর্তৃত্বের ভার পেলে সেটা চালায় দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। কোনো রকম দ্বিধাকুণ্ঠা নেই; কলোনিবাসীরাও নিতান্ত স্বাভাবিক ও আবশ্যক ব্যাপার হিসাবে সে কর্তৃত্ব মেনে নেয়। 'স্বাস্থ্য কমিশন,' খাবার ঘর আর দলের মনিটর, সদর দরজার প্রহরী — সব ব্যাপারেই এই।

প্রহরীরা একেবারেই বাচ্চা, তেমনি সব বাচ্চা হৈচৈ করে পার্কে ছোটাছুটি করে, পুকুরে ডিগবাজি দেয়, ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি নিয়ে ফুর্তি করে। নানা রকম তাদের মুখ, নানা ভাবভঙ্গী, কথা বলার ধরন আর আচার আচরণ। তাদের কেউ কেউ 'আপদ' বিশেষ। কেউ রগুড়ে, ঠোঁটকাটা, কেউ আজগুবি

সব গল্প বানাতে ওস্তাদ, অনেকের মাথাতেই অদ্ভুত অদ্ভুত যত ধারণা। কিন্তু এ-রকম কোনো ছেলের হাতে রাইফেল ধরিয়ে দিলেই সে হয়ে উঠবে ঠিক পেৎকা ক্লাভ্‌চুকের মতো, যার সঙ্গে এখানে পৌঁছবার পর দেখা হয়েছিল ইগরের। পেৎকার মতোই তারা হয়ে ওঠে গম্ভীর, সতর্ক। চেষ্টা করে ভারি গলায় কথা কইতে, জমকালো, কেতাদুরস্ত হয়ে ওঠে। ডিউটি তাদের জটিল নয়: বাইরের লোকদের ঢুকতে না দেওয়া আর প্রত্যেকে পা মুছেছে কিনা তা দেখা। বয়স্কই হোক বা কলোনিবাসী ছেলেরাই হোক, কারো জন্য কোনো পাস নেই। প্রহরীদের চোখে দেখেই বুঝতে হবে কাকে ঢুকতে দেওয়া হবে, কাকে নয়। আর পা মোছার ব্যাপারে সবাইকার ক্ষেত্রেই এরা সমান কঠোর আর খুঁতখুঁতে। গতকাল ইগর নিজেই দেখেছে উঠোন থেকে জরুরি কাজে ছুটে ভিতরে আসার সময় ভিক্তর তর্স্কিকে কী ভাবে আটকেছিল অমনি এক ছোঁড়া।

'ভীতিয়া, পা!'

'ভারি তাড়া শুর্কা!'

কিন্তু আদেশটা আর একবার উচ্চারণ না করেই শুর্কা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এ প্রজাতন্ত্রের এক মাথা হল তর্স্কি। মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করে সে সিঁড়ির মাঝপথ থেকে ফিরে আসে জুতো পরিষ্কার করার নেকড়ার কাছে। শুর্কা তাকিয়ে দেখে ভালো করে সে পা পরিষ্কার করছে কিনা।

কলোনিতে তারা এক মিলিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত, কী দিয়ে যে মিলিত তা ইগর বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে তার একটা অদ্ভুত কথা মনে আসে। মনে হয় এরা সবাই — বয়স্ক থেকে শুরু করে বাচ্চারা মেয়েরা সবাই যেন কোথায় লুকিয়ে অত্যন্ত গোপনে খেলার কতকগুলো নিয়ম বানিয়েছে। তারপর এখন খেলছে সেই নিয়ম মেনে, গর্ব করে। সে নিয়ম যত কড়া গর্বটাও তত বেশি। মাঝে মাঝে তার মনে হয় এই গোটা খেলাটা আর তার নিয়ম টিয়ম সব যেন ইচ্ছা করে ভেবে বার করা হয়েছে তাকে ঠাট্টা করার জন্য, দেখার জন্য নিয়ম না জেনে খেলাটা খেলে সে কী করে। ব্যাপারটা বিরক্তিকর কারণ গোটা খেলাটা এমন ভাবে খেলা হয় যেন এটা কোনো খেলাই নয়, যেন ঠিক এই ভাবেই চলার কথা, যেন সর্বত্রই ডিউটির কম্যান্ডারকে দেখেই স্যালুট করতে হবে, যেন আঙিনার পোড়ো একটা অংশকে সংযোজন কারখানা বলতে হবে, আর অসংখ্য জোড় ঘষার কাজে লেগে যেতে হবে সেখানে।

এ-কারণেই এই সগর্ব ও হাসিখুসি সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেও আত্মসমর্পণ করতে ইগরের ইচ্ছে হল না। এ কথা সে ধরে নিয়েছিল যে অল্পে পার সে পাবে না। জানে এই সব হাসিখুসি ভালোমানুষ ছেলেমেয়েরা শুধু ভান করছে যেন ইগরের অস্তিত্ব নেই, এই সব মেহনতীদের মাঝখানে খাবার টেবিলে একজন অলস নিষ্কর্মা লোক বসে আছে এতে যেন কারুরই বিরক্ত লাগে না। ভালো করেই জানে এমন সময় আসবেই যখন এরা সবাই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, চেষ্টা করবে তাকে জোর করে কাজ করাতে। দেখা যাক কী করে তারা সেটা করে! জোর ফলাবার অধিকার তাদের নেই। তারা কি না-খাইয়ে রেখে তাকে বাধ্য করাবে? না, সেটাও বেআইনী। কাজ না করলেও কলোনিতে তাকে থাকতে দেবে? হতেই পারে না! দূর করে দেবে? সেটাও অবশ্য তারা করতে চাইবে না। দেখাই যাক কী করে।

ইগর প্রাতরাশ খেতে খেতে কলোনিবাসীদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তারাও খাচ্ছে। সবাইকার পরনেই ইস্কুলের ইউনিফর্ম, তাজা চেহারা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। কীসব বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে, হাসছে, মাঝে মাঝে মুখভঙ্গিও করছে। ডিউটির কম্যান্ডার সুন্দরী লিদা তালিকভা এ-টেবিল ও-টেবিলে করে বেড়াচ্ছে। তার দিকে বারবার তারা তাকাচ্ছে।

পাশের টেবিলে লিদা এল। একটি গাঢ় রঙের ছেলে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

'ফিল্‌কা, খাবার ঘরে বইপত্তর এনেছো কেন?' লিদা প্রশ্ন করল।

ফিল্‌কা দাঁড়িয়ে উঠল।

উত্তর দিল, 'মানে এমনি, দরকার ছিল। নিয়মগুলো আর একবার পড়ে নেব ভাবছিলাম।'

'প্রাতরাশের পর ঘরে ফিরে গিয়ে বই নিতে কুঁড়েমি লাগছিল, তাই না?'

উত্তরে ফিলকা কিছুই বলল না। এমন ভাব করে মুখ ফেরাল যেন ঠিক করেছে: লিদা আর কতক্ষণ বলবে? সয়ে যাই।

'মুখ ফেরাবার মানে?' কম্যান্ডার বলল।

ফিল্‌কা উঠল চটে।

'মানে কিছুই না। কিন্তু বলবার কী আছে?'

'এ-রকম আর করবে না। খাবার ঘরে বই আনা বেআইনী। তাছাড়া তোমার সঙ্গে যখন কথা বলছি তখন মুখ ফেরাবে না।'

ফিল্‌কা স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে স্যালুট দিল।

'ঠিক আছে, কমরেড কম্যান্ডার। আর বই আনব না।'

লিদা চলে গেলে চারটে কদমছাঁট মাথা কাছে সরে এল। খানিক ফিসফিস করল তারা, তারপর একটি ছেলে তাকাল লিদার দিকে। তারপর আরও খানিক ফিসফিস। লিদা ইগরের কাছে গেল। তারাও তাকাল ইগরের দিকে।

'চেনির্য়াভিন, আজ কাজ করবে?'

ইগর মুখ হাঁ করল। গম্ভীর কড়া সুরে বলল:

'উঠে দাঁড়া।'

ইগর উঠে দাঁড়াল।

'না, কাজ করব না।'

'তুমি তো জানো আমাদের লোকের অভাব?'

'আমার ছুতোর হবার ইচ্ছে নেই।'

'কোনো শত্রু যদি আমাদের আক্রমণ করে, তাহলেও কি বলবে সৈন্য হবারে ইচ্ছে নেই?' মৃদু স্বরে লিদা প্রশ্ন করল।

'সেটা আলাদা কথা।'

ডিউটির কম্যান্ডারের কাছে এইমাত্র ফিল্‌কা ধমক খেয়েছে। কথাটা শুনে সে তার টেবিলের ছেলেদের উদ্দেশ্যে যে মন্তব্য করল সেটা এত চেঁচিয়ে যে সমস্ত হলময় শোনা গেল:

'সেটা একেবারেই আলাদা কথা! তখন ও খাটের তলায় সেঁধুবে।'

লিদা কটমট করে তাকাল ফিল্‌কার দিকে। উত্তরে লিদার দিকে তাকিয়ে সে দুষ্টুমির আনন্দে হাসল, বোনের সঙ্গে ভাই যেমন দুষ্টুমি করে।

'তাহলে কাজে যাবে না?'

'না।'

লিদা তার প্যাডে কী সব টুকে নিয়ে চলে গেল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর ইগর একটা বই পড়ছিল। বইটার নাম 'পার্টিজান', সেটা পেয়েছিল জরিনের ছোটো আলমারিটায়। বেগুনক ঘরে ঢুকে দরজার কাছে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

'কমরেড চেনির্য়াভিন! কম্যান্ডার পরিষদের সেক্রেটারি বলল, বিকেল পাঁচটায় পরিষদের একটা সভা। তোকে সেখানে যেতে হবে। জবাবদিহি করতে হবে।'

'বেশ।'

'আসবি নাকি নিয়ে যেতে হবে?' ভলোদিয়া প্রশ্ন করল। 'নিয়ে যেতে হবে' কথাটা উচ্চারণ করল গম্ভীরভাবে।

'নিজেই যাব।'

'মনে রাখিস ঠিক পাঁচটায়, পরিষদের সভায়।'

চুপচাপ।

'উত্তর দিচ্ছিস না যে?'

বেগ্নকের গম্ভীর উদ্ধত ম্খের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে চাপা হেসে ইগর স্যাল্ট দিলে:

'ঠিক আছে কমরেড, পাঁচটার সময় পরিষদের সভায় হাজির থাকব!'

'ভুল যেন না হয়!' সাবধান করে দিয়ে বেগ্নক চলে গেল।

২৮

বৃষ্টির পরে

বিকেল চারটের সময় ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত শ্র্ হল। বনের উপর থেকে থেকে শোনা যেতে লাগল সোল্লাস গ্র্গ্র্ গর্জন। কলোনির ওপর কোনো বজ্রপাত হল না। কিন্তু নেমে এল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। বাচ্চারা কোমর পর্যন্ত গা খালি করে তার মধ্যে ছ্টোছ্টি করতে লাগল, চেঁচিয়ে কীসব বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। তারপর গর্জনটা চলে গেল সহরের দিকে। কলোনির উপর রইল কিছ্ ঘরোয়া আটপৌরে মেঘ। ঝিরঝিরে খানিকটা উষ্ণ কোমল বৃষ্টি পড়ল। ছেলেরা ছ্টল পোষাক বদলাতে। ভারিক্কি লোকেরা বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করছিল। এবার ডিঙি মেরে তারা দ্রুত ছ্টল এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে লিউবা রৎস্তেইন। পোষাকটা তার পরিচ্ছন্ন, গালদ্টো গোলাপী, হাতে একটা রাইফেল। মেয়েটির পাশে মেঝের উপর বিছানো রীতিমতো একটা চটের এলাকা। আজ পদমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেককেই বলা হচ্ছে:

'পা দেখ!'

'বগাতভ, পা মোছো!'

'বেলেংকি, যেন ভুল না হয়!'

যে-সব ছেলেরা ঝড়বৃষ্টিতে ভিজেছিল লিউবা তাদের প্রতি ভর্ৎসনার ভাবটা লুকল না।

'যাই বল না কেন যেতে দেব না।'

'কিন্তু আমি তো পা মুছেছি, লিউবা!'

'কিন্তু গা দিয়ে জল ঝরছে।'

'তার মানে গা শুকোতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'সে যে অনেকক্ষণ লাগবে!'

লিউবা কিন্তু জবাব না দিয়ে কঠোরভাবে অন্য দিকে তাকাল। ছেলেটি সজোরে লম্বা হাঁক ছাড়ল উপরতলার জানালার উদ্দেশে, এমন কারো উদ্দেশে যাকে দেখা যাচ্ছে না এবং সম্ভবত যে সেখানে ছিলও না:

'কলকা! কলকা! কলকা!'

অবশেষে বাইরে একজন মুখ বাড়াল:

'কী হয়েছে?'

'একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দে।'

এক মুহূর্ত পরে ছেলেটি তোয়ালে ঘষে টকটকে লাল হয়ে হাসিমুখে লিউবার কাছে এসে দৌড়ে হলে চলে গেল।

বিকেল পাঁচটায় বেগুনক বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে 'কম্যান্ডার সভার' ডাক দিল। তারপর বৃষ্টির দিকে একবার তাকিয়ে ভিতরে গেল।

একটি বাচ্চা ছেলে গুটিগুটি এল সদর দরজায়। জুবজুবে হয়ে সে ভিজে গেছে, মাথায় টুপি নেই, জুতোর গোড়ালি ক্ষয়ে গেছে। চেহারাটা কাহিল আর ফ্যাকাশে। ছেলেটি ভানিয়া গালচেঙ্কো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাল সে জমকালো লিউবার দিকে।

'কোথা থেকে আসছিস?' লিউবা তাকে প্রশ্ন করল।

'আমি... আমি এখানে হেঁটে এসেছি...'

'দেখতেই পাচ্ছি গাড়ি চেপে আসিসনি, কিন্তু কাকে চাই?'

'কলোনিতে আমাকে কি নেবে?'

'হুম, খুব তুখোড় দেখছি! তোর কাছে অর্ডার আছে?'

'অর্ডার কী?'

'কোনো রকম দলিলপত্র আছে?'

'দলিলপত্র নেই।'

'দলিল নেই কী! তাহলে তোকে নেব কী করে?'

লিউবার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভানিয়া কাঁধ ঝাঁকাল। লিউবা মৃদু হাসল:

'ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিস কেন? এখানে এসে দাঁড়া... কিন্তু তোকে ওরা নেবে না।'

ভানিয়া বারান্দায় ঢুকল। চটের উপর দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল বৃষ্টি পড়া। লিউবার দিকে তাকিয়ে চট করে সে চোখের জল মুছে নিল।

সেই সময় কম্যান্ডার পরিষদ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইগর নিজের ব্যবহারের 'জবাবদিহি করছিল'। ঘরে অনেক লোক। লম্বা ডিভানে বসেছে প্রায় চল্লিশ জন। শুধু কম্যান্ডাররা নয়, অন্যান্য কলোনিবাসীরাও রয়েছে। নেস্তেরেঙ্কো ছাড়া অষ্টম দল থেকে এসেছে জরিন, গস্তার আর ওস্তাপ্‌চিন। জরিনের পাশে বসেছে মার্ক গ্রিনগাউজ। তার চোখদুটো বড়বড়, চুল কালো। সে কম্‌সমল প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। চিন্তায় সে ডুবে গেছে, মুখে বিষণ্ণ মৃদু হাসি। হয়ত ভাবছে ব্যক্তিগত কোনো কথা হয়ত বা ইগর চের্নিয়াভিন সম্বন্ধে — ঠিক কী বোঝা যায় না। কম্যান্ডার পরিষদের সেক্রেটারি টেবিলের সামনে বসেছে ভিতিয়া তর্স্কি আর আলেক্সেই স্তেপানভিচ জাখারভ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চাছেলেরা, তাদের সামনে ভলোদিয়া বেগুনেক। ইগরের বক্তব্য সবাই শুনছে মন দিয়ে।

'আমি যে কাজ করতে চাই না তা নয়,' সে প্রতিবাদ করল। 'আমি শুধু কাজ করতে চাই না সংযোজন কারখানায়। এটা, বুঝতে পারছেন, আমার ঠিক পোষায় না। জোড় পালিশ করে কী হবে?'

সে চুপ করে চারিদিকে যারা বসেছিল তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তাদের মুখে অধৈর্য ও বিরক্তি ফুটে উঠতে দেখে সে খুসি হল। মৃদু হেসে সে তাকাল ডিরেক্টরের দিকে। জাখারভের মুখ ভাবলেশহীন। বড় একটা ছাইদানের উপর ছোটো একটা ছুরি দিয়ে তিনি সাবধানে একমনে একটা পেন্সিল কাটছেন।

'আমি বলতে পারি?' গস্তার প্রশ্ন করল।

তর্স্কি মাথা ঝুঁকিয়ে অনুমতি দিল। গস্তার দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়াল:

'ধুত্তোরি যতসব! ওর মতো আরো কত যে আসবে? কলোনিতে আমি আছি পাঁচ বছর। কতজন ওর মতো বাবুছেলে ঠিক এই ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে? জন তিরিশেক হবে।'

'আরো বেশী,' কে একজন তাকে শুধরে দিল।

'আর তাদের সকলেরই ঐ এক কথা। একেবারে বিরক্ত ধরে গেল। ফিটার-মিস্ত্রি হতে ও চায় না! কিন্তু কোন কাজটা ও করতে পারে? পেট পুরে খাওয়া আর ঘুমনো ছাড়া আর কিছু নয়। কলোনিতে এল — সাজানো হল গোজানো হল, আর লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও বলছে, "আমি ফিটার-মিস্ত্রি হব না।" কী হবে শুনি? বলতে পারো কী হবে ও? হবে একটা পরগাছা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একজন দুজন এরকম এল, সেটা বুঝি, কিন্তু অমন কি আর একজন, দুজন? কেবল বোঝাও আর বোঝাও। আমার প্রস্তাব: ওর পোষাক খুলে নিয়ে ওর ছেঁড়া নেকড়াগুলো ফিরিয়ে দিয়ে ওকে দূর করে দেওয়া হোক! একজনকে দূর করলে বাকী সবাই টের পাবে।'

'ঠিক বলেছিস!' চেঁচিয়ে উঠল জিরিয়ানস্কি।

'কথায় বাধা দিয়ো না,' তাকে থামিয়ে দিল তর্স্কি। 'বলতে হলে পরে বলবে।'

'আমার আর কিছু বলার নেই। ও কি আর আলোচনার যোগ্য? তাই না? ও ছুতোর হতে চায় না। কিন্তু আমরা সবাই বাপু ছুতোর। ওকে আমরা খাওয়াব কেন? দূর করে দেওয়াই ভালো, পথ দেখিয়ে দাও।'

'ওকে আমরা সোজা তাড়িয়ে দিতে পারি না, উচ্ছন্নে যাবে,' শান্ত স্বরে বলল নেস্তেরেঙ্কো।

'যাক গে। তাহলে ওর উচিত শিক্ষাই হবে।'

পরিষদ থেকে সমর্থনের গুঞ্জন উঠল।

'আলোচনা শেষ করে ভোট নেওয়া যাক,' কে একজন ছেলেমানুষী গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

ইগর কান খাড়া করে আশা করল হয়ত তার হয়ে কেউ কিছু বলবে। জাথারভ তখনও পেন্সিল ছুঁচল করতেই ব্যস্ত। ইগরের মনে হল, "দূর করেই দেবে বোধ হয়!" আর হঠাৎ সে অস্বাভাবিক ভয় পেয়ে গেল।

বাইরে সদর দরজায় বিষণ্ণ ভানিয়াকে লিউবা প্রশ্ন করছিল:

'কোথায় থাকিস?'

'কোথাও না।'

'কোথাও না মানে? মোটের ওপর বেঁচে তো আছিস নাকি মরে গেছিস?'

'মোটামুটি? মোটামুটি বেঁচেই আছি, তবে এমনিতে নয়।'

'রাত কাটাস কোথায়?'

'মানে, মোটামুটি হিসেবে?'

'কী যে তোর বোকার মতো কথা? গত রাত কোথায় কাটিয়েছিলি?'

'গত রাত ওই ওখানে... একটা বাড়িতে... সেখানকার চালার মধ্যে ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে নেবে না কেন?'

'আমাদের জায়গা নেই, তাছাড়া তোকে তো আমরা চিনিও না।'

ভানিয়া আবার দমে গেল। আবার তার কান্না পেল।

২৯

যা চান...

কম্যান্ডার পরিষদে মার্ক গ্রিনগাউজ বক্তৃতা দিচ্ছে। ডিভান থেকে উঠে গিয়ে টেবিলে একটা হাতে ভর দিয়ে রয়েছে সে। জাখারভের পেন্সিল ছুঁচল করা শেষ হয়েছে, একমনে একটা কাগজের উপর তিনি আঁকিবুঁকি কাটছেন। মার্ক বলছে ধীরে ধীরে শান্তভাবে, প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়ে:

'এখানে কতবার বলা হয়েছে সোজা আমরা কাউকে তাড়াতে পারি না? আলেক্সেই স্তেপানভিচেরও এটা দৃঢ় মত। কোথায় ওকে আমরা দূর করে দেব? পথে? সে অধিকার আমাদের আছে কি? না, সে অধিকার নেই।'

মার্ক বড় বড় কাল চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকাল জিরিয়ানস্কির দিকে। জিরিয়ানস্কি তার প্রতিদান দিল যে দৃষ্টিতে তাতে গ্রিনগাউজের এই অগাধ মানবীয় করুণাটার তারিফ থাকলেও আপত্তি ফুটে উঠল।

'না আলিওশা, আমাদের সে অধিকার নেই,' আবার বলল মার্ক। 'সোভিয়েতের আইন আছে। আর আইন আমাদের মানতেই হবে। সে আইনে বলে পথে কাউকে দূর করে দেওয়া চলবে না। তা সত্ত্বেও কমরেড কম্যান্ডাররা, সব সময়েই তোমরা চেঁচাও: দূর করে দাও!'

'নয়ত কী?' চেঁচিয়ে উঠল গস্তার। 'শুধু ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকব, বরদাস্ত করে যাব?'

'ওকে আমরা দূর করে দিতে পারি না,' জোর দিয়ে বলে চলল মার্ক, মাথা ঝাঁকিয়ে জোর দিতে লাগল কথাগুলোয়, 'কিন্তু অবশ্যই বরদাস্তও করতে আমরা পারি না, কারণ আমরা সমাজতন্ত্রের মধ্যে আছি। সেখানে প্রত্যেককে

কাজ করতেই হবে। ইগর বলছে: অন্য কোথাও কাজ করব। সেটাও আমরা মানতে পারি না। সমাজতন্ত্রের মধ্যে ডিসিপ্লিনের দরকার। গোটা কলোনি খুঁজেও এমন একজনও কি পাওয়া যাবে যে বলে ফিটার-মিস্ত্রি হতে চাই? আমরা সবাই লেখাপড়া করছি, জানি আমাদের সামনে চমৎকার চমৎকার সব পথ। কেউ চায় বৈমানিক হতে, কেউ চায় ভূতত্ত্ববিৎ হতে, কেউ চায় সৈন্যদলে যোগ দিতে। কিন্তু কেউই ফিটার-মিস্ত্রি হতে চায় না। সত্যি বলতে কি সে-রকম কোনো পেশাই নেই! আমাদের কলোনিতে খেয়ালিপনা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না ঠিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকদের দূর করে দিতেও পারি না আমরা।'

'এক বোয়েম মেথিলেটেড স্পিরিটের মধ্যেই জারিয়ে রাখো তাহলে!'

যেখান থেকে মন্তব্যটা এল সেদিকে মুখ ফেরাল মার্ক। পেৎকা ক্রাভ্‌চুকের সামনের কোঁকড়া চুলগুলো পর্যন্ত যেন লাল হয়ে উঠেছে। তাহলেও তার দিকে সোজাসুজি তাকাল সে। কারণ গ্রিনগাউজের বক্তৃতা তার মোটেই ভালো লাগেনি।

'বাধা দিয়ো না!' পেৎকাকে আদেশ দিল ভিতিয়া তর্স্কি। 'সভায় ঢুকে পড়েছ, মুখ বুজে থাকো।'

মার্ক কিন্তু পেৎকার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল না।

'আমরা ওকে দূর করে দিতে পারি না,' বুঝিয়ে বলল সে, 'কিন্তু আমি প্রস্তাব করছি না ও থাকুক। ও যদি সমাজতন্ত্রী ডিসিপ্লিন না মানে ওকে অন্য কোথাও আমাদের পাঠাতে হবে।'

মার্কের মাথার উপর দিয়ে শান্তভাবে তাকিয়ে রইল নেস্তেরেঙ্কো।

'কোন বিভাগে ওকে পাঠাবি ভাবছিস, মার্ক?' সে প্রশ্ন করল।

সবাই হেসে উঠল, তাতে কম্যান্ডাররাও যোগ দিল। সস্নেহ উপহাসে জাখারভ তাকালেন মার্কের দিকে।

'ওকে কোনো ... শিশু-সদনে পাঠানো উচিত,' বিষণ্ণ মৃদু হেসে মার্ক বলল।

কথাটা শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল পেৎকা।

ডিভানের উপর তড়াক করে লাফিয়ে কাকে যেন ঠেলে সরিয়ে কান ফাটানো চীৎকার করে উঠল — বোঝা গেল তার গলার স্বরে খাদের ছিটেফোঁটাও নেই:

'চমৎকার কথা, বাহবা বাহবা! ওকে আমাদের কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করা হোক ... যেখানে কর্মচারীদের বাচ্চারা থাকে!'

সবাইকার হাসিতে ভিতিয়া তর্স্কি নিজেও যোগ দিয়েছিল, তাহলেও পরে ভুরু কুঁচকে বলল:

'পেৎকা বেরিয়ে যাও!'

'কেন?'

'বলছি, বেরোও।'

পেৎকার স্যালুটের মধ্যে প্রতিবাদের ভাবটাই ফুটে উঠল বেশী করে।

'ঠিক আছে, কমরেড কম্যান্ডার!' বলে সে চলে গেল। তার পিছন পিছন গেল বেগুনক। সবাই শুনল বারান্দায় তারা জোরে জোরে হাসছে আর কথা কইছে। জাখারভ তাঁর কাগজটায় কী যেন এঁকে চললেন। সামান্য চোখ কোঁচকালেন তিনি। ভলোদিয়া বেগুনক লাফিয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ভানিয়া গালচেঙ্কোকে দেখতে পেল।

'এসে গেছিস!' সে চেঁচিয়ে উঠল।

'এসে গেছি, কিন্তু তারপর?' বেজায় খুসি হয়ে ভানিয়া প্রশ্ন করল।

'দাঁড়া, এক্ষুনি আসছি!'

ভেতরে ছুটে গেল বেগুনক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল।

'কিছু খাবি?' সে প্রশ্ন করল।

'খাওয়া? তুই তো জানিস — বরং ...'

'দাঁড়া! এক মিনিট!'

সাবধানে পরিষদের ঘরে ফিরে গেল ভলোদিয়া। আগের মতোই ইগর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। স্পষ্টই বোঝা যায় সেখানকার লোকদের চাউনিতে আর পেৎকার প্রস্তাবের মতো নানা প্রস্তাব শুনতে শুনতে সে লজ্জিত হয়ে উঠেছে। এমন কি তর্স্কিরও করুণা হল।

'খানিকক্ষণের জন্যে বসতে পারো। তোরা একটু সরে জায়গা করে দে। এবার ভলেঙ্কোর বক্তৃতা।'

বেগুনক একটি হাত তুলল:

'ভিতিয়া, ডিউটির কম্যান্ডারকে ঘর থেকে যাবার অনুমতি দাও।'

'কেন?'

'ভারি দরকারী ব্যাপার।'

'লিদা, যেতে পার। কিন্তু কী ব্যাপার?'

লিদা তালিকভা বেরিয়ে গেল। ভলোদিয়া চলল তার সামনে লাফাতে লাফাতে।

ভলেঙ্কো গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে উঠল:

'জিরিয়ানস্কি সব সময়েই ও-রকম। পান থেকে চুণ খসলেই: দূর করে দাও। ওর কথা শুনলে এদিনে কলোনিতে জিরিয়ানস্কি ছাড়া আর কেউ থাকত না।'

'মোটেই তা নয়,' আপত্তি জানাল জিরিয়ানস্কি, 'ভাল কমরেড অনেক আছে।'

'তাতে কী? এক মুহূর্তে ওরা ভাল হয়ে উঠেছে, তাই কি? ওকে তুমি কোথায় দূর করে দেবে? কোথায় ওকে পাঠাবে? আমাদের এ এক দুর্ভাগ্য। অকম্মাদের পাঠানো হবে, আর তাদের সরগর করে তুলতে হবে আমাদের। চোর্নিয়াভিনের ভার কার ওপর?'

'জরিনের ওপর।'

'বেশ, জরিন জবাব দিক।'

আপত্তির গুঞ্জন শোনা গেল। জরিন আসন ছেড়ে তড়াক করে উঠল দাঁড়িয়ে:

'অপার দয়া তোর ভলেঙ্কো! তবে তুই ওকে প্রথম দলে নিয়ে নিজেই চালা না কেন?'

জরিনের দিকে মার্জনার দৃষ্টিতে তাকাল ভলেঙ্কো:

'সাশ্চো, কথাটা তোর ঠিক কমরেডের মতো হল না। তোদের অষ্টম দলে কেবল দার্শনিক, কিন্তু আমার দলে—গুণে দ্যাখ—লেভিতিন, নজিক, মস্কভচেঙ্কো, আর ঐ ছোকরা রুস্লান — এই নিয়ে চারজন নতুন ছেলে। কিন্তু তোর দলের সবাই কলোনিবাসী উপাধিধারী। মাত্র একটা বিদঘুটে ছেলেকে দলে দিতেই তোরা চেঁচাতে শুরু করেছিস: দূর করে দাও।'

নেস্তেরেঙ্কো আর দ্বিতীয় দলের কম্যান্ডার পর্শেনভের মাঝখানে এখন ইগর বসে। ভলেঙ্কো যে-কথাগুলো বলল তাতে তার খানিকটা ভালো লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অপ্রীতিকর বিরক্তির ভাব তোলপাড় করতে লাগল তার বুকের মধ্যে। কেন ওরা এমন ভাব দেখাবে যেন ও একটা পোকা। বাগানে ঢুকে পড়েছে একটা পোকা আর ওরা চেয়ে চেয়ে দেখছে পোকাটা দিয়ে উপকার হবে কি হবে না! সেই সঙ্গে অন্য আরো কতকগুলো পোকার কথা বলাবলি করছে। কেউ-ই একেবারে খেয়াল করছে না তাদের সামনে যে

বসে আছে সে ইগর চোর্নিয়াভিন, — নজিক বা রুস্‌লান নয়, কাজ করতে অস্বীকার করার সাহস কখনো যাদের হয়নি।

ওদিকে সদর দরজায় লিদা তালিকভা ভানিয়াকে দেখছে। ভানিয়ার জন্য তার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আজ তার হৃদয় ডিউটির কম্যাণ্ডারের। সেই হৃদয় তাকে জোর করে বলাল:

'তুই তাহলে কলোনিতে ভর্তি হতে চাস? কিন্তু কে জানে তোকে? হয়তো সব কথাই তোর বানানো!'

ভানিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করল এই কড়া মেয়েটিকে বিশেষ জোর দিয়ে কিছু একটা মোক্ষম যুক্তি দিতে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল কেবল একই কথা:

'কিছুই নেই... টাকাপয়সাও নেই... ঘুমুবার জায়গাও নেই। কমোনেসে গিয়েছিলাম, স্পনে গিয়েছিলাম... সব জায়গায় একই ব্যাপার... কোনো ফল হয়নি!'

'তোর বাবা-মা কোথায়?'

'বাবা-মা?' কথাগুলো বলে ভানিয়া হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। নিঃশব্দে কেঁদে চলল সে, মুখ কোঁচকাল না। আপনা থেকে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল তার চোখ থেকে।

ভলোদিয়া লিদার হাত চেপে ধরল।

'লিদা, একে আমাদের নিতেই হবে!' উত্তেজিত হয়ে সে বলল।

বেগুনকের উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে লিদা মৃদু হাসল:

'সত্যি নাকি!'

'মাইরি বলছি! দ্যাখো না!'

'এখানে অপেক্ষা কর,' বলে লিদা তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে গেল। বেগুনক হন্তদন্ত হয়ে গেল তার পিছন পিছন।

যাবার আগে ভানিয়াকে বলল, 'ঘাবড়াস না! আসল কথা ঘাবড়াবি না! মাথা খাড়া রাখবি, বুঝলি?'

ভানিয়া মাথা নোয়াল। সে যে বুঝতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে মাথা খাড়া রাখতে সাহায্য করল না।

কম্যাণ্ডার পরিষদে আলেক্সেই স্তেপানভিচ বক্তৃতা দিচ্ছেন। তখনো তাঁর হাতে সেই তীক্ষ্ম পেন্সিলটা। কড়া সুরে কথা বলছেন, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন ইগরের দিকে:

'চের্নিয়াভিন, এ তো ভারি সহজ কথা। তুমি আমাদের কাছে এসেছ। তোমাকে পেয়ে আমরা খুসি হয়েছি। আমাদের পরিবারের মধ্যে তোমাকে আমরা গ্রহণ করেছি। তুমি আর এখন শুধু নিজের কথা ভাবতে পারো না। আমাদের সবাইকার কথাও তোমায় ভাবতে হবে — গোটা কলোনিটার কথা। মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচতে পারে না। সমষ্টিকে ভালোবাসতে, তাকে জানতে, তার স্বার্থ দেখতে এবং সেই স্বার্থের ভাগ নিতে শিখতে হবে তোমাকে। তা না করলে কখনো তুমি আসল মানুষ হতে পারবে না। জোড় ঘষার কাজটা তোমার নিজের দিক থেকে দরকারী নয় তা ঠিক। কিন্তু কলোনির পক্ষে সেটা দরকার। তার মানে তোমার পক্ষেও দরকার। তাছাড়া তোমার দিক থেকেও সেটা জরুরী। কাজের হার যা আছে সেটা পূরণ করার চেষ্টা করে দ্যাখ — চার ঘণ্টায় একশ ষাটটা জোড় পালিশ করা। এটা বড় কাজ। তার জন্যে দরকার মানসিক শক্তি, ধৈর্য, অধ্যবসায়। দরকার একটা উঁচু মন। সন্ধেয় তোমার কাঁধ আর হাত টনটন করবে কারণ একশ কুড়িটা থিয়েটারের চেয়ারের জোড় তুমি ঘষেছ। এটা দরকারী সোভিয়েত কাজ: আগে শুধু রাজধানীর লোকরাই থিয়েটারে যেত। কিন্তু এখন আমরা মাসে হাজারটা করে চেয়ার তৈরী করছি। এতেও চাহিদা মোটেই মিটছে না। আর মনে রেখো একলা আমরাই ওগুলো বানাচ্ছি না। ভাবো একবার কী রকম দরকারী কাজ করছি! প্রতি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র হাজারটা করে চেয়ার আমরা পাঠাচ্ছি—গাড়ি বোঝাই করে করে পাঠাচ্ছি মস্কো, ওদেসা, আস্ত্রাখান আর ভরনেজে। লোকে এ সব চেয়ারে বসে নাটক কিংবা ফিল্ম দেখে, লেকচার শোনে বা লেখাপড়া করে। আর তুমি কিনা বলছ তোমার পক্ষে ও কাজটা দরকারী নয়! আরো একটা কথা। এ-কাজটার জন্যে আমরা টাকা পাই। যে-টাকা পাই তা দিয়ে এক কিংবা দু-বছরের মধ্যে নতুন একটা কারখানা বানাতে পারব। সে কারখানা আমাদের পক্ষেও জরুরী, গোটা দেশের পক্ষেও জরুরী। তুমি যে বলছ ফিটার-মিস্ত্রি হতে চাও না, এ একটা কথা হল। আমাদের সাহায্য নিয়ে আমাদের যৌথ পরিবারের সদস্য হিসেবে যা হতে চাও তাই হবে। জোড় ঘষাটা তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার। মাংস না পেলে লোকে কালো রুটি খায়, তার জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকতে হয়।'

ইগর মন দিয়ে শুনছিল। জাখারভের কথা বলার ধরন তার ভালো লাগল। সমস্ত দেশময় জোড় বিলি করার কথা কল্পনা করেও ভালো লাগল ইগরের। স্পষ্টতই জাখারভের বক্তৃতা শোনার সুযোগ কলোনিবাসীদের প্রায়ই হয় না।

সে লক্ষ্য করল রুদ্ধশ্বাসে তারা তাঁর কথাগুলো কী ভাবে গিলছে। এখন সে পরিষ্কার বুঝল কলোনির সবাই কেন এক যৌথ পরিবারে পরিণত হয়েছে আর জাখারভের কথাকে কেন ওরা অত দাম দেয়।

লিদা আর বেগুনক দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল। জাখারভ বক্তৃতা শেষ করে পেন্সিলের সীসের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম মৃদু হাসলেন:

'লিদা, কী নিয়ে অতো ভাবনা?'

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ! বাইরে একটি ছোট্ট ছেলে এসে কাঁদছে। বলছে তাকে কলোনিতে ভর্তি করে নিতে।'

'আজ রাত সে থাকুক। কিন্তু কলোনিতে জায়গা নেই। অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেব।'

'ছেলেটি ভারি চমৎকার।'

লিদার বিচলিত ভাব দেখে জাখারভ আবার মৃদু হাসলেন:

'বেশ... তাকে নিয়ে এসো,' ঈষৎ নিরুপায়ের মতো বলে উঠলেন তিনি।

লিদা বেরিয়ে গেল। বেগুনক তার পিছন পিছন গেল ঘূর্ণি বাতাসের মতো। তর্স্কি আড়চোখে তাকাল। তার কড়া চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না। বলল:

'এবার শেষ কথা তোমার চের্নিয়াভিন। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো বল। ঘরের মাঝখানে এসো।'

ইগর বেরিয়ে এসে বুকে হাত রাখল।

'কমরেড!' বলে সে তাকাল সবার দিকে। তাদের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। অপেক্ষা করে আছে সবাই।

'কমরেড, আমি কুঁড়ে নই! তোমাদের পক্ষে কাজ করা সহজ। অভ্যেস হয়ে গেছে। আর ওই উখোটা জীবনে এই প্রথম দেখলাম। হাতে ধরে রাখাই দায় আর ওই জোড়গুলো...'

'আর ওই মাছিগুলো!' জরিন কথা যুগিয়ে দিল।

খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবাই উঠল হেসে।

'মাছি কোথায়, একেবারে জন্তু, উড়ে বেড়ায়...'

'আর গর্জন করে।' টিপ্পনী কাটল জরিন।

সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু আগের চেয়ে হাসিটা এখন কিছু আন্তরিক। সেই সময় দরজাটা গেল খুলে। লিদা ঘরে এল, তার সামনে

ভানিয়া গালচেঙ্কো। হাসতে হাসতেই ইগর তাকিয়ে দেখল একবার। দেখেই হঠাৎ চোখ রগড়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল:

'আরে এ যে ভানিয়া, দোস্ত!'

'ইগর!' ভানিয়া কঁকিয়ে উঠে জোরে ঢোক গিলল।

ইগর সানন্দে ভানিয়াকে চাপড়াতে শুরু করে দিল:

'খবর কী বলত?'

'ডিসিপ্লিন, চের্নিয়াভিন! কোথায় রয়েছো ভুলে গেছ?' তর্স্কি রেগে তর্জন করে উঠল।

ইগর ঘুরে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিল, তারপর নবোদ্যমে হাত তুলে পরিষদকে সম্বোধন করল:

'নিশ্চয়ই, মিলর্ড্‌স্‌!'

তার কথাটার মধ্যে এমন তীব্র উদ্দীপনা, এমন আন্তরিক উদ্বেগ ও প্রীতি ফুটে উঠল যে আবার সবাই উঠল হেসে। কিন্তু এখন যে চোখগুলি তার দিকে ফিরল তাদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা জীবন্ত আন্তরিকতা, একেবারেই আর অনাত্মীয় ভাব নেই।

'কমরেড, বেশ, তোমরা যা চাও তাই করব! জোড় ঘষতে হবে, বেশ তাই ঘষব! আলেক্সেই স্তেপানভিচ, যা আপনি বলবেন! শুধু এই ছেলেটিকে থাকতে দিন!'

'আর মাছিগুলো?'

'ধুত্তোরি তোর মাছিগুলো?'

ভিক্তর মাথা ঝুঁকিয়ে খালি জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

'বোস একটু, নে বোস।'

৩০
অজেয় চতুর্থ দল

'বল কী চাই তোমার,' ভানিয়াকে ভিক্তর বলল।

ভানিয়া চারিদিকে তাকাল। যা দেখল সঙ্গে সঙ্গে তার সবকিছুই ভালো লেগে গেল — ইগরের পরিচিত একমুখ হাসি, পাশেই ভলোদিয়া বেগুনক আর হাতে লাল ফিতে জড়ানো মেয়েটির ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি। উত্তর দিতে তার বাধল না:

'কী চাই? মানে? আমি এখানে থাকব।'

'সেটা পরে দেখা যাবে।'

কিন্তু ইতিমধ্যেই ভানিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

সে বলে চলল, 'হ্যাঁ, থাকবই। গোটা একটা মাস ধরে কেবল আসার চেষ্টা করেছি।'

'তুমি হাঘরে ?'

'না ... এখনো হইনি।'

'তোমার নাম ?'

'ভানিয়া গালচেস্কো।'

'বাবা-মা আছেন ?'

ভানিয়া প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল, তর্ক্সির দিক থেকে চোখ নামাল না।

'মানে বাপ-মা নেই ?'

'ছিলেন ... কিন্তু তাঁরা চলে গেছেন।'

'বাবা আর মা ?'

'না, না, বাবা-মা নয়।'

'মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পরিষ্কার করে বল।'

'পরিষ্কার করে ? অনেকদিন আগে যুদ্ধের সময় আমার বাবা-মা মারা যান। বাবা ফ্রণ্টে যান, মা মারা যান ...'

'তাহলে তোমার বাবা-মা মারা গেছেন ?'

'তাঁরা মারা যাবার পর অন্য লোক ছিলেন। একটি লোক আমাকে নেন। তাঁর সঙ্গে থাকি। তারপর তিনি বিয়ে করে চলে যান।'

'তোমাকে সোজা ফেলে চলে যান ?'

'না, না, ফেলে যাননি। বলেন, ইস্টিশানে গিয়ে এক পাউন্ড ভেড়ার মাংস কিনতে। সেখানে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু ভেড়ার মাংস কোথাও নেই। তাঁরাও জিনিসপত্র নিয়ে চলে যান।'

'বাড়ি এসে দেখলে তাঁরা চলে গেছেন ?'

'হ্যাঁ, চলে গেছেন। কিছুই নেই। না বাবা-মা, না জিনিসপত্র। কিছুই নেই। বাড়ির মালিক সেখানেই থাকতেন। তিনি বললেন, খুঁজে আর পেয়েছ।'

'তারপর ?'

'তারপর — আমি একটা বাক্স বানিয়ে বুট পরিষ্কার করতাম। তারপর সহরে চলে আসি।'

'বুঝলাম,' টেনে টেনে বলল তর্স্কি। 'কমরেড কম্যান্ডাররা, কী বল?'

'ছেলেটা ভালো। যাবেই বা কোথায়? আমাদের ওকে নেওয়া উচিত,' নেস্তেরেঙ্কো বলল।

'কিন্তু আমাদের যে জায়গা নেই,' কে একজন ভীরু গলায় মন্তব্য করল।

'তর্স্কি, আমি একটা কথা বলি,' দরজার কাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠল ভলোদিয়া।

'বল।'

'আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব এক বিছানায়।'

এতক্ষণ জিরিয়ানস্কি ভানিয়াকে ভালো করে দেখছিল। তাকে সে কাছে টেনে নিল। মুখে ফুটে উঠল অনুমোদনের ভাব।

'ঠিক বলেছিস ভলোদিয়া। চতুর্থ দলে ওকে নেওয়া যাক।'

ইগর তখন উঠে দাঁড়াল:

'সম্ভব হলে ওকে আমি চাই অষ্টম দলে। আমিও আমার থাকার জায়গার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছেড়ে দিতে রাজী আছি।'

ভলোদিয়া চটে উঠল।

'শোনো একবার ওর কথা!' ইগরের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল। 'নিজেই তো তুমি নতুন। অষ্টম দলে চাই! তোমার কম্যান্ডার তো একটি কথাও বলছে না! ওর হয়ে তুমি কথা বলছ নাকি?'

'ভলোদিয়া, ও-ভাবে কথা বলে না!' জোরে মাঝখান থেকে বলে উঠল ভিক্তর।

ভলোদিয়া দরজার দিকে চলে গেল। কিন্তু তার কালো কালো চোখের কটমটে চাউনি রইল ইগরের দিকে। তার ফোলা ফোলা ঠোঁটদুটো বিড়বিড় করে কী যেন মন্তব্য করতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল মন্তব্যটাও ইগরেরই উদ্দেশে।

কয়েকজন কম্যান্ডার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল:

'নেওয়া উচিত ওকে; এখনো বখে যায়নি।'

'দেখেই বোঝা যায় খাঁটি ছেলে। ওকে নেওয়া যাক।'

'ঠিক আছে। যত সব মাসি-পিসির খপ্পরে পড়েনি, মানুষ হয়ে উঠবে। কলোনির কেউ ওকে তাড়াতে পারবে না।'

'একই কথা বারবার বলে লাভ কী?' অসহিষ্ণুভাবে ক্লাভা কাশিরিনা প্রশ্ন

করল। 'নেওয়া উচিত নিশ্চয়ই, তবে আলেক্সেই স্তেপানভিচই, বরং বলুন আইনমাফিক কী দাঁড়াবে।'

তার প্রস্তাবে সায় দিল সবাই। সাগ্রহে মুখ ফেরাল জাখারভের দিকে। কিন্তু ডিরেক্টর উত্তর দেবার আগেই ভলোদিয়া বেগুনক মাঝখান থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'একটু দাঁড়াও! একটু দাঁড়াও! আমি একটা কথা বলতে চাই। আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আপনার মনে আছে গত বছর একটি ছেলে এসেছিল — আরে ঐ যে কী বলে, — গ্রিশ্‌কো সিনিচকা। তোদের দশম দলে যে রয়েছে ইলিউশা, তাকেও না নেবার কথা হয়েছিল — তার জায়গা নেই, আইন নেই। তাই নেওয়া হল না তাকে। পনের দিন সে বনে কাটাল। ফের এল। তখনো তাকে নেওয়া হল না। সবাই বললে: "কী সাহস! ওকে নেওয়া হবে না অথচ বনে ঘুরঘুর করছে।" নেস্তেরেঙ্কো, মনে পড়ে সহরে তুমি ওকে স্পনে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছিলে। আর ট্রাম থেকেই ও পালায়। মনে আছে নেস্তেরেঙ্কো?'

'নে হয়েছে, মনে আছে।'

'সে পালিয়ে গিয়ে আবার বনে থাকে। আলেক্সেই স্তেপানভিচ, তখন আপনি এগিয়ে এসে বলেন: "ধুত্তোরি সব, নেওয়াই যাক ওকে।" সবাই তখন হাসাহাসি করি।'

স্পষ্টই বোঝা গেল তারা হাসাহাসি করেছিল। কারণ এবারেও তাদের মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। বেগুনকের বিবৃতির বিরুদ্ধে শুধু একটি স্বর শোনা গেল। কথাগুলো বলল তৃতীয় দলের কম্যান্ডার, কুশ্রী চেহারার গোমড়ামুখো ব্রাৎসান:

'আমার মতে ভলোদ্‌কার মতো ছেলেদের বড় বেশী স্বাধীনতা দেওয়া হয়। বিউগ্‌ল্‌ বাজায় আর সমস্ত দিন ডিউটির কম্যান্ডারের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে, বাস আর কি, এবার কম্যান্ডার পরিষদে এসে বক্তৃতাও শুরু করেছে। তোর মতে সবাইকেই ভর্তি করতে হবে, তাই না? জানিস এটা কী ধরনের কলোনি?'

'জানি ... আইনভঙ্গকারীদের জন্যে তো?'

'বটেই তো।'

'মোটেই না।'

'হয়েছে, হয়েছে!' তর্ক বন্ধ করার জন্য তস্কির্ক বলল।

কিন্তু ভলেঙ্কোর মনে হল একটা জরুরী প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

'না, ভিতিয়া, এখনো হয়নি। ব্রাৎসানের জবাব দেওয়া দরকার।'

'জবাব দিতে চাও?'

'দেওয়া দরকার। বহুকাল ধরেই ব্রাৎসানের মাথায় অদ্ভুত সব ধারণা রয়েছে।'

'অদ্ভুত ধারণা, মানে?'

'অদ্ভুত ধারণাই তো!'

'ভলেঙ্কো, বলে যাও।'

'বেশ বলছি। ব্রাৎসান, তোমার মতে, আইনভঙ্গকারীরাই মানুষ আর বাকী সবাই একেবারে হারামজাদা। জানি না তুমি কে, অপরাধী ছিলে কি না, জানতে চাই-ও না। আমি শুধু জানি যে তুমি ভালো কমরেড আর ভালো কম্‌সমল সভ্য। আদালতে হাজির হয়েছিলে সে নিয়ে কি গর্ব করবে তুমি? তোমাদের দলে ঐ যে গলতভস্কি রয়েছে, সে কখনো মামলায় পড়েনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে আমি বিশ্বাস করি না। তোমরাও কর না। এক বছর হতে চলল ও তৃতীয় দলে গেছে। কিন্তু এখনও ও কলোনিবাসী খেতাব পায়নি।'

ভলেঙ্কোর আর বলার কিছু ছিল না। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল ব্রাৎসান নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। একই রকম রাগী রাগী মুখের ভাব করে সে বসে রইল।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ বলবেন!'

'ফিলিপ্, এই তর্কটা বাধিয়ে তুমি ভুল করেছ। যারা আইনভঙ্গকারী সে শিশুদের সাহায্য করতে হবে সবার আগে। সোভিয়েত রাজ ব্যাপারটা এইভাবেই দেখে। এতে তাদের বড়াই করার কিছু নেই। দুর্ভাগ্য নিয়ে গর্ব করার কী আছে! এখন একটি বাচ্চা ছেলে এসে হাজির হয়েছে। তারও কপাল মন্দ। তাকেও সাহায্য করা উচিত।'

'কিন্তু ঠিক আমাদের কলোনিতেই বা কেন?'

'কারণ এ কলোনিতে তোমরা চমৎকার কাজ করছ, চমৎকার আছ। স্পনে আর কমোনেসে প্রত্যেকেই এখন সগর্বে বলে যে কলোনিটা "তাদের" জায়গা! আমরা কাজ খারাপ করলে তারা অন্য সুর ধরত। বলত, "এটা তোমাদের কলোনি"। অথচ আসলে এই কলোনি তো...'

'আমাদের!!' দরজার কাছ থেকে পেৎকা ক্রাভ্‌চুক চেঁচিয়ে উঠল।

হাসির হুল্লোড়ের উপর গলা চড়িয়ে তাম্বি করে উঠল ভিক্তর:

'দেখ একবার! আবার ও শুরু করেছে! ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি এখন ভোট নেব: চতুর্থ দলে ভানিয়া গালচেঙ্কোকে কারা ভর্তি করতে চায়?'

চারিদিকে হাত উঠতে ভানিয়ার বুকটা ধ্বক করে উঠল। ব্রাংসানের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে অবাক হল, মুখে তার মৃদু হাসি। এখন ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে মুখটা, মোটেই গোমড়া নয়।

'সবাই একমত। আলিওশা নিয়ে নাও! এই, এতো হল্লা কিসের? চেনির্য়াভিন তাহলে আগের মতোই সংযোজন কারখানায় থাকবে। তাছাড়া, চেনির্য়াভিন কথাও দিয়েছে। কম্যান্ডার পরিষদ বন্ধ হল!'

সেই সন্ধেয় চতুর্থ দলের ঘরে খুব একটা খুসির আবহাওয়া। জিরিয়ানস্কি ভানিয়াকে সামনে দাঁড় করিয়ে নানা প্রশ্ন আর হাসি-তামাসা করে তাকে অস্থির করে তুলল। তারপর সবাই তারা টেবিলের চারিপাশে বসে আলিওশার বিবরণ শুনল: এই 'পয়লা মে' শ্রম কলোনিতে তাদের চতুর্থ দল কী রকম চমৎকার, অজেয় আর লড়িয়ে এবং তারা সবাই কী রকম উজ্জ্বল এক একটি রত্ন। গোটা কলোনির আতঙ্ক জিরিয়ানস্কি। সে ডিউটিতে থাকলে পরিদর্শনের জন্য ভালোমতো তৈরী হতে আধ ঘণ্টা আগেই সকলে ওঠে। এখন সেই জিরিয়ানস্কির পক্ষেও হাসি চাপা কষ্টকর হয়ে উঠল। তার চোখদুটি চকচক করছে। চতুর্থ দল নিয়ে তার উচ্ছ্বাস অবারিত হয়ে উঠছে।

'দল নয়, একেবারে খাস্তা গজা। কী সব ছেলে ভানিয়া! কাকে ছেড়ে কাকে দেখি! যদিও আমাদের দলে রয়েছে সবচেয়ে বাচ্চারা। যেমন এই ধর তসিয়া তালিকভ। তাকিয়ে দেখলেই বুঝবি ভবিষ্যতে এ হবে কম্যান্ডার। আর ওর বোনটি তো ইতিমধ্যেই একাদশ দলের কম্যান্ডার। কিংবা এই বেগুনক! ফিল্কা শারি! কিরিল নোভাক! ফেদিয়া আর কলিয়া ইভানভ! সেমিওন গাইদভস্কি আর সেমিওন গ্রাদুন! কিংবা এই পেৎকা ক্রাভ্চুক!'

নানা ধরনের মুখ ফিরল ভানিয়ার দিকে। কারুর মুখ গাঢ় রঙের, কারুর গাল গোলাপী। কোনো মুখ সুন্দর, কোনো মুখ তেমন সুন্দর নয়। কোনো মুখে সরল বিশ্বাস, কোনো মুখে আবার সেই সঙ্গে একটা শ্লেষের আভাস। কোনো মুখ হাসিখুসি, কোনো মুখ হাস্যকর রকম গম্ভীর, কেউ ভ্রূকুঞ্চিত, কাউকে আবার চেষ্টা করে ভুরু কোঁচকাতে হয়। কিন্তু সব মুখেই সমান

আনন্দ, নিজেদের দল আর দলপতি নিয়ে সমান গর্ব এবং সোভিয়েত জগতে তারা যে সসম্মানে বাস করছে তার জন্য তৃপ্তি। জানে তারা কী করে তাদের সম্মান বজায় রাখতে হয়। পরে জিরিয়ানস্কি বলল তাদের প্রত্যেকের দোষের উল্লেখও সে করবে, বলবে শুধু একটি করে দোষের কথা, কিন্তু গুরুতর দোষ। বলল যে বেগুনেকের হামবড়া দোষ আছে, পেৎকা ক্রাভচুক বড়াই করে, কবে কোথায় সে কী এক লন্ডভন্ড করেছিল, কিরিউশ্‌কা মনে করে তার চেহারাটাই সবচেয়ে সুন্দর, গাইদভস্কি ভাবে... সংক্ষেপে সবাইকার একই দোষ: নিজেদের উপর সবাইকার ভারি উঁচু ধারণা, সবাই বড়াই করে, নিজেদের নিয়ে সবাইকার ভারি গর্ব ...

এই বলে জিরিয়ানস্কি শেষ করল, 'বড়াই করা উচিত নয়, কারণ এটা ভারি বোকার মতো কাজ, এবং চতুর্থ দলকে মানায় না। সময় হলে বরং আমিই তোদের প্রশংসা করব। দলের মনিটর!'

টেবিলের সামনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বেগুনেক কম্যান্ডারের সামনে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল।

'হাজির, কমরেড কম্যান্ডার!'

'ভানিয়াকে তার জিনিসপত্র দে।'

'ঠিক আছে কমরেড কম্যান্ডার!'

এক বান্ডিল জিনিস সাড়ম্বরে ভলোদিয়া নিয়ে এল ভানিয়ার কাছে।

'এই নে গালচেঙ্কো! এই তোর ইজের, গেঞ্জি, চাঁদি-টুপি। এই নে সাবান। এই তোর বেল্ট। বিছানার চাদর। তোয়ালে। ইস্কুলের ইউনিফর্মটা কালকে পাবি। চল, যাওয়া যাক। গরম জলে স্নান করবি। আর ভানিয়ার ভার কে নিচ্ছে?'

'তুই।'

'ঠিক আছে কমরেড কম্যান্ডার! আলিওশা, কাঁচিটা দে। এখন আমরা গিয়ে...' আঙুল দিয়ে কাঁচি চালানোর ভঙ্গী করল ভলোদিয়া।

সেই মুহূর্তে দরজা দিয়ে মাথা গলাল ইগর চোর্নিয়াভিন।

'আসতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে তুই তাড়াতে চেয়েছিলি তাহলেও কিন্তু চটিনি।'

'চটা এখানকার প্রথা নয়।'

ইগরের দিকে একদৃষ্টে তাকাল ভানিয়া।

'তাড়াবে? কেন?' সে প্রশ্ন করল।

'ও তো আর যে-সে লোক নয়! হয়তো কোনো সম্পত্তি পেয়েছে কারো কাছ থেকে।'

ভানিয়া হেসে উঠল, 'দিদিমার কাছ থেকে বুঝি!'

ভানিয়াকে ধরে শূন্যে তুলল ইগর।

'মুখ সামলে ভানিয়া! আচ্ছা তোর পালিশের বাক্সটা কোথায় বল তো?' মেঝের উপর তাকে নামিয়ে সে প্রশ্ন করল।

'ওই রিজিকভ ... মেরে দিয়েছে। সেই দশ রুব্‌ল্‌-ও।'

'আর ভান্দা কোথায়?'

'জানি না।'

অসহিষ্ণু হয়ে ভানিয়ার হাতে টান দিল ভলোদিয়া। বলল:

'চল যাই!'

বারান্দা দিয়ে ছুটে গেল ছেলেদুটি। মৃদু হেসে জিরিয়ানস্কি বলল:

'রাগ করিস না ইগর। এটাকে আমরা বলি, গরম গরম লোহা পেটা!'

দ্বিতীয় খণ্ড

১

অসম্ভব!

সাত বছর ধরে 'পয়লা মে' কলোনির অস্তিত্ব। কিন্তু যে যৌথকর্মীদল এখানে গড়ে উঠেছে সেটি অনেক বেশী পুরনো। তার ইতিহাস শুরু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল আগে, ১৯১৭-তে — অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক পরের দিন, একেবারে অন্য পরিবেশে — পুরানো পলতাভা স্তেপের মাঠ আর খামারের মাঝখানে। এই কর্মীদলের 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের' চরিত্র চিত্তাকর্ষক, অদৃষ্ট এ্যাডভেঞ্চারে ভরা, 'স্বাধীন জীবন' থেকে তারা আনে রকমারি উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়াবেগ আর উগ্র চালচলন। সেগুলো সবই কাঁচা অকেজো। কারণ এরা বিগড়ে গিয়েছিল বলা যেতে পারে পুঁজিপতি সংস্কৃতির প্রভাবে, অবশ্য কিছুটা ঝোঁক তাদের ছিল অপরাধ করার দিকে।

বিপ্লবী ফ্রন্টের এই অনাড়ম্বর ক্ষেত্রটার ভার পড়ে ছোটো এক দল শিক্ষাব্রতীর উপর। ভালোমানুষ সাধারণ লোক তাঁরা। এঁদের কর্তা ছিলেন জাখারভ। নিজেও তিনি সাধারণ লোক ছাড়া কিছুই নন। এই গোড়ার দিকে আশ্চর্য আর অসাধারণ বলতে ছিল শুধু অক্টোবর বিপ্লব আর বিশ্বের নতুন দিগন্ত। সে-কারণেই জাখারভ আর তাঁর সঙ্গীদের কাছে কর্তব্যটা সুস্পষ্ট মনে হয়েছিল: নতুন মানুষ গড়ে তুলতে হবে! অল্প দিনের মধ্যেই বোঝা গেল কাজটা ভারি কঠিন আর সময়সাপেক্ষ। হাজার হাজার দিন রাত কাটে। সে সময়ে জাখারভ বিশ্রাম, শান্তি বা আনন্দ কিছুই পাননি। তবুও সেই নতুন ধরনের লোক দূরেই রয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে জাখারভের এমন একটি প্রতিভা ছিল যা পূর্ব ইউরোপের সমভূমিতে খুবই চোখে পড়ে — সেটা হল আশাবাদ আর ভবিষ্যতের জন্য প্রচণ্ড উৎসাহ। আসলে এটাকে বিশেষ কোনো প্রতিভা

বলা চলে না, এটা হল রুশীদের একটা বিশুদ্ধ মানসিক বৈশিষ্ট্য, সেই সব লোকেদের মানসিক বৈশিষ্ট্য, যারা কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মূল্যামূল্যের বোধ রাখে। অক্টোবর বিপ্লবের আগে পর্যন্ত যে-সব লোকদের হাতে শাসনভার ছিল তারা এই আধ্যাত্মিক সম্পদ ও প্রত্যয় নিয়ে জুয়া খেলে। প্রত্যয়কে পরিণত করে বিশ্বাসপ্রবণতায়, আশাবাদকে নিশ্চিন্ততায়। এই গুণগুলিকে তারা ধরে নেয় অপরূপ 'রুশী' মহানুভবতার বিশেষ ধর্ম বলে। এবং বিচারশক্তি, মূল্যবোধ, সত্য এবং ন্যায়ে জনগণের এই বিশ্বাসকে ঠেলে দেওয়া হয় বাস্তব জীবনের ওপাশে, কিংবদন্তী, রূপকথা আর চুটকির রাজ্যে যার কাজ ছিল শুধু চিত্ত বিনোদন। অতঃপর রুশী জনগণের এই আশাবাদী শক্তির উপর এ'টে দেওয়া হয় একটা মফস্বলী লেবেল, যাতে লেখা রইল আত্মলাঞ্ছনার এই রসিকতা: 'হয়ত, বোধ হয়, কোনো না কোনো রকমে'। আশাবাদের জন্য রইল কেবল হতভাগ্য একটু জায়গা যা নিয়ে ইউরোপীয় উন্নাসিকতায় উপহাস করা যেত, নয়ত কাঁদা যেত রুশীসুলভ আবেগে।

সেই জায়গাটিতেই খাড়া হয়েছে অভিজাত মর্মর স্মৃতিস্তম্ভ। উন্নাসিকতা অথবা ভাবাবেগ উভয়ের পক্ষেই সেটি সমান উপযোগী। তাতে ক্ষোদিত হয়েছে এই অনুপ্রাণিত কবিবাণী:

বিজাতীয় দর্পিত নয়নে
বুঝিবে না, হেরিবে না কভু
কী ঝলিছে গোপনে গোপনে
দীনতার নম্রতায় তব।

ক্রুশভারে প্রপীড়িত ওই,
জন্মভূমি, তব মৃত্তিকায়
দাসরূপে স্বর্গের সম্রাট
আশীর্বাদ করে চলে যায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গৌরবময় রুশী আশাবাদের এই ছিল অবশেষ — সরলতা আর একটা করুণ কোমলতা। কারণ যার সরলতা অসীম শুধু সে-ই বুঝবে না 'কী ঝলিছে গোপনে গোপনে'। আরও বাস্তববাদী লোকেরা চাপা হাসত: রুশী লোকদের চমৎকার লুঠ করা হয়েছে, আর তাদের আশাবাদটা এমনই যে তারা এমন কি তাতে আপত্তিও করছে না। ১৯১৭-তেই শুধু

প্রকাশ পেল যে, জনগণের আশাবাদটা অনেক বেশী শক্তিধর এবং অনেক কম নিরীহ। 'হয়ত বা' 'কোনো রকমে' ইত্যাদির উপর নির্ভর না করে রুশী জনগণ অসাধারণ আমূলভাবে সত্যিকারের কাজের লোকের মতো প্রাচীনপন্থী নন্দনতাত্ত্বিকদের বিতাড়িত করে 'কৃষ্ণসাগরের পরপারে' আর নতুন এক নন্দনতত্ত্ব ও আশাবাদের জায়গা করে দেয়। হয়ত পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা আজকেও বুঝতে পারে না, আমাদের কর্মের সারল্য ও প্রত্যয়ের উৎস কী। সোভিয়েতের মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছে শুধু দৃপ্ত চোখের আগুনে আর ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যেই নয়, অধ্যবসায়শীল পরিশ্রমসাপেক্ষ দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও, সেই সব নিরানন্দ অলক্ষ্য কাজের মধ্যে যখন ভবিষ্যৎ আভাসিত হয়ে উঠতে থাকে সব অতি সূক্ষ্ম ঘটনার মধ্যে। সে সব ঘটনাবলী এত সূক্ষ্ম যে তাদের উৎসের কাছে যে-লোক দাঁড়িয়ে, যে তাদের দিক থেকে চোখ বা মন ফিরিয়ে নেয় না শুধু সে-ই পায় তাদের দেখতে। বহু দিন আর বহু রাতের শেষে, বহু প্রচণ্ড মোহভঙ্গ ও ব্যথার, হতাশা আর মানবীয় দুর্বলতার পর আসে উৎসবের দিন। তখন ছোটোখাটো খুঁটিনাটি অংশই নয়, চোখের সামনে দাঁড়ায় গোটা ইমারৎ — সারিসারি সুন্দর সব বাড়ি, এতো দিন যাদের অস্তিত্ব ছিল শুধুমাত্র আশাবাদী স্বপ্নের মধ্যে। এই গৌরবময় দিনে সবচেয়ে রোমাঞ্চ জাগে যুক্তিবিদ্যার সাফল্য দেখে। বোঝা যায়, এ না হয়ে পারত না, আগেকার সমস্ত পরিকল্পনাই রচিত হয়েছিল চুলচেরা হিসেব করে এবং তাদের ভিত্তি জ্ঞানের উপর, প্রকৃত মূল্যে পূর্ণ উপলব্ধি করার উপর। আর তখনই শুধু লোকে বুঝতে পারে সেটা আশাবাদ মোটেই নয়, এ হল বাস্তব নিশ্চয়তা, প্রত্যয়। তাকে আশাবাদ বলা হত কেবল কুণ্ঠাবশে সঙ্কোচবশে।

জাখারভও এই দুরূহ আশাবাদীর পথ বেছে নিয়েছিলেন। পুরাতনের ঘন নির্যাসের ভিতর থেকে নতুন জন্মগ্রহণ করছিল — প্রাচীন দুর্ভাগ্য, ক্ষুধা, বিদ্বেষ, রাগ, মানবীয় সংকীর্ণতা, মানসিক ক্ষুদ্রতা এবং আরও যেটা বিপজ্জনক সেই সাবেকী অভিপ্রায়, সাবেকী অভ্যাস আর সুখের সাবেকী ধারণার ভিতর থেকে। অতীত করছিল নানাভাবে আত্মপ্রকাশ। শান্তিতে লুপ্ত হবার তার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না। ফুলে-ফেঁপে উঠে সে করত পথরোধ। নতুন পোষাক ও নতুন কথায় সে সেজে আসত। সে দিত বক্তৃতা, সৃষ্টি করত শিক্ষার আইন। 'সোভিয়েত অধ্যাপনা-বিজ্ঞানকে' সমর্থন করে সে এমন কি লিখতে পারত প্রবন্ধ।

এমন একটা সময় ছিল যখন অতীতের এই সব প্রতিনিধিরা সর্বাধুনিক বুলির সাহায্যে জাখারভের কাজকে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করত। অথচ সেই সঙ্গেই দাবী করত অলৌকিক ঘটনা ও অতিমানবিক অসাধারণ কাজ। তারা তাঁর সামনে এনে ধরত আনকোরা বৈজ্ঞানিক ভাষায় লেখা নানা আজগুবি হেঁয়ালি। আর সে সব হেঁয়ালি নিয়ে তিনি যখন তাদের দরুন একেবারেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন তারা তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করে উঠত:

'লোকটা একেবারে অপদার্থ!'

কিন্তু এই সব ভুলবোঝার মধ্যে বছরের পর বছর কাটে। ইতিমধ্যে এমন সব নতুনের আবির্ভাব ঘটতে থাকে যা মন দেবার মতো। চতুর্দিক থেকে, দেশের ঘটনাবলী থেকে, প্রতিটি মুদ্রিত লাইন থেকে, অপরূপ সোভিয়েত বিকাশের সবকিছু থেকে, এবং প্রতিটি জীবন্ত সোভিয়েত মানুষের কাছ থেকে কলোনিটি অর্জন করল জ্ঞান, চাহিদা, মানদণ্ড।

প্রয়োজন হল অন্য অভিধা, অন্য সংজ্ঞার, নতুন মানদণ্ডে মাপার। শত শত ছেলেমেয়ে আর ক্ষুদে বুনো জানোয়ার হয়ে, নিছক এক একটা জৈবিক নমুনা হয়ে রইল না। জাখারভ এবার জানতে পেরেছেন তাদের শক্তির কথা এবং নির্ভয়ে তাদের সামনে হাজির করলেন এক বৃহৎ রাজনৈতিক দাবি:

'মানুষের মতো মানুষ হও!'

এই দাবী সাড়া জাগোয় তাদের তরুণ মেধায়। তারা বেশ জানত, এতে 'শিক্ষণবিদ্যাসম্মত' যে-কোনো পদ্ধতির চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ফুটে উঠেছে তাদের প্রতি। বিমূর্ত চিন্তার যন্ত্রণাদায়ক স্নায়বিক আক্ষেপের মধ্যে নতুন অধ্যাপনা বিজ্ঞান জন্মায়নি। জন্মেছে লোকেদের জীবন্ত গতির মধ্যে, বাস্তব একটা যৌথের ঐতিহ্য ও প্রতিক্রিয়ায়, নতুন ধরনের বন্ধুত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে। সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে গড়ে উঠছিল এই বিজ্ঞান, যদিও এর ফল আহরণের জন্য সর্বত্র যথেষ্ট ধৈর্য ও অধ্যবসায় ছিল না।

প্রাচীন ধ্যান-ধারণাগুলি প্রাণপণে টিকে থাকছিল। জাখারভকেও বস্তা-পচা অনেক কুসংস্কার ছাড়তে হয়। ছেলেমেয়েরা যে শিক্ষাদানের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয় এই ধারণাটি ছিল জাখারভের মতে 'অধ্যাপনা বিজ্ঞানের' প্রধান 'পাপ'। মাত্র সম্প্রতি তার হাত থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। না, ছেলেমেয়েদের নিজস্ব জীবন আছে, অতি সুন্দর সেই জীবন। সে-কারণেই

তাদের সঙ্গে কমরেড আর নাগরিকের মতো ব্যবহার করা দরকার। দরকার তাদের অধিকার ও দায়িত্ব, আনন্দের অধিকার দাবী এবং জবাবদিহির দায়িত্বটাকে বোঝা ও শ্রদ্ধা করা। তখনই তাদের কাছে জাখারভ তাঁর শেষ দাবীটি হাজির করেন: কোনো ফাঁকি নয়, এক দিনের জন্যও নীতিভ্রংশ নয়, এক মুহূর্তের জন্যও হতাশা নয়। তারাও স্মিত মুখে তাকায় তাঁর কঠোর দৃষ্টির দিকে। তারাও নীতিভ্রংশের কথা ভাবেনি।

তারপর সময় আসে যখন তাঁর আর অমঙ্গল-আশঙ্কার কোনো কারণ থাকে না, কারণ থাকে না শঙ্কিত মনে সকালে জেগে ওঠার। কঠোর পরিশ্রমের জীবন যাপন করে কলোনি, কিন্তু তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় সমাজতন্ত্রের নতুন রক্ত। অতীতের বিষাক্ত জীবাণু জন্মালেই হত্যা করার ক্ষমতা থাকে সে রক্তের।

নতুন সভ্যদের আর ভয় করে না কলোনি। ধীর বিবর্তনের প্রতি শ্রদ্ধার শেষ জেরটাও বর্জন করেন জাখারভ। এক গ্রীষ্মে তিনি এক পরীক্ষা চালান। সে পরীক্ষার সাফল্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। দু-দিনের মধ্যে তিনি পঞ্চাশটি নতুন ছেলেমেয়ে ভর্তি করেন। তাদের তিনি সোজা নিয়ে আসেন রেল-ইস্টিশান, রেল-গাড়ির ছাদ আর মালগাড়ির ভেতর থেকে। প্রথমে তারা আপত্তি জানায়, গালাগালি দেয়। কিন্তু পুরানো কলোনিবাসীদের নিয়ে বিশেষভাবে গড়া কর্মীদল তাদের শৃঙ্খলার মধ্যে রাখে, শান্ত করে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করায়। নবাগতদের চেহারা ছিল দেখার মতো। গায়ে মস্ত বড় বড় কোট। মনে হয় সবাইকার চুলের রঙই কাল্‌চে, সকলের গায়েই 'সামাজিক পচনের' গন্ধ। নিকট ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা দমে যায়। কারণ তখন গ্রীষ্মকাল। এই ঋতুতে তারা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে — বৃটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে শুধু এই বিষয়েই তাদের মিল। পরে যেটা ঘটল জাখারভ তাকে বলেন 'বিস্ফোরক পদ্ধতি'। কিন্তু কলোনিবাসীরা তাকে সহজ করে বলে: 'দলে আয় ভাই!'

ইস্টিশানের চকে কলোনিবাসীরা নব্যাগতদের অভ্যর্থনা করল। চারিদিকে হাজার হাজার দর্শক। একটা চমৎকার প্যারেডের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে প্রসারিত শ্রেণীতে সোজা সোজা সারি। পতাকা খস্‌খস্‌ করে উঠছে। 'নতুন কমরেডদের' স্যালুট জানান হল। নবাগতরা খুসি হল, লজ্জাও পেল। কোটের ঝলঝলে তলা হাত দিয়ে চেপে তৃতীয় ও চতুর্থ দলের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

কলোনিবাসীরা সহরের মধ্যে দিয়ে মার্চ করে চলল। পরিচিত 'পয়লা মে' কলোনির বাসিন্দা আর নবাগতদের মধ্যে প্রভেদটা তাদের নিজেদের ও চারিপাশের প্রত্যেকের মনে গভীর রেখাপাত করল। ফুটপাথ থেকে সজল চোখে তাদের দেখতে লাগল মহিলা আর সাংবাদিকরা।

বাড়ি ফিরে চুল কাটা, স্নান করা ও ইউনিফর্ম পরার পর, ঈষৎ লালচে, অত্যাধিক মনোযোগ ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য ভেতরে ভেতরে বিব্রত ছেলেগুলির উপর প্রয়োগ করা হল আরও একটা 'বিস্ফোরণ'। ফুলবাগানের মধ্যে এ্যাসফল্ট বাঁধান ছোটো একটা জায়গায় তাদের যত 'ভ্রমণের পোষাক' একটা বড় গাদায় স্তূপ করা হল। তার উপর ঢালা হল কেরোসিন। ছেঁড়া পোষাকগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে পরিণত হল ধূমায়িত উৎসব অগ্নিতে। পরে একটা ঝাঁটা ও বালতি নিয়ে সেখানে মিশা গস্তার এল ঝাঁকড়া তৈলাক্ত ছাইগুলো পরিষ্কার করতে।

'তোদের আত্মজীবনী সব এবার খতম!' ধূর্তভাবে চোখ মটকে সবচেয়ে কাছের নতুন ছেলেটিকে সে বলল।

গস্তারের ভোঁতা রসিকতা শুনে পুরনো কলোনিবাসীরা প্রাণ খুলে হাসল। নবাগতরা চারিদিকে তাকাল অপরাধীর মতো। বেশ অস্বস্তি লাগছিল তাদের।

এই অগ্নি উৎসবের পর স্বাভাবিকভাবে দিন কাটতে লাগল। আর যাই হোক কুখ্যাত পুনর্শিক্ষাদান পদ্ধতির কোনো চিহ্নই প্রায় রাখা হয়নি। নবাগতেরা কলোনিবাসী বা জাখারভকে কোনো অসুবিধেয় ফেলল না।

তিনি বুঝলেন সোভিয়েতের সমগ্র বাস্তবতা থেকেই নিয়মসঙ্গত ও অনিবার্যরূপেই আসে শিশুযৌথের সুস্থ জীবন সংগঠনের প্রশ্নটা। কিন্তু অন্য কারুর কারুর কাছে এটাকে অতটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল না। জাখারভ এখন নিশ্চয় করে বলতে পারেন নতুন মানুষ গড়ে তোলা —এটা হল অধ্যাপনা বিজ্ঞানের আওতার মধ্যে একটি আনন্দের কাজ। তাছাড়া, এটাও তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'বখাটে ছেলে' কথাটা হল ব্যর্থ শিক্ষকদের একটা বাই। মোটের ওপর এখন বহু কথাই জোর দিয়ে বলতে পারেন তিনি। এটাই অতীতপন্থীদের সবচেয়ে বেশী করে চটিয়ে তুলত।

অতীত — এ হল ভয়ানক দুর্মর একটা জিনিস। আমাদের জীবনের নানা ফাঁক দিয়ে সেটা সেঁধিয়ে যায় আর এমন সাবধানে ধূর্তের মতো উঁকি

মারে যে প্রায় চোখেই পড়ে না। এমন কোনো অবস্থাই নেই যার সঙ্গে অতীত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের আনন্দিত শৈশবের চেয়ে পবিত্র আর কী আছে? সবাইকারই তাই বিশ্বাস, সবাই তা মানে, তবু ...

লোক আসে কলোনিতে, ঘোরাঘুরি করে দেখে, পকেট থেকে বার করে নোট-বই। প্রশ্ন করার আগেই আসন্ন রোমাণ্টিক অভিজ্ঞতার প্রত্যাশায় সজল হয়ে ওঠে তার চোখ।

'তাহলে ... বলুন?'

'কী জানতে চান?'

'কেমন করে ... ইয়ে ... মানে ... কেমন করে এদের চালাচ্ছেন?'

'মন্দ নয় ... চালিয়ে যাচ্ছি।'

'মানে ... ইয়ে ... আমাকে কয়েকটা উদাহরণ-টরণ দিন ... আপনার ... ইয়ে ... মানে ... কয়েকটা শক্ত কেসের।'

খানিক বিচলিত হয়ে সিগারেটের জন্য জাখারভ পকেট হাতড়ালেন:

'তা শুনে আপনার কী হবে?'

'ভারি দরকার, ভারি জরুরী। বুঝি তো, ঢেলে সাজা ব্যাপারটা ... এখন অবিশ্যি শুধরে গেছে, কিন্তু ... বেশ কল্পনা করতে পারি আপনাদের কত সব অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল!'

'ঢেলে সাজা?..'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দয়া করে খুব জ্বলজ্বলে একটা উদাহরণ যদি দেন। সম্ভব হলে একটা ফোটোগ্রাফও ... কী দুঃখের কথা, ঢেলে সাজার আগের পর্যায়ের কিছু নেই আপনাদের।'

জাখারভ ভাবতে লাগলেন। এরকম একটা ব্যাপার—ঢেলে সাজা গোছের—সত্যিই ছিল বটে বহুকাল আগে। এই কৌতূহলী রোমাণ্টিকের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার সবচেয়ে ভালো উপায় কী: ঢেলে সাজার পদ্ধতিটা যে একেবারেই অনাবশ্যক সে-কথা প্রমাণ করবেন, নাকি স্রেফ একটা মন-গড়া গল্প বলে দেবেন? দ্বিতীয় উপায়টা অবশ্যই সহজ।

এই ধরনের ভুলবোঝাটা ছিল জাখারভের সত্যিকারের দুর্ভাগ্য। ব্যাপারটা আরও খারাপ দাঁড়াত যখন 'জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের' বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

তাঁরা দেখতেন লোকজন, যন্ত্রপাতি, ফুলের কেয়ারি। পরীক্ষা করতেন নানা সংখ্যা আর রিপোর্ট। ভদ্রভাবে তাকাতেন তাঁরা জীবন্ত বস্তুদের দিকে। ফাইল ওলটাতে ওলটাতে ভদ্রভাবে হ্ঁ-হা করতেন। তাঁদের মুখ দেখে জাখারভ বুঝতেন একটা কথাও তাঁরা বিশ্বাস করেন না।

'এরা সবাই তো হাঘরে?'

'না, এরা কলোনিবাসী।'

ডিভান থেকে বেগুনক চাপা হাসি হাসল।

'ধরুন এই ছেলেটি। এ কি হাঘরে ছিল?'

ভলোদিয়া দাঁড়িয়ে জাখারভের দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ সহৃদয় দৃষ্টিতে।

'আমি কলোনিবাসী, চতুর্থ দলে আছি,' বলল সে।

'কিন্তু তার আগে তো হাঘরে ছিলে?'

কী জানি কী কারণে বেগুনক না হেসে পারল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তর একটা দেওয়া দরকার বৈকি:

'ইয়ে... মানে... মনে নেই।'

'মনে নেই মানে? বলতে চাও একদিন যে হাঘরে ছিলে তা ভুলে গেছ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ...'

'অসম্ভব!'

'সত্যি বলছি ভুলে গেছি!'

কথাটা ভলোদিয়া আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে বললেও তার পরীক্ষকদের মনে হল ছেলেটি তাদের নিয়ে তামাসা করছে। এবং সেটা খুবই সম্ভব। কী একটা যেন ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে এরা।

বন্ধুরা বিচলিত হয়ে চলে গেলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে এমন অখণ্ড একতা তাঁরা কদাচিৎ দেখেছেন। এর ফলে কোনটা সত্য কোনটা ছলনা তা বোঝা যায় কখনো? অন্তত, জাখারভের সবকিছুই যেন অতিরিক্ত রকমের ভালো।

'এ হতে পারে না!'

'নয় তাই যদি স্বীকারও করি, তাহলেও সংগ্রামটা কোথায়? কোথায় শিক্ষণবিজ্ঞান? আর শেষ কথা, হাঘরেই বা কই? এ-সব ছোঁড়াগুলোকে জোটানো হলই বা কোথা থেকে?'

এ ধরনের লোকের কখনও আশাবাদ ছিল না।

২

ভানিয়া

কম্যাণ্ডার পরিষদের সেই যে দিনটা ভানিয়ার সারা জীবন মনে থাকবে তারপর এক মাস কেটেছে। কলোনিতে এখন জুন মাসের উষ্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। ভানিয়ার ইস্কুলের ইউনিফর্ম রয়েছে আলমারিতে। চতুর্থ দলের কম্যাণ্ডার বারণ করেছে, ইস্কুলের ইউনিফর্ম পরা চলবে না।

বলেছে, 'হাফ-প্যাণ্ট পরে ঘুরে বেড়াবার এখনই উপযুক্ত সময়, গায়ে রোদ লাগুক ...'

তাই ভানিয়া আর চতুর্থ দলের সবাই হাফ-প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তার উপর চাপায় ঢিলেঢালা নিখুঁত ইস্ত্রি-করা ক্যাম্বিসের সার্ট। পুরো পোষাকই বলা যায় এগুলোকে, হাতা, কলার আর বুক-পকেট — সবই আছে। সেই সব উপলক্ষে তারা পরে নীল মোজা, দৌড়বার জুতো আর সোনালী চাঁদি-টুপি। এ পোষাকে ছেলেদের দেখায় চমৎকার।

ভানিয়া চটপট কলোনির জীবন-ধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেখানকার সবকিছুই তার ভালো লাগে, সবকিছুই সে করতে সক্ষম। দু-দিনের ছুটির তার যে আইনসঙ্গত দাবী ছিল সেটা সে নেয়নি। ভর্তি হবার পরদিনই সে ঢালাই কারখানায় কাজ শুরু করে দেয় ঢালাইকর হিসেবে। ঢালাই কারখানা ছিল এক পুরনো দালান ঘরের মধ্যে। তার এক প্রান্তে ফার্নেস, অন্য প্রান্তে ঢালাই বানিয়েরা কাজ করে। কাজটা তামার তেল-পাত্র ঢালাই করা। সেগুলোর যে একটা গুরুগম্ভীর নাম ছিল — 'স্টফ্‌ফার তেল-পাত্র' — সেটা ভালো লাগত ভানিয়ার। নানা কারখানায় এই স্টফ্‌ফারগুলোর খুব চাহিদা শুনেও সে খুসি হয়েছিল। এগুলো বাদ দিয়ে কোনো যন্ত্রই চলতে পারে না — অন্তত চতুর্থ দলের সবাই জোর দিয়ে এটা বলত। ছোটো ছোটো বাক্স গাড়ি বোঝাই করে পাঠান হত রেল ইস্টিশানে। ভানিয়া সেটা দেখতে কখনো ভুলত না। এই সব বাক্সে থাকত কাগজে-মোড়া ঝকঝকে নিকেল-প্লেট-করা তেল-পাত্র।

পাত্রগুলো ছিল নানা আকারের — ব্যাস ২০ থেকে ৮০ মিলিমিটার পর্যন্ত। ঢালাইগুলোও সেই অনুসারে। প্রথম দিন থেকেই ভানিয়া কাজটা বুঝে ফেলে, যদিও স্বভাবতই কৌশলটা আয়ত্ত করতে তার কিছু সময় লাগে। মাঝে মাঝে ঢালাইটা তার হাতে ভেঙে যেত যখন সে সেটার বালির গায়ে

পাতলা তার দিয়ে ফুটো করে প্লাইউডের উপরকার অন্য ঢালাইগুলোর পাশে সাজিয়ে রাখত শুকবার যন্ত্রে পাঠাবার জন্য। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই সে শেখে কী করে কাঠের মুগুর পিটে ঢালাইটা প্রয়োজনমতো শক্ত করতে হয়, কী করে জল দিয়ে বালি যত দরকার ভেজা রাখতে হয় আর কী করে সেটা ছাঁচ থেকে সাবধানে বার করে তার দিয়ে হয় গাঁথতে। প্রতি চার ঘণ্টায় এখনো সে এক শ'টা করে ঢালাই তুলতে না পারলেও অনায়াসেই পারে ষাটটা করে। রুম ঢালাই পিছু ছেলেদের দেন এক কোপেক। ফিল্কা, কিরিউশ্কা আর পেৎকার মতে এটা খুবই কম।

কিন্তু ছাঁচে ঢালাই বানানো ছাড়া অন্য বিষয়েও ভানিয়ার কৌতূহল কম নয়। প্রতি দিন নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সে প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে, নতুন বন্ধুদের অনুনয় করে বুঝিয়ে দিতে।

যেমন ধরা যাক ব্যান্ড। চতুর্থ দলের সবাই এই ব্যান্ড বলতে অজ্ঞান। ব্যান্ড নিয়ে তাদের আলোচনার শেষ নেই। 'মার্শ মিলিতের' আর 'কারমেন'এর মার্চের সুর তারা গাইতে পারে আর 'প্রহরী বদল' গানটা গায় এই ভাষায়:

আসে, আসে, আসে রে ঐ রোমের পোপ
কী তোড়জোড়,
গোবর গনেশ, গা তুলতেই
তিন বছর।

তারপরই জুড়ে দেওয়া হয় ট্রা-লা-লা বলে ভারি সুন্দর ও জটিল একটা গৎ। ব্যান্ডের আসল গুপ্ত তথ্য জানে অনেকে: ভলোদিয়া বেগুনক, পেৎকা ক্রাভ্চুক আর ফিল্কা শারি। ভলোদিয়া বাজায় দ্বিতীয় ট্রামপেট, পেৎকা বাজায় পিকলো আর ফিল্কা সবাইকে ছাড়িয়ে যায় প্রথম কর্নেটে। ভানিয়ারও ভারি ইচ্ছে করে কোনো একটা যন্ত্র বাজাতে। কিন্তু যত দিন না কলোনিবাসী উপাধি পাচ্ছে ততদিন তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। যারা সবে এসেছে তাদের ব্যান্ড বাজাতে দেওয়া হয় না। সেই আনন্দের দিনের জন্য ভানিয়া অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু একটি রিহার্সালও বাদ দেয় না। ব্যান্ড বাজিয়েদের জমায়েত হবার ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে-ই প্রথম হাজির হয় ক্লাস-ঘরের জমায়েতে। প্রথম কয়েক দিন ব্যান্ড দলের সর্দাররা তাকে 'তাড়াবার' চেষ্টা করে। কিন্তু তারপর ভানিয়ার উপস্থিতি তাদের সয়ে যায়। ধরে নেয় ভানিয়া গালচেঙ্কো ভবিষ্যতে হবে বাদ্যকর। ব্যান্ডের সবকিছুই ভানিয়ার ভালো লাগে: ঝকঝকে

শাদা শাদা তিরিশটা বাদ্যযন্ত্রের কোরাস — ভলোদিয়া বেগ্নেক যেগ্লোকে বলত র্পোর পাতে মোড়া, — আটটা কালো ক্ল্যারিনেট; ট্রম্বোনগ্লোর চতুর বঙ্কিমতা, বাজাবার স্ট্যান্ডগ্লো আর মোটাসোটা হাসিখ্সি বৃদ্ধ কন্ডাক্টার ভিক্তর দেনিসভিচকে। তিনি ছিলেন শ্লেষাত্মক মন্তব্যের জন্য বিখ্যাত।

'সার্কাস দেখেছিস কখনো?' 'সি' পর্দার নীচের ঘরে যথারীতি ভুল করার পর কন্ডাক্টার একবার ব্যাস্ন-বাজিয়ে দানিলো গরোভয়কে প্রশ্ন করেন।

'দেখেছি,' গরোভয় উত্তর দেয়। তার গালদ্টো হয়ে ওঠে টকটকে লাল।

'তাহলে দেখেছিস সীলমাছ কী ভাবে শিঙ্গা বাজায়।'

গরোভয়ের চেহারাটা বিরাট, ঘাড়ে-গর্দানে। কলোনির বিখ্যাত কামার সে। নিঃশব্দে সে তার ব্যাস্নের বিরাট ম্খটা চাটে। ভিক্তর দেনিসভিচ তার দিকে কটমট করে তাকান। আর চল্লিশজন বাদ্যকর তাকায় তাঁর দিকে।

'সীলমাছ। কিন্তু বাজায় কেমন!' কন্ডাক্টার বলে চলেন।

ভিক্তর দেনিসভিচের দিকে গরোভয় তাকায় ক্রদ্ধ দৃষ্টিতে। কলোনির সবাই জানে তার বৃদ্ধিটা ভোঁতা। কিন্তু এবার চুপচাপ সে সীলমাছের অপমানকর উল্লেখটা বরদাস্ত করতে পারল না। সীলমাছের তো পাও নেই, মাথাটাও কুকুরের মতো। স্পষ্টই অভদ্রের মতো গরোভয় কন্ডাক্টারের ম্খ থেকে চোখ সরিয়ে নীচু গলায় বলল:

'কী আর বাজায়!'

কথাটা শ্নে সবাই প্রাণ খ্লে হেসে ওঠে — বাদ্যকররা, ভিক্তর দেনিসভিচ, ভানিয়া গালচেঙ্কো আর এমন কি দানিলো গরোভয় নিজেও। হাসি ছাপিয়ে কে যেন টিপ্পনী কাটে:

'ভিক্তর দেনিসভিচ, এমন কি সীলমাছও "সি" পর্দার নীচের ঘর বাজাতে পারবে না!'

কিন্তু কন্ডাক্টার আবার গম্ভীর হয়ে ওঠেন। ব্যান্ড-বাজিয়েদের মাথার উপর দিয়ে নির্ত্তাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর সর্ ব্যাটনটা সঙ্গীত-স্ট্যান্ডে ঠুকলেন।

'চতুর্থ নম্বর। ট্রম্বোনগ্লো আস্তে! এক... দ্ই!'

ভানিয়া র্দ্ধশ্বাসে বসে থাকে কেট্ল্-ড্রামের পাশে। শোনে চমৎকার জমকাল সঙ্গীত। কিন্তু ব্যান্ডের প্রতি তার আকর্ষণটা কেবল সঙ্গীতের জন্যই নয়। কলোনিতে সবাই বলে গত পাঁচ বছর আগে চাল্ হবার পর থেকে

একবারও ব্যান্ড সাধারণ সভায় শাস্তি পায়নি। এর সিনিয়ার সদস্য জাঁ গ্রিফ। ছেলেটি নবম দলের, লম্বা, চোখ কালো। তার দিকে তাকাতেই ভানিয়ার সাহস হয় না, কথা বলা তো দূরের কথা… গ্রিফ যখন একলা তার ছোটো কর্নেটটা বাজিয়ে সামনেকার স্বরলিপি আর কণ্ডাক্টারের ব্যাটনের তালে একেবারে ডুবে যায় তখনই শুধু সে তার দিকে তাকায়।

কিন্তু ব্যান্ড ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও ভানিয়া মন দেবার সময় পেত। খেলার মাঠও মুগ্ধ করেছিল তাকে। পের্লভের দিকেও সমান সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকাত। সাধারণত তার মাথায় জড়ান থাকত বিজয়ী ব্যাণ্ডেজ — সাহসী ফরওয়ার্ড বলে তার খ্যাতি ছিল। রুদ্ধশ্বাসে ভানিয়া শুনত রোমাঞ্চকর ভলিবল ম্যাচের গল্প। গরদকি* খেলোয়াড়রাও ছিল বিখ্যাত। তাদের ক্যাপটেন ক্রুকসভ। সে বলত:

'আমাদের দল একবার ডাং ছুঁড়েই "চিঠি" উড়িয়ে দিতে পারে।'

'একেবারে বাজে কথা! অসম্ভব!'

'বলছি আমরা উড়িয়ে দিই। "অসম্ভব" মানে? "এয়ারোপ্লেন"এর কথা তো না বললেও চলে। আমার দলের ছেলেরা জোরে ছোঁড়ে না। কিন্তু ডান্ডার দুটো দিকই ভাঙার কাজ করে।'

প্রধান বাড়ির বারান্দার দেয়ালে একটা ধাঁধার বোর্ড ঝুলত। তার সামনে ভানিয়া অনেক সময় কাটাত। পড়ত সেখানকার শত শত আশ্চর্য প্রশ্ন, ধাঁধা, আর ভারি কঠিন কঠিন অঙ্কের ফরমুলা। দেখত নানা ছবি আর নক্সা। এক ছবিতে রয়েছে জানালা থেকে একটি মেয়ে বাইরে তাকিয়ে। নীচে প্রশ্ন:

'মেয়েটির বয়েস কত?'

তারপর আর একটি প্রশ্ন: এ-রকম কুটির কোথায় বানান যায় যার চারটে দেয়ালই দক্ষিণমুখো? পরেই রয়েছে সুন্দর এক কুটিরের ছবি, তার উপর একটা পতাকা উড়ছে।

ভানিয়ার পিছনে সেমিওন গাইদভস্কি দাঁড়িয়ে। সে গম্ভীর প্রকৃতির লোক।

'এটা পঞ্চম সিরিজ। অমনি টাঙানো রয়েছে, দেখায় ভালো। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে, প্রাইজও পেয়ে গেছে সব। শরতে পিওতর

---

* ডাংগুলির মতো একটা রুশী খেলা। থাম, এরোপ্লেন ইত্যাদির আকারে ছোটো ছোটো ডাং সাজানো থাকে। দূর থেকে বড়ো একটা লাঠি ছুড়ে সেগুলোকে ছড়িয়ে ফেলতে হয়। — সম্পাঃ

ভাসিলিয়েভিচ আর একটা বোর্ড টাঙাবেন। গত শীতে ধাঁধার বোর্ডে আমি চার হাজার পয়েণ্ট পেয়েছিলাম।'

পিওতর ভাসিলিয়েভিচেরও সঙ্গে ভানিয়ার পরিচয় হল। তাঁর উপাধিটা অদ্ভুত — মালেঙ্কি*। কিন্তু আসলে তাঁর চেহারাটা ঢ্যাঙা। কলোনির মধ্যে সবচেয়ে লম্বা তিনি, আর ভারি রোগা। তাঁর পাদুটো রোগা, গলাটা রোগা, নাকটা রোগা। তা সত্ত্বেও ভারি হাসিখুসি, কখনো ক্লান্তি নেই। সব চেয়ে বড়ো কথা, লোকটা যেমন তেমন নয় — ছেলেদের মতে। তাঁর সম্বন্ধে নানা মজার মজার গল্প তারা বলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জটিল সব পরিকল্পনা আর অভিসন্ধি নিয়ে ছেলেরা তাঁকেই ছেঁকে ধরত। দেখা গেল মালেঙ্কির দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ। পেঁছিবার পরের দিনই ভ্যানিয়া তাঁর চোখে পড়ল। ভানিয়া যখন দৌড়ে উঠোন পেরুচ্ছিল তাকে তিনি ডাকলেন।

'এই, ছোঁড়া!'

ভানিয়া থেমে গেল।

'আয় শোন!'

'কেন?'

মালেঙ্কির পাদুটো এত লম্বা যে তিন পা এগিয়েই ভানিয়ার পাশে তিনি পেঁছিলেন।

'নতুন ছেলে?'

ভানিয়া দেখল উপর থেকে, যেন একেবারে আকাশ থেকে একটি লম্বা-নাক শীর্ণ মুখ তার দিকে তাকিয়ে। নাকের তলায় গোঁফের মতো কী যেন গজিয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন নকল। চোখদুটি উজ্জ্বল নীল, তীক্ষ্ণ।

'নতুন এসেছিস, তাই না? নাম কী? ভানিয়া গালচেঙ্কো? টানা জাল বানাতে পারিস?'

'টান্য জাল?' প্রশ্ন করল ভানিয়া।

'হ্যাঁ, মাছ ধরার জন্যে। জানিস না! ওয়্যারলেস সেট? তাও পারিস না? কবিতা লিখতে পারিস তাহলে? কী পারিস তুই?'

এই সব প্রশ্নবাণে ভানিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে খেলো করতে চাইল না। মাথা উঁচু করে এক চোখ কুঁচকে উত্তর দিল:

'কেন, বাক্স বানাতে পারি। একটা বানিয়েছিলাম।'

---

* মালেঙ্কি — রুশ ভাষায় ছোটো। — সম্পাঃ

‘কী ধরনের বাক্স ?’

‘জুতো পালিশ-কারিয়ের …’

‘নিজে বানিয়েছিলি ?’

‘হ্যাঁ।’

‘জুতোও পরিষ্কার করতিস ?’

‘হ্যাঁ, করতাম।’

‘বুরুশ দিয়ে ?’

‘হ্যাঁ, প্রথমে ছোটো পরে বড় বুরুশ দিয়ে।’

‘বাঃ, তার মানে তোকে নিয়ে চালু করে দেওয়া যাবে।’

‘কী ?’

‘মানে একটা কান্ড করা যাবে। দাঁড়-টানা গাড়ি বুঝেছিস ! তোর নাম তাহলে ভানিয়া গালচেঙ্কো ? কাজের লোক তুই।’

আর কোনো কথা না বলে মালেঙ্কি কয়েক পা সরে গিয়ে দুটো বাড়ির মাঝখানে অদৃশ্য হন। ফুলের কেয়ারিগুলো যেন একেবারে ডিঙিয়েই চলে গেলেন।

কথাটা মন্দ নয়। দাঁড়-টানা গাড়ি ! চতুর্থ দলের সবাইকে ভানিয়া সে বিষয়ে প্রশ্ন করল। কিন্তু কেউই দাঁড়-টানা গাড়িটার কথা কখনো শোনেনি। ও-ধরনের একটা জিনিস বানাবার জন্য পিওতর ভাসিলিয়েভিচ মালেঙ্কি যে ভানিয়ার সাহায্য নেবেন ভাবছেন এই গুজবে চতুর্থ দলের মধ্যে একটা দারুণ উত্তেজনা পড়ে গেল। দেখা গেল মালেঙ্কির সঙ্গে চতুর্থ দলের ছেলেদের নানা পরিকল্পনা আছে: রবিবার প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে এক রহস্যময় হ্রদে তিনি কাউকে নিয়ে যান মাছ ধরতে, আর একজনের সঙ্গে তিনি জটিল খেলা বার করেন, আর অন্য কারো সঙ্গে আবার তিনি কম্যান্ডার পরিষদের কাছ থেকে কোনো ঘর ধার নিয়ে সেখানে কিছু একটার আয়োজন করেন।

‘কিন্তু কী করেন ইনি ?’ ভানিয়া প্রশ্ন করল।

‘পিওতর ভাসিলিয়েভিচ ? তিনি হচ্ছেন — ইয়ে — মানে বলতে গেলে কিছুই না।’

‘কিছুই না, মানে ?’

‘ওঁকে শিক্ষক বলা হয়, কারণ উঁচু ক্লাসে তিনি ড্রাফট আঁকতে শেখান। তাছাড়া এমনিতে আর কিছুই না — ওই অমনি …’

এক সপ্তাহ পরে ভানিয়ার সঙ্গে মালেঙ্কির বনে দেখা। তিনি গাছগুলোর

মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তাকাচ্ছিলেন তাদের চূড়োর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভানিয়াকে তিনি চিনতে পারলেন।

‘আরে, ভানিয়া যে!’ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘দাঁড়-টানা গাড়ি, জানিস, চমৎকার জিনিস। কাল তোর সঙ্গে বসে ভালো করে আলোচনা করব।’

কিন্তু পরের দিন মার্লেংক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শোনা গেল তাঁর টি-বি হয়েছে। গভীর দুঃখের মধ্যে খবরটা চতুর্থ দলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। রহস্যময় দাঁড়-টানা গাড়িটার চেয়ে মার্লেংকর কথাই বেশী করে ভাবল ভানিয়া। ও-রকম লম্বা, ক্ষিপ্র, চমৎকার লোক কিনা ও-রকম বিশ্রী অসুখে পড়লেন, অসুখটাও আবার রহস্যময়, লোকে বলে মারাত্মক...

কিন্তু সত্যি বলতে কি ভানিয়ার সবচেয়ে ভালো লাগল চতুর্থ দলের জীবনযাত্রা। সবাই ভারি আন্তরিক আর সহৃদয়। ছেলেরা সবাই ভারি ইণ্টারেস্টিং। আলিওশা জিরিয়ানস্কি সবকিছু চালায় ভারি কড়াভাবে। প্রতিদিন ভানিয়া চেষ্টা করত নিজের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ঝকঝকে তকতকে ঘরখানায় ফিরতে, ছেলেদের কথা শুনতে, কথা বলতে, হাসতে, বাঁচতে... ইচ্ছে হত আলিওশা তাকে কোনো কাজ করার আদেশ দিক, খুব কঠিন একটা কাজ, আর স্যালুট করে সে উত্তর দেবে:

‘ঠিক আছে, কমরেড কম্যাণ্ডার!’

৩

পুরনো ও নতুন ঝগড়া

দিনের পর দিন ইগর চের্নিয়াভিন কাজে আসে আর চেয়ারের জোড় ঘষে। তার হাত ছড়ে গেছে। উখোটা সম্বন্ধে তার বিরক্তি মোটেই কমেনি। জোড়ের কাজ নিয়ে ইগর নিজের বিতৃষ্ণা লুকোয় না। কিন্তু কম্যাণ্ডার পরিষদে কথা দিয়েছে, তাই ধরে নিয়েছে কাজটা করতে সে বাধ্য। কিন্তু মাছি ও মৌমাছি সম্বন্ধে আতঙ্কটাকে সে চেপেই রাখে, যদিও সেগুলো তার টেবিলের চারিপাশে ওড়ার সময় তাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে ভোলে না। সৌভাগ্যক্রমে ইগর কাজে যোগ দেবার এক সপ্তাহ পরে সংযোজন কারখানা উঠে গেল যে-বাড়িটাকে স্টেডিয়াম বলা হয় সেখানে। জোড়ের কাজ ভালো না এগুলেও চার ঘণ্টা কাজের দিনের মধ্যে ইগর শ্তেভেলকে দিত তিরিশটা করে জোড়। ঐ ভিত্তিতে তার দৈনিক বেতন হয় নব্বই কোপেক। শ্তেভেল

ক্রমাগত বলে ইগরের মতো ছেলের দিনে অন্তত এক শ'টা জোড় শেষ করা উচিত।

এ কাজের জন্য যায় দুপুরের খাওয়ার পর মাত্র চার ঘণ্টা সময়। বাকী দিনটা অনেক ভালো কাটে। সকালে ইগর যায় ইস্কুল-বাড়িতে। সেখানে নিকোলাই ইভানভিচ একটা ক্লাস-ঘরে তাকে আধ কি এক ঘণ্টা পড়ান। নিকোলাই ইভানভিচের বেশভূষা ঠিক আগের মতোই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আগের মতোই ভদ্র ব্যবহার। অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচয় হয়েছে ইগরের, লক্ষ্য করেছে তাঁদের সবাইকারই বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছন্ন বেশভূষা আর নিখুঁত ভদ্র ব্যবহার। মোটামুটি বলতে গেলে এখানকার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা 'কেমন যেন অন্যরকম'। সত্যিই ইস্কুলের গোটা বাড়িটাতেই কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ: সবই বেশ প্যাকাপোক্ত, পরিচ্ছন্ন, ভদ্র, এমন কি যেন সম্ভ্রান্তই।

লাইব্রেরিটাও ইগরের ভালো লাগে। 'শান্ত' ক্লাবের পাশেই সেটা। প্রচুর বই সেখানে। প্রত্যেকটিই বাঁধান। মেঝে থেকে সিলিঙ পর্যন্ত তাকের উপর পরিচ্ছন্ন করে সাজান। চওড়া দরজা-জুড়ে কাউণ্টার। যারা বই নিতে চায় সব সময়েই সেখানে তাদের কিউ। লাইব্রেরির ভার ইয়েভগেনিয়া ফিওদরভনা নামে এক বৃদ্ধার উপর। কিন্তু কাজকর্ম সবই চালায় তিনজন কলোনিবাসী — বই দেয় তারা, ফেরৎ নেয়, রেজেস্টারি করে, দাগ দেয়, পোস্টার আঁকে 'অনুমোদিত' তালিকার। তাদের মধ্যে প্রধান হল শুরা মিয়াৎনিকভা। মেয়েটি ছিপছিপে, সুঠাম গঠন, রঙটা গাঢ়, হাঁ-মুখ বড়।

'বইটা পড়েছ নাকি শুধু ছবিগুলো দেখেছ?' প্রশ্ন করে সে। চোখে তার ফুটে ওঠে রহস্যে গাম্ভীর্যে ভরা একটা অতি জীবন্ত কৌতুক ...

পড়তে বরাবরই ভালো লাগে ইগরের। ভবঘুরে জীবনে বইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। এখন সে নতুন আগ্রহ নিয়ে আবার পড়ায় মেতে উঠেছে। সকালে ঘুম ভাঙার পর ভাবতে ভালো লাগে দেরাজে একটা বই আছে। বেশী রাত পর্যন্ত পড়তে নেস্তেরেঙ্কো দেয় না। এগারটায় আলো নিভিয়ে দেয়। বিউগ্‌লের ডাকের অনেক আগে ইগর ওঠা অভ্যেস করে নিয়েছে যাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক ঘণ্টা পড়তে পারে। পড়া দিয়েই দিন শুরু তার। একেবারে সন্ধে পর্যন্ত দিনটা থাকে নানা বিচিত্র ঘটনায় ঠাসা।

গত সন্ধেয় নেস্তেরেঙ্কো জানিয়েছে পরের দিন তাকে দলের মনিটর হতে হবে।

মনিটরের কাজ সকাল পাঁচটায় ওঠা যাতে পরিদর্শনের আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ শেষ করতে পারে। ইগর সকাল সকাল উঠল। কিন্তু মনে পড়ে গেল তার দেরাজে 'রহস্যময় দ্বীপ' নামে বইটা রয়েছে। মনিটরের কাজের কথা সে গেল ভুলে। যখন বিউগ্‌ল্‌ বাজল আর দলের সবাই তড়াক করে নামল বিছানা থেকে নেস্তেরেঙ্কো তখন আঁতকে উঠল:

'সেরেছে, ডোবালি আমায়!'

ইগর ছুটল ঝাড়ন আর বুরুশের খোঁজে। কিন্তু ততক্ষণে ভারি দেরী হয়ে গেছে। পরিদর্শন দল এসে দেখল ঘর একেবারে অগোছাল, চোর্নিয়াভিন ছটোছুটি করছে। ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াল, কারণ জাখারভ নিজে পরিদর্শন পরিচালনা করছিলেন। দারুণ ভুরু কুঁচকে চারিদিকে কটমট করে তাকিয়ে নিরুত্তাপ গলায় তিনি বললেন, 'নমস্কার কমরেড।' মন না দিয়ে রিপোর্ট শুনে প্রশ্ন করলেন:

'আজ মনিটর কে?'

'আমি,' ভীরু মৃদু হেসে ইগর বলল।

'শাস্তি।'

আবার ইগর তেমনি বিব্রতভাবে হাসল। তারপর শুনল নেস্তেরেঙ্কোর চাপা উত্তেজিত স্বর:

'ঠিকভাবে উত্তর দে! তোর হল কী?'

এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করল ইগর।

'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর!' এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে চটপট সে বলল।

ইন্সপেকশন হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত নেস্তেরেঙ্কো ইগরকে উপদেশ দিয়ে চলল, বুড়ির মতো ঘ্যানঘ্যান করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে লাগল তার চরিত্রের নানা দোষ আর অভিজাত অভ্যাসের কথা।

'বই, এমন কি বইয়ের মতো পবিত্র জিনিসও তোকে ভুল পথে নিয়ে যায়। সত্যিকারের শয়তানের পাল্লায় পড়লে যে তোর কী হবে ভগবানই জানেন!'

কিন্তু অন্য সব কমরেডরা ইগরকে খুব বেশী দোষ দিল না। জরিন এমন কি তাকে সমর্থনই করল:

'এটা ভালোই হয়েছে নেস্তেরেঙ্কো, অত ভয়ের কী আছে? এটা ওর অগ্নিদীক্ষা! তুই নিজেই ভেবে দেখ: কখনো কোনো শাস্তি না পেলে কী ধরনের মানুষ ও হবে।'

'সে কথা অবশ্য সত্যি। তবে দলের পক্ষে এটা ভালো নয়,' মৃদু হেসে স্বীকার করল নেস্তেরেঙ্কো।

সেদিন ভানিয়া গালচেঙ্কোও ছিল দলের মনিটর। তার পক্ষে ব্যাপারটা চুকল অনেক বেশী ভালোভাবে। এমন কি প্রশংসাও সে পেল। সবাই যখন ঘুমচ্ছে সে তখন জানালার তাকে উঠে মৃদু স্বরে শীস দিতে দিতে শার্শিগুলো ধুচ্ছিল। বাইরে আলো ফুটছে। নীচে লোকে ফুলের কেয়ারিতে জল দিতে ব্যস্ত। ইস্কুল-বাড়ির জানালা সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে। অনেক আগেই ভলোদিয়া বেগুনক তার বিউগ্‌ল্‌টা নিয়ে গেছে দশম দলের ডিউটির কম্যান্ডার ইলিউশা রুদ্‌নেভকে জাগাতে। অল্পক্ষণ পরেই উঠোনে শোনা গেল তার ঘুম-ভাঙানী সিগন্যালের শব্দ।

কাজ করতে করতে আড়চোখে ধূর্ত দৃষ্টিতে ভানিয়া তাকালে তার ঘুমন্ত কমরেডদের দিকে। বিউগ্‌লের ডাক শুনে ঘুমের মধ্যেই ফিল্‌কা কী যেন বিড়বিড় করে বললে। জানালার নীচে শোনা গেল পায়ের শব্দ।

'এখনো ওরা ঘুমচ্ছে?' বাগান থেকে মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল ভলোদিয়া।

ভানিয়া মাথা ঝুঁকিয়ে জানাল হ্যাঁ।

এক মুহূর্ত পরে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল আর তার মধ্যে দেখা দিল বিউগ্‌লের একটা প্রান্ত। তারপর যে-শব্দটা হল সেটা একেবারে বিকট। দু-লাফে জিরিয়ানস্কি বিছানা থেকে নামল। কিন্তু ততক্ষণে ভলোদিয়া উধাও।

'ক্ষুদে শয়তান কোথাকার! দাঁড়া না যাবি কোথায়! বাহবা ভানিয়া, জানালাগুলোও দেখি ধোয়া সারা।'

কম্যান্ডারের প্রশংসায় তৃপ্তিতে আরক্ত হয়ে উঠে ভানিয়া আরও জোরে জোরে কাচ মুছতে লাগল। আবার রুপোলী বিউগ্‌ল্‌টা দরজার মধ্যে দেখা দিল। জিরিয়ানস্কি টকটকে লাল হয়ে লাফিয়ে উঠে পা টিপে টিপে চলল দরজার দিকে। কিন্তু হঠাৎ দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। ভলোদিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল জিরিয়ানস্কির উপর, তারপর হাত পা এমন কি বিউগ্‌ল্‌ দিয়েও শক্ত করে জাপটে ধরল তাকে।

'চলে আয় সবাই, কম্যান্ডারকে পিটনো যাক!'

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল ফিল্‌কো, পেৎকা আর সেমিওনরা দু-জন। একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। জানালার তাক থেকে হাসতে হাসতে দেখতে লাগল ভানিয়া। বেঁটেখাটো সুদর্শন একটি ছেলে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। সে ডিউটির কম্যান্ডার রুদ্‌নেভ।

'ঘুম ভাঙল?' মৃদু হেসে সে প্রশ্ন করল।

প্রাতরাশের পর ইগরের সঙ্গে দেখা হল ভানিয়ার।

'কেমন চলছে, ভানিয়া?'

'চমৎকার! জানিস আজ আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া হবে!'

'যাঃ! কেন?'

'আমার মনিটরের কাজের জন্যে।'

'মনিটরের কাজের জন্যে? তোর কী কপাল! আমার কথাও তাতে থাকবে!'

'ধন্যবাদ দেওয়া হবে?'

'আরে না, শাস্তি। বলে, একবার শাস্তি না পেয়ে ভালো কলোনিবাসী হওয়া যায় না।'

'কে বলে?'

'সাণ্ডো জরিন তাই বলে। আমার ভার তার ওপর।'

'বেশ ছেলের ওপর তোর ভার পড়েছে যা হোক! আমার ভার নিয়েছে ভলোদিয়া, ছেলেটা জানে শোনে!'

গ্রীষ্মকালে ইস্কুল বন্ধ। পার্কে ভিড়। কেউ গেছে পুকুরে, কেউ খেলার মাঠে, কেউ আরাম করে বেঞ্চিতে বসে বই পড়ছে। যে-বইটা নিয়ে সকালের ঝামেলা বেধেছিল সেটা নিয়ে ইগর গেল সবচেয়ে দূরের ছায়া-ঢাকা একটা জায়গায়। আগাছা-ভরা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এই নিয়ে জীবনে তৃতীয়বার তার দেখা হয়ে গেল সেই 'অপূর্ব' মেয়েটির সঙ্গে যার চোখদুটি কালো কালো। মেয়েটি চলেছে হন্তদন্ত হয়ে। দ্রুত চলছে তার রোদ-পোড়া পাদুটি। স্নানের পর এখনো তার চুল ভিজে। ইগরের দিকে মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল ঠিক সেই আগের মতো, সুন্দর চোখে সোনালী নীল ঝলক দিয়ে। শুধু এবার তার চাউনির মধ্যে সেই বিরক্তভাবটা নেই। মেয়েটির কী যেন মনে পড়তে সপ্রতিভভাবে হাসল।

ইগর তার পথ আটকাল। মেয়েটি এক পা পিছিয়ে মুখের উপর হাত তুলল।

'ভয় নেই, মিস, ভয় নেই। বলুন তো আপনার নামটি কী?'

'কেন?'

'আমি আপনার সঙ্গে ভাব করতে চাই। আমার নাম ইগর।'

'নয় ইগর, তাতে কী হল?'

'অবশ্যই তাতে কিছু হচ্ছে না ঠিক। মানে বিশেষ কিছু। এমনি ইগর আর কি।'

মেয়েটি চেষ্টা করল তার পাশ কাটিয়ে যেতে। পরনে তার জীর্ণ স্কার্ট।

'নামটি কী শুধু বলুন, তার বেশী তো কিছু জানতে চাইছি না।'

মেয়েটি থেমে ছোট্ট মুঠো দিয়ে ঠোঁট চাপা দিল:

'আপনি তো ... মাছিকে ভয় পান, তাই না?'

মেয়েটির সঙ্গে শেষবার যে অস্বস্তিকর পরিবেশে দেখা হয়েছিল হঠাৎ সে কথা মনে পড়ায় ইগর লাল হয়ে উঠল। মেয়েটি তার বিব্রতভাব লক্ষ্য করে হাত নামিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। ইগর তার পথ ছেড়ে দিল। মেয়েটি তার দিকে ঝট করে ফিরে ঝলমল করে হেসে বলল:

'আমার নাম অক্সানা!'

ইগর হাত দিয়ে বিস্ময়ের ভঙ্গি করল:

'অক্সানা! কী আশ্চর্য নাম!'

কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটি অনেক দূরে চলে গেছে। আগাছা-ভরা পথ দিয়ে যাবার সময় ঝলক দিচ্ছে তার ফরসা পাদুটি।

'কী হল তোর?' পিছন থেকে কে যেন ইগরকে প্রশ্ন করল।

ইগর ঘাড় ফেরাল। প্রশ্ন করেছিল ভ্সেভলদ সেরেদিন। সে এক বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে। কলোনিতে থাকলেও সে 'বুদ্ধিজীবী'র ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করে। ঠোঁটে হাসির আভাসটা চালিয়াতের মতো চেপে ঘাড় উঁচু করে সে।

'আচ্ছা বল তো মেয়েটা কে?' ইগর প্রশ্ন করল, 'ও তো কলোনির মেয়ে নয়, তাই না?'

'একেবারেই না,' খানিকটা উত্তেজিতভাবে উত্তর দিল সেরেদিন, 'ও তো চাকরাণী।'

'অসম্ভব!'

'কেন অসম্ভব?'

'বলতে চাস ও চাকরাণী?'

'নিশ্চয়ই। পুকুরের ওপাশকার এক পল্লীভবন — মানে খুবই সাধারণ বাড়ি। সেখানে ও কাজ করে।'

'মালিক কে বাড়িটার?'

'মালিক-ফালিক নয়। উকিল-টুকিল কিছু একটা হবে।'

'তুই জানলি কোত্থেকে?'

'গস্তারকে জিগগেস করিস। ও তো এই মেয়েটিরই প্রেমে পড়েছে।'

'প্রেমে পড়েছে? যাঃ, সত্যি?'

'প্রেম বলে প্রেম! মেয়েটির জন্যে আবার টেরি কাটতেও শুরু করেছে। সে তোর পাঁজরা গুঁড়ো করে দেবে কিন্তু...'

সেরেদিনের আস্তিনের উপর হাত রাখল ইগর:

'পাঁজরার ব্যাপার নয় স্যার। ব্যাপারটা কী জ্যানিস? লোকটা যদি উকিলই হয় তাহলে মেয়েটির পোষাক অমন কেন?'

'তা জানি না। তবে গস্তারের ধারণা মেয়েটিকে সে রেখেছে বাগানের দেখাশুনো করতে। নিজের বাগানের সব্জি বুঝেছিস তো। তবে নিজে খাটে না, শোষণ চালায় আর কি — খাটে অক্সানা ক্ষেত-মজুরাণীর মতো। অথচ বয়েস মাত্র পনেরো। লোকটা চশমখোর হারামজাদা।'

ইগরের দিকে শান্ত বিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল সেরেদিন। তার সভ্য উচ্চারণে 'চশমখোর হারামজাদা' কথাটা বিশেষ রকম সরস শোনাল।

প্রধান বাড়িটার দিকে যেতে শুরু করল তারা। সেরেদিনের কাছ থেকে অক্সানা সম্বন্ধে আরও খবর বার করার ইচ্ছে ছিল ইগরের। কিন্তু হাতে নোট-বই নিয়ে ডিউটির কম্যাণ্ডার রুদনেভ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ইগরকে দেখে সে বলল:

'চের্নিয়াভিন একটা শাস্তি তোর পাওনা। এই পথটা ঝাঁট দিয়ে বালি ছড়ানো দরকার। এটা আধ ঘণ্টার খাটুনি, তোর একটা শাস্তির সমান। দুপুরের খাবারের আগে রিপোর্ট দিবি।'

'ঠিক আছে, কমরেড কম্যাণ্ডার,' ইগর চেঁচিয়ে বলল, এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াতেও ভুলল না।

কিন্তু জিগগেস করতে ভুলে গেল কী দিয়ে পথটা ঝাঁট দেবে আর বালিই বা নেবে কোথা থেকে। রুদনেভ চলে গেছে। চারিদিকে তাকাল ইগর। সেরেদিনকেও কোথাও চোখে পড়ল না।

আধ ঘণ্টা পর পথে কাজ করতে লাগল ইগর। তার হাতে তিনটে পাতলা ডাল। প্রাণপণে চেষ্টা করেও পথের ছোটো ছোটো জঞ্জালগুলো সে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করতে পারল না।

'শাস্তির কাজ?' পাশ দিয়ে যাবার সময় নেস্তেরেঙ্কো প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

কোথা থেকে এসে জুটল ভানিয়া গালচেঙ্কো।

অবজ্ঞাভরে ঠোঁট ফুলিয়ে নেস্তেরেঙ্কো বলল:

'দ্যাখ দিকি কাণ্ড… গাছের ডাল দিয়ে করছিস কী?'

'তা কী দিয়ে করব?'

'একটা ঝাড়ু বানা, গাধা কোথাকার!'

আর কোনো কথা না বলে অননুমোদনের ভাব দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নেস্তেরেঙ্কো চলে গেল। মুখ লাল করে ইগর তাকাল ভানিয়ার দিকে। ভানিয়াও পালাল।

ইগর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। তারপর বার দুয়েক জমিতে আঁচড় টানল। শাস্তির কাজের বিরুদ্ধে সত্যি তার বলার কিছু নেই। কিন্তু তাকে অন্তত কাজ করার জিনিসগুলো তো কেউ দেবে! পথে কতকগুলো কাঠকুটো, পোড়া সিগারেট আর ফুলের পাপড়ি পড়ে। তার ডালগুলোর আঁচড়ে এরা কিছুতেই হার মানতে চাইল না। আবার অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাতেই ইগর দেখল চমৎকার একটা ঝাড়ু হাতে ভানিয়া তার দিকেই লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে।

'সাবাস ভানিয়া, কোথায় পেলি বল তো?'

'গাছ থেকে ভেঙে বানিয়ে নিলাম, কতো চাই!'

'দে আমায়। আমি নিজেই ঝাড়ু দেব।'

'বেশ, তুই ঝাঁট দে, আমি বালি আনতে যাই।'

কুড়ি মিনিট পরে একই বালতি থেকে বালি ছড়িয়ে ইগর আর ভানিয়া কাজ শেষ করছিল এমন সময় বাড়ির ওপাশ থেকে এলেন জাখারভ।

'গালচেঙ্কো, ওকে সাহায্য করছ?'

'এই একটুখানি আর কি… আসলে নিজেই সবটা ও করেছে…'

'ভালো কমরেড তুমি!'

ভানিয়া মুখ তুলল। ততক্ষণে জাখারভ চলে গেছেন। খাড়া চেহারা, পায়ে চমৎকার পালিশ-করা বুট।

'নতুন ছেলেকে আনছে,' ইগর বলল।

ভানিয়া দূরে সড়কের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যিই তাই। দুজন লোক আসছে, তাদের মধ্যে একজন মিলিসিয়ার লোক।

'আমাকেও মিলিসিয়ার লোকের সঙ্গে আসতে হয়েছিল। সেটা ভালো দেখায় না।'

ভানিয়া উত্তর দিল না। খুঁটিয়ে সে দেখছিল তাদের কাজের ফলাফল।

'ওখানে খানিকটা জায়গা খালি। ওর ওপর আরও খানিকটা বালি ছড়াতে হবে।'

'আর বাকী বালিটার কী হবে?'

'বলি কি, এই পথটুকুও পরিষ্কার করা যাক। এটা খুব ছোটো।'

ইগর কোনো আপত্তি করল না। দশ মিনিটের মধ্যে তারা পাশের ছোট্ট পথটাও পরিষ্কার করে ফেলল। বালতিটা নিয়ে ইগর গেল সদর গেটের দিকে। ঠিক সেই সময় রুদ্নেভ সেখানে মিলিসিয়ার পিয়ন-বইতে সই করছিল। দুই বন্ধু সেখানে পৌঁছবার আগেই মিলিসিয়ার লোকটা স্যালুট করে সহরের দিকে যাত্রা করেছে।

'কমরেড কম্যাণ্ডার, শাস্তির কাজ শেষ করেছি।'

'এই ছেলেটিকে তর্স্কির কাছে পৌঁছে দিয়ে এক্ষুণি দেখব গিয়ে।'

নবাগতের দিকে তাকিয়ে ইগর হতভম্ব হয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে গ্রিশা রিজিকভ। ভানিয়া গালচেঙ্কোর তো পড়ে যাবার অবস্থা। হাঁ করে সে দাঁড়িয়ে রইল। রিজিকভের মুখে উপেক্ষার হাসি। কিন্তু কথা কইবার সাহস পেল না। কথা বললে ইগর:

'এই কেউটেটা কলোনিতে? এক্ষুণি ওর নিকেশ করছি, দেখ!'

তাকে থামাবার জন্য রুদ্নেভ হাত তুলল। কিন্তু ততক্ষণে ইগর রিজিকভের কলারটা চেপে ধরেছে।

'ভানিয়ার মতো বাচ্চার জিনিস চুরি করিস তুই!'

'ছেড়ে দে বলছি,' নোংরা আঙুল দিয়ে ইগরের হাত চেপে ধরে রিজিকভ খিঁচিয়ে উঠল।

ততক্ষণে ইগর তার অন্য হাতটায় ঘুষি পাকিয়ে রিজিকভের মাথার উপর তুলেছে। কিন্তু রুদনেভ শক্ত করে ইগরের বেল্ট ধরে তাকে টেনে নিল:

'অর্ডার, কমরেড চের্নিয়াভিন!'

সে হাঁক শুনে ইগর ঘুরে না দাঁড়িয়ে পারল না। সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে পড়ল রুদ্‌নেভের শাদা কলার, সোনালী আর রুপোলী ব্যাজ আর হাতের উজ্জ্বল রেশমী ফিতের উপর। রিজিকভকে ছেড়ে সে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল। রুদ্‌নেভ রিজিকভের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাল ইগরের মনে হল তার মধ্যে ঘৃণা ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইগরকে সে যে কথাগুলো বলল সেগুলোও বেশ কঠোর আদেশসূচক:

'কমরেড চের্নিয়াভিন, কলোনির মধ্যে পুরনো ঝগড়ার নিষ্পত্তি করা বারণ!' শান্ত সুরে সে বলল।

রুদ্‌নেভের স্বরে, কঠিন দৃষ্টিতে, প্রভুত্বব্যঞ্জক ভ্রূকুঞ্চনে এবং 'কমরেড' কথাটা উচ্চারণ করার সময় যে সম্ভ্রম ফুটে উঠল, তার মধ্যে ইগরের মনে হল এমন কিছু একটা রয়েছে যাকে মোটেই অমান্য করা যায় না। ইগর স্যালুট করল:

'ঠিক আছে, কমরেড কম্যান্ডার, পুরনো ঝগড়ার নিষ্পত্তি করা চলবে না!'

রিজিকভকে নিয়ে ততক্ষণে রুদ্‌নেভ বাড়ির দিকে চলেছে। রিজিকভের কথা এখন আর না ভাবলেও নিজেকে সামলাতে ইগরের খানিক সময় লাগল। কেবল এতক্ষণেই তার হুঁশ হল, কী আশ্চর্য, অমন তৎক্ষণাৎ সে বাচ্চা রুদ্‌নেভের কথাটা মেনে নিতে পারল কী করে?..

ভানিয়ার বিহ্বলভাবটা কেটে গেল। ইগরের পাশে সে নড়েচড়ে উঠল ...

৪

আজীবনের বন্ধুত্ব

উঠোনের অন্য প্রান্তে ভলোদিয়া বেগুনককে দেখে ভানিয়া ছুটে গেল তার কাছে নিজের দুর্ভাগ্যের কথাটা জানাতে। মনে হল রিজিকভ আসায় কলোনির উপরকার ঝকঝকে সূর্যটা যেন ঢাকা পড়ে গেছে। এখানকার সব ঘরবাড়ি, বন, পুকুর, এমন কি চতুর্থ দলের উপরও যেন এসে পড়েছে একটা কালো ছায়া। কলোনিতে রিজিকভ! কী ভয়ানক কথা!

পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে ভ্যানিয়ার উদ্বিগ্ন কাহিনী শুনতে শুনতে বেগুনকের ভুরু কুঁচকে উঠল, দৃষ্টি হয়ে উঠল কঠিন।

'মানে এ ছেলেটাই তোর জিনিস চুরি করেছিল? কিন্তু এতো ঘাবড়ে পড়েছিস কেন?'

'কিন্তু ও যে এখন কলোনিতে! সবকিছু সে চুরি করবে!'

'দূর! তুই একটা কীরে!' ভ্যানিয়ার দিকে আঙুল তুলে বেগুনক বলে উঠল। 'একেবারে ভয়ে সারা! চুরি করবে? ভেবেছিস চুরি করা সহজ? চেষ্টা করে দেখুক না! কী ভাবছিস, অমন ছেলে কম এসেছে এখানে? কতো এসেছে একেবারে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর!'

'কোথায় তারা এখন?'

'কোথায় আবার? এখানেই। এখন আর সেরকম নেই, একেবারে বদলে গেছে।'

পার্কে গেল তারা। প্রধান বাড়িটার কাছে একটা মোটর গাড়ি এসে থামল—এরা কিংবা ইগর চোর্নিয়াভিন কেউই সেটা লক্ষ্য করেনি। তার ভিতর থেকে নামলেন দুজন মহিলা। তাঁদের সঙ্গে ভান্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়া। ডিউটির কম্যান্ডার রুদ্‌নেভ দৌড়ে গেল তাঁদের কাছে। চকিত দৃষ্টিতে সে দেখে নিল কী সুন্দরী মেয়েটি। ভান্দার চুল এখন একেবারে সোনালী আর পরিষ্কার, বলতে কি ঝলমলই করছে। তার উপর সে পরেছে নীল একটি বেরে টুপি। তার সেই সপ্‌ সপ্‌ শব্দ করা গ্যালশের বদলে রয়েছে কালো জুতো আর মোজা। ভ্রমণ সঙ্গিনীদের দিকে তাকিয়ে দেখছে ভান্দা, তার মুখে ফুটে উঠেছে চঞ্চল সজীবতা। ডিউটির কম্যান্ডারের ঝকমকে সরকারিভাব দেখে সে অমায়িক মৃদু হাসল।

দুর্ভাগ্যক্রমে রুদ্‌নেভ তখন প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসতে পারল না। হাত তুলে ভদ্রভাবে হলেও পরিপাটী কেতাদুরস্তভাবে সে প্রশ্ন করল:

'বলুন কী চাই। আমি কলোনির ডিউটির কম্যান্ডার।'

একটি হৃষ্টপুষ্ট মহিলা, গালে টোল পড়ে, ভুরু জোড়া ঘন। দেখলেই মনে হয় হাসিখুসি, দয়ালু ধরনের। সুন্দরপানা রুদ্‌নেভকে তিনি এমন তন্ময় হয়ে দেখছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না। হেসে উঠলেন তিনি।

'তুমি তাহলে ডিউটির কম্যান্ডার! আমরা প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতে চাই!'

'ডিরেক্টরের সঙ্গে?'

'বেশ, নয় তাঁর সঙ্গেই।'

'বলুন, কী কাজে?'

'দ্যাখো একবার!' সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে মহিলাটি বললেন। সঙ্গিনীটিও বেশ মোটাসোটা। কিন্তু তাঁর হাবভাব গম্ভীর, এমন কি খানিকটা কঠোর ধরনের। 'মানে তোমাকে সে কথা কি আমাদের বলতে হবে?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল রুদ্‌নেভ।

'বেশ, তাহলে বলছি। তোমাদের কাছে এই মেয়েটিকে আমরা এনেছি। এই যে এ... ভান্দা স্ত্রাদ্‌নিৎস্কায়া। আর আমরা আসছি কমিন্‌টার্ন কারখানার পার্টি কমিটির কাছ থেকে। সঙ্গে চিঠিও আছে।'

রুদ্‌নেভ তাঁদের ভিতরে যাবার পথ দেখাল।

'দয়া করে এদিকে আসুন।'

দরজায় প্রহরী ছিল ছিপছিপে সোনালী-চুলো সেমিওন কাসাৎকিন। প্রায় বোঝা যায় না এমনভাবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকাল রুদ্‌নেভের দিকে। উত্তরও পেল ঠিক সমান অলক্ষ্য দৃষ্টির ইঙ্গিতে।

কম্যান্ডারদের পরিষদ ঘরের দরজা খুলল রুদ্‌নেভ। ঠিক সেই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল কয়েকজন। তাদের পথ ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। ভান্দা চোখ তুলে হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে অস্পষ্ট আর্তনাদ করে জানালার বাজুতে ঢলে পড়ল:

'ওই মাগো!'

বেহায়ার মতো হেসে রিজিকভ চলে গেল ভান্দার পাশ দিয়ে।

'তুই এখানে দাঁড়া, আমি এক্ষুণি আসছি,' রিজিকভকে বলল রুদ্‌নেভ। তারপর নবাগতাদের দিকে ফিরে বলল, 'দয়া করে ভেতরে যান। ভিতিয়া, এঁরা আলেক্সেই স্তেপানভিচের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

সবাই ভান্দার দিকে ফিরে তাকাল, তার অর্থ তাকে ঘরের মধ্যে যেতে বলা। কিন্তু মাথা নীচু করে ভান্দা বলল, 'কোথাও আমি যাব না।'

এক পাশে প্রস্তুত হয়ে রিজিকভ পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার মুখে একটা অদ্ভুত বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠেছে। তর্স্কির অভিজ্ঞ চোখ ব্যাপারটা বুঝে নিল।

'রুদ্‌নেভ, ওকে সরিয়ে নিয়ে যা!'

রিজিকভের হাত ধরে রুদ্‌নেভ তাকে ফেরাল বেরুবার পথের দিকে।

'ভেতরে আসুন,' তর্স্কি বলল।

'কোথাও যাব না আমি।' আরও নীচু হয়ে গেল ভান্দার মাথা। বারান্দায় রিজিকভ চোখের আড়ালে চলে গেলে ভান্দা সেদিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর খোলা জানালার দিকে ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মহিলা দুজন হতবুদ্ধি হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন। তর্স্কি ধীরে ধীরে তাঁদের ঘরের মধ্যে টেনে এনে বলল:

'আপনারা এখানে একটু বসুন। মেয়েটির সঙ্গে আমি কয়েকটি কথা বলে নিই।'

বাধ্যের মতো তাঁরা ভেতরে গেলেন। তর্স্কি দরজা বন্ধ করে সাবধানে ভান্দার কাঁধে হাত দিয়ে তার চোখের দিকে তাকাল:

'ওই ছেলেটাকে দেখে ভয় পেয়েছ বুঝি? চেনো ওকে?'

ভান্দা উত্তর দিল না। কিন্তু কান্না থামাল। রুমাল ছিল না তার। হাত দিয়েই চোখের জল মুছল।

'কী অদ্ভুত মেয়ে। অত ভয় পেলে যে দুনিয়ায় বাঁচাই দায়।'

'ভয় আমি ওকে পাই না। কিন্তু, তাহলেও এখানে আমি থাকব না,' জানালার ফ্রেমের কোণের দিকে তাকিয়ে ভান্দা বলল।

'বেশ। থেকো না তাহলে। গাড়ি তো দাঁড়িয়েই আছে। কিন্তু ঘরে অন্তত এসো।'

'কোথায়?'

'ভেতরে, আমাদের কাছে।'

খানিক চুপচাপ থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আর কোনো কথা না বলে ভান্দা দরজার দিকে এগুল। তার ইচ্ছে ছিল কম্যান্ডার পরিষদের ঘরে সে খানিক দাঁড়ায়। কিন্তু তর্স্কি তাকে সোজা নিয়ে গেল জাখারভের আপিসে।

অবাক হয়ে জাখারভ তাকালেন ভান্দার দিকে। ভান্দা পেছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায়?'

'বাইরে কয়েকজন মহিলা রয়েছেন — দুজন... আলেক্সেই স্তেপানভিচ, তাঁদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন।'

জাখারভ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভান্দা তাঁর দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর সে বসে পড়ল চওড়া ডিভানে। এবার কাঁদতে কাঁদতেই কথা কইতে লাগল সে:

'এ কোথায় আনলে আমাকে? যাই করো থাকব না। এখানে আমি থাকতে চাই না।'

দু'বার সে দরজার দিকে ছুটল। কিন্তু তর্স্কি নীরবে তার পথ আটকাল। তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার মতো জোর পেল না ভান্দা। ডিভানে বসে মৃদু স্বরে কেঁদে চলল। জানালা দিয়ে তর্স্কি দেখল মোটর গাড়িটাকে সহরের দিকে চলে যেতে। বলল:

'খামোকা কাঁদছ। এবার সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।'

ভান্দা শান্ত হয়ে উঠে চোখের জল মুছতে শুরু করল। কিন্তু জাখারভ ঘরে আসতে আবার সে লাগল ফুঁপিয়ে কাঁদতে। তারপর সে ডিভান থেকে লাফিয়ে উঠে বেরে টুপিটা সজোরে খুলে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে চীৎকার করে উঠল:

'সোভিয়েত রাজ! কোথায় আপনাদের সোভিয়েত রাজ?'

টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে জাখারভ বললেন:

'আমিই সোভিয়েত রাজ।'

কেমন বিশ্রীভাবে গলা বাড়িয়ে ভান্দা চেঁচাল:

'তুমি? তুমি সোভিয়েত রাজ? বেশ, তাহলে একটা ছুরি নিয়ে আমার গলাটা কেটে ফেলো! ফেলো কেটে! এমনিতেই আমি আর বাঁচতে চাই না।'

ধীরেসুস্থে জাখারভ টেবিলের সামনে বসে ভান্দা সম্পর্কিত কাগজপত্র মেলে ধরলেন, তারপর এমনভাবে কথা কইতে লাগলেন যেন একটা দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন:

'কী বলব ভান্দা। সবাই আমরা বাজে কথার ওস্তাদ! এই তো আমারও ... ঠিক ঐ রকম হয় বৈকি ... ভালো কথা, তোমার বেরে টুপিটা ভারি সুন্দর। ওটাকে তুলে নিয়ে এসো, দেখি।'

নিষ্প্রভ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভান্দা ডিভানে বসে মুখ ফিরিয়ে নিল। তর্স্কি বেরে টুপিটা তুলে জাখারভের হাতে দিল।

'সুন্দর বেরে টুপিটি ... চমৎকার রঙ। আমাদের লোকেরা কত খোঁজাখুঁজি করেছে, কিন্তু পাচ্ছে না। আচ্ছা, এটার দাম কত?'

'চার রুব্‌ল্‌,' বিষণ্ণ সুরে উত্তর দিল ভান্দা।

'চার? তাহলে তো বেশী দাম নয়। ভারি সুন্দর বেরে টুপিটি।'

তবে বেরে টুপি নিয়ে জাখারভের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তিনি নীরস সুরে কথা কইতে লাগলেন। বেরে টুপিটির উপর তাঁর কৌতূহল যে সাময়িক

সে কথা গোপন করারও চেষ্টা করলেন না। তারপর তিনি মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। তুর্কি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিষণ্ণ চোখে ভান্দা তাকিয়ে রইল টেবিল আর দেয়ালের মধ্যেকার কোণের দিকে। বেরে টুপিটায় হাত বোলাতে বোলাতে জাখারভ এসে বসলেন তার কাছে। ভান্দা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

তিনি বলতে শুরু করলেন, 'শোনো ভান্দা! মরা তো সব সময়ই সম্ভব। সে তো আমাদের নিজেদের হাতেই। কিন্তু ভদ্র ব্যবহার — এটা তো করতে হয়। আমার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে রয়েছ কেন? তোমার তো আমি কোনো ক্ষতি করিনি। আমাকে তুমি চেনোও না। বলা যায় না, আসলে লোক হয়ত আমি খুবই ভালো। কেউ কেউ তো বলেই যে আমি ভালো লোক।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভান্দা তাঁর দিকে আড়চোখে তাকাল, তার ঠোঁটের কোণ কুঁকড়ে উঠল উপহাসে।

'নিজেই নিজের ঢাক পিটচ্ছেন...'

'না পিটে উপায় কী? তোমাকেও বলি শোনো, নিজেকে নিয়ে বড়াই করায় মাঝে মাঝে খুবই উপকার হয়। তবে তোমায় বলে রাখি: অন্য লোকেও আমায় সমর্থন করে।'

শেষ পর্যন্ত সরলভাবেই হেসে উঠল ভান্দা।

'বেশ তো, কী হল তাতে?' ভান্দা প্রশ্ন করল।

'কী হল? মানে আমি বলি কি, এসো আমরা বন্ধুত্ব পাতাই।'

'বন্ধুত্ব? কোনো বন্ধুত্বে আমার দরকার নেই! বন্ধু আমার ঢের দেখা আছে।'

'বন্ধু আবার তোমার কোথায়! সব কথা আমি জানি। আমি বলছি আন্তরিক বন্ধুত্ব পাতাবার কথা। আজীবনের বন্ধুত্ব, বুঝলে আজীবন — জানো তার মানে কী?'

ভান্দা তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল:

'জানি।'

'তোমার বাবা-মা কোথায়?'

'তাঁরা ... ইয়ে ... চলে গেছেন। পোল্যান্ডে। তাঁরা ছিলেন পোলিশ।'

'আর তুমি?'

'আমি হারিয়ে যাই ... ইস্টিশানে। আমি তখন নেহাৎ বাচ্চা।'

'তাহলে তোমার বাবা-মা নেই?'

'না, নেই।'

'তাহলে দেখো ... আমি ... তোমার বাবার জায়গা নিতে পারি। তোমাকে যে হারাব না সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার। শুধু মনে রেখো আমি এমন বন্ধু হব যে, দরকার হলে বকতে ছাড়ব না। আমি ভারি কড়া লোক। এমন কড়া যে মাঝে মাঝে নিজেরই ভয় হয়। তোমার ভয় করছে না? তুমি সুন্দরী মেয়ে বলে যে রেহাই দেব তা নয়।'

হঠাৎ ভান্দার চোখ জলে ভরে উঠল। আবার সে মুখ ফেরাল।

'সুন্দরী!' প্রায় শোনাই যায় না এমন স্বরে সে বলল, 'আপনি এখনো জানেন না আমি কী ধরনের মানুষ।'

'লক্ষ্মী মেয়ে, শোনো! প্রথম কথা, আমি সবই জানি। আর দ্বিতীয় কথা, জানবার আবার কী আছে। যত বাজে কথা।'

'এ সব আপনি ইচ্ছে করে বলছেন যাতে আমি কলোনিতে থাকি, তাই না?'

'নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে। বাজে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। সব সময়েই ইচ্ছে করে অভিসন্ধি নিয়ে কথা বলি। আর ঠিকই বলেছ, আমি চাই তুমি কলোনিতে থাকো। খুবই চাই। খোলাখুলি বলছি, এটা যে কতটা চাই তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

সন্দেহ-ভরা চোখ তুলল ভান্দা। এমন দৃষ্টিতে জাখারভ তার দিকে তাকালেন যে, স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁর কথার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। ডিভানে তার পাশে বসতে ভান্দা তাঁকে ইসারা করল।

'বসুন। আপনাকে কয়েকটা কথা বলার আছে।'

নীরবে বসলেন জাখারভ।

'কী, জানেন?' ভান্দা শুরু করল।

'এই নাও তোমার বেরে টুপিটা।'

'কী, জানেন?' আবার ভান্দা বলল।

'কী?'

'কলোনিতে আমি নিজেই খুব আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে একজন আছে ... যে আমাকে চেনে ... সবাইকে আমার কথা বলে দেবে।'

জাখারভ ভান্দার মাথায় হাত রেখে ধীরে ধীরে তার চুলে হাত বোলাতে লাগলেন:

'বুঝলাম। তবে জানো, ও'া তুচ্ছ ব্যাপার। বলুক গে।'

'না না!' কাতরে উঠল ভান্দা।

একাগ্র দৃষ্টিতে জাখারভের দিকে তাকাল সে। তিনি হেসে মাথা নাড়ালেন:

'দেখে নিও, একটি কথাও বলবে না, মরলেও বলবে না!'

বেগুনক আপিসে ছুটে এল। তাঁদের সামনে পড়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কী করবে বুঝতে পারল না:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, রুদ্নেভ জানতে চাইছে সে... ইয়ে... মানে নতুন মেয়েটিকে নেবে কিনা।'

'না, তাকে নিতে হবে না। ক্লাভা নেবে। এখন পালাও। ক্লাভাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।'

'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর!'

আপিস থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল বেগুনক। আর ডিভানের হাতলে লুটিয়ে চুপচাপ কাঁদতে লাগল ভান্দা। জাখারভ তাকে বিরক্ত করলেন না। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন, ছবিগুলো দেখলেন, তারপর আবার ভান্দার পাশে বসে তার ভিজে হাতটা তুলে নিলেন:

'খানিকটা তো কাঁদলে। এবার হয়েছে। আর কাঁদার দরকার নেই। কলোনির যে লোকটা তোমায় চেনে তার নাম কী?'

'রিজিকভ।'

'যে ছেলেটি আজ এসেছে!'

ঘরে আবার ছুটে এল বেগুনক। আর একবার সে চটপট আড়চোখে কৌতূহলী-দৃষ্টিতে তাকাল ভান্দার দিকে। কিন্তু তাতে তার রিপোর্ট দেওয়ার দক্ষতা ব্যাহত হল না।

'ক্লাভা আসছে। এক্ষুণি এসে পড়বে।'

'শোনো ভলোদিয়া, এই হল আমাদের কলোনির নতুন সভ্য! দেখছ তো কী রকম মন খারাপ! নাম হল ভান্দা স্তাদ্নিৎস্কায়া।'

'ভান্দা স্তাদ্নিৎস্কায়া! আহ্ চমৎকার!'

'চমৎকার কোনখানটায়?'

'জান না? তোমাকে খুঁজতে ভানিয়া যে ওদিকে সহরে যাবার জন্যে রেডি। আমিও সঙ্গে থাকব ঠিক করেছিলাম।'

'ভানিয়া? গালচেঙ্কো এখানে?'

'নয়ত কী! ও যা খুসি! ডেকে আনব ওকে, কেমন?'

'এক্ষুণি ডেকে আনো,' বলে উঠলেন জাখারভ। 'আর রিজিকভকেও এনো।'

'মানে... তাহলে চোর্নিয়াভিনকেও ডাকা দরকার...'

'ভান্দা, চোর্নিয়্যাভিনকেও চেনো?' জাখারভ প্রশ্ন করলেন।

ভান্দা করুণভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল:

'আমি পারব না...'

'কী সব বাজে কথা। ভলোদিয়া, ডাকো ওদের সবাইকে।'

দরজার কাছে ক্লাভা কাশিরিনার সঙ্গে ধাক্কা খেল বেগুনেক।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আমাকে ডেকেছেন?' ক্লাভা প্রশ্ন করল।

'শোনো ক্লাভা। এর নাম ভান্দা স্তাদ্নিৎস্কায়া। নতুন মেয়ে। একে তোমার দলে ভর্তি করে নাও। পোষাক আষাক, স্নান, ডাক্তার, চটপট সব ব্যবস্থা করো। আর দেখো এ যেন আর না কাঁদে। অনেক কেঁদেছে।'

ক্লাভা ভান্দার উপর ঝুঁকে পড়ল:

'কাঁদছ কেন? আমার সঙ্গে এসো, ভান্দা।'

জাখারভের দিকে না তাকিয়ে ভান্দা তাড়াতাড়ি টলতে টলতে ক্লাভার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দশেক পরে আপিস-ঘরে এসে দাঁড়াল ইগর, ভানিয়া আর রিজিকভ। তর্স্কি আর বেগুনেক হাজির ছিল তাদের সরকারি পদমর্যাদার জোরে। জাখারভ কথা কইছিলেন:

'বুঝেছ তো, আগে কি হয়েছে না হয়েছে সব ভুলে যেতে হবে। ভান্দা সম্বন্ধে কোনো গুজব বা ফিসফাস করা চলবে না। এই কথা দিতে রাজী আছ?'

'নিশ্চয়ই!'

আবেগভরে উত্তর দিল ভানিয়া, যদিও সে বুঝতে পারল না ভান্দাকে নিয়ে কী জাতের গুজব সে ছড়াতে পারে।

ইগর নিজের বুকে হাত দিল:

'আমায় বিশ্বাস করতে পারেন, আলেক্সেই স্তেপানভিচ।'

'আর রিজিকভ, তুমি?'

রিজিকভ বলল, 'তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক থাক না থাক মুখ বুজে থাকবে!'

'বেশ,' একটা চাপা দাক্ষিণ্যের সুর ফুটে উঠল রিজিকভের সম্মতিতে।

সবাই তাকাল তার দিকে — তন্ন তন্ন করে দেখল বলাই বেশী সঠিক। অসন্তুষ্ট হয়ে রিজিকভ কাঁধ ঝাঁকাল।

আলোচনাটা এখানে থামলেও কম্যান্ডার পরিষদের ঘরে আবার শুরু হল।

'শোন রিজিকভ!' রিজিকভের বুকে আঙুল দিয়ে বারবার টোকা দিতে দিতে ইগর চের্নিয়াভিন বলল, 'জাখারভ যা বললেন বললেন। কিন্তু তোর... নোট-বইতে লিখে রাখ: মুখ থেকে একটা কথা খসিয়েছিস কি গলায় পাথর বেঁধে পুকুরে তোকে ডুবাব!'

৫

ঢালাই কারখানার জ্বর

শোবার ঘর, খাবার ঘর, পার্ক, করিডর বা ক্লাব-ঘর — সর্বত্রই কলোনির সভ্যদের মধ্যে উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা খুঁতখুঁতে সমালোচনায় ভরা। সবাই একমত যে কলোনিতে উৎপাদনের ব্যবস্থাটা খারাপ। কম্যান্ডার পরিষদে, সাধারণ সভায় সবাই উৎপাদন ম্যানেজার সলোমন দাভিদভিচ ব্লুমকে চেপে ধরে। প্রশ্নের পর প্রশ্নে ঘেমে ওঠেন তিনি। রেগে ঠোঁট ফোলান।

'কামারশালায় অত ধোঁয়া কেন?'

'কমিনটার্ন কারখানা যে রানারগুলো ফরমাশ দিয়েছে সেগুলো কেন পড়ে রয়েছে, কেন সেগুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে না?'

'ক্যাপ্স্টান লেদ বিগড়েছে কেন?'

'যথেষ্ট কাটবার যন্ত্রপাতি নেই কেন?'

'ঢালাই কারখানার তেলের পাইপ থেকে তেল চুইয়ে পড়ে কেন?'

'ঢালাই অমন ট্যারা বাঁকা কেন?'

'যান্ত্রিক কারখানা তো নয় হাট। একেবারে আবর্জনায় ভরা। অথচ শারিকভ খাতাঞ্চির ঘরে সব সময় বসে থেকে মাত্র হাজারটা তেল-পাত্রের হিসেব করতে পারে না।'

'কবে সাদোভ্‌নিচির লেদের পিনিয়ন, পর্শেভের যন্ত্রপাতি রাখার জায়গার গোঁজ আর ইয়ানভস্কির সামনের বল-বেয়ারিঙের স্ক্রেপার প্রস্তুত হবে? কবে রেদকার যন্ত্রের ওভারহল হবে?'

কলোনির সভ্যরা তাদের যন্ত্রপাতি সারাবার জন্য পীড়াপীড়ি করত,

মেরামত-মিস্ত্রিকে গিয়ে ধরত আঙিনায়, পাকড়াও করত ব্রুমকে, জাখারভের কাছে করত অনুযোগ। যন্ত্রগুলো নিয়ে তারা করত হাসাহাসি।

'টার্নিং লেদ না ছাই, খড়-কাটার যন্ত্র! যতই সারাও, ওটার হয়ে এসেছে।'

ব্রুম কথা দেন সবকিছু যথা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে করে দেবেন। কিন্তু সারাবার জন্য লেদকে থামাতে তিনি পারেন না। যে লেদ এখনো কার্যক্ষম তাকে থামানো আত্মহত্যার সামিল। সেটা পিঁপিঁ ক্যাঁচক্যাঁচ করতে পারে, চলতে চলতে হঠাৎ হঠাৎ পারে থেমে যেতে, কলোনিবাসীরা সেটাকে নিয়ে হয়রান হয়ে উঠতে পারে, তবু সেটা তো কাজ করছে। খড়-কাটার যন্ত্রটা কাজ করছে, গোঁজ ছাড়াই সাপোর্ট চলছে, কাজ করছে ক্ষয়ে-যাওয়া বল-বেয়ারিঙ। ক্রেট ভর্তি ভর্তি তৈরী তেল-পাত্র গুদমে যাচ্ছে যান্ত্রিক কারখানা থেকে, সংযোজন কারখানার কাছে গাড়ির উপর গাদা করা হচ্ছে থিয়েটারের চেয়ার। নীল, বাদামী বা সবুজ সাটিন থেকে সেলাই কারখানা শুধু ইজেরই বানাচ্ছে বটে, কিন্তু বানাচ্ছে হাজার হাজার। তার জোড়া-পিছু কারখানার লাভ তিন কোপেক। কলোনিতে টাকাপয়সার দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্যাঙ্কে কলোনির কারেন্ট-এ্যাকাউণ্টে সেটা জমা হচ্ছে। কলোনিতে এমন লোকের অভাব নেই সভায় যারা বলে, 'সলোমন দাভিদভিচ টাকার আচার বানাচ্ছেন। তাঁর কাছ থেকে কাজের বাড়তি পোষাক আদায় করার চেষ্টা করে লাভ নেই।'

'কী ভাবো তোমরা, কয়েক কোপেক যখন জমেছে তখন সেগুলো খরচ করতেই হবে, তাই না?' ধৈর্য ধরে ব্রুম তর্ক করেন। 'তাকে হিসেবি পরিচালনা বলে না। তোমাদের নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনা নেই কমরেড। টাকা খরচ করার শিক্ষা নিতে তো কোনো অসুবিধা নেই, তাতে তোমরা পুরো নম্বরই পাবে। কিন্তু টাকা জমাতে শেখা অত সহজ নয়। এখন যদি তোমরা ধৈর্য ধরতে না পার, তাহলে পরে তো আরও পারবে না। আলেক্সেই স্তেপানভিচ আর তোমাদের কাছে আমি কথা দিয়েছি নতুন কারখানা তৈরীর জন্য আমরা টাকা তুলব। নতুন কাজের পোষাকের কথা এখানে উঠছে কিসে? ওটা বাদ দিয়েই অপাতত চালিয়ে নাও, ভবিষ্যতে কিনবে তোমদের মখমলের স্যুট আর গোলাপী বো।'

কথাগুলো শুনে লোকে হাসত, রেগেও উঠত। ব্রুমও হাসতেন। সবাই তাকাত জাখারভের দিকে। তিনিও তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতেন, একটি কথাও বলতেন না। বোঝা কঠিন জাখারভ নিজে অত্যন্ত কড়া আর

অধ্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও ব্রুমকে অতটা প্রশ্রয় দেন কেন। তবে, সত্যি বলতে কি, কলোনির সভ্যরাও ব্রুমকে কম প্রশ্রয় দিত না।

ঢালাই কারখানার অবস্থাটাই সবচেয়ে শোচনীয়। ইঁটের একটা চালা-ঘর। ছাতে অজস্র ফুটো। সেখানে আছে ঢালাই-ড্রাম। তার পাশের একটা গোল ফুটো দিয়ে জোগান দেওয়া হয় 'কাঁচা মাল' — সেকেলে রাইফেলের কার্তুজের খোল, দোমড়ানো, মর্চে পড়ে সবুজ। অন্য জাতের তামার টুকরো ফেলতেও ব্রুম আপত্তি করতেন না। সেই একই গোল ফুটো দিয়ে হাতায় করে গলা তামা তোলা হত। ড্রামটার সঙ্গে লাগানো একটা এ্যাটমাইজার। ঘরের এক কোণে ছাতের নীচে একটা ট্যাঙ্কে রাখা হত তেল। এ সবকিছুর প্রথম যৌবন বহুকাল অতিবাহিত। এখন তার সর্বত্রই প্রচুর ফুটোফাটা মর্চে।

ড্রাম, এ্যাটমাইজার আর ট্যাঙ্কের সংযোগ ব্যবস্থাটা খুবই সহজ। তার মধ্যে রহস্যজনক কিছু নেই। কিন্তু ঢালাই কারখানার ফোরম্যান বাঙেকোভস্কি আগে ছিল কারিগর, ড্রামটার ভূতপূর্ব মালিক — সে একটা ভারি রহস্যজনক ভাব দেখায়: পদ্ধতিটার গোপন তথ্য একমাত্র সে-ই জানে।

ঢালাই কারখানায় পুরো দমে কাজ চলছে। ঢালাই-বানিয়েদের টেবিলের কাছে বাচ্চা ছেলেরা ব্যস্ত। তাদের সবাইকার কাজের পোষাকই জীর্ণ, স্পষ্টই সেগুলো তারা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে কলোনির পূর্বতন সভ্যদের কাছ থেকে। ঢোলা প্যাৎলুন ছেলেদের সরু পায়ের চারিদিকে লটপট করছে। জামার আস্তিন বেজায় বড়।

ঢালাই কারখানার মেঝেয় ছাঁচের নানা বাক্স সাজানো। সেগুলো ঘিরে রয়েছে ছাঁচকাররা। তারা কলোনির পুরনো সভ্য — যেমন নেস্তেরেঙ্কো, সিনিৎসিন আর জিরিয়ানস্কি। একটা দেয়ালের সামনে পুরানো ছাঁচের যন্ত্র। সেটা চালায় ছাঁচের ব্যাপারে একজন নামকরা বিশেষজ্ঞ — সপ্তম দলের ক্রুকসভ। ছেলেটি রোগা। মুখের ভাব গম্ভীর।

ঢালাই কারখানা ধোঁয়ায় ভরা। ক্রমাগত ধোঁয়া বেরুচ্ছে ড্রাম থেকে। কিন্তু সেই ধোঁয়া ঘর থেকে বেরুতে পারে শুধু ছাতের ফুটো দিয়ে। প্রতিদিন ফোরম্যান বাঙেকোভস্কি আর কলোনির সভ্যদের মধ্যে এই ধরনের কথা কাটাকাটি হয়:

'কমরেড বাঙেকোভস্কি, এখানে কাজ করা অসম্ভব!'

'কেন, কী হয়েছে?'

'ধোঁয়াটা দেখুন একবার! এর কিছু একটা করা দরকার। এ যে বিষাক্ত ধোঁয়া! তামার ধোঁয়া!'

'বিষাক্ত কিছুই নেই। এর মধ্যে আমি সারা জীবন কাজ করছি।'

ছাতের গর্ত আর দরজা জানালার ভিতর দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে কলোনির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ঢালাই করার সময় একটা মিষ্টি মিষ্টি হলদে কুয়াশা ভেসে থাকে বাড়িগুলোর মাঝখানে। ডাক্তারটি তরুণ, কলোনির ভূতপূর্ব সদস্য, নাম কল্‌কা ভের্শ্‌নেভ। তার কপাল চওড়া, মাথায় কোঁকড়া চুল। এ আপিস থেকে ও আপিসে সে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। টেবিলে ঘুষি মারে। ব্রকহাউজ ও এফ্রনের বিশ্বকোষের একটা খণ্ড নাড়িয়ে তোৎলাতে তোৎলাতে ভয় দেখায়:

'আমি প্রো-প্রো-প্রোকিউরাটের কাছে যা-যাব। ঢা-ঢালাই কারখানার জ-জ্বর! আ-আপনারা জা-জানেন সেটা কী? নি-নিজেরাই পড়ে দে-দেখুন!'

এই ডাক্তারকে জাখারভ অনেক দিন ধরে জানেন। তিনি ভুরু কুঁচকে পাঁশনে খুলে আবার সেটা নাকে লাগালেন:

'সমঝে নিকোলাই, সমঝে। প্রোকিউরাটার আমাদের হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করে দেবেন না। তিনি সোজা ঢালাই কারখানাটাই বন্ধ করে দেবেন।'

'দি-দিন না ব-বন্ধ ক-করে!'

'তাহলে তোমার ডেণ্টিস্ট চেয়ারের টাকা কোথা থেকে আসবে শুনি? আর নীল আলোর, যার জন্যে গত ছ' মাস আমায় তুমি জ্বালিয়ে মারছ? নীল আলো! নীল আলো না হলেই চলে না?'

'যে-যে কোনো ওঁছা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রেও নী-নীল আলো আছে!'

'তার মানে নীল আলো না হলে তোমার চলবে না, তাই না?'

'তাই বলে ছে-ছেলেদের বি-বিষ দেওয়া হ-হবে?'

'বিষ দেওয়া হবে কেন, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্যে আমি তাগিদ দিচ্ছি, তুমিও দিচ্ছ। আজ একটা কম্‌সমলের সভা আছে।'

সভায় ডাক্তার শূন্যে বিশ্বকোষ নাড়াল। সেই সঙ্গে বক্তৃতায় এমন কতকগুলো পরিভাষা ব্যবহার করল, যেগুলো আর যেখানেই হোক মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে আয়ত্ত করেনি:

'যাই ব-বলুন না, কা-কারখানাটা একটা চ-চক্ষুঃশূল!'

উপস্থিত অন্যান্য কম্‌সমল সভ্যরা উত্তেজিত হয়ে হাত মুঠো করল। মার্ক গ্রিনগাউজ তার বিষণ্ণ কালো চোখ তুলে রুমের দিকে তাকাল:

'সমস্ত দেশ যখন নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে তখন কী করে এ-ধরনের ধোঁয়া আপনি বরদাস্ত করতে পারেন?'

ক্লাস-ঘরের কোণে একটা চেয়ারে ব্রুম বসেছিলেন — ছাত্রদের ডেস্কের পিছনে নিজের দেহটাকে তিনি ধরাতে পারেননি।

'ধোঁয়া কোথায়?' তাচ্ছিল্যভরে তিনি জবাব দিলেন। তাঁর পুরু অবাধ্য ঠোঁটদুটো ফুলে উঠল।

'কোথায় ধোঁয়া? জঘন্য ধোঁয়া! একেবারেই অসহ্য! স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ!' বলল পখোজাই। ছেলেটির চোখদুটি আশ্চর্য কালো। সব সময়েই সে হাসিখুসি, সব সময়েই বুদ্ধিমানের মতো কথা বলে।

ব্রুম হাঁটুর উপর কনুই রেখে সভায় উপস্থিত সবাইকার উদ্দেশে হাত তুললেন বেশ একটা কাণ্ডজ্ঞানের ভাব করে:

'এটা যে তোমাদের কারখানা। যদি স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে চাও তাহলে ক্রাইমিয়া-টাইমিয়া বা ইয়ালটায় যাও। কিন্তু এটা একটা কারখানা।'

সভায় তুমুল হৈচৈ পড়ে গেল।

'তোমরা চেঁচাচ্ছ কেন? বেশ, নয় একটা চিমনি বসানো যাবে।'

'আপনার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্যে কম্যান্ডার পরিষদকে ভার দেওয়া দরকার।'

এবার রেগে ওঠার পালা ব্রুমের। নিজের ভারি দেহটাকে খাড়া করে এক পা এগিয়ে মুখ লাল করে দাঁড়ালেন তিনি।

'কমরেড কম্‌সমলের সভ্যগণ, এটা কী ধরনের কথা? তোমরা তাহলে চাও কম্যান্ডার পরিষদকে আমার বিরুদ্ধে উস্কে দিতে? কী ভেবেছ, আমায় নিংড়ে টাকা বেরবে? নাকি হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে? এই জঘন্য কারখানাটা কি আমি বানিয়েছি, নাকি তার ডিজাইন করেছি?'

'আপনার কাছে টাকা আছে।'

'সে-টাকা এর জন্যে নয়। সে-টাকা একেবারে অন্য ব্যাপারের জন্যে।'

'আপনি তো "স্টেডিয়ামের" ডিজাইন করেছিলেন, করেননি?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম। তাতে ভুলটা কী হয়েছে? একটা ছাত জুটেছে তোমাদের, নীচে তোমরা কাজ করছ, করছ না? আর এই যে কিছু কম্‌সমল ছেলে যা করে সেটা কী ভাব, খুব ভালো? টার্নিং লেদকে বলে কিনা খড়-কাটার যন্ত্র। তেল-পাত্র বানাতে চায় না। চায় ব্রুমিং বানাতে। ব্রুমিং নইলে নাকি এদের জীবনই বৃথা!'

'শিল্পায়ন দরকার, সলোমন দাভিদভিচ!'

'বটে! ভাবছ শিল্পায়ন আমি কিছুই বুঝি না! তোমাদের কাছে শিখতে হবে তাই না? তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, শিল্পায়নের জন্য দরকার কাজ।' খানিক কষ্ট করে ব্লুম তাঁর পুরুষ্টু গলা পর্যন্ত হাত তুলে দেখালেন কাজের বহর, 'আর তোমরা চাও মা-ঠাকরুন এসে তোমাদের শিল্পায়ন আর হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করে দেবে।'

'কিন্তু চিমনিটা অন্তত বসান!'

'বসাব!'

'হ্যাঁ, বসান!'

রেগে বিচলিত অবস্থায় ঢালাই কারখানার দিকে গেলেন ব্লুম। সেখানে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ছেঁকে ধরল ঢালাই-বানিয়েরা।

'এটাকে আপনি কাজের পোষাক বলেন?' চেঁচিয়ে উঠল পেংকা ক্রাভ্চুক। 'নেস্তেরেঙ্কো এটা পরত। এখন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই না? এই দেখুন, এই একটা ফুটো, এই আর একটা ফুটো!'

তাচ্ছিল্যভরে ব্লুম হাত তুললেন:

'ফুটো! ফুটো তো হয়েছে টা কী! আর আস্তিনটা দেখাচ্ছিস কী? বেশী লম্বা? তাতে ক্ষতিটা কোথায়? ছোটো হলেই বরং অসুবিধে। বড় তো হয়েছে কী? গুটিয়ে নে, এই ভাবে!'

'ভারি ঠেঁটো আপনি সলোমন দাভিদভিচ!'

'ঠেঁটো ফেটো নয়, বরং ক'টা ঢালাই বানিয়েছিস, বল!'

'গতকাল বানিয়েছিলাম এক শ' তেইশটা।'

'তবেই দ্যাখ, এক কোপেক করে ধরলে হয় এক রুব্ল্ তেইশ কোপেক।'

'একে আপনি ন্যায্য হার বলেন? এক কোপেক! কাজ কত, ছাঁচ ভরাট করা, তার কাটা, শুকান।'

'আর তুই কী ভেবেছিলি? বসে বসে নাক খুঁটবি আর এক কোপেক করে দেব?'

'হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা কবে হবে, সলোমন দাভিদভিচ?' কোণ থেকে প্রশ্ন করল নেস্তেরেঙ্কো।

'কি ভেবেছিস একমাত্র তোরই হাওয়া চাই? আমার চাই না? ভলগুক তার ব্যবস্থা করবে।'

'ভলগুক করবে? তাহলেই হয়েছে আর কি, বেশ বুঝতে পারছি!'

'বোঝবার কিছু নেই। কাল সে ব্যবস্থা করবে।'

ভলণ্ডুক চুপচাপ আর বিষণ্ণ প্রকৃতির হলেও সব কাজেই ওস্তাদ। তার সঙ্গে ব্লুম কারখানার মধ্যে বার কতক ঘুরলেন, ছাতের ফুটোগুলো ভালো করে দেখলেন। ভলণ্ডক ছাতের দিকে তাকাল না।

'একটা চিমনি করে দিতে অবশ্য মুশকিল কিছু নেই, কিন্তু আমি তো ছাত-মিস্ত্রি নই,' সে বলল।

'কমরেড ভলণ্ডুক! আপনিও ছাত-মিস্ত্রি নন, আমিও নই। কিন্তু চিমনি তো একটা বসাতেই হবে।'

ভানিয়া গালচেঙ্কো ঢালাই কারখানায় কাজ করে। সবকিছু তার ভালো লাগে—রহস্যময় ড্রাম, ঢালাই করার সময়কার ধোঁয়া ও ব্লুমের সঙ্গে লড়াই এবং স্বয়ং ব্লুমকে। একমাত্র যেটা তার ভালো লাগে না তা এই—রিজিকভকেও ঢালাই কারখানায় পাঠানো হয়েছে। তার কাজ বালি আনা।

৬

বোতাম-ঘর

মেয়েদের পঞ্চম দলে মানিয়ে নেওয়া ভান্দা স্তাদনিৎস্কায়ার কাছে কঠিন হয়েছিল। শোবার ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, তার নতুন কমরেডদের ভদ্র ব্যবহার, সন্ধেয় তাদের গল্পগুজব, কলোনিতে যে-রকম কড়া শৃঙ্খলায় দিন কাটে—এ-সব কিছুই কেন জানি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। ক্লাভা কার্শিরিনার নির্দেশ সে চুপচাপ শোনে, মাথা নোয়ায়, তারপর যত তাড়াতাড়ি পারে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একই দৃশ্য দেখে — দূর প্রসারিত পার্কের পথ, সারি সারি বার্চ গাছের চূড়ো আর আকাশ। খাবার ঘরে সে বসে চেয়ারের কিনারে, যেন যে-কোনো মুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে দৌড়ে পালাবে। খায় সে সামান্য, প্লেট থেকে প্রায় চোখই তোলে না। প্রথম দিন তাকে যে ইস্কুলের ইউনিফর্মটা দেওয়া হয় সেটা সম্বন্ধেও তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই: একটা নীল কুঁচি-দেওয়া পশমের স্কার্ট আর দুটি সুন্দর 'লন' ব্লাউজ। পোষাকটি সাধারণ ও সুন্দর। তাতে তাকে ভারি সুন্দর মানায়, দেখায় ছেলেমানুষ, তার গোলাপী রঙ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তাতে তার আগ্রহ নেই, পরিষ্কার করে ধোয়া, ঝলমলে চুল, সে দিকেও মন নেই তার।

সেলাই কারখানাটা চলে স্কুলঘরের একটা কামরায়। সেখানে ভান্দাকে একটি কঠিন কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল কোনো কাজ করার ক্ষমতাই তার নেই। তারপর তাকে দেওয়া হল বোতাম-ঘর সেলাই করার কাজ। এই কাজটা সাধারণত দেওয়া হয় দলের গুটি কয়েক সবচেয়ে ছোটো বাচ্চাদের, রোগা রোগা পা, চঞ্চল হাসিখুসি সেই সব মেয়েদের ঘরের কোণে যারা পুতুল সাজিয়ে রাখে। কিন্তু বোতাম-ঘরও খুব খারাপ সেলাই করল সে। কাজে তার আলসেমি, কাজ করেও খুব ধীরে ধীরে। বড় মেয়েরা চুপচাপ তাকে লক্ষ্য করে, পরস্পরের দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকায়, তাকে শেখায়, ভুল শুধরে দেয়। তাদের মন্তব্য ভান্দা বাধ্যের মতো শোনে, খানিকক্ষণের জন্য নিজের কাজ তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে ছোটো ছোটো অভিজ্ঞ আঙুলগুলিকে দক্ষভাবে দ্রুত এদিক ওদিক যাতায়াত করতে।

সেলাইয়ের কলগুলো গুণ গুণ করতে শুরু করার অনেক পরে এক দিন ভান্দা কারখানায় এল।

'ভান্দা, এতো দেরী হল কেন?' কাজ না থামিয়ে ক্লাভা প্রশ্ন করল।

ভান্দা উত্তর দিল না।

'গতকালও তুমি কাজ শেষ হবার আগে চলে গিয়েছিলে। কেন বলো তো?'

হঠাৎ ভান্দার কথা ফুটল: 'বেশ, বলছি তোমাকে। আমি কাজ করব না, কাজ করতে চাই না।'

'কাজ করবে না? তাহলে দিন চলবে কী করে?'

'না চলে না চলবে। বোতাম-ঘর সেলাই না করেও দিন কাটবে। বাঁচতে পারব।'

'ছিঃ ভান্দা! কাজটা শেখা দরকার। আমরা সবাই বোতাম-ঘরের ফাঁস তোলা দিয়ে শুরু করি।'

ভান্দা কাজ থামাল। তার মনে হল গলার কাছে যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠছে। ঘরের চারিদিকে তাকাল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

'তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী! তোমরা ফাঁস দিয়ে শুরু করেছো! আর আমি মরব গলায় ফাঁস নিয়ে!'

সশব্দে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

সন্ধেয় সে বিছানায় শুয়ে রইল দেয়ালের দিকে মুখ করে। রাতের খাবার খেতে নীচে গেল না। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে মেয়েরা চেয়ে দেখল তার পেলব সোনালী গ্রীবাসন্ধির দিকে। ভুরু কুঁচকে ক্লাবা আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

পরের দিন সকালে ভান্দা একা শোবার ঘরে পায়চারি করছিল। এমন সময় জাখারভ সেখানে এলেন। তাঁকে দেখে ভান্দার গাল লাল হয়ে উঠল। স্কার্টটা ঠিকঠাক করে নিল সে।

বিষণ্ণ হেসে জাখারভ টেবিলের সামনে বসলেন:

'কী হয়েছে ভান্দা?'

ভান্দা উত্তর দিল না। জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। তিনি চুপ করে গেলেন।

'ছুতোরের কারখানায় কাজ করতে চাও?' অবশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন। 'কাঠ নিয়ে কাজ, মন্দ নয়!'

দ্রুত তাঁর দিকে মুখ ফেরাল ভান্দা।

'কী অদ্ভুত লোক আপনি! কী অদ্ভুত কথা! ছুতোরের কারখানা!'

'এ তো বেশ ভালো কথা। ভেবে দ্যাখো, ছুতোরের কাজ!'

'লোকে হাসাহাসি করবে।'

'বরং তার উলটো। আমাদের কলোনিতে তুমিই প্রথম মেয়ে ছুতোরের কাজ করতে গেছ। কত সম্মানের কথা! মেয়েরা সব সময় ভাবে তাদের কাজ কাপড়-চোপড় নিয়ে, সেটা ভুল।'

ভান্দা বেপরোয়াভাবে ভুরু তুলল:

'জানেন? তাই করব! ছুতোরের কারখানায়? এক্ষুণি?'

'চলো, এখুনিই যাই।'

'বেশ, চলুন।'

জাখারভ ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনে না তাকিয়ে দরজার কাছে গেলেন। ভান্দা পিছন পিছন দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরল। প্রশ্ন করল:

'একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এটা আপনি ভেবেছিলেন, তাই না?'

'নিশ্চয়ই।'

'সব কাজই আপনি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করেন, তাই না?'

'নিশ্চয়ই, সবকিছুই,' হেসে তিনি উত্তর দিলেন। 'আরো একটা ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু সে কথা তোমায় বলব না।'

'বলুন না। আমার বিষয়ে?'

'হ্যাঁ, তোমার বিষয়ে।'

'কী বলুন, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

তিনি ভান্দার কানের কাছে ঝুঁকে রহস্যজনকভাবে ফিসফিস করে বললেন:

'পরে বলব।'

ভান্দাও সেই রকম গোপনীয়ভাবে ফিসফিস করে উত্তর দিল:

'বেশ।'

৭

বাঁক

কাজের পর ইগর স্থির করল কলোনির বাইরে কাছাকাছি একটু বেড়িয়ে আসবে। একটা বই নিয়ে পার্কের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সে পেঁছিল এক বাঁধে। বাঁয়ে ঝকঝক করছে পুকুরটি। ডাইনে দুটো ঢিবির মধ্যে নল-খাগড়ায় ভরা এক খালের ভিতর দিয়ে কোনোমতে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে একটি স্রোত। উলটো দিকের ঢিবির চূড়োয় একটি ছোটো বাড়ি। তার চুণকাম-করা সামনের দিকে লাইলাক নীল আর গোলাপী ফুলের লতা উঠে গেছে টালির ছাত পর্যন্ত। এক সারি পপলার ছিল বাড়িটার কাছে। তাদের পিছনে একটা নীচু বাগান। বাড়ির এদিকে কোনো গাছ নেই। ছোটো এক টুকরো জমি বেড়া দিয় সবজি-ক্ষেত করা হয়েছে। দেখতে চাষীদের সবজি-ক্ষেতের মতো নয়। সবজি-কেয়ারির মাঝে মাঝে পায়ে-চলা পথ। এখানে ওখানে ছোটো ছোটো কাঠের বেঞ্চি। বেড়ার উপর দিয়ে ইগর উঁকি মারল। বাগানে কেউ নেই। কেবল একটা বেঞ্চির নীচে বড় একটা বাদামী রঙের কুকুর শুয়ে রয়েছে। ইগরকে দেখে কুকুরটা গর গর করে আড়মোড়া ভেঙে ছুটে চলে গেল বাড়ির দিকে। ইগর বাগানের চারিদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল বেড়ার কাছাকাছি কেয়ারিগুলোয় জল দেওয়া হয়েছে, একটা খালি জলের ঝারিও পড়ে আছে। সে ভাবল, 'কোথা থেকে এরা জল পায়?' তারপর লক্ষ্য করল পুরনো তার দিয়ে বাঁধা ছোটো একটি ফটক। তার ওপাশে দেখল সরু পায়ে-চলা একটি পথ নীচে চলে গেছে স্রোতের দিকে। সেই পথের শেষে নল-খাগড়ার ভিতর দিয়ে অক্সানা ধীরে ধীরে উঠছে। তার বাঁক থেকে ঝুলছে দুটো বালতি।

বালতি দুটো বড় বড়, টাটকা সবুজ রঙ করা। বাঁকের উপর প্রায় দুলছে না দেখে বোঝা যায় কীরকম ভারি। অক্সানাকে সাবধানে কষ্ট করে ছোটো ছোটো পা ফেলতে দেখে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ইগর তাড়াতাড়ি নীচে ছুটে গিয়ে কাছের বালতির হাতল ধরল। ধাক্কা খেয়ে টলমল করে উঠে ভীরু চোখ তুলে তাকিয়ে অক্সানা চেঁচিয়ে উঠল:

'ওই মাগো!'

'তোমায় সাহায্য করব।'

'না না, দরকার নেই! ছুঁয়ো না, বাপু!'

নিজের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ দেখে ইগর খুব অবাক হল। ঠাট্টা করে সে মসৃণ বাঁকা বাঁকটা এক হাতে তুলে অন্য হাত দিয়ে ধরল। বালতি সমেত বাঁকটা ঘুরে গেল। অক্সানা কোনোমতে লাফিয়ে গেল সরে।

'কে তোমায় সাহায্য করতে বলেছে?' রেগে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এমন পেছনে লেগেছ কেন বল তো।'

'বলছিলাম কি লেডি। কারুরই এমন অধিকার নেই, যে ...'

কিন্তু কথাটা শেষ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। তার কাঁধে বাঁকটা ঘুরতে লাগল, যেন কব্জায় বসানো। ইগর থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে ফল হল আরো খারাপ। তার হাতের চাপে সমস্ত ভারসাম্য গেল নষ্ট হয়ে। ফলে একটা বালতি নেমে গেল মাটির দিকে, অন্যটা উঠল প্রায় তার মাথার উপর। অক্সানা হেসে উঠল:

'তুমি পারবে না। অভ্যেস না থাকলে পারা শক্ত। নামিয়ে দাও। পেছনে লেগেছ কেন। বলছি নামিয়ে দাও!'

তার আগেই ইগর বুঝতে পেরেছে বালতি দুটো তাকে মাটিতে নামাতে হবে। অক্সানা তার সঙ্গে 'তুমি' বলে কথা কইছে। খুব ভালো লাগল তার।

'অক্সানা, ঠিকই বলেছ। মাটিতে নামাচ্ছি। এই মান্ধাতার আমলের আবিষ্কারটা চুলোয় যাক! কী বলে এটাকে?'

'এটা তো বাঁক!'

'বাঁক? তা ও বাঁক তোমার পূর্ণ অধিকারেই থাকুক।'

এই বলে বাঁক ফেলে রেখে দু হাতে দুটো বালতি নিয়ে সে উপরে উঠতে লাগল। সে-দুটো এতো ভারি যে ইগরের কথা বলা পর্যন্ত দায় হল। অক্সানা চলল তার পিছন পিছন।

'সাহায্য করার ঢঙ দেখো!' উদ্বিগ্ন স্বরে অক্সানা তাকে বলল। 'বালতিদুটো নামিয়ে দাও বলছি!'

কিন্তু ইগর যখন বালতিদুটো নামাল এসে একেবারে বেড়ার পাশে, তখন কাঁপা কাঁপা চোখে মৃদু হাসল সে।

বলল, 'ধন্যবাদ।'

'বাপস, বওয়া কি সহজ? বালতি না তোমার ভূতের বোঝা। এ যে একেবারে রক্ত-চোষা শোষণ!'

'তবে কী করব বলো? চুপ করে বসে থাকব? জল না পেলে ভুঁই যে যাবে।'

'সে-ক্ষেত্রে সভ্য লোকেরা বাঁক-ফাঁক ব্যবহার না করে পাম্প দিয়ে জল তোলে।'

'আমাদের গ্রামে সবাই বাঁক ব্যবহার করে। খুব একটা দূরে যেতে হয় না। জলটাও ভালো, ঝরণার জল।'

ইতিমধ্যে অক্সানা বাগানের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। অনায়াসে বালতি তুলে জলের ঝারিতে জল ভরে আলুর কেয়ারির মাঝের সরু পথ ধরে চলেছিল। তার চুলের রঙ গাঢ় বাদামী। কাজ করার সময় নীচু হলে ঝুমকো ঝুমকো চুল তার রগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোহিত হয়ে দেখছিল ইগর। অক্সানা তার দিকে আড়চোখে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

'দাও, তোমায় খানিকটা সাহায্য করি,' ইগর বলল।

'আর ঝারি নেই।'

'তাহলে ওটাই দাও।'

'তুমি পারবে না।'

'অত মেহনত করো কেন, বলো তো? হতভাগাটা লাভ পায়, এদিকে তুমি খেটে মরছ। তোমার কর্তাটি হল শোষক।'

'প্রত্যেকেই কাজ করে,' অক্সানা বলল।

'তোমার মনিব কাজ করে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কর্তা, যাকে বলে শোষক। ক্ষেত-মজুর রাখার তার অধিকার আছে? বল, আছে?'

'আমি ক্ষেত-মজুর নই। তুমি ভুল করছ, মোটেই তিনি আমার কর্তা নন। তিনি ভালো লোক, ও-রকম ভালো লোক কখনো দেখোনি। ওঁর

সম্বন্ধে ও-ধরনের কথা কক্ষোনো বলবে না,' কড়া সুরে বলল অক্সানা। ইগরের দিকে তাকাল ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে।

জলের ঝারিটা সে একেবারে উলটে দিল চারাগাছের পাতার উপর শেষ বিন্দু জল ফেলার জন্য।

'সবারই আলু দরকার। আলু তুমি ভালোবাস?'

কী জানি কেন এ প্রশ্নের উত্তর ইগর খুঁজে পেল না।

'নিজের ফলানো আলু কখনো খেয়েছ?' সামনে থেকে এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে এল পিছন থেকে আর একটি প্রশ্নের আঘাত:

'তোমাদের—যাকে বলে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?'

চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইগর দেখল প্রশ্ন করছে মিশা গন্তার। গন্তারের পরনে প্যারেডের ইউনিফর্ম, কিন্তু তাতে তাকে বিশেষ সুন্দর দেখাচ্ছে না। তার চওড়া শাদা কলার যেন মানাচ্ছে না তার মুখের সঙ্গে যে মুখে এখন ফুটে উঠেছে সন্দেহ আর বিরক্তি।

'কী খবর মিশা,' অক্সানা তাকে বলল। 'মোটেই ব্যাঘাত ঘটাওনি।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল ইগর:

'হিংসে হচ্ছে মিশার।'

অক্সানা যেমন অবাক হল তেমনি চটেও উঠল। গন্তারেও রেগে বলল:

'চেরির্নয়াভিন, খুব যে দেখি টিপ্পনী কাটছিস।'

পল্লীভবনের ভেতর থেকে এই সময় শোনা গেল একটি যুবতীর ডাক:

'অক্সানা, শীগগির আয় এখানে, শীগগির!'

ঝারি রেখে ছুটে গেল অক্সানা।

কলোনির ছেলেদুটি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঝকঝকে পালিশ-করা জুতো ঠুকে গন্তার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললে:

'এখানে আর আসিস না বলে দিচ্ছি, চের্নিয়াভিন।'

'"আসিস না" মানে?'

'আসিস না মানে আসিস না, এখানে তোর করার কিছু নেই।'

'আর যদি এখানে কাজ থাকে আমার?'

'কাজ আবার কী? বড়ো কাজ খুঁজছেন উনি!'

'যেমন ধর, আলুতে জল দেবার কাজ।'

'বলে দিচ্ছি তোকে, আসবি না এখানে।'

বেড়ায় ঠেস দিল ইগর:

'ভেবে দেখব: আসব কি আসব না!'

'দূর হ এখান থেকে!' হঠাৎ চীৎকার করে উঠল মিশা। 'ভাবতে হয় অন্য জায়গায় গিয়ে ভাবিস!'

ইগর বেড়া থেকে পিছু হটে তীক্ষ্ণ ফাজিল দৃষ্টিতে তাকাল গস্তারের দিকে।

'মিলর্ড প্রেমে যে একেবারে হাবুডুবু দেখছি!'

গস্তারের ফিকে-ধূসর বড় বড় চোখে আগুন ঝলসে উঠল। এমন জোরে সে মাথা ঝাঁকাল যে তার খোঁচা খোঁচা চুলগুলোও কানে কপালে ছলকে পড়ল:

'তোর মতো খোকা বাবুরাই প্রেমে পড়ে!'

ইগর হো হো করে শয়তানী হাসি হাসতে হাসতে পুকুরের দিকে দৌড় দিল।

৮

যার যেমন রুচি

প্রথম দলে রিজিকভকে নিরুত্তাপভাবে গ্রহণ করা হল। তার মাংসল চঞ্চল মুখ আর সবুজ চোখ দেখে বিশেষ আস্থা জাগে না। প্রথম দলের কাছেও এ খবরটা পৌঁছেছিল যে রিজিকভের পুরনো বন্ধু ইগর চের্নিয়াভিন তার আসায় মোটেই খুসি হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেষ্টা করেছিল তার গলা টিপতে। রিজিকভকে তার দলে দেওয়ায় ভলেঙ্কো চটে উঠে গেল ভিতিয়া তর্স্কির সঙ্গে তর্ক করতে। ফর্দ শোনাল: কী সব চিজ — লেভিতিন, রুস্লান গরোখভ, নজিক — সবই তার দলে, এখন আবার এই রিজিকভকেও জুড়ে দেওয়া হল। তর্স্কির মন কিন্তু একেবারেই ভিজল না।

'কী ভেবেছিস, তুই একলা নাকি?' সে প্রশ্ন করল। 'অষ্টম দলের দিকে একবার তাকা। গস্তার, সেরেদিন, ইয়ানভস্কি, আর এখন আবার চের্নিয়াভিন! কিংবা দশম দলের কথা ধর। সেখানে রয়েছে সিনিচকা, স্মেখোতিন, বরোদা। আর দলের কম্যান্ডারটি তো একেবারে বাচ্চা — ইলিউশা রুদ্নেভ। আর তুই? বলে কিনা নজিক। কেন, নজিক তো দিব্যি ছেলে, শুধু যা লম্বাচওড়া কথা বলে! কাজের ছেলে তোর কেমন দেখ দেখি — কলোস, রাদ্চেঙ্কো, ইয়াব্লচকিন, ব্লুমবার্গ। বেশ রিজিকভের বদলে চের্নিয়াভিনকে নে।'

কথাটা ভেবে ভলেঙ্কো চুপচাপ চলে গেল।

প্রথম দলকে জমায়েত করে তার সদস্যদের সঙ্গে অল্প কথায় রিজিকভকে পরিচয় করিয়ে ভলেঙ্কো বলল:

'শোন রিজিকভ। জানি সংঘবদ্ধ শ্রমিক যৌথ দলে থাকার অভ্যেস তোর নেই। আমার একটা উপদেশ শোন: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানকার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়। যাই ভাবিস না কেন, এ ছাড়া তোর আর অন্য পথ নেই।'

রিজিকভ কোনো উত্তর দিল না। ইতিমধ্যেই সে বুঝতে শুরু করেছে সংঘবদ্ধ শ্রমিক যৌথ দলের মানে কী। তার ভার পড়েছে ভ্যাদিমির কলোসের উপর। সে দশম ক্লাসের ছাত্র, মাথার চুল কোঁকড়া, ঈষৎ ওলটানো নাক। ছেলেটি চালাক, আত্মপ্রত্যয়ী। কম্সমল সংগঠনের আপিসে কাজ করে। বেশী কথা বা মিষ্টি কথার মানুষ নয়।

রিজিকভকে সে বলল, 'আমার ওপর তোর ভার পড়েছে। কিন্তু ভাবিস না যেন বাচ্চার মতো তোর হাত ধরে বেড়াব। তোকে খুব ভালো করে চিনেছি, তোর মনের সব কথা আমার জানা। মাথার মধ্যে তোর কতকগুলো জট আছে, ঠিকমতো পরিষ্কার হয়নি। সেটা সাফ করার দিকে মন দে। আর কলোনির জীবন সে তো সবই চোখের সামনে, কোনো রাখ-ঢাক নেই। দেখে শেখ। আর শেখার ইচ্ছে না হলে বোঝা যাবে তুই খুব খারাপ লোক।'

রিজিকভের মনে হল আসলে সে-ও কলোসকে খুব ভালো করে চিনেছে। আবেগভরে উত্তর দিল, 'কিচ্ছু ভাবিস না, আমি শিখে নেব।'

'দেখা যাবে,' নীরস গলায় উত্তর দিয়ে কলোস চলে গেল।

পরের দিন রিজিকভ বন্ধুত্ব জমাল রুস্লান গরোখভের সঙ্গে। রুস্লানই তার সঙ্গে প্রথমে কথা কইল:

'তোকে ঢালাই কারখানায় ভর্তি করা হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বালি বইতে হচ্ছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক যা ভেবেছিলাম। চুল ছাঁটা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'সবই নিয়মমাফিক দেখছি। থাকবি এখানে?'

'আমার মাথা খারাপ ভাবিস? কে থাকবে এখানে!' বলে চটে উঠে রিজিকভ মুখ ফেরাল।

রুস্‌লান হো হো করে হেসে উঠল। বেরিয়ে এল তার অসমান দাঁতগুলো। রিজিকভকে বলল তার সঙ্গে বনে বেড়াতে যেতে। এরপর রিজিকভ হঠাৎ একেবারে বদলে গিয়ে হয়ে উঠল খুব ফুর্তিবাজ। কারণে অকারণে সবাইকার সঙ্গে কথা কইতে লাগল। ঘুরঘুর করতে লাগল ভলেণ্টেকোর কাছে। ফুলের কেয়ারির মধ্যে ইগরকে সে ডাকল। দারুণ অবাক হল ইগর।

'চের্নিয়াভিন, এখনো চটে আছিস আমার ওপর?' সে প্রশ্ন করল।

তার দিকে ইগর তাকাল ঘৃণার দৃষ্টিতে। কিন্তু ডিউটির কম্যাণ্ডার রুদ্‌নেভের কথা মনে পড়ায় বলল:

'না, চটে নেই। কিন্তু ভানিয়ার সঙ্গে তুই যে ব্যবহার করেছিলি সেটা জঘন্য।'

'ও সব কথা বাদ দে ইগর। জঘন্য কী আছে? সে তো কলোনিতে যাচ্ছিলই, কিন্তু আমাকে তো কোনো উপায়ে বাঁচতে হত। কী আর হয়েছে?'

'এখানে ... থাকবি?'

'ঠিক ওটাই তোর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। থাকব কি থাকব না? তুই কী করবি?'

রিজিকভের ব্যবহার বোঝা ভার। এক দিকে সঙ্গীর প্রতি যেন একটা গুরুত্ব ও আস্থার ভার, মনে হয় যেন তার উপদেশকে সে দাম দেয়। অন্য দিকে আবার স্পষ্টই বুঝিয়ে দিচ্ছে সে অভিজ্ঞ লোক, নিজের দাম জানে। থেকে থেকে সে থুথু ফেলছে, একটা ভুরু কুঁচকে হঠাৎ হঠাৎ তাকাচ্ছে ফুল বাগানের দিকে, যার মানে ফুল দিয়ে তাকে ভোলানো যাবে না। খেলাটা ইগরের মোটামুটি ভালোই লাগল। মনে পড়ে গেল তার পূর্বতন 'এ্যাডভেঞ্চারে ভরা স্বাধীন জীবনের' কথা। নিজেও সে যে অভিজ্ঞ লোক সে গৌরব থেকে বঞ্চিত না হবার জন্য রিজিকভকে উত্তর দিল:

'আমার নিজের প্ল্যান আছে। কিন্তু চুরি কখনো করব না।'

'যার যেমন রুচি,' রিজিকভ বলল। আর একবার থুথু ফেলে কথাটা যে তার মনে ধরেছে তা স্পষ্ট করে তুলল।

বারান্দায় এল তারা। মোটাসোটা বাচ্চা লেনা ইভানভা হাতে রাইফেল নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে। তার ভুরুহীন মুখে খুসি খুসি ভাব। তাদের সে পথ ছেড়ে দিল। তারপর রিজিকভের ব্যবহার দেখে ভুরু কোঁচকাল। ভিজে

ছেঁড়া কাপড়ের উপর দাঁড়িয়ে রিজিকভ ঘন ঘন সিগারেট টানছিল। লেনাকে লক্ষ্যই করছিল না।

'এখানে সিগারেট টানা বারণ,' চেঁচিয়ে বলল লেনা।

রিজিকভ ধীরে ধীরে লেনার দিকে ফিরে তার মুখে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়ল।

'কী অসভ্য দেখো দেখি!' চীৎকার করে উঠল লেনা। 'বলছি সিগারেট খাওয়া বারণ!'

ইগরের দিকে ধীরেসুস্থে ফিরল রিজিকভ।

'সবই এখানে সমান!' চেঁচিয়ে বলল সে।

বিরক্তি দেখাল থুথু ফেলে।

লেনা এমন ভয়ঙ্কর চমকে উঠল যে তার প্যারেডের ইউনিফর্ম উঠল কেঁপে।

'মুছে ফেল!' আদেশের সুরে লেনা বলল।

'কী?'

'মুছে ফেল! থুথু ফেললে যে? মুছে ফেল!'

রিজিকভ দাঁত বার করে হাসল। তারপর চটপট ঘুরে লেনার পাশে দাঁড়িয়ে তার চিবুক থেকে কপাল পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিল।

'চুপ কর, ছুঁড়ি!' সে বলল।

দাঁতে দাঁতে ঘষে লেনা ইঠাৎ তাকে জোরে ধাক্কা দিল তার রাইফেল দিয়ে।

'আহ্, বটে।' রেগে চীৎকার করে উঠল রিজিকভ।

ইগর তার কাঁধ ধরে সজোরে সরিয়ে দিল।

'এই!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'তুইও ওই দলে?'

'মেয়েটির গায়ে হাত দিবি না বলছি!'

'আর আমায় যে একেবারে পেটে গুঁতো মারলে শালী!'

লেনা সিঁড়ির কাছে দৌড়ে গেল।

'নাম কী তোর?' রিনরিনে গলায় সে প্রশ্ন করল। 'বল কী নাম?'

সিঁড়ির উপরকার আয়নায় ডিউটির কম্যান্ডার ক্লাভা কাশিরিনার চেহারা দেখা গেল। লেনা রাইফেল কাঁধে তুলল।

'চল, যাওয়া যাক। কর্তা আসছে,' ইগরকে খোঁচা দিয়ে রিজিকভ বলল।

উঠোনে যাবার সময় সে তাকাল লেনার দিকে।

শাসাল, 'ফের এক দিন তোকে ঢিট করে দেব।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তারা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লেনার দিকে ক্লাভা তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। এ্যাটেনশানের ভঙ্গি না ভেঙে নীরবে এক হাত দিয়ে চোখের জল মুছল লেনা।

৯

আইনের প্যাঁচ

রিজিকভ, রুস্‌লান আর ইগর পার্কে আলাপ করছিল।

'মেয়েটির গায়ে হাত তুলেছিস, ফ্যাসাদে পড়বি,' রুস্‌লান বলল।

'তার মানে? হেঁজিপেঁজি সবাই আমার ওপর কর্তৃত্ব ফলাবে?'

'আজ সাধারণ সভায় তোর ডাক পড়বে।'

'বয়েই গেল।'

'সভার মাঝখানে তোকে দাঁড়াতে হবে।'

'দাঁড় করাবার চেষ্টা করে দেখুক না!'

'দাঁড় তোকে করাবেই।'

'দেখা যাবে।'

রিজিকভ এমন ভাব দেখাল যেন সত্যিই সে সভার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে না। ইগরের সেটা ভালো লাগল।

'মন্দ নয় তো, যাবি না তুই?'

'মরলেও যাব না।'

'চমৎকার! ব্যাপারটা জমে উঠছে!'

সমস্ত দিন কলোনির মধ্যে বেপরোয়া চালে রিজিকভ ঘুরে বেড়াল। বারান্দার সেই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে সবাই দেখছে খানিকটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে। কিন্তু সেই কৌতূহলটা ঠিক কী জাতের বোঝা শক্ত।

রাতের খাবার পর আটটায় শুরু হল সাধারণ সভা। ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলেও 'শান্ত' ক্লাবের দেয়ালজোড়া ডিভানে কলোনির সব সভ্যদের বসার জায়গা হল না। গালিচার উপর বাচ্চারা বসল ঘেঁষাঘেঁষি করে। সারা ঘর জুড়ে ঝলক দিতে লাগল তাদের নগ্ন হাঁটু। মেয়েরা বসল 'শান্ত' ক্লাবের এক কোণে। ছেলেদের মধ্যেও দল-ছাড়া কয়েকটি মেয়ে না রইল তা নয়।

মঞ্চের উপর বাচ্চারা একটা জায়গা ফাঁকা রেখেছে বক্তাদের জন্য।

মর্মরের স্তম্ভমূলে ঠেস দিয়ে সবচেয়ে ওপরকার ধাপে বসে রয়েছে সভাপতি তস্কি। মধুপাত্রের চারিপাশের মৌমাছির মতো বাচ্চারা তাকে ঘিরে রয়েছে। মঞ্চের ধারে দাঁড়িয়ে ব্লুম। তিনি বলে চলেছেন:

'আমি খুব ভালো করেই বুঝি যে হাফ-প্যান্ট বানানোটা বিশেষ আরামের নয়, কিন্তু হাফ-প্যান্ট পরাটা খুব আরামের, বিশেষ করে ছুটি কাটাবার জায়গায়। সে কথাটা তোমরা ভাবছ না। যদি এখানে তোমরা হাফ-প্যান্ট বানাতে না চাও, অন্যরাও যদি না চায়, কেউই যদি না চায় — তাহলে হাফ-প্যান্ট বানাবে কে? সর্বত্রই এই এক ব্যাপার। রাজমিস্ত্রিদের তোমরা কি জিগগেস করেছিলে বাড়ি বানাতে তাদের ভালো লাগে কি না? না, কিছুই তোমরা জিগগেস করনি। ছাত-মিস্ত্রি বা ছুতোরদেরও কি সে কথা তোমরা জিগগেস করো? যারা পাঁউরুটি বানায় তোমাদের জন্যে জিগগেস করো তাদের? বসে বসে তোমরা শুধু ভাবো, "পয়লা মে" কলোনির এই আমরা হলাম সবাই ভারি খাসা লোক। আমাদের চেয়ে ভালো আর হয় না। ইজের, তেল-পাত্র বা থিয়েটারের চেয়ার আমরা বানাতে চাই না। আমরা চাই টেল-কোট, সেলাই-কল বা "রককো" কিংবা সপ্তদশ লুইয়ের সময়কার ধাঁচের কোনো আসবাবপত্র তৈরী করতে। খাবারের সময় তোমরা তো মাংস খাও। কিন্তু এই মাংসের এক সময় চার পা আর একটা লেজ ছিল, ঘাস খেত। তোমাদের মতোই ছেলেমেয়েরা তাদের দেখাশুনো করত, কিন্তু তাদের "পয়লা মে" কলোনির সভ্য কেউ বলে না, বলে রাখাল। সবাই খুসি, শুধু তোমরা ছাড়া। তোমাদের রয়েছে পার্কেট-করা মেঝে, ফুল, ইস্কুল, ব্যান্ড, সিনেমা, চারটে চমৎকার কারখানা। তাও তোমাদের যথেষ্ট নয়। তোমরা চাও একেবারে বিদেশ থেকে আমদানি করা সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি, বানাতে চাও একেবারে রেল ইঞ্জিন বা এরোপ্লেন, নয়ত সেই ব্লুমিঙ, যার জন্যে সব সময়েই তোমরা হেদিয়ে রয়েছ। তোমাদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে বল দিকিনি আমার কথা মিথ্যে। শুনি কী বলবে।'

আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে ডিভানে গিয়ে বসলেন ব্লুম। ছেলেরা তাঁর জন্যে সাগ্রহে জায়গা বাঁচিয়ে রেখেছিল। বসে মস্ত ভুঁড়ির উপর হাত রেখে সবাইকার দিকে আবার তিনি তাকালেন। কলোনির সভ্যরা হাসছে। কারুর মুখে স্পষ্টই অবিশ্বাস, কারুর মুখে বিরত ভাব, কারুর মুখে আবার পূর্ণ বিশ্বাসের ছাপ। ব্লুম তাকালেন জাখারভের দিকে। একই ডিভানে অদূরে তিনি বসেছিলেন।

বললেন, 'দেখছেন তো? ওরা আপনার যে যার মত নিয়েই আছে।'

জাখারভ রহস্যপূর্ণভাবে হেসে পরের বক্তার দিকে দেখালেন। মঞ্চে উঠেছে সাণ্টো জারিন। বক্তৃতা দেবার আগে সে হাত তুলেছে মুঠো করে।

সে শুরু করল, 'সলোমন দাভিদভিচ, আপনি ভারি চালাক! মেয়েরা দিনে হাজারটা ইজের বানায়। তার মানে দিনে ত্রিশ রুব্‌ল্‌ লাভ। মাসে ন' শ', বছরে দশ হাজার। কম কথা নয়। কিন্তু মেয়েরা যেই ছাঁটকাট শিখতে চায় অমনি যত রাজমিস্ত্রি, রাখাল আর রেল ইঞ্জিনের কথা তোলেন আপনি। কিন্তু আমরা কি সে বিষয়ে কোনো কথা বলেছি? রাজমিস্ত্রিদের কাছে তো আমরা খুব কৃতজ্ঞই। আর রাখালদের কথা যদি ধরেন, আমাদের সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনীতি থাকায় খুব বেশী রাখালের দরকার হবে না। জন্তুদের খাওয়ানো হবে আধুনিক গোয়ালঘরে। জানতে চান তো শুনুন, এক সময় আমি নিজেই ছিলাম রাখাল। কাজটা খুব দরকারী, যদিও অবশ্য এক কুলাকের কাছে আমায় কাজ করতে হত। এখন আমি ছুতোর আর হতে চাই বৈজ্ঞানিক। দেখবেন, সে আমি হবই। তার মানে কী? সোভিয়েত রাজ প্রত্যেককে সুযোগ দেয়। রেল ইঞ্জিন বানাতে পারি, ব্লুমিঙ বানাতে পারি। রাখাল হলেই আজীবন কাটাতে হবে গরু-ভেড়ার সঙ্গে এখন আর সে যুগ নেই। কিছুকাল সে কাজ করে তারপর ঢোকো কলেজে। তাই না? তাই আমার প্রস্তাব মেয়েরা যদি চায় তাহলে তাদের জন্যে যেন ছাঁটকাটের শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থা করা হয়। হয়তো পরে এটা তাদের কাজে লাগবে! কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার অবাক লাগে, মেয়েরা কেন কেবল ওই সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে থাকছে? আমার খুব ভালো লাগে, সত্যিই প্রশংসা করতে ইচ্ছে হয় — আমাদের দলের নতুন মেয়ে ভান্দা স্ত্রদ্‌নিৎস্কায়াকে। সংযোজন কারখানায় সে কাজ করছে। সাবাস মেয়ে! কম্‌সমলের সদস্যদের সে দেখিয়ে দেবে কী করে কাজ করতে হয়, যদিও এখনো সে মোটেই অভিজ্ঞ নয়।'

পঞ্চম দলের মধ্যে ভান্দা লুকল। এমন কি একজনের কাঁধের পিছনে মুখ ঢাকল যাতে সাধারণ সভার লোকেরা তার আরক্ত গাল দেখতে না পায়।

ঘরের অন্য দিকে ডিভানে বসেছে চের্নিয়াভিন আর রুস্‌লান। তাদের সামনে একটা চেয়ারে নায়কের মতো বসে আছে রিজিকভ। বক্তৃতা শুনুক না শুনুক, সবাইকার দিকে তাকাচ্ছে নির্লজ্জ চোখে, যদিও তখন পর্যন্ত সবাই তার কাছে অপরিচিত। ডিভানে খানিক দূরে বসে মিশা গম্ভার।

নীচু গলায় রুস্‌লান বলল, 'মনে হচ্ছে তোর কথা ওরা ভুলে গেছে। কপাল ভালো!'

'শালার নিকুচি করেছে!'

গন্তার তাদের দিকে তাকাল:

'কেউ কিছু ভোলেনি বাছা। সবাই জানে।'

'ঝাঁটা মারো সবাইকে!' বলল রিজিকভ।

'বেশী ঝাঁটা মারতে যাস না। সভার মাঝখানে তোকে দাঁড় করানো হবে।'

'ভেবেছিস যাব?'

'যাবি না? তাহলে কী হবে?'

'হবে আবার কী?'

'বেচারা! এখন থেকেই তোর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। বরং ভালোয় ভালোয় গিয়ে দাঁড়াস!'

'অমনি ভয়ে মরলাম আর কি!'

'বরং এখনই একটু ভয় পাওয়া ভালো দোস্ত।'

ইগর এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যে চাপড় মারল নিজের হাঁটুতে।

'ব্যাপার মন্দ নয়ত! যাস না রিজিকভ, দেখিয়ে দে ওদের!'

বিষণ্ণ মৃদু হেসে গন্তার বলল, 'কী আর বলব তোদের। আমিও ঠিক ওই রকম ছিলাম রে — আস্ত পাঁঠা।'

ছাঁটকাটের শিক্ষয়িত্রীর বিষয়ে ভোট নেওয়া হল। ভিতিয়া তর্স্কি প্রশ্ন করল:

'ক্লাভা, রিপোর্ট কী?'

রিজিকভ, ইগর আর রুস্‌লান সামনের দিকে মাথা বাড়াল। গন্তারের হাবভাব হয়ে উঠল যাদুকরের মতো, যার ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে চলেছে।

ফিসফিস করে বলল, 'এইবার তোর পালা।'

ক্লাভা জানাল, 'রিপোর্টে সবকিছুই ঠিক আছে। একমাত্র গোলযোগ প্রথম দলে। দিন-প্রহরী লেনার কথা রিজিকভ শোনেনি। তাকে সে অপমান করেছে।'

তর্স্কির হাতে ক্লাভা এক টুকরো কাগজ দিল। নীরবে তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে মাথা ঝোঁকাল:

'ওঃ হো। রিজিকভ!'

ঘর চুপচাপ হয়ে গেল।

'কী ব্যাপার?' রসিকতার রেশ মিশিয়ে ফুর্তির সুরে জবাব দিল রিজিকভ।

প্রত্যেকে চুপচাপ তার দিকে মুখ ফেরাল। তস্কির্ চোখের ইঙ্গিত করল: 'ঘরের মাঝখানে এসো।'

খানিক উদ্ধতভাবে রিজিকভ চেয়ারে নড়েচড়ে বসল।

'কোথাও যাচ্ছি না,' চেঁচিয়ে বলল সে।

খানিক আগে যে সব মুখে সামান্য কৌতূহল ফুটেছিল হঠাৎ সেগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অস্পষ্ট উত্তেজিত একটা ফিসফিসানির ঢেউ বয়ে যাবার পর আবার চুপচাপ হয়ে গেল সবাই।

'আসবে না মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল তস্কির্।

ভয়ঙ্কর স্তব্ধতার মধ্যে রিজিকভ হেলান দিয়ে বসল। চেয়ারের পিছনে ঝুলতে লাগল তার একটা হাত।

'যাব না, ব্যাস!'

মনে হল যেন ঘরে বোমা ফাটল। চারিদিকে শোনা গেল হৈচৈ। মঞ্চ থেকে বাচ্চারা সমস্বরে কিসের যেন দাবী জানাতে লাগল। সেদিকে তাকাতে বাধ্য হল রিজিকভ। দেখল রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে নানা মুখ।

চীৎকার করছে:

'বটে, আসবে না ও!'

'আসতেই হবে বাছাধন!'

'উঠে দাঁড়া, এলিয়ে রইলি যে?'

'এই রিজিকভটি কী জীব?'

'হিরো একেবারে!'

জিরিয়ানস্কি লাফিয়ে উঠে সামনে এগুল।

'জিরিয়ানস্কি, নিজের জায়গায় যাও!' তীক্ষ্ণ সুরে আদেশ দিল তস্কির্।

সঙ্গে সঙ্গে জিরিয়ানস্কি বেঞ্চিতে বসে পড়ল। কিন্তু তার সমস্ত শরীর নিসপিস করছিল। গন্ডগোল উঠল আরো দুয়েক পর্দা উঁচুতে।

'দেখো একবার ওকে!'

'আমি গিয়ে ওকে ঠান্ডা করছি!'

'কী রকম গাধার মতো ব্যবহার!'

'এসে দাঁড়া বলছি!'

যা সব ঘটছে ইগরের পক্ষে তা লক্ষ্য করা কঠিন হয়ে উঠল... রিজিকভ

কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মুখে ফুটে উঠেছিল একটা উদ্ধতভাব। এমন কি চেয়ার ছেড়ে খানিক সে উঠলও। সঙ্গে সঙ্গে এক হাত দিয়ে তার নীচ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দিল গন্তার। অন্য হাত দিয়ে তাকে ঠেলে দিল ঘরের মাঝখানে।

খোলা উজ্জ্বল আলোকিত জায়গায় গিয়ে পড়ে রিজিকভ প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কী ঘটেছে। কিন্তু টের পেল তার শক্তি মিলিয়ে যাচ্ছে। চটে উঠে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বিড়বিড় করে উঠল। সম্ভবত সেটা কোনো গালাগালি। তারপর পকেটে হাত ভরল। কিন্তু সামনে তাকিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেল জিরিয়ানস্কিকে। ডিভানে জিরিয়ানস্কি সামনে ঝুঁকে বসে। তাদের দৃষ্টি বিনিময় হবার সঙ্গে সঙ্গে রাগে ঘৃণায় নিজের হাঁটুর উপর সে চাপড় মারল। হাসির হররা উঠল ঘরে। হাসির কারণ বুঝতে না পেরে শিউরে উঠল রিজিকভ। যন্ত্র-চালিতের মতো সে এগিয়ে গেল ঘরের মাঝখানের ঠান্ডা পরিচ্ছন্ন মরুভূমির মতো জায়গাটায়। তবু পকেটে সে হাত ভরে রইল, পায়ের ভঙ্গীটা হল অদ্ভুত, ব্যালে-নাচিয়ের মতো। যেন কোনো কন্ডাক্টারের ব্যাটনের আদেশে একটা ঐকতান চীৎকারে দাবী উঠল:

'এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়া!'

ততক্ষণে রিজিকভের মধ্যে কোনো রকম প্রতিরোধ শক্তি আর নেই। পায়ে পা লাগিয়ে সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। যদিও তখনো হাত তার পকেটে। সভাপতির স্বরে স্তব্ধতা ভাঙল। মৃদু অথচ আদেশের সুরে সে বলল:

'পকেট থেকে হাত বার কর।'

সারি সারি বসে থাকা কলোনিবাসীদের মাথার উপর দিয়ে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে রিজিকভ তাকাল নিজের ঠাট বজায় রাখার জন্য। তারপর পকেট থেকে হাত সরাল। ইগর আর নিজেকে সামলাতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল:

'ওর হয়ে এসেছে সিনর!'

'চোর্নিয়াভিন, বেয়াড়ামো কোরো না!'

সত্যিই রিজিকভের 'হয়ে এসেছিল', তাই কলানিবাসীদের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করল সে। তাদের মুখে দু রকম ভাব: কয়েক জনের মুখে এখনো রাগের ছাপ, কয়েকজনের মুখে জয়ের মৃদু হাসি।

তর্স্কি সোজাসুজি কথাটা পাড়ল।

'তুমি প্রথম দলে?' সে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' ভাঙা গলায় উত্তর দিল রিজিকভ। তখনো সে সবাইকার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে।

'বল, কেন দিন-প্রহরীর কথা শোনোনি আর তাকে অপমান করেছ।'

'কাউকে অপমান করিনি। মেয়েটা নিজেই আমায় ধাক্কা দিয়েছিল।'

ঘরের মধ্যে বয়ে গেল দ্রুত হালকা হাসি।

'কাউকে অপমান করনি বলছ? তুমি ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলে!'

'মোটেই না। দেখেছে কেউ?'

এবার হাসিটা আরো বেশীক্ষণ ধরে চলল। এমন কি তর্স্কি'ও হাসল। ভুঁড়ির ওপর আড়াআড়ি হাত রেখেই ব্রুমও হাসলেন। জাখারভ তাঁর পাঁশনে ঠিক করলেন।

'একেবারে ক্ষ্যাপা!' চেঁচিয়ে উঠল তর্স্কি। 'আমাদের সাক্ষীসাবুদ লাগে না বুঝেছ।'

রিজিকভ বুঝতে পারল কলোনিবাসীরা তাকে উপহাস করছে। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা তার প্রচুর। জানে সাক্ষী কী রকম দরকারী।

'তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করছ না, মেয়েটা যা বলল তাই?'

নিজের স্বপক্ষে বৈধ যুক্তি আছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলে সে যে রকম মুখে একটা আহত ভাব বরাবর ফুটিয়ে তোলে তাই ফোটাল। গলার স্বর কাঁপাল সামান্য। এই চালটা অভিজ্ঞ লোকেরা মনে করে একেবারে অব্যর্থ। কিন্তু আশ্চর্য, তার এই চাল দেখে তারা শুধু স্মিত হাসিতে নয়, একেবারে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'হাসবার কী আছে?' রেগে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রিজিকভ। 'কে আমায় দেখেছে জিগগেস করি?'

বোঝাই গেল, ব্যাপারটা এত বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে যে ছেলেরা হাসতেও সাহস পেল না, পাছে তাতে মজাটা মাটি হয়ে যায়। দারুণ ফুর্তিতে তারা রিজিকভের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইল। তর্স্কি আবার সাগ্রহে বোঝাতে শুরু করল:

'বেশ, নয় কেউ তোমায় দেখেনি। কিন্তু কেউ না দেখলেই কি লোককে অপমান করা চলে?'

এ ধরনের অদ্ভুত কথা রিজিকভ কখনো শোনেনি। সে চুপ করে গেল। তারপর সভাপতির দিকে চোখ তুলে সহজ সুরে বলল:

'মিথ্যে বলছে মেয়েটা, কেউই দেখেনি!'

ইগর চৌর্নিয়াভিন উঠে দাঁড়াল। তার্স্কি আর অন্যরা তার দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

ইগর বলল, 'রিজিকভ সামান্য ভুল করছে। এই যেমন আমি। কী ভাবে মেয়েটির মুখে ও হাত বুলিয়ে দিয়েছিল তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে!'

'তুই দেখেছিস?' তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে রিজিকভ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'বলছিস আমায় দেখেছিস?'

'হ্যাঁ, তাই বলছি!'

এখন হাসিটা হয়ে উঠল ক্রুদ্ধ, তিরস্কারে ভরা। এখন আর ব্যাপারটা মজার নয়। পাশেই সাক্ষী থাকলেও আহত সুরে যে লোক সাক্ষীর দাবী করছিল সেই লোককে দেখা তো আর আনন্দের ব্যাপার হতে পারে না।

জিরিয়ানস্কি হাত তুলল:

'বলতে পারি?'

'বল।'

'আলোচনা করার কী আছে? কোথা থেকে জুটেছে ওটা? রিজিকভ, আমাদের আইন অমান্য করিস কোন সাহসে? মেয়ের মুখে কোন সাহসে হাত তুলিস? জিজ্ঞেস করি, এ কাজ করার কোন অধিকার তোর আছে?'

রিজিকভের দিকে এক পা এগুলে জিরিয়ানস্কি। রিজিকভ অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

'লাথিয়ে দূর করে দিতে হয়। এক মুহূর্ত দেরী না করে! দরজাটি খুলে... বাস, পথ দেখুক। আবার সাক্ষী চাইছিলেন! আমি প্রস্তাব করছি ওকে আমরা...'

'লাথিয়ে দূর করে দি,' কে একজন যোগ করে দিল।

শুনে জিরিয়ানস্কি মৃদু হাসল:

'অবশ্য তোরা ওকে লাথিয়ে দূর করবি না। তোদের মন ভারি নরম। কিন্তু সত্যিই কোনো মানে হয় না।'

জিরিয়ানস্কি একটা ভঙ্গী করে তার চিরন্তন প্রতিপক্ষ ভলেঙ্কোকে বক্তৃতা দিতে বলল। ভলেঙ্কো তাকে নিরাশ করল না।

'রিজিকভ আমার দলে। সোজা বলতে গেলে, ওর হাবভাব যেন কেমন কেমন। সব সময় ও রুস্লানের সঙ্গে ঘুরঘুর করে।'

'আমাকে আবার টানছিস কেন?' চেঁচিয়ে উঠল রুস্‌লান।

'তোর সম্বন্ধেও এক দিন না এক দিন আমাদের কয়েকটা কথা বলতে হবে। যাই হোক, আমার ধারণা রিজিকভকে আমরা কাজের লোক করে তুলতে পারব। যাই হোক, ছেলেটা আর বাবু ধরনের নয়। অতীত নিয়ে অবশ্য আমাদের মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও বলুক ওর বাবা কোথায়।'

'রিজিকভ, উত্তর দাও!' তর্স্কি বলল, 'দেবে উত্তর?'

'দেব। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী।'

'মারা গেছেন?'

'না।'

'তিনি এখন কোথায়?'

'জানি না।'

'একেবারেই জানো না?'

'কোথায় যেন পালিয়ে গেছেন।'

ভলেঙ্কো বলে চলল, 'ওকে আমাদের দূর করে দেওয়া উচিত হবে না। শাস্তি দেওয়া দরকার। কিন্তু কলোনিতে ওকে রাখা উচিত। হয়ত এখনো ওকে সোভিয়েত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।'

জাখারভ উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'আমার মনে হয়, ওকে শাস্তি দেবারও কোনো দরকার নেই। ছেলেটা এখনো জংলী।'

'জংলী মানে?' অত্যন্ত চটে বলল রিজিকভ।

'হ্যাঁ, জংলী। যেখানে সেখানে থুথু ফেলতে নেই এই সহজ কথাটাও তুমি বোঝো না। তোমার পেছন পেছন কারুর ছুটতে হয়, পরিষ্কার করার জন্য, ধোয়া পাকলার জন্য, ব্যাপারটা তো খুবই পরিষ্কার। প্রথম দলের উচিত রিজিকভকে সভ্যভব্য করে তোলা। মেয়ের মুখে হাত তোলা! একেবারে বুনো জংলীই শুধু ও ধরনের কাজ করতে পারে। তুমি তো তেমন বুনো নও, তিন বছর ইস্কুলে গিয়েছিলে। আমার প্রস্তাব, একে যেন শাস্তি দেওয়া না হয় আর এই সভা লেনার প্রতি যেন সমবেদনা প্রকাশ করে।'

চটপট সভা শেষ হল। জিরিয়ানস্কি নিজের প্রস্তাব প্রত্যাহার করল।

রিজিকভকে তর্স্কি বলল, 'তুমি যেতে পার। কিন্তু সাবধান।'

যাবার জন্য রিজিকভ ফিরল।

‘দাঁড়াও, এক মিনিট। সাধারণ সভাকে স্যালুট কর।’

চাল মেরে হেসে রিজিকভ হাত তুলল।

‘লেনা, সাধারণ সভা তোমাকে সমবেদনা জানাচ্ছে আর অনুরোধ করছে ঘটনাটা ভুলে যেতে।’

শোবার ঘরে যাবার পথে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রিজিকভ ইগরের দিকে তাকাল:

‘কী চের্নিয়াভিন, বেইমানি করলি তো?’

‘বেইমানি করলাম কখন?’

‘কখন? বললি না আমায় দেখেছিস? সাক্ষী, ছ্যাঃ! মাথা গলাবার কী দরকার পড়েছিল তোর?’

ইগর নিজের উরুতে চাপড় মারল:

‘আরে, ওটা তুই নাকি? শালা দ্যাখো দিকি! মাইরি, মাইরি! ওটা তাহলে তুই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলি মাঝখানে? দেখলাম বাদামী চুলো কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম অন্য কেউ। তার মানে তুই তাহলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলি মাঝখানে?’

রুস্‌লানের গলা ফাটানো হাসি সিঁড়িময় শোনা গেল। নিচ থেকে ভ্লাদিমির কলোস উঠে না আসা পর্যন্ত রিজিকভ ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ইগরের দিকে। রিজিকভের কাঁধে চাপড় মেরে কলোস বলল:

‘অভিনন্দন ভায়া, জিনিসটা জরুরী: প্রথমবার ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান। এখন সবকিছুই সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু যাই বল, সভার সামনে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াতে হয়।’

১০

চুম্বন

কলোনির থিয়েটারে সপ্তাহে একবার ফিল্ম দেখান হয়। হল ঘরটি বড়। তাতে কলোনির তৈরী চার শ’ ওক কাঠের চেয়ার। সিনেমা দেখতে আসে কলোনির কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ, গস্তিলভকা পল্লীর তরুণ-তরুণী এবং সহরের বন্ধুরা। এই সিনেমা দেখানোর জন্য কলোনিবাসীদের কোনো বাড়তি ঝামেলা সইতে হয়নি। খুব সকালেই ঘোড়ার গাড়ি করে সহরে দ্বিতীয় পেত্রভ যাত্রা করে। দ্বিতীয় পেত্রভ হল কলোনিবাসী, নবম দলের।

ছেলেবেলা থেকেই সে ফিল্মে পাগল। স্থির করেছে বাকী জীবন উৎসর্গ করবে বিংশ শতাব্দীর এই আশ্চর্য আবিষ্কারের পিছনে। বয়স তার ষোল। ফলে সে নিঃসন্দেহ যে জীবনের যাবতীয় জ্ঞান সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। খুবই সহজ আর মনোরম সে জ্ঞান: লোকের সিনেমা-অপারেটার হওয়া উচিত, তার জন্য যদি পরীক্ষা দিতে হয় তাও স্বীকার। কিন্তু আমলাতন্ত্রীরা অবশ্য আঠার বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় পেত্রভকে পরীক্ষা দিতে দেয়নি। ফলে কলোনির জন্য ফিল্ম আনতে সপ্তাহে একবার করে যে সব আমলাতন্ত্রীদের কাছে দ্বিতীয় পেত্রভকে যেতে হত তাদের সে দুচোখে দেখতে পারে না। মোটামুটি সে ভদ্র ভালো মানুষ, প্রায় মাটির মানুষই বলা যায়। তাহলেও গোল গোল টিনের বাক্সগুলো নেবার সময় সিনেমা-আমলাতন্ত্রীদের সে এতোই সব অপ্রীতিকর কথা বলত যে ক্রমশ তারা রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে ওঠে। এক দিন হঠাৎ তাদের তিন জন দল বেঁধে কলোনিতে এসে আবিষ্কার করে ফিল্ম প্রজেক্ট করছে কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত কোনো দক্ষ অপারেটার নয়, প্রজেক্ট করছে সেই দ্বিতীয় পেত্রভ, তাদের কাছে প্রতি সপ্তাহে যে খালি ব্যাগ নিয়ে যায় এবং তাদের আমলাতান্ত্রিকতা নিয়ে বহু অভিযোগ করে। দ্বিতীয় পেত্রভের বোলচাল তখনো থামে না, কিন্তু ব্যাপারটার ফলাফল শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে করুণ: প্রজেক্টার বাক্সে ভরে তালা বন্ধ করা হয়, কলোনিকে জরিমানা করা হয় পঞ্চাশ রুবল, আর জারি হয় বহু আমলাতন্ত্রী দাবি-দাওয়া সম্বলিত দীর্ঘ এক আদেশনামা। কলোনির সাধারণ জনমত স্বভাবতই যায় দ্বিতীয় পেত্রভের স্বপক্ষে, কারণ সবাই স্পষ্ট বোঝে জীবনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে প্রতিভাশালী হবার পথে ষোল বছর বয়সটা কোনো প্রতিবন্ধক হতে পারে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু জনমত পেত্রভকে খানিক দোষ দিল। সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে জিরিয়ানস্কি কথাগুলো বলল এইভাবে:

'দ্বিতীয় পেত্রভকেও খুব ধমকানো উচিত। আমলাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কি আর একলা একলা লড়াই করা যায়? তাদের এক সাধারণ সভায় এনে সেখানেই কথাগুলো বলা দরকার।'

দ্বিতীয় পেত্রভের ফন্দি বানচাল হয়ে যাওয়ায় প্রধান বিপদ হল এই যে, শনিবারের সন্ধেয় জনসাধারণকে দেখাবার মতো কলোনির কিছুই রইল না। অথচ সেদিন কলোনিতে আসা তাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। একটা উপায় বার করলেন স্বভাবতই পিওতর ভাসিলিয়েভিচ মালেঙ্কি।

মালেঙ্কি প্রস্তাব করলেন একটি নাটক মঞ্চস্থ করার। শীতকালে কলোনির নাটক দল খুব ঢিমে তালেই চলেছিল। গ্রীষ্মকালে সেটা একেবারে ভেঙে যায়। কারণ গ্রীষ্মের সন্ধে কেউই চায় না রিহার্সাল নিয়ে কাটাতে। শীতকালেও নাটক দলের সবচেয়ে উৎসাহী সভ্যরা মনে মনে সিনেমাই পছন্দ করত। কিন্তু এখন আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপে ফিল্ম দেখান বন্ধ। যত দিন না সমস্ত প্রজেকশান চালাটা আপাদমস্তক এ্যাসবেস্টস দিয়ে ঢাকা হয় ও সাবালক অপারেটার পাওয়া যায়, তত দিন ফিল্ম দেখতে পাবার আশা তাদের নেই।

মালেঙ্কি এক আবেদন জারি করলেন। তাতে সাড়া মিলল খুব কম। তাই নতুন ছেলেদের অনুরোধ করা হল নাটকে যোগ দিতে। চের্নিয়াভিন নেবে তৃতীয় পার্টিজানের ভূমিকা। ভানিয়া গালচেঙ্কো আর ভলোদিয়া বেগুনেকের জন্যও ভূমিকা বাছা হল। দ্রুত ও নির্ঝঞ্ঝাটে চলল রিহার্সাল। বন আর জমিদারী মহালের দৃশ্যপট তৈরী করা হল যথাযথ: বনের জায়গায় ব্যবহার করা হল পাইনের ডাল আর বাগানবাড়ি তৈরী করা হল প্লাইউড দিয়ে।

অভিনয়ের দিন, সমস্ত পোষাক যখন বার করা হয়েছে আর দর্শকরা জমায়েত হতে শুরু করেছে, ইগর পার্কে খানিক বেড়াতে গেল। প্রথম বেঞ্চিতেই একা অক্সানাকে বসে থাকতে দেখে সে হল খুব খুসি। আগে থেকেই মঞ্চে নিজের সাফল্য দেখতে পাচ্ছিল সে, তাই মেজাজ খুবই ভালো। মনে হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে অক্সানা: তার পরনে ভালো করে ইস্ত্রি-করা গোলাপী ব্লাউজ, হাতে এক তোড়া কর্নফ্লাওয়ার।

'অক্সানা, তোমায় আজ যে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে!'

ভয় পেয়ে সে ইগরের কাছ থেকে সরে গেল। ইগর তার দিকে এগুলে সে লাফিয়ে উঠে পথ দিয়ে পিছু হটতে লাগল।

'তুমি যে কলোনিবাসী! এইভাবে ব্যবহার করতে হয়!?'

'তোমার চোখ কী সুন্দর, অক্সানা!'

যে হাতে কর্নফ্লাওয়ার ছিল সে হাত অক্সানা তুলল চোখের উপর।

'চলে যাও! বলছি চলে যাও!'

কিন্তু ইগর চলে গেল না। বড় বড় পা ফেলে তার কাছে গিয়ে চটপট হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল অক্সানার গ্রীবা, হাত আর ফুলের তোড়াটা। পরে কিছুতেই সে মনে করতে পারেনি অক্সানাকে সে চুম্বন করেছিল কি না।

অক্সানা হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তাকে ঠেলে দিয়েছিল — ফুলগুলো তার চোখে লেগে ব্যথা করে ওঠে...

'চের্নিয়াভিন!' কে একজন চেঁচিয়ে উঠল ক্রুদ্ধ স্বরে।

সে ফিরে তাকাল: ক্লাভা কার্শিরিনা স্বচ্ছ ধূসর চোখে তার দিকে তাকিয়ে। তার সুন্দর গোলাপী গালে ছোপ ছোপ লাল রঙ ফুটে উঠেছে।

'মেয়েটিকে তুমি অপমান করো কী সাহসে?'

ইগর ধৃষ্টতা দেখাতে চায়নি, বরং বিব্রতভাবেই সে নীচু গলায় উত্তর দিয়েছিল:

'বরং উল্টো...'

দারুণ রেগে ক্লাভা মাটিতে পা ঠুকল।

'দূর হও এখান থেকে! এক্ষুণি ডিউটির কম্যাণ্ডার ভলেঙ্কোর কাছে গিয়ে সব কথা বল। বুঝলে?'

ইগর কিছুই বুঝল না। পথ ধরে বাড়ির দিকে ছুটল। কিন্তু যত জোরেই ছুটুক না কেন, চাপা ফুঁপিয়ে কান্নার একটা শব্দ কানে এল তার। ফিরে তাকাতে তার সাহস হল না।

১১

ফুর্তিবাজ কুকুর

বিহ্বলের মতো ইগর ছুটে ঢুকল থিয়েটারের সাজ-ঘরে। প্রথমত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে ইগর চের্নিয়াভিন অক্সানার প্রেমে পড়েছে, তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, একটা হাঁদার মতো। এ রকম দুর্বিপাকে আগে কখনো না পড়লেও সে দুর্বিপাক শুরু হয়েছে ... সব লক্ষণই রয়েছে: প্রেমে না পড়লে কেউ কোনো মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওভাবে চুম্বন করে না। দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যেই ইগর শুনতে পাচ্ছে সাধারণ সভায় তাকে যে ভয়ংকর প্রশ্ন করা হবে সেটা:

'চের্নিয়াভিন, কী কৈফিয়ৎ দেবে...'

মানসিক যন্ত্রণায় আরক্ত হয়ে পার্ক আর উঠোনের ভিতর দিয়ে ছুটে আসার সময় তার মনে পড়ল সেই ভুরু, চোখ আর ফুলের তোড়া — চুলোয় যাক এই ফুল। ভলেঙ্কোর কথাও তার মনে পড়ল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিছুতেই ইগর তাকে কোনো কথা বলবে না। সাধারণ সভা, ইগর

দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে, প্রত্যেকেই হো হো করে হাসছে... বাচ্চার দল, ওঃ সেই হাঁটু মুড়ে বসা বাচ্চার দল!

মঞ্চের দরজা সজোরে খুলে ভলেণ্কোর সঙ্গে ইগর ধাক্কা খেল। কটমট করে তাকাল সে ইগরের দিকে — প্রসঙ্গত, তার তাকাবার ধরনটাই এই রকম। ইগর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠল।

'কোথায় ছিলি চেনির্য়াভিন? চটপট নে!'

সাজ-ঘরের মধ্যেও নানা হট্টগোল। জাখারভ, মালেণ্কি আর ভিতিয়া তর্স্কি অভিনেতাদের সাজাচ্ছেন। কয়েকজন তাদের পোষাক পরে দেখছে: পার্টিজান, কম্যাণ্ডার, অফিসার আর মেয়েদের পোষাক। তর্স্কির পরনে পাদ্রির আলখাল্লা, মাথায় পরচুল। ইগরকে সে বলল:

'চেনির্য়াভিন, চটপট পোষাক পরে নে! তৃতীয় পার্টিজান, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু শালার জীবনে যে কখনো পার্টিজানগিরি করিনি, বুঝেছিস...'

'যত বাজে কথা, করবার আবার কী আছে! সোজা পার্টিজান হয়ে যাবি, ব্যাস। আজ তোর মুখটাও ঠিক মানাবে। কে তোর চোখে কালশিটে ফেলল?'

কিছুক্ষণ থেকে ইগর টের পাচ্ছিল তার ডান চোখ ফুলে উঠছে।

'লেগে গিয়েছে...'

'তা ওরকম লেগেই থাকে — কারুর ঘুষি লেগে যায়। আর চেহারাটা হয়ে ওঠে যেন সোজা যুদ্ধ থেকে আসছিস। দড়িটা কোমরে জড়া, পায়ে জড়া খানিকটা ন্যাকড়া আর এই লাপ্তি* পরে ফেল।'

লাপ্তি পরার জন্য ইগর বেঞ্চিতে বসল।

'কী করে বাঁধে... আগে কখনো লাপ্তি পরিনি...'

লেফটেনাণ্ট জরিন পুরন একটা খাকি সার্টের ওপর অফিসারের পোষাকের বেল্ট কষে আঁটছিল:

'ভেবেছিস কি আমিও কখনো কাঁধ-পটি পরেছি? কিন্তু এখন পরতে হচ্ছে।'

ইগর তার জটিল জুতোর উপর ঝুঁকে পড়ল। লাপ্তির সঙ্গে আটকানো দুটো বড় দড়ির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল। প্রথম পার্টিজান

---

* গাছের বাকলে তৈরি জুতো, আগের কালে রুশ গরিব চাষীরা পরত। — সম্পাঃ

ইয়ানভস্কির মুখে অবিশ্বাস্য লাল দাড়ি, ভুরু জোড়া কুচকুচে কালো। সে একটা পা তুলল:

'এই দ্যাখ — এইভাবে, বুঝলি!'

সত্যি বলতে কি ইগর কিছুই দেখল না, কারণ দরজার কাছে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লাভা কাশিরিনা। ইগর ভুরু কুঁচকে দড়ি বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ক্লাভা চলে গেল।

মালেভিস্কর পরনে জেনারেলের লম্বা গ্রেটকোট, কলার লাল। একটা খালি চেয়ার ইগরকে দেখিয়ে বললেন:

'ব্রোস চের্নিয়াভিন। কী পার্ট তোর?'

'তৃতীয় পার্টিজান।'

'তৃতীয়! হুম। তোকে সাজাব... ইয়ে — এই দাড়িটা নেওয়া যাক। খুব গরিব চাষী, এতো গরিব যে তোর দাড়িটা পর্যন্ত ভালো মতো গজায় না। রঙটা ঘষে নে।'

হলদে রঙটা ইগর মুখে লাগাতে শুরু করল। ইগরের কদমছাঁট মাথায় মালেভিস্ক একটা নোংরা উষ্ক-খুষ্ক পরচুল পরালেন । ইগর দেখল আয়না থেকে একটা হাস্যকর মুখ তার দিকে তাকিয়ে — হাঁ-মুখটা বড়। এই অপরিচিত মুখে মালেভিস্ক পেন্সিল বোলাতে লাগলেন।

'ভিতিয়া, আমার মেডেলগুলো কোথায়?' তর্স্কিকে প্রশ্ন করলেন মালেভিস্ক।

'এক্ষুণি রগভ আনছে। তারাগুলো এখনো শুকোয়নি, আর ফিতেটা এই যে ওখানে ঝুলছে।'

পেরেক থেকে ঝুলন্ত হালকা নীল রঙের চওড়া ফিতেটা সে দেখিয়ে দিল।

জাখারভও ফিতেটার দিকে তাকালেন:

'ফিতের দরকার নেই। এটা যে গৃহযুদ্ধ। তারারও ... দরকার নেই।'

'তারা নেই, তাহলে কী রকম জেনারেল উনি হবেন?' জাখারভের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ভিক্তর প্রশ্ন করল। 'আর ফিতেগুলো ... মেয়েদের কাছ থেকে বহু কষ্টে আদায় করা গেছে।'

'ওটা হালকা নীল রঙের, অর্থাৎ "অর্ডার অফ সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুর" ফিতে। পরতেন শুধু খুব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।'

পেরেক থেকে ফিতেটা নিয়ে মালেভিস্ক নিজের কাঁধে ঝোলালেন।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, কিছু ভাববেন না। দর্শকদের এটা ভালো লাগবে। তোরা কিন্তু আমার ওপর ঝাঁপবার সময় বাড়াবাড়ি করবি না যেন। শেষ রিহার্সালের পর বাড়ি ফিরে একেবারে থকে গিয়েছিলাম।'

'জেনারেলের সঙ্গে আর কী রকম ব্যবহার করব বলে আশা করেন?' ইয়ানভস্কি মৃদু হেসে প্রশ্ন করল। 'গায়ে হাত বোলাব?'

দরজা সশব্দে খুলে গেল। ভিতরে ছুটে এল ভানিয়া আর বেগুনক।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, ঠিক দেখাচ্ছে? বলুন!' চেঁচিয়ে উঠল বেগুনক।

ছেলে দুজনের গায়ে উল্টিয়ে পরা ভেড়ার চামড়ার কোট। ভলোদিয়া হাঁটু ও হাতে ভর দিয়ে লম্বা নাক কুকুরের মুখোস পরে হিংস্র কুকুরের মতো ছুটে বেড়াতে লাগল, ঘেউ ঘেউ করতে করতে জাখারভের বুট লাগল কামড়াতে। ভানিয়াও তাই করল। ফলে সাজ-ঘরে পড়ে গেল কুকুরের ডাক ও হাসির হুল্লোড়। ভানিয়ার অভিনয় বেশী নিখুঁত হল। সে নকল করেছে বিশেষ এক ধরনের অসহিষ্ণু রাগের কেঁউ-কেঁউ, তারপরেই উঠছে জোরে ভয়ার্ত ঘেউ ঘেউ শব্দ করে।

তর্স্কি চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়েছে, হয়েছে। তোদের জ্বালায় আর পারি না! অভিনয়ের তিন দিন আগে থেকেই কলোনিময় ছুটে ছুটে কামড়ে বেড়াচ্ছে।'

'লোম দেখে কিন্তু কুকুরের বদলে ভালুক-ছানা বলেই বেশী মনে হয়।' মৃদু হেসে জাখারভ বললেন। 'তবে মানাবে ঠিক, জেনারেলকে "অর্ডার অফ সেণ্ট এ্যান্ড্রু" পরতে দিলে কুকুরের চেহারাও ভয়ঙ্কর হওয়া চাই।'

রিহার্সালের সাফল্যে খুসি হয়ে ভলোদিয়া আর ভানিয়া হামাগুড়ি দিয়ে স্টেজে গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে শুরু হল অভিনয়। উইঙের পেছনে 'কুকুরদের' বসিয়ে তর্স্কি বলল:

'মনে রাখিস, এক একবার ঘেউ ঘেউ করে থামবি, ফাঁক দিবি যাতে অন্যরাও তাদের কথা বলতে পারে। বুঝলি?'

'ঠিক আছে, কমরেড কম্যান্ডার,' উত্তর দিয়ে 'কুকুররা' ভয়ঙ্কর মুখ করে জমিদারের বাগানে লুকল।

স্টেজে সবকিছু প্রস্তুত। জেনারেল আর বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধিরা বাড়িতে জমায়েত হয়েছে। জানালা খোলা, বাড়িতে আলো জ্বলছে। জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বৈঠকে বসেছে সবাই। জানালার একেবারে সামনে বসেছে পাদ্রি।

'রেডি!' সে চেঁচিয়ে উঠল।

যবনিকা উঠল।

'ঐ দেখ, ভিতিয়া তর্স্কি!' কে একজন উত্তেজনা সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল।

তাকে শ্‌শ্‌ শব্দ করে থামিয়ে দেওয়া হল। হলঘর হয়ে উঠল নিস্তব্ধ। বুর্জোয়া আর জেনারেলদের কথাবার্তায় সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বোঝা গেল জানালায় রোগা জেনারেলের কাছে যে বসে সে হল পাদ্রি ইয়েভতিখি, মোটেই ভিতিয়া তর্স্কি নয়।

গাছের আড়াল থেকে পার্টিজানরা চুপিচুপি এল স্টেজে। তাদের একজন ইগর চোর্নিয়াভিন। সাবধানে ধীরে ধীরে তারা গেল জানালার কাছে, এদিকে আরো কয়েকজনকে ঢুকতে হবে বাড়িতে। দুজন রাইফেল তুলে দাঁড়াল জানালার কাছে, গুলি ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তারপর এই গুলি ছুঁড়ল: এসে গেল অভিনয়ের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। জানালার ওপাশে বাড়ির মধ্যে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ, আতঙ্কিত হুড়োহুড়ি, চীৎকার, মেয়েদের ফুঁপিয়ে কান্না। কুকুর দুজন উইঙ থেকে লাফিয়ে বেরুল। দেখাচ্ছে ঠিকই ভালুক-ছানার মতো। রেগে ঘেউ ঘেউ করতে করতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পার্টিজানদের উপর। দর্শকদের সবাই জানে তারা বেগুনক আর ভানিয়া। কিন্তু স্টেজে লড়াই এমন চিত্তাকর্ষক আর পার্টিজানদের জয়ের জন্য প্রত্যেকে এমন উৎসুক যে কুকুররা হয়ে উঠল আসল কুকুর, এমন কি রাগই হতে লাগল দর্শকদের।

ইগর চোর্নিয়াভিন তৃতীয় পার্টিজান। তার চুল এলোমেলো, দাড়ি সামান্য। পাদ্রিকে সে জাপটে ধরল।

'পেয়েছি তোকে, ভুঁড়ি-পেট ঘুঘু শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

বড় হলঘরটা কেমন অপরিচিত। সেখানে শত শত জোড়া জোড়া চোখ। মঞ্চে ঝলক দিচ্ছে সোনালী কাঁধ-পটি আর নীল ফিতে, বিরাট একটা পিজবোর্ডের ক্রুশ, পায়ের কাছে ক্রুদ্ধ কুকুরের ডাক, তর্স্কি ফুঁসিয়ে উঠছে: 'ক্রুশ ছুঁয়ো না,' — এ সবে এমন অভিভূত হয়ে পড়ল ইগর যে, হঠাৎ দেখল পরের লাইন ভুলে গেছে। বক্সে বসে প্রম্পটার বারবার রেগে ফিসফিস করে তাকে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করল কথাগুলো। কিন্তু যত চেষ্টাই সে করুক না কেন কিছুতেই ইগরের মনে পড়ল না কথাগুলো। ক্রমাগত সে একই কথা চেঁচিয়ে চলল:

'পেয়েছি তোকে, ভুঁড়ি-পেট ঘুঘু শয়তান!'

কিন্তু হঠাৎ এই লাইনটার আর কোনো মানে রইল না: পাদ্রিকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হল। রোগা লেফটেন্যাণ্টের গুলিতে আহত হয়ে এখন তৃতীয় পার্টিজানের পড়ে যাবার কথা। স্টেজের বাইরে থেকে অনেকক্ষণ গুলি ছোঁড়া হয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ ধরে লেফটেন্যাণ্ট ইগরের পেটে তার রিভলভার চেপে ধরে রয়েছে। কিন্তু ইগরের সব গোলমাল হয়ে গেছে। আবার সে বলতে শুরু করল:

'পেয়েছি তোকে, ভুঁড়ি-পেট...'

হঠাৎ দর্শকদের প্রচণ্ড হাসি সে শুনতে পেল। ভাবল তার কথা শুনে তারা হাসছে। কিংবা হয়ত তার লাপ্তির একটা দড়ির দরুন। লড়াইয়ের শুরুতে সেটা ঢিলে হয়ে যেতে শুরু করে। তারপর ইগর টের পায় কে যেন সেটা মাড়িয়ে দিল। এখন লাপ্তির একটা তার পা থেকে একেবারে খুলে এসেছে। ঝাঁকিয়ে পা খালি করার পরেই তার মনে পড়ল অনেক আগেই তার পড়ে যাবার কথা। সে কথা জরিন তাকে ফিসফিস করে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে:

'পড়ে যা, পড়ে যা চের্নিয়াভিন!'

কুকুরদুটো পাগলের মতো ডেকে চলেছে। কিন্তু একটা কুকুরের বেলায় ব্যাপারটা খানিকটা অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। আন্তরিকভাবেই নিজের কর্তব্য সে করে চলেছে। ধরাশায়ী তৃতীয় পার্টিজানের চারপাশে লাফাচ্ছে, এমন কি থাবা দিয়ে তার লাপ্তি ধরেছে চেপে। কিন্তু কুকুর ডাকের মধ্যে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বাচ্চা ছেলের হাসি। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা স্পষ্টই কুকুরটা চেষ্টা করছে চাপতে। কিন্তু হাসির দমক ক্রমশ বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত হাসিরই হল জয়। হো হো করে উদ্দাম ফুর্তির হাসিতে ফেটে পড়ল কুকুরটা। বাস্তবিক মজাদার কিছু দেখলে সে রকম হাসি হাসতে পারে শুধু বাচ্চা ছেলেরাই। হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে কুকুরটা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কুকুরের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল না — দৌড়ল সে হামাগুড়ি দিয়ে।

আহত অবস্থায় পড়ে রইল ইগর, কী ঘটছে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। পাশ থেকে শুনতে পেল জোরাল হাসি, শুনতে পেল দর্শকদের হাসি। ভাবল তার খালি পা দেখে আর দেরী করে পড়েছে বলে সবাই হাসছে তাকে নিয়েই।

যবনিকা পড়লে লাফিয়ে উঠে ইগর দৌড়ে গেল উইঙের পিছনে। প্রথম গাছের কাছে সে ধাক্কা খেল ক্রাভা আর জাখারভের সঙ্গে। তাঁরা গম্ভীর হয়ে

কী যেন আলোচনা করছেন। ইগরের বুক ধক্ করে উঠল, পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে। হঠাৎ তার মনে হল দেরী না করে কলোনি থেকে পালানই উচিত। কিন্তু সেই মুহূর্তে তেড়ে এল ভিতিয়া তর্স্কি।

'এটা ওখানে ফেলে যাচ্ছিস যে?' লাপ্তির একটা তার হাতে দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'পরে নে!'

ইগরের মনে পড়ল তার ভূমিকা শেষ হতে এখনো অনেক দেরী। আরো তিনটে জটিল পার্টিজান জীবনের অংক বাকী আছে। হন্তদন্ত হয়ে সে গেল সাজ-ঘরে। দেখল সবাই সেখানে হেসে লুটোপুটি। ভানিয়া গালচেঙ্কো ভারি মনমরা হয়ে এক কোণে বসে। হয়ত সে কেঁদেওছে, কারণ তার গালে ভুষো নেবড়ে গেছে। তার পাশে বেঞ্চির উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে বেগুনক।

'বোঝ ভানিয়া, বুঝে দেখ!' বিরামহীন হাসির মধ্যে সে বলল, 'কুকুর হাসছে মানুষের গলায়। কী কুকুর রে বাবা!'

মালেঙ্কি তাঁর মেডেলগুলো খুলছিলেন। একমাত্র তিনিই ভানিয়াকে খানিক সান্ত্বনা দিলেন:

'কিচ্ছু ভাবিস না গালচেঙ্কো, মন খারাপ করার কিছু নেই। ভালো কুকুর হাসতে পারে বৈকি, তবে হয়ত ঠিক অত জোরে নয়।'

১২

রহস্যময় ঘটনা

সাজ-ঘরে জাখারভ আসায় বেগুনকের ফুর্তিতে বাধা পড়ল। ডিরেক্টর ভানিয়ার কাছে গিয়ে উষ্ণ নরম হাতে তার চিবুক তুলে ধরলেন।

'গালচেঙ্কো, কাঁদছিলে?'

বেগুনক বলল, 'আগে কিন্তু হাসছিল। ঐ জাতের কুকুর ও। প্রথমে হাসে তারপর কাঁদে।'

ভানিয়া দমে গেছে। অভিনয়ের জন্য তৈরী হবার সময় সে দারুণ খুসি আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। খুব ভালো করে শিখেছিল ঘেউ ঘেউ করতে — ভলোদিয়ার চেয়ে অনেক অনেক ভালো। এখন তার লজ্জা আর মোছবার নয়। এরপর নিজের দল আর কলোনির অন্য সবাইকার কাছে সে মুখ দেখাবে কী করে! সব দোষ ইগরের। ঝাঁকিয়ে সে লাপ্তি খুলে ফেলে পড়ে যেতে চায় না। তার জন্য ঠিক তখনি সাণ্ডো জরিন ইগরকে বকছিল:

'তোর হয়েছিল কী? গুলি করলাম, অথচ তুই দাঁড়িয়েই আছিস ভেড়ার মতো! চেঁচানি আর থামে না! মগজ খাটাতে হয় একটু!'

খুসি মনেই মালেৎস্কি ব্যাপারটা গ্রহণ করলেন।

বললেন, 'অত খুঁত ধরতে নেই সাশ্কো, মগজ খাটানো অত সোজা নয়।'

'কেন কঠিন?'

'কঠিন বৈকি। তোর কথাই ধর। বললি, "ভেড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছিস।" তার মানে কী ভেবেছিস, গুলি করলে ভেড়া পড়ে যাবে না? এটা তোর ভুল। আমরা মনে করি না ভেড়া সবচেয়ে একগুঁয়ে জন্তু। বোধ হয় গাধা বলতে চেয়েছিলি।'

মালেৎস্কির ভালোমানুষী নীল চোখ দেখে জারিন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

'বেশ, তাহলে গাধাই,' যন্ত্র-চালিতের মতো কথাগুলো সে বলল।

অমন সহজে জারিন ফাঁপরে পড়ায় সবাই হেসে উঠল। জারিনের কাঁধে হাত রেখে কিন্তু মালেৎস্কি সেই রকম ভালোমানুষী স্বরেই বললেন:

'কিন্তু গুলি খেলে গাধাও যে পড়ে যায় রে, বাপু!'

'আপনি একেবারে...' রেগে চেঁচিয়ে উঠল জারিন।

এইসব কথাবার্তা হাসি তামাসায় ভানিয়ার দুঃখটা কমত, কিন্তু জাখারভের সদয় ব্যবহারে আবার সেটা চাগিয়ে উঠল। আবার তার কালো হাতটা উঠল গালে।

'গালচেঙ্কো, আমার এটা ভালো লাগছে না,' কঠোর সুরে বললেন জাখারভ, 'কুকুরের কর্তব্য করার সময় হেসেছিলে বলে কেউ কিছু মনে করেনি। এমন অবস্থা হয় যখন কোনো কুকুরই নিজেকে সামলাতে পারে না, সবচেয়ে হিংস্র কুকুরও নয়। কিন্তু ছিঁচকাঁদুনির জন্যে তোমাকে দুটো শাস্তির কাজ দেব। ভলোদিয়া, এক্ষুণি মুখ হাত ধুয়ে এস! ভালো অভিনয় করেছ ভানিয়া! কুকুরের অভিনয় চমৎকার করেছ।'

শুধু কুকুরের সাজ নয় মানুষের সাজও খুলে ফেলে ছেলে দুজন ইজের পরেই পার্কের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল। ভানিয়ার মনে আর বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। বেগুনক ছুটছে তার পাশে পাশে। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে অন্ধকার পথ দেখতে দেখতে তড়বড় করে কথা বলে চলেছে:

'কিছু ভাবিস না রে। এই দ্যাখ না, গত বছর আমার এরোপ্লেনটা আমি মাড়িয়ে দিলাম! তিন সপ্তাহ ধরে বানিয়ে তোলার পর মাড়িয়ে দিলাম, জানিস

কী রকম যে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বালিশে মুখ গুঁজে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করতে শুরু করি। উনিও একেবারে ঘরে এসে হাজির। কী হল তোর? এ তো কিছুই না। কী তাঁর ধমকানি! কী ধমক! "তোমার মতো কলোনিবাসীর কিছু হবে না! কলোনিবাসী না হাতি, লবঙ্গলতিকা! দুটো শাস্তির কাজ পাবে!" উঁরি বাসরে, এমন রেগে বেরিয়ে গেলেন। তার ওপর সেদিন আবার কম্যান্ডারের পালা জিরিয়ানস্কির। বলে, "বারান্দা ধুয়ে পরিষ্কার কর।" ধুয়েই চলেছি কিন্তু জিরিয়ানস্কি এসে বলে, "একে ধোয়া বলে না। কেবল নোংরা করে বসেছিস। আবার গোড়া থেকে শুরু কর। এ রকম কাজ চলবে না।" তিন ঘণ্টা ধরে ধুতে হয়। এই হল ব্যাপার।'

'তারপর থেকে আর কাঁদিসনি? একবারও না?'

'মানে? শাস্তির পর?'

'হ্যাঁ?'

'কী যে বলিস! আবার কাঁদতে দেখলে তিনি তো ... তিনি একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠতেন, সাধারণ সভায় বিচার করাতেন। আর নাকে কাঁদা চাইলেও পারতাম না। চোখে আর জল নেই! গত বছর গ্রীষ্মকালে এক সকালে বিউগ্‌ল্ বাজাই ভোর চারটেয়, বুঝে দেখ একবার! সে কী হৈচৈ! কী ঘটে ভাবতেও পারবি না! সবুাইকে জাগিয়ে তুলি। মনিটরদের তো আরো সকালে। কী করে জানি না ঘড়ি দেখতে ভুল হয়ে যায়। সবাই উঠে ঘর পরিষ্কার করে। তারপর ডিউটির কম্যান্ডার তাকায় তার ঘড়ির দিকে... তখনো কিন্তু কাঁদিনি।'

বেগুনেক দাঁড়িয়ে পড়ল।

'দেখেছিস?'

বাঁ দিকে একটা আলো জ্বলে উঠল। স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা ইঁটের দেয়াল আর কয়েক জনের মুখ। তারপর নিভে আবার জ্বলে উঠল।

ফিসফিস করে বেগুনেক বলল, 'ওটা ভাঁড়ার।'

'তার মানে?' প্রশ্ন করল ভানিয়া।

'সেখানে কারখানার জিনিসপত্র রাখা হয়। চল দেখি।'

গুড়ি মেরে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে তারা ছুটল ভাঁড়ারের দিকে। পার্কের এখানটা পরিষ্কার করা হয়নি। অনেক ঝোপঝাড়। নরম তাজা ঘাসে ডুবে গেল তাদের পা। শেষ ঝোপের কাছে পেঁছে তারা থামল। ব্রুমের কারখানার উঠোনে একটি আলো ঝলকে উঠল। স্টেডিয়ামের ওপাশে ছায়ায়

রয়েছে ই'টের ভাঁড়ারে। আর একবার আলো জ্বলল। স্পষ্টই কেউ দেশলাই জ্বালছে।

'রিজিকভ!' ভয় পেয়ে ফিসফিস করে উঠল ভানিয়া।

'হ্যাঁ, রিজিকভই! কিন্তু অন্য ছেলেটা কে? দাঁড়া, দাঁড়া! ও রুস্লান! নিশ্চয়ই রুস্লান! ওরা তালা ভাঙার চেষ্টা করছে! শ - শ!'

রুস্লানের উত্তেজিত ফিসফিস তারা শুনতে পেল:

'আরে দূর, দেশলাই জ্বালিস না! দেখতে পাবে!'

'দেখবে আবার কে। সবাই থিয়েটারে,' উত্তরে রিজিকভের স্বর শোনা গেল।

তালা নিয়ে তারা ব্যস্ত। অস্পষ্ট একটা ধাতব শব্দ শোনা গেল।

'ওরা সব-খোল চাবি ব্যবহার করছে,' ফিসফিস করে বলল বেগুনক, 'মাইরি! মাইরি! জায়গাটা একেবারে ফাঁকা করে ওরা পালাবে।'

স্পষ্টই বোঝা গেল তালা খোলা খুব সহজ হচ্ছে না। রিজিকভ গালাগালি দিয়ে চারিদিকে তাকাল।

'চেঁচানো যাক,' ভানিয়ার একেবারে কানের কাছে মুখ এনে বেগুনক বলল।

'কী বলে চ্যাঁচাব?'

'বলি শোন, আমি চেঁচাব: ধর ধর রিজিকভকে! তারপর তুই ... না ... এক সঙ্গে চেঁচান যাক, কিন্তু হেঁড়ে গলায় ...'

'আর তারপর দৌড়ে পালাব।'

'আর তারপর ... এমনিতেই ওরা আমাদের ধরতে পারবে না।'

ব্যাপারটা কল্পনা করে ভানিয়ার এমন মজা লাগল যে ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে হাসে।

'শোন ভলোদিয়া, আমার একটা দারুণ বুদ্ধি মাথায় এসেছে। কী বলে চেঁচাব জানিস? কিন্তু খুব আস্তে, খুব আস্তে। বলব: রিজিকভ, মাঝখানে দাঁড়া!'

'বেশ, কিন্তু দুজনে একসঙ্গে।'

বেগুনক একটা আঙুল তুলল। তারপর তারা জলদ-গম্ভীর অভিনয়ের স্বরে বলে উঠল:

'রিজিকভ, মাঝখানে দাঁড়া!'

কথাগুলো আশ্চর্য স্পষ্টভাবে কারখানার সমস্ত উঠোনে ছড়িয়ে পড়ল,

পেঁছিল দেয়াল পর্যন্ত, তারপর চারিদিকে হল প্রতিধ্বনিত। স্পষ্টই বোঝা গেল ভাঁড়ারের কাছে ছেলে দুজন এমন কি বুঝতেই পারল না কোথা থেকে এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো এল, কারণ যে ঝোপের পিছনে ভলোদিয়া আর ভানিয়া দাঁড়িয়েছিল, রিজিকভ আর রুস্লান সোজা দৌড় দিল সে দিকেই। ভানিয়া আর ভলোদিয়া কোনো মতে শুধু একপাশে সরে যাবার সময় পেল।

'থাম!' চাপা ফিসফিসে গলায় রুস্লান বলল।

রিজিকভ থামল, তখনো তার হাতে একগোছা সব-খোল চাবি ঝনঝন করছে।

'কোন হারামজাদা চেঁচাল?' একই কাঁপা গলায় রুস্লান জিজ্ঞেস করল।

'চল, থিয়েটারে যাওয়া যাক। নইলে ধরা পড়ে যাব।'

'সব তোর ওই দেশলাইয়ের জন্যে। বলেছিলাম না...'

প্রধান বাড়ির দিকে তারা জোরে চলে গেল।

উত্তেজনায় বেগুনক লাফাতে লাগল:

'বেড়ে হয়েছে, চমৎকার!'

'জিরিয়ানস্কিকে বলতে হয়,' বলল ভানিয়া।

'দরকার নেই। বললে ও দারুণ সোরগোল তুলবে, সাধারণ সভা ডাকবে। আর বলবে এক্ষুণি ওদের লাথিয়ে তাড়াতে।'

'দিক না তাড়িয়ে, সেই ভালো!'

'তুই গাধা! তাড়িয়ে কি আর দেবে? তা দেবে না। বলবে: প্রমাণ কোথায়? আমরা তো বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তাছাড়া যতই করুক তাড়িয়ে দেবে না কখনো। বরং আয়, ওদের ওপর আমরা নজর রাখি। জমবে ভালো। আমাদের কথা ওরা জানে না, কিন্তু আমরা ওদের জানি।'

১৩

তোমার একটা চিঠি আছে

পরের দিন ইগর চের্নিয়াভিনের যখন ঘুম ভাঙল তখন তার মেজাজ খারাপ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল কলোনি থেকে তাকে পালাতেই হবে। কারণ তার মনে হল এ ব্যাপারে ঘরের মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়াতে

পারবে না। সেদিন সকালে ডিউটিতে ছিল ক্লাভা কাশিরিনা। তাকে পরিদর্শনের কাজে দেখেই ইগরের আবার মনে পড়ে গেল গত সন্ধের ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা। কিন্তু ঘরে এসে কুমারীসুলভ কঠোর সুন্দরভাবে সে যখন অভিবাদন জানাল, 'সুপ্রভাত কমরেড!' তখন তার স্বরে ফুর্তির ভাব। গন্তারের বুট ভালো করে পালিশ করা নয় বলে সে খুব বেশী বকাবকি করল না। তার বকুনি শুনে গন্তার বন্ধুর মতো লাজুক লাজুক হাসল। ফলে দলের সবাই উঠল হেসে। ইগরও। না হেসে থাকা কঠিন: ঝকঝকে মেঝের ওপর উজ্জ্বল রোদ পড়েছে, পরিদর্শন দলের পরনে প্যারেডের ইউনিফর্ম ঝকমক করছে, ব্যাণ্ডের কর্নেটের মতো ক্লাভার কণ্ঠস্বরটা রুপোলী। জীবনের প্রতি বিশ্বাস ইগরের ফিরে এল — ক্লাভা নিশ্চয়ই লাগাতে পারে না, নিশ্চয়ই বুঝেছে লোকে প্রেমে পড়তে পারে। প্রফুল্ল মনে সে গেল প্রাতরাশ খেতে। বহু কলোনিবাসী, এমন কি অন্য দলের ছেলেরাও, তাকে অভিবাদন জানাল আন্তরিকভাবে। তাদের মনে পড়ে গেল সেই তৃতীয় পার্টিজানের কথা, কিছুতেই যে মরতে চাইছিল না, মনে পড়ল ফুর্তিবাজ কুকুরটার কথা। টেবিলের সামনে বসে নেস্তেরেঙ্কো, মুখে সদয় ভাব, চাপা খুসিতে উপছে পড়ছে। সত্যি বলতে কি গত সন্ধের যে অভিনয় নিয়ে আজকে অত আলোচনা, তা অষ্টম দলের কাজ। তার মধ্যে ঐ দলের নবতম সদস্যও ছিল — ইগর চের্নিয়াভিন।

ভলোদিয়া বেগুনক চটপট টেবিলের কাছে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল।

'কমরেড চের্নিয়াভিন!' বলল সে।

'কী হল?' ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ইগর প্রশ্ন করল।

'তোমার একটা চিঠি আছে!'

বেগুনকের বেল্টের কাছে খসখস করছে একটা গুরুগম্ভীর দেখতে, পরিচ্ছন্ন, শাদা খাম।

'কোত্থেকে? আমারই তো?'

'ঠিকানাটা পড়ে দেখো, "কমরেড ইগর চের্নিয়াভিন"।'

'চিঠিটা এখানকারই, তাই না?'

'হ্যাঁ', মৃদু হেসে বেগুনক উত্তর দিল।

'কার কাছ থেকে?'

'সে কথাও সম্ভবত এতে লেখা আছে।'

'ব্যাপার কী?'

ইগর খামটা খ্‌্লল। তার টেবিলের আর আশেপাশের সবাইও উঠল কৌতূহলী হয়ে। বেগ্‌্নক এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু তার চোখ, গাল, ঠোঁট, এমন কি নগ্ন হাঁটুতেও হাসি ফুটে উঠেছে।

বড় শাদা কাগজে ইগর পড়ল এই সংক্ষিপ্ত লাইনগ্‌্লো:

'কমরেড চের্নিয়াভিন।

আজ সন্ধেয় "ঘ্‌্মন্তে যাবার" বিউগ্‌ল্‌ বাজার পর আমার কাছে এস। কিছ্‌্ কথা আছে।

আ. জাখারভ।'

ইগর চিঠিটা আবার পড়ল, তৃতীয় বার পড়ল। শেষটায় উঠল লাল হয়ে। তার ব্‌্ক হিম হয়ে গেল।

সাশ্কো জাস্নিন দাঁড়িয়ে উঠে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে ইগরের পিঠে হাত রেখে বলল:

'চের্নিয়াভিন, কপাল তোর মন্দ।'

ইগরের ব্‌্ক আরো হিম হয়ে গেল। চায়ের গেলাস না নামিয়েই চিঠির জন্য খালি হাতটা বাড়িয়ে দিল নেস্তেরেঙ্কো। চিঠিটা পড়ল সে।

বলল, 'তাই তো। জানিস কিসের জন্যে?'

বেগ্‌্নক হাসি থামাল:

'পরিষ্কার?'

'ভলোদকা, পালা বলছি!' কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে নেস্তেরেঙ্কো বলল।

'ঠিক আছে, কমরেড কম্যান্ডার, যাচ্ছি!'

কিন্তু যাবার সময় ইগর আর অষ্টম দলের সবাইকার দিকে বেগ্‌্নক একটা অর্থপ্‌্র্ণ ফাজিল দ্‌ৃষ্টি হেনে গেল।

'কিসের জন্যে জানিস না?' আবার প্রশ্ন করল নেস্তেরেঙ্কো।

ভয় পেয়ে গম্ভারের দিকে তাকিয়ে ধপ করে ইগর চেয়ারে বসে পড়ল।

'হয়ত... ইয়ে... সেই মেয়ের ব্যাপার নিয়ে...'

'মেয়ে? কী ব্যাপার শ্‌্নি!'

নীচু গলায়, যাতে অন্য টেবিলের ছেলেরা শ্‌্নতে না পায়, আমতা আমতা করে, একবার লাল একবার ফ্যাকাশে হয়ে গত সন্ধেয় পার্কের ঘটনার কথা ইগর বলল।

'এই ব্যাপার, আর কিছুই না', শেষ করল ইগর।

খানিক ভাবল নেস্তেরেঙ্কো। তারপর বলল:

'দারুণ কড়কানি খাবি। এ ধরনের ব্যাপারে আলেক্সেই ... আরে বাব্বা!'

ইগরের প্রথম কথা থেকে গন্তার তার দিকে তাকিয়ে ছিল চোখ কুঁচকে। চোখে তার ঘৃণা ফুটে উঠেছে। এখন সে আরো কাছে ঝুঁকে এল, যাতে অন্য টেবিলের ছেলেরা শুনতে না পায়। তারপর সোজাসুজি বলে দিল:

'তুই একটা ছুঁচো! ওই মেয়ের কড়ে আঙুলের যুগ্যিও নস। আলেক্সেই তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাই করবার কিছু নেই, নইলে বেশ দুয়েক ঘা কসিয়ে দিতাম ...'

নেস্তেরেঙ্কো আর জরিন কিছু বলল না। সম্ভবত গন্তারের সঙ্গে তারা একমত যে চের্নিয়াভিন ছুঁচো, তাকে ঘা কতক দেওয়াই উচিত।

নিজের প্লেটের উপর ঝুঁকে পড়ল ইগর।

'চুলোয় যান উনি! আমি কেটে পড়ছি।'

নেস্তেরেঙ্কো চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তিতভাবে রুটির গুঁড়ো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল:

'উঁহু, কেটে তুই পড়বি না। আলেক্সেই সেটা জানেন। পালাবার মতো ছেলে হলে আলেক্সেই চিঠি লিখতেন না, কম্যান্ডারকে দিয়ে ডেকে পাঠাতেন।'

'কে তোকে পালাতে দেবে?' একই রকম ঘৃণিত স্বরে বলল গন্তার, 'ভাবছিস দলের লোকরা পালাতে দেবে? ওসব ভুলে যা।'

প্রাতরাশের পর ইগর দুশ্চিন্তা নিয়ে পার্ক, উঠোন আর শেষ পর্যন্ত বারান্দায় ঘুরে বেড়াল। তার আশা ছিল জাখারভের সঙ্গে দেখা হবে, তাঁর সঙ্গে কথা বলবে। জাখারভ কিন্তু তাঁর আপিস থেকে বেরুলেন না। ক্রমাগত নানা লোক যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। প্রথমে রুম, তারপর খাজাঞ্চী, তারপর মালোঁস্ক, তারপর সহরের কিছু লোক, তারপর ক্লাভা। ইগরকে একেবারেই লক্ষ্য করল না ক্লাভা।

ফুল বাগানের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভানিয়া। পিছন থেকে দৌড়ে এসে বেগুনক তাকে দু হাতে জাপটে ধরল। খানিক তারা জটাপটি করল। তারপর বেগুনক ফিসফিস করে বলল:

'কী হয়েছে জানিস? চের্নিয়াভিনের ডাক পড়েছে আপিসে... আলেক্সেই-এর কাছে... আজ রাতে, আপিসে। খুব একচোট হবে ওর ওপর!

জানিস ও কী করেছে? ও চুমো খেয়েছিল, কাকে জানিস, ওই... অজানা মেয়েটাকে!'

'তাকে চুমো খেয়েছিল?'

'হ্যাঁ, পার্কে তিন তিনবার!'

'সোজাসুজি একেবারে চুমো খেল, বাস? আর কিছু না?'

'কম হল সেটা? জানিস, এটা একেবারে বারণ? একবার চুমো খেলেই হয়েছে! এ আবার তিন তিন বার!'

'ওর কী হবে?'

'কপাল খারাপ ওর!'

প্রধান বাড়ির বারান্দায় জাখারভের দেখা পেল ইগর। ডিরেক্টর ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন, স্পষ্টই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ইগরের স্যালুটের উত্তর দিলেন তিনি ভদ্রভাবে:

'ভালো তো, চের্নিয়াভিন।'

কিন্তু তিনি থামলেন না। এমন ভাব দেখালেন না যাতে মনে হয় ইগরকে আদৌ তিনি কোনো চিঠি লিখেছেন।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আপনার চিঠি পেয়েছি। এখন আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন কি?'

'এখন কেন?... তোমায় বলেছিলাম আজ সন্ধেয় আসতে...'

'এখন হলেই সুবিধে।'

'আমার পক্ষে আজ সন্ধেতেই সুবিধে।'

তাই ইগর আবার ঘুরতে লাগল পার্কে, উঠোনে, 'শান্ত' ক্লাবে। পালাতে চাইল না সে। পালান অপমানকর: ও রকম ভদ্র চিঠি পাবার পর কেউ পালায় নাকি? নানা ভালো ভালো কথা তার মনে হল। জাখারভ তার কী করতে পারেন? তিনি তাকে আটক করতে পারেন না। কারণ পুরোপুরি যারা কলোনিবাসী শুধু তাদেরই আটক করা যায়। শাস্তির কাজ? সানন্দে সে রকম কাজ দশটা সে নেবে। ও তো নেহাৎই বাজে। সান্ত্বনার প্রচুর কথা তার মনে পড়ল, কিন্তু কোনো সান্ত্বনাই পেল না। ঘুমোবার বিউগ্‌ল্ ডাকের অনেক দেরী — প্রথমে দুপুরের খাওয়া, তারপর সংযোজন কারখানায় খানিক কাজ, তারপর রাতের খাওয়া, তারপর দু ঘণ্টা ছুটি, তারপর কম্যান্ডারদের রিপোর্ট, আর তারপর ঘুমোবার বিউগ্‌ল্ ডাক। ভারি সুন্দর

ও শান্ত এই বিউগ্‌ল্‌ ডাকের কথা মনে হলে এখন ভয় হয়। বিউগ্‌লের সেই ডাক শুনলে কলোনিবাসীরা প্রায়ই গুনগুন করে:

কলোনিবাসী, কলোনিবাসী, শোবার পালা
সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল কাজের দিন...

কিন্তু ইগরের কপালে আজ যা আছে তার সঙ্গে এ কথাগুলো মোটেই খাপ খায় না।

দুপুরের খাবার সময় কলোনিবাসীরা ইগরকে ঘাঁটাল না। তার জন্য সে কৃতজ্ঞ বোধ করল। অবস্থাটা সহজ হয়ে উঠেছে। নিজের পক্ষ অবলম্বন করতে বা কোনো অজুহাত দেখাতে তার আর ইচ্ছে হল না। শুধু চাইল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবকিছু যেন চুকে যায়।

কিন্তু কাজের পর দলের সবাই ঘটনাটা নিয়ে আলোচনায় বসল। রগভই বলল সবচেয়ে বেশী। খুবই ভারিক্কি শোনাল তার কথা, কারণ কথা বলার সময় সে কোনো অঙ্গভঙ্গী যোগ করল না। রেগেও ওঠেনি বা ঘৃণার ভাবও দেখায়নি।

'এর জন্যে দারুণ বকুনি খাবি। সেটা তোর প্রাপ্যও। তোর বোঝা উচিত অক্সানা ক্ষেত-মজুরাণী। আর তুই এখানে পায়ের ওপর পা তুলে দিব্যি দিন কাটাচ্ছিস — তার ওপর যাস চুমো খেতে... একেবারেই শুয়োর!'

বহুক্ষণ রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে। নেস্তেরেঙ্কো ফিরে এসেছে রিপোর্ট দিয়ে। বিউগ্‌ল্‌ বাগিয়ে বেগুনেক উঠোনে ঘুরঘুর করছে। এই সময়টা কিন্তু ইগরের উপর সবাইকার মনোভাব বেশী সহৃদয় ও সহজ হয়ে উঠল। অবশেষে বাজল বিউগ্‌ল্‌।

জরিন ইগরের কাছে গেল:

'চোর্নিয়াভিন, তৈরী হয়ে নে।'

'আশা করি সবকিছু ভালো করে ভেবে দেখেছিস', তালু দিয়ে টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে নেস্তেরেঙ্কো বলল।

বিষণ্ন মুখে চুপচাপ রইল ইগর। জরিন তার বেল্ট ধরে বলল:

'মন খারাপ করিস না দোস্ত। আলেক্সেই চমৎকার লোক। তাঁর কাছ থেকে ফেরার পর মনে হয় যেন স্নান সেরে ফিরলাম।'

'সাশ্চো, ওকে আমরা পৌঁছে দিয়ে আসি, কী বলিস?' নেস্তেরেঙ্কো প্রশ্ন করল।

তিনজন তারা নিচে গেল। বারান্দায় তারা দেখল ভানিয়া গালচেঙ্কো বসে আছে। সে হাসল। বারান্দা দিয়ে তাদের আপিসে যেতে দেখে সেও ছুটল তাদের পিছন পিছন। কম্যান্ডার পরিষদ ঘরে কেউ নেই। আপিসের দরজা খুলল। বেরিয়ে এল ব্রুম আর বেগুনক।

'ভেতরে যা চের্নিয়াভিন,' বেগুনক বলল।

ইগর গেল দরজার দিকে।

'উনি চটে আছেন?'

'ভীষণ! মাইরি বলছি নাক দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, কান দিয়ে ধোঁয়া!'

বেগুনক মুখের ভাব ভয়ঙ্কর করে মাটিতে পা ঠুকল। ব্রুম আর জরিন দুজনেই উঠল হো হো করে হেসে। কিন্তু কথাটা বাস্তবিকই বিশ্বাস করে বসল ভানিয়া। নেস্তেরেঙ্কো হাত তুলে বলল:

'যা বাছা, আশীর্বাদ করছি।'

ইগর দরজা খুলল।

জাখারভ তাঁর ডেস্কের সামনে বসে। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে ইগরকে একটা চেয়ার তিনি দেখিয়ে দিলেন:

'বোস।'

দম বন্ধ করে বসল ইগর। জাখারভ কাগজপত্র রেখে হাত দিয়ে কপাল ঘষলেন:

'আমাকে কিছু বলতে হবে নাকি নিজেই সবকিছু বুঝেছ?'

ইগর লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বুকে হাত রাখল। তারপর নিজেই এই ভঙ্গীর দরুন লজ্জা পেয়ে হাত নামাল।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, সব বুঝেছি... ক্ষমা করুন!'

শান্ত ও একাগ্র দৃষ্টিতে জাখারভ তাকালেন ইগরের চোখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে খানিক কড়া সুরে বললেন:

'তাহলে সবকিছু বুঝেছ? ভালো। জানতাম তোমার সম্মানবোধ আছে। কাল তাহলে যা যা করা দরকার করবে?'

'নিশ্চয়ই,' নীচু গলায় উত্তর দিল ইগর।

'কী ভাবে করবে?'

'আমি... ইয়ে... ঠিক জানি না। অক্সানাকে বলব... ইয়ে ... ক্ষমা করতে।'

'বেশ ... তাহলে ঠিক আছে। শুভরাত্রি। যেতে পার।'

ইগরের মনে হল যেন একটা ভারি বোঝা নেমে গেছে। স্যালুট করে সে চটপট গেল দরজার কাছে। তারপর থেমে প্রশ্ন করল:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, তারপর আপনার কাছে কি রিপোর্ট করব?'

'না, রিপোর্ট করার কোনো দরকার দেখছি না ... জানি যা বলেছ করবে। রিপোর্ট করার দরকার নেই।'

ইগর হাত তুলল কপালে। কম্যান্ডার পরিষদ ঘরে এসে হাত নামাল। সবাই সাগ্রহে তাকাল তার দিকে। কিন্তু এ সবকিছুই যেন তার চোখে পড়ছিল না।

'কী হল? এ্যা, কী হল?' ভানিয়া চীৎকার করে উঠল।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নেস্তেরেঙ্কো তাকাল ইগরের দিকে।

'তুলো ধোনা করেছেন তো?' প্রশ্ন করল সে।

ইগর মাথা ঝাঁকাল:

'মানুষ বটে! শালার মাথামুণ্ডু বোঝা দায়।'

অবাক হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল সে।

'জানিস, আমাকে একটি কথাও তিনি বললেন না!'

'তুই নিজেই সব বললি?'

'নিজেই বললাম।'

'বুদ্ধিমানের মতো বললেই ভালো।'

'বুদ্ধিমানের মতোই বলেছি মনে হচ্ছে।'

জরিনের চোখ চকচক করে উঠল:

'যা বলেছিস! কিন্তু কেন এমন হয় বল তো রে? আমি নিজেও দেখেছি, এমনি সাদামাটা মামুলী লোক। কিন্তু আপিসে গেলেই হঠাৎ যেন বুদ্ধি খুলে যায়। ওখানকার দেয়ালগুলোই অমনি, না কী কে জানে?'

'হ্যাঁ, মনে হয় দেয়ালের জন্যেই,' ভালোমানুষী বাঁকা হাসি হেসে একমত হল নেস্তেরেঙ্কো।

১৪

ফিল্কা

আগস্ট এল। সন্ধেগুলো প্রশান্ত। ছুটির দিনে মিষ্টির ডিশ এখন আপেল। নতুন ঘরে উঠে গেল কলোনিবাসীরা। পুরনোর চেয়ে সেগুলো বড়। এখন ভানিয়ার খাট পড়েছে তার নতুন বন্ধু ফিল্কা শারির পাশে।

ঢালাই কারখানায় কাজ করার সময় তাদের বন্ধুত্ব হয়, যদিও তাদের চরিত্রের মধ্যে মিল যৎসামান্যই।

শারি খুব উদ্যোগী লোক। নিজের দাম জানে। তার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন ফিল্ম অভিনেতা হবে। তবে আসলে ভারি দামাল সে। তার কোনো সন্দেহ নেই জীবনে জটিল জটিল দুঃসাহসী এ্যাডভেঞ্চারই হল প্রধান কথা। কিন্তু আট বছর বয়স থেকে পুরো পাঁচ বছর সে কলোনিতে কাটিয়েছে। সেখানকার সবচেয়ে পুরনো ছেলেদের মধ্যে সে একজন, তালিকায় একাদশ। এটা নিয়ে তার সব সময়েই খুব গর্ব। কিন্তু সেই সঙ্গে তার প্রকৃতিগত দুষ্টুমি প্রবৃত্তিটাও বাধা পায় এতে। সে ভাবতে পারে না নিজের কাজের জবাবদিহি করছে এমন এক দল নতুন ছেলের 'মাঝখানে দাঁড়িয়ে' যারা জীবনে সত্যিই কিছু দেখেনি। সেই ফাঁকা মাঠটা তারা দেখেনি এখন যেখানে কলোনি উঠেছে, কাঠের ব্যারাকে থাকেনি, আলু ক্ষেতে কাজ করেনি, ব্যান্ড দল তৈরী হতে দেখেনি, শারি যেখানে প্রথম কর্নেট বাজিয়েছে।

এই সব কারণে ফিল্‌কা যদিও দুষ্টুমি করে তবু একেবারেই সীমা ছাড়িয়ে যায় না, যেটা পেরুলে 'মাঝখানে' দাঁড়াতে হয়। একমাত্র এই 'মাঝখানটাকেই' সে সবচেয়ে ভয় পায়। জাখারভকে সে খুব একটা ভয় করে না। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে ভালোবাসে, সব সময়েই তর্ক করে, শেষ পর্যন্ত নিজের গোঁ ধরে থাকে। একমাত্র হার মানে তখনি, যখন জাখারভ বলেন:

'তুমি তাহলে আমার সঙ্গে একমত নও! সাধারণ সভায় তাহলে কথাটা পাড়া যাক।'

জাখারভ ফিল্‌কাকে ভালো করে চেনেন, শারিও কিন্তু জাখারভকে চেনে ভালো করে। তার দৃঢ় ধারণা তার কথাই ঠিক, কিন্তু ডিরেক্টর বলে জাখারভ প্রশ্নটা সাধারণ সভায় তুলতে পারেন। তাই ঘাড় গোঁজ করে ফিল্‌কা তাকায় জাখারভের দিকে। তাঁর হাসির উত্তর একেবারেই দেয় না। তারপর ছেলেমানুষী গম্ভীর গলায় বলে:

'আপনার কেবল এক কথা! সব সময়েই চান সাধারণ সভা স্থির করুক। আমাকে সাজা দেবার অধিকার তো সোজা আপনার হাতে — ব্যাস।'

জাখারভ অবশ্য একটা ভান করেন:

'কিন্তু তুমি যে কলোনির পুরনো সভ্য। তুমি যদি মনে কর তোমার কথা ঠিক আমি তাহলে কী করে তোমায় সাজা দিতে পারি? সাধারণ সভায় কথাটা তোলা যাক।'

শারি তখন মুখ ঘুরিয়ে ভাবতে থাকে। কিন্তু ভেবে আর লাভ কী! সাধারণ সভা তো জাখারভের পক্ষ নেবেই। তাই শেষটায় ফিল্‌কা আত্মসমর্পণ করে।

'আমি কি বলেছি আমার কথাটাই ঠিক?' সে বলে।

'আমার তো তাই মনে হয়েছিল।'

'মোটেই বলিনি আমি ঠিক। আমার দোষ সে তো বটেই।'

'তা সত্ত্বেও আধ ঘণ্টা ধরে তর্ক করছিলে।'

'আধ ঘণ্টা মানে? বড় জোর পাঁচ মিনিট।'

'বেশ। বারান্দায় জল ফেলার জন্যে একঘণ্টা, আর দোষ করেছ জেনেও তর্ক করছিলে বলে আরো এক ঘণ্টার জন্যে তোমায় আটক থাকতে হবে।'

ফিল্‌কা ভুরু কোঁচকায়, কিন্তু জোয়ারের উল্টো দিকে তো আর সাঁতার কাটা যায় না। ভুরু কুঁচকে থাকা সত্ত্বেও স্যালুটের ভঙ্গিতে তার হাত ওঠে:

'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর। এক ঘণ্টার আটক, তারপর আর এক ঘণ্টার আটক।'

কথা বলার এই ধরন দেখে জাখারভ অভিযোগ টের পান। তা সত্ত্বেও কিন্তু মৃদু হাসতে হাসতে বলেন:

'যেতে পারো।'

হতাশ ভঙ্গিতে ফিল্‌কা ধীরেসুস্থে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর খুব আস্তে আস্তে এগোয় দরজার দিকে। জাখারভকে আর একবার বোঝবার সুযোগ দেওয়া হয় যে তাঁর ব্যবহারটা মোটেই ন্যায্য হল না।

ছুটির দিনে রা যে সন্ধেয় কাজ থাকে না, শারি তার সরু কালো বেল্টটা ডিউটির কম্যান্ডারের হাতে দিয়ে দাঁড়ায় জাখারভের ডেস্কের সামনে:

'আটকের জন্যে এসেছি।'

ফিল্‌কার ভুরু কোঁচকানো, ঠোঁট সামান্য কাঁপছে, কিন্তু চোখে হাসি।

'বেশ,' জাখারভ বলেন।

ফিল্‌কা ডিভানে বসে 'ওগনিয়ক' পত্রিকার শেষ সংখ্যা তুলে নেয়। 'বন্দী ফিল্‌কার' চমৎকার ছবি তোলার জন্যে কোনো অপ্যারেটার উপস্থিত নেই বলে তার দুঃখ হয়। কিন্তু এই দুঃখটা সম্পূর্ণ শিল্পগত কারণে, কেননা কলোনির বহুকালের এই ঐতিহ্যটা ফিল্‌কার খুব ভালো লাগে। এই ঐতিহ্য অনুসারে শাস্তি দেওয়া এবং সেই শাস্তি স্বীকার করে নেবার পর কোনো রকম তর্ক করা বা ক্ষমা চাওয়া অসঙ্গত। জাখারভও এই ঐতিহ্যকে

শ্রদ্ধা করেন। আটকের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত কখনোই ফিল্‌কাকে মুক্তি দেন না। চান না ফিল্‌কার কমরেডরা তাকে দোষ দেবে এই বলে যে, নাকে কেঁদে ছাড়া পেয়েছে।

শাস্তির সময়ের মধ্যে ফিল্‌কা আর ডিরেক্টরের মনোভাব একই রকম হয়ে ওঠে। পরস্পরের সঙ্গে তারা সেই দু ঘণ্টা একেবারে মিলেমিশে কাটায়। তাদের এই সদ্ভাব সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত — ডিরেক্টর ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে আটক লোকের কথা বলা বারণ। নানা বিষয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে — ঢালাই কারখানা, ব্রুম, নতুন বাড়ি, দল, এমন কি আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্বন্ধেও। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এই সব বিষয়ে ফিল্‌কা তার মতামত জানায়। নিজের সম্পর্কে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলে না সে, যদিও সেরকম প্রশ্ন আছে বৈকি। সে সম্বন্ধে জাখারভের সঙ্গে ফিল্‌কার দৃষ্টিভঙ্গী সব সময় মেলে না। যেমন ধরা যাক নাট্য চক্রের কথা। কেন যত সব চের্নিয়াভিন আর জরিনদের বাছা হয় পার্টিজান আর লেফটেন্যাণ্টের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য, এদিকে ফিল্‌কাকে কদাচিৎ দেওয়া হয় তরুণ পাইওনিয়ারের ভূমিকা? অধিকাংশ সময় তো তাকে কোনো ভূমিকাই দেওয়া হয় না। শুধু বলা হয় আরো একটু বড় হতে। ভাবো একবার, ফিল্‌কা শারিকে কিনা বলা হয় বড় হবার কথা, দু বছর আগেই যে ফিল্‌কা বিনা অনুমতিতে মস্কোয় গিয়েছিল একেবারে এক ফিল্ম-স্টুডিওর ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে! এ কথা অবশ্য সত্যি সেই ডিরেক্টরও তাকে বলেছিল 'বড় হও'। তদুপরি ফেরার পর ফিল্‌কাকে দাঁড় করান হয় 'মাঝখানে' আর তাকে কলোনিতে আবার নেবার ঘোরতর বিরোধিতা করে জিরিয়ানস্কি। কিন্তু যাই বল না কেন... যাই বল ফিল্‌কা সত্যিই পারে অভিনয় করতে, প্রম্পটারের কথা আউড়ে স্টেজে শুধু হেঁটে বেড়ায় না।

ভানিয়ার সঙ্গে শারি বন্ধুত্ব করে কারণ ভানিয়াকে সে শেখায় ঢালাই তৈরীর বিদ্যে। আরো একটা কারণ ভানিয়া নতুন ছেলে, অভিনেতা ও কলোনির সভ্য হিসেবে ফিল্‌কার প্রভুত্ব মেনে নেয়। তার কুকুরের ভূমিকায় অভিনয় করাটা ফিল্‌কা পিটচাপড়ানির ঢঙে মাপ করেছে। কী আর হয়েছে... নতুন ছেলের পক্ষে ভূমিকাটা ভালোই। কিন্তু ফিল্‌কাকে ও রকম একটা ভূমিকা দেবার চেষ্টা করে ওরা দেখুক না।

ঢালাই কারখানায় ধোঁয়া নিয়ে লড়াই চলেইছে। ব্রুম প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন ব্যাপারটা থেকে পার পেয়ে যেতে। কিন্তু তার পরিণতি ঘটে ঝগড়ায়। দুপুরের খাবারের বিরতির সময় কম্যাণ্ডার পরিষদের এক জরুরী সভায় জিরিয়ানস্কি প্রস্তাব করে:

'সিদ্ধান্ত: যত দিন না হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তত দিন যে সব ছোটো ছেলেরা ঢালাই কারখানায় কাজ করে তাদের সেখানে যেতে দেওয়া হবে না। বাস!'

'মানে? যেতে দেওয়া হবে না! যেতে দেওয়া হবে না! কী, বলছ কী? ঢালাই বানাবে কে?' চীৎকার করে উঠলেন ব্রুম।

'যাই বলুন না, ওদের যেতে দেওয়া হবে না। নেস্তেরেঙ্কো, সিনিৎসিন আর ক্রুকসভ কষ্ট করুক। কিন্তু ও কাজ থেকে বাচ্চাদের সরাতে হবেই।'

ব্রুমের যত যুক্তি, প্রতিশ্রুতি আর অভিমান সত্ত্বেও কম্যাণ্ডার পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল অবিলম্বে ঢালাই কারখানা থেকে বাচ্চা ছেলেদের সরাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রুম ছুটলেন জাখারভের আপিসে। যারা দেখা করতে এসেছিল তারা না যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন। জাখারভের কাছে তিনি ছাড়া যখন আর কেউ রইল না, তখন তিরস্কারের সুরে তাঁকে প্রশ্ন করলেন:

'এ রকম মুখ বুজে রয়েছেন কী করে? দেখুন, ওরা এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে। কী হবে এখন?'

'এখনও মুখ বুজেই থাকি সলোমন দাভিদভিচ।'

'মানে?'

'মানে কিচ্ছু না।'

'অবশ্য জানি কথা রুপোর মতো কিন্তু মৌন থাকা সোনা। কিন্তু সত্যিকারের বড় একটা কারবার কয়েকজন বাচ্চা যখন ধ্বংস করে দিচ্ছে তখন কি মুখ বুজে থাকা চলে?'

একটা কাগজ নিয়ে ভিতিয়া তর্স্কি এল।

'ঢালাই-বানিয়েদের সরিয়ে দেবার এটা অর্ডার।'

চুপচাপ জাখারভ সেটা সই করলেন। ব্রুমের দিকে চোখ মটকে ভিতিয়া বেরিয়ে গেল।

'আপনি সই করলেন?' চীৎকার করে উঠলেন ব্রুম।

'হ্যাঁ।'

'তার মানে ঢালাই-বানিয়েদের সরিয়ে দিতে হবে?'

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে তিনি দৌড়ে বেরুলেন। প্রহরীর পাশ দিয়ে, ফুলের কেয়ারির পথ ধরে তিনি ছুটলেন। পেরিয়ে গেলেন স্টেডিয়াম আর কামারশালা। যান্ত্রিক কারখানার লোহার দরজা সশব্দে বন্ধ করে হাঁপাতে হাঁপাতে হুড়মুড় করে ঢুকলেন ভলণ্ডুকের আপিসে, 'কমরেড ভলণ্ডুক, চিমনি কোথায়?'

'কোন চিমনি?'

'কোন চিমনি মানে? হতচ্ছাড়া হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থার জন্যে!'

'লোহা নেই!'

'লোহা নেই! লোহা বয়ে দিতে হবে আমায়?'

'নিজেই বয়ে আনব! কিন্তু লোহাই নেই!'

ভলণ্ডুকের সামনে ব্রুম তুড়িলাফ খেতে লাগলেন।

'লোহা নেই? নেই বলছেন?' গরগর করে উঠলেন তিনি। 'আসুন আপনাকে লোহা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

অবাক হয়ে নিষ্প্রভ চোখদুটো বড় বড় করল ভলণ্ডুক।

'আসুন!' চীৎকার করে উঠলেন ব্রুম।

উঠোনের মধ্যে দিয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো ছুটে চললেন তিনি। এক একবারে দু মিটার লম্বা লম্বা পা ফেলা সত্ত্বেও ভলণ্ডুক তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারল না। যান্ত্রিক কারখানার এক কোণে একটা জলের পাইপের তলার অংশটা গড়াচ্ছে। দৌড়তে দৌড়তে ব্রুম সেটা ভলণ্ডুককে দেখিয়ে দিলেন:

'এটা কি লোহা নয়?'

লোহার টুকরোটা ধীরেসুস্থে পরীক্ষা করে ভলণ্ডুক যখন ভাবল ব্রুমের দিকে তাকাবে ততক্ষণে তিনি অনেক দূরে চলে গেছেন। ভলণ্ডুক আবার লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটল।

পুরনো একটা চালার ছাতে কিছু কাল ধরে লোহার একটা পাত ঝড়ে পাকিয়ে গিয়েছিল। ব্রুম দেখালেন সেই পাতটা।

'লোহা নয়?' গর্জে উঠলেন ব্রুম।

আগের মতোই অলসভাবে ভলণ্ডুক তাকাল সেই লোহার দিকে। কোনো আপত্তি জানাল না, কারণ সত্যিই সেটা লোহা।

অবশেষে ব্রুম ছুটে গেলেন এক গাদা অকেজো লোহালক্কড়ের কাছে। উপরে রয়েছে মর্চে ধরা পোড়া পরিত্যক্ত একটা লোহার স্টোভ। আঙুল দিয়ে তার পাশে টোকা মেরে বিদ্রূপের সুরে ব্রুম প্রশ্ন করলেন:

'কী বলবেন, এটাও লোহা নয়?'

ভলণ্ডুক স্টোভটার দিকে তাকিয়ে যেন থমকে গেল। ক্রুদ্ধ ব্রুম বহুক্ষণ স্টেডিয়ামের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছেন, কিন্তু ভলণ্ডুক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়েই রইল। তারপর যে দিকে তার কর্তা ছুটে গেছেন সেদিকে তাকিয়ে রেগে থুথু ফেলে আবার তাকাল স্টোভটার দিকে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওই অবস্থায় তাকে দেখল ভিতিয়া তর্স্কি।

'কমরেড ভলণ্ডুক, এখানে কী করছেন?' সে প্রশ্ন করল।

মুখ না ফিরিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বিষণ্ণ হেসে ভলণ্ডুক বলল:

'বলছেন, এই নাও তোমার লোহা!'

হেসে তর্স্কি চলে গেল।

সংযোজন কারখানা, যান্ত্রিক কারখানা, সেলাই কারখানা এবং অন্যান্য কারখানার ভিতর দিয়ে ছুটে চললেন ব্রুম। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন, তর্ক করলেন, খেঁকিয়ে উঠলেন, প্রমাণ করলেন, কিন্তু সব সময় তিনি খুসি, রসিকতা করছেন, প্রাণরসে ভরা। একই রকম চাঙ্গা মেজাজে পরিদর্শনের কাজ সেরে হুড়মুড় করে তিনি ঢুকলেন কম্যান্ডার পরিষদের ঘরে। ঘামতে ঘামতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ধপ করে একটা ডিভানে বসে পেটের উপর হাত রেখে তর্স্কিকে বললেন:

'তোমার অর্ডারটা এবার বাতিল করে দিতে পার। উহ্, কী সব লোক! হঠাৎ বলে কিনা হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করার মতো লোহা নেই! দেখিয়ে দিলাম কত লোহা — ও রকম এক শ'টা বানানো যায়।'

তর্স্কি একটা ভুরু তুলল। কিন্তু ততক্ষণে ব্রুম ছুটে বেরিয়ে গেছেন।

সেই সন্ধেয় ব্রুমের মেজাজটা ভালো হয়ে উঠল। নিজের আপিসে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নানা অর্ডার আর নির্দেশ ওলটালেন, খানিক হিসেব নিকেশ করলেন। ঢালাই কারখানার ফোরম্যান বাঙ্কোভস্কি দরজায় এসে দাঁড়াল।

'আজ কতগুলো ঢালাই হয়েছে?' চাঙ্গা গলায় তাকে প্রশ্ন করলেন ব্রুম।

'চার শ' তেল-পাত্র।'

'অত কম কেন?'

'কাল একটাও পাবেন না।'

'তার মানে?'

'ঢালাই-বানিয়েরা আজ চলে গিয়েছে। অর্ডারের কথা কী যেন বলছিল। বলেছে কাল আসবে না।'

'জ্বালালে ওই ঢালাই-বানিয়েরা! যত রাজ্যের সব গালচেঙ্কো আর মালচেঙ্কো! ওরা তো নেহাৎ বাচ্চা। ওদের আপনি বুঝিয়ে বলতে পারেন না?'

'আপনি একবার নিজেই বুঝিয়ে বলে দেখুন না! কাল একটিও ঢালাই হবে না!'

'ওগুলো আপনি নিজে বানাতে পারেন না?'

'বলেছেন যা হোক! নিজে করুন! কত করব নিজে? আমি ফোরম্যান, কারখানার সর্দার, ঢালাই-মিস্ত্রি ... তার ওপর আপনি চান আমি ঢালাই-বানিয়েও হই। খুব বলেছেন। তার ওপর ড্রামটাও আমার।'

'ওই ড্রামটাকে আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন বিদায়!'

'তার মানে?'

'সোজা এই: কাল আপনার ড্রামটাকে লোহালক্কড় বলে ঘোষণা করে তার দামের শত করা পনের ভাগ আপনাকে দেব।'

'সলোমন দাভিদভিচ!'

'ঢালাই-কারখানা খুলুন। ঢালাই-বানিয়েরা এখন আসবে।'

কোথায় যাওয়া দরকার ব্রুম জানতেন। সোজা গেলেন চতুর্থ দলের কাছে। তাদের ঘরে তিনি ফিল্‌কার দেখা পেলেন। বললেন:

'তুই তো বুঝিস, এটা তোদের টাকা, তোদের কারখানা, আমার নয়। নাকি ভাবিস তোরা কোথাকার কোন হতভাগা ঢালাই-বানিয়ে? বাজে কথা। আজ তোরা কাজ বন্ধ করেছিস। ফলে কাল কোনো ঢালাইয়ের কাজ হবে না। ঢালাই-কারখানার শ্রমিকদের কাজও বন্ধ হয়ে যাবে; টার্নার, যারা নিকেল প্লেট করে তারা, যারা প্যাক করে তারাও সব দাঁড়িয়ে থাকবে। ফলে সহজেই হাজারটা করে তেল-পাত্র বেরবে না। তার মানে হাজারটা যন্ত্রে তেল-পাত্র থাকবে না। আমাদের সোজা পাঁচ শ' রুবল লোকসান। এ কথাটা কি আর বুঝছিস না?'

'বুঝি ঠিকই।'

'তবেই দ্যাখ, তুই ভালো ছেলে। পেৎকা, কিরিউশা, ভানিয়া, সেমিওন, আর জনকতককে জোগাড় করে ঢালাই-কারখানায় চলে আয়।'

'কিন্তু ... অর্ডারের কী হবে?'

'অর্ডার আবার কী?.. এখন তো আমরা ঢালাই করছি না। ধোঁয়া নেই। কেউই সেখানে কাজ করছে না। শুতে যাবার আগে তোরা হাজারটা ঢালাই বানাতে পারবি।'

'কিন্তু ... অর্ডারটা রয়েছে যে।'

'কী জ্বালা ...'

কিন্তু ফিল্‌কার মন ভেজাতে পারলেন ব্রুম। আধ ঘণ্টা পরে ঢালাই কারখানার দরজা খুলে গেল। ফাঁকা ঘরের ভিতরে এলেন ব্রুম আর ফিল্‌কা, ভানিয়া গালচেঙ্কো, পেৎকা ক্রাভ্‌চুক ও কিরিউশা নোভাক। অন্যদের দেখা ফিল্‌কা পায়নি।

তারা ভিতরে এলে ব্রুম চুপিচুপি প্রশ্ন করলেন, 'কেউ তোদের দেখেনি তো?'

'কেউ না,' ফিসফিস করে বলল ফিল্‌কা।

সঙ্গে সঙ্গে ঢালাই-বানিয়েরা কাজে লেগে গেল। বালির উপর কাঠের হাতুড়ির মৃদু ধুপ্‌ধুপ্‌ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না, কারণ কেউই কথা কইছে না। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে সজোরে দরজাটা খুলে গেল। দোরগোড়ায় দেখা দিল পা-খালি বেগুনেক।

'কমরেড! কলোনির ডিরেক্টরের অর্ডারে!'

ব্রুম মুখ বিকৃত করে বেগুনেকের উদ্দেশ্যে অঙ্গভঙ্গী করে বলতে লাগলেন:

'অর্ডার আবার কীসের? পরে বলিস, দেখছিস না লোকে কাজ করছে?'

বেগুনেক মাথা ঝাঁকাল:

'উঁহু! এটা গুরুতর ব্যাপার। কমরেড শারি, গালচেঙ্কো, ক্রাভ্‌চুক আর নোভাক — তোদের এক্ষুণি আটক হতে হবে!'

'কী ফ্যাসাদ!' চেঁচিয়ে উঠল ফিল্‌কা। তার বুক হিম হয়ে আসছে, 'কতক্ষণের জন্যে?'

'সাধারণ সভা না হওয়া পর্যন্ত!'

সবাই আতঙ্কে জমে গেল। একজনের হাত থেকে মুগুরটা পড়ে গেল। ফিল্‌কা বাঁকা চোখে চাইল ব্রুমের দিকে:

'আগেই বলেছিলাম!'

'চলে আয়।' তাদের জন্য পথ ছেড়ে গম্ভীর গলায় বলল বেগ্নক।

চারজন তারা সারবন্দী হয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে বেগ্নক একবার ব্লুমের দিকে চোখ মটকেই ছুটল ওদের সঙ্গে।

'কী সাঙ্ঘাতিক বাচ্চা!' বললেন ব্লুম।

১৫

মিনিটে ৪,০০০ পাক

ব্যাপারটা গুরুতর — বেল্ট খুলে চারজন অপরাধীকে আনা হল ঘরের মাঝখানে। তারা যে বন্দী, বেল্ট না থাকা তার চিহ্ন।

তার আগে জাখারভের আপিসে তারা যন্ত্রণাদায়ক দু-ঘণ্টা কাটিয়েছে। ডিউটির কম্যাণ্ডার নেস্তেরেঙ্কো বার কয়েক ঘরে এসে জাখারভকে নীচু গলায় কী যেন বলে। তারপর আটক ছেলেদের দিকে না তাকিয়েই চলে যায়।

সর্বদাই রাতের খাবার আর রিপোর্ট করার মাঝের সময়টা আপিসে আর কম্যাণ্ডার-পরিষদের ঘরে ব্যস্ততা সবচেয়ে বেড়ে ওঠে। কিন্তু এখন যেন আগে থাকতে ঠিক ছিল বলেই কেউই আপিসে এল না। যদিবা কেউ আসে, আসে একেবারে কড়াকড়ি কাজে। জাখারভও অস্বাভাবিক: ক্রমাগত তিনি কী সব লিখছেন, হিসেব করছেন, লোক এলে কদাচিৎ মাথা তুলছেন, চাপা গলায় বলছেন:

'বেশ!'

'বাস, আর কিছু না! যেতে পারো!'

সমস্ত সময়ের মধ্যে বন্দী ছেলেদের একটি কথাও তিনি বললেন না। বেগ্নককে বললেন:

'ব্লুমকে এক্ষুণি ডেকে আনো।'

বেগ্নকও কেমন একটা বিশেষ ঢঙে ফিসফিস করে জবাব দিলে:

'ঠিক আছে।'

ব্লুম পৌঁছলেন। একেবারে ভেঙে পড়েছেন। মুখ লাল। ছেলে চারটির দিকে তাকালেন না। বসেই সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে বার করলেন বড় একটা রুমাল। টপটপ করে তাঁর ঘাম ঝরছে।

'কমরেড ব্রুম, ঢালাই কারখানা আমি এক সপ্তাহের জন্যে বন্ধ করে দিচ্ছি,' জাখারভ তাঁকে বললেন নীরস গলায়, 'ইতিমধ্যেই দশ হাজার তেল-পাত্রের ফরমাশটা আমি হস্তশ্রমশিল্প সমবায়-সমিতিকে দিয়ে দিয়েছি। সেগুলো ঢালাই করা হবে আমাদের মালমশলা থেকে আমাদের ছক মতো।'

'বলেন কী! কী দরে?' ভাঙা গলায় ব্রুম প্রশ্ন করলেন।

'আমাদের পৌঁছে দেবার খরচ নিয়ে দু রুব্‌ল্‌ করে।'

'বলেন কী! বলেন কী!' উঠে জাখারভের ডেস্কের কাছে গেলেন ব্রুম। 'কী লোকসান! আমাদের পড়ে যাট কোপেক করে!'

'গুদামে নির্দেশ দিয়েছি এক্ষুণি ছাঁচ আর কাঁচা মাল সহরে পাঠাতে শুরু করুক।'

'কিন্তু হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আমরা তো দিন দুয়েকের মধ্যে করে ফেলতে পারব! আর আপনি কিনা কারখানাটা বন্ধ করে দিচ্ছেন এক সপ্তাহের জন্যে!'

'আমি এই ভাবে হিসেব করছি: প্রথম তিন দিনে আপনি হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করবেন। আমার কোনোই সন্দেহ নেই কাজটা খারাপ হবে, আমি অনুমোদন করব না। তার পরের চার দিনে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করবেন এক ইঞ্জিনিয়ার। সহর থেকে তাঁকে আনাব।'

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, তাহলে আমি চললাম।'

'কোথায়?'

'এখান থেকে একেবারেই চললাম।'

'কথাটা ভেবে সব সময় আমার ভয় হত, কিন্তু এখন আর ভয় নেই।'

ঘাম মোছা থামালেন ব্রুম। হাতের বড় রুমালটা টেকো চাঁদির উপর থেমে রইল। হঠাৎ চটে উঠে আপিসের মধ্যে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন:

'এই ব্যাপার তাহলে? তার মানে ব্রুম চুলোয় যাক, তাহলেই সবকিছু ভালো করে চলবে। আপনি ভাবেন ব্রুম আপনার এই হতচ্ছাড়া কারখানাটা আর চালাতে পারে না। ব্রুমের কারেণ্ট এ্যাকাউণ্টে যে রয়েছে ৩,০০,০০০ রুব্‌ল্‌, এর দাম আপনার কাছে কাণাকড়িও নয়। কোথাকার এক ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে পাঠাবেন আপনার ঐ হাওয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করে সবটা যাতে তিনি ওড়াতে পারেন। শুনুন, হাওয়া চলাচল ব্যবস্থার বিরোধী আমি নই, যদিও আপনার ঐ কলিয়ার মাথায় ঢালাই কারখানার জ্বরের কথা

ঢোকার আগে বহু লোকই ও ব্যবস্থা ছাড়াই কাজ করেছে। ওই ডাক্তারটি ছাড়া কলোনির এমন এক জনকেও দেখান দিকিনি যার জ্বর হয়েছে! হঠাৎ আপনাদের এখন হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে, অথচ বছর না পেরতেই তো আপনার ঢালাই কারখানাটাই ভেঙে ফেলতে হবে।'

অনর্গল তিনি বকে চললেন। কাগজপত্রের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে জাখারভ শুনে চললেন যতক্ষণ না ব্রুম ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

তারপর বললেন:

'সলোমন দাভিদভিচ, কলোনির স্বার্থের কথা আপনি খুব ভাবেন। জানি আপনি ভালো লোক। তাই বলি, দয়া করে আমার নির্দেশমতো কাজ করুন। বাস!'

তাঁর ছোটো ছোটো হাত নাড়িয়ে কড়া সুরে বললেন ব্রুম, 'বাস, ঠিকই, কিন্তু আমার বয়েসের লোকের পক্ষে কাজটা খুব সহজ হল, একথা বলা চলে না।'

'এটাই সোভিয়েত মান,' মাথা নেড়ে জাখারভ বললেন।

'চমৎকার মান!' অন্যান্য সাক্ষী না থাকায় ডিভানের দিকে তাকিয়ে ব্রুম বললেন।

সেখানে খাড়া হয়ে বসে আছে চারজন বন্দী। একমাত্র ফিল্‌কা একদৃষ্টে তাকাল জাখারভের দিকে। তার দৃষ্টিতে অননুমোদনের ভাব। অন্যরাও জাখারভের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, কিন্তু তার কারণ যা কিছু ঘটছে তাতে তারা আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। বিষণ্ণ মুখে বাধ্যের মতো অপেক্ষা করছিল আর কী ঘটে দেখার জন্য। কপালের উপর এখন খাড়া হয়ে উঠেছে পেৎকার কোঁকড়া চুলের গোছা। কিরিউশকা নোভাকের চোখ বড়ো বড়ো। তার ভিজে গোল মুখে গভীর দুঃখের ছাপ। দুর্ঘটনাটা ঘটার আগে যে কাজের পোষাক পরেছিল তাদের পরনে সেই কাজের পোষাক। বিষণ্ণ মুখে ব্রুম চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন:

'আশা করি আজ সন্ধেয়... ইয়ে... সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকার অনুমতি পাব।'

'বেশ, থাকবেন না।'

নেস্তেরেঙ্কো এল।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, রিপোর্টের ডাক দিতে বলব!'

'বলো!'

এক মুহূর্ত পরে জানালার বাইরে শোনা গেল বিউগ্‌লের তিন সুরের সংক্ষিপ্ত ডাক। এক মিনিটের মধ্যে জমায়েত হল এগার জন কম্যান্ডার আর 'স্বাস্থ্য কমিশন'। জাখারভের ডেস্কের সামনে তারা সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল। ভানিয়ার আস্তিনে টান দিল ফিল্‌কা। সঙ্গে সঙ্গে সব অপরাধীরাই উঠে দাঁড়াল। পালা করে কম্যান্ডাররা জাখারভের কাছে এসে রিপোর্ট দিল স্যালুট করতে করতে:

'প্রথম দলে সবকিছু ঠিক আছে!'

'দ্বিতীয় দলে সবকিছু ঠিক আছে!'

কিন্তু জিরিয়ানস্কি সে কথা বলতে পারল না। সারির মধ্যে গম্ভীর চিন্তিত মুখে সে দাঁড়িয়েছিল। সেই ভাবেই জাখারভের কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিল:

'চতুর্থ দলে গুরুতর ডিসিপ্লিন ভঙ্গ হয়েছে। কলোনির সভ্য শারি, ক্রাভ্‌চুক, নোভাক আর শিক্ষানবিস গালচেঙ্কো কলোনির এক অর্ডার অমান্য করে আজ সন্ধেয় ঢালাই কারখানায় কাজ করতে যায়। আপনার নির্দেশে তাদের এক সাধারণ সভার সামনে হাজির করতে হবে।'

অন্যদের রিপোর্ট শোনার মতোই শান্তভাবে জাখারভ এই রিপোর্টও শুনলেন। হাত তুলে স্যালুট করে শান্তভাবে উত্তরও দিলেন:

'ঠিক আছে।'

ডিউটির কম্যান্ডার নেস্তেরেঙ্কো জিরিয়ানস্কির রিপোর্টের প্রতিটি কথার পুনরাবৃত্তি করল।

'সভার কাজ শুরু করে দাও!' সমস্ত রিপোর্ট শোনার পর জাখারভ বললেন।

বিউগ্‌ল্ নিয়ে আপিস থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল বেগুনক। তার পিছন পিছন গেল সব কম্যান্ডার।

সাধারণ সভার সংকেত সর্বদাই তিন বার বাজানো হয়: প্রধান বাড়ি, কারখানার উঠোন আর পার্কে। তারপর বেগুনক প্রধান বাড়িতে ফিরে গোটা ডাকের শুধু শেষ সুরটা বাজায়। ততক্ষণে সাধারণত ভিক্তর তর্স্কি সভার কাজ শুরু করে দেয়। তাই কলোনির সভ্যরা ছুটে আসে সভায় যাতে দরজার বাইরের বারান্দায় না থাকতে হয়।

তাদের বেশীর ভাগই সংকেতের আগেই জমা হয়ে যায় 'শান্ত' ক্লাবে।

আপিসের ডিভানে বসে ভানিয়া গালচেঙ্কো আর তার কমরেডরা বিষণ্ণ

মুখে পরপর পরিচিত শব্দগুলো শুনে গেল। শুনল বারান্দায় পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি। জাখারভও যখন সভায় গেলেন, বিষণ্ণ ও বিনীত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তারা তাকিয়ে রইল।

'শান্ত' ক্লাবে তাদের প্রবেশ করার অনুমতি নেই। ডিউটির কম্যান্ডার সেখানে তাদের নিয়ে যাবে।

সব চুপচাপ হয়ে গেল। তর্স্কি নিশ্চয়ই সভার কাজ শুরু করছে।

পেৎকা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল:

'আমাদের হবে এক চোট!'

কেউ উত্তর দিল না। কিরিউশ্‌কা তাড়াতাড়ি একটা রুমাল বার করে নাক ঝেড়ে সিলিঙের দিকে তাকাল।

আরো পাঁচ মিনিট কাটল। 'শান্ত' ক্লাব থেকে শোনা গেল হাসির শব্দ। আড়চোখে ফিল্‌কা তাকাল সেদিকে, সেই হাসির মধ্যে সে টের পেল সামান্য আশার সুর। আরো দশ মিনিট তাদের অপেক্ষা করতে হল। তারপর ঘরের মধ্যে নেস্তেরেঙ্কো মাথা গলাল।

'এসো সবাই...' বলল সে।

নেস্তেরেঙ্কোর মুখ খুঁটিয়ে দেখল ফিল্‌কা। মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না — নির্বিকার পাথরের মতো।

সার বেঁধে তারা গেল 'শান্ত' ক্লাবে। নেস্তেরেঙ্কো সোজা তাদের নিয়ে গেল ঘরের মাঝখানে। স্তব্ধতার মধ্যে কে একজন বলে উঠল:

'মজুর বটে! একেবারে কাজের পোষাক পরেই!'

হালকা হাসি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। ধ্বনির চেয়ে তাতে শ্বাসই বেশি। তারপর আবার চুপচাপ হয়ে গেল। ফিল্‌কা বুঝল গতিক খারাপ।

এমন শান্ত সুরে তর্স্কি শুরু করল যা শুনলে বুক টনটন করে:

'কলোনির সভ্য শারি, ক্রোভ্‌চুক আর নোভাক এবং শিক্ষানবিস গালচেঙ্কো কৈফিয়ৎ দাও কেন অর্ডার না মেনে কাজ করতে গিয়েছিলে। বলে লাভ নেই সলোমন দাভিদভিচ কী ভাবে তোমাদের ভজিয়েছিলেন আর কী ভাবে তোমরা তাঁর কথা কান পেতে শুনেছিলে। সে সব কথা আমরা জানি। প্রধান প্রশ্নের উত্তর দাও: কলোনির অর্ডার না মানার সাহস তোমাদের কী করে হল? বরাবরের মতো এ্যাটেনশান হয়েই তোমরা অর্ডারটা শুনেছিলে। ফিল্‌কা, তুমি কলোনির পুরনো সভ্য, তালিকায় এগার নম্বর। তুমিই প্রথম বল।'

কিন্তু ফিল্‌কা মুখ খোলার আগে ভ্ল্যাদিমির কলোস বক্তৃতা দেবার অনুমতি চাইল।

'কমরেড, আমার মনে হয় একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। জারি করার এক ঘণ্টার মধ্যে কোনো অর্ডার না মানা — একজন নয়, একেবারে দলকে দল — সত্যিসত্যি এ একটা গুরুতর ব্যাপার। সবাই আমরা সে কথা জানি। ওদের সবচেয়ে কম শাস্তি হবে কলোনিবাসী খেতাব কেড়ে নিয়ে আবার শিক্ষানবিস করে দেওয়া। এ ধরনের কাজের জন্যে আগে আমরা লোকদের তাড়িয়েছি, তাই না?'

সভার প্রায় সবাই বলে উঠল:

'বটেই তো...'

'তা নয়ত কী!'

কলোস বলে চলল:

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কে দায়ী? এখানে ভানিয়া গালচেঙ্কো রয়েছে। কলোনিতে সে এসেছে মাত্র দু মাস। সে দায়ী নয়। ওকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেওয়া উচিত। একেবারেই দোষী মনে করা উচিত নয়। ওর সঙ্গে ছিল কলোনির তিনজন সভ্য। তাদের মধ্যে ফিল্‌কা সবচেয়ে পুরনো। কিন্তু চতুর্থ দলের কম্যান্ডার আমার বন্ধু আলেক্সেই জিরিয়ানস্কিকেও ঘরের মাঝখানে আমাদের দাঁড় করানো উচিত।'

কলোস বসল। তার বক্তৃতায় দারুণ উত্তেজনা পড়ে গেল। ঘরটা এমন চুপচাপ হয়ে গেল যে মাঝখানে যে ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল তাদের নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল। মঞ্চের কাছের সিঁড়ির ধাপে মাথা নীচু করে জিরিয়ানস্কি বসে।

কলোসের প্রস্তাব নিয়ে কী করবে সভাপতি ঠিক করে উঠতে পারল না। ঘরের চারদিকে তাকাল সে। জাখারভের দিকে চাইল সশঙ্ক দৃষ্টিতে। তারপর স্পষ্টই কিছু সময় নেবার জন্য বলল:

'ভানিয়া গালচেঙ্কোর কথা ঠিকই বলা হয়েছে। এক্ষুণি ওকে মুক্তি দেওয়া উচিত। কোনো আপত্তি আছে?'

কেউ কথা কইল না। ভানিয়া গালচেঙ্কোকে নিয়ে তখন কারুরই মাথাব্যথা নয়। সে তো নবাগত বাচ্চা।

'কমরেড নেস্তেরেঙ্কো, ভানিয়া গালচেঙ্কো যেতে পারে। যাও ভানিয়া!'

ভানিয়া বুঝল সে দোষমুক্ত হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য, এতে খুসি হল না।

যাবার সময় ফিরে তাকাল ঘরের মাঝখানে যেখানে তিনজন কমরেডকে সে ফেলে যাচ্ছে। তার মনে পড়ল কলোনিবাসীর খেতাব পাবার জন্য তাকে আরো দু মাস অপেক্ষা করতে হবে। লিদা তালিকভা তার হাত ধরে টানল:

'ভানিয়া, ভালোয় ভালোয় চলে আয় আগে!'

লিদা তাকে বসাল পাশে। প্রথম যেদিন কলোনিতে আসে সেই আশ্চর্য দিন থেকে লিদাকে তার মনে আছে। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল ভানিয়া। তারপর আবার তাকাল মাঝখানে। ফিল্‌কা জোরে জোরে বক্তৃতা দিচ্ছে। তার স্বরে আহত অভিমানের সুর:

'কলোসের প্রস্তাব একেবারে ভুল। আমি বলছি ভুল! আলিওশাকে মাঝখানে দাঁড় করানো উচিত নয়। কম্যান্ডার পরিষদে ও জবাবদিহি করুক বা যেখানে বসে আছে সেখান থেকেই কথা বলুক। কিন্তু ওকে তোমরা মাঝখানে আনতে পার না। নিজের হয়ে আমি জবাবদিহি করব। নোভাক আর ক্রাভ্‌চুকও করবে। আমরা দোষী ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কতটা দোষ। নিজেদের স্বার্থে সেখানে গেলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু আমরা গিয়েছিলাম কলোনির স্বার্থে। জানো কেন? কালকের জন্যে একটা ঢালাইও তৈরী ছিল না! অর্ডার আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম শুধু ধোঁয়া থাকলেই সেটা প্রযোজ্য। সন্ধেয় ধোঁয়া ছিল না। ভাবলাম, গেলে দোষ নেই...'

ফিল্‌কার কথা সবাই মন দিয়ে শুনল। কিন্তু অনুমোদনের কোনো সাড়াই জাগল না।

বক্তৃতা শেষ করে ভুরু কুঁচকে চারদিকে তাকিয়ে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

অচিরেই ফিল্‌কা টের পেল, চতুর কথায় কলোনিবাসীদের সহজে ভোলানো যায় না। বক্তৃতা দিল সিনিয়র আর জুনিয়ার সভ্য, কম্যান্ডার আর কলোনির সাধারণ সভ্যরা। হঠাৎ এমন বহু কথাই সে শুনতে পেল যা নিজেই সে মনে মনে ভাবছিল অতি গোপনে।

'এই সাধারণ সভায় ফিল্‌কার ব্যবহারটা জঘন্য। হ্যাঁ, আমি বলছি জঘন্য। অবাক ভাব দেখাবার দরকার নেই। প্রধান কথা ও মিথ্যে কথা বলছে, সাধারণ সভায় মিথ্যে বলছে। কলোনিতে ও পাঁচ বছর কাটিয়েছে, আর বলছে কিনা অর্ডারটা ধরতে পারেনি। তাই যদি হয় তাহলে চুপিচুপি ওরা কাজে গিয়েছিল কেন? কেন সে সম্বন্ধে কোনো কথা ওরা ডিউটির

কম্যান্ডারকে বলেনি? কবে এখানে সন্ধেয় বাচ্চারা কাজে গেছে?’

‘ফিল্‌কা হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। সে কথা আমরা বহুকাল জানি। তবে ভারি চালাক, বোলচাল মেরে পার পেয়ে যায়। ওর ওপর আলেক্সেই স্তেপানভিচের দুর্বলতাও আছে: ওকে প্রায়ই উনি আটক রাখেন বটে, কিন্তু গত দু বছরের মধ্যে এই প্রথম ওকে সাধারণ সভার সামনে খাড়া করা হয়েছে।’

‘দেখো একবার ফিল্‌কাকে! ফিল্ম অভিনেতা, তাই না? কিন্তু কুকুরের ভূমিকা অভিনয় করার সময় — ছ্যাঃ, অমন বিখ্যাত অভিনেতা কখনো ও রকম ভূমিকা নেয়! ওর চাই প্রধান বলশেভিকের ভূমিকা। কিন্তু কী ধরনের বলশেভিক ও শুনি? বলছে অর্ডারটা বুঝতে পারেনি। জাঁ গ্রিফ বলুক ব্যান্ডদলে ও কেমন ব্যবহার করে। বল গ্রিফ।’

জাঁ গ্রিফ তাই বক্তৃতা দিল। সত্যিই তার চেহারা ফরাসীর মতো। কলোনির সবাই জানে আগে তার নাম ছিল ইভান গ্রিবভ। কিন্তু তার কোনো প্রমাণ তো নেই। তাই তার নাম জাঁ গ্রিফই থেকে গেছে। তার গায়ের রঙটা গাঢ়, চেহারা রোগা ও মার্জিত ধরনের। একদিন নিশ্চয় কন্ডাক্টার হবে।

‘ব্যান্ড দলে ফিল্‌কা আইন ভঙ্গ করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয়: প্রথম কর্নেট থেমে গেছে। কী ব্যাপার? না ফিল্‌কা চটে গেছে, ওকে সোলো বাজাতে না দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফমিনকে। যা বোঝবার বোঝো! সে ওদিকে তার কর্নেট ধরে বসে আছে, এমন কি মাঝে মাঝে গালও ফোলাচ্ছে, যেন সত্যিই বাজাচ্ছে। কিংবা ধরো এই রকম ব্যাপার। মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের এক কন্‌সার্টে আমরা বাজাতে গিয়েছিলাম। ফিল্‌কা বলে তার বুকে ব্যথা, বোঝো একবার — বুকে ভারি ব্যথা — তাই বাজাতে পারবে না! ওর জায়গা নেবার আর কেউ নেই। ওর একটা সুর বাজাবার কথা, সেই যে মনে আছে? লিসেঙ্কোর ‘মেফ্লাই’এর সেইটা। আর ওর তখন বুকে ব্যথা, একেবারে ডাক্তারই ডাকো। কপাল ভালো আমি আঁচ করতে পারি গন্ডগোলটা কোথায়। তাই ওর জায়গা বদল করে দিয়ে বলি, বাজাবি? ও বলে, বেশ, কোনো রকমে চালিয়ে নেব — এমন মুখভঙ্গীও করে যে সত্যিই মনে হয় যন্ত্রণা হচ্ছে। অথচ আসলে ওর বসার জায়গাটা পছন্দ হয়নি, কারণ সেখান থেকে নিজের সুন্দর চেহারাটা ঠিক দর্শকদের চোখে পড়ত না।’

ফিল্‌কা শারি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পার্কেট-করা মেঝের দিকে। আঙুল নাড়ায়, চোখ ট্যারা করে। আশা করেনি জাঁ গ্রিফ এ ধরনের কথা বলবে — দর্শকদের জন্য ওর তো ভারি মাথাব্যথা!

কম্‌সমলের সেক্রেটারী মার্ক গ্রিনগাউজ উঠল:

'আমার মনে হয় না জিরিয়ানস্কিকে মাঝখানে দাঁড় করানো উচিত। ও ভালো কম্যান্ডার আর চমৎকার কলোনিবাসী। এ রকম ক্ষেত্রে দলের হয়ে ওর জবাবদিহি করা উচিত কম্যান্ডার পরিষদে বা কম্‌সমলের কাছে। কিন্তু কিছুতেই প্রত্যেক ব্যাপারে কম্যান্ডারকে মাঝখানে দাঁড় করানো উচিত নয়। কলোস বাড়াবাড়ি করেছে। এ রকম ঘটনা কখনো এখানে ঘটেনি। কম্যান্ডারদের আমরা মাঝখানে দাঁড় করিয়েছি শুধু তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে।'

'জিরিয়ানস্কি সম্পর্কে আর কারুর কিছু বলার আছে?' তর্স্কি প্রশ্ন করল। 'যদি না থাকে তাহলে আমি ভোট নেব।'

জিরিয়ানস্কিকে মাঝখানে দাঁড় করাবার স্বপক্ষে মাত্র দুটি হাত উঠল। ফিল্‌কা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল — সবচেয়ে বড়ো ফাঁড়াটা কাটল।

তারপর জাখারভ বক্তৃতা দিলেন। যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকেই বক্তৃতা দিলেন দাঁড়িয়ে। তাঁর হাত বেগুনকের চেয়ারের পিঠে। কড়া কথা বলার সময়েও তাঁর গলার মধ্যে ছিল আন্তরিকতা। ফিল্‌কা জাখারভের দিকে মুখ ফেরাল, তাঁর বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে চোখ সরাল না। এখন জাখারভের সঙ্গে অনৈক্যের সময় নয়। সত্যিই বক্তৃতার কয়েকটা অংশ ফিল্‌কার একেবারে মনের মতো। যেমন:

'...প্রায় সাত বছর ধরে "পয়লা মে" কলোনি চলছে। তোমাদের মতো আমিও আমাদের কলোনি নিয়ে গর্ব বোধ করি। আমাদের যৌথ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শক্তি, বুদ্ধি অনেক। আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এখন কারেন্ট এ্যাকাউন্টে আমাদের ৩,০০,০০০ রুব্‌ল্‌ আছে। রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করবে, কারণ সাহায্য আমাদের প্রাপ্য: আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা ভালোবাসি, আমাদের দেশ যা চায় আন্তরিকভাবে তা আমরা করছি — আসল সোভিয়েত মানুষের মতো বাঁচতে শিখছি। অল্প দিনের মধ্যেই নতুন কারখানা বানাতে আমরা শুরু করব।

'...সব সময় আমি গর্ববোধ করি এই কথা ভেবে যে, সবাই মিলে সসম্মানে আমরা কঠিন সময় পেরিয়ে এসেছি। তখন যথেষ্ট রুটি ছিল না, প্রায়ই আমাদের পোষাক থেকে উকুন বাছতে হত, জানতাম না কী করে সত্যিকারের মতো বাঁচতে হয়। সগৌরবে সে সময় আমরা যে পেরিয়ে এসেছি তার কারণ পরস্পরকে আমরা বিশ্বাস করতাম, আমাদের মধ্যে ডিসিপ্লিন

ছিল... আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবে ডিসিপ্লিন সে তো খুব ভালো জিনিস, চমৎকার জিনিস। কিন্তু চমৎকার শুধু সেই পর্যন্ত যতক্ষণ সবকিছুই বেশ ভালো, প্রীতিকর। একেবারে বাজে কথা! সে ধরনের কোনো ডিসিপ্লিন নেই। যে কাজ ভালো লাগে তা করতে একটা গাধাও পারে। কিন্তু যে কাজে মজা নেই, যে কাজ দুর্বহ, কঠিন সেই কাজও করতে পারা চাই। তেমন সাচ্চা লোক আমাদের মধ্যে কয়জন?'

উত্তরের আশায় থামলেন জাখারভ। কে একজন আবেগভরে চেঁচিয়ে উঠল:

'সে রকম বহু লোক আছে, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

জাখারভ আর উত্তেজিত গম্ভীর ভাবটা বজায় রাখতে পারলেন না। বক্তার দিকে তাকিয়ে মুখে ফুটে উঠল তাঁর সেই বিশেষ ধরনের ছেলেমানুষী হাসি:

'ঠিকই বলেছ। আমাদের মধ্যে সে রকম বহু লোকই আছে। কিন্তু ও দিকে একবার তাকাও,' ঘরের মাঝখানে তিনি চাইলেন, 'ওই ছেলেরা কী রকম? ওদের আমরা কী রকম মনে করব? ওরা ভালো না খারাপ? ওরা তিনজন। নোভাক, ক্রাভচুক আর শারি। এখানে ওদের ওপর বড় বেশী দোষ চাপানো হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে ওরা ব্যক্তিস্ববাদী। ওটা উচিত হয়নি। ফিল্‌কা ব্যক্তিস্ববাদী নয়। সে সৎ, কঠিন পরিশ্রমী, কলোনিকে মনে প্রাণে ভালোবাসে। তাহলে ওর দোষ কী? মুশকিল হচ্ছে কলোনিবাসীরা ডিসিপ্লিন নিয়ে ঠাট্টা শুরু করেছে। ওরা ভাবে ডিসিপ্লিন একটা মজার খেলা। ইচ্ছে হল খেললাম, ইচ্ছে হল খেললাম না। অর্ডার শুনল, কিন্তু পরোয়া না করে চলে গেল কলঘরে। বল দেখি, টার্নিঙ লেদের সঙ্গে ইয়ার্কি করা যায়?'

'ওরে বাপরে!' কে একজন চেঁচিয়ে উঠল।

'না, কখনোই ওটার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে পারো না! কাটবার যন্ত্রের তলায় জিনিসের বদলে কেউ তার নাক বা হাত রাখতে পারে না। যন্ত্র কারখানার কেউ বলুক তো সে করাতের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে পারে! কিংবা ডাভটেলিঙ যন্ত্রের সঙ্গে যেটা নিয়ে রুস্‌লান গরোখভ কাজ করে! রুস্‌লান তুমি কী বল?'

রুস্‌লানের ব্রণময় মুখ লাল হয়ে উঠল। বিব্রত হয়ে পড়লেও প্রশ্নটা শুনে খুসি হল সে।

'ইয়ার্কির কথা নয়! স্পিন্ডল ঘুরছে মিনিটে ৪,০০০ বার।'

'শুনলে তো! কিন্তু ডিসিপ্লিনের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে পারো, তাই না? একেবারে ভুল ধারণা! আমাদের ডিসিপ্লিন হওয়া উচিত লোহার মতো কঠিন, সত্যিকারের ডিসিপ্লিন... আমার সঙ্গে তোমরা একমত?'

কলোনিবাসীরা হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠল। হাসি মুখে তারা তাকাল জাখারভের দিকে। চোখে তাদের উদ্দীপনা। তাদের ডিসিপ্লিন কী জাতের সে বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই।

'আমাদের দেশের দরকার ডিসিপ্লিন,' বলে চললেন জাখারভ। 'তার কারণ আমাদের সামনে রয়েছে একটা বীরোচিত কর্তব্য, আমাদের চারদিকে শত্রু। তাদের সঙ্গে একদিন না একদিন আমাদের লড়তে হবেই। কলোনি ছেড়ে তোমরা যখন যাবে তখন তোমাদের হওয়া উচিত ইস্পাতের মতো পোড় খাওয়া লোক, যারা জানে ডিসিপ্লিনের দাম কী... এখন ফিল্‌কার কথা ধরা যাক। ফিল্‌কাকে আমার খুব ভালো লাগে, যদিও আমার সঙ্গে সব সময় সে তর্ক করে। কিন্তু সে তো আমি, আমি তো আর মিনিটে ৪,০০০ পাক খাই না।'

ফের কে যেন চাপা গলায় বলে উঠল:

'আরে বাবা!'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। যারা মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারাও না হেসে পারল না। জাখারভ তাঁর পাঁশনে ঠিক করে নিলেন:

'সাধারণ সভা গুরুতর ব্যাপার। কমরেড শারি, কমরেড ক্রাভ্‌চুক, কমরেড নোভাক — এটা তোমাদের ভালো করে মনে রাখা দরকার।'

ভিক্তর তর্স্কি ভোটের কথা পাড়ল:

'একটিমাত্র প্রস্তাব উঠেছে — ওদের কলোনিবাসীর খেতাব কেড়ে নেওয়া। প্রশ্ন হচ্ছে কত দিনের জন্যে? আমার প্রস্তাব তিন মাস। কমরেড শারি, তোমার মত জানাতে পার।'

শারি বলল:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচের কথাটা ঠিকই। তিনি ঠিকই বলেছেন, ডিসিপ্লিন নিয়ে অমন হেলা ফেলা চলে না। ভবিষ্যতে এ রকম কখনো আর করব না, দেখে নিও। আমাকে শাস্তি দাও কি না দাও এ রকম কখনো আর হবে না। তবে আমার ধারণা, শাস্তি না দিয়েও তোমরা পার। আমি তো আর নতুন ছেলে নই। কয় মাসের জন্যে ব্যাজ কেড়ে নেওয়া হবে, সেটা

কোনো প্রশ্ন নয়। আমি তো পাঁচ বছর ধরে কলোনিবাসী। এই আমার কথা।'

'কমরেড নোভাক, তুমি কী বল?'

'আমারও ঐ কথা।'

সভায় সমস্তক্ষণ পেৎকা ক্রাভ্‌চুক কারুর দিকে না চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখের পাতা তার কাঁপছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সভাপতির দিকে মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার মুখে ফুটে উঠেছে একটা বিচক্ষণ দার্শনিক আত্মসমর্পণের ভাব। সভার সঙ্গে সে একমত। কিন্তু ঘটনা-চক্রে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে মাঝখানে। এই পরীক্ষা মুখ বুজে সহ্য করতে সে প্রস্তুত।

'তোমরা যা ঠিক করবে তাই আমি মেনে নেব,' ক্রাভ্‌চুক বলল।

'প্রস্তাব তাহলে একটাই,' বলল তর্স্কি।

'আমার আর একটি প্রস্তাব আছে,' কে একজন বলল।

'বল।'

দশম দলের কম্যান্ডার ইলিয়া রুদ্‌নেভ দাঁড়াল। কলোনির মধ্যে সে সবচেয়ে ছোটো কম্যান্ডার।

'ফিল্‌কার মতো কলোনির পুরনো সভ্যের পক্ষে ব্যাজ কেড়ে নেওয়া ভারি কঠিন শাস্তি। ওর দোষ গুরুতর। কিন্তু জঘন্য কোনো কাজ সে করেনি। কিন্তু অন্য দিকে আবার তার শাস্তি পাওয়াও দরকার। শাস্তি না পেলে তার পক্ষেও খারাপ, অন্যদের পক্ষেও খারাপ। বেশ একটু ইস্ক্রুপ আঁটলে বাচ্চাদের ভালোই লাগে। খুব বেশী দিন আগে নয়, আমিও ওরকমই ছিলাম। তা ছাড়া ব্যাপারটা ছোটো নয় — অর্ডার অমান্য। কলোনিতে আমি যে তিন বছর রয়েছি তার মধ্যে এ রকম ব্যাপার ঘটেনি। আর দোষ শুধু ফিল্‌কার নয়, কিরিউশা আর পেতিয়ারও দোষ, নেহাৎ কেউ ছেলেমানুষ নয়। তের বছর বয়েস, সবাই কলোনিবাসী। ওদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত। আমার প্রস্তাব সাধারণ প্যারেডে ওদের সাবধান হতে বলা।'

কথা বলার সময় রুদ্‌নেভ সামান্য লাল হয়ে উঠল। এখনো সে তার পদমর্যাদায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। শান্তভাবে মার্জিত ভাষায় সে বক্তৃতা দিল। কড়া কড়া কথাগুলো বলার সময় মৃদু হাসল। সভার সবাই সমর্থন করল তাকে।

ছেলেদের শাস্তি দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে তর্স্কি তারপর ভোট নিল। সবাই একমত, তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় প্রশ্ন, সবাইকারই

এক রকম শাস্তি হওয়া উচিত কি না। সবাই একমত হয়ে স্থির করল তাই হওয়াই উচিত। তাদের কলোনিবাসীর খেতাব কেড়ে নেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে তারপর ভোট নেওয়া হল। তার স্বপক্ষে পড়ল মাত্র ৬৫ ভোট। সবশেষে জাখারভের ভোট নিয়ে ১২২ ভোট পড়ল রুদ্‌নেভের প্রস্তাবের স্বপক্ষে।

গুরুগম্ভীর উত্তেজিত আবহাওয়ার মধ্যে সভা ভাঙল। বারান্দায় ভানিয়া গালচেংকো এসে সঙ্গ ধরল পেৎকার। ভারি দমে গেছে পেৎকা।

চতুর্থ দলের ঘরের আবহাওয়া বিষণ্ণ। সবাই জিরিয়ানস্কির জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু জিরিয়ানস্কি এল বরাবরকার মতোই হাসিখুসি, তৎপর:

'আমাদের দল ফ্যাসাদে পড়েছে! কিন্তু... ঘাবড়াস না! যতই হোক দলটা আমাদের ভালো। তোদেরও শিক্ষা হল। এবার দেখিয়ে দে।'

এক ঘণ্টা পরে সেদিনকার গুরুতর ঘটনাগুলো সবাই ভুলে গেল। অন্য ভালো খবর শোনা গেল। প্রজেকশন ঘর এখন ঠিকঠাক করা হয়েছে। পরের দিন ফিল্ম দেখান হবে। দ্বিতীয় পেত্রভ বলল ফিল্মের নাম 'চেঙ্গিস খাঁর বংশধর'।

ছবিটি বহু প্রতীক্ষিত। এ নিয়ে ফিল্ম বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা অনেক দিন থেকেই শোনা গেছে।

আর সত্যিই, পরের দিন দ্বিতীয় পেত্রভ সহর থেকে 'চেঙ্গিস খাঁর বংশধর' নিয়ে এল। বলা দরকার পেত্রভ এখন আর সিনেমা অপারেটার নয়, সহকারী সিনেমা অপারেটার। তবে সেটা বরং আরো ভালো।

সে বলল, 'এটা বরং আরো ভালো। মিশার সাহায্যে এখন আমি অনেক আগেই পরীক্ষা পাস করব।'

অতএব আমলাতন্ত্রীরা যে দিকেই তার নিয়তির চাকা ঘোরাক না কেন, দেখা গেল সে নিয়তি পেত্রভেরই স্বপক্ষে, তাদের নয়।

ছবি দেখাবার বহু আগে চতুর্থ দল হাজির হল হল-ঘরে, নীল বাহু-বন্ধনী লাগান গেট-কিপাররা দরজায় দাঁড়াবার আগেই। এক সারিতে পাশাপাশি তারা বসল। চেঙ্গিস খাঁ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা মনে পড়িয়ে দিল জিরিয়ানস্কি। তারপর এসে হাজির হল গোটা কলোনি। ডিউটির কম্যাণ্ডারের সঙ্গে সারিগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাকে জাখারভ বললেন:

'শুরু করে দিতে পার। আমি আপিসে থাকব।'

আলো নিভে গেল। হল-ঘরের পিছনকার প্রজেকশন ঘর থেকে শোনা গেল একটা শোঁ শোঁ শব্দ। একটা চওড়া অস্পষ্ট আলো লাফিয়ে উঠল উপর দিকে। তারপর পর্দায় ফুটে উঠতে শুরু করল নানা ঘটনার ছবি। চতুর্থ দলের সবাই একেবারে ভুলে গেল তাদের দুর্দৈবের কথা, ভুলে গেল মিনিটে চার হাজার পাক খাওয়া স্পিণ্ডলের কথা। তারা এখন দূরে দূরান্তের স্তেপে, সেখানে যে সংগ্রাম চলছে আর যে সংগ্রাম অপেক্ষা করে আছে তাদের জীবনে, তার মধ্যেই তারা তন্ময়...

বিরতির পর এল দ্বিতীয় অংশ, তারপর তৃতীয় — সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশটি। সেই তৃতীয় অংশের মাঝখানে অস্পষ্ট আলোকিত হল-ঘরের স্তব্ধতা ডিউটির কম্যাণ্ডার পখোজাই-এর স্বরে বিদীর্ণ হয়ে গেল:

'এক্ষুণি ডিরেক্টরের কাছে তাঁর আপিসে চতুর্থ দলের সবাইকে যেতে হবে!'

'আস্তে! গোলমাল করিস না! চল তাড়াতাড়ি!' জিরিয়ানস্কি বলল ফিসফিস করে।

তারা ছুটল বেরুবার পথের দিকে। বহু জোড়া চোখ অনুসরণ করল তাদের।

'কী হয়েছে?' কে একজন পখজাইকে প্রশ্ন করল।

'বিশেষ কিছু না! ছবি দেখ!'

বেলাভূমির ওপর ভেঙে পড়া ঢেউএর মতো হুড়মুড়িয়ে তারা ঢুকল আপিস ঘরে। জাখারভ তাঁর টুপি তুলে নিলেন:

'চতুর্থ দলের সবাই এসেছ?'

'সবাই এসেছি!'

'সংযোজন কারখানার পেছনে কাঠের চাঁচুনিতে আগুন লেগেছে। আমার মনে হয় দমকলের সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই নিভিয়ে ফেলতে পারব। রান্নাঘর থেকে বালতিগুলো নাও গে, ঘাবড়ো না, হৈচৈ করো না! আমিও আসছি।'

জিরিয়ানস্কি হাত তুলল।

'ক্রাভচুক, এই চারজনকে নিয়ে বালতি আনতে যা। বাকি সবাই আয় আমার পেছন পেছন!'

বাড়ি থেকে তারা ছুটে বেরিয়ে এল সন্ধের ঠাণ্ডায়। মোড় ঘুরতেই আগুন দেখতে পেল। ছোট ছোট সর্বনেশে আগুনের শিখা একটা পুরনো

গাদা-করা কাঠের চাঁচুনির উপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সবকিছু চুপচাপ। জাখারভের নেতৃত্বে চতুর্থ দল অনেকক্ষণ ধরে বালতি বালতি জল ঢালল আগুনের উপর, কোদাল আর কাঁটা দিয়ে গাদার মধ্যেটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখল।

'ধন্যবাদ কমরেডরা!' কাজ শেষ হবার পর জাখারভ বললেন।

খুসি হয়ে সবাই তারা ফিরে গেল সিনেমায়। শেষ অংশ তখন দেখান হচ্ছে। চতুর্থ দলের সবাই ফিসফিস করে জানাল কী করে আগুন নিভিয়েছে তারা আর সবাইকার হিংসে হল তাদের উপর।

১৬

বিশ্রাম

তিন দিনের জন্য ঢালাই কারখানা বন্ধ হবার ব্যাপারটা সহ্য করলেন ব্রুম। এ কথা সত্যি যে খানিকটা শুকিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কলোনিতে এমন কি গুজব রটল ব্রুম অসুস্থ। তবে কথাটা কেউই বিশ্বাস করল না। কিন্তু গুজবটার পেছনে খানিকটা ভিত্তি ছিল। নানা কারখানায় ছোটাছুটি করার পর স্তব্ধ ঢালাই কারখানাটা ঘুরে একদিন ব্রুম গেলেন কলিয়া ডাক্তারের কাছে। এই যাওয়াটা অবশ্য তাঁর অসুস্থতার প্রমাণ। ঘৃণা করার কোনো বিশেষ ক্ষমতা ব্রুমের নেই বটে, কিন্তু কলিয়া ডাক্তারের প্রতি তাঁর মনোভাবটা অনেকটা ঘৃণারই মতো। কারণ ঐ ডাক্তারই আবিষ্কার করল ঢালাই জ্বরের কথা। ডাক্তারখানা থেকে তিনি বেরুলেন আগের চেয়ে শান্ত হয়ে, কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক থেকে আরো যেন ভেঙে পড়া। কম্যাণ্ডার পরিষদের ঘরে কলোনির পুরনো সভ্যদের তিনি বললেন:

'ও বলছে আমার হার্টের অসুখ! বলেছে যেন কোনো কিছু নিয়ে দুর্ভাবনা না করি — তা না হলে যমের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।'

তাসত্ত্বেও কিন্তু তিন দিন পরে ঢালাই কারখানার ছাদে দেখা গেল নতুন লোহা দিয়ে তৈরি লম্বা একটা চিমনি। কলোনির সভ্যরা কিন্তু সেটা দেখল খানিক সন্দিগ্ধভাবে।

সাণ্ডো জরিন বলল, 'যাই বলো, ওটা পড়ে যাবে। ঝড়ের প্রথম ধাক্কাই সামলাতে পারবে না।'

জরিনের উদ্দেশ্যে ব্রুম তাঁর তলার ঠোঁট ঘৃণাভরে বাঁকালেন:

'কী বলতে চাও শুনি? পড়ে যাবে! ঝড়ের ধাক্কা সামলাতে পারবে না! একেবারে আট্‌লান্টিক মহাসাগর কিনা!'

কিন্তু সেই দিনই ভলগুক চিমনিটাকে শক্ত করে বাঁধল চারটে লম্বা তার দিয়ে। কলোনিবাসীরা সে বিষয়ে আর আলোচনা করল না। কিন্তু ব্রুমে নিজেই ইচ্ছে করে পরিষদ-ঘরে এলেন তাদের ঠাট্টা করতে:

'তা তোমাদের সেই ঝড় তুফানগুলো কোথায়? থেমে গেছে? তোমাদের ব্যারোমিটারে কী বলে?'

উঠোন দিয়ে যাবার সময় ভান্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়াও চিমনিটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল: পঞ্চম দলের মেয়েরাও ব্রুমেকে আর তাঁর হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। তাছাড়া ঢালাই জুরের ব্যাপারটা ভান্দার কাছে তুচ্ছ নয়। সাধারণ সভায় ঘরের মাঝখানে ভানিয়া গালচেঙ্কোকে দাঁড়াতে দেখে তার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল।

স্টেডিয়ামে ভান্দা যে দিন প্রথম কাজে যায় ছেলেরা তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। জানালার কাছে সবচেয়ে ভালো টেবিলটা দেয় তাকে। কী করে উখো ধরতে আর টেবিল পরিষ্কার করতে হয়, কী করে অর্ডার ফর্ম লিখতে আর কণ্ট্রোলারের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা দেখাবার আগ্রহে তাদের মধ্যে হুড়োমুড়ি পড়ে যায়।

ভান্দা শুরু করে চেয়ারের পিছনের উপরকার কাঠটা পরিষ্কার করতে। শ্‌তেভেল তারপর লক্ষ্য করে কী রকম নিখুঁত মন দিয়ে সে কাজ করছে। তাই তাকে দেয় আরো দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তৈরির পর চেয়ারগুলোতে ফুটোফাটা থেকে যেত এখানে ওখানে। সিরিশ আর ওক কাঠের গুঁড়ো ঘন করে মিশিয়ে ত্রুটিপূর্ণ অংশে সেই মলম ছোট একটা কাঠের স্প্যাচুলা দিয়ে সে ভরত। তারপর ঘষত সিরিশ কাগজ। পালিশ করার পর সেই জায়গাগুলো চেনা যেত না। এ কাজের জন্য কোনোই দক্ষতার দরকার নেই। কিন্তু তা নিয়ে ভাবত না ভান্দা। পালিশের জন্য কণ্ট্রোলারের কাছে এক সেট তৈরি চেয়ার এগিয়ে দিতে ভালো লাগত তার, জানত কাজটা সেই ভালো করেছে।

কলোনিবাসীদের সঙ্গে তার ব্যবহার কোমল, সংযত আর শান্ত। এখনো সে ভালো করে বুঝতে পারেনি কলোনি কী রকম জায়গা। এখনো পুরোপুরি তার বিশ্বাস জন্মায়নি এটা তার জীবনের এক অংশ। সে স্পষ্ট দেখেছে কলোনির জীবনের সঙ্গে তার পূর্বতন জীবনের কোনোই মিল নেই। কিন্তু তার পূর্বতন জীবনের কথাটা বার বার মনে পড়ত তার, প্রতি রাতে স্বপ্ন

দেখত। মাঝে মাঝে মনে হত যেন রাতটাই তার আসল জীবন, সকাল থেকে শুরু হবে একটা স্বপ্ন। এতে সে ভয় পেত না, এ সব কথা গভীরভাবে ভাবতে তার আলসেমি লাগত। কলোনির সকালটা তার ভালোই লাগত — মিলমিশ, ক্ষিপ্র চঞ্চল সকাল, ছুটোছুটি, হাঁকডাক, বিউগ্‌লের আওয়াজ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যস্ততা, হাসি-ঠাট্টা। তার ভালো লাগত এই ব্যস্ত-সমস্ত কাজে যোগ দিতে, দলের মনিটরকে সাহায্য করতে বা কম্যান্ডারের হয়ে কোনো কাজ করতে। আরো ভালো লাগত কলোনির মধ্যে হঠাৎ নেমে আসা স্তব্ধতা, ডিউটির কম্যান্ডারদের অপ্রত্যাশিত ঝলক, কঠোর নিয়মমানা ফুর্তির সাড়ম্বর অভিবাদন:

'নমস্কার কমরেডরা!'

ভান্দার ভালো লাগত খাবার ঘরের তুষার ধবল পরিচ্ছন্নতা, টেবিলের উপরকার তোড়া, বাইরেকার ফুল, কাজের সংকেতের আগে রৌদ্রোজ্জ্বল বারান্দায় স্বল্প বিরতির সময়টুকু। ভালো লাগত সন্ধেয় শোবার ঘরের স্তব্ধতা, পার্কটা, আর সাধারণ সভার সংক্ষিপ্ত রোমাঞ্চকরতা।

কিন্তু এখনো ভান্দা শেখেনি মানুষকে ভালোবাসতে। ছেলেরা তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে। কিন্তু সন্দিগ্ধ মনে সে অপেক্ষা করে থাকে কখন এই ভদ্রতার মুখোস খসে যাবে আর তাদের সবাইকে দেখা যাবে সেই সব তরুণদের মতো যারা তার 'স্বাধীন জীবনে' হানা দিত। তাছাড়া এখানেও ছেলেদের দলে বারবার সে দেখতে পায় রিজিকভকে। গন্তারের কপাল চ্যাপ্টা, ঠোঁট ভিজে-ভিজে। প্রথমে তার মনে হয়েছিল সেই বুঝি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। কিন্তু যখনই সে শুনল গন্তার অক্সানার প্রেমে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল গন্তারের মুখখানা বেশ ভালোমানুষের মতো।

মেয়েদের সঙ্গেও সে মিশত সন্দেহ নিয়ে। তারা শুধু মেয়ে নয়। প্রত্যেকের চেহারা, চোখ, ভুরু আর ঠোঁট আলাদা ধরনের। তাদের সবাইকেই মনে হত ফিটফাট, সেয়ানা আর ভেতরে ভেতরে ঢলানি। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই সে দেখত নারীকে আর কাউকেই বিশ্বাস করত না। আলমারিতে প্রত্যেক মেয়েই রাখত কিছু না কিছু সম্পদ: ছিট কাপড়, অন্তর্বাস, সুতোর বাক্স, ফিতে বা জুতো। ভান্দার কিন্তু কিছুই নেই। অন্য মেয়েদের বিছানায় কেন জানি দুটো তিনটে বালিশ, কিন্তু তার বিছানায় শুধু একটা। এ সবে তার হিংসে হত, সন্দেহ জাগত। ফলে সঙ্গিনীদের খুঁত ধরত বেশী করে।

কিন্তু তার প্রকৃতি ঝগড়াটে ধরনের নয়। তাই তার অবিশ্বাসের ভাব

ফুটে উঠত কেবল মৌনতার মধ্যে আর একলা মনের হাসিতে। কিন্তু হঠাৎ ফেটে পড়ার সম্ভাবনা ছিল তার। সে কথা ভেবে সে ভয় পেত, চাইত না সেটা ঘটুক।

একদিন জাখারভ ক্লাভাকে প্রশ্ন করলেন ভান্দা কী রকম আছে।

'ভান্দা একেবারে মিশতে চায় না...' ক্লাভা উত্তর দিল। 'কথা শোনে... কিন্তু ইয়ে... একেবারেই একা একা কী সব ভাবে।'

'কারুর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছে?'

'কারুর সঙ্গেই না। অভ্যস্ত হতে খুবই সময় লাগছে।'

জাখারভ বললেন, 'সেটাই ভালো। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ওকে একলাই থাকতে দাও। জোর করতে যেয়ো না। কিছুটা জিরিয়ে নিক।'

'হ্যাঁ, তা জানি।'

'লক্ষ্মী মেয়ে।'

ভান্দা নিজেই জানত না, কিন্তু সত্যিই সে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তার অতীত জীবনের ঝড়ঝাপটার স্মৃতি মিলিয়ে যেতে সুরু করেছিল। স্বপ্ন দেখত কখনো কারখানাটার, কখনো সাধারণ সভার আর হঠাৎ কখনো বা অক্সানার।

অক্সানার দেখা সে পেত কখনো পার্কে, কখনো সিনেমায়, কিন্তু তার সঙ্গে ভাব করতে ভারি লজ্জা পেত। অক্সানাও সম্ভবত সংকোচে এড়িয়ে যেত। ভান্দা জানত অক্সানা ক্ষেত-মজুরাণী, চাকরাণী। জানত গস্তার তার প্রেমে পড়েছে আর ইগর চের্নিয়াভিন পার্কে তাকে চুমু খেয়ে পরে ক্ষমা চেয়েছে। তাদের দেখা হলে ভান্দা অক্সানার দিকে তাকাত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে। তার গালের ছোপ গাঢ় লালচে, কালো চোখদুটি ভীরু ভীরু, তাকায় সতর্কভাবে। এ সবের মধ্যে আসল মানবীয় দুঃখকষ্টের ছাপ দেখতে পেত ভান্দা: অক্সানা ক্ষেত-মজুরাণী।

১৭

তাজা বাতাস

ইগর চের্নিয়াভিন আজকাল প্রায়ই আয়নায় নিজের চেহারা দেখে। প্যারেডের ইউনিফর্ম সে পেয়েছে, কিন্তু এখনো ব্যাজ না লাগিয়ে সেটা পরতে হয়। সেটা পরলে বোঝা যায় তার পায়ের গড়ন ভালো, কোমর সরু। সে ভাবে আয়নায় নিজেকে দেখছে প্রাণ খুলে হাসার জন্য: দেখো কেমন খাসা

কলোনিবাসী — সংযোজন কারখানায় খাটে, চেয়ারের জোড় পালিশ করে, একটি মেয়েকে চুমু খেয়ে ধরা পড়েছে। খাঁটি জেন্টলম্যানের মতো ক্ষমাও চেয়েছে। পরের সপ্তাহে অষ্টম ক্লাসে ভর্তি হবার পরীক্ষায় সে যে পাস করবে সে সম্বন্ধে তার কোনোই সন্দেহ নেই। আর আরো এক মাস পরে তার কলোনিবাসী খেতাব পাবার কথা। ভালো ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা সে। কে ভাবতে পেরেছিল এটা সম্ভব? আর মজার কথা, ব্যাপারটা তার কাছে ভালোই লাগছে।

প্রতিদিন সে টের পায় তার মধ্যে নতুন এক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এখনো কারুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়নি। তবে বলতে কি, সেটা তার খুব একটা দরকারও নেই। তাছাড়া প্রত্যেকের সঙ্গেই তার সদ্ভাব, সকলের সঙ্গেই সে হাসি-ঠাট্টা করে, সবাই তার জবাবও দেয় হাসি মুখে। পড়ুয়া হিসেবে ইতিমধ্যেই সে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। লাইব্রেরিতে তাকে ঢুকতে দেখলে শুরা মিয়াৎনিকভা মানী মক্কেল হিসেবে তাকে অভিবাদন জানায়। সাগ্রহে তাকায় বইয়ের তাকে, তারপর মই বেয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে উঠে চেঁচিয়ে বলে:

'শেক্সপিয়রের কিছু পড়বে?'

তার দিকে শুরা তাকায় ধূর্ত, মন-কাড়া দৃষ্টিতে। পাঠ্য-তালিকায় শেক্সপিয়রের আসন সে উঁচু করতে খুব চায়। এখনো পর্যন্ত সে আসন খুব উঁচুতে নয়। ইগরের ভালো লাগে। তার কারণ হয়ত পাঠক হিসেবে তাকে বিশিষ্ট বলে ধরা হচ্ছে, নয়ত শেক্সপিয়রের লেখা পড়ার কথা ভাবতে তার ভালো লাগে, কিংবা হয়ত এই জন্য যে, মইয়ের সবচেয়ে উপরকার ধাপে শুরা মিয়াৎনিকভাকে কেমন যেন মনে হয় তার বোন বলে, আর ওরকম বোন পেলে কে না কৃতজ্ঞ বোধ করে?

শেক্সপিয়রের স্থূল একটা খণ্ড বগলদাবা করে ইগর নিয়ে যায়। পথে অল্পবয়সী ছেলেরা তার দিকে সসম্ভ্রমে তাকায়। এ ধরনের সুন্দর বড় বই কিছুতেই তাদের পড়তে দেওয়া হয় না। ভ্লাদিমির কলোসের সঙ্গে দেখা হতেই সে বলে:

'কী বই ওটা? শেক্সপিয়র পড়ছিস? ভালো, ভালো! সাবাস চের্নিয়াভিন! বেশ এগিয়ে যাচ্ছিস দেখছি...'

ভ্লাদিমির কলোসের প্রশংসার সত্যিই দাম আছে। কলোনির সে পুরনো সভ্য। ভবিষ্যতে মস্কো বৈমানিক ইনস্টিটিউটে সে পড়তে যাবে। ঘরে গিয়ে সত্যিই আগ্রহ নিয়ে শেক্সপিয়র খোলে ইগর — দেখা যায় জিনিসটা মোটেই

খারাপ নয়। 'ওথেলো' পড়ে সে হাসে। মনে হয় ওথেলো একেবারে গন্তারের মতো।

'মিশা, তোর কথা লিখেছে যেরে!'

'আমার কথা? বলছিস কী?'

'এই দ্যাখ না এখানে একজনের কথা লিখেছে। একেবারে তোর মতো ঈর্ষায় জ্বলছে।'

'খুব বললি! আমার মতো?'

'বলছি একেবারে, হুবহু তোর মতো!'

'ওটা তোর একেবারেই ভুল চেনির্য়াভিন, ওই ঈর্ষার কথাটা। কিছুই তুই বুঝিস না। শুধু চুমু খেতে পারিস।'

খুব বুদ্ধি বটে গন্তারের। একেবারে বুঝে নিয়েছে যে ইগর শুধু চায় চুমু খেতে। আর গন্তার নিজে কী চায়? কিন্তু অষ্টম দলের সবাই ভালো করেই জানে মিশা গন্তারের লক্ষ্য কী: আগামী শীতে সে মোটর গাড়ি চালাতে শিখবে, তারপর কোথাও একটা গাড়ি নিয়ে চালাবে। জাখারেভ কথা দিয়েছেন তার একটা থাকার জায়গা খুঁজে দেবেন। তখন মিশা বিয়ে করবে অক্সানাকে। কলোনির সবাই, এমন কি চতুর্থ দলের বাচ্চারাও এই সাংঘাতিক পরিকল্পনার কথাটা সব জানে। কিন্তু গন্তার শুধু সামান্য হাসে — ভাবখানা এই, যেন বলছে বলুক। এমন ভাব দেখায় যেন তার পরিকল্পনাটা ভয়ানক মহৎ একটা ব্যাপার। তার সঙ্গে ছেলেরা তর্ক করে না। মিশা ছেলেটা ভালো। গন্তারের সব পরিকল্পনার কথা কলোনির সবাই জানে। স্বয়ং গন্তারের কাছেও অবশ্য খানিকটা জানা... কিন্তু কেউই জানে না অক্সানার মনের কথা, মনে হয় স্বয়ং গন্তারও তা জানে না। কলোনিবাসীদের চোখ তীক্ষ্ণ, গন্তারের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ। অক্সানা সিনেমায় আসে, দিনের বেলায় কলোনিতে চুবড়ী নিয়ে আসে কাঠের চাঁচুনি নিতে। বিকেলের শেষে মেয়েদের স্নানের সময় পুকুরে আসে সাঁতার কাটতে। অভিজ্ঞ চোখের কাছে এ সব কি বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, লরি ড্রাইভার গন্তারের স্ত্রী হবার কথা সে ভাবছে কি না?

সবাই জানে অক্সানা ক্ষেত-মজুরাণী, তাকে শোষণ করছে এক উকিল — কলোনির কেউ তাকে কখনো দেখেনি। অক্সানার জন্য প্রত্যেকেরই দুঃখ হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কয়েকটা জিনিসও চোখে পড়ে: তার অদ্ভুত শান্ত তাজা ভাব, নীরব আত্মসম্মান, মৃদু হাসি আর বুদ্ধিমতীর মতো চোখ। কোনো

অভিযোগ করতে কখনো তাকে শোনা যায়নি। কিন্তু প্রধান ব্যাপার, কখনো তাকে গস্তারের সঙ্গে এমনভাবে বেড়াতে দেখা যায়নি যাকে কোনো দিক দিয়ে প্রেম-বিহার বলা যেতে পারে। বেড়াতে গেলেও সেটা প্রেম-বিহার কিনা সে তো দেখলেই বোঝা যায়। মেয়েটির কেমন একটি একেবারে অজানা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে, যার কোনো ধারণাই গস্তারের নেই।

আগস্ট মাসের শেষে ছুটিতে একদিন সন্ধের দিকে শোবার ঘরে ইগর আর গস্তারের আচমকা দেখা হয়ে গেল। দুজনেই তারা পোষাক পরতে এসেছিল। গস্তার চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত। ইগর তার বুট পালিশ করছিল। ইগরের ঝকঝকে বুট আর সবে-ইস্ত্রি-করা প্যাণ্টলুনের ভাঁজের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল গস্তার। কিন্তু কোনো কথা বলল না। ইগরের স্বভাবই বেশী বকবক করা। সে প্রশ্ন করল:

'কোথায় চলেছিস শুনি?'

'অতই যদি কৌতূহল তাহলে আমার পেছু নিয়ে দেখ!'

'বেশ, তাই যাব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল দুজন।

খানিক পরে আবার ইগর বলল:

'প্যারেডের ইউনিফর্ম পরার হুকুম নেই কিন্তু।'

'যদি সহরে যাই তাহলে? ডিউটির কম্যাণ্ডারের কাছে গিয়ে আমি এখুনি জানাচ্ছি ছুটি পেয়েছি।'

'ওহো, সহরে যাচ্ছিস তাহলে? চমৎকার!'

'আসলে ইউনিফর্ম পরে দেখছিলাম কুঁচকে গেছে কিনা।'

'মনে হয় না কুঁচকেছে...'

'তা কোঁচকায়নি বটে।'

আবার চুপচাপ। কিন্তু গস্তার স্পষ্ট দেখল ইগর কত সাবধানে ভাঁজ করে রুমাল রাখছে বুক-পকেটে। নিজেকে সে আর সামলাতে পারল না। প্রশ্ন করলে:

'আর তুই চলেছিস কোথায়?'

'আমি? বিশেষ কোথাও নয়। বুঝলি কিনা, তাজা হাওয়া ভালোবাসি।'

'কী কথা! তাজা হাওয়া! কলোনিতে শুধুই তো তাজা হাওয়া।'

'ও-কথা বলিস না মিলর্ড। ঢালাই কারখানার কথা ভুলে যাচ্ছিস... এমন জঘন্য ধোঁয়া বুঝেছিস তো...'

খ্‌ঁতখ্‌ঁতে লোকের মতো ইগর নাকের কাছে হাওয়া দেবার ভঙ্গি করল। এই চালিয়াতি দেখে গস্তার উঠল চটে:

'খ্‌ব তোর চালিয়াতি যা হোক! ঢালাই কারখানা আজ বন্ধ, আজ ছ্‌টি।'

'আমার গন্ধ-শক্তিটা স্যার এত তীক্ষ্ন যে গতকালের ধোঁয়াও বরদাস্ত করতে পারি না।'

এ থেকে গস্তার ধরে নিল ঢালাই কারখানা থেকে যতদ্‌র সম্ভব দ্‌রে যেতেই ইগর বদ্ধপরিকর। এবং নিশ্চিত হবার পর ঠাট্টা ও সন্দেহের স্‌র ছেড়ে অর্থপ্‌র্ণ স্‌রে সে বলল:

'চের্নিয়াভিন, বলি শোন, যাস না।'

'কিছ্‌ ভাবিস না, মিশা।'

একসঙ্গে তারা ঘর থেকে বের্‌ল। একসঙ্গে পার্ক পেরিয়ে তারা এসে পড়ল বাঁধের দিকে।

'কোথায় যাচ্ছিস, বল তো?' গস্তার বলল।

'কলোনির মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। অধিকার নেই নাকি?'

'আছে।'

গস্তার ন্যায়নিষ্ঠ লোক, তাই বাঁধ পের্‌ন পর্যন্ত চুপ করে রইল। কিন্তু অন্য পাশে পেঁছে আর কিছ্‌ প্রশ্ন করল না। সোজা বলল:

'আর তোর যাওয়া চলবে না!'

'কেন?'

'বলছি যাওয়া চলবে না। কোথায় যাচ্ছিস শ্‌নি?'

'এমনি বেড়াচ্ছি।'

'কলোনির মধ্যে?'

'না, তার চারপাশে। সে অধিকার আমার নেই?'

'আছে, তবে...'

'তবে কী?'

'তোর চোয়ালে কিন্তু ঘ্‌ষি হাঁকাব চের্নিয়াভিন!'

'এ-রকম স্‌ন্দর মে মাসের সন্ধেয় "হাঁকাব টাকাব" আবার কী কথা!'

'বকর-বকর ছাড় চের্নিয়াভিন। মে মাস আবার কোথায় এখন? ভাবছিস কিছ্‌ ব্‌ঝি না? বলছি আর এগোবি না।'

'আমি এক ধরনের জাপানী ঘ্‌ষি জানি মিশা, সাংঘাতিক জোরাল।'

'জাপানী! ভাবছিস র্‌শী ঘ্‌ষি কম জোরী?'

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের রুশী ধরনে গন্তার ঘুষি পাকাতে লাগল।

'সহকারী নইলে ঠিক ডুয়েল জমে না মিশা।'

'চুলোয় যাক তোর সহকারী! বলছি, যাওয়া চলবে না!'

'সত্যিকারের ওথেলো তুই। তবে যাই বলিস আমি যাবই যাব। প্রথম ঘুষিটা কিন্তু আমি মারব না। সভার মাঝখানে দাঁড়াবার আমার কোনো ইচ্ছে নেই, বিশেষ করে মামলাটা যখন হিংস্র ওথেলোর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা।'

মাঝখানের উল্লেখে গন্তার ঘাবড়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে দেখল একটি বেশ বয়স্ক লোকের সঙ্গে অক্সানাকে। লোকটির পরনে ঢিলে আটপৌরে পাৎলুন আর লম্বা রুশী সার্ট। মাথায় কোনো আবরণ নেই, চুলও না। দাড়ি ভালো করে কামান। মুখটি শীর্ণ, বেশ ভালো দেখতে। ইগর আর গন্তারের মনে পড়ে গেল, এই হচ্ছে শোষণকারী। সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ তাদের চোখে আর ভালো ঠেকল না। অক্সানা লোকটির পাশে পাশে হাঁটছে। পায়ে তার শাদা চটি, চুলের বিনুনিতে শাদা ফিতে। আজ তাকে যে সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে কেউই সে কথা অস্বীকার করতে পারবে না। বাঁধের দিকে যাবার পথ ছেড়ে দিল দুই কলোনিবাসী। বিষণ্ণ মুখে হাত তুলে গন্তার স্যালুট করল। ইগরও করল স্যালুট। অক্সানা চোখ নামাল। টাক-মাথা লোকটি ভাবলেন তাঁকেই স্যালুট করা হয়েছে। প্রত্যুত্তরে তিনিও হাত তুলে প্রশ্ন করলেন:

'কমরেড জাখারভ এখন বাড়িতে আছেন কিনা জান?'

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ সব সময়েই বাড়িতে থাকেন,' গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল গন্তার।

বাঁধের উপর প্রথম উঠল অক্সানা। অন্যরা চলল তার পিছন পিছন।

'কলোনিতে তোমরা কী মজাতেই না আছ!' টাক-মাথা লোকটি বললেন। 'কী আফসোস যে, আমার বয়স পনের নয়।'

কথাগুলো এমন ভঙ্গী করে বললেন যে তার মধ্যে সত্যিকারের আফসোস ফুটে উঠল।

গন্তার সন্দিগ্ধ ধূর্ত দৃষ্টিতে চাইল তাঁর দিকে। বেশ ঢঙ করতে পারে শোষণকারীটি।

তিনজনে তারা অক্সানার পিছন পিছন কলোনি সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে গেল প্রধান বাড়ির দরজা পর্যন্ত। সন্দিগ্ধ লোকের মতো গন্তার ব্যবহার করতে লাগল। কূটনীতিজ্ঞের মতো মৃদু হেসে লাগল উত্তর দিতে। সাবধান

হল যাতে তার মন না ভেজে। চেষ্টা করল একটিও গুপ্ত তথ্য যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে। এমনকি দিনে কটা তেল-পাত্র তৈরী হয় সে খবরটাও ভাঙল না। উত্তর দিল:

'সেটা খাতাঞ্চীর আপিস জানে।'

প্রশ্নকারীর পিছনে সে চোখ মটকাল ইগরের দিকে।

তাসত্ত্বেও কিন্তু চটপট সে গেল ডিউটির কম্যান্ডারকে ডাকতে।

'ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এ'রা।' সে জানাল।

পুরো আধ ঘণ্টা ধরে ইগর আর গস্তার বেশ শান্তভাবেই ফাঁকা বারান্দায় পায়চারি করল। গস্তার আর পারল না। বলল:

'কেন এসেছে কে জানে?'

বেগুনেক ছুটে চলে গেল। ফিরল ক্লাভা কাশিরিনাকে নিয়ে। তারপর টাক-মাথা ভদ্রলোকটি তাদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

'বিদায়, কমরেডরা!' ভদ্রভাবে ঝু'কে অভিবাদন করে তিনি বললেন।

ইগর আর গস্তার দৃষ্টি বিনিময় করল। কিন্তু কেউই কোনো মন্তব্য করল না।

অবশেষে ক্লাভা আর অক্সানা আপিস থেকে বেরুল। অক্সানা সামনে ছিল। ছেলেদের দেখে চাইল খানিক বিব্রত দৃষ্টিতে। কিন্তু আনন্দে ঝলমল করছে ক্লাভা। খুসি মনে ঝু'কে অভিবাদন করে সুন্দর মিষ্টি গলায় সে চে'চিয়ে বলল:

'কলোনির নতুন সভ্য অক্সানা লিতভচেঙ্কোর সঙ্গে এস তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি।'

অনেকক্ষণ ধরে ওরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মেয়ে দুটির দিকে। তারপর তাকাল পরস্পরের দিকে।

ইগর বলল, 'মিলর্ড', এখন আমি কি খানিক তাজা হাওয়া খেতে যেতে পারি?'

কিন্তু গস্তারের তখন মেজাজ দেখে কে!

'গাধা, সহজ রুশীতেই তো তোকে বলেছিলাম, কলোনির মধ্যেও হাওয়াটা ভালো!'

সমস্ত বারান্দায় প্রতিধ্বনিত হল তাদের হাসি। কড়া চোখে প্রহরী তাকাল তাদের দিকে। কিন্তু নিজেদের ঘরে পে'ছিনো না পর্যন্ত তারা হেসেই চলল। সেখানে পে'ছে গম্ভীর সুরে বলল গস্তার:

'চের্নিয়াভিন, নিশ্চয় বুঝেছিস এবার প্রেমের দফারফা হয়ে গেল।'
'আমি ঠিকই বুঝছি, কিন্তু মশাই কি সে কথাটা বুঝেছেন?'
গন্তার তার দিকে তাকাল খুব অহঙ্কারের দৃষ্টিতে:
'ভুলে যাচ্ছিস কলোনির সভ্যদের ফর্দে আমি চতুর্থ!'

১৮

চমৎকার ব্যাপার!

গলা পর্যন্ত চাদর জড়িয়ে অক্সানা পঞ্চম দলের ঘরে এক চেয়ারে বসে। হাতে একটা কাঁচি নিয়ে ভান্দা তার চারপাশে ঘুরছে। অন্য মেয়েরা হাসিমুখে তাদের দেখছে। অক্সানার সুন্দর ঢেউ-খেলানো চুল, তাতে উজ্জ্বল পিঙ্গল ঝলক।

'তোর দুটো বিনুনি বেঁধে দেব। এমন সুন্দর হবে জানিস! তোরা বাপু কিছু বুঝিস না, এমন বেণী কি কাটে কেউ? খানিকটা ছেঁটে দিলেই... ভালো বেড়ে উঠবে।'

ভান্দার চোখ জ্বলজ্বল করছে। তলার ঠোঁট কামড়ে খুব সাবধানে সে খোলা চুলের ডগা ছেঁটে দিচ্ছে। অক্সানা চুপচাপ বসে, কেবল টকটকে লাল হয়ে উঠছে তার মুখ।

পেশাদারী ভঙ্গীতে ভান্দা চাদরটা টেনে নিল।

'ধন্যবাদ,' বিব্রতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে অক্সানা বলল।

চাদরটা মেঝেয় ছুঁড়ে ভান্দা চেপে জড়িয়ে ধরল অক্সানাকে।

'ওরে আমার মিষ্টি মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, ক্ষেত-মজুরাণী আমার!'

অন্য মেয়েরাও হেসে উঠল আবেগে। অক্সানা তার গাঢ় বাদামী চোখ তাদের দিকে তুলে খানিক চটুল হাসল।

'অনেক আদর করা হয়েছে। চল, এবার আলেক্সেই স্তেপানভিচের কাছে যাওয়া যাক,' তাদের বাধা দিল ক্লাভা।

'কিসের জন্যে?' উত্তেজিত সুরে প্রশ্ন করল ভান্দা।

'কথা বলা দরকার।'

'আমিও তাহলে যাব।'

'বেশ তো আয়।'

তখন 'তাড়াহুড়োর' সময়। ঠিক এই সময়টাতেই বহু লোক আসে

তর্স্কি আর জাখারভের সঙ্গে দেখা করতে। তর্স্কির ঘরের লম্বা ডিভানে যতক্ষণ খুসি বসে অবাধে হাসি-গল্প করা যায়। কিন্তু জাখারভের ঘরে গেলে গলা নামাতে হয় যাতে তাঁর কাজে ব্যাঘাত না ঘটে। কিন্তু সেখানেও নানাভাবে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে: মাঝে মাঝে ছেলেদের সঙ্গে গল্প ও রসিকতা করতে শুরু করেন জাখারভ; মাঝে মাঝে আবার মুখ তুলে আচমকা কড়া সুরে তিনি বলে ওঠেন:

'দয়া করে জায়গাটার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ খালি করে দাও তো!'

সোজা কখনো তাদের তিনি বেরিয়ে যেতে বলেন না।

মেয়েরা আসায় কম্যান্ডার পরিষদ ঘরের সবাই অবাক হল। কলোনির পোষাকে অক্সানা! জোর খবর! অবাক হওয়া চলে না একমাত্র বেগুনকের বেলায়। আপিসের দরজা খুলে সে ট্রাফিক পুলিসের মতো ভঙ্গী করল:

'এই দিকে!'

টেবিলের পিছনে জাখারভ উঠে দাঁড়ালেন। অন্য যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তারাও চুপ করে গেল অবাক হয়ে।

'তাহলে আর কি... ভালো কলোনিবাসী দেখছি। ইস্কুলে পড়েছ?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল অক্সানা, 'সাত বছর।'

'ভালো নম্বর পেতে?'

'হ্যাঁ।'

ইগর চের্নিয়াভিন ডিভানে বসে ছিল। ফুর্তির সুরে সে বলে উঠল:

'অত লজ্জা কিসের অক্সানা? কেমন যেন একটু... গেঁয়ো তুমি।'

ভান্দার আর সহ্য হল না। রাগ দেখিয়ে বলল:

'আর তুমি বড়ো সহুরে!'

জাখারভ পাঁশনেটা ঠিক করে নিলেন:

'তুমি তাহলে ভালো নম্বর পেতে? বার-র সঙ্গে বার গুণ করলে কত হয়, চের্নিয়াভিন?'

'কী বললেন?'

'বার-র সঙ্গে বার গুণ করলে কত হয়?'

ইগর সিলিঙের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে দিল:

'এক শ' চার!'

'এটা তুমি গেঁয়ো না সহুরে কোন হিসেবে পেলে?' জাখারভ প্রশ্ন করলেন।

বহু উত্তেজিত চাউনির লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠল ইগর। নানা মাথা একত্রিত হল। ফিসফিস করে তাকে নানা অর্ধনিশ্চিত ইঙ্গিতও দেওয়া হল। কিন্তু ইগর আবার সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বেপরোয়ার মতো পুনরাবৃত্তি করল:

'এক শ' চার!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাখারভ বললেন:

'দেখলে তো অক্সানা, কী হাল আমাদের? সহর থেকে এখানে এসে বুক ফুলিয়ে বলে কিনা এক শ' চার। অথচ এখনো সে জানে না যে হালে এক মার্কিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন বার-র সঙ্গে বার গুণ করলে এক শ' চার হয় না।'

ইগরের দিকে মেয়েরা তাকাল বিদ্রূপের দৃষ্টিতে। ডিভানে ছেলেরা হেসে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ইগর আবার হিসেব করে দেখল। তারপর বুঝল জাখারভ ইচ্ছে করে তাকে ঠাট্টা করছেন। সে কিন্তু ব্যগ্র হয়ে উঠল অক্সানার সামনে তার সাহস দেখাতে: অত সহজে এ-রকম ঠাট্টায় দমবার পাত্র নয় সে। এ কথা অবশ্য সত্যি ভানিয়া গালচেঙ্কো তাকে খোঁচা মারছে। আর স্পষ্টই সে খোঁচার কোডটা গণিত নিয়েই। কিন্তু ইগর সেটা গ্রাহ্য করল না। বলল:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, মার্কিনরাও মাঝে মাঝে ভুল করে। ক্ষেত্র বিশেষে রুশীরাও আমেরিকানদের চেয়ে এক শ' পয়েন্ট এগিয়ে।'

'দেখলে তো, অক্সানা। জাতীয় গর্ব বিকৃতির একটা সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ। মার্কিনদের ইগর এক শ' চার পয়েন্ট দিচ্ছে।'

এতে অক্সানা না হেসে পারল না। ফলে স্বভাবের নতুন একটা দিক খুলে গেল। মোটেই সে লাজুক নয়। অবাধে, অকুণ্ঠে, অনায়াসে সে হাসতে পারে। তারপর সে ইগরের দিকে ফিরে সোজা প্রশ্ন করল:

'কী ভাবে হিসেব করলে?'

ইগরের মনে হল তার পায়ের তলার মাটি যেন কাঁপছে। কিন্তু হার সে স্বীকার করবে না।

'কী করে আবার? দশের সঙ্গে দশ গুণ করলে হয় একশ'। আর দুই দুগুণে চার। একশ'র সঙ্গে চার যোগ করলে হয় একশ' চার।'

অবাক হয়ে জাখারভের দিকে তাকাল অক্সানা। জাখারভ কাঁধ ঝাঁকালেন:

'অক্সানা, বলার কিছু নেই। ঠিকই বলেছে! একশ'র সঙ্গে চার যোগ করলে হয় একশ' চারই। আমাদেরই হার, তাই না অক্সানা?'

নানা উত্তেজিত স্বরে জাখারভ বাধা পেলেন। কলোনিবাসীরা দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে সবাই একসঙ্গে চেঁচামেচি করতে লাগল:

'দেখতে পাচ্ছেন না ওর কথা ভুল? ও ভুল করেছে, আলেক্সেই স্তেপানভিচ! নিজেই হিসেব করে দেখুন! চেনিয়াভিন, ওভাবে কে আবার গুণ করে? এক শ' চার, একদম ভুল!'

বয়স্করা হাসল বিজ্ঞভাবে। জাখারভও হেসে উঠলেন:

'এটা কী ব্যাপার, ইগর? মনে হচ্ছে রুশীরাও তোমার বিরুদ্ধে। পরে নিজেদের মধ্যে এটা তোমরা কষে দেখো। ভালো কথা, ক্লাভা, অক্সানার ভার কে নেবে?'

'মারুসিয়ার কথা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি ভান্দা... মুশকিল এই, এখনো ও কলোনিবাসীর খেতাব পায়নি।'

ভান্দা এগিয়ে এসে অক্সানার পাশে দাঁড়াল।

গম্ভীরভাবে সে বলল, 'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, জানি এখনো আমি কলোনিবাসীর খেতাব পাইনি। তবু...'

স্থির দৃষ্টিতে জাখারভ তার চোখের দিকে তাকালেন। অন্যরা চুপ করে মাথা বাড়াল।

'বুঝলাম...' ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। তুমি তাহলে ওর ভার নিতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।'

ঘরে টুঁ শব্দটি নেই। সবাইকার উপর ভান্দা চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল:

'জেনে রাখো সবাই, ওকে আমি রক্ষা করব।'

জাখারভ উঠে ভান্দার দিকে হাত এগিয়ে দিলেন:

'ধন্যবাদ, ভান্দা। ভালো মেয়ে তুমি।'

'আপনিও ভালো লোক!'

এবার আবেগ প্রকাশ করার পালা ছেলেদের। অক্সানার দিকে ছুটে গিয়ে তার চারিদিকে তারা গোল হয়ে দাঁড়াল।

'চমৎকার!' কে একজন বলে উঠল।

সন্ধে অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে। সবাই শুয়ে পড়েছে। জাখারভ নিজের ডেস্ক গুছিয়ে, টুপি তুলে ভিতিয়া তর্স্কির দিকে মুখ ফেরালেন:

'ভীতিয়া, বল তো ছেলেমেয়েদের কী করে ধারণা হল অক্সানা ক্ষেত-মজ্‌রাণী?'

'সে কথাই তো কলোনির সবাই বলে।'

'কিন্তু কেন?'

'ওরা বলে ওই উকিলের কাছে সে কাজ করে। অনেকটা ঝির মতো। দেখাশ্‌নো করতে হয় ঐ সব্জি-বাগান। কেন, কথাটা কি সত্যি নয়?'

'অক্সানা লিতভচেঙ্কো এক কমিউনিস্ট শ্রমিকের মেয়ে। গত শীতে সেই শ্রমিক মারা গেছেন। ওর মা মারা যান কিছ্‌ আগে। অক্সানার ভার নেন কমরেড চের্নি। উনি মোটেই উকিল নন। সোভিয়েত আইনের উনি অধ্যাপক। অক্সানার বাবার সঙ্গে উনি ছিলেন ফ্রন্টে।'

'কেন তাহলে সে সব্জি-বাগানে কাজ করত?'

'তাতে ক্ষতি কী? ও নিজেই ওই সব্জি-বাগানটা বানিয়েছে। কাজটা তার ভালো লাগে। তোমার কি ধারণা ক্ষেত-মজ্‌রাণীরাই শ্‌ধ্‌ কাজ করে?'

তর্স্কি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল:

'সত্যিই এটা একেবারে অবাক কাণ্ড! আমরা কিনা ওঁকে বলতাম শোষণকারী।'

'তোমরা সব ছেলেরাই এক রকম। তোমাদের কল্পনা-শক্তির কমতি নেই।'

'পরের সভায় ভুলটা আমাদের শ্‌ধরে নিতে হবেই।'

জাখারভ টুপিটা পরলেন।

'না, এখনো কিছ্‌ বলার দরকার নেই,' ম্‌দ্‌ হেসে তিনি বললেন, 'আপনা থেকেই ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর, কাউকে বলব না।'

বারান্দায় গেলেন জাখারভ। সেখানে একটা রাত-আলো জ্বলছে। প্রহরী চেয়ার ছেড়ে উঠে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল।

'চললাম য়্‌রি!'

'নমস্কার, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

যে পথ 'খ' এলাকা ঘিরে গেছে সেই পথ ধরলেন জাখারভ। জানালায় সব আলোই নেভানো। কিন্তু এক জানালায় একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। বাইরে মাথা বার করে ভান্দা বলল:

'শ্‌ভরাত্রি আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

‘ভান্দা, ঘুমওনি কেন?’

‘ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না।’

‘ওখানে কী করছ?’

‘কিছু না... এমনি বাইরে তাকিয়ে আছি।’

‘এক্ষুণি শুতে যাও, বুঝেছ?’

‘শুতে যদি ইচ্ছে না করে?’

‘“ইচ্ছে না করে” মানে? আমি যে তোমাকে অর্ডার দিয়েছি।’

হেসে ভান্দা উত্তর দিল:

‘ঠিক আছে কমরেড ডিরেক্টর, এক্ষুণি শুতে যাব!’

ভান্দার কাঁধের উপর দেখা গেল ক্লাভার মাথা।

‘কার সঙ্গে কথা কইছিস ভান্দা?’ ক্লাভা প্রশ্ন করল। ‘আলেক্সেই স্তেপানভিচ, ভান্দাকে আপনি বলুন স্বপ্ন দেখে যেন রাত না কাটায়। ও শুধু বসে বসে স্বপ্ন দেখে। এর কোনো মানে হয় না!’

‘মোটেই স্বপ্ন দেখি না। এমনি তাকিয়ে থাকি। তবে আর এ-রকম করব না, আলেক্সেই স্তেপানভিচ।’

‘ক্লাভা, ওকে শুইয়ে দাও!’

টানাটানির শব্দ আর কয়েকবার খুক খুক করে হাসি শোনা গেল। তারপর মেয়েরা হল অদৃশ্য। সব জানালাই এখন অন্ধকার আর শান্ত।

১৯

আনন্দের আগস্ট

ব্যাপারটার তোড়জোড় লুকিয়ে করা হয়। হঠাৎ রাতের খাবারের পর চতুর্থ দলকে জিরিয়ানস্কি আদেশ দিল প্যারেডের ইউনিফর্ম পরতে। আশ্চর্যের কথা দলের কেউই সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করল না। কেবল নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে যেন ফিসফিস আর হাসাহাসি করতে লাগল। নীচু গলায় ফিল্‌কা শারিকে প্রশ্ন করল ভানিয়া:

‘কিন্তু কেন বল তো? কীসের জন্যে?’

‘একটা ব্যাপার হবে.... দারুণ ইণ্টারেস্টিং!’ ফিসফিস করে বলল শারি।

সাধারণ সভার সংকেতধ্বনি করা হলে জিরিয়ানস্কি তাদের সারবন্দী

করে হলের দিকে নিয়ে চলল। দেখা গেল হল-ঘরে বিউগ্‌ল্ নিয়ে বেগুনক তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। শোভাযাত্রার সামনে সে যোগ দিল, লাফাতে লাফাতে চলল জিরিয়ানস্কির পাশেপাশে। 'শান্ত' ক্লাবে যখন তারা সারবন্দী হয়ে ঢুকল সবাই উঠল হাততালি দিয়ে মৃদু হেসে। সার দিয়ে তারা সভার মুখোমুখী দাঁড়াল। তারপর এলেন জাখারভ, সঙ্গে তর্স্কি। খুসি হয়ে নিজেদের মধ্যে তাঁরা কী যেন বলাবলি করছিলেন। চতুর্থ দলের দিকে তাঁরা তাকালেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। তর্স্কি ঘোষণা করল সভা শুরু হয়েছে।

'চতুর্থ দলের কম্যান্ডার কমরেড জিরিয়ানস্কি!' তর্স্কি বলল।

জিরিয়ানস্কি তার দলের সামনে এগিয়ে এসে হাঁক দিল:

'চতুর্থ দল — এ্যাটেনশান!'

তারপর বক্তৃতা দিলে:

'কমরেড কলোনিবাসীরা, চতুর্থ দলের চোদ্দ জন কলোনিবাসীর সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়েছিল সাধারণ সভাকে অনুরোধ করা হবে আমাদের শিক্ষানবিস ইভান গালচেঙ্কোকে কলোনিবাসী খেতাব দিতে। আমরা জানি ইভান গালচেঙ্কো ভালো কমরেড, আন্তরিক কর্মী আর হাসিখুসি ছেলে। কলোনিবাসী ভ্লাদিমির বেগুনকের কাছে তার বিষয়ে আরো তোমরা শুনবে। বেগুনকের ওপর ভানিয়ার ভার। গালচেঙ্কো — মার্চ করে পাঁচ পা এগোও!'

বিব্রত ও আরক্ত হয়ে ভানিয়া গিয়ে দাঁড়াল তার কম্যান্ডারের পাশে। বেগুনকও সারি থেকে এগিয়ে এসে সংযত সরকারী সুরে ভানিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলল। গালচেঙ্কো দলে রয়েছে মাত্র তিন মাস। কিন্তু তার মধ্যেই বেশ লোক চেনা যায়। কখনো সে ঝগড়া করে না, সর্বদা ঠিক সময়ে হাজির হয়, যা বলা হয় তাই চটপট করে, সব সময়েই হাসিখুসি মেজাজ। নিজের কম্যান্ডার বা ডিউটির কম্যান্ডার বা কোনো সিনিয়র কলোনিবাসী — কারুর তোষামোদ সে করে না। দিনে সে এখন আশিটা করে ঢালাই বানাচ্ছে। প্রত্যেকে তার উপর খুসি। প্রতিদিন সে পাইওনিয়ারদের পত্রিকা 'পাইওনেরস্কায়া প্রাভদা' পড়ে। অক্টোবর বিপ্লব আর লেনিনের কথা জানে। জানে কী ভাবে দেনিকিন, য়ুদেনিচ আর কলচাক পরাস্ত হয়। এ ছাড়াও সে জানে নিপার বাঁধ, কৃষির যৌথীকরণ আর কুলাকদের সঙ্গে সংগ্রামের কথা। এ সব খুব ভালো করেই ও শিখেছে। ওর ইচ্ছে কলোনি ছেড়ে যাবার পর লাল বিমানবাহিনীতে যোগ দেবে। কিন্তু বোমারু বিমান চালাতে চায় না, চায় জঙ্গী বিমান চালাতে। এই ও বলে, অবশ্য কী হয় পরে তা দেখা যাবে।

কলোনিকে খুব ভালোবাসে ভানিয়া। এখানকার সব আইনকানুন সে জানে, সঙ্গীত শিখছে, ব্যান্ড দলে যোগ দিতে চায়। এই ধরনের ছেলে সে। ওর ভার ছিল আমার উপর, কিন্তু কোনোই ঝক্কি পোহাতে হয়নি—এই বলে বেগুনক বক্তৃতা শেষ করল।

তারপর মার্ক গ্রিনগাউজ বক্তৃতা দিতে উঠে জানাল কম্সমল প্রতিষ্ঠান চতুর্থ দলের প্রস্তাব সমর্থন করে। গত তিন মাসে ভানিয়া দেখিয়েছে 'পয়লা মে'র ব্যাজ পাবার সে যোগ্য। যে-সব দলে চার মাসের বেশি শিক্ষানবিস রয়েছে তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

অন্যান্য কলোনিবাসীরা কিছু কিছু বলল। ভানিয়া এই সম্মান চিহ্নের উপযুক্ত বলে সবাই একমত হল।

ক্লাভা কার্শিরিনা যোগ দিল:

'ভালো কলোনিবাসী ও। সব সময়েই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ব্যবহারে ভালো আর পরিপাটি। তাছাড়া ও আমাদের দলের লোক তো বটেই, মেহনতী।'

তারপর জাখারভ উঠলেন। খানিক ভেবে হাত নেড়ে বললেন:

'তোমরা জানো আমার কর্তব্য আর স্বভাব হল খুঁত বার করা। কিন্তু ভানিয়ার মতো ছেলের বেলায়—কোনো খুঁতই চোখে পড়ে না। একটি মাত্র কথা: চতুর্থ দলের ছেলেরা, নজর রেখো, বেশি তারিফ করে বিগড়ে দিয়ো না। আর ভানিয়া, ওরা যখন তোমার প্রশংসা করবে তখন তার সবটা বিশ্বাস না করার চেষ্টা করো... নিজের কাছেই নিজে দাবি করবে। জানো তো কাউকে খুব বেশী প্রশংসা করার মতো খারাপ কিছু নেই। বুঝলে?'

ভানিয়া দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝল জাখারভ তার কাছে থেকে কী চান। চিন্তিতভাবে সে মাথা ঝোঁকাল।

বক্তৃতা শেষ হল।

তর্স্কি ঘোষণা করল:

'কলোনিবাসীরাই শুধু ভোট দেবে। যারা ভানিয়া গালচেঙ্কোকে কলোনিবাসীর খেতাব দেবার স্বপক্ষে তারা হাত তোল।'

অসংখ্য হাত উঠল। আনন্দ আর বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ভানিয়া দাঁড়িয়ে রইল তার কম্যান্ডারের পাশে।

'সর্ববাদী সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হল! দয়া করে সবাই উঠে দাঁড়াও!'

সবাইকে উঠে দাঁড়াতে আর ঘরের দূরতম কোণ থেকে ভ্যাদিমির কলোসকে ঝকঝকে মেঝের উপর দিয়ে চতুর্থ দলের দিকে আসতে দেখে ভানিয়া আরো অবাক হল। কলোস পয়লা নম্বর কলোনিবাসী।

কলোসের হাতে রুইতনের আকারের এক টুকরো মখমল। তাতে সোনালী আর রূপোলী সুতোয় ব্যাজের অক্ষরগুলো লেখা।

সে বলল, 'ভানিয়া গালচেঙ্কো! এই তোমার ব্যাজ। পুরোপুরি তুমি আমাদের কলোনিবাসী হলে। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখো কলোনি আর সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থ। কখনো যদি তোমার ডাক পড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার, তাহলে লড়াই কোরো সাহসের সঙ্গে, বুদ্ধিমানের মতো, ধৈর্য ধরে। অভিনন্দন গ্রহণ করো!'

ভানিয়ার করমর্দন করে তাকে সে ব্যাজটি দিল। প্রত্যেকে হাততালি দিয়ে উঠল। ভানিয়ার কাঁধে হাত রাখল জিরিয়ানস্কি। ততক্ষণে তার্স্কি সভার কাজ বন্ধ করেছে। প্রত্যেকে ভীড় করে এল নতুন কলোনিবাসীর চারিদিকে। তার সঙ্গে করমর্দন করল, অভিনন্দন জানাল। জাখারভও করমর্দন করে বললেন:

'ভানিয়া, ঠিক হয়ে থেকো। দেখি তো ব্যাজটা কেমন! লিদা, তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি ব্যাজটা সেলাই করতে চাও তো...'

'ভয়ানক চাই!'

লিদার সোনালী চুলে ভর্তি মাথা ঝুঁকে এল ভানিয়ার দিকে।

'আমাদের ঘরে এসো!'

জীবনে এই প্রথম ভানিয়া গেল একাদশ দলের ঘরে। মেয়েরা তাকে ঘিরে ধরল। বসাল ডিভানে। চকোলেট দিল, নানা প্রশ্ন করল, প্রচুর হাসল। তারপর ভানিয়া তার টিউনিক খুলে লিদা তালিকভাকে দিল। বাঁ হাতের আস্তিনে লিদা ব্যাজটি দিল সেলাই করে।

আবার পোষাক পরলে বারবার তাকে তারা আয়নার সামনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তার কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ল শুরা মিয়াৎনিকভা। আয়নাতে দেখা গেল শুরা হাসছে, দাঁতগুলি তার ঝকঝকে, শাদা, সুগঠিত।

'দেখছো তো, কেমন সুন্দর আমরা!'

ভানিয়া তাদের কাছে বিদায় নেবার সময় সবাই চেঁচিয়ে বলল:

'আবার এসো ভানিয়া, আবার এসো!'

তাদের ঠেলে সরিয়ে শুরা মিয়াৎনিকভা এসে বলল:

'সত্যি বলছি লাইব্রেরি চক্রে ওর নাম দেব! ঠিক ওর মতো কাজের ছেলেই আমার দরকার। আমার চক্রে যোগ দেবে তো?'

ভানিয়া মুখ তুলে তাকাল। লজ্জা হয়নি তার, অহংকারও হয়নি, শুধু কেমন সচকিত ও মুগ্ধ হয়ে উঠেছে সুখে—এ সন্ধ্যায় এত যে সুখ তাকে আচ্ছন্ন করবে তার জন্য একেবারেই সে প্রস্তুত ছিল না, জানত না জীবনে কতটা আনন্দ লোকে বরদাস্ত করতে পারে। আশ্চর্য মুখ মেয়েগুলির, মনে হল অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর। তাদের হাসিখুসিতে, তাদের আশ্চর্য স্বর, ঝকঝকে তকতকে সুগন্ধী ঘরখানা, এমন কি যে চকোলেট তাকে তারা দিয়েছিল তার মধ্যেও এমন ভারি মর্মস্পর্শী, ভারি উঁচু এমন একটা কিছু ছিল যা মানুষের বোধশক্তির অতীত। ভানিয়া তার কিছুই বুঝল না। সে কথা দিল লাইব্রেরি চক্রে কাজ করবে।

অথচ এ তো কেবল আগস্টের সেই আনন্দের মাসের এক সন্ধের ঘটনা। তেমন দিন, তেমন সন্ধে আরো যে কত আছে!

হঠাৎ খবর রটল হাওয়া চলাচলের নতুন ব্যবস্থায় কলিয়া ডাক্তার একেবারেই খুসি নয়। সে জোর করছে যে সব বাচ্চা ছেলে ঢালাই বানায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কারখানায় বদলি করে দেওয়া দরকার। জাখারভের আপিসে ব্লুম এক বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি ডাক্তারের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন নিজের বৃদ্ধ হৃদযন্ত্রের প্রতি:

'ডাক্তার হিসেবে নিশ্চয়ই আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ঐ চিমনি নিয়ে প্রত্যহ যদি আমায় হাঙ্গামা সইতে হয়, তাহলে সবচেয়ে শক্তিশালী হার্টও তা সহ্য করতে পারবে না...'

'একদম বাজে কথা!' ব্লুমের দিকে রেগে তাকিয়ে ডাক্তার জবাব দিল। 'এর সঙ্গে আপনার হার্টের কোনো সম্পর্ক নেই!'

ব্যাপারটার এইভাবে নিষ্পত্তি হল: কম্যান্ডার পরিষদ কলোনির বয়স্ক সভ্যদের রাখল ঐ কাজে। তাদের মধ্যে রিজিকভও রইল। ছোটোদের পাঠানো হল টার্নিঙের কাজে। এই ধরনের অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে চতুর্থ দল এমন অবাক হল যে কয়েক দিন ধরে একেবারে ভেঙে রইল তাদের গলা।

টার্নার! টার্নারের দেখা যে কোনো রূপকথা, কোনো উপাখ্যানেই মেলার নয়। খ্যাংড়া-ঠ্যাঙ্গা-পা বাবা ইয়াগা ডাইনি, সোনালী পেয়ালা, রসালো আপেল, কথা-কওয়া রুটি, দয়ালু খরগোস ও ভালোমানুষ খেঁকশেয়াল,

'মোইদোদ্যর' আর ডাক্তার 'আইবলিতের' গল্প—সবাই তারা তোমার নাগালের মধ্যে। কোনো সন্দর সন্ধ্যায় বড় করে চোখ মেলে কল্পনায় তাদের সঙ্গে অনায়াসে উড়ে যেতে পার রূপকথার বনে, জট-পাকানো পথে, তিন দশের রাজ্য পেরিয়ে তেপান্তরে। এটা খুবই সম্ভব, কারুরই তাতে আপত্তি নেই। গল্পের ব্যাপারে বয়স্করা খুবই উদার আর বদান্য। কিন্তু তাদের কাছে শুধু একবার একটা সাধারণ টার্নিঙ লেদ চেয়ে দেখো, মস্কো বা কলোমনার মতো বিশেষ ধরনের নয়, সবচেয়ে সাধারণ, যেমন সামারা লেদ। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে সেটা পাওয়া অদৃশ্য হবার টুপির চেয়ে অনেক বেশী অসম্ভব। টার্নিঙ লেদ? বলছ কী? বরং ঢালাই বানাও না, কাঠ পালিশ করতে চাও—বেশ তো করো। লোহা-লক্কড় বানাবার টার্নিঙ লেদ—সেটির প্রস্তাব কেউ কখনো করবে না।

হঠাৎ তারা সবাই হয়ে উঠল টার্নার — শারি, কিরিউশ্‌কা নোভাক, পেৎকা ক্রাভ্‌চুক, এমন কি ভানিয়াও, মাত্র দিন কয়েক আগে যার প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল পালিশের কালো কালির জুতোর মধ্যে। লোহা-লক্কড় বানাবার টার্নার! এই কথাগুলো যে উচ্চারণ করলেই তা ধ্বনিত হয়ে ওঠে সঙ্গীতের মতো। গলার স্বর হয়ে ওঠে পুরুষের মতো, চলার তাল হয়ে ওঠে ভারি, আর জীবনের জরুরী সব সমস্যা মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে আর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সমাধান মিলে যায়। নতুন দৃষ্টিতে তাকায় তারা, তাদের মগজ কাজ করে নতুনভাবে। সেলাই কারখানা বা সংযোজন স্টোডিয়ামের কথা ভেবে তারা নাক সিঁটকোয়। সেগুলোকে কি সত্যি সত্যি কারখানা বলা যায়? এখন তারা বুঝতে পারে স্টোডিয়ামে যারা কাজ করে আর যাদের 'সূত্রধর' বলা হয় তারা কী রকম তুচ্ছ আর করুণ জীব। কিন্তু এমন কতকগুলো কথা আছে যেগুলো এই নতুন টার্নাররা শুনতে চায় না। যেমন, কতকগুলো সামারা লেদ আসার পর অষ্টম দলের কম্যাণ্ডার আলেক্সান্দার ওস্তাপ্‌চিন সবাইকে শুনিয়ে বলে উঠল:

'সলোমন দাভিদভিচ, এই পুরনো লক্কড়গুলো কোথা থেকে জোটালেন? একেবারে বরিস গদুনভের আমলকার!'

যথারীতি ব্লুম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন তলার ঠোঁট ফুলিয়ে:

'সবাই তোমরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছ একেবারে ভয়ঙ্কর রকমের। চাই কেবল আধুনিক জিনিস। নয় বরিস বা এমন কি ইয়েফিমের আমলেরই হোল, এখনো এ দিয়ে আমরা ভালোই কাজ চালাতে পারব।'

ওস্তাপ্‌চিনের চেয়ে ব্রুমের কথাগুলোই ছেলেদের মনে বেশী করে গেঁথে রইল।

এল সেই সাফল্যের আনন্দমুখর দিন। চতুর্থ দলের ছেলেরা সেই প্রথম টার্নিঙ লেদের সামনে নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে সাপোর্টে ডান হাত রাখল। উত্তেজনায় ছেলেদের পা কাঁপছে। লেদের অক্ষদণ্ডের সঙ্গে আটকানো তেল-পাত্রের দিকে তারা চেয়ে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ব্রুম। তাঁর বৃদ্ধ রুগ্ন হার্ট শান্ত হল। বললেন:

'দ্যাখো দিকি, বাজে আবার কোথায়? লোকের যত বাড়াবাড়ি। ওঁদের চাই এর্লিকিন লেদ; চাই একেবারে কালিবারের কাজ। এগুলো ওঁদের কাছে হল লক্কড়!'

কারা বাড়াবাড়ি করছে, এর্লিকিনটা কী জিনিস কিংবা কালিবারের কাজের মানে কী, এ সম্বন্ধে ফিল্‌কা, কিরিউশা আর ভানিয়ার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। একেবারে আসল একটা উচ্চ শ্রেণীর বিস্ময়কর টার্নিঙ লেদ যে তাদের ইচ্ছা অনুসারে চলছে থামছে, সে যন্ত্রের ভিতর থেকে আসল তামার চাঁচুনি কুঁকড়ে বেরিয়ে আসছে, আসল তেল-পাত্র গাদা হয়ে উঠছে যন্ত্রে চাঁচা-ছোলা হবার জন্য, যে তেল-পাত্রের জন্য অসহিষ্ণু হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে দেশের সব কারখানা।

সেই একই আগস্ট মাসে আরো একটা ঘটনা ঘটল। সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইস্কুল খুলল। ভানিয়া গালচেঙ্কো বসল পঞ্চম ক্লাসের প্রথম ডেস্কের সামনে। চতুর্থ দলের প্রায় সবাইকেই ভর্তি করা হয়েছে এই ক্লাসে, ঠিক যেন টার্নিঙ কলঘরটাই এসে বসেছে। কিন্তু তারা ছাড়াও ছিল মিশা গন্তার। শেষ ডেস্কের সামনে সে বসে। মাসের শুরুতেই ইস্কুল সম্বন্ধে সে তার বিরুদ্ধ মনোভাব জানিয়ে দিয়েছিল:

'পঞ্চম ক্লাস চুলোয় যাক তোমার, আমি তো লরি চালাতে শিখব।'

দ্বিতীয় পেত্রভ বসল গন্তারের সঙ্গে। তার কাছেও পঞ্চম ক্লাস নিষ্প্রয়োজন। ফিল্ম প্রজেকশান বা কনভার্টার সম্বন্ধে কী তারা তাকে শেখাতে পারে? এ-বিষয়ে জাখারভ কিন্তু তাঁর মতামত জানালেন এক সাধারণ সভায়:

'তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। যেন না শুনি: "ইস্কুলে পড়ে লাভ কী? যথেষ্ট শিখেছি।" ইস্কুলে কেউ না গেলে তাকে মাঝখানে দাঁড়াতে হবে। কেউ যদি গাড়ি চালাবার বা সিনেমা অপারেটারের কাজ শিখবে বলে

ভেবে থাকে, তোমাদের জানিয়ে দিই খারাপ নম্বর পেলে তাদের আমি সে অনুমতি দেব না। ওসব কথা ভুলে যাও... মোট কথা: মনে রেখো যে লেখাপড়া শিখতে চায় না সে খারাপ সোভিয়েত নাগরিক, আমাদের দলে তার স্থান নেই।'

মুখ গোমড়া করে ভুরু কুঁচকে মিশা গস্তার শেষ ডেস্কের সামনে বসে রইল। কপালের রেখাগুলো কুঁচকে কুঁচকে উঠে গেল তার চুল পর্যন্ত। কিন্তু শিক্ষক যখন এসে পড়ানো শুরু করেন সেই রেখাগুলো হয়ে উঠল খাড়া। পঞ্চম ক্লাসের মনিটর হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হবার পর গস্তার তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল:

'নির্বাচিত যখন করেছোই তখন তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, এ-নিয়ে পরে হল্লা কোরো না! জেনে রেখো, একটু হাঙ্গামা করলেই অপরাধীকে মাঝখানে দাঁড় করাব। কেউ লেখাপড়া করতে না চাইলে তাকে আমরা জোর করে লেখাপড়া করাব। এ্যাটেনশান হয়ে ফ্যালফ্যাল করে যখন দাঁড়াতে হবে, তখন বাছাধন টের পাবে শিক্ষকদের কেন বেতন দেওয়া হয়। দেখবে এটা ইয়ার্কির ব্যাপার নয়।'

গস্তারের ইতিহাস পঞ্চম শ্রেণীর সবাই ভালো করে জানে। বিশেষ করে তার আগেকার ফেল হবার কথা। এখন কিন্তু তাকে তারা দেখল তাদের মনিটর হিসেবে। কেউ তার কথা উড়িয়ে দিতে পারল না, বিশেষত তার মুখে যখন ফুটে উঠেছে সরলতা ও আন্তরিক ক্রোধের ভাব।

ইগর চের্নিয়াভিনকে ভর্তি করা হল অষ্টম ক্লাসে। এখনো সে একেবারে মনস্থির করতে পারেনি লেখাপড়া করবে কি না। কিন্তু ভান্দা আর অক্সানা তার সামনে বসায় ক্লাস-ঘরটা হয়ে উঠল মনোরম, তরুণ শিক্ষকের মুখটাও ভালো লাগল তার।

২০

কমরেড ক্রেইৎসার

চমৎকার শুরু হল সেপ্টেম্বর। পয়লা সেপ্টেম্বর 'তরুণ দিন'। কলোনিবাসীদের সারিতে এই প্রথম ভানিয়া দাঁড়াল। কলোনিবাসীদের পরনে প্যারেডের ইউনিফর্ম, তাতে ঝকঝকে ব্যাজ লাগানো, কলার শাদা। চাঁদি-টুপিতে এম্ব্রয়ডারি করা। লম্বা সারি দিয়ে কলোনিবাসীরা দাঁড়িয়ে। ব্যাণ্ড-বাজিয়ের দল ডান দিকে। ভানিয়া জানে তার জায়গা ষষ্ঠ প্লেটুনে, ছোটোদের

মধ্যে। প্লেটুন কম্যান্ডার সেমিওন কাসাৎকিন। ছেলেটি রোগা, চুল সোনালী। সকালের পরিদর্শনের সময় ভানিয়া তাকে মাঝে মাঝে দেখেছে স্বাস্থ্য কমিশনের সদস্য হিসেবে। ভেবেছে সে সাধারণ এক কলোনিবাসী। হঠাৎ তার অন্য এক রূপ প্রকাশ পেল। যেই 'প্লেটুনে দাঁড়াও' বলে বিউগ্‌লের সঙ্কেত বাজল আর ফুলের কেয়ারির সামনের চওড়া জায়গায় সবাই দৌড়ে এল, তখন থেকেই কাসাৎকিনের চাউনি হয়ে উঠল কঠিন, স্বর ভারি গম্ভীর, হাবভাব একেবারে সামরিক ধরনের। প্লেটুনের সামনে দাঁড়িয়ে কড়া আদেশের সুরে সে বলল:

'বকবক করো না! গাইদভস্কি!'

ছেলেরা চুপ করে গেল। গাইদভস্কি ও অন্য সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কম্যান্ডারের দিকে।

'ডান কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও!'

আগেই ভানিয়া শুনেছিল বিউগ্‌লে 'প্লেটুনে দাঁড়াও' বাজাবার পর একমাত্র ক্ষমতা থাকে ডিউটির কম্যান্ডারের। তখন আর কম্যান্ডার বা কম্যান্ডার পরিষদ থাকে না। থাকে শুধু ছ'টি প্লেটুন আর ব্যান্ড-বাজিয়ের দল। প্রত্যেক প্লেটুনের সামনে থাকে প্লেটুনের দলপতি। তারা নির্বাচিত নয়, জাখ্যরভ তাদের নিয়োগ করে থাকেন। প্লেটুনের এই সব দলপতির সঙ্গে কোনো রকম তর্কাতর্কি করা চলে না। তাদের অর্ডার মানতে হবেই হবে।

লম্বার দিক দিয়ে প্লেটুনে ভানিয়ার জায়গা তৃতীয়। কাঁধ মেলাতে মেলাতেই কাসাৎকিনের দিকে তাকিয়ে সে দেখল জাখারভ আসছেন। তাঁর পরনেও কলোনিবাসীর ইউনিফর্ম। তাতে ব্যাজ লাগান। কিন্তু চাঁদি-টুপির বদলে মাথায় তাঁর সাধ্যরণ টুপি। সারির সামনে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যান্ড থেকে শুরু করে বাঁ দিকের ষষ্ঠ প্লেটুনের সবচেয়ে ছোটো ছেলেটির দিক পর্যন্ত ধীরে ধীরে তিনি তাকালেন। সারির সবাই দাঁড়িয়ে রইল উৎসুক হয়ে। অপরিচিত তীক্ষ্ণ কড়া গলায় জাখারভ আদেশ দিলেন:

'নিশান সেলাম!.. এ্যাটেনশান!'

পঙক্তির দিকে পিঠ ঘুরিয়ে হাত তুলে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কলোনিবাসী সবাই সঙ্গে সঙ্গে এ্যাটেনশান হয়ে স্যালুটের ভঙ্গীতে হাত তুলল। ব্যান্ডে বেজে উঠল কী একটা নতুন গম্ভীর সুর, কিন্তু খুবই যেন চেনা। কোন সুর বাজছে ভানিয়া বোঝবার সময় পেল না। কপালে হাত ঠেকিয়ে সবাই যে-দিকে তাকাচ্ছে সে দিকে তাকাল। সদর দরজার ভিতর

থেকে সঙ্গীতের তালে তালে মার্চ করে এল ছোটো একটি দল। তার সামনে ডিউটির কম্যান্ডার লিদা তালিকভা। সে-ও স্যালুট করে রয়েছে। তার পিছনে আরো তিনজন কলোনিবাসী — পতাকাবাহক হিসেবে সিনিয়র কলোনিবাসী ভ্লাদিমির কলোস। দু-পাশে তার রাইফেল-ধারী কলোনিবাসী। এই প্রথম ভানিয়া দেখল 'পয়লা মে' কলোনির পতাকা। সে-সম্বন্ধে আগে থেকেই খানিক সে জানত। পতাকাবাহী কলোস আর তার দুই সহকারী কোনো বিশেষ দলের নয়। তারা এমন এক বিশেষ 'পতাকা দলে' যার নিজস্ব ঘর আছে। কলোনির মধ্যে একমাত্র এই ঘরটাই তালাবন্ধ করে রাখা হয়। সেখানে পতাকা থাকে এক মঞ্চে। তার পিছনে এক মখমল-মোড়া দেয়াল, উপরে মখমলের চাঁদোয়া।

এমন আশ্চর্য স্বাভাবিকভাবে কলোস পতাকাটা ধরে যেন তার কোনো ওজনই নেই। পতাকাটির সোনালী উপরিভাগ তার মাথার উপর প্রায় নড়ছেই না। সোনালী এম্ব্রয়ডারি-করা তার লাল মখমলের ভাঁজগুলো সোজা পড়েছে কলোসের কাঁধে।

পতাকার দল পুরো সারির পাশ দিয়ে চলে গেল। সারির সবাই নিশ্চল হয়ে স্যালুটের ভঙ্গীতে রইল দাঁড়িয়ে। ডান পাশে এসে তারা দাঁড়াল। স্তব্ধতার মধ্যে জাখারভ আদেশ দিলেন:

'কলোনিবাসী শারি, ক্রাভ্‌চুক, নোভাক — পাঁচ পা আগে!'

বাড়তি সময়ে ঢালাই বানাবার সেই শাস্তির মুহূর্ত এল এবার। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ভিতিয়া তর্স্কি এগিয়ে এসে একটা কাগজ থেকে পড়ে শোনাল অমুক অমুককে কলোনির ডিসিপ্লিন না মানার জন্য তিরস্কার করা হচ্ছে। ভানিয়া দাঁড়িয়েছিল ফিল্‌কার পিছনে। সে লক্ষ্য করল ফিল্‌কার কান কী রকম টকটকে হয়ে উঠছে। এরপর অপরাধীদের জাখারভ অর্ডার দিলেন নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে। সারির মধ্যে ফিল্‌কা ফিরে গিয়ে কোন একদিকে তাকিয়ে রইল, খুব সম্ভবত তার ধারণা সেই দিকে ন্যায়বিচার মিলবে।

ততক্ষণে কিন্তু জাখারভ নতুন আর একটা অতি জটিল আদেশ দিলেন। মার্চের সুরে ব্যান্ড বেজে উঠল। সারির মধ্যে পড়ে গেল হুড়োহুড়ি। লাইন ভেঙে গেল কয়েক জায়গায়। ভানিয়া বুঝতে পারার আগেই ছেলেরা মার্চ করতে শুরু করল এক এক লাইনে আটজন করে। তখন টের পেল তার প্লেটুনের প্রথম সারিতে সে রয়েছে। তার সামনে মার্চ করছে একলা

কাসাৎকিন। তাকে পেরিয়ে রাশিরাশি সোনালী চাঁদ-টুপি। তারো আগে পতাকার সোনালী চুড়োটা। চলার ভঙ্গী না বদলে ঘাড় ফিরিয়ে রেগে কাসাৎকিন বলে উঠল:

'গালচেঙ্কো, পা মিলিয়ে চল!'

খরশিলভকার প্রথম ঘরগুলোর কাছে পৌছবার আগেই দলের মধ্যে স্বাভাবিক বোধ করতে শুরু করল ভানিয়া। দল বেঁধে পা মিলিয়ে চলতে তার আর বিন্দুমাত্র অস্বস্তি নেই। শুধু যে সহজ লাগল তাই নয়, ভারি চিত্তাকর্ষক বলেই তার মনে হল। খরশিলভকার ফুটপাথে লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল প্রশংসার দৃষ্টিতে। সহরের প্রধান পথে পৌছবার সময় ব্যাণ্ডের বাজনা হয়ে উঠল আরো জোরাল আর প্রফুল্ল। দর্শকদের ভীড়ের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় এই প্রথম ভানিয়া বুঝল কলোনিবাসীদের এই সারিটা কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! খানিক দূরে গিয়ে শোভাযাত্রার সুসজ্জিত শ্রেণীর মধ্যে তারা নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়াল। লাল ফৌজের এক বাহিনীর সঙ্গে তাদের দেখা হল। স্যালুট করল তাদের। গেল তারা নীল পোষাক পরা একদল মেয়ের পাশ দিয়ে, একদল ব্যায়ামবিদের সামনে দিয়ে, হাত তাদের খালি, গেল হাসিখুসি ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের দীর্ঘ একটি বাহিনী পেরিয়ে। কলোনিবাসীদের দিকে সবাই তাকাল খুব খুসি হয়ে। সবাই অভিবাদন জানাল, হাসল, অবাক হল তাদের ব্যাণ্ডের উৎকর্ষ দেখে। ভীড়ের মধ্যের মেয়েদের বিশেষ করে ভালো লাগল ষষ্ঠ দলকে। এ দলের সভ্যদের বয়স সবচেয়ে কম, মুখ সবচেয়ে গম্ভীর।

সেই সন্ধেয় ক্রেইৎসার এলেন সাধারণ সভায়। খুব কমই তিনি আসেন। কলোনিবাসীরা এই লোকটিকে ভালোবাসে। চওড়া গোঁপদাড়ি-কামানো মুখ, চোখ হাসি-হাসি, অবাধ্য চুল কপালে এসে পড়েছে। এটা অবশ্য খুবই বড় কথা যে, তিনি প্রাদেশিক কার্যনির্বাহ কমিটির সভাপতি। কিন্তু এ-ও বড় কথা ক্রেইৎসার কখনো হামবড়াই করেন না, সহজ সুরে কথা বলেন আর সত্যিসত্যি হাসবার মতো কথা শুনলে সব সময়েই হাসেন। সেই সন্ধেয় সভায় তিনি আসবেন বলে একেবারেই কেউ ভাবেনি। কেবল এক মুহূর্তের জন্য গম্ভীর মুখে স্যালুট করল সবাই। পরেই হাসি ফুটে উঠল সবার মুখে। ক্রেইৎসারও হাসলেন:

'বেশ জমেছে তোমাদের আজ, কী বলো কমরেডরা?'

'জমবে না আবার!'

বড়ো বড়ো পা ফেলে মঞ্চের দিকে তিনি এগুলেন। কিন্তু মেঝের মাঝখানে থেমে গেলেন, যেখানে বহু ছেলে অস্বস্তিকর সময় কাটিয়েছে। মুখে তাঁর একটা কপট ভ্রূকুটি।

তিনি বলতে শুরু করলেন, 'জানো, আজ সন্ধেয় এখানে কেন এসেছি? এসেছি তোমাদের প্রশংসা করতে। শুনেছি তোমাদের কাজ চলছে বেশ ভালোই।'

'ভালোই চলছে...' ঘরের নানা দিক থেকে শোনা গেল। 'কিন্তু আর একটু খুঁটিয়ে বলুন!'

'তা বলছি। রাষ্ট্রীয় সাহায্য থেকে তোমাদের নাম কাটা গেছে। তার মানে বোঝো তো? তার মানে এবার থেকে তোমরা চলবে নিজেদের আয়ে, সরকারী খরচে নয়। আমার তো মনে হয় এটা খুব ভালো খবর।'

কলোনিবাসীরা হাততালি দিয়ে উঠল।

'এ জন্যে আমার অভিনন্দন নাও। তবে তোমাদের কীর্তিটা এখনো এমন কিছু নয়!'

'এমন কিছু নয়!'

'হ্যাঁ, এমন কিছু নয়! আরো এগুতে হবে তোমাদের! তাই না?'

'ঠিক বলেছেন।'

'এখানে তোমাদের কারখানাটা বলবার মতো কিছু নয়। একেবারে চালাঘর।'

'স্টেডিয়াম!' কে একজন বলে উঠল।

'ঠিক বলেছ, স্টেডিয়াম,' হেসে একমত হলেন ক্রেইৎসার। সঙ্গে সঙ্গে তাকালেন ব্রুমের দিকে। 'সলোমন দাভিদভিচ, শুনলেন তো?'

'কথাটা আমি বহুকাল ধরেই শুনে আসছি।'

'তাই তো... আর ওই লেদগুলো...'

'লেদগুলো একেবারে ছাগল!'

'হ্যাঁ, সে কথা সত্যি, ওগুলো ছাগল!'

মঞ্চের সিঁড়ির উপর ছেলেদের মধ্যে তিনি বসলেন। হঠাৎ তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

সভাকে তিনি বললেন, 'বলছিলাম কী, একটা আসল কারখানা বানানো যাক। কী বল?'

'সে কি, কেমন করে?' তস্কি প্রশ্ন করল।

'শোনো একবার কথাটা!' ঠোঁট বাঁকালেন ক্রেইৎসার। 'জানো না কী করে তা করা যায়! ঘর তুলব, যন্ত্রপাতি কিনব।'

'টাকা আসবে কোথা থেকে?'

'টাকা তো তোমাদের কাছে রয়েছে —তিন লাখ, তাই না?'

'এটা যথেষ্ট নয়।'

'তা সত্যি! তোমাদের দরকার — হিসেব করে দেখি — দশ লাখ।'

'ওটা আমাদের ধার দিন না কেন,' চেঁচিয়ে উঠল ফিল্‌কা।

'ধার দেব! উঁহুঁ, তাতে লাভ হবে না। তোমাদের ধার করতে হবে সাত লাখ, রয়েছে তো মাত্র তিন লাখ! কিন্তু কী করবে জানো? শোনো বলি!'

বাচ্চার মতোই তিনি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন:

'উপায় আছে! সত্যি আছে। শোনো বলি, আমি তোমাদের দেব চার লাখ আর তোমরা নিজেরা তোলো তিন লাখ। সলোমন দাভিদভিচ, আরো তিন লাখ তুলতে আপনাদের কত সময় লাগবে?'

ঠোঁট নেড়ে আঙুল গুণতে গুণতে সামনে ঝুঁকলেন ব্রুম:

'মুখের ওপরই বলি, আমাদের কলোনির ছেলেরা যেমন তেমন নয়, চমৎকার ছেলে! কাজটা করতে খুব বেশী সময় লাগবে না — ধরুন এক বছর।'

'মোটে এক বছর?'

'হ্যাঁ, এক বছর। হয়তো তার আগেও।'

ক্রেইৎসার তাকালেন জাখারভের দিকে। তিনি মৃদু হাসছিলেন:

'আসুন আলেক্সেই স্তেপানভিচ, লাগা যাক!'

জাখারভ খোলাখুলিই মাথা চুলকালেন। বললেন:

'অনেক দিন ধরেই ও বিষয়ে আমরা ভাবছি। কিন্তু এক বছরে ঐ টাকাটা রোজগার করতে আমরা পারব না। এটা কোনো গোপন কথা নয় যে, আমাদের যন্ত্রপাতির একেবারে শেষ অবস্থা, কোনো মতে সেগুলো আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।'

কাতরে ব্রুম আবার উঠে দাঁড়ালেন:

'মানছি আমাদের যন্ত্রপাতি যাকে বলে তিন কাল খুইয়ে এক কালে ঠেকেছে। কিন্তু আমার মনে হয় কোনো মতে কাজ চালিয়ে নিতে পারব।'

'আমি বলতে পারি?' হাত তুলে সাণ্ডো জরিন প্রশ্ন করল। 'আমি বলছি

শুনুন। এক বছরে এই তিন লাখ টাকা আমরা তুলবই। একেবারে নিশ্চিন্ত বলে ধরে রাখুন। ছেলেরা সবাই তাই বলবে।'

'তুলে দেব টাকা,' উত্তরে সবাই কথাটা মেনে নিল।

'তারপর আপনি যদি সাহায্য করেন নতুন একটা কারখানা বানাব,' জরিন বলে চলল, 'শুধু কথা হচ্ছে কী ধরনের কারখানা? কিন্তু সে কথা আলাদা। আমার কথা হচ্ছে আপনার সাহায্য নিয়েও প্রথমে যদি আমাদের টাকাটা তুলতে হয় তাতে এক বছর কেটে যাবে। তারপর আর এক বছর কাটবে ঘরদোর বানাতে। অতএব দু-বছর লোকসান। দুঃখের কথা। এখন দেখুন সব জায়গাতেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হচ্ছে তিন বছরে, এমন কি আড়াই বছরেও। আমরাই বা পেছব কেন? বলুন ঠিক কিনা? আমার প্রস্তাব, এক্ষুণি তৈরী করতে শুরু করে দেওয়া যাক। আমাদের তো কিছু টাকা আছে। কেন তবে শুরু করব না? টাকাটা মিছামিছি পড়ে থাকবে কেন? আর আপনারাও... ইয়ে... মানে কী বলে...'

'এক্ষুণি তোমাদের টাকাটা দিয়ে দেব?'

'মানে এক্ষুণি নয়... কিন্তু মোটামুটি তাড়াতাড়ি!'

এমন সানুনয় দৃষ্টিতে জরিন ক্রেইৎসারের দিকে তাকাল যে কেউ না হেসে পারল না। অন্য ছেলেরাও ক্রেইৎসারের দিকে তাকাতে লাগল সেই সানুনয় দৃষ্টিতে। ছেলেদের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি জাখারভকে বললেন:

'তাকাচ্ছে দেখুন কেমন! কী নাছোড়বান্দা রে বাবা!.. ঠিক আছে, ঠিক আছে! আজই তোমাদের চার লাখ দেব!'

জাখারভ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে চীৎকার করে কী একটা বললেন। ক্রেইৎসারও তার করমর্দনের জবাব দিলেন একই যৌবনসুলভ আগ্রহে। চারিদিকে ছেলেরা চেঁচাতে আর হাসতে লাগল, লাফাতে লাগল নিজের নিজের জায়গা থেকে।

'অর্ডার, অর্ডার, কমরেডরা!' তর্স্কি প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু ক্রেইৎসার অসহায়ভাবে হাত ওলটালেন:

'আর অর্ডার ভিতিয়া! আমরা যে একটা কারখানা বানাতে চলেছি!'

তবে তর্স্কি নিজেও বুঝেছিল নিখুঁত ডিসিপ্লিনের জন্য আজকে অত উদ্বিগ্ন না হলেও চলবে।

২১

যান্ত্রিক অশ্রু

নতুন কারখানা নিয়ে কলোনির সবাই উত্তেজনায় পাগল হয়ে উঠেছে, যদিও এখনো সেটার অস্তিত্ব শুধু তাদের কল্পনায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ভাগ্যের আশীর্বাদ কেবল এতেই শেষ নয়।

একদিন খাবার ঘরে ভিতিয়া তর্স্কি ছুটে এল।

ভিতিয়া তর্স্কি কম্যান্ডার পরিষদের সেক্রেটারি, কম্‌সমল দপ্তরের সদস্য, ভার-ভারিক্কী লোক, কিন্তু এখন উত্তেজনায় সে একেবারে আত্মহারা। তার চুল এলোমেলো, হাত নাড়াচ্ছে সে।

চেঁচিয়ে বলল, 'জানিস, এমন খবর। এমন খবর যে কী বলব!'

কথাটা একেবারে সত্যি। কারণ সে হাঁপাচ্ছিল, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কথা বলা তার পক্ষে শক্ত।

সবাই নিজের নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠল। সবাই বুঝল নিশ্চয়ই অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে। স্বয়ং তর্স্কি চীৎকার করছে আত্মহারা হয়ে।

'কী হয়েছে? ভিতিয়া বল, বল আমাদের!'

'ক্রেইৎসার... আমাদের... একটা লরি দিয়েছেন! নতুন! মোটর-লরি!'

'যাঃ, বাজে বকছিস!'

'আরে সে লরি এসেও গেছে! উঠোনে রয়েছে! ড্রাইভারও আছে!'

আর একবার হাত নেড়ে তর্স্কি দৌড়ে বেরিয়ে গেল। সুপের কথা সবাই গেল ভুলে। দরজার দিকে ছোটার জন্য দারুণ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, সিঁড়িতে শোনা গেল পা ফেলার দুমদাম শব্দ। যারা ঠেলেঠুলে ঘর থেকে বেরুতে পারল না তারা আনন্দের আতঙ্কে ছুটে গেল জানালার কাছে।

কোনোই সন্দেহ নেই — কারখানার উঠোনে একটা নতুন লরি দাঁড়িয়ে। কলোনিবাসীরা সেটা ঘিরে ফেলল। চতুর্থ দলের কয়েকজন উঠে পড়ল তার উপর। এমন যে তাগড়া জোয়ান গন্তার সেও চেপে ধরল নিজের বুক। ড্রাইভারের কেবিনের কাছে একটি রোগা কালো লোক দাঁড়িয়ে। চোখদুটি তার কালো কালো। সসঙ্কোচে সে ছেলেদের দেখতে লাগল।

'মেকানিক?' জিরিয়ানস্কি তাকে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল।

'আমি লরি-ড্রাইভার।'

'পদবী?'

'ভরোবিয়ভ।'

'আর প্রথম নাম?'

'পিওতর।'

'ভাই সব, চ্যাঙদোলা করো ড্রাইভার পিওতর ভরোবিয়ভকে!'

ভালো কথা মাথায় খেলেছে তো। ভরোবিয়ভের দিকে ছেলেরা ছুটল লরির ওপর থেকে, নিচ থেকে। হুররে-রে ধরনের কী একটা শোনা গেল। শুধু চমকে উঠে খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে যাবার সময় পেল ভরোবিয়ভ, কিন্তু মুখ খুলতেও পারল না। চক্ষের নিমেষে তার সরু সরু পা আর ভারি ভারি বুট ঝলক দিয়ে উঠল ভীড়ের উপরে। নিরাপদে মাটিতে নেমে চারিদিকে সে তাকাল। তারপর তার কোঁচকানো পোষাক ঠিক না করেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করল:

'কী ধরনের লোক তোমরা?'

উত্তর দিল গম্ভীর। উবু হয়ে বসে কথাগুলোর উপর জোর দেবার জন্য হাত নাড়িয়ে সে বলল:

'আমরা হলাম কমরেড ভরোবিয়ভ, বুঝেছিস, সোভিয়েত লোক, আসল ল্যাক... একেবারে খাঁটি... কোনো দুর্ভাবনা নেই!'

এই সব আলাপ-সালাপ আর হৃদয়াবেগ জ্ঞাপনের দিকে চতুর্থ দলের ছেলেরা বিশেষ মনোযোগ দিল না। ভানিয়াও ছিল তাদের মধ্যে। বডি পরীক্ষা করে তারা ছুটল ইঞ্জিনের কাছে। আবিষ্কার করল সেটা কোন গঠন আর কোন মডেলের। অন্যান্য মডেল নিয়ে খানিক তর্কাতর্কি করে সবাই একমত হল লরিটা নতুন এবং এর সঙ্গে ব্রুমের সমস্ত যন্ত্রপাতির ঐশ্বর্য মায় সামারা টার্নিঙ লেদেরও কোনো তুলনাই চলতে পারে না।

নতুন কারখানার কল্পনার সঙ্গে এই বাস্তব নতুন লরি মিলে টার্নিঙ লেদ সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধা বেশ অনেকটা কমে গেল। ধাতু নিয়ে চিত্তাকর্ষক কাজ করে তারা হালে যে বিজয়-উল্লাস অনুভব করেছিল, সেটা ফিরে এল নতুন রূপে। এমন কি যে ভানিয়া গালচেঙ্কো কখনো আত্মহারা হয় না বা খেয়ালীপনা করে না, সে-ও একদিন কাজের সময় জাখারভের আপিসে হাজির হল। কাজের লোকের মতো কথা বলারই চেষ্টা করেছিল সে, কান্না চাপতে চেয়েছিল, তাসত্ত্বেও না কেঁদে পারল না।

'দেখুন আলেক্সেই স্তেপানভিচ! এ কি চলে? পুলিটা খারাপ হয়ে গেছে... বারবার সে কথা তাঁকে বলেছি...'

'এত হৈচৈয়ের কী আছে। পুলিটা সারালেই হবে।'

'সারাবে না। উনি শুধু বলেন কাজ করে যাও! এ দিয়ে কী কাজ করা?'

'চলো দেখি।'

শোকে দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে জাখারভের পিছন পিছন ভানিয়া উঠোন পেরুল। এখন আর সে কাঁদছে না। যান্ত্রিক কারখানায় পেঁাছে ভানিয়া জাখারভের আগে আগে ছুটে গেল তার লেদের কাছে। বলল:

'এই দেখুন।'

ভানিয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে উঠে লেদটা চালাল। তারপর সিলিঙ থেকে ঝুলন্ত কাঠের একটা দন্ড ডান দিকে সে ঠেলল। সেটা পুলিটা চালাবার হাতল। লেদ থেমে গেল।

'দেখছি বটে, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না,' জাখারভ বললেন।

হঠাৎ যন্ত্রটা আবার ক্যাঁচক্যাঁচ ঘড়ঘড় করতে করতে চলতে শুরু করল, যান্ত্রিক কারখানার অন্যান্য লেদের মতো। জাখারভ উপর দিকে তাকালেন। হাতলটা খুলে দুলতে দুলতে বাঁ দিকে চলেছে—পুলিটা ঘুরতে শুরু করেছে।

জাখারভ হেসে ভানিয়ার দিকে তাকালেন:

'বুঝলাম, এই তাহলে ব্যাপার ...'

'এ-ভাবে কাজ করা অসম্ভব। যন্ত্র থামিয়ে যেই আমি তেল-পাত্রটা বসাতে যাই অমনি আবার এটা চলতে শুরু করে। বলা যায় না, হাত কাটা পড়তে পারে ...'

ইতিমধ্যে জাখারভের পিছনে ব্রুম এসে দাঁড়িয়েছেন।

'সলোমন দাভিদভিচ, বাস্তবিকই বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে...' অনুযোগ করলেন জাখারভ।

'কী হল আবার?' ভানিয়াকে প্রশ্ন করলেন ব্রুম। 'তোমার জন্যে যে ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছিলাম!'

লেদের তলা হাতড়ে ভানিয়া এক টুকরো মর্চে-ধরা তার বার করল।

'এটাকে ব্যবস্থা বলেন?'

তারটার দুই প্রান্তে দুটো ফাঁস। একটা ফাঁস ভানিয়া হাতলে আটকাল আর একটা আটকাল লেদের এক কোণে। যন্ত্রটা থেমে গেল। তারপর

ভানিয়া কোণ থেকে ফাঁসটা খুলতেই অমনি আবার চলতে শুরু করল লেদটা, কিন্তু ভানিয়ার ঠিক চোখের সামনে ঝুলে রইল ফাঁসটা।

'একেবারে সর্বাধুনিক টেকনিক!' পিছন থেকে শোনা গেল পর্শেন্ডেভের গলা।

তেড়ে উঠে ফিরে দাঁড়ালেন ব্রুম। কিন্তু দেখলেন পর্শেন্ডেভের মুখে অমায়িক হাসি। তার ঘন কালো ভুরুর তলা দিয়ে চোখদুটি তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সহৃদয় কোমল দৃষ্টিতে। বলল:

'সত্যি বলছি, সলোমন দাভিদভিচ, এতে চলবে না!'

'কেন চলবে না? সর্বাধুনিক টেকনিক নয় নাই হল, কিন্তু তাহলেও এটা নিয়ে কাজ করতে পার!'

'কাজ? মিনিটে পাঁচবার যন্ত্রটা ওকে থামাতে হয়। বাঁধোরে খোলোরে তার সময় কোথায়? তাছাড়া ফাঁসটা ওর চোখের সামনে লটপট করে, সাপোর্টের ওপর গিয়ে পড়ে।'

ব্রুম শুধু একটিই মন্তব্য করলেন:

'তা বটে, বিলিতি লেদ যদি বসানো যায় তাহলে...'

'এগুলো কী জাতের লেদ?' কে একজন চেঁচিয়ে উঠল।

'এগুলো মোটেই লেদ নয়। এগুলো ছাগল!' কারখানার অন্য কোণ থেকে উত্তর এল।

জাখারভ বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ালেন:

'যাই বলুন, সলোমন দাভিদভিচ, বড়োই শোচনীয় ব্যাপার... জঘন্য।'

'এ আর কী কথা? ওভারহল করতে হবে!'

জাখারভ ঘুরেই চলে গেলেন। তিরস্কারের দৃষ্টিতে ব্রুম তাকালেন ভানিয়ার দিকে:

'না লাগালে চলে না তোর? যেন ভলগুকে আর এটা সারাতে পারে না?'

ইতিমধ্যে ফিল্কা সেখানে হাজির হয়েছে। ব্রুমের হাতের তলা দিয়ে তার কালো মুখটা দেখা গেল।

'ওভারহল হবে কবে?' সে প্রশ্ন করল।

'সব্বাইকারই ওভারহল করা চলে না! ভাব কি ওভারহল করাটা ছেলেখেলা? ওভারহল — এ হল ওভারহল।'

'কিন্তু যদি দরকার হয়?'

'তোমার দরকার তেল-পাত্র চাঁছা। ওভারহল করে জ্বালাবার কী আছে? ভলণ্ডুক একটা নাট এ'টে দেবে।'

'নাট মানে? সমস্ত লেদটাই যে ঝড়ঝড়ে, সাপোর্টটা গেছে ভেঙে!'

'কারখানায় তুমি ছাড়াও লোক আছে। ভলণ্ডুক একটা নাট এ'টে দিলেই এটা ঠিক চলবে, দেখে নিও।'

সত্যিই পাঁচ মিনিট পরে ভলণ্ডুক সে কাজে লেগে গেল। একটা কাঠের বাক্স নিয়ে সে ফিল্‌কার কাছে এল। সব যন্ত্রপাতির অসুখ-বিসুখ সারাবার আশ্চর্য সব ওষুধ তার মধ্যে। ফিল্‌কা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ বুম তাঁর মানসিক শান্তি উপভোগ করতে পারলেন না। এক মিনিট পরে বরিস ইয়ানভস্কির উপর তিনি তেড়ে গেলেন:

'দাঁড়িয়ে আছিস যে?' জানতে চাইলেন তিনি।

ইয়ানভস্কি ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপচাপ মুখ ফেরাল। কিন্তু এমন কিছু ব্যাপার আছে যাতে বুমও ধৈর্য হারান। ভলণ্ডুককে তিনি রেগে ধমকালেন:

'একেবারে বেআক্কেলে ব্যাপার কমরেড ভলণ্ডুক! একটা নাট নিয়ে নটখট করছেন বসে বসে! দেখছেন না ইয়ানভস্কির পুলিটা কাজ করছে না? কী ভাবেন, পুলি থেমে থাক, ইয়ানভস্কি দাঁড়িয়ে থাক, আর আপনাকে আমি বেতন দিয়ে যাব?'

তার আশ্চর্য কাজের বাক্সটা হাতড়াতে হাতড়াতেই ভলণ্ডুক ভ্রূকুটি করে উত্তর দিল:

'অনেক আগেই পুলিটাকে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল।'

'ফেলে দেওয়া! বলছেন কী? ও-রকম পুলি ফেলে দেব! কী সব নবাব এসে জুটেছেন! জেনে রাখুন পুলিটা এখনো দশ বছর চলবে! উঠে গিয়ে একটা বল্টু এ'টে দিন!'

'তাসত্ত্বেও ওটা কিন্তু লটপট করবে।'

'লটপট করছেন শুধু আপনিই। যা বলছি সঙ্গে সঙ্গে করুন।'

ভলণ্ডুক উপরে তাকিয়ে, মাথা চুলকে ধীরেসুস্থে মই বসিয়ে পুলির কাছে পৌঁছবার জন্য উঠল:

'মাত্র গতকালই তো এটাকে সারিয়েছিলাম ...'

'সেটা গতকালের কথা, এটা আজ। গতকালের জন্যে বেতন পেয়েছিলেন, আজকের জন্যেও পাবেন, তাই না?'

বুমও উপর দিকে তাকালেন। কিন্তু ফিল্‌কা তাঁর আস্তিনে টান দিল:

'আমার কী হবে?'

'বলেছিই তো, নাট লাগিয়ে দেওয়া হবে।'

'কিন্তু ও তো গেল অন্য কাজে...'

'একটু অপেক্ষা কর...'

হঠাৎ কারখানার দূরতম কোণ থেকে সাদোভনিচির হতাশার চীৎকার শোনা গেল:

'বেল্টটা আবার ছি'ড়েছে! ওস্তাদ মিস্ত্রিকে কেন যে এরা ডেকে পাঠায় না, শয়তানই জানে!'

সঙ্গে সঙ্গে সাদোভনিচির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ব্লুম — আগের মতোই বিজ্ঞ, সদা উদ্যোগী, সবজান্তা।

'এই তো সেদিন কারিগর এসেছিল। বলেছিলাম সমস্ত বেল্ট সারিয়ে নাও। কোথায় ছিলে সেদিন?'

'এটাকে সে কয়েকটা ফোঁড় দেয়। এখন ছি'ড়েছে অন্য জায়গায়। আমাদের দরকার বারোমেসে মিস্ত্রি।'

'বড়ো বললেন! আজ দরকার একজন বেল্ট-মিস্ত্রি, কাল দরকার পড়বে তেল-মিস্ত্রির, তারপর চাইবে এক ঝাড়ুদারণী! আছো বেশ!'

জানালার তাকে নিজের যন্ত্রের চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে চলে যাবার উপক্রম করল সাদোভনিচি।

'কোথায় যাচ্ছ শুনি?' ব্লুম প্রশ্ন করলেন।

'তাছাড়া করব কী? অপেক্ষা করব বেল্ট-মিস্ত্রির জন্যে।'

'নিজেই বেল্টটা সেলাই করে নিতে পার না? এমনই কঠিন কাজ!'

কথাটা শুনে কারখানার সবাই হেসে উঠল। সাদোভনিচিও হেসে বলল:

'এটা যে জুতো নয়, সলোমন দাভিদভিচ, মেসিনের বেল্ট।'

সাদোভনিচি জানত কী বলছে, কারণ অতীতে এক সময় সে কাজ করত মুচির দোকানে।

২২

কথা দিচ্ছি

কী ধরনের নতুন কারখানা তারা বানাবে এমন কি জাখারভের কাছেও সেটা একটা রহস্য হয়ে রইল। কিন্তু সবাই জানে এক বছরে তুলতে হবে নীট তিন লাখ। সেটা সহজ হবে না। কারণ কলোনি আর সরকারী সাহায্য

পাবে না। এর সব খরচ চালাতে হবে ব্রুমের কারখানার রোজগার দিয়ে। ব্রুমই এখন হয়ে উঠলেন আয়ের একমাত্র উৎস। সেটা তাঁর কাছেও অপ্রত্যাশিত। সবার আগে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হল ডাক্তার। সেই নীল আলোটা তার জুটল না। তারপর পঞ্চম আর একাদশ দলের মেয়েরা। বহুকাল ধরে তারা আশা করে ছিল পশমের নতুন স্কার্ট পাবে। হঠাৎ তারা বুঝল সেটি হচ্ছে না। লাইব্রেরিতে শত শত বই বাঁধাছাঁদা করে প্রস্তুত ছিল দপ্তরীর কাছে পাঠাবার জন্য। আবার সেগুলোকে খুলে শেল্ফে রাখা হল। জাখারভের কাছে মালেঙ্কি এক শ' রুব্ল্ চেয়েছিলেন তাঁর দাঁড়-টানা গাড়ির জন্য। তাঁকে বলা হল অপেক্ষা করতে হবে।

সাধারণ সভায় জাখারভ সংক্ষেপে ব্যাপারটা বোঝালেন:

'তৈরী হও কমরেডরা, বেল্ট কষে বাঁধতে হবে।'

বেল্ট কষে বাঁধতে সবাই একমত হল, কেউ আপত্তি করল না। এমন কি শোবার ঘরেও কথাটা নিয়ে বিশেষ আলোচনাই হল না। চতুর্থ দল প্রধান মনোযোগ দিল যান্ত্রিক কারখানার উপর। তিন লাখ রুব্ল্ রোজগার করতে হবে। কিন্তু লেদগুলো খারাপ। গভীরভাবে আলোচনার সেটাই হল প্রধান বিষয়। কী করে টাকাটা রোজগার করা যায় তা নিয়ে অন্যান্য দলও অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ল। মনে হচ্ছিল যেন এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই। তবু দেখা গেল ক্রেইৎসার চলে যাবার পর দিনই তেল-পাত্র তৈরীর সংখ্যা দেড়গুণ বেড়েছে। এমন কি ব্রুমও বুঝতে পারলেন না কী করে তা ঘটল। সংখ্যাগুলো তিনি কয়েকবার পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোনো ভুল নেই—শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছে। তাঁর আবিষ্কারের কথা জাখারভকে পর্যন্ত তিনি কিছুই জানালেন না। দিন দুয়েক অপেক্ষা করলেন। উৎপাদন কিন্তু বেড়েই চলল। সেই সঙ্গে সঙ্গে কারখানার নানা দোষত্রুটি সম্বন্ধে প্রতিবাদের সংখ্যাও উঠল বেড়ে। দেখা গেল যথেষ্ট সংখ্যক ঢালাই মিলছে না। পরিষ্কার বোঝা গেল ছাঁচের বাক্সের সংখ্যাও তাদের বাড়াতে হবে। সাধারণ সভায় কয়েকবার এ-বিষয়ে কথা উঠল এবং উঠল বেশ ক্রমাগতই চড়া সুরে, শেষ পর্যন্ত ঝগড়ার মধ্যে সেটা শেষ হল। প্রথমে বেশ শান্তভাবেই জিরিয়ানস্কি শুরু করল:

'এবার ঐ ছাঁচ-বাক্সের কথা আলোচনা করা যাক। বাক্সগুলো পুরনো, ফুটোয় ভরা। তার ওপর আবার সংখ্যায় যথেষ্ট নয়। হাজার বার, হ্যাঁ হাজার বার সলোমন দাভিদভিচ কথা দিয়েছিলেন: কাল, এক সপ্তাহের মধ্যে, দু-

সপ্তাহের মধ্যে... আর কী কান্ড ঘটে সকাল বেলায় জানেন? প্রাতরাশ খাওয়া হল কি হল না, টার্নাররা পড়িমরি করে ছোটে ঢালাই কারখানায়। কেউ কেউ এমন কি কিছুই খায়ই না। যারা আগে পেঁাছয়, তারা যথেষ্ট পরিমাণ তেল-পাত্র বাগিয়ে নেয়। যারা পরে আসে তাদের ভাগ্যে আর একটাও থাকে না। বসে থাকো কখন সক্যালের ঢালাই হবে, কখন ঠান্ডা হবে। এটা কী ধাঁচের টেকনলজি?'

আরো একটা অবাক কান্ড। জরিন সূত্রধর, তার সঙ্গে ধাতুর কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। সেও বলে উঠল:

'সলোমন দাভিদভিচ এমন কিপ্টে যে ছাঁচ-বাক্সের জন্যে এক হাজার রুবল্ খরচ করতে চান না। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনাটা যদি ভেস্তে যায়, তাহলে?'

ব্রুম চটে উঠলেন:

'এ-বিষয়েও আমি কিছু বলতে চাই। এত হৈচৈ কী নিয়ে শুনি? তোমরা কি ভাব এই ছাঁচ-বাক্সের বিষয় আমি বুঝি না? শীগগিরই সেগুলো আমরা পাব।'

'কবে? বলুন আমাদের সে কথা!' নানা চীৎকার শোনা গেল।

'পনের দিনের মধ্যে।'

ধূর্তভাবে জিরিয়ানস্কি চোখ কোঁচকাল।

'তার মানে পনেরই অক্টোবর, তাই না?' সে প্রশ্ন করল।

'আমি বলেছি পনের দিন। তার মানে পয়লা অক্টোবরের মধ্যে।'

'অর্থাৎ, পনেরই অক্টোবর নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, পয়লা অক্টোবরের মধ্যেই।'

ঘরের মধ্যে সবাইকার মুখে হাসি ফুটে উঠতে লাগল। একটা হাত সামনে এগিয়ে ব্রুম একটা পোজ দিলেন:

'কথা দিচ্ছি পয়লা অক্টোবরের মধ্যে,' গম্ভীরভাবে তিনি ঘোষণা করলেন।

হঠাৎ হাসির রোল পড়ে গেল। এমন কি জাখারভও মৃদু হাসলেন।

ব্রুমের গাল টকটকে হয়ে উঠল। তাঁর মুখে বিরক্তির ভাব উঠল ফুটে। তিনি ঘরের মাঝখানে গেলেন:

'তোমরা আমাকে অপমান করছ! আমার মতো বুড়ো মানুষকে তোমাদের মতো বাচ্চাদের অপমান করার কী অধিকার আছে?'

সবাই বিব্রতভাবে চুপ করে গেল। এরপর কী হবে? জিরিয়ানস্কিও কিন্তু মাঝখানে সরে এসে গম্ভীর মুখে ব্রুমের দিকে তাকাল। ভুরু কুঁচকে সে বলল:

'সলোমন দাভিদভিচ, কেউ আপনাকে অপমান করতে চায় না। আপনি জোর দিয়ে বলছেন ছাঁচ-বাক্সগুলো পয়লা অক্টোবরের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে, কিন্তু আমি বলছি এমন কি পনেরই অক্টোবরের মধ্যেও সেগুলো তৈরী হবে না।'

ব্রুমের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আরক্ত চোখে সভার চারিদিকে ব্রুম তাকালেন। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপরের স্তব্ধতার মধ্যে মার্ক গ্রিনগাউজের বিরক্তির স্বর শোনা গেল:

'আলেক্সেই, এটা ঠিক নয়। লোকের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার কেউ করে কি? উনি তো কথা দিয়েছেন!'

এখন জিরিয়ানস্কির চোখ রাগে জ্বলে উঠল। প্রচণ্ডভাবে সে ঘুষি নাড়াল। চেঁচিয়ে উঠল:

'আমিও কথা দিচ্ছি! যদি দেখা যায় আমার ভুল হয়েছে তাহলে কলোনি থেকে আমায় দূর করে দিও।'

'তাহলেও তুই কিন্তু ভুল করছিস,' আচমকা বলে উঠল ভলেংকো।

'সেটা দেখা যাবে।'

'বলছি ভুল করছিস। এ নিয়ে আবার তর্ক কী, আমরা সবাই ভালো করেই জানি ছাঁচ-বাক্সগুলো পয়লা অক্টোবরের মধ্যে তৈরী হবে না।'

'তবেই দ্যাখ!'

'না, কিছুই দেখছি না। সলোমন দাভিদভিচের এখন বিশ্বাস, বুঝতে পারছিস, উনি বিশ্বাস করেন যে, ওগুলো হয়ে যাবে। তার যথাসাধ্য চেষ্টাও করছেন। মিথ্যে করে তো আর তিনি বলছেন না। আর আলিওশা, তুই কিনা এখুনিই ওঁকে দিলি ঠুকে, অপমান করে বসলি। অমন একজন বুড়ো মানুষকে!'

'না, ওঁকে অপমান করিনি। ওঁর সঙ্গে তর্ক করেছি।'

'তর্ক করা এক কথা, কাউকে অপমান করা আর এক। বলছি না তুই ইচ্ছে করে...'

'থাম ভলেঙ্কো। ছাঁচ-বাক্স নিয়ে, কাজ নিয়ে আলোচনা চলছে। আর মাঝখান থেকে তুই এসেছিস ভালোমানুষী দেখাতে। তোর মতে প্রত্যেকেই ভালো, কাউকেই আহত করা উচিত নয়। আমার মত অন্য রকম, আমাদের ছাঁচ-বাক্সের দরকার—আমাদের ছাঁচ-বাক্স দাও, কাজের কথায় এসো—বল কবে সেগুলো তৈরী হবে। সমস্ত কলোনিকে ধাপ্পা দিয়ে চলেছ কেন। কেন শুনি?'

সভার সবাই অত্যন্ত মন দিয়ে আলোচনাটা শুনছিল। কলোনির সভ্যদের মুখের ভাব দেখে বলা সহজ নয় কার পক্ষ তারা নিচ্ছে। মনে হয় জিরিয়ানস্কির কথাই ঠিক। কিন্তু তবু ও-ভাবে অপমান করা উচিত নয়। বেঞ্চিতে নেস্তেরেঙ্কো আর জরিনের মাঝখানে ইগর চের্নিয়াভিন বসে। তারও ইচ্ছে হল নিজের মতামত জানায়। কিন্তু এখনো সে সভায় বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া নিজেই সে পরিষ্কার জানে না তার মতামত কী। সব সময়েই ব্রুমের জন্য তার দুঃখ হয়। সবাই তাঁকে আক্রমণ করে, কিছু না কিছু নিয়ে সর্বদাই তাঁকে সবাই জ্বালিয়ে মারে। ভোর থেকে শোবার সময় পর্যন্ত তিনি ছুটোছুটি করে বেড়ান। অন্য দিকে আবার ব্রুমের 'কারখানা' নিয়ে কলোনির সভ্যদের সর্বদা খুঁতখুঁতানির ন্যায্য কারণ আছে বলেও তার মনে হয়। যেমন ধরা যাক সংযোজন কারখানার কথা। বর্তমানে গোটা উঠোনে ছড়িয়ে রয়েছে কাঠ। কিন্তু কী জাতের কাঠ সেগুলো! কয়েকটা লরি বোঝাই অতি বাজে ওক কাঠ কোনো জায়গা থেকে ব্রুম জোগাড় করেছেন, নিশ্চয় শস্তায়। নিঃসন্দেহেই সেগুলো অতি বাজে ধরনের, গাঁটে ভরা। চেয়ারের প্রত্যেকটা জোড়েই ফাটল থাকবে। এই সব খুঁতগুলো আগেই যান্ত্রিক কারখানায় বাদ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রুস্‌লান গরোখভ দারুণ বিরক্ত হয়ে বলেছে ব্রুম উপরন্তু দাবি করেন কিছুই যেন ফেলা না যায়। ভরসা কেবল ভান্দার উপরেই। লেই দিয়ে ভান্দা অসাধ্যসাধন করতে পারে। তবু গোটা চেয়ারটাই ভান্দার পুডিঙে তৈরী হওয়া তো চলে না। ইগর চের্নিয়াভিন বলবে বলে হঠাৎ মনস্থির করে হাত তুলল। তর্স্কি তাকে বক্তৃতা দেবার অনুমতি দিল। ঘরের সবাই তাকাল অবাক হয়ে। চের্নিয়াভিন এখনো তো শিক্ষানবিস, সে কিনা বক্তৃতা দিতে চায়!

বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল ইগর কিন্তু কথা বলতে গিয়েই বুঝল সাধারণ সভায় বক্তৃতা দেওয়া কী রকম কঠিন।

সে বলতে শুরু করল, 'কমরেড! এটা কি ঠিক হচ্ছে, তোমরাই বলো,

ভান্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়া শ‍ুধ‍ু চাঁচুনি নিয়ে তোমাদের জন্যে থিয়েটারের চেয়ার বানাচ্ছে। চেয়ারের জোড়টা নিয়ে দেখো না। আমি বলছি একটা তুললেই দেখবে ...'

'বক্তব্য বিষয়ে কথা বল,' তর্স্কি বলে উঠল।

'কী বললে ?'

'জোড়ের কথা নিয়ে কী বকবক করছিস? কথা হচ্ছে জিরিয়ানস্কির বক্তৃতা নিয়ে।'

'তা ঠিক। কিন্তু অবস্থার কথাও বিবেচনা করতে হবে। অবস্থাটার কথা একবার ভাব।'

'কিসের অবস্থা?' বেঞ্চি থেকে প্রশ্ন করল জরিন।

আড়চোখে ইগর দেখল জরিনের বদমাইশি দ‍ৃষ্টি। হাত তুলে সে একটা বেপরোয়া ভাব দেখাল। কিন্তু, দ‍ুত্তোর, ভঙ্গীটা দেখাল গন্তারের মতোই আনাড়ি আনাড়ি। সজোরেই তার হাত উঠল বটে, কিন্তু কেন জানি সেটা ভুল দিকে উঠে থেমে গেল। তার সামনে সেটা উঁচিয়ে রইল হাস্যকর, আড়ষ্ট আর অস্বাস্তিকর ভাবে। ইগরের চোখ সেদিকে পড়ল, কিন্তু তখনি সে লক্ষ্য করল একটি মেয়ের বাঁকা হাসি। যাই ঘটুক না কেন, তাকে কিছ‍ু বলতে হবেই! সেই ম‍ুহ‍ূর্তে টের পেল তার কপাল বিনবিন করে ঘেমে উঠছে। আস্তিন দিয়ে সেটা ম‍ুছে নিজেই অবাক হয়ে ছাড়ল একটা দীর্ঘনিশ্বাস। ম‍ৃদ‍ু, প্রায় শোনাই যায় না একটা দমকা চাপা হাসি উঠে 'শান্ত' ক্লাবের বাইরে মিলিয়ে গেল। চোখ তুলে শ‍ুনে আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইগর... বসে পড়ল।

এবার চাপা হাসিটা হো হো করে ভেঙে পড়ল চারিদিকে। রেগে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ইগর চেঁচিয়ে উঠল:

'হাসির কী আছে? ছাঁচ-বাক্স, ছাঁচ-বাক্স করে মান‍ুষটাকে তোমরা জ‍্বালিয়ে-প‍ুড়িয়ে খাক করতে ছাড় না! কী ভাব, সলোমন দাভিদভিচ খ‍ুব আরামে আছেন? নিজেরাই তো বলেছ, এক বছরে তিন লাখ র‍ুব্‌ল্‌ রোজগার করবে, কিন্তু সলোমন দাভিদভিচকে বাদ দিয়ে কানাকড়ি রোজগার কর তো দেখি! ওদিকে বসে বসে চা তো খাও খ‍ুব ...'

কে একজন বলে উঠল, 'তুমিও তো খাচ্ছ ...'

'আমি তো খাচ্ছিই, তাতে কী? আমরা যখন সকালে চা খাই, তিনি তখন সহরে চলেছেন আর তিনি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাঁর ওপর দাঁত কিড়মিড়

করে ঝাঁপিয়ে পড়ি... জানতে চাই, একে কি জীবন বলে? সত্যি বলছি, সলোমন দাভিদভিচকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি!'

তারপর একটা অবাক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ কলোনিবাসীরা সবাই দারুণ হাততালি দিয়ে উঠল। তার বক্তৃতার এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া শুনে প্রথমে ইগর নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না। চারিদিকে সে তাকাল। কোনোই সন্দেহ নেই হাততালি তারই উদ্দেশে যদিও আগের মতোই বিদ্রুপের হাসি লেগে রয়েছে সবার মুখে। টকটকে হয়ে উঠল ইগরের গাল। লুকিয়ে পড়তে চেষ্টা করল সে, কিন্তু নেস্তেরেঙ্কো তার ভারি হাতটা রাখল ইগরের হাঁটুর উপর, বলল:

'সাবাস ইগর, সাবাস। ভালো ছেলে তুই!'

জাখারভকে বক্তৃতা দিতে ইগর শুনল। ইগরের নাম করেই তিনি বলতে শুরু করলেন:

'আমরা সবাই যা ভাবছিলাম চের্নিয়াভিন তা বলেছে। জিরিয়ানস্কি ঠিকই বলেছে ছাঁচ-বাক্সটা জরুরী। কিন্তু মানুষ হল আরও জরুরী! একজন বয়স্ক লোকের দিক নিয়েছ বলে, ভলেঙ্কো, তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি। আমার মনে হয় সলোমন দাভিদভিচকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার সময় এসেছে। কিন্তু আমি চাই যা বলব সেটা যেন কিছুতেই আমাদের বাইরের কারুর কানে না ওঠে। এটা পারবে?'

জাখারভ থেমে মৃদু হেসে সভার চারিদিকে তাকালেন। প্রত্যেকের মুখে একই ভাব ফুটে উঠল: এই দু-শ' কলোনিবাসীদের মধ্যে যে-কোনো গোপন কথা সম্পূর্ণ নিরাপদ। কে একজন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আড়চোখে তাকাল মেয়েদের দিকে। ফলে একটি মেয়ে স্থির গম্ভীর গলায় প্রতিবাদ জানাল:

'এ দিকে তাকাচ্ছ কেন? বরং তোমার নিজের জিভ সামলে রেখো...'

'আমার জিভ! ও হো!'

জাখারভ বুঝলেন তাঁর গোপন কথা বাইরে যাবে না।

'বুঝতে পারছি, কথাটা তোমরা সলোমন দাভিদভিচকে বলবে না। ঠিক আছে। কথাটা এই: এক বিষয়ে একমত হওয়া যাক। তাঁর কাছে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার দাবি আমরা করবই। সবকিছু সারাতে-টারাতে তাঁকে বাধ্য করবই, ভালো জাতের জিনিস তৈরী করাতে হবে। নতুন ছাঁচ-বাক্সের জোগাড়ও তাঁকে দিয়ে করাতে হবে। কিন্তু এ-বিষয়ে একমত হওয়া যাক — এ-সব কাজ আমরা যেন করি বন্ধুর মতো, কিংবা অন্তত ভদ্রভাবে।

মনে রেখ, ভদ্র ব্যবহার করতে কারুর কারুর খুব কঠিন মনে হয়, ভদ্র ব্যবহার করা শিখতে হয়। ভেব না কেউ যদি ভদ্র ব্যবহার করে সে দুর্বল প্রকৃতির লোক। মোটেই তা নয়! যেমন ধর, হাত-পা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে চীৎকার করে তোমরা বলতে পার, "দূর হও এখান থেকে পাজি হারামজাদা, ইত্যাদি ইত্যাদি!" কিন্তু ভদ্রভাবেও বলতে পার, "দয়া করে ঘরের বাইরে যান"।'

শেষের মন্তব্যটি জাখারভ বাস্তবিকই করলেন অতি চমৎকার ভদ্রভাবে। এমন কি বলার সময় তিনি সামান্য ঝুঁকে অভিবাদনের ভঙ্গীও করলেন। কিন্তু অনুরোধটার জোর এমনই অটল হয়ে ফুটে উঠল যে, সভার কেউই নিজেদের সামলাতে পারল না। হাসির রোলের মধ্যে কে একজন বলে উঠল:

'তা বটে তবে আপনজনদের বেলায়!'

'ঠিক বলেছ। আমাদের আপনজনদের কথাই বলছি। কিন্তু যদি শত্রুপক্ষ হয় তাহলে ব্যাপারটা গালিগালাজের নয়, শক্তির। গালিগালাজের চেয়ে রাইফেল ভালো। কিন্তু সলোমন দাভিদভিচ তো আমাদের একজন। সে কথা আমরা ভালো করেই জানি। চের্নিয়াভিন খাঁটি কথাই বলেছে। আমাদের কারখানার যন্ত্রপাতি সেকেলে, মান্ধাতার আমলের। সেগুলো নিয়ে যারা কাজ করে তাদের খুব অসুবিধে হয়। কিন্তু ম্যানেজারের পক্ষেও ব্যাপারটা সহজ নয়। কথাটা বুঝলে ছেলেরা?'

সত্যি বলতে কি, কথাটা সবই বোঝা যাচ্ছিল। একমাত্র জিরিয়ানস্কি 'শ্যান্ত' ক্লাব থেকে বেরল মুখে অসন্তোষের ছাপ নিয়ে। কেবলই বলছিল:

'দেখা যাবে পয়লা অক্টোবরের মধ্যে কী তিনি আনেন!'

চের্নিয়াভিন কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ওঠার সময় ফুর্তি চাপতে পারল না। কলোনিতে প্রথম বক্তৃতা দিয়েছে সে, মোটের উপর ভালোই বলেছে, জাখারভও তার সঙ্গে একমত হয়েছেন! ভালোই হয়েছে, কারণ নতুন ছেলেদের মধ্যে তাকে তো সবাই নিতান্ত সাধারণ বলে ভেবেছিল। শিক্ষানবিস চের্নিয়াভিন, হুঃ! কিছুকাল থেকে সে অস্বস্তি পাচ্ছিল। ভানিয়া গালচেঙ্কো ছেলে ভালো। ইগরের এক মাস পরে সে কলোনিতে আসে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে ব্যাজ পেয়েছে। অষ্টম দলের কেউই চের্নিয়াভিনকে ব্যাজ দেবার কথা তোলেনি। তার সঙ্গে তারা ভালো ব্যবহার করেছে, অনেক পড়াশুনো করেছে বলে তার প্রশংসা করেছে, জীবন সম্বন্ধে তার নানা মন্তব্য নিয়ে তারা একমত হয়েছে, কিন্তু একজনও এই সম্ভাবনার কথা কখনো উল্লেখ করেনি যে,

চের্নিয়াভিনকে এক সাধারণ সভায় হাজির করে বলা হোক: সে ছেলে ভালো, সে কাজ করে, পড়াশ্বনো করে। অভিনয়ের আগে পার্কে তার সেই দ্বর্ভাগ্যস্বচক চুম্বনের কথাটা সবাই মনে রেখেছে নাকি? কিংবা এখানে আসার পর তার সেই কাজ করতে রাজী না হবার কথাটা?

এই সব কথা চের্নিয়াভিন ভাবতে না ভাবতেই অবাক কাণ্ড, নেস্তেরেঙ্কো বলল:

'আমি ভাবছিলাম দোস্ত, চের্নিয়াভিন যথেষ্ট দিন হল শিক্ষানবিস হয়ে রয়েছে। হয়তো এখনো তার মধ্যে কিছ্ব কিছ্ব দিবাস্বপ্ন ল্বকিয়ে রয়েছে। কিন্তু আপনা থেকেই সেগ্বলো মিলিয়ে যাবে। আমাদের দলে শিক্ষানবিসের কিসের দরকার? সাঞ্চো, তোর কি মনে হয়?'

সাঞ্চো জরিনও কম সেয়ানা নয়। অবাক গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল:

'আরে, আমিও যে অনেক দিন ধরে ঐ কথাটাই ভাবছিলাম! শিক্ষানবিস কেন থাকবে?'

২৩

জীবনে সবই সম্ভব

কলোনিতে ক্রেইৎসার পরের বার এলেন একটি মোটা লোককে সঙ্গে নিয়ে। তাঁকে সবকিছ্ব দেখালেন, কিন্তু বিশেষ করে দেখালেন ছেলেদের:

'ওইটিকে দেখ্বন। ওটির মতো আগে কখনো দেখেছেন? কিরিউশা, আয় তো... কেমন কাটছে?'

কেমন কাটছে সে সম্বন্ধে কিরিউশা নোভাক কয়েকটা কথা বলতে পারত। কিন্তু মোটা লোকটির দিকে চোখ পড়তে কথা বলার ইচ্ছে তার একেবারে উবে গেল। মোটা লোকটির গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার করে কামান। ভাবব্যঞ্জক ম্বখ, তবে সেই ম্বহ্বর্তে একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছাড়া আর কিছ্ব তাতে ফোটেনি।

'এখনো আপনি কিছ্বই ব্বঝতে পারছেন না,' ক্রেইৎসার তাকে বললেন।

'মিখাইল অসিপভিচ, আমি ইঞ্জিনিয়ার,' ব্বড়োটে মোটা গলায় লোকটি উত্তর দিল। 'রোমাণ্টিক সব ব্যাপার বোঝবার দরকার আমার নেই।'

'কথাটা শ্বনলি তো কিরিউশা?' সামান্য হেসে ক্রেইৎসার প্রশ্ন করলেন। 'তুই তাহলে রোমাণ্টিক জীব।'

চোখ পিটপিট করে সায় দিয়ে কিরিউশা দৌড়ে চলে গেল। কম্যান্ডার পরিষদের জন্য তক্ষুণি বিউগলের ডাক দেবার পর বেগুনক তাকে জিজ্ঞেস করল:

'বুড়োটা কী বলল?'

'বুঝলাম না কী বলল। বলল সে ইঞ্জিনিয়ার।'

কমান্ডার পরিষদ ঘরে তিল ধারণের স্থান নেই। কলোনিময় গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন নতুন কারখানার কথা তাদের বলতে। ডিভানে প্রথম যারা গিয়ে গুছিয়ে বসেছিল তাদের মধ্যে রইল ভানিয়া গালচেংকো। বয়স্করাও অনেকে এসেছেন—শিক্ষক আর ফোরম্যানরা। ভলখ্‌ভুকও বসেছে এক কোণে। ঘরের চারিদিকে সে তাকাচ্ছে। তার মুখের ভাবটা ব্যাজার, সন্দিগ্ধ।

কলোনিবাসীদের দিকে তাকাতে তাকাতে ক্রেইৎসারের চোখ কুঁচকে উঠল। জাখারভ আর তিনি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালেন। তারপর ক্রেইৎসার বললেন:

'ছেলেরা, শোনো, ব্যাপারটা এই। কাজ শুরু হতে চলেছে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ইঞ্জিনিয়ার পিওতর পেত্রোভিচ ভর্‌গুনভ। আমাদের নতুন কারখানা সম্বন্ধে ওঁর একটা পরিকল্পনা আছে। ইন্টারেস্টিং, খুব ইন্টারেস্টিং একটা পরিকল্পনা। আমাদের কাছে সহরে পরিকল্পনাটা খুব ভালোই লেগেছে। ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির কারখানা বানানো হবে। পিওতর পেত্রোভিচ, বলে যান।'

তর্স্কির গোটা টেবিল জুড়ে দাঁড়ালেন ইঞ্জিনিয়ার ভর্‌গুনভ। তাঁর মুখের ভাব গুরুগম্ভীর। ক্রেইৎসারের চাউনিটা তিনি উপেক্ষা করলেন, কলোনিবাসীদের দিকে একবারও তাকালেন না। তাঁর প্রকান্ড মাথার এখানে ওখানে পাকা চুল। ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে ছোট্ট একটা এ্যাটাচি কেস খুলে তিনি একটা ঝকঝকে তকতকে যন্ত্র বার করলেন। সেটা দেখতে বড় রিভলভারের মতো। খানিক কষ্ট করে তার ভারসাম্য নিজের হাতে রেখে শান্ত নীরস গলায় তিনি বলতে শুরু করলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি শুধু তাঁর কর্তব্য করছেন:

'এটা একটা ইলেকট্রিক ড্রিল, মানে এই ড্রিল চলে ইলেকট্রিসিটিতে। এই দিকটা সাধারণ সকেটে প্লাগ করা যায়...'

তারটা তিনি প্লাগ করে দিলেন। হঠাৎ যন্ত্রটা ভোঁ-ভোঁ করে উঠল আর ড্রিলটা জোরে ঘুরতে লাগল, গতিটা দেখে বোঝা যায় না, অনুমান করে নিতে হয়।

'দেখতেই পাচ্ছ হাতের মধ্যেই এটা কাজ করে। এটা খুব সুবিধেজনকও, যে-কোনো দিকেই এটা দিয়ে ফুটো করা যায়। এটা খুব দরকারী যন্ত্র, বিশেষ করে বিমান তৈরীর ব্যাপারে, সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিঙে, জাহাজ তৈরীতে। কিন্তু এটাকে স্থির ড্রিল হিসেবেও ব্যবহার করা যায় একটা স্ট্যান্ডের সঙ্গে আটকে। সেটা সঙ্গে আনিনি। ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকলে বুঝতেই পারবে যে, এর মধ্যে একটা ইলেকট্রিক্যাল আর্মেচার আছে। পরে সেটা তোমাদের দেখাব। আরো নানা ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি তৈরী করবে কারখানাটা... ইয়ে... কলোনি। যেমন, ইলেকট্রিক পেষণযন্ত্র, করাত আর র‍্যাঁদা। এ-পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে ইলেকট্রিক যন্ত্র তৈরী হয়নি। সেগুলো আমাদের কিনতে হয়েছে অস্ট্রিয়া বা আমেরিকার কাছ থেকে। আমার হাতের এইটে অস্ট্রিয়ায় তৈরী।'

তারপর ভর্‌গুনেভ যেন বিনা আয়াসে চটপট ড্রিলটা খুলে ফেললেন, দেখাতে লাগলেন তার অংশগুলো, সংক্ষেপে সেই সব যন্ত্রের নাম বলতে লাগলেন এই অংশগুলো বানাতে যেগুলোর দরকার হবে। নামগুলো সবই অপরিচিত। টার্নিং লেদের উল্লেখও তিনি করলেন। এই বলে তিনি শেষ করলেন:

'চারটে কারখানাঘর হবে—ঢালাই, যান্ত্রিক, সংযোজন আর কলকব্জা কারখানা। যদি কোনোকিছু পরিষ্কার বোঝা না গিয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন করতে পার।'

ডেস্কের উপর ড্রিলটা রেখে সেটার দিকে তাকিয়ে ধৈর্য ধরে তিনি প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। তাঁর কথায় সবাই এমন বিচলিত, এমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল যে কোনো রকম প্রশ্ন করা তাদের কাছে কঠিন ঠেকল। ভলেঙ্কো কিন্তু একটা প্রশ্ন করল:

'আমাদের ঢালাই কারখানাটায় চলবে না?'

প্রশ্নটা এমনই অশোভন যে ভলেঙ্কোর দিকে সবাই তাকাল কটমটিয়ে।

'না, চলবে না,' চোখ না তুলে ভর্‌গুনেভ উত্তর দিলেন।

জিরিয়ানস্কি দমে না গিয়ে আর একটা প্রশ্ন করল:

'যন্ত্র চালাবার সময় আপনি, ইয়ে, সূক্ষ্মতার কথা বলেছেন,' সে বলল। 'কী রকম সূক্ষ্মতা?'

'দশ মাইক্রন।'

'উঁরি ব্যাস্!' বলে কপাল চেপে ধপ করে জিরিয়ানস্কি বসে পড়ল।

সবাই হেসে উঠল, জাখারভ আর ভলগুকেও। একমাত্র ভর্‌গুনভই হাসলেন না। ড্রিলটাকে তিনি কেসে ভরতে শুরু করলেন।

'কিন্তু... ইয়ে... আমরা কি তা করতে পারব?'

ভর্‌গুনভ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তাদের মাথার উপর দিয়ে তাকালেন।

'সে কথা আমি জানি না,' সংক্ষেপে তিনি উত্তর দিলেন।

কলোনিবাসীদের চোখে কেমন একটা বিদঘুটে ট্যারা চাউনি দেখা গেল। কেউ কারুর দিকে তাকাতে চাইল না। কিন্তু জাখারভ উঠে এক পা এগুলেন। তিনিও চোখ নামালেন। স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি চটে উঠেছেন।

'কিন্তু আমি জানি! কমরেড ক্রেইৎসারও জানেন! কলোনিবাসীরা তোমরাও জান! এই ইলেকট্রিক ড্রিলের দরকার আমাদের দেশের, আমাদের লাল ফৌজের, আমাদের বিমান বাহিনীর। কমরেড ভর্‌গুনভ, কতটা করে মাল তৈরী হবে বলে পরিকল্পনায় ধরছেন?'

'দিনে পঞ্চাশটা হল নর্ম।'

'তার মানে দিনে আমরা এক শ'টা করে তৈরী করব। এবং করব অস্ট্রিয়ানদের চেয়ে ভালো করে।'

ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকালেন তিনি চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে। ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার এ্যাটাচি কেসের দিকে। দরজার কাছের ভিড়ের মাঝখান থেকে একটি সুরেলা স্বর শোনা গেল:

'ঠিকই বানাব!'

গন্তারের মুখে এমন একটা গম্ভীর প্রসন্ন ভাব ফুটে উঠল যা বয়স্ক ও জীবনে অভিজ্ঞ লোকেদের মুখেই দেখা যায়:

'সেদিন একটা বইতে পড়ছিলাম কে একজন টেলিগ্রাফ দিয়ে ছবি পাঠানোর ব্যাপার আবিষ্কার করেছেন। আমার কোনো সন্দেহ নেই, তার চেয়ে ড্রিলটা বানান সহজ। কিংবা ধরুন কম্বাইনের কথা। লোকে তো এখন তা বানাচ্ছে। রস্তভে সেগুলো তৈরী হতে আমি নিজে দেখেছি। আমার মত হল: ঠিকমতো কাজে নামলে হবে না কেন? অবশ্য ঢালাই কারখানাটা ভালো হওয়া চাই।'

এই সব যুক্তিপূর্ণ কোনো কথাই ভরুগুনভের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না। অবাক হয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভিতিয়া তর্কি সভা বন্ধ করল।

কয়েক মিনিট পরে জাখারভের আপিসের মাঝখানে ভরুগুনভকে দাঁড়াতে দেখা গেল। মাথাটা এমনভাবে নুইয়ে রইলেন যেন গুঁতো মারবেন।

'এই সব ছেলেমানুষীর মধ্যে আমি নেই,' তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি দেবদূতও নই, সেণ্টিমেণ্ট্যাল তরুণীও নই। যেখানে উৎপাদনের প্রশ্ন সেখানে কচি মুখ দেখে আমার মন ভোলে না। কক্ষণো না! আমার বলার কথা এই: কারখানা বানান, সে তো ভালো কথা। কিন্তু কর্মীদের খোঁজ আপনাদের করতে হবে।'

বিস্ময়ে গোল হয়ে উঠল ক্রেইৎসারের চোখ:

'দাঁড়ান, পিওতর পেত্রোভিচ। এই ছেলেগুলো কি... আপনার মতে...'

'আনাড়ি এমনিতেই অনেক,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বললেন।

দারুণ বিরক্ত হয়ে ব্লুম হাত বাড়ালেন:

'আপনি তো ওদের এখনো চেনেন না। খাটতে পারে খুব, জানোয়ারের মতো খাটে।'

'ঠিকই বলেছেন! জানোয়ারের মতো! কিন্তু আমার দরকার জানোয়ার নয়, অভিজ্ঞ কর্মী।'

ভরুগুনভ টুপি পরে এ্যাটাচি কেসটা তুলে নিলেন।

'মিখাইল ওসিপভিচ, আপনার গাড়িটা আমি নিলাম। শুভ সন্ধ্যা,' বলে তিনি চলে গেলেন।

সবাই তাকাল তাঁর দিকে।

'দেখলেন তো! চমৎকার, তাই না? আশ্চর্য মানুষ!' উৎসাহিত হয়ে বললেন ক্রেইৎসার।

কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল ব্লুম ওঁর মতো উৎসাহ বোধ করেননি। বললেন:

'আপনার এত ভালো লাগার কী হল? উনি জানোয়ার পছন্দ করেন না! এমন ধারা লোক কখনো দেখেছেন আগে?'

ছোটো ছেলের মতো জাখারভ হেসে উঠলেন।

চতুর্থ দলের অধিকাংশ ছেলেরাই ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। একমাত্র জিরিয়ানস্কি বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। পাশাপাশি বিছানা থেকে ভলোদিয়া

আর ভানিয়া পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ ভানিয়া কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠল।

'দশ মাইক্রন!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এ যে অসম্ভব, তাই না?'

'জীবনে সবই সম্ভব,' চিন্তিতভাবে বলল ভলোদিয়া।

জিরিয়ানস্কি তাদের দিকে তাকাল:

'বাচ্চারা ঘুমো!'

ছেলেরা পরস্পরের দিকে মুখভঙ্গী করে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল।

২৪

পুরনো দিনের আড্ডায়...

ভর্‌গুনভ অস্ট্রিয়ায় তৈরী ইলেকট্রিক ড্রিলটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অপরূপ সেই জিনিসটার স্মৃতি গেল না।

সত্যি বলতে কি এমন একটা বিষয়ে ঠিকমতো আলাপ চালাবার ক্ষমতা ছিল না কলোনিবাসীদের। সেলাই কারখানাটা থাকবে কি না, নতুন কারখানায় সামারা লেদগুলো কোনো কাজে লাগবে কি না এবং স্টেডিয়ামটা ভেঙে ফেলা উচিত নাকি খাড়া থাকবে — এই সব নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেল। কয়েকটি মেয়ে কম্যান্ডার পরিষদে অনুরোধ জানাল তাদের যান্ত্রিক কারখানায় বদলি করে দেবার জন্য। এইভাবে এগিয়ে-আসাকে স্বাগত জানাল পরিষদ। কিন্তু চতুর্থ দল এটাকে দেখল ঈর্ষা আর সন্দেহের চোখে।

'ভারি চালাক কিন্তু!' বেপরোয়াভাবে সামনের চুলের গোছা ঝাঁকিয়ে মন্তব্য করল পেৎকা ক্রাভ্‌চুক। 'দেখবি, পরে সবাই বলবে, টার্নিং লেদে মেয়েরা কাজ করছে এ যে খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, তাই সবচেয়ে ভালো লেদটি ওদের দাও! অথচ আমাদের বলবে, এগুলো এখনো বাচ্চা, ঢালাই করুক গে! বিশেষ করে ঢালাই কারখানায় যদি ধোঁয়া না থাকে।'

ক্রাভ্‌চুকের সঙ্গে একমত হল চতুর্থ দল। বড় মেয়েদের অনধিকার প্রবেশের মধ্যে তারা দেখতে পেল টার্নার হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠার ঘোরতর বিপদ। কিন্তু মেয়েরা তাদের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুর্ভাবনা ঘুচল।

যান্ত্রিক কারখানায় যারা এল তাদের মধ্যে ছিল ভান্দা আর অক্সানা। কম্যান্ডার পরিষদে সলোমন দাভিদভিচ অবশ্য বলেছিলেন লেই-বানিয়ে

হিসেবে ভান্দার মতো আর কাউকে পাওয়া যাবে না, কিন্তু ভান্দা ঘোষণা করলে, অক্সানার সঙ্গে একত্রে সে কাজ করতে চায়। অন্য কেউ এ রকম যুক্তি দেখালে সেটা হেসেই ওড়ানো হত, কিন্তু নেহাৎ ভান্দা আর অক্সানা বলেই কেউ হাসল না। উল্টে বরং ঐ যুক্তিতেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

অক্সানা আর ভান্দার বন্ধুত্ব কলোনির সবাই লক্ষ্য করেছিল। সবাই নীরবে মেনে নিয়েছিল যে, এই বন্ধুত্বের মধ্যে বিশেষ কী একটা যেন আছে। তবে কেউ জানত না সেই বৈশিষ্ট্য কীসে। মেয়ে দুজনও তাদের গোপন কথাটা কিছুই ফাঁস করেনি। সব সময় তাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতে লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে: খাবার ঘরে, ইস্কুলে আর এখন কারখানায়। অবসর সময়ে তারা একসঙ্গে থাকে। একসঙ্গে তারা আসে পার্কে, থিয়েটারে, খেলার মাঠে। ফলে এদের কোনো একজনের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেবার ইচ্ছে যাদের তারা পড়ে ভারি অসুবিধেয়। গন্তার আর চেনিয়াভিন দুজনেই মনে মনে এই বন্ধুত্বের ঘোরতর বিরোধী। কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একজনের অসুবিধে হলেই তখন অন্যজন এই বন্ধুত্বের প্রশংসা করে। ব্যাপারটা বিশেষ করে দুর্বোধ্য ঠেকে এই জন্য যে অন্যদের সামনে ভান্দা আর অক্সানা নিজেদের মধ্যে প্রায় কথাই বলে না। পরিষ্কার বোঝা যায় এই সরল, মৌন ও গভীর বন্ধুত্বেই মেয়েরা পরিপূর্ণ তৃপ্ত। কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে, ভিন্ন কোনো গোপন পরিস্থিতিতে — হয়তো শোবার ঘরে বা পার্কের নির্জন কোণে বলার মতো কথা তাদের নিশ্চয় ছিল, সেখানে নিজেদের সব সমস্যার সমাধান করে নিয়েছে তারা, সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেই জন্যই অন্যদের সামনে তারা অত গর্বভরে চুপচাপ হয়ে থাকে। দুজনের মধ্যে অক্সানার মুখটাই বেশী প্রাণবন্ত, পরিবেশের প্রতি বেশি সচেতন। বন্ধুর প্রতি আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও আশেপাশে নজর দিতে, মন দিয়ে দেখতে, ধূর্ত চোখে চাইতে, যা কিছু ঘটছে তার দিকে কান পাততে সে পারে। ভান্দার কিন্তু পারিপার্শ্বিক জীবনে কৌতূহল নেই। সে বাস করে তার নিজস্ব এক সুগম্ভীর অন্তর্জগতে। তার মধ্যে ডুবে থাকে সে, শুধু সামান্য একটু ভুরু কুঁচকে ওঠে তার।

ক্রমশ বেশী করে কলোনিটা ভালো লাগতে থাকে ভান্দার। এখানকার লোকজনদের ভালো করে বুঝতে সে শুরু করেছে, যদিও এখনো সে সরল ও আন্তরিকতায় তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। ক্রমশ সে কলোনির নানা রহস্য ভেদ করতে শুরু করেছে। প্রথম যে রহস্যটা তার কাছে খোলসা

হয়ে যায় সেটা হল কেন মেয়েদের অতগুলো করে বালিশ। দেখা গেল কারণটা খুবই সাধারণ, এমন কি হাস্যকরও। শুধু মেয়েরাই এই রহস্যের কথা জানত। এই অদ্ভুত ঘটনা নিয়ে ছেলেরা সব সময় মাথা ঘামাত, এমন কি সন্দেহ করত কর্তৃপক্ষ বুঝি পক্ষপাতিত্ব করছে। কিন্তু রহস্যটা এই: প্রতি ছ'দিন বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, ইত্যাদি বদলানো হয়। ছেলেরা কখনো লক্ষ্য করত না বালিশের ওয়াড় বদলাবার সময় প্রত্যেকটি ওয়াড়ের মধ্যে কয়েকটা করে পালক থেকে যায়। পালকগুলো উড়ে মেঝেয় পড়ে। পরে মনিটর সেগুলো ঝেঁটিয়ে ফেলে বারান্দায়। মনিটরদের তখন সেগুলো সরিয়ে ফেলার কথা, কিন্তু কখনো ফেলতে হয়নি। খুব সকালে বিউগ্‌ল্‌ বাজার অনেক আগেই মেয়েরা পালকগুলো কুড়োয়। ফলে তাদের বালিশগুলো ক্রমশ মোটা হতে হতে শেষ পর্যন্ত নতুন একটি বালিশ জন্মাবার সময় আসে। এদিকে ছেলেদের বালিশ ক্রমশ হয়ে ওঠে জিরজিরে। শেষটায় এমন সময় আসে, যখন ভাঁড়ারী ব্যাজার মুখে দুর্বোধ্য ঘটনাটার তদন্ত করে সিদ্ধান্তে আসে বালিশ ভরার জন্য আবার পালক কিনতে হবে। কলোনিতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা সংখ্যায় অনেক বেশী বলে এ ঘটনা ঘটে খুব চটপট। অল্প দিনের মধ্যেই ভান্দার খানিকটা পালক জমে যায়। সেগুলো সাবধানে রুমালে জড়িয়ে সে রাখে তার বিছানার পাশের ছোটো দেরাজে। সাধারণ এক ঘটনা। এর জন্য কাউকে দোষ দিতে হলে সেটা ছেলেদের প্রাপ্য, কারণ বালিশের মতো তুচ্ছ জিনিসের উপর তারা যত্ন নিতে পারে না।

ভান্দার ছোটো দেরাজটা ভরে উঠতে শুরু করেছে। অন্যান্য কলোনিবাসীদের মতোই কারখানায় কাজ করার জন্য সে বেতন পায়। অক্টোবরের শেষে তার বেতন দাঁড়াল ১২০ রুব্‌লে। এর বেশীর ভাগটাই কলোনিতে ফিরে যায় তার থাকা-খাবার খরচ দিতে। শতকরা দশ ভাগ দিতে হয় কম্যাণ্ডার পরিষদের বিশেষ তহবিলে, যাতে কলোনিবাসীরা কলোনি ছেড়ে যাবার সময় কিছুটা অর্থ পেতে পারে। এসব বাদ দিয়ে তার হাতে থাকত কুড়ি থেকে পঁচিশ রুব্‌ল্‌। তার কাছে এটা খুব বড় অঙ্ক, খরচ করা কঠিন, কারণ সে সময় তার শখ ছিল খুব কম। কিন্তু অক্সানা এসে যাবার পর খরচের নানা পথ আপনা থেকেই দেখা দিল। হঠাৎ চকোলেট-লজেন্স প্রিয় হয়ে উঠল, তারপর সিল্কের মোজা তাকে দিল হাতছানি, তারপর সে আবিষ্কার করল অক্সানাকে উপহার দেবার আনন্দ। এখন

ভান্দার ছোটো দেরাজেও দেখা দিল পোষাকের জন্য ক্যাম্ব্রিকের কাপড় আর নানা টুকিটাকি জিনিসে ভরা একটা বাক্স। ক্লাভা কাশিরিনার মতো একটা হাত-ঘড়ির কথাও সে ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু বেশী জরুরী কেনাকাটির দরকারে ঘড়ির স্বপ্নটা ক্রমশ মিলিয়ে আসছিল। বিউগ্লের ডাকের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লে সময় জানাবার জন্য বারান্দায় তো বড় একটা ঘড়ি রয়েছে।

অক্টোবরের শেষে ভান্দা এক দিন ছুটিতে সহরে যাবার অনুমতি পেল। আজকাল অক্সানা জীববিদ্যা-চক্রে সম্পূর্ণে ডুবে থাকে, আফ্রিকার কী একটা এ্যাণ্টি-সাইক্লোনের কথা বলে। ইগর চেনির্য়াভিনও জীববিদ্যা-চক্রে যোগ দিয়েছে। সত্যি কথাটা অবশ্য এই যে, মোটেই সে আফ্রিকার এ্যাণ্টি-সাইক্লোন সম্বন্ধে উৎসাহী নয়। তার চেয়েও তার কম উৎসাহ গিনিপিগ আর নানা জাতের খাঁচায় বন্দী পাখী সম্বন্ধে। কিন্তু এই চক্রের মধ্যে সে একটা চমৎকার ফুর্তির ভাব অনুভব করে। তাছাড়া হাসি-তামাসা করার প্রচুর সুযোগ সেখানে। নানা গতরখাটুনি কাজেরও অভাব সেখানে নেই। অক্সানা তার প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করলে ঐ কাজগুলো সে সানন্দেই করে। যাই হোক না কেন জীববিদ্যা-চক্রের একটা সুবিধে এই যে, তার সঙ্গে মোটর ইঞ্জিন তৈরীর মূলতত্ত্ব বা ট্র্যাফিকের আইনকানুনের কোনো সম্পর্ক নেই — জীববিদ্যা-চক্রটা মিশা গস্তারের পক্ষে একেবারে বহির্ভূত এলাকা।

চক্রের কাজের জন্য অক্সানাকে থেকে যেতে হল। তাই ভান্দা একলাই গেল সহরে। বনের মধ্যের পথ ধরে সে চলল, তারপর একটা ট্রাম ধরে গেল প্রধান রাস্তা পর্যন্ত। অক্টোবরের প্রশান্ত দিন। কালো উর্দি পরে, কলোনির ব্যাজ লাগানো একটা বেরে মাথায় দিয়ে সগর্বে সে হাঁটতে লাগল রাস্তা দিয়ে। বিখ্যাত 'পয়লা মে' কলোনির এই সুন্দরী সোনালী-চুল সভ্যের দিকে লোকেরা তাকাতে লাগল শ্রদ্ধাভরে। রাস্তার শুরুতে বুলভার, গাছের তলায় রবিবারের জনতা ধীরেসুস্থে হেঁটে বেড়াচ্ছে। লোকের ভিড় নিখুঁতভাবে এড়িয়ে ভান্দা হাঁটতে লাগল। লক্ষ্য করে খুসি হল লোকেদের মুখে কী রকম কৌতূহল আর ঈর্ষা ফুটে উঠছে এবং কী ভাবে তরুণরা তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ফিসফিসে মন্তব্য সে শুনতে পেল:

'যাই বলো, কলোনির ছেলেমেয়েগুলো, সাবাস বটে! হাঁটার ধরণটাও দেখো কেমন আলাদা!'

ছুটির দিনের আবহাওয়ায় জায়গাটা কলোনির চেয়েও সুন্দর। পথের একটি লোকও ভান্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়ার কথা জানে না। যে কাঁধদুটির উপর কোঁকড়া সোনালী চুল ছড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে ফুটে উঠেছে তার যৌবনের পবিত্রতা ও গর্ব, তার কলোনির পবিত্রতা ও গর্ব। সে কারণে ফুটপাথ ধরে সে লঘু তৎপর পায়ে চলল হেঁটে। ছোটো ছোটো কালো জুতো পরে অনায়াসে সামনে পা বাড়াতে কী ভালোই না লাগে, কী ভালোই না লাগে এই সুগভীর প্রশান্তির মধ্যে নিশ্বাস নিতে আর পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে চারিদিকে তাকাতে।

'হ্যালো, ডিয়ারি ...'

স্বরটা এল তার পিছন থেকে। ভান্দার মনে হল কে যেন তার মাথায় বিশ্রী জোরাল একটা বাড়ি মারল। বেঢপ জঘন্য কী যেন একটা শিরশিরিয়ে উঠল তার সমস্ত শরীরে।

ভান্দার সামনে দাঁড়াল একজন কলোনিবাসী। পরনে তার একই রকম কালো ওভারকোট, বোতাম ঘরে একই রকম ব্যাজ। তার ভঙ্গীটাও কলোনিবাসীর মতো, শুধু ওই স্থির সবুজ চোখদুটো ছাড়া ...

'কোথায় যাচ্ছিস?' রিজিকভ প্রশ্ন করল।

ভান্দা খাবি খেয়ে উঠল। মনে হল যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্য সেই পুরনো দুর্বার ঘৃণায় ভরে উঠল তার মন। তার চোখ ঝলসে উঠল ... হঠাৎ তার মনে পড়ল রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে, রিজিকভের মতো সেও কলোনিবাসী। তাই উত্তর দিল:

'কেনাকোটা করতে। কয়েকটা জিনিস আমায় কিনতে হবে ... অক্সানা আর আমার জন্যে। আর তুই?'

'বিশেষ কোথাও নয় ... এমনি বেড়াচ্ছি ...'

রিজিকভ তার পাশ দিয়ে হাঁটিতে শুরু করল। বাস্তবিকই আজ তাকে ভদ্র দেখাচ্ছে। তার কোটের বোতাম আঁটা, কালো টুপিটা চেপে বসেছে তার মাথায়।

'শুনছি তুই নাকি এখন টার্নারিতে কাজ করছিস?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা মেয়েদের কাজ নয়।'

'মেয়েদের কাজ তাহলে কোনটা?'

'তোদের কাজ আলাদা... যাই বল না... এতে কিছু হবে না...' ঠোঁট বেঁকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে রিজিকভের কলোনিবাসী চেহারা আর রইল না। ভান্দার চোখের সামনে তার রূপ বদলে গেল।

ভান্দা ভুলল না সে সহরের প্রকাশ্য রাস্তায়।

'জ্বালাস না বলছি... চলে যা!' ফিসফিস করে বলল ভান্দা। তার মুখের ভাব বদলাল না।

'চটছিস কেন। কী রে তুই। ঠাট্টাও করা যাবে না? শোন বলি।'

'কী?'

'চল রেস্তরাঁয় যাওয়া যাক।'

ভান্দা কোনো কথা বলল না। পাদুটো তার আগের মতোই একই ভাবে একই দিকে চলতে লাগল, যে দিকে চলেছে রিজিকভ।

চুপচাপ কয়েক পা এগিয়ে গেল রিজিকভ। তারপর চোখ নিচু করে চাপা গলায় বলল:

'কিছু মদ খাওয়া যাবে...'

ঘেন্নার সুরটা না চেপেই ভান্দা বললে:

'আর তারপর?'

নিঃশব্দে হাসতে লাগল রিজিকভ, তারপর সাবেকী রাস্তাবাজের কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল:

'পরে দেখা যাবে। হয়তো পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া যাবে, কী বলিস?'

চুপচাপ তারা চলল। চৌমাথায় মাটির তলার এক রেস্তরাঁর দিকে রিজিকভ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'ভেতরে চল, পুরনো দিনের আস্তায়...' ফিসফিস করে বলল রিজিকভ।

ভান্দা পথের এ-মুড়ো ও-মুড়ো তাকাল, তারপর রিজিকভের দিকে সামান্য ঝুঁকে সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে ঘৃণাভরা সুরে বলল:

'চুলোয় যাক তোর পুরনো দিন, বখাটে, কুকুর কোথাকার!'

রিজিকভ লাফিয়ে পিছু হটে তার সেই অভ্যস্ত বেহায়াপনায় বললে:

'হল কী তোর? অত জাঁক কীসের? কলোনির লোককে বলে দেব কিন্তু!'

একটি লোক এইমাত্র তাদের পাশ দিয়ে গেল। সে ঘাড় ফেরাল। ভান্দার মুখ টকটকে হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সে ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। রেস্তরাঁর দরজার সামনে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল রিজিকভ।

২৫

খারাপ কিছু নেই

মোটের ওপর কলোনিতে ভালই লাগে রিজিকভের। প্রায় সব সময়েই মনে তার ফুর্তি, খুব কথা বলে। কলোনি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে দলের হোমরা-চোমরাদের কথাবার্তার মাঝখানে সব সময় উপর-পড়া হয়ে কথা বলে সে। মন্তব্য করে বেশ বুদ্ধিমানের মতো। ঢালাই কারখানায় তার খুব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হালে ছাঁচে ঢালাই করার কাজ সে পেয়েছে। তার দক্ষতা আর কর্মশক্তির উপর ফোরম্যান বাঙ্কোভস্কির খুব উঁচু ধারণা। রিজিকভ আর নেস্তেরেঙ্কোর মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। নেস্তেরেঙ্কো সোজাসাপটা দাবি করল: রিজিকভ যেন মুখ খারাপ করা বন্ধ করে। নেস্তেরেঙ্কোর প্রভুত্ব রিজিকভ মানতেই চাইল না:

'এমনিতেই হয় না... আবার তোর কাছে শিখতে হবে।'

'বেশ, তোর কম্যাণ্ডারের কাছে জবাব দিস।'

'দেবই তো। বড়ো ভয় দেখাচ্ছেন!'

সেই সন্ধেয় ভলেঙ্কো সত্যিসত্যিই কথাটা তুলল।

'শোন রিজিকভ, নেস্তেরেঙ্কো বলেছিল...' সে শুরু করল।

'ওসব কিছু না ভলেঙ্কো,' মুখে একটা আহতভাব ফুটিয়ে রিজিকভ তাকে বাধা দিল। 'ছাঁচ-বাক্স যখন কুলায় না তখন রাগ হয়ে যাবেই তো বুঝেছিস। তাই বলে দিলাম...'

'রিজিকভ, মুখ খারাপ করা এখানে চলে না। কয়েকবার তোকে বলেছি।'

'তা জানি। ভাবছিস মনে নেই? তবে অভ্যেস আর কি, আমার ঐ অভ্যেসে হয়ে গেছে...'

'ওই অভ্যেসটা ছাড়। অভ্যেসটা ছাড়া কি এতই কঠিন?'

'ভাবিস কি খুব সহজ? অবশ্য অবসর সময়ের কথা আলাদা। কিন্তু ছাঁচ-বাক্স নিয়ে যখন রাগ হয়ে যায়... কতবার বলেছি, ধারগুলো খারাপ হয়ে গেছে, তার দিয়ে কোনোরকমে বাঁধা। বল, তখন মুখ খারাপ না করে কী করে থাকা যায়?'

'কথা দে নিজেকে সামলাবি।'

'কথা দিচ্ছি ভলেঙ্কো। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার রাগ হয়ে যায়।'

ভলেঙ্কো রিজিকভের সঙ্গে তর্ক করে চলল বটে, কিন্তু সে জানে

অতীতের অভ্যেস কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে কী রকম কঠিন। মোটামুটি রিজিকভের ব্যবহার ভালো। সবচেয়ে তার বড় গুণ ঢালাই কারখানায় সবচেয়ে ভালো কর্মীদের অন্যতম বলে তাকে লোকে মনে করে। ইতিমধ্যেই সে বেতন রোজগার করতে শুরু করে দিয়েছে: শেষ মাইনে পাবার দিন পঞ্চাশ রুব্‌ল্‌ সে নগদ পেয়েছে।

'বল তো কী কেনা যায় এতে?' ভলোদ্যাকে দেখিয়ে সে প্রশ্ন করেছিল।

'কিনবি আবার কী?' ভলোদ্যা উত্তর দিল, 'যা কিছু দরকার সবই তো তোর আছে। বরং সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে রেখে দে। এখান থেকে যাবার সময় ওটা তোর কাজে লাগবে।'

ইস্কুলেই শুধু রিজিকভ সুবিধে করতে পারে না। চতুর্থ শ্রেণীতে সে বসে, পড়ার সময় ঘুমিয়ে পড়ে, কখনো বাড়ির পড়া করে না। শিক্ষকের সঙ্গে সে যে তর্কাতর্কি করে না সেটা গম্ভীর আর কড়া প্রকৃতির ক্লাস-মনিটর খারিতন সাভচেঙ্কোর ভয়ে।

রিজিকভের নানা বন্ধুও জুটতে শুরু করল। এ কথা অবশ্য সত্যি রুস্‌লান গরোখভ ভান করে এটা-সেটা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করার সময় তার নেই। তাছাড়া রুস্‌লান পড়ে ষষ্ঠ ক্লাসে। তার ক্লাসের ছেলেরা তার কাছে আসে একসঙ্গে পড়া তৈরী করতে। যে-কোনো ধরনের পড়াশুনোকেই রিজিকভ সন্দেহের চোখে দেখে। তবুও তাকে স্বীকার করতে হয় ষষ্ঠ ক্লাস ছেলেখেলা নয়, সত্যিই হয়, হয়ত সেখানে পড়া তৈরী করা দরকার। যাই হোক রুস্‌লানকে নিয়ে ভাবনা নেই, সে তারই জাতের। অন্যদের সঙ্গেও রিজিকভের বন্ধুত্ব হয়েছে। যেমন সেভ্‌কা লেভিতিন। গরোখভের চেয়েও বন্ধু হিসেবে সে বেশী ভালো, কারণ রিজিকভের চেয়ে দু বছরের সে ছোটো। খানিকটা সশ্রদ্ধভাবেই সে তার প্রভুত্ব মানে। অন্য সবাইকার চেয়ে সেভ্‌কা সামান্য আলাদা ধরনের। অনেক পড়াশুনো করেছে সে। যে-সব গল্প পড়েছে সেগুলো বলতে সে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে সহর থেকে সে বিশেষ বিশেষ রোমাঞ্চকর গল্পের বই নিয়ে আসে। সেগুলো সে লুকিয়ে রাখে নিজের ছোটো দেরাজে। শুধু রিজিকভকে দেখায়। কিন্তু সেভ্‌কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কলোনির প্রতি তার ঘৃণা। এমন কি রিজিকভও বুঝতে পারে না, কেন সে কলোনির উপর অমন চটা, যদিও তার নানা অভিযোগ আর ইঙ্গিত শুনতে তার ভালোই লাগে। সেভ্‌কার মুখটা ভরাট,

ঠোঁটদ্বটো পুরু। কথা বলার সময় তার মুখ আর ঠোঁট চটচটে হয়ে যায়। তাতে মনে হয় তার কথার মধ্যে আক্রোশ যেন আরো বেশী করে ফুটে ওঠে।

কলোনির আইনকানুন, ডিসিপ্লিন, ইউনিফর্ম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর কারখানার কাজ ঘৃণা করে সেভ্‌কা। তার দৃঢ় বিশ্বাস ব্রুম হাজার হাজার রুব্‌ল্‌ চুরি করেছেন। এখন আবার নতুন কারখানা তৈরী নিয়ে আরো বেশী মারবার তালে আছেন। তার মতে রাষ্ট্রীয় খেতাব পাবার জন্য জাখারভ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আর নিশ্চয়ই সেটা তিনি পাবেন, কারণ দু শ'র বেশী কলোনিবাসী তাঁর হয়ে কাজ করছে। কোন শিক্ষক কোন শিক্ষিকার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করে তার সব খবরই সে রাখে। তাদের গোপন মেলামেশার রসালো রসালো কাহিনী সে বলতে পারে। একদিন সে এমন বাড়াবাড়ি করে বসল যেটা রিজিকভও বরদাস্ত করতে পারল না।

'একথা সত্যি নয়...' সে আপত্তি জানাল, 'জাখারভ শুধু ভড়ং দেখান, তার বেশী কিছু নয়। আর কলোনির টাকা মারা সেটা অত সহজ নয়। হিসেব দেখাশুনোর লোক আছে আর নানা আটঘাট বাঁধা আছে।'

কিন্তু মুখ বেঁকিয়ে লেভিতিন এই মন্তব্যটা কানেই তুলল না। নানা শিশু সদনে সে ছিল। এক শিশু সদনে সব ব্যাপার ফাঁশ হয়ে যায়। ডিরেক্টরের বিচার হয়। আর একটায় সবাই চুরি করত। তার বাবা ছিলেন ক্যাশিয়ার। এখনো তিনি জেলে। সবাই তাঁকে মনে করত সৎ। শেষটায় ৩০,০০০ রুব্‌লের কথাটা ফাঁশ হয়ে যায়। পৃথিবী কেবল বোকা লোকে ভরা একথা রিজিকভের ভাবা একেবারে ভুল। সুবিধে পেলে সবাই চুরি করে আর শুধু সততার ভান দেখায়।

সেভ্‌কার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারে না রিজিকভ। জীবনকে সে আরো ভালো করে জানে, মানুষের প্রকৃতি অনেক ভালো বোঝে। অবশ্য চুরি করতে সবাই পারে, এমনি এমনি পেয়ে গেলে, টাকাপয়সা মিলে গেলে কার না ভালো লাগে। তবু এমন সব হাঁদারামও আছে সারা জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটালেও যারা চুরি করে না। কারণ চুরি করতে তারা ভয় পায়। তারা ভাবে জেলে যাবার চেয়ে কালো রুটি খাওয়াও ভালো। যারা খুব বেপরোয়া তারাই শুধু চুরি করে—কিছুই যারা ভয় করে না, জেলের তোয়াক্কা যারা করে না। নিজে এ-রকম অসাধারণ নির্ভীক লোকের একজন বলে রিজিকভ গর্ব করে। লেভিতিনকে সে সামান্য ঘৃণা করে। তাকে সে

ফেলে ও-ধরনের বাজে লোকের দলে, যে শুধু কথা বলতে জানে, চুরি করতে জানে না। তাহলেও তার সঙ্গে কথা বলতে তার ভালোই লাগে।

একদিন শোবার ঘরে রিজিকভ আর লেভিতিন ছাড়া আর কেউ ছিল না।

'এটা কি ন্যায্য বলবি?' স্বভাবসুলভ আহত সুরে সেভ্‌কা অভিযোগ জানাল। 'ভান্দা এখানে মাত্র দু মাস এসেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাকে একটা লেদ দেওয়া হয়েছে। আর আমি এখনো ছুতোরের কারখানায় পড়ে। একে সুবিচার বলিস?'

'ভান্দাকে তুই চিনিস না,' বাঁকা হেসে রিজিকভ উত্তর দিল। 'লোকের মন কাড়তে সে জানে!'

'আমিই বা কেন পারি না?'

'তুই?' হো হো করে হেসে উঠল রিজিকভ। 'তোর কোনো আশাই নেই। জানিস এখানে আসার আগে ভান্দা কী করত?'

'কী করত?'

তারা ছাড়া ঘরে আর কেউ না থাকা সত্ত্বেও রিজিকভ সেভ্‌কার কানের উপর ঝুঁকে ফিসফিস করে কথাটা বলল।

'বাজে কথা!'

'মাইরি বলছি! আমি যে ওকে জানি!'

'এটা একটা খবরের মতো খবর!'

এই নতুন জ্ঞান আহরণ করে সেভ্‌কা বেজায় খুসি হয়ে উঠল। কিন্তু রিজিকভের মুখ ভাবলেশহীন।

'এটা আর এমন কী কথা?' ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে বলল। 'কী আর হয়েছে এতে। করলই বা ...'

'অথচ দেখ, কী রকম চাল দেখায়... কেউ ভাবতেই পারবে না যে ...'

'তাতে খারাপ কিছুই নেই,' আবার বলল রিজিকভ।

২৬

রোষের গতি

আসন্ন জাতীয় উৎসবদিনের তোড়জোড়ে নভেম্বরের গোড়ার দিকে বেজায় ব্যস্ত উঠল কলোনির সবাই। সত্যি বলতে অবসর সময় তাদের খুবই কম। দিনগুলো কাজে ঠাসা। এক মিনিটও অপচয় হয় না, প্রতিটি মুহূর্ত

দরকারী। এই সময় এক সন্ধের লিউবা রৎস্তেইন পেল সেই কাগজের টুকরোটা। লাইব্রেরি থেকে সবে যে বইটা সে নিয়েছিল তার মধ্যে ছিল কাগজের টুকরোটা।

'দেখ দেখি, কী বিশ্রী কান্ড! লিদা!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

কাগজের টুকরোটা তার হাত থেকে নিল লিদা তালিকভা। পরিষ্কার করে লেখা কথাগুলো সে পড়ল:

'ভান্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়াকে জিগ্‌গেস কর কলোনিতে আসার আগে সে কী ছিল আর কী করে সে রোজগার করত।'

সেই মুহূর্তে লাইব্রেরি থেকে নীচতলার ব্যারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল সেমিওন গাইদভস্কি। সবে যে বইটা তাকে দেওয়া হয়েছে তার নাম এমন চিত্তাকর্ষক যে ছুটির দিনে ভালো করে বইটা পড়বে বলে ঠিক করা সত্ত্বেও হাঁটতে হাঁটতে তার ছবিগুলো দেখার লোভ সে সামলাতে পারেনি। বই থেকে কাগজের যে টুকরোটা পড়ে গেল সেটা সে লক্ষ্য না করে হেঁটে চলল। কাগজের টুকরোটা তুলে নিল ওলেগ রগভ, পড়ল:

'দোস্ত! শস্তায় ভান্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়াকে তোমরা পেতে পারো। সে জানে কত ধানে কত চাল!'

'কোথায় এটা পেলি?' গাইদভস্কিকে প্রশ্ন করল রগভ।

'কোনটা?'

'এই কাগজটা।'

'কী বলছিস বুঝতে পারছি না।'

'তোর হাত থেকে এটা পড়তে দেখেছি।'

'তাহলে হয়তো বই থেকে পড়েছে।'

'বইটা কোথা থেকে পেলি?'

'এইমাত্র লাইব্রেরি থেকে নিয়েছি। কাগজে কী লেখা আছে?'

রগভ উত্তর দিল না। সে ছুটে গেল পরিষদ ঘরে।

'দেখ তো কী কান্ড!'

ভিতিয়া তর্স্কির ডেস্কের সামনে ওই ধরনের কয়েকটা কাগজের টুকরো পড়ে।

'আধ ঘণ্টা আগে থেকেই দেখছি। তোরটা নিয়ে চারটে হল,' সে বলল।

খানিক পরে বেগুনককে দরজায় পাহারা রেখে জিরিয়ানস্কি আর মার্ক গ্রিনগাউজের সঙ্গে তর্স্কি পরামর্শ করল। অবস্থাটা বুঝে নিতে

জিরিয়ানস্কির দেরী হল না। তাড়াতাড়ি লেখাগুলো পড়ে নিয়ে কোনো দ্বিধা না করে সে বলল:

'এটা লেভিতিনের লেখা।'

'তুই ঠিক জানিস?' গ্রিনগাউজ প্রশ্ন করল।

'একেবারে নিঃসন্দেহ। একই ডেস্কে লেভিতিন আর আমি বসি। এটা তার হাতের লেখা। তোর মনে আছে পায়খানার দেয়ালে মারুসিয়া সম্বন্ধে সে কী লিখেছিল?'

'কিন্তু কী করে সে এগুলো বইয়ের মধ্যে রাখল?'

'সেটা তো খুবই সহজ। লাইব্রেরি-চক্রে সে আছে।'

কোনো মন্তব্য না করে তর্স্কি বেগুনকভকে পাঠাল লেভিতিনকে ডেকে আনতে। সেভ্‌কা ঘরে এসে ডেস্কের উপরকার কাগজের টুকরোগুলোর দিকে আড়চোখে তাকাল। ধূর্তভাবে তর্স্কির কড়া জিজ্ঞাসু চোখ এড়িয়ে সশ্রদ্ধভাবে প্রশ্ন করল:

'আমায় ডেকেছিলি?'

'এটা তোর কাজ?' ডেস্কের দিকে তাকিয়ে তর্স্কি প্রশ্ন করল।

'কী বলছিস বুঝতে পারছি না।'

'দেখতে পাচ্ছিস না?'

'কী ওটা?'

লেভিতিন ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল। জিরিয়ানস্কি তার কাঁধ ধরে সজোরে ফেরাল:

'আর একবার পড়ে দেখতে হবে বুঝি?'

'বলছিস আমার কাজ, তাহলে তো পড়ে দেখতে হয়।'

'পড়ে দেখতে হবে! লিখতেও হবে তোকে, পড়ে দেখতেও হবে তোকে, একজনের পক্ষে অনেক কাজ বটে!'

'আমি লিখিনি।'

'লিখিসনি?'

'না, লিখিনি।'

ধারাল চোখে তার দিকে তাকাল জিরিয়ানস্কি। লেভিতিন কষ্ট করে তার চোখ সরিয়ে নিল, উত্তেজনায় চোখের পাতাগুলো তার কাঁপতে লাগল। জিরিয়ানস্কি ফিসফিস করে একটা তীক্ষ্ন মন্তব্য করে আচমকা ফিরল তর্স্কির দিকে:

'ভিতিয়া, পরিষদের সভা ডাকো,' চেঁচিয়ে বলল সে।

'এক্ষুণি ডাকছি।'

জাখারভের সঙ্গে পরামর্শ করতে তর্স্কির তিন মিনিটও লাগল না। সে তিন মিনিট পরিষদ ঘরে রইল অখণ্ড স্তব্ধতা। মার্ক গ্রিনগাউজ জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। রাগ চাপার চেষ্টা করে স্থির দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল জিরিয়ানস্কি। লেভিতিন দাঁড়িয়ে রইল ডেস্কের সামনে। তার মুখ ফ্যাকাশে। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল ঘরের কোণে। গম্ভীর মুখে জাখারভ এলেন। চুপচাপ তিনি কাগজের টুকরোগুলো পড়লেন। শেষ টুকরোটা হাতে নিয়ে নিরুত্তাপ স্থির দৃষ্টিতে লেভিতিনের দিকে তাকালেন তিনি।

'ঠিক আছে,' অত্যন্ত শান্ত গলায় বলে তিনি তাঁর আপিসে ফিরে গেলেন। লেভিতিন আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'বেগুনক!' দরজার দিকে তাকিয়ে তর্স্কি বলল।

'হাজির, কমরেড কম্যাণ্ডার?'

'কম্যাণ্ডার পরিষদের বৈঠক ডাকো!'

'ঠিক আছে, কমরেড কম্যাণ্ডার!'

পঞ্চম দলের শোবার ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ভান্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। টেবিল ঘিরে জড় হয়েছে অন্য মেয়েরা। নিজেদের মধ্যে অসহায়ের মতো ফিসফিস করছে তারা। ক্লাভা কাশিরিনা দৌড়ে ঘরে এল। তাকে প্রায় চেনাই যায় না:

'পরিষদের বৈঠক ওরা ডাকছে। ওর গলা টিপে মারব আমি! নিজের হাতে। যদি ওকে ওরা লাথিয়ে দূর করে না দেয়... চল ভান্দা!'

'আমি যাব না!' বালিশ থেকে মাথা তুলে ভান্দা বলল।

'লেভিতিনের কাছে হার মানবি নাকি? খবরদার! অক্সানা কী বলবে?'

বিছানায় খাড়া হয়ে বসে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ভান্দা তাকাল অক্সানার দিকে:

'অক্সানা, তোর কি মনে হয় আমার যাওয়া উচিত?'

হঠাৎ মৃদু হাসি ফুটে উঠল অক্সানার মুখে, নিশ্চিন্ত মেয়ের সরল সানন্দ হাসি:

'চল, একসঙ্গে যাওয়া যাক। যাব না কেন? গিয়ে দেখা যাক কী ধরনের জানোয়ার।'

অবাক হয়ে ডান ভুর্ কোঁচকাল ভান্দা। মেয়েদের একজন বলল:

'ম্খটা ধ্য়ে নে। ও যেন দেখতে না পায় তুই কাঁদছিলি।'

সেদিনকার পরিষদের সভাটা স্পষ্টই অস্বাভাবিক ধরনের। নির্দয়ভাবে তর্স্কি সব বাচ্চাদের ঘরের বাইরে যেতে আদেশ দিল। বারান্দায় জমা হল তারা। যারা ভেতরে ঢুকছে বা বেরিয়ে আসছে তাদের ম্খ দেখে তারা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল পরিষদে কী ঘটছে। বেগ্নক দরজায় দাঁড়িয়ে। কম্যান্ডারদের ছাড়া আর কাউকেই সে যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু ভান্দা আর অক্সানাকে যেতে দিলে ছেলেরা ব্ঝল সে কিছ্টা জানে। কিন্তু দরজা বন্ধ হলে ছেলেরা যখন বেগ্নককে প্রশ্ন করল এতো হৈচৈ-এর কী কারণ তখন সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল:

'বলা যাবে না।'

কয়েক মিনিট পরে ঘর থেকে তর্স্কি বেরিয়ে এসে বেগ্নককে বললে রিজিকভকে ডাকতে।

ভানিয়া গালচেঙ্কোকে দরজায় পাহারা রেখে বেগ্নক ছ্টল রিজিকভের খোঁজে। রিজিকভ এসে ছেলেদের পাশ দিয়ে চলে গেল, বাচ্চাদের দিকে ভ্রক্ষেপই করল না।

এদিকে পরিষদের মধ্যে সবাই রেগে যেন টগবগ করে ফুটছে। অনেকে স্থির হয়ে বসে থাকতেও পারেনি। সভাপতির ডেস্কের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে। বাঁধাধরা কোনো বক্তৃতা হল না। যেমন মর্জি সেইভাবে তর্স্কি সভার কাজ চলতে দিল।

'অসহ্য!' নিজের গলা থামচে চাপা স্বরে বলল জিরিয়ানস্কি, 'দেখলে গা জ্বালা করে। এখনো অস্বীকার করবি। কী ফল? স্বীকার কর আর না-ই কর, তোকে আমরা দ্র করে দেব!'

লেভিতিনকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করানো হয়নি। এক কোণে রয়েছে সে। কেউ তাকে জোর করে বললও না এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াতে। তার হাঁটু কাঁপতে শ্র্ করেছে। এক হাতে বেঞ্চির পিছন দিক সে আনাড়ির মতো চেপে ধরেছে। পাশের দেয়ালের দিকে একদ্ষ্টে সে তাকিয়ে। জিরিয়ানস্কির কথা জোগাচ্ছিল না, সমস্ত রাগ জমা হয়েছে তার চোখে।

'আর তুই বা জানলি কী করে? কে তোকে বলেছে?' লেভিতিনকে প্রশ্ন করল ভলেঙ্কো।

লেভিতিনের প্র্ ঠোঁটজোড়া নড়ে উঠল, কিন্তু কোনো স্বর বের্ল না।

তারপর মুখ খুলে ডাঙার মাছের মতো খাবি খেয়ে ভাঙা গলায় কোনো রকমে বলল:

'কিছুই আমি জানি না। কিছুই... লিখিনি।'

ঘরের উলটো কোণে মেয়েদের সঙ্গে ভান্দা বসে। বক্তৃতা দিতে ওঠার সময় টকটকে হয়ে উঠল তার গাল।

'ভিতিয়া, আমি কিছু বলতে চাই,' ধরা গলায় বলল ভান্দা।

প্রত্যেকে তার দিকে তাকিয়ে ঘে'ষাঘে'ষি করে দাঁড়াল। লেভিতিনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ঘরের মাঝখানে এগিয়ে গেল। পিছনে হাত রেখে লেভিতিনের একেবারে সামনে এসে সে দাঁড়াল। লেভিতিন আরো অস্বস্তি পেল। বেঞ্চির উপর ঠেস দিয়ে সে আরো বেশি দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। নিজের রাগ চাপতে চেষ্টা করে নীচু গলায় ভান্দা বলতে শুরু করল, কথা তার জোগাচ্ছিল না:

'শোন তুই। আমার অতীত... তুই যা লিখেছিস! তুই লিখেছিস... বেশ তো! সবাই সে কথা জানুক, পরোয়া করি না। সবাই আমার কমরেড— জানুক না। সেটা কথা নয়... কে সে জীবনে আমায় ঠেলে ফেলেছিল? কে, জানিস? তোর মতো লোকেরা... বুঝেছিস? হ্যাঁ, তোর মতো, তোরে মতো...'

শেষ কথাগুলোর সময় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ভান্দা চারিদিকে তাকাল। কান্না চাপতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল সে। তারপর দরজার দিকে সে ছুটে গেল, কিন্তু নেস্তেরেঙ্কো সবল হাতে তার পথ রোধ করল। নিজেকে ভান্দা আর সামলাতে পারল না। তার কাঁধে মাথা রেখে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কেউ অবাক হল না তাতে, ভয় পেল না।

'কথাটা শুনলি তো ছুঁচো কোথাকার?' নিরুত্তাপ স্বরে লেভিতিনকে প্রশ্ন করল নেস্তেরেঙ্কো, 'ভান্দা ঠিকই বলেছে। লিখেছিস বটে, কিন্তু ভান্দাকে আমরা এখন থেকে আরো বেশী শ্রদ্ধা করব। ও আমাদের বোন বুঝেছিস, তুই একটা ছুঁচো? তোকে লাথিয়ে তাড়ানো হবে। আর জেনে রাখিস, তুই চলে যাবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই তোর নাম পর্যন্ত আমরা ভুলে যাব।'

জিরিয়ানস্কি বলে উঠল:

'এক্ষুণি তোকে দূর করব! সভা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে! নিজে তোকে আমি রাস্তায় ছেড়ে আসব! মোকাবিলা হবে তোর সঙ্গে!'

লিদা তালিকভা দাঁড়িয়েছিল জিরিয়ানস্কির পাশে। চিন্তিতভাবে যেন নিজের মনে সে বলে উঠল:

'আগে কখনো তাড়াবার ভোট দিইনি। কিন্তু তোকে তাড়াবার প্রস্তাবের আমি স্বপক্ষে। চুপিচুপি তুই সেঁধিয়েছিস... কেঁচোর মতো তোকে থেঁতলে মারা উচিত।'

জিরিয়ানস্কির আর তর্ক করতে ইচ্ছে হল না। সোজা সে লেভিতিনের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'যথেষ্ট হয়েছে! ঘেন্না ধরে গেল! লিখিসনি তুই? বল, আর একবার!'

লেভিতিন একটি কথাও বলল না। ঘরটা চুপচাপ হয়ে গেল। জাখারভের দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাল ইলিয়া রুদনেভ। কিছু একটা করতে হয়। হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙল রিজিকভের স্বর:

'তর্স্কি... আমি কিছু বলতে চাই...'

'ও, হ্যাঁ! তোকে সেইজন্যেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

'আমার বলার কথা এই—লেভিতিনকে অবশ্যই তাড়ানো উচিত। ও যে লিখেছে তাতে সন্দেহ নেই। অন্য লোকের জীবন ও ধ্বংস করতে চায়!'

কোণ থেকে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল লেভিতিন:

'কিন্তু তুই তো কথাটা আমায় বলেছিলি।'

'ওঃ হো! বটে!' কে একজন চেঁচিয়ে উঠল। একজনই বলল, কিন্তু সবার মুখের ভাবেই ঠিক ওই কথা।

রিজিকভ বিচলিত হল না। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোক সে, জানে কী করে লোকেদের সঙ্গে কথা কইতে হয়। কিছুটা সে বিচলিত হল একমাত্র ইগর চের্নিয়াভিনের মুখের ভাব দেখে। কিন্তু চের্নিয়াভিন হল ভবিষ্যতের সমস্যা।

সাধুপুরুষের মতো মৃদু হেসে রিজিকভ বলল, 'আমি তোকে বলেছিলাম কেবল কমরেড হিসেবে। বলেছিলাম এতে খারাপ কিছুই নেই? বলিনি বল?'

'হ্যাঁ... তা বলেছিলি।'

'কমরেড হিসেবে কথাটা তোকে বলেছিলাম... আর তুই কিনা... এমন একটা জঘন্য কান্ড বাধিয়ে বসলি! তোকে তো বলেইছিলাম এর মধ্যে খারাপ কিছুই নেই। দু' দুবার বলেছিলাম...'

রিজিকভ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। যা জানত সসম্মানে তা সে জানিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তার সামনে ইগরের রাগে কুঁচকে-ওঠা মুখ ফুটে উঠল।

চেঁচিয়ে ইগর বলল, 'বাজে বকিস না! মনে আছে কী বলেছিলাম? বলেছিলাম ডুবিয়ে মারব তোকে! ভুলে গেছিস?'

ভয় পেয়ে পিছু হটল রিজিকভ। তার দিকে রুখে গেল চের্নিয়াভিন। কে একজন চের্নিয়াভিনের কনুই চেপে ধরল, কিন্তু অসহিষ্ণুভাবে ঝটকা মেরে নিজেকে সে মুক্ত করে নিল:

'এটা পরিষদের সভা, তোর বিচার হচ্ছে না! কিন্তু এর জন্যে তোকে কখনো ক্ষমা করব না। কখনো না! যাই হোক, আমি তোকে... এর প্রতিফল তুই পাবি।' মাথা ঝাঁকিয়ে হুমকিটাকে আরো জোরাল করল সে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সবাইকার মুখের দিকে তাকাল রিজিকভ। কিন্তু দেখল সবাইকার মুখেই ফুটে উঠেছে কঠোর ভাব। বসে পড়ল সে।

'বসে থাকতে হবে না। দূর হ!' তর্স্কি বলল।

রিজিকভ চটপট গেল দরজার দিকে। ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে ভান্দা তাকে পথ ছেড়ে দিল।

'হুঃ! সবই বোঝা গেল!' রিজিকভ চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হলে টেনে টেনে বলল নেস্তেরেঙ্কো।

তর্স্কি প্রশ্ন করল:

'লেভিতিনকে নিয়ে কী করা যাবে?'

লেভিতিনের দিকে জিরিয়ানস্কি তাকাল অবহেলা-ভরা দৃষ্টিতে।

হাত নাড়িয়ে সে বলল, 'চুলোয় যাক ও! ওকে নিয়ে আলোচনারই মানে হয় না! আমার প্রস্তাব কাল দুপুরে ওর খাওয়া বন্ধ। কাকুতি-মিনতি করবে, নাকে কাঁদবে, খেতে দাও, খেতে দাও!'

পরিষদের সবাই হেসে উঠল।

'লোককে নিয়ে এ-ভাবে হেনস্থা করা অন্যায়,' গম্ভীরভাবে আপত্তি জানালেন জাখারভ। 'আমি চূড়ান্তভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাড়িয়ে দেওয়া এক কথা। কিন্তু এটা কী—খেতে দেব না। লেভিতিনেরও মান আছে। কখনো কখনো লোককে শাস্তি দেওয়ার অর্থ শ্রদ্ধা দেখানো।'

তৃতীয় দলের কম্যাণ্ডার ব্রাৎসান। মুখ তার বেজার। জাখারভের কথাটা সে ভুল বুঝল। বলল:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, ভাববেন না! কেউ ওকে না খাইয়ে রাখবে না।

লেভিতিন, তোকে উপোষ করতে হবে না। ওকে তাড়িয়ে দেবারও কোনো মানে হয় না। থাকুক এখানে, খাবারও পাবে। কিন্তু আমার শুধু একটিমাত্র অনুরোধ। লেভিতিন, আমাকে শুধু একটিমাত্র দয়া কর—সবাই আমরা যখন সাতুই নভেম্বরের শোভাযাত্রায় যাব আমাদের সঙ্গে তখন আসিস না, বাড়িতে থাকিস। এটা তোর পক্ষেও শাস্তি, আমাদেরও ভালো। কেননা আমরা যাব আমাদের পতাকা নিয়ে মার্চ করে আর তুই — তোর কাছে ঐ পতাকার কী দাম?'

তারপর বলল পর্শের্ভ, বরাবরের মতোই ভালমানুষী করে:

'সাতুই নভেম্বরে ডিউটিতে আছি আমি। ওর একটা… ব্যবস্থা করব। লেভিতিন, রান্নাঘরে কাজ করতে চাস?'

এটা হল অপমানের চরম। বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ল লেভিতিন। এক কোণে কুঁকড়ে বসে নিঃশব্দে সে কাঁদতে শুরু করল। পরিষদের সভায় কী যে হচ্ছে তার কোনো খেয়ালই তার নেই। মুহূর্তের জন্য সবাই তাকাল তার সেই জড়সড় চেহারাটার দিকে।

তর্স্কি বলল, 'বাস্! সবাই যেতে পারো। কম্যান্ডার পরিষদের সভা এখন বন্ধ হল।'

সবাই এগুল দরজার দিকে। কিন্তু হঠাৎ লেভিতিন লাফিয়ে উঠে কান্নায় চেঁচিয়ে উঠল:

'কমরেড! শাস্তি দাও আমায়! এই কি হয় নাকি! কমরেড! আলেক্সেই স্তেপানভিচ! শাস্তি আমায় দিতেই হবে!'

কেউই তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। তারপর বারান্দা থেকে বাচ্চারা পিলপিল করে ঘরে এসে অবাক হয়ে ছেঁকে ধরল লেভিতিনকে। ধপ করে ফের বেঞ্চিতে পড়ে হতাশ হয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলল।

বাচ্চাদের জাখারভ বললেন:

'পালাও এখান থেকে! কী কৌতূহল দেখো দেখি!'

চক্ষের নিমেষে তারা উধাও হল। লেভিতিনের কাঁধে হাত রেখে জাখারভ বললেন:

'এসো! এ রকম করে নাকি? চলো তোমাকে একটা শাস্তির কাজ দেব।'

লেভিতিন ফুঁপিয়ে কান্না থামিয়ে কয়েকবার নাক টেনে জাখারভের পিছন পিছন গেল তাঁর আপিসে।

২৭

যার যা পছন্দ

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে জাখারভ তাঁর স্তব্ধ আপিসে কাজ করছিলেন। ভলোদিয়া বেগ্নক আর ভানিয়া গালচেঙ্কো ঘরে এসে চুপচাপ ডিভানে বসল। তাদের দিকে তাকালেন জাখারভ, কিন্তু কোনো কথা না বলে একটা বড় ফুলস্কেপ কাগজে কী সব হিসেব নিকেশ করতে লাগলেন।

ভলোদিয়া বন্ধুর কানে কানে বলল:

'যাই বল, বলতে পারবি না...'

'বলবই।'

'বলবার ক্ষমতাই নেই তোর।'

'আছে ক্ষমতা।'

'তাহলে মুখ বুজে বসে আছিস যে?'

'বলব পরে।'

'আর বলেছিস! বসে থেকে থেকে কেটে পড়বি।'

লাফিয়ে উঠে ভানিয়া গেল জাখারভের ডেস্কের সামনে। জাখারভ তাকে লক্ষ্যই করলেন না। ভানিয়া আরো ঘেঁষে এল। টেবিলে ঠেকল তার পেট, হাত রাখল টেবিলে। তারপর বেগ্নকের দিকে তাকিয়ে সে লাল হয়ে উঠল।

কাজ থেকে মুখ না তুলে জাখারভ বললেন, 'কী চাই?'

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ! আজ যে আটই নভেম্বর?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি তো জানেন নতুন ছাঁচ-বাক্সগুলো এখনো এসে পেঁছয়নি।

মৃদু হেসে ভানিয়ার দিকে তাকিয়ে জাখারভ বললেন:

'তা তো জানিই!'

'আলিওশা জিরিয়ানস্কি তাহলে তো ঠিকই বলেছিল?'

'তাই তো মনে হচ্ছে...'

ভানিয়ার ইচ্ছে হল আরো কিছু বলে। কিন্তু নিজেকে সামলাতে না পেরে দরজার দিকে সে দৌড় দিল। ডিভান থেকে উঠল বেগ্নক। দরজার কাছ থেকে হেঁকে বলল ভানিয়া:

'তার মানে সলোমন দাভিদভিচ কথা রাখেননি।'

জাখারভ মাথা হেলিয়ে কথাটা মানলেন। ছেলেরা সজোরে দরজা বন্ধ করল।

জাখারভের প্রামাণিক মতটা নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল কেননা চতুর্থ দলে সবাইকার নানা মত। নোভাকের মতো অনেকে রয়েছে যারা বলে ব্রুম যখন কথা দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন। আজ সেটা আর বিবেচ্য নয়। এই সুবিধাবাদের উৎপত্তির কারণ কারখানার জীবন কেন জানি অত্যন্ত শান্তিময় হয়ে উঠেছিল। আগের মতোই লেদগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করে ভেঙে যায়, দিনের মধ্যে বার কয়েক খারাপ হয়ে যায় পুলি আর বেল্টগুলো। কিন্তু এই সব দুর্ঘটনার কথা ব্রুমের কাছে কলোনিবাসীরা এখন জানায় ভদ্রভাবে এবং তিনি যে কথা দেন সেটা তারা শোনে ভদ্রভাবে। স্বীকার করতেই হবে ব্রুম এখন কথা দেন আগের চেয়ে কম। প্রায়ই উপরে হাত ছুঁড়ে তিনি শান্ত স্বরে বলেন:

'কমরেড, তোমরা তো অবস্থাটা বুঝতে পারছ!'

ব্রুমের সঙ্গে কলোনিবাসীদের মিটমাট হবার অন্যান্য লক্ষণও চোখে পড়ে। ডিসেম্বরের শেষে কলোনির জন্মদিনের উৎসব পালন করা হবে। বিপ্লবের উৎসব হয়ে গেছে। কলোনিবাসীরা এখন ঐ জন্মদিনের উৎসবের জন্য কোমর বেঁধে লাগল। এক সাধারণ সভায় মালেঙ্কি জানালেন যে, চিরাচরিত প্রথামতো উৎসব সংক্রান্ত সবকিছুই তাদের নিজেদের হাতে করা উচিত। এখন ব্রুমের সাহায্য ছাড়া এই উৎসব তারা করতে পারবে না। প্রত্যেক দল থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এক উৎসব কমিটি কাজ শুরু করে দিয়েছে। অষ্টম দল পাঠিয়েছে ইগর চের্নিয়াভিনকে, চতুর্থ দল ভানিয়া গালচেঙ্কোকে, পঞ্চম দল অক্সানাকে। ভানিয়া এখন ব্যান্ড দলের সভ্য হয়েছে, অবশ্য শুধু শিক্ষানবিস দলে। তাকে দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় কর্নেট বাজাবার ভার। জন্মদিনের উৎসবের আগে বাজনার সবটা মক্স করার কোনো আশা নেই দেখে তোড়জোড়ের কাজে বেশী সময় দিতে পেরেছে ভানিয়া।

প্রথম সভাতেই কমিটি বুঝল ব্রুমের সাহায্য ছাড়া শখের কনসার্ট গড়ে তোলা কঠিন। তাই স্থির করা হল ব্যাপারটা আলোচনা করবার জন্যে তাঁর কাছে এমন কমরেডদের পাঠানো হবে যাদের কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে। সবাই মনোনীত করল ইগর চের্নিয়াভিন আর শুরা মিয়াৎনিকভাকে; লাইব্রেরিতেই শুরা দেখিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকের পছন্দ অনুসারে কী করে বই বাছতে হয়।

ব্রুমের কাছে কথাটা পাড়ল ইগর:

'আমরা একটা কনসার্টের ব্যবস্থা করছি...'

'জানি তোমাদের কিছু সিনারি তৈরী করার দরকার,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ব্রুম। 'আমি রাজী। নাও তবে তক্তাগুলো তোমরা নষ্ট করো না। কনসার্ট কবে হবে?'

'ছ' সপ্তাহ পরে।'

'খুব ভালো কথা। আমিও তাতে অংশ নিতে চাই।'

'সত্যিই নিন, সলোমন দাভিদভিচ! নিলে খুব ভালো হবে!'

'আমি আবৃত্তি করতে পারি। নাচতেও পারি। আমার গোপাক নাচ দেখবার মতো, সত্যি বলছি,' হেসে বললেন ব্রুম। 'তোমাদের মতো ছোকরাদেরও আমি দেখিয়ে দেব হে!'

'আপনি অক্সানার সঙ্গে নাচবেন?'

'নয় তো কী। ভাবছ অক্সানা হলেই আমি ভয় পাব?'

'তাহলে তাই ঠিক রইল!'

'হ্যাঁ!'

রসিক লোকের মতো হেসে উঠলেন ব্রুম। কমিটির কাছে সুখবরটা দিতে ইগর ছুটল। তার দৌত্যকাজের ফলাফল দেখে মালেণ্কি খুব খুসি হলেন।

তিনি বললেন, 'সলোমন দাভিদভিচ অভিনয় করলে একটা খুব নতুন ব্যাপার হবে। তার ওপর আমরা পাব তক্তা, প্লাইউড, কাপড়, কাগজ, আলো, স্টেজ সাজাবার জিনিস।'

ব্রুমের অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে এক সপ্তাহ পরে একটি বিশদ পরিকল্পনা কমিটির কাছে পেশ করল ইগর। সেটা শুনে সবাই প্রাণ খুলে হাসল। মালেণ্কি জ্বলজ্বল চোখে সবটা শুনে বললেন:

'চমৎকার! কিন্তু তিনি কিছু সন্দেহ করবেন না তো?'

'ঘুণাক্ষরেও না।'

'একেবারে মোক্ষম!' ভানিয়া বলল।

এই দুঃসাহসী পরিকল্পনার কথা শুনে অক্সানা ঘাবড়ে গেল।

বলল, 'দরকার নেই ইগর।'

'ভারি চমৎকার হবে অক্সানা! ভারি চমৎকার! সলোমন দাভিদভিচ কিছুই মনে করবেন না। তিনিও খুসি হবেন।'

'নিশ্চয়ই খুসি হবেন। চমৎকার জমবে!' সমর্থন করলেন মালেভিক।

ইগর যখন আবার ব্রুমের কাছে গেল ভানিয়া চলল তার সঙ্গে।

ইগর ভানিয়াকে সাবধান করে দিল, 'হুঁশিয়ার কিন্তু! তোর চোখ দেখেই বুঝে না ফেলে! চোখ, চোখটা তোর লুকোস।'

ভানিয়া সমস্যার সমাধান করার একটিমাত্র উপায় খুঁজে পেল — ইগর যখন কথা বলছিল হাতের তালু দিয়ে সে চোখ আড়াল করে রইল। অন্য কোনো উপায় তার মাথায় খেলল না।

ইগরের প্রস্তাব শুনে ব্রুম বেজায় খুসি হলেন:

'বরিস গদুনভের স্বগতোক্তি?'

'হ্যাঁ, পুশকিনের!'

'পরিষ্কার করে বলো বাপু, কার — বরিস গদুনভের না পুশকিনের?'

'পুশকিনের লেখা "বরিস গদুনভ"।'

'তা সে কথা পরিষ্কার করে বললেই হয়, লোকে ভুল বুঝতে পারে তো। আমি সেইভাবেই বলব — পুশকিনের লেখা "বরিস গদুনভ"?'

'ও নিয়ে দুর্ভাবনা করবেন না। যে ঘোষণা করবে সে-ই ওটা করবে।'

'তাহলে তো ভালোই। বল শুনি, বরিস গদুনভ তো সেনাপতি ছিলেন, তাই না?'

'তিনি ছিলেন জার।'

'বেশ, তাই হল, কিন্তু জার নয় ভূতপূর্ব জার। তাঁর কথা কিছু কিছু মনে পড়ছে। কে যেন তাঁকে ছুরি মেরেছিল, তাই না?'

'না, তিনিই ছুরি মেরেছিলেন। যুবরাজ দ্মিত্রিকে, মনে পড়ছে তো?'

'হ্যাঁ মনে পড়ছে। কী যেন একটা ফ্যাসাদে পড়েছিলেন... বেশ আমি ওটা আবৃত্তি করব।'

'আর সেই গোপাক নাচটাও নাচতে হবে।'

'অক্সানার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'হুম... কিন্তু মহড়া দিতে হবে যে। তার সময় কোথায়?'

'সলোমন দাভিদভিচ, মহড়া দেবার কোনো দরকার নেই। আমরা চাই সবাইকে একেবারে চমকে দেব। উচ্চবাচ্য করব না। এমনি চুপিচুপি আর কি।'

'তা বেশ!'

'এই নিন।'

'ওটা কী?'

'এটা সেই লেখাটা।'

'ও, লেখাটা! খুব পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে তো! কে অমন সুন্দর করে লিখেছে?'

'এটা ভানিয়া গালচেঙ্কোর লেখা।'

'ভানিয়া, তুমি লিখেছ? হাসছ কেন? দেখছি ভারি হাসিখুসি স্বভাব তোমার।'

'সলোমন দাভিদভিচ, সব সময়েই ওর ওই স্বভাব,' ভানিয়ার পায়ে চিমটি কেটে তাড়াতাড়ি বলে উঠল ইগর। সুতরাং ভানিয়া তার স্বভাব খানিকটা বদলাল।

'কিচ্ছু ভেবো না,' তারা যাবার সময় ব্লুম আশ্বাস দিলেন। 'তোমাদের নিরাশ করব না। তোমরা ভাব আমার সঙ্গে বুঝি কেবল চাওয়ারই সম্বন্ধ: সলোমন দাভিদভিচ, আমাদের কাঁচামাল দিন, লেদ দিন, ছাঁচ-বাক্স দিন, এটা দিন, ওটা দিন। এবার আমার অন্য দিকটা দেখতে পাবে।'

উৎসবের জন্য পুরোদমে তোড়জোড় চলতে লাগল। কিন্তু অন্যান্য ঘটনাও লাগল ঘটতে। এক ছুটির দিনে নতুন কারখানার ভিত্তি-পাথর গাঁথা হল। খেলার মাঠের ধারে, ফুলের কেয়ারির উলটো দিকে কয়েক দিন ধরে ভিত্তির জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছিল। যৌথখামারের মালগাড়িতে ক্রমাগত ইঁট আসছে। পরিচ্ছন্নভাবে সারি সারি সেগুলো রাখা হচ্ছে। ক্রেইৎসার এবং আরো অনেক ভিত্তি-পাথর গাঁথা দেখতে এলেন। তাঁদের মধ্যে মোটা ইঞ্জিনিয়ার ভরগুনেভও ছিলেন। ক্রেইৎসার সবাইকে কলোনি দেখালেন, ভরগুনেভ কিন্তু কিছুই দেখতে চাইলেন না। তিনি জাখারভের আপিসে গিয়ে বসলেন:

'এ তো ভিত্তি অনুষ্ঠান — আসল কাজ এখনো বাকি। এটা শুধু একটা লোক দেখানো ব্যাপার — এ নইলে আমাদের চলে না।'

'"আমাদের" বলতে ঠিক কাদের কথা বলছেন পিওতর পেত্রভিচ?'

'আমাদের মানে রুশীদের।'

'রুশীদের আপনার ভালো লাগে না?'

'রসুন দিয়ে "বর্শ" আমার ভালোই লাগে, কিন্তু রুশীর সঙ্গে কাজ করতে হলে চাই যেন কাজটা ঠিকমতো হয়।'

'এটা খুব ভালো কথা। একসঙ্গে আমরা কাজ করতে পারব।'

'সেটা দেখা যাবে। কিন্তু... কমরেড জাখারভ, আমায় বলুন, আপনার এই সব... বাচ্চারা কি এই কারখানা চালাতে পারবে বলে সত্যিই আপনি মনে করেন?'

'সত্যিই মনে করি।'

'বটে, তা বেশ... তবে এখন উৎসব চালান...'

প্যারেডের ইউনিফর্ম পরে ছিমছাম কলোনিবাসীরা খেলার মাঠে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথারীতি গম্ভীরভাবে পতাকা নিয়ে যাওয়া হল। ভিত্তির গর্তের পাশে ভরগুনভ দাঁড়ালেন। মুখে তাঁর মৃদু হাসি।

'শেষ পর্যন্ত তাহলে পছন্দ হচ্ছে?' ক্রেইৎসার তাঁকে প্রশ্ন করলেন।

'তা হচ্ছে। এই তো ওদের কাজ — বাজনা, প্যারেড। চমৎকার! তবে এর সঙ্গে ইলেকট্রিক যন্ত্র বানাবার কারখানাটা কেন? দুটোকে মেশানো চলে না!'

'আমরা মেশাব পিওতর পেত্রোভিচ। কারখানার সঙ্গে আমরা গান-বাজনা মেশাব, তার সঙ্গে আপনাকেও পুরোপুরি মেশাব।'

'না না; আমাকে বাদ দিন, মিখাইল অসিপভিচ,' মুখ ব্যাজার করে ভরগুনভ বললেন। 'হাসি-তামাসা খেলাধুলো করার বয়েস আমার নেই!'

গর্তের নীচের ইঁটের উপর একটা বড় বোর্ড তাতে লেখা কবে এবং কে কারখানার ভিত্তি স্থাপন করেছে। তার উপর একটা ইঁট রেখে ক্রেইৎসার আর ভানিয়া গালচেঙ্কো সিমেণ্ট লাগিয়ে দিল — কলোনিতে সোভিয়েত রাজের তারা দুই প্রান্তের দুই প্রতিনিধি, একজন সবচেয়ে বড়, একজন সবচেয়ে ছোটো।

সেই সন্ধেয় দশটা থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত ভানিয়া পাহারার কাজে ছিল। ঘুমবার সময় হয়েছে জানিয়ে বিউগ্‌ল্ বাজাবার পর সে পাহারার কাজে আসে। আধ ঘণ্টা পরে সিঁড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। বারান্দার আলোগুলো নিভিয়ে, ওভারকোটের বেল্ট শক্ত করে এঁটে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভানিয়া রাইফেলটা মাঝে মাঝে কাঁধ বদল করে পায়চারি করতে লাগল। সাড়ে এগারটায় জাখারভ কাজ বন্ধ করলেন।

'ঘুম পাচ্ছে না?' পাশ দিয়ে যাবার সময় ভানিয়াকে তিনি প্রশ্ন করলেন।

'সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি,' ভানিয়া উত্তর দিল।

'বাহবা! শুভরাত্রি! তোমার পর পাহারার কাজ কে নেবে?'

'ভলোদিয়া বেগুনক!'

'কাল সকালে তাহলে বিউগ্‌ল্‌ বাজাবে কে?'

'পেংকা।'

'তা বেশ...'

জাখারভ চলে গেলেন। পাহারার কাজ শেষ হতে যখন দশ মিনিট বাকি দরজাটা তখন নিঃশব্দে খুলে গেল। সেখান থেকে উঁকি মারল বাদামী চুলে ভরা একটি মাথা, চোখদুটো সবুজ। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভানিয়াকে সে দেখতে লাগল।

'আমি... ইয়ে... সহরে গিয়েছিলাম। একটু ফুর্তি করছিলাম আর কি।'

দরজায় হোঁচট খেয়ে বারান্দায় এসে টলতে টলতে রিজিকভ গেল ভানিয়ার কাছে।

'রিপোর্ট করিস, জানাস,' নেতিয়ে পড়া হাত দুলিয়ে সে বলল। 'পরোয়া করি না! কিছু আসে যায় না। বলিস: রিজিকভ তিন ঘণ্টা দেরী করে এসেছে। নয় দেরীই করলাম, কী হল তাতে?'

হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল সে। সত্যিসত্যিই হামাগুড়ি দিয়ে — কারণ ক্রমাগত সে টলে পড়তে লাগল, সিঁড়ির ধাপগুলো ল্যাগল হাতড়াতে। আতঙ্কিত চোখে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল ভানিয়া।

ওভারকোটের বেল্ট শক্ত করে এঁটে বেগুনক যখন উপর থেকে ছুটে এল ভানিয়া তাকে উত্তেজিত হয়ে ফিসফিস করে বলল:

'মাতাল হয়ে রিজিকভ ফিরেছে!'

'রিজিকভ! মাতাল হয়ে?'

'একেবারে পাঁড় মাতাল হয়ে। টলছিল, পড়ে পড়ে যাচ্ছিল।'

'ওর হবে একচোট! এবার সত্যিই ওকে লাথিয়ে দূর করে দেবে...'

'কিন্তু ও যদি জিগগেস করে কে দেখেছে, তাহলে?'

'কাল ডিউটির কম্যান্ডারের কাছে তুই রিপোর্ট করবি।'

'কিন্তু ও যদি বলে আমি মিথ্যে বলছি?'

'রিপোর্ট নিয়ে কোনো তর্ক চলে না!'

২৮

পোস্টার-পরিকল্পনা

নভেম্বরের শেষে তুষার পড়ল। বাচ্চারা সবাই দারুণ হৈ-হল্লা করে হাত নাড়িয়ে ফুর্তি করল। পার্কে তুষারের গোলা পাকিয়ে লড়াই লড়াই খেলা হল। পরে দেখা গেল দুর্গ বানাবার মতো যথেষ্ট তুষার নেই। বাচ্চারা তাই গেল পুকুরে। সেটার জমে যাবার কথা। কলোনির সবাই সেটাকে তাহলে স্কেটিঙ-রিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। বাচ্চাদের কাছে তখন মিশা গন্তার খুব একটা হোমরা-চোমরা লোক হয়ে উঠল, কারণ স্কেট তৈরীর ব্যাপারে সে পয়লা নম্বর। অন্যান্য ছুতোরেরাও জানে কী করে স্কেট বানাতে হয়। কিন্তু অন্যান্য দলের ফরমাশ নিয়ে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। এদিকে গন্তার পঞ্চম শ্রেণীর মনিটর হিসেবে চতুর্থ দলকে স্কেট দেবার ব্যাপারে হাত পাকিয়েছে। প্রতি দলে তিন জোড়া করে স্কেট সবাই ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে। কিন্তু চতুর্থ দলের কপালটা ভালো। কারণ অন্যান্য দলের যে-সব স্কেট ছোটো হয়ে গেছে সেগুলো পেয়েছে তারা। অন্য সব কলোনিবাসীদের পা উঠেছে বড় হয়ে। সর্বসাধারণের এই সম্পত্তি ছাড়াও ব্যক্তিগত স্কেটও ছিল। সেগুলো পুরোনো কলোনিবাসীদের। ফিল্‌কা শারির ছিল দু জোড়া স্কেট। জিরিয়ানস্কি একবার প্রস্তাব করল স্কেটগুলো সব দলের সম্পত্তি করে দেবার। সে বলল ছেলেদের পা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে আর গত বছরের স্কেটে কোনো লাভ নেই। দেখা গেল চতুর্থ দল পেল প্রায় দশ জোড়া স্কেট। এটা তাদের চাহিদার অতিরিক্ত। দুঃখের বিষয় কিন্তু পুকুরটা জমল না। তার পাড়ে তুষার জমে গেছে, কিন্তু মাঝখানটা জমেনি। গ্রীষ্মকালের মতোই সেখানে মুকুরিত হচ্ছে আকাশ আর মেঘ। অভিজ্ঞদের মতে জমবার আগে জলের ঘন হওয়া দরকার। কিন্তু ছেলেরা তাকিয়ে তাকিয়ে সেই 'ঘনত্ব'টা আর কোথাও দেখতে পেল না।

কলোনিতে সমস্ত দিন ধরেই মনে হয় যেন সন্ধে। ঘুম থেকে উঠে, প্রাতরাশ খেয়ে কাজ শুরু করা পর্যন্ত ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে। দুপুরের খাবার সময়ই কেবল দিনের আলো, তার পরেই আবার ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠতে আগের চেয়ে কষ্ট হয়। পরিদর্শনের মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ওঠা রেওয়াজ অনেকের মধ্যে চালু হয়ে পড়েছে। বড় ছেলেদের কাছে ব্যাপারটা বেশী কঠিন। প্রাতরাশের আগে তাদের দাড়ি কামাতে

হয়। পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়ে ওডিকলনের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে অপরাধীর মতো মুখ করে তারা খাবার ঘরে যায়, ডিউটির কম্যান্ডারের চোখের দিকে তাকায় না। সবাই তারা পুরানো কলোনিবাসী। তাই ডিউটির কম্যান্ডাররা শুধু ভুরু কুঁচকিয়েই ক্ষান্ত হয়। অবশ্য জিরিয়ানস্কি ডিউটিতে থাকলে পরিদর্শনের আগেই ছেলেরা দাড়ি কামায়। কিন্তু সেটা মাসে দুবার। তাই মোটামুটি মনে হয় জীবনটা খুব দুর্বিসহ নয়। রুদ্‌নেভের ডিউটির সময় কিন্তু এই অবস্থাটা হঠাৎ বদলে গেল। তার মুখের হাসিখুসি মিষ্টি ভাবটা না বদলেই সে 'স্বাস্থ্য কমিশনের' মনিটরকে আদেশ দিল যারা দাড়ি কামায়নি তাদের নাম জানাতে। এই অতি অভিনব পদ্ধতিতে দারুণ সুফল পাওয়া গেল। পরিদর্শনের পরেই দেখা যেতে লাগল দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে বহু ছেলে বারান্দায় হন্তদন্ত হয়ে চলেছে। কলোনিবাসীর খেতাব পাবার দিন থেকেই ইগর চের্নিয়াভিন ভাবল তার দাড়ি-গোঁফটাও নিশ্চিহ্ন করাই কর্তব্য। হয়তো তার এই সিদ্ধান্তটা আরো কিছু দিন মুলতুবি রাখা যেত। কিন্তু প্রথমত, ক্ষুরের মধ্যে একটা ভারিক্কি গোছের চাল আছে। দ্বিতীয়ত, বাচ্চাদের কলোনিতে দাড়ি-গোঁফ সমেত মুখ দেখান কেমন যেন ভালো ঠেকে না। আর তৃতীয়ত, সেই দাড়ি-গোঁফের রঙটা কেমন মরচে ধরা, এবং প্রথমবার কামানোর পর সেগুলোর চেহারা হয়েছে বিসদৃশ। রুদ্‌নেভের আদেশের পর ইগর তার ক্ষুর, তোয়ালে আর সাবান নিয়ে দৌড় দিল স্নানের ঘরে। নীচে তখন প্রাতরাশের জন্য বিউগ্‌ল্ বাজছে। 'খ' নম্বর বিভাগে স্নানের ঘরে আর শোবার ঘরে তখন শোনা যাচ্ছে ক্ষুর চালাবার শব্দ। অনভিজ্ঞতা আর তাড়াহুড়োর জন্য তরুণ রক্ত কম ঝরছে না। কম্যান্ডারদের মধ্যে রুদ্‌নেভ বয়সে সবচেয়ে ছোটো। সে ডিউটিতে থাকার সময়ে প্রাতরাশে আসতে পনেরো মিনিট দেরী করা এমন কিছু নয়। আজ কিন্তু সে দাঁত খিঁচিয়েছিল পরিদর্শনের সময়। সেটা দেখে বোঝা কঠিন প্রাতরাশ খাবার সময় তার মেজাজটা কেমন থাকবে। সান্ত্বনার কথাটা এই, ছোকরাটা গোটা ত্রিশেক বয়স্ক কলোনিবাসীকে প্রাতরাশ না খেতে দেবার সাহস করবে না। বাস্তবে ব্যাপারটা দাঁড়াল একাধারে অনেক করুণ ও ধূর্ত। সত্যি বলতে রুদ্‌নেভ সরাসরি চড়াও হতে সাহস করেনি। সে কিন্তু জাখারভের সঙ্গে কী যেন শলাপরামর্শ করে নিল তাঁর আপিসে। ফলে প্রথম তিন মাসের পোস্টার-পরিকল্পনা দেখার কথা মনে পড়ল জাখারভের। সেটা খাবার ঘরের

প্রবেশপথের বারান্দায় ঝুলছে। প্রাতরাশের জন্য বিউগ্‌ল্‌ বাজানোর ঠিক পাঁচ মিনিট পরে তিনি সেটা দেখতে আসেন। পিছন দিকে হাতে হাত লাগিয়ে সংখ্যাগুলো মন দিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন। সেগুলো বহুকাল আগেই চতুর্থ দলের ছেলেদের পর্যন্ত মুখস্থ। দশ মিনিট পরে পুরানো কলোনিবাসীদের পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। ততক্ষণে তারা শুধুই তাদের দাড়ি কামায়নি, রক্তের দাগও মুখ থেকে নিশ্চিহ্ন করেছে। জাখারভকে দেখেই মুহূর্তও হতভম্ব হল না কেউ। তড়তড়িয়ে খাবার ঘরের দিকে নয়, চলল সবাই প্রধান প্রবেশপথের দিকে। চটপটিয়ে স্যালুট করল:

'সুপ্রভাত, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

'সুপ্রভাত, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

'সুপ্রভাত, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

অভিবাদনের উত্তর দেবার জন্য জাখারভকে পোস্টার থেকে মুখ ফেরাতে হল। উপরকার চত্বর থেকে ইগর চের্নিয়াভিন লক্ষ্য করল কলোনিবাসীরা কী রকম দলে দলে চলেছে প্রধান প্রবেশপথের দিকে। জাখারভের পাশ দিয়ে যাবার এবং তাঁকে স্যালুট করার পর খাবার ঘরের দিকে এতটুকু টান বোধ করল না সে। স্পষ্টই বোঝা গেল বেরুবার পথ মাত্র একটিই — দরজার ভিতর দিয়ে কারখানার মধ্যে। উঠোনে সে জুটল হাসিখুসি কমরেডদের সঙ্গে। এখন তাদের একমাত্র তৃপ্তি—দেরি করে আসা শেষ কমরেডদের মুখের দিকে চেয়ে একসঙ্গে হেসে ওঠা। তারপর দেউড়িতে বেরুলেন জাখারভ।

'মনে হয় আজকের দিনটা সুন্দর হবে... তেমন ঠাণ্ডা হবে না...' বললেন তিনি। 'মিশা, গালটা কাটলে কী করে?'

অন্যদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে মিশা উত্তর দিল, 'দাড়ি কামাতে হচ্ছে, আলেক্সেই স্তেপানভিচ।'

'বরং সেফটি রেজার নিয়ো। তা দিয়ে চটপট ভালো করে কামান যায়।'

ইতিমধ্যে যে-সব কলোনিবাসী প্রাতরাশ শেষ করেছে দেউড়িতে তারা আসতে শুরু করল। নেস্তেরেঙ্কো রয়েছে তাদের মধ্যে। জাখারভকে লক্ষ্য করেনি সে। বলতে শুরু করল:

'মিশা কেন তুই খেতে... সুপ্রভাত, আলেক্সেই স্তেপানভিচ! মানে আমার জন্যে মিশা... কেন তুই অপেক্ষা করলি না?'

প্রশ্নটার চটপট কোনো উত্তর দিতে গন্তার পারল না। পাঁশনেটা ঠিক করে জাখারভ ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

যে-সব কলোনিবাসী উঠোনে দাঁড়িয়েছিল ইগর চের্নিয়াভিন ছিল তাদের মধ্যে। নেস্তেরেঙ্কোর অবস্থাটা সে বুঝছিল। আর একটু হলেই প্রশ্ন করে সে ব্যাপারটা ফাঁশ করে ফেলেছিল। নেস্তেরেঙ্কো কিন্তু ইতিমধ্যেই অবস্থাটা আঁচ করে নিয়েছে। বলল:

'দেখ দেখি কান্ড! দাঁড়া না, আমিও ডিউটিতে থাকব ... তখন মজা দেখাব বাছাধনদের।'

দেউড়িতে রুদ্‌নেভ যখন দেখা দিল তার মুখের ভাব এমন যেন ব্যাপারটায় তার মোটেই কোনো হাত ছিল না।

'প্রাতরাশ খেলি না যে? কেন?' অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করল।

তারপর থেকে সবচেয়ে গণ্যমান্য পুরনো কলোনিবাসীরাও বাচ্চাদের সঙ্গেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটত প্রাতরাশ খেতে। বারান্দায় যাবার সময় আপনা থেকেই তাদের চোখ পড়ত পোস্টার-পরিকল্পনার উপর।

তাতে নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলো ছিল:

প্রথম তিন মাসের পরিকল্পনা

ধাতু কর্মী

তেল-পাত্র	২,৩৫,০০০
	২,৩৫,০০০ রুবল্

সূত্রধরেরা

লেকচার-হলের ডেস্ক	১,৪০০
ড্রয়িঙ ডেস্ক	১,২৫০
চেয়ার	১,৪৫০
ডিজাইনারদের টুল	১,৪৫০
	১,৮০,০০০ রুবল্

সেলাই কারখানা

ইজের	২৫,৫০০
রুমার	৮,৮৭০
কম্‌সমলদের টিউনিক	৩,৩৫০
কাউবয় সার্ট	৪,৭০০
	৭০,০০০ রুবল্
	মোট ৪,৮৫,০০০ রুবল্

পরিকল্পনাটা খুব কঠিন কাজের ভার নিয়েছে।

'একেই বলে পরিকল্পনা!' সানন্দে বলত কলোনিবাসীরা।

পুরনো কলোনিবাসীদের জানা ছিল আনন্দ করার দিন শুধু পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত, তারপর থেকে কঠিন সময় আসবে। কিন্তু চতুর্থ দল নিঃসন্দেহ ছিল নতুন বছরের পরের দিনগুলোও ইণ্টারেস্টিং হবে। কম্‌সমল সংগঠনের সান্ধ্য সভা হতে লাগল। নানা প্রশ্ন করা হতে লাগল ব্রুমকে। কিন্তু ব্রুম এখন আর চটতেন না। তিনি খুঁটিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন কী করে পরিকল্পনাটা পূর্ণ করা যায়। যুগটা তখন মিলমিশের যুগ।

'কলোনির কমরেডরা, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে,' এক সাধারণ সভায় ব্রুম বললেন। 'আজ নতুন ছাঁচ-বাক্সগুলো এসেছে।'

'কিন্তু আজ কী তারিখ?' একটিমাত্র গলায় প্রশ্ন শোনা গেল।

'তেসরা ডিসেম্বর,' অন্যান্য স্বর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

'তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?' ব্রুম কড়া সুরে বললেন। 'সবচেয়ে বড় কথা তোমরা ছাঁচ-বাক্সগুলো পেয়েছ। বাদবাকিটা তো স্রেফ কচকচি।'

কলোনিবাসীরা হেসে জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। অনেকেই অন্যদের পিছনে মুখ লুকিয়ে হাসল। চতুর্থ দলের সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে তাকাল জিরিয়ানস্কির দিকে। যে-কথা দেওয়া হয়েছিল তার পবিত্রতা সম্বন্ধে সে কি প্রশ্ন করবে? কিন্তু জিরিয়ানস্কিও হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে। এই অভিনন্দনে ব্রুম অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লেন। মাথার উপর হাত তুলে গমগমে গলায় তিনি বললেন:

'দেখলে তো, কারখানার জন্যে যা করবার তা যথাসাধ্য সবই করি।'

এই কথাগুলোর পর আবার তুমুল হাততালি পড়ল। এখন সবাই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে হাসছে। জাখারভও হাসলেন, ব্রুমও হাসলেন। এমন কি রিজিকভও হেসে হাততালি দিল। সবকিছু নির্ঝঞ্ঝাটে চুকেছে বলে রিজিকভ খুসি, আরো খুসি হল কারণ সে ছাঁচ বানায়। তাই ঐ বাক্সগুলো সম্বন্ধে তার ছিল প্রচন্ড উৎসাহ। এ-কথা অবশ্য সত্যি গত মাসে বহু অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছে — লোভিতিনের ব্যাপারটার পর এমন কি রুস্‌লান গরোখভও তার মুখের ওপর বলে দিয়েছে:

'আমার কাছে আসিস না বলছি। তোকে ছাড়াও আমার চলবে।'

তারপর সান্ত্রী ভানিয়া গালচেঙ্কোর রিপোর্টের পর তাকে চোখ মিটমিট করে দাঁড়াতে হয় কম্যান্ডার পরিষদের সামনে। কিন্তু সেটাও সে কাটিয়ে

ওঠে। শুধু তার ভালো লাগেনি কম্যান্ডাররা তার সম্বন্ধে আলোচনাও করতে চায়নি বলে। এই কথাগুলো জিরিয়ানস্কি যখন বলল মনে হল সবাইকার হয়েই সে বলছে:

'রিজিকভ বাজে ছেলে, খারাপ ছেলে। কিন্তু অপেক্ষা করা যাক। এর চেয়েও খারাপ মাল আমরা মানুষ করে তুলেছি। আমাদের সামনে রয়েছে ঐ কারখানাটা গড়ে তোলার কাজ। ৩,০০,০০০ রুব্‌ল্‌ তুলতে হবে, কতো বড়ো একটা জীবন আমাদের সামনে। আর ও কিনা সহরে গিয়ে মদ টানে আর কলোনিতে ফেরে মাতাল হয়ে। একে কী বলবে? জানে কেবল কথা বলতে। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়া তোতা-পাখীকেও শেখানো যায়। আর সে তোতা-পাখী মদ খেতে যায় না। দেখা যাক। তবে সাবধান রিজিকভ ... এমন একটা সময় আসতে পারে যখন তোর একটি হাড়ও আস্ত থাকবে না!'

রিজিকভ ঘরের মাঝখানে অস্বস্তিতে ছটফট করে বুকে হাত রেখে দোষ স্বীকার করে তারপর গম্ভীর আর বিশ্বাসজনক মুখের ভাব করার চেষ্টা করে কথা দেয় সে ভালো হবে। ভলেঙ্কো আবার তার পক্ষ নেয়:

'যাই হোক আমাদের বোঝা উচিত: ও-রকম জীবনে রিজিকভ অভ্যস্ত। হঠাৎ তার পুরনো অভ্যেস কাটিয়ে উঠতে পারে না। কমরেডরা, অপেক্ষা করতে হবে। শাস্তি দেবার কোনো মানে হয় না। এখনো সে শাস্তির ব্যাপারটাই কিছু বোঝে না। কিন্তু পরে তোমরা দেখতে পাবে!'

কম্যান্ডার পরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। শুধু এই বলে রিজিকভকে বিদায় করে, 'দেখা যাক।'

ঐ ঘটনার পর থেকে রিজিকভ মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াত, কারুর সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু ঢালাই কারখানায় কাজ করত 'নেকড়ের মতো'। ব্রুম তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। বলতেন:

'সবাই ওর মতো কাজ করলে তিন লাখ কি, অন্তত পাঁচ লাখ জমত। হাতগুলো ওর সোনার!'

২৯
বরিস গদুনভ

চমৎকারভাবে শেষ হল উৎসব। প্রচুর অতিথি আসে, সান্ধ্য ভোজটা হয় চমৎকার, সবই খুব আন্তরিক, অমায়িক, আনন্দময়। দানিলো গরোভয়ের তত্ত্বাবধানে বনের মধ্যে দিয়ে ট্রামস্টপ পর্যন্ত পথ জুড়ে নানা উৎসবাগ্নি

জ্বালানো হয়। সেই আগুনের মাঝখান দিয়ে মোটর গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে কলোনিতে আসে অতিথির দল। সদর দরজায় তাদের স্বাগত জানায় মনিটররা, কনসার্টের টিকিট তাদের দেওয়া হয়, তারপর নানা দল তাদের খাবার টেবিলে আমন্ত্রণ জানায়।

অতিথিদের কলোনিবাসীরা দেখাল তাদের থাকার ঘর, ক্লাব-ঘর, ইস্কুলের ক্লাস-ঘর। প্রথম তিন মাসের পোস্টার-পরিকল্পনা তাদের দেখিয়ে তারা বুঝিয়ে দিল। তবে কারখানায় নিয়ে গেল না। সেই সন্ধেয় সবচেয়ে ভালো উৎরোল সাড়ম্বর আনন্দোচ্ছল কনসার্ট। তার মধ্যে ছিল গান, আবৃত্তি আর নানা ব্যায়াম। বাচ্চারা একটা ছোটো নাটক অভিনয় করল। তার নাম তারা দিয়েছিল '"পয়লা মে" কলোনিবাসীদের ইউরোপ ভ্রমণ'।

এই নাটকে ভানিয়া গালচেঙ্কো একটি ভূমিকায় অভিনয় করে। কিন্তু প্রধান ভূমিকা পায় ফিল্‌কা শারি। শারি সাজে র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড। এই ছোটো নাটকটি অত্যন্ত ইণ্টারেস্টিং হয়ে ওঠে। সবাইকার হাততালির সঙ্গে ছেলেরা এক সারিতে দাঁড়ায়, আলো নিভে যায়, তারপর প্রত্যেক অভিনেতা জ্বালায় পকেট-টর্চ। ব্যাণ্ড একটা মার্চের সুর ধরে, তার নাম 'ট্রেন'। এই বাজনার তালে-তালে কলোনির বাচ্চারা ভ্রমণে বেরোয়। পথে তাদের দেখা হয় পিলসুদ্‌স্কি, মুসোলিনি, ম্যাক্‌ডোনাল্ড আর অন্যান্য 'হোমরা-চোমরা' লোকদের সঙ্গে। তাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের কৃতিত্ব নিয়ে বড়াই করে। কিন্তু কলোনিবাসীদের ধোঁকা দেওয়া সহজ নয়। তারা খুব ভালো করেই দেখতে পায় কী ঘটছে পশ্চিম ইউরোপে।

ব্রুমের অভিনয়ে একটা গভীর সাড়া জাগল। নতুন একটা বাদামি রঙের স্যুট পরে তিনি স্টেজে এলেন। সাণ্ডো জরিন ঘোষণা করল:

'ইগর চের্নিয়াভিনের সম্পাদনায় পুশকিনের লেখা "বরিস গদুনভ" থেকে অংশবিশেষ আবৃত্তি। পাঠ সলোমন দাভিদভিচ।'

প্রথম সারিতে বসে জাখারভের কানে ফিসফিস করে ক্রেইৎসার বললেন, 'এটা কী শুনছি? পুশকিনের সম্পাদনা করেছে চের্নিয়াভিন?'

'নিশ্চয়ই একটা মতলব আছে।'

ব্রুম ভুরু কুঁচকে ভাব ফুটিয়ে শুরু করলেন:

ধরিয়াছি সর্বোচ্চ ক্ষমতা
ষষ্ঠ মাস নির্বিঘ্ন শাসন।

'কী ফাজলামি দেখুন!' বিড়বিড় করে বললেন ক্রেইৎসার।

তবু শান্তি নাই, ভেবেছিনু
প্রজাবৃন্দ শান্ত হবে কর্মশালে খেটে ...

কলোনিবাসী অনেকই উঠে দাঁড়াল। তাদের মুখে ফুটে উঠেছে মৌন হলেও অনাবৃত উল্লাস। ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা বসেছিলেন জাখারভের পাশে। তাঁর মুখে ফুটে উঠল স্বপ্নালু মৃদু হাসি। জাখারভ চোখ বুজে মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। স্টেজে যা কিছু ঘটছে তা দেখবার জন্য ক্রেইৎসার একটু সামনে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। গভীর ট্র্যাজিক ভাব মুখে ফুটিয়ে ব্লুম গর্জন করে উঠলেন:

দিনু লেদ, দিনু কাজ সবে
হায় তবু দেয় অভিশাপ।

কলোনিবাসীরা নিজেদের আর সামলাতে পারল না। খুব কম লোকই নিজেদের আসনে বসে রইল। আবৃত্তিকারীকে অভিনন্দন জানাল কান ফাটানো হাততালি দিয়ে। তাদের মুখে ফুটে উঠল বিশুদ্ধতম স্বর্গীয় আনন্দ।

ব্লুম মৃদু না হেসে পারলেন না। তাতে শ্রোতাদের আনন্দ আরো বেড়ে উঠল। এরপর যখন তিনি আবৃত্তি করে চললেন তাঁর স্বরের মধ্যে তখন ফুটে উঠল সত্যিকারের আবেগ। আরো কিছু নন্দনরসের আশায় হল-ঘর আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

যেথা মৃত্যু, সেথা আমি গোপন ঘাতক,
দিন ঘনায়েছি ট্রান্সমিশনে,
ঢালাইয়ের ঘরে দিছি বিষ!

তার পরের কথাগুলো ক্রমবর্ধমান হাততালি, চীৎকার ও উন্মত্ত হাসির রোলের মধ্যে চাপা পড়ে গেল। সবাইকার চেয়ে জোরে হাসলেন ক্রেইৎসার, যদিও জাখারভকে তিনি বললেন:

'সম্পাদকদের কষে ধমকানো দরকার। এতটা উচিত কী।'

ব্লুমের আরক্ত মুখ আর টাক-মাথা থেকে একটা আনন্দের আভা বেরুচ্ছে। তিনি হল-ঘরের দিকে একটি হাত বাড়ালেন।

'বাপু, শেষ করতে আগে দাও!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি।

কলোনিবাসীরা ঠোঁট কামড়ে চুপ করল। এক পা এগিয়ে বুকের উপর একটা হাত রেখে ব্রুম উপর দিকে চোখ তুললেন:

সবেতে বিতৃষ্ণা মোর, ঘূর্ণ্যমান শির,
বেহায়া ছোঁড়ারা ভাসে চোখে,
পালাই পালাই করি। কোথা যাই? ও হো ভয়ংকর!
হতভাগ্য সেই জন, টাকা নাই যার!

শেষ করে নম্রভাবে তিনি চোখ নামালেন। কিন্তু এই সংযত ভঙ্গীটা শিল্পীসুলভ হলেও বেশীক্ষণ টিকল না। শ্রোতাদের প্রচন্ড ফুর্তির প্রত্যুত্তরে ব্রুমের মুখেও ফুটে উঠল মৃদু হাসি। সগর্বে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যে এক হাত ওঠাবার পরই শুধু তিনি ঝুঁকে অভিবাদন করতে শুরু করলেন। শ্রোতারা চলল চেঁচিয়ে আর হাততালি দিয়ে। অবশেষে যবনিকা পড়ল।

বিরতির সময় ব্রুম এলেন প্রথম সারিতে। কলোনিবাসীদের অভিবাদনের উত্তরে তিনি সগর্বে মাথা নাড়লেন। ক্রেইৎসারের সঙ্গে করমর্দন করার সময় তাঁর মুখে ফুটে উঠল মুরুব্বিয়ানার মৃদু হাসি।

'কী রকম তারিফ শুনলেন?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'শুনুন সলোমন দাভিদভিচ! শয়তানগুলো আপনাকে নিয়ে তামাসা করেছিল!'

'তার মানে?'

'স্বগতোক্তির কথাগুলো তারা বদলে দিয়েছিল।'

'কথাগুলো বদলে দিয়েছিল! অসম্ভব। এই তো দেখুন না, কথাগুলো আমার কাছেই রয়েছে...'

'দেখি! আচ্ছা সব ক্ষুদে শয়তান যা হোক! দেখুন, আপনার বরিস গদুনভ কিনা বলছেন একেবারে খোদ "পয়লা মে" কলোনি সংক্রান্ত ব্যাপার।'

'তাই নাকি?'

'নয়ত কী: "দিনু লেদ, দিনু কাজ সবে, ঢালাইয়ে ঘরে দিছি বিষ।" এর মানে বরিস গদুনভ নয়, সলোমন দাভিদভিচ আপনিই। আর বেহায়া ছোঁড়ারা...'

'বলতে চান এটা পুশকিন লেখেননি?'

'মনে হচ্ছে না। পুশকিন লিখেছিলেন "রক্তাক্ত শিশুরা" আর এখানে পড়ছি "বেহায়া ছোঁড়ারা"।'

'কিন্তু যাই বলুন ছোঁড়াগুলো বেহায়াই! আর ঢালাই কারখানা সম্বন্ধে পুশকিন কী লিখেছিলেন?'

'আপনার ঢালাই কারখানা সম্বন্ধে? তার সঙ্গে পুশকিনের কী সম্বন্ধ? এক শ' বছর আগে তিনি মারা গেছেন।'

সত্যিসত্যি চটে উঠলেন ব্রুম।

'কী ধৃষ্টতা! এক্ষুণি যাচ্ছি, দেখাচ্ছি!'

সাজ-ঘরে ছুটে এলেন তিনি। কেউ কেউ পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ইগর চের্নিয়াভিনকে তিনি ধরে ফেললেন। সেই ছিল প্রধান সম্পাদক।

'কমরেড চের্নিয়াভিন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!'

'কেন, কী ব্যাপার?'

'পুশকিন মোটেই ওসব কথা লেখেননি!'

'তাতে কী আসে যায়? শোনেননি মেয়েরহোল্ড্ কী করেন?'

'কোন মেয়েরহোল্ড্?'

'মস্কোতে যিনি আছেন, নাট্য পরিচালক।'

'তাঁরো কি কারখানা আছে?'

'কারখানা বলে কারখানা! একেবারে থিয়েটার। এর মধ্যে পুশকিনের কিছু কিছু কথা তবু তো আমরা রেখেছিলাম, কিন্তু তিনি একেবারে সবই বদলে দেন। এই এখনকার ফ্যাশান!'

'অবশ্য এটা ফ্যাশান হলে ঠিকই আছে। কিন্তু ঢালাইকারখানা কী করে এর মধ্যে এল?'

'কেন? ভাবেন কি বরিস গদুনভের সময় কোনো ঢালাই-বানিয়ে ছিল না? কে বন্দুক বানাত তাহলে?'

'তা বন্দুক বানাতে পারে, কিন্তু ধোঁয়া হয়ত তেমন ছিল না?'

'ছিল না মানে? হাওয়া চলাচলের ব্যাপারটা তারা জানত ভেবেছেন?'

'হুম, সে-কথা সত্যি।'

'সলোমন দাভিদভিচ, আপনি চমৎকার আবৃত্তি করেছেন। দেখেছেন তো প্রত্যেকেরই কী রকম ভালো লেগেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনাকে নাচতে হবে।'

'এখন আমার নাচতে ভয় করছে। গোপাক নাচার কথা, কিন্তু সেটাও যদি তোমার ওই মেয়েরহোল্ডের মতো হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে?'

'এটা গোপাক নাচ, সত্যি বলছি!'

'মরুক গে যাক, ঠিক আছে গোপাকই নাচব!' হেসে ব্লুম ঘুষি নাড়ালেন।

হল-ঘরে ফিরে এলেন ব্লুম।

'ওদের খুব ধমকে দিয়েছি,' ক্রেইৎসারকে শান্ত করে তিনি বললেন। 'কিন্তু ওরা আমাকে বলেছে আজকাল সকলেই ও-রকম করে। মস্কোতে কে একজন মেয়েরহোল্ড আছেন। তিনিও এ-রকম করেন। কী একটা ফ্যাশান আর কি।'

ব্লুমকে জড়িয়ে ধরে নিজের পাশে বসালেন ক্রেইৎসার। বললেন:

'সে-কথা সত্যি। আর মোটের ওপর চমৎকার আবৃত্তি করেছিলেন!'

পনের মিনিট পরে উক্রেনীয় কসাকের পোষাক আর ঢোলা পাৎলুন পরে মাথায় ধূসর রঙের ভেড়ার চামড়ার টুপি দিয়ে ব্লুম উবু হয়ে বসে গোপাক নাচ নাচলেন। অক্সানা ছিপছিপে, লঘু পায়ে সে নাচে। কোনো মতে সে ব্লুমের লোহার নাল লাগানো জ্যাক-বুটগুলো এড়িয়ে চলল। এবার কলোনিবাসীরা যে-ভাবে হাততালি দিল তার মধ্যে কোনো রকম দুষ্টুমির ভাব ছিল না। কারণ নিঃসন্দেহে ব্লুম প্রথম শ্রেণীর নাচিয়ে। তাঁর বুড়োটে ঠাট আর দুঃসাহসী দ্রুত লাফের মধ্যে উপছে পড়ছিল জীবনের প্রতি ভালোবাসা আর প্রাণরস। নাচ শেষ হবার পর ডাক্তার লাফিয়ে স্টেজে উঠে চেঁচিয়ে ঘোষণা করল:

'আপনারা দেখলেন তো? এরপর উনি যেন ওঁর হার্ট দেখাতে আমার কাছে না আসেন!'

'ব্যাপারটা ও বোঝে না।' বিষণ্ণ মৃদু হেসে ব্লুম বললেন। 'জাপরজিয়ে কসাকরা সারা জীবন গোপাক নাচ নাচতে পারে। হার্টের কিছু হয় না। কিন্তু কারখানার ভার দিন তাদের ওপর, দেখবেন রোগীর সংখ্যা কেমন বাড়ে!'

৩০

চুরি

কনসার্টের পরের দিন পোষাকের ঘরে চেৰ্নিয়াভিন ছুটে গেল তার ওভারকোট নিতে। কিন্তু তার ২০৫ নং আংটাটা খালি। কাছেই গস্তার তার কোট পরছিল। ইগর তাকে বলল:

'মিশা, আমার কোটটা উধাও হয়েছে।'

'"উধাও" মানে?'

'দেখ না, আংটাটা খালি।'

'মনে হয় কেউ ভুল করে নিয়ে গেছে। খুঁজে দেখ।'

দুপুরের খাবার ছুটির সময় ইগর সব কোটগুলো দেখল। প্রত্যেকটার কলারের ভিতর দিকে একটা করে নম্বর সেলাই করা। কিন্তু তাদের মধ্যে ইগর নিজের ২০৫ নম্বরটা দেখতে পেল না। ডিউটির কম্যান্ডার ব্রাৎসানকে কথাটা সে বলল।

'তার মানে কী, ভাবছিস কেউ চুরি করেছে?' বিরক্ত হয়ে ব্রাৎসান তাকে প্রশ্ন করল।

'সমস্ত পোষাক-ঘর খুঁজেছি।'

'আর একবার দেখ। যাবে কোথায়?'

বিরক্ত হয়ে ব্রাৎসান মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু কাজের পর সে-ই ইগরের কাছে এসে বিষণ্ণ সুরে প্রশ্ন করল:

'কোটটার কোনো হদিস হল?'

'না।'

'চতুর্থ দলের নোভাকের কোটটাও উধাও হয়েছে।'

'চুরি গেছে?'

ব্রাৎসান উত্তর দিল না। স্পষ্টই বোঝা গেল কথাটা তার ভালো লাগেনি।

সেদিন সন্ধেয় কম্যান্ডারদের রিপোর্ট দেবার সময় ইগর হাজির ছিল।

ব্রাৎসান রিপোর্ট দিল:

'কমরেড ডিরেক্টর! গত রাতে পোষাক-ঘর থেকে দুটো ওভারকোট চুরি গেছে — চের্নিয়াভিন আর নোভাকের।'

যথারীতি শান্তভাবে জাখারভ হাত তুলে বললেন, 'ঠিক আছে।' যারা উপস্থিত ছিল ডিউটির কম্যান্ডারের রিপোর্টের পর সবাই যথারীতি স্যালুট করল। তবু সেই সন্ধের সভার আবহাওয়াটা কেমন যেন অন্য রকম। ছেলেদের মুখে সব সময় যে তাজা ভাবটা থাকে তা নেই। বোঝা গেল, শেষ রিপোর্টের পর সেই খোলামেলা বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া আর আসবে না, সে-রাতে কলোনি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে না এবং কেউ হাসবে না, হাসি-ঠাট্টা করবে না। আর সত্যি তাই। শেষ রিপোর্ট শোনার পর জাখারভ তাড়াতাড়ি ডেস্কের সামনে নিজের জায়গায় বসে ফাইল থেকে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে হাতের উপর মাথার ভর দিয়ে এমনভাবে মন দিয়ে পড়তে শুরু করলেন

যেন আপিসে আর কেউ নেই। অথচ প্রায় তিরিশজন কলোনিবাসী সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল।

'কাকে তুই সন্দেহ করিস?' ব্রাৎসানকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করল নেস্তেরেঙ্কো।

প্রত্যেকেই শুনল প্রশ্নটা। সবাই জানত কোটগুলো অদৃশ্য হয়েছে এবং অপরাধীর কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু ডিউটিতে থাকার জন্য দিনের ঘটনার দায়িত্ব ব্রাৎসানকে নিতেই হবে। তার মানে নেস্তেরেঙ্কোর প্রশ্নের কিছু একটা উত্তর দেওয়া দরকার। ব্রাৎসান সেটা বুঝে জোর গলায় বললে:

'বারোটা থেকে আটটা পর্যন্ত পাহারার কাজে ছিল চারজন — তাদের সবাই কলোনিবাসী। তাদের কাউকেই সন্দেহ করা যায় না। লবোইকো, গ্রাচভ, সলোভিওভ আর তলেঙ্কো — সবাই আমার দলের। আমি তাদের জিম্মা নিতে পারি, কেউ জায়গা ছেড়ে যেতে বা ঘুমিয়ে পড়তে পারে না। এদিকে আবার সান্ত্রীর পাশ দিয়ে না গিয়ে পোষাক-ঘর থেকে বেরুনো যায় না। তার মানে কোটগুলো চুরি গেছে জানালা দিয়ে, মানে জানালার ওপর দিকে হাওয়া খেলাবার যে ফুটো আছে, সেইখান দিয়ে, কারণ খাস জানালাগুলো সেঁটে বন্ধ করা। কিন্তু ফুটো দিয়ে কোনো কোট বার করা খুব কঠিন। ফুটোটা খুব ছোটো। আজ বিকেলে আমি নিজে চেষ্টা করে দেখেছি। কাজটা করেছে কোনো অভিজ্ঞ চোর।'

'রাতে কিছু হয়েছিল?' কাগজপত্র থেকে মুখ না তুলে জাখারভ প্রশ্ন করলেন।

'সে খবরও নিয়েছি। সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। সান্ত্রীরা বলেছে রাতে কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়নি। সবচেয়ে শেষে ব্যাড়িতে এসেছিল জিরিয়ানস্কি, রাত এগারটায়। তাকে আপনি কোনো কাজে সহরে পাঠিয়েছিলেন। আমার মনে হয়... শুধু একটা কোট যদি হারাত তাহলে বলা যেতে পারত সেটা কোথাও ভুলে ফেলে আসা হয়েছে। কিন্তু দুটো কোট হারিয়েছে, আলাদা আলাদা দলের। চের্নিয়াভিন আর নোভাকের মধ্যে পরিচয় খুব সামান্যই।'

'তর্স্কি, এক্ষুণি এ-ঘরে পরিষদের এক গোপন সভা ডাকো,' জাখারভ বললেন।

'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর।'

আপিসে রইল শুধু কম্যান্ডাররা। শেষ কলোনিবাসী চলে যাবার পর জাখারভ চেয়ারে হেলান দিলেন।

'বেশ... এবার তোমাদের মতামত বল।'

ডিভানে অন্যদের সঙ্গে তর্স্কি বসেছিল। সে প্রথম বলতে শুরু করল:

'বলা খুব কঠিন। কোনো কারণ না থাকলে কাউকে সন্দেহ করাও বিপজ্জনক। যাদের সম্বন্ধে এখনো আমরা পুরো জিম্মা নিতে পারি না তাদের একটা ফর্দ আজ করেছি। তাতে ঊনিশজন পড়ে। তাদের নাম জানাবার কোনো মানে হয় না। এক জোড়া ওভারকোটের জন্যে সেটা করা যায় না। একজন চোরের জন্যে আঠারজন হয়ত আজীবন ক্ষুব্ধ হয়ে থাকবে। মুশকিলটা এই... কাউকেই একটি জেরাও আমরা করতে পারি না, যেমন কেউ কোনো কারণে রাতে কোথাও বেরিয়েছিল কিনা...'

'না, কাউকেই প্রশ্ন করতে পার না,' বীরস স্বরে জাখারভ কথাটা জানালেন।

'আমিও তো তাই বলছি, জেরা করা চলে না।'

ডিভানের ধার থেকে জিরিয়ানস্কি বলল, 'আমার ধারণা এই: প্রথমত, রাতে কোটটা চুরি যায়নি, সকালে গেছে, যখন সবাই তাদের ওভারকোট পরছিল। বেপরোয়া কোনো ছেলে সেটা করেছে। স্রেফ পরের কোটটি গায়ে চাপিয়েছে সবাইকারই সামনে। পোষাক-ঘর থেকে যাবার সময় চের্নিয়াভিনের সঙ্গেও তার দেখা হতে পারে। কেউ তাকে লক্ষ্য করলে অনায়াসেই সে পার পেয়ে যেত, বলত ভুল হয়ে গেছে, বাস।'

'কিন্তু একটা কোট নয়, দুটো কোট।'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তিন দিন ধরে ওখানে নোভাকের কোটটা ঝুলছিল। নোভাক সেটা পরেনি। আমার দলের বহু ছেলেই কোট না পরেই কারখানায় যায়। তার মানে গত পরশু নোভাকের কোটটা নেওয়া হতে পারে, কেউ তা লক্ষ্য করেনি।'

'তোর কথা খানিকটা সত্যি,' নেস্তেরেঙ্কো বলতে শুরু করল। কিন্তু তার দিকে আচমকা ঘুরে জিরিয়ানস্কি কড়া সুরে বলে উঠল:

'থাম, আমার কথা শেষ হয়নি। দ্বিতীয়ত, কোটটা এখনো কলোনিতেই কারুর বাড়িতে লুকনো আছে কিংবা আছে গ্রামে। আমার কিন্তু মনে হয় না সেটা গ্রামে আছে। মনে হয় এখানকার কোনো কর্মচারীর কাছে আছে, হয়তো কারখানা তৈরীর মিস্ত্রি-মজুরদের কারো কাছে, যার সঙ্গে চোরের সাঁট আছে। তা না হয়ে যায় না। সহরে ওভারকোট নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, লোকের নজরে পড়বে। তাছাড়া তার জন্যে সময় দরকার। কাজের দিনে সেটা

করার সম্ভাবনা নেই, আর ছুটির দিনে আমাদের অনেক ছেলেই থাকে সহরের পথে। কোটদুটো এখনো এখানেই কোথাও আছে।'

সবাই চুপ করে রইল। জিরিয়ানস্কির কথা সম্ভবত সম্পূর্ণ সত্যি। একমাত্র নেস্তেরেঙ্কোই সামান্য সন্দেহ প্রকাশ করল।

'আলেক্সেই, আংশিকভাবে তোর কথাটা ঠিক। কিন্তু চের্নিয়াভিনের কোটটা ঝুলছিল ডান দিকে, আবার নোভাকেরটা ছিল ঘরের অন্য পাশে। বলছিস চোর স্রেফ কোটটা পরে বাইরে চলে যায়। হয়ত তাই, সেটা পরে বাইরে যায় তারপর আবার আসে কোট না পরে। কোট না পরে অনেকেই এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে বেরোয়। কেউ সেটা লক্ষ্য করবে না। কিন্তু মাপের বেলায় কী? চের্নিয়াভিনের কোট পরা এক কথা, কিন্তু নোভাকেরটা পরা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। মনে হচ্ছে দুজন চোর আছে।'

'তা হতে পারে না,' ভলেঙ্কো শান্ত স্বরে বলল।

'কেন হতে পারে না?'

'হতে পারে না। আমাদের এখানে জোটবাঁধা দল নেই। একজন কাউকে সন্দেহ করতে পার। কিন্তু দুজন মিলে দল বেঁধে কাজ করছে — এ আমাদের এখানে হতেই পারে না।'

'ভলেঙ্কো ঠিকই বলেছে,' একমত হল তর্স্কি। 'মাত্র একজনই আছে। কিন্তু শয়তানই জানে কী করে সরাল। জিরিয়ানস্কি যা বলেছে মোটামুটি হয়তো তাই। ভলেঙ্কো, তোর দলের রিজিকভ সম্বন্ধে কী ধারণা?'

এই প্রথম নামের উল্লেখ করা হল। কম্যান্ডারদের মুখে ফুটে উঠল তীক্ষ্ন একটা মনোযোগের ভাব।

'আমার দলের অন্য কয়েকজন ছেলেকেও সন্দেহ করতে পারিস,' এক মুহূর্ত ভেবে ভলেঙ্কো বলতে শুরু করল। 'যেমন ধর গরোখভ বা লেভিতিন। কিন্তু হালে অন্য ব্যাপারে লেভিতিন ব্যস্ত। মনে আছে তো সেই কাগজের টুকরোগুলোর জন্য আলেক্সেই স্তেপানভিচ তাকে শাস্তির কাজ দিয়েছিলেন। এক মাস ধরে বাগানের পথগুলো তাকে ঝাঁট দিতে হবে। সে খুব খেটে কাজ করছে, কারণ সে চায় তাকে সবাই ক্ষমা করুক। ভালো কাজ করছে সে। চুরি করতে সে যাবে না। আর মনে হয় গরোখভ এখন তার ডাভটেলিঙ যন্ত্রের কথাই সবচেয়ে বেশী করে ভাবছে। নতুন পরিকল্পনাটা টাঙানো হয়েছে, ওর মাথায় সেইটেই কেবল ঘুরছে, "বাঁকা আল্, সোজা আল্।" তাছাড়া সে আরো কিছু আবিষ্কার ট্যাবিষ্কারের তালে আছে যাতে

তার যন্ত্রটা আরো উন্নত ধরনের হয়। ও রকম মানসিক অবস্থায় কি কেউ চুরি করতে যাবে? যাবে না।'

'না, গরোখভ নয়,' সরাসরি বলল তর্স্কি।

'আর রিজিকভ — হ্যাঁ রিজিকভের কথাই ধর,' ভলেঙ্কো বলে চলল। 'মানছি, বিবেক বলতে চড়ুইয়ের চেয়ে বেশী তার নেই। কিন্তু চুরি করার দরকার নেই রিজিকভের। কলোনির সবাইকার চেয়ে সে বেশী রোজগার করছে। গত মাইনের দিনে সে নগদ সত্তর রুব্‌ল্ পেয়েছে। সেভিংস ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ রুব্‌ল্ জমা দিয়ে তার পাশ-বই আমাকে দিয়েছে যাতে খরচ করে না ফেলে। তার একমাত্র চিন্তা কী করে আরো বেশী রোজগার করবে... কেন সে চুরি করতে যাবে? তাছাড়া, এখানে এখনো সে নতুন। কাউকে সে ভালো জানে না। মাল সাফাইয়ে কেউ না থাকলে চুরি করা অসম্ভব।'

ব্রাৎসান বলল, 'তা নিয়ে ভাবনা নেই, তুই জানিস না, কিন্তু রিজিকভ ঠিকই জানে তার কী দরকার।'

'না, ফন্দি জানার সময় তার এখনো হয়নি,' টেনে টেনে বললে নেস্তেরেঙ্কো।

তর্স্কি বলল, 'এটা গেল প্রথম দলের কথা। লেভ্‌কা, তোর দলের বেলায়?'

দ্বিতীয় দলের কম্যান্ডার পর্শের্নেভ। ছেলেটি হাসিখুসি, সম্ভবত কলোনির মধ্যে সবচেয়ে হাসিখুসি। সব সময় তার মাথা ঠান্ডা, জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ নেই; কেউ কখনো তাকে জবাবদিহি করতে দেখেনি, যে কোনো কাজ হাতে নেয় তাই নিয়েই মেতে ওঠে। তাই এখন সে শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল:

'আমার দলের আবার কে চুরি করবে? সবাই... বিশ্বাসী লোক।'

'তাদের সবাইকার জিম্মা নিতে পারিস?'

'আমায় জিম্মা নিতে হবে কেন? ওরা নিজেরাই যাকে বলবে তার জিম্মা নেবে। তোরাই তো জানিস।'

কলোনির সবাইকারই পর্শের্নেভের উপর দুর্বলতা আছে। তার স্থির দৃষ্টির মধ্যে আনন্দ উপছে পড়তে, তার ঘন কালো ভুরু ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠতে, তার পরে সুন্দর বাঁকা ঠোঁটের মৃদু হাসির রেখা দেখতে সবাইকার ভালো লাগে। পর্শের্নেভের দিকে তাকালেই দ্বিতীয় দলের কথা লোকের মনে পড়ে যায়। তার মধ্যে আছে সতেরজন ছেলে। তাদের যেন বিশেষ করে এক দলে

ভর্তি করা হয়েছে। সবাইকারই বয়স ষোলো, সবাই মাথায় এক, সবাইকার চেহারাই মোটামুটি ভালো, সবাই তারা পরিশ্রমী ও উৎসাহী কর্মী।

দ্বিতীয় দলের অধিকাংশ ছেলেই মেশিন-কারখানায় কাজ করে নানা ধরনের যন্ত্র নিয়ে। যন্ত্র চলে খুবই হৈ-হল্লা করে, তবে সত্যিকারের কাজও হয়।

নেস্তেরেঙ্কো বলল:

'না, দ্বিতীয় দলের কেউ চোর হতে পারে না।'

বাকি দলগুলোর মধ্যেও নানা ছেলের নাম উঠল। কিন্তু দেখা গেল এ ছেলে বইয়ের পোকা, ও ছেলে কর্নেট বাজানো নিয়ে মেতে আছে, তৃতীয় জন মডেল-তৈরীর চক্রে, চতুর্থ জন মালেঙ্কির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পঞ্চম জনের ডাক্তারের সঙ্গে দোস্তি, ষষ্ঠ জন ভূগোলে পায় সবচেয়ে বেশী নম্বর। এ-ধরনের জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে পঞ্চম আর একাদশ দল তাদের সভ্যদের কারুর নাম উল্লেখ পর্যন্ত করতে দিল না।

অবশেষে দশম দলের তদন্ত শেষ হবার পর পরিষদের মধ্যে আবার ফিরে এল সেই আন্তরিক আমেজ। সেই তদন্তটা চলেছিল খুব কম সময়। কারণ রুদ্‌নেভ নিজে আর তার সহকারী ছাড়া কারুর উপর সন্দেহ করতে রাজী হল না।

জাখারভ বললেন, 'যাক গে যাগ। দেখ দেখি কী আশ্চর্য সব ছেলে আমাদের! সত্যিই অসাধারণ!'

কম্যাণ্ডারদের বুকের বোঝা হাল্‌কা হয়ে গেল। ডিভানে তারা বসল আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে, যেন সেখানে সকাল পর্যন্ত বসে থাকতে প্রস্তুত।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আমাদের ছেলেরা আশ্চর্য,' সানন্দে হাত কচলাতে কচলাতে নেস্তেরেঙ্কো বলল।

জাখারভ তাঁর ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে জানালার তাকে কাগজের একটা টুকরো ঠেলে দিয়ে চিন্তিতভাবে বলতে শুরু করলেন:

'ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে। আমাদের মধ্যে রয়েছে একজন বাজে ছেলে। মাত্র একজন। আমার মনে হয় না তাকে খোঁজবার কোনো দরকার আছে। দুটো কোট তুচ্ছ ব্যাপার। দেখা যাক পরে কী হয়। সম্ভবত এটাই তার শেষ চুরি। নিজেদের দলের মধ্যে এটা নিয়ে তোমরা আলোচনা করো না। ভাব দেখিও যেন কিছু চুরি যায়নি। রাজী?'

'রাজী, আলেক্সেই স্তেপানভিচ।'

'যে এটা করেছে, হয়ত সে নিতান্ত অভ্যেসদোষেই করেছে,' প্রশ্রয়ের হাসি

হাসলেন জাখারভ। 'ভিতিয়া, কাল চেনির্য়াভিন আর নোভাককে নতুন কোট দেবার ব্যবস্থা করো।'

দলের কেউ এতক্ষণ ঘুমোয়নি। কম্যান্ডারদের ফেরার জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল। গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকল ভলেঙ্কো।

'কী হল ? চোর ধরা পড়ল ?' প্রশ্ন করল সাদোভনিচি।

'আমরা ... মানে ... অন্য কথা ... আলোচনা করছিলাম।'

'চোর ধরা পড়েনি ?'

'ধরা পড়বে কি ? কেউ একলা একজন করেছে ...'

'মাত্র একজন ... শালা ভূতের বাচ্চা। একবার ধরতে পারলে হত!'

ঘরের মাঝখানে পকেটে হাত দিয়ে রিজিকভ দাঁড়িয়ে, মুখে তার প্রসন্ন হাসি। বলল :

'এর জন্যে দায়ী এই বেতন।'

'কেন ?' সাগ্রহে প্রশ্ন করল সাদোভনিচি।

'এই দ্যাখ না, আমি অনেক রোজগার করি, তাতে অন্যদের চোখ টাটায়।'

রুস্‌লান গরোখভ স্থির দৃষ্টিতে তাকাল রিজিকভের দিকে :

'তার মানে কার আবার চোখ টাটায় ?'

'কেন, এমন তো কেউ-কেউ আছে যারা খাবার দাম দেবার মতোও রোজগার করে না। যেমন গর্লেঙ্কো, তলেঙ্কো, ভার্সিলিয়েভ, আর ঐ সব গালচেঙ্কো-ফালচেঙ্কো আর বেগুনেক-টেগুনেকেরা ...'

'বেগুনেককে তোর সন্দেহ হয় ?' চোখ কুঁচকে গরোখভ প্রশ্ন করল।

এমন স্থির দৃষ্টি রিজিকভের পছন্দ হল না।

'না না, সন্দেহ আমি কাউকে করি না,' বলল সে।

ধীরে ধীরে গেল সে তার বিছানার কাছে। গরোখভ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল।

'আমার দিকে অমন তাকাচ্ছিস যে ?' হঠাৎ তাকে খেঁকিয়ে উঠল রিজিকভ।

'তোকে যে ... আমার ভারি ভালো ... লাগে,' বিড়বিড় করে বলল গরোখভ। 'খাসা ছেলে তুই!'

ভলেঙ্কো চোখ নাবাল। তারপর আবার চোখ তুলে প্রথমে রিজিকভ তারপর গরোখভকে খুঁটিয়ে দেখল। একটা দুশ্চিন্তায় তার ঠোঁটদুটো সামান্য কুঁচকে উঠল।

৩১
'দিউবেক'

চতুর্থ দল সহজে ভোলে না। সহজে টলে না। ওভারকোট চুরির ব্যাপারটার প্রতিশোধ না নিয়ে তারা ছাড়তে চাইল না।

কলোনির কেউ জানে না চতুর্থ দলের গহনে চুপিচুপি কী সব সলা-পরামর্শ হয়েছে। তাদের কার্যকলাপ কেউ লক্ষ্য করল না... একমাত্র জাখারভ ছাড়া। হয়তো ডিউটির কম্যান্ডাররাও কিছুটা আঁচ পেয়েছিল, কিন্তু সেটা শুধুই তাদের ডিউটির দৃষ্টি থেকে। এ-পর্যন্ত এই বিখ্যাত 'অজেয়' দল দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করত। তাদের স্বরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গলা ফাটিয়ে চীৎকার করার দিকে। এমন কি তাদের সবচেয়ে গোপন আলোচনাও সাধারণত এমন কানে তালা-ধরানো হৈ-হল্লার মধ্যে হত যে, বোঝা শক্ত কে কী বলছে। চোখে তাদের সবচেয়ে গোপন ষড়যন্ত্রের ভাব ফুটে উঠলেও কিছুতেই তারা মুখ বুজে থাকতে পারত না। বয়সে যারা কিছু বড়ো তারা কাউকে ডাকতে হলে সাধারণত চারিদিকে তাকিয়ে দেখত লোকটা কাছাকাছি আছে কিনা। বাচ্চারা কিন্তু এভাবে তাদের বহুমূল্য দৃষ্টিশক্তি এবং সেই রকমই বহুমূল্য সময় অপচয় করার বিরোধী, বিশেষত তাদের যখন রয়েছে ও-ধরনের জোরালো ও সর্বক্ষম যন্ত্র — মানুষের গলা। তাই প্রয়োজনীয় লোকটিকে ডাকবার খুব সহজ একটা কৌশল ছিল তাদের: সিঁড়ির চত্বরে বা পার্কের মাঝ রাস্তায় সোজা বেরিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাত চোখ কুঁচকে; উত্তেজনায় এমন কি খানিকটা উবু হয়ে বসে:

'ভলোদিয়া-আ-আ!'

তারপর কান পেতে শোনার জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করত আর উত্তর না পেলে আরো বিদঘুটে স্বরে চীৎকার করত:

'ভলো-অ-অ-দিয়া!'

আশেপাশে চীৎকার শোনা যেত খুব স্পষ্টভাবে। সবাই জানতে পারত কলোনির কোনো এক ভলোদিয়ার ডাক পড়েছে। কিন্তু খুব কাছে সেই চীৎকারের বিশেষ কোনো দাম ছিল না, কারণ সেই বিশেষ ভলোদিয়া থাকত অনেক দূরে। সেই ডাকটা তার কানে পেঁছিত অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে, শুধু এইভাবে:

'অ-অ-আ-আ!'

কিন্তু সব সময়েই দেখা যেত এই অসম্পূর্ণ শব্দে খুব কাজ হয়। কলোনিতে ছিল অন্তত এক ডজন ভলোদিয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাকে ডাকা হত সে চিনতে পারত নিজের নাম। তখন আশেপাশে অন্য যে-সব ভলোদিয়ারা থাকত তারা শুধু ভুরু কোঁচকাত। এই ভাবে সংবাদ প্রেরণটা ডিউটির কম্যান্ডাররা অত্যন্ত অপছন্দ করত, বিশেষ করে যখন এটা ঘটত সিঁড়ির চত্বরে বা বারান্দায়।

চতুর্থ দলের এটা এক বৈশিষ্ট্য। আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল খানিকটা বিচ্ছিন্নবাদের দিকে ঝোঁক। এই ঝোঁকটার প্রতি ডিউটির কম্যান্ডারদের সংশয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা বিচ্ছিন্নবাদের বাড়াবাড়ি হলে ব্যাপারটা সব সময় শেষ হত হটহাউসের কোনো জানালা ভাঙা, কোনো স্যুট ছেঁড়া বা ঐ জাতের অন্য কোনো রকম দুষ্টুমির মধ্যে। কম্যান্ডাররা ভালো করেই জানত এই সব বিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপের উপলক্ষগুলি খুবই বাজে ব্যাপার — উই-ঢিবি, নাইটিঙ্গেলের বাসা, পিছনকার উঠোনে গাড়োয়ানের ফেলা কোনো পুরনো চাকা, অপ্রত্যাশিতভাবে একরাশ পুরনো টিনের আবিষ্কার। এ-ধরনের ব্যাপারে ছেলেরা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠত। উঠোনের সব জায়গা থেকে শোনা যেত চীৎকার, ঝড়ের মতো ছুটোছুটি করত অসংখ্য পা। উত্তেজনায় চোখ জ্বলজ্বল করছে, কান খাড়া, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, ছুটছে বিদ্যুৎগতিতে, চোখের আড়াল থেকে ভেসে আসছে প্রতিবাদের তীক্ষ্ণ চীৎকার আর বিজয়ের গর্জন — এসবে কোন ডিউটির কম্যান্ডার শঙ্কিত না হয়ে পারে? কেউ ভোলেনি গত বসন্তের গোড়ার দিকে ডিউটিতে অবহেলা করার জন্য কী ভাবে সপ্তম দলের কম্যান্ডার ভাসিয়া ক্লিউশ্‌নেভকে পাঁচ ঘণ্টার জন্য আটক থাকতে হয়েছিল। জাখারভের আপিসে ক্লিউশ্‌নেভ স্বীকার করেছিল যে, সেদিন সকাল থেকে বাচ্চারা অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ছিল এবং দুপুরের খাবার পর তারা খুব চীৎকার করতে করতে এমন জোরে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ও বাড়িগুলোর চারিদিকে দৌড়তে শুরু করে যে, সেই হৈচৈ-এর মধ্যে কারা যে ছিল সেটা দেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভাসিয়া ভাবে এটা সেই উই-ঢিবির মতো একটা সাধারণ আজেবাজে ব্যাপার, কিন্তু দেখা যায় ব্যাপারটা অনেক বেশী গুরুতর। মাটিতে ছুটোছুটি করার সময় জোরে জোরে চীৎকার শোনা যায়, কিন্তু ছাতে উঠতেই ছেলেদের অক্লান্ত গলা এক আশ্চর্য উপায়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে কর্মীদের তিনতলা বাড়ির ছাদ থেকে ছেলেরা একটা দামি পার্সি বেড়াল ছুঁড়ে ফেলে। সেটা

সেমিওনভ নামে আপিসের এক কর্মচারীর। এটা নিষ্ঠুরতা বা প্রতিহিংসা, এমন কি কৌতূহলের জন্যও করা হয়নি। আসলে সেটা এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। কারণ একটা প্যারাশ্যুটের সঙ্গে দুটো নিরাপদ আরামের ফাঁশ দিয়ে বেড়ালটিকে বাঁধা হয়েছিল। প্যারাশ্যুটটাও বেশ ভালো করে বানানো হয়েছিল একটা ন্যাপকিন দিয়ে। যারা সেই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিল সেই সন্ধেয় তারা দাঁড়াল জাখারভের সামনে। তাদের মুখে অপরাধীর ছাপ, যদিও মনে মনে তাঁর রাগের কারণ কেউ বুঝতে পারেনি। তাদের দিকে জাখারভ তাকালেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। বললেন:

'এ-রকম ডিউটি দেওয়া একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না। বিশ্রী কাণ্ড! একেবারেই শৃঙ্খলা রাখতে না পারা! কমরেড ক্রিউশ্‌নেভ, তোমার কাছে এ-রকম দুর্বল স্বভাব আশা করিনি! পাঁচ ঘণ্টার জন্যে আটক থাকো!'

প্যারাশ্যুটিস্টদের চোখের সামনে ভাসিয়া ক্রিউশ্‌নেভ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে শাস্তিটা মেনে নিল, স্যালুট করে হাত তুলল। তারপর সেমিওন গাইদভস্কি একটা দুর্বল চেষ্টা করল ঘটনাটার আসল দিক বোঝাতে।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ!' অত্যন্ত হতাশ সুরে সে বলল, 'ন্যাপকিনটা তো আমরা খুঁজে পেয়েছি। সত্যি পেয়েছি। সেটা আমরা কেচে দেব!'

ন্যাপকিনটা পাওয়া গেছে বলে খুসি হবার কোনো লক্ষণ কিন্তু জাখারভ দেখালেন না। এমন কি মনে হল রান্নাঘর থেকে ন্যাপকিনটা যে চুপিচুপি সরানো হয়েছে সে-কথাটাও তিনি ভুলে গেছেন, যদিও ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে এ-কাজটাই মনে হয়েছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। না, জাখারভ ন্যাপকিনটার কথা ভাবছিলেন না।

'এটা কী কাণ্ড! এক ডজন কলোনিবাসী গিয়ে উঠল তিনতলা বাড়ির চালে! কিসের জন্যে? বেচারা বেড়ালটাকে ছুঁড়ে ফেলার জন্যে!'

আনন্দে চকচক করে উঠল ছেলেদের চোখ। আলেক্সেই স্তেপানভিচ দুর্ঘটনাকে বাড়িয়ে দেখছেন! দুর্ঘটনা আবার কোথায়?

'কিন্তু আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আপনি কি শোনেননি? বেড়ালটা ভালো আছে! চমৎকার মাটিতে নেমেছিল সে!' ঘরময় চেঁচিয়ে উঠল গাইদভস্কি।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছেলেরাও সুর মেলাল:

'সত্যিই মাটিতে নেমেছিল বেড়ালটা! এমন কি মিউমিউও করেনি! ফেলে দেওয়া কোথায়? ও তো প্যারাশ্যুটে করে নামে!! চার পায়ে ভর দিয়ে নামে... তারপর দৌড়ে পালায়... উঠেই ছুট দেয়!'

সবাই আশা করল খবরটা শুনে জাখারভের মুখ আনন্দে ভরে উঠবে। তাঁর দিকে তারা তাকাল উৎসুক দৃষ্টিতে। কিন্তু হাসির আভাস তাঁর মুখে নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল প্যারাশুট বিদ্যার সাফল্যে লোকটার উৎসাহ নেই।

'হ্যাঁ, বেড়ালটার প্যারাশুট ছিল,' পাঁশনেটা ঠিক করে নিয়ে তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন। 'কিন্তু তোমাদের বেলায় কী? বল আমায় তোমাদের কজনের প্যারাশুট ছিল?'

ছেলেরা তখনি শুধু বুঝল যে, তাদের অপরাধ চালে গিয়ে উঠেছে অথচ প্যারাশুট ছিল না। জাখারভও তাহলে প্যারাশুট সম্বন্ধে কিছুটা জানেন! দুঃখের বিষয় তিনি বোঝেন না মানুষের জন্য দরকার বড় একটা প্যারাশুটের, ন্যাপকিন দিয়ে তা হয় না!

ঐ ঘটনার পর অবশ্য কেউ আর চালে ওঠেনি। কিন্তু সর্বদাই অন্য কিছু না কিছু ঘটনা ঘটতে লাগল যাতে ডিউটির কম্যান্ডারদের শঙ্কিত থাকতে হত। তাই তারা চতুর্থ দলের এই বিচ্ছিন্ন স্বাধীন কার্যকলাপ মোটেই পছন্দ করল না।

এবার কিছু দিন থেকে কিন্তু কলোনির জীবনযাত্রা হঠাৎ শান্ত হয়ে উঠল। ভলোদিয়ার জন্য কেউ আর কান ফাটিয়ে চেঁচায় না। দল বেঁধে ছোটোদের ঘোরাঘুরি করতেও দেখা যায় না। কাউকেই দেখা যায় না উত্তেজিত হয়ে বকবক করে ছুটোছুটি করতে। ওদিকে পুকুরটা জমে গেল। তার উপর ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। হাত ধরাধরি করে কিংবা একা একা কলোনিবাসীরা স্কেট করে। কেউ কেউ রিঙ্কে ক্রমাগত চক্কর দিয়ে চলে, কেউ কেউ আবার সোজা প্রচণ্ড জোরে ছোটে। মাঝে মাঝে এমন কি ডিউটির কম্যাণ্ডারদেরও স্কেট করতে দেখা যায়। তাদের হাতের লাল ফিতে দূর থেকে চোখে পড়ে এবং আগের মতোই তা শ্রদ্ধা জাগায়।

কিন্তু চতুর্থ দলের কেউ কখনো সেখানে থাকে না। তাদের সময় ছিল না। সুযোগ পেলেই ভলোদিয়া বেগুনক আপিস ছেড়ে ছুটে যায়। এবং সর্বদাই কাছাকাছি চতুর্থ দলের কারুর সঙ্গে দেখা হয় তার। কীসব কথা বলে, কিংবা হয়তো তাদের কথা বলার দরকারই হয় না, পিঁপড়েদের মতো তারা শুধু অদৃশ্য কোনো শুঁয়ো নাড়ে। কী যে তারা করে কেউ জানে না। কিন্তু দেখা যায় এ-ধরনের প্রত্যেক সাক্ষাতের পর তারা ধীরেসুস্থে সামান্য ভুরু কাঁপিয়ে বিভিন্ন দিকে চলে যায়। কেউ তাদের দেখলে ভাবতে পারে জীবনে তাদের কোনো রকম উৎসাহ নেই, ভারি কুনো সব। কিন্তু কলোনির

সর্বত্রই দেখা যায় চতুর্থ দলের দুজন কিংবা তিনজন ছেলে চলেছে জোট বেঁধে চুপিচুপি আলোচনা করতে করতে এবং আরো চুপিচুপি কিছু একটা লক্ষ্য রেখে। বিশেষ করে সকালে পোষাক-ঘরে সর্বদাই একজোড়া চোখ যারা কোট পরে তাদের লক্ষ্য করে। অনেক আগেই কোট না পরে কাজে যাবার অভ্যেসটা সবাই ছেড়েছে। পক্ষান্তরে চতুর্থ দলের সবাই এমন ঘন ঘন কোট পরতে ও খুলতে শুরু করেছে যে, বয়স্ক সান্ত্রীরা অভিযোগ জানাতে থাকে:

'এত ঘন ঘন তোদের আসা যাওয়া কেন বল ত? কোট পরেছিস বাস, বিদায় হ!'

হয়তো জাখারভ লক্ষ্য করেছিলেন চতুর্থ দলে রহস্যজনক কিছু একটা ঘটছে, কিংবা হয়তো সে কথা তিনি জানতে প্যারেন অন্য কোনো উপায়ে। কিন্তু দেখা গেল তিনিও বারান্দায় আর উঠোনে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। পোষাক-ঘরেও তিনি আসেন। সেখানে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় চতুর্থ দলের কারুর না কারুর সঙ্গে। সংযতভাবে স্যালুটের প্রত্যুত্তর দিয়ে তিনি চলে যান আর গম্ভীর ও মনোযোগী দৃষ্টিতে ছেলেরা তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। এক সন্ধেয় ভানিয়া গালচেঙ্কো আর ফিল্‌কা শারি স্কেটিঙ রিঙে না গিয়ে হেঁটে চলল পার্কের প্রধান পথ ধরে। থেকে থেকে তারা তাকাতে লাগল বাড়িগুলোর দিকে, যেন অপেক্ষা করছে কারুর জন্য। পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে কলোনির অন্যান্য ছেলেমেয়েরা, হাতে তাদের স্কেট, খেলবার জন্যে পাগল। বয়স্কদের তাড়াহুড়োটা নেই। লিদা তালিকভা বন্ধুর মতো ভানিয়ার কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করল:

'কী হয়েছে ভানিয়া, চুপচাপ যে?'

লিদার কথায় হাসিমুখে জবাব না দেওয়া কঠিন। তা সত্ত্বেও কিন্তু ভানিয়ার হাসিটা হল কাজের লোকের মতো:

'কিছুই হয়নি। আমরা এমনি বেড়াচ্ছি।'

'খ' বিভাগের কোণ থেকে রিজিকভকে আসতে দেখে ছেলে দুজনের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। রিজিকভের চেহারাটা আগের চেয়ে ভালো হয়ে উঠেছে। নতুন সাদা স্যোয়েটার পরে মাথায় টুপি না দিয়ে তার হাঁটার মধ্যে একটা বিশেষ চালও আছে। বড় বড় পা ফেলে সামান্য হেলেদুলে সে হাঁটে — এমন ভঙ্গীতে হাঁটে যেন জীবনে সে ভারি খুসি। মরচে-রঙা চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা, তাতে মাথাটা তার আগের চেয়ে ভালো দেখায়। মুখটাও পরিষ্কার। রিজিকভের কোনো তাড়াহুড়ো নেই। একটা সিগারেট বার করে

সে ধরাল। ভানিয়া আর শারি কোনো রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে পাশের একটা পথে ঢুকল। রিজিকভ তাদের লক্ষ্য করল না। সে নেমে গেল ঢালুতে, তুষার স্তূপের উপর অবহেলাভরে ছুঁড়ে ফেলল বড় একটা শাদা প্যাকেট।

গাছের ওপাশে সে অদৃশ্য হবার পর শারি প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিল।

ভানিয়া বলল, 'এটা সিগারেটের প্যাকেট। নাম কী?'

'"দিউবেক"।'

'সুন্দর প্যাকেটটা।'

আধ ঘণ্টা পরে ক্লাব-ঘরে মালেঙ্কির সঙ্গে তাদের দেখা।

'এ-রকম প্যাকেটের দাম কত?' প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে কথাচ্ছলে তাঁকে প্রশ্ন করল শারি।

'ওহ, এ সিগারেটের দাম আছে। ও রকম এক প্যাকেটের দাম পাঁচ রুবল্।'

ভানিয়া তার উত্তেজনা চাপতে পারল না।

'পাঁচ রুবল্! এক প্যাকেটের দাম?' এমন জোরে সে চেঁচিয়ে উঠল যে ঘরের সবাই শুনতে পেল তার কথা।

তার চেয়ে অভিজ্ঞ শারি বলল নীচু গলায়:

'আর তুই কি ভেবেছিলি? "দিউবেক" একটা বাজে ব্যাপার নয়।'

'আরে বাস!'

মালেঙ্কি গেলেন লাইব্রেরিতে।

'ওরই কাণ্ড! জানি ওই করেছে,' ভানিয়া বলল।

'চুরি করেছে?'

'হ্যাঁ, চুরি করে বিক্রী করেছে।'

'কিন্তু ও যে সবাইকার চেয়ে বেশী রোজগার করে?'

'তা জানি। কিন্তু ও পায় কত? তিরিশ রুবল্, তাই না? তিরিশ?'

'তিরিশ কি চল্লিশ।'

'একই কথা। কিন্তু শুধু এই সিগারেটগুলোর দামই পাঁচ রুবল্।'

'দাঁড়া, বার করতেই হবে। চল। সে তো প্রথম দলে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'শোন, সবাইকে তুই চিনিস। খোঁজ নে কী ধরনের সিগারেট রিজিকভ খায়।'

'কেন?'

'কেউ যদি না জানে তার মানে রিজিকভ ওগ্‌লো ল্‌কিয়ে খায়... কাউকেই বলে না। যা, খোঁজ নে!'

সন্ধ্যে শেষ হবার আগেই শারি আবিষ্কার করল প্রথম দলের কেউই জানে না কী ধরনের সিগারেট রিজিকভ খায়। শারি ভালো অভিনেতা, জানে কী ভাবে প্রশ্ন করতে হয়। মনে হল প্রথম দলের ছেলেদের প্রিয় সিগারেট কী শ্‌ধ্‌ সেটা সম্বন্ধেই তার কৌত্‌হল। রাতের খাবার পর শারির কাহিনীটা শ্‌নে ভানিয়া জোরে ফিসফিস করে বলল:

'দেখছিস তো, কেউই জানে না! দাঁড়া একটা মজা করা যাক, কেমন?'

'মজা? কোথায়?'

'এখানেই কোথাও।'

কলোনির মধ্যে তারা অনেক ঘোরাঘ্‌রি করল। কিন্তু সেই প্রতিশ্র্‌ত 'মজা' ভানিয়া দেখাতে পারল না। শারি যে-রকম ধৈর্য ধরে সেই 'মজার' জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সেই রকমই ধৈর্য ধরে সিগারেটের প্যাকেটটা পড়ে রইল তার পকেটে।

সাধারণ সভার আগে 'শান্ত' ক্লাবে লোকরা জমায়েত হতে শ্‌র্‌ করেছে। রিজিকভ একা এসে সামনে পা ছড়িয়ে বেঞ্চিতে বসল। ভানিয়া শারিকে একটা খোঁচা দিল। রিজিকভের পাশ দিয়ে ছেলে দ্‌'জন দ্‌বার যাতায়াত করল। রিজিকভ তাদের দিকে মন দিল না। নিজের পায়ের দিকে স্থির দ্‌ষ্টিতে তাকিয়ে সে শিস দিয়ে চলল। শারি আর ভানিয়া বসল তার পাশে। তাদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রিজিকভ বেঞ্চির তলায় পা গোটাল। সেই 'দিউবেকের' প্যাকেটটা হাতে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে চোখ কোঁচকাল ভানিয়া। তারপর তার ঢাকনাটা খ্‌লে উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠল সে। প্যাকেটের মধ্যে বড় বড় হরফে নীল ক্রেয়ন পেন্সিলে এই কথাগ্‌লো স্পষ্ট করে লেখা:

আমরা সব জানি

রিজিকভের সব্‌জ চোখ ঝলসে উঠল। দাঁড়িয়ে উঠে দ্‌ঢ় হাতে ভানিয়ার কাঁধে ঠেলা দিয়ে পকেটে হাত ভরে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ভানিয়া নিজের কাঁধে হাত দিয়ে ম্‌খ ভ্যাঙচাল:

'উঃ, ব্যথা করছে... শয়তান কোথাকার!'

'ওরই কান্ড!' শারি বলল। এখন তার ম্‌খ টকটকে হয়ে উঠেছে। 'ভানিয়া, ওই করেছে! চল, আলেক্সেইকে গিয়ে বলি...'

আপিসের দিকে তারা দৌড় দিল। কিন্তু সেখানে বহু লোক। কম্যান্ডাররা এসেছে রিপোর্ট করতে। জাখারভের মেজাজ ভালো। তিনি হাসছেন, রগড় করছেন। তর্স্কিকে তিনি বললেন:

'আজ রাতের সভাটা সংক্ষেপে সারো। সন্ধ্যেটা খুব ভালো, সেটা পন্ড হতে দিয়ো না।'

সাধারণ সভায় এই ঘোষণাটি তর্স্কি পড়ল:

'ঢালাই কারখানায় আদর্শ ঝটিতি কাজের জন্য শিক্ষানবিস রিজিকভকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে।'

শারি আর ভানিয়া অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। লাল হয়ে উঠল তাদের গাল। রিজিকভের দিকে তাকিয়ে তারা প্রায় তাকে চিনতেই পারল না। গর্ব আর বিহ্বলতায় তার মুখ চকচক করছে, তার মৃদু হাসিটা মর্যাদাব্যঞ্জক। কোনো রকম বেহায়াপনা নেই তার মধ্যে। সে যেন এক কমরেড, রিপোর্টে প্রদত্ত ধন্যবাদেরই উপযুক্ত।

তৃতীয় খণ্ড

১

যুদ্ধের রিপোর্ট

শীত শেষ হয়েছে।

কম্‌সমল ব্যুরো আর কম্যান্ডার পরিষদ অনেক রাত পর্যন্ত নানা আলোচনায় কাটাল... মার্ক গ্রিনগাউজ জানাল:

'ভাবো একবার আমরা ইলেক্ট্রিক ড্রিল বানাতে চলেছি! কী ধরনের ড্রিল তোমরা তো দেখেছ। বাইরেটা পালিশ-করা এল্যুমিনিয়মের, ভেতরটা তৈরী দশ মাইক্রনের সূক্ষ্মতায়। তা ছাড়া এ হল আমদানি মাল! বুঝতে পারছ তো, আমদানি মাল! আমাদের এরোপ্লেন ফ্যাক্টরি, আমাদের স্যাপার ও ইঞ্জিনিয়ারিঙ দলের জন্যে অস্ট্রিয়ানদের কাছে ড্রিল ভিক্ষে করতে হয়, এ কি সোজা কথা! ভাবো একবার আমাদের স্যাপারদের যদি কোনো নদীর ওপর সেতু বাঁধতে হয় আর তাদের যদি ইলেকট্রিক ড্রিল না থাকে তাহলে কী হয়। কিংবা ধরো আমাদের ট্যাঙ্ক বানাতে হবে আর ড্রিল ছাড়া ভগবানই জানেন আমাদের হাতে কী আছে! এরোপ্লেনের কথা এখন ধরো। আমি সেগুলো দেখেছি, জানি তৈরী করতে হলে ড্রিল দিয়ে তাদের মধ্যে কত ফুটো করতে হয়। সে ফুটো কি অস্ট্রিয়ান ড্রিল দিয়েই করবে যখন এখানে এই কলোনির তৈরী ড্রিল দিয়ে কাজ চলতে পারে? আমাদের শ্রমিকদের অবস্থাটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে! আমাদের বুঝতে হবে অভাব মানেটা কী; কথাটা বলতেই গলা ধরে আসে। সত্যিই অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে ড্রিল করার যন্ত্রপাতি কেনা, সেটা যে কী লজ্জার কথা; তাতে আবার ঐ অপমানের দাম দিতে হয় খাঁটি সোনা দিয়ে! এই হল যাকে বলে অভাব। সেটা আমিও বুঝি, তোমরাও বোঝো!'

স্বভাবতই সবাই বোঝে। তাই কম্‌সমল ব্যুরোতে ভলেঙ্কো যা বলল তাতে প্রকাশ পেল এ-বিষয়ে এগারটি দলেরই মনের কথা। ভলেঙ্কো বলল:

'অবস্থাটা কলোনিবাসীরা বুঝতে পারবে না এমন দুর্ভাবনার দরকার নেই। আমাদের আছে ঊন-আশীটি কম্‌সমলের সভ্য, আর কলোনিবাসীর পদ পেয়েছে একশ' নব্বই জন! এরা কি আর না বুঝবে? বর্তমানে আমরা দুবার রাতের খাবার খাই পাঁচটায় আর আটটায়। অনেক দিন ধরেই সবাই তার বিরোধী। দুবার রাতের খাবারের কী দরকার, নিছক সময় নষ্ট। স্বীকার করছি প্রথম খাবারটা নিতান্তই সাধারণ চায়ের মতো। তা সত্ত্বেও চায়ের সঙ্গে কত রুটি খাই আমরা? কলোনির কারুরই এ ব্যবস্থাটা ভালো লাগে না। আমাদের উচিত প্রথম রাতের খাবারটা বাতিল করে দেওয়া যাতে কলোনিবাসীরা বেশী সময় পায়। এবার মাংসের প্রশ্ন। বহুকাল আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে খুব বেশী মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। ডাক্তার কলিয়া বলে তাতে বাত হয়। আমার মতে সপ্তাহে তিনবার মাংস খাওয়াই যথেষ্ট, তার বেশী খেলে সেটা তোমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। তাছাড়া পয়লা মে-র আগে নতুন করে ইউনিফর্ম বানাবার দরকার নেই। প্রধান কথাটা হল, আমাদের কুচকাওয়াজটা খাসা, দেখায় সুন্দর। পুরনো ইউনিফর্ম পরলেও লোকেদের ভালো লাগবে। শাদা কলারগুলো ছিঁড়ে গেছে। নতুন বানাতে দেড় শ' রুব্‌ল্‌ লাগবে। কলার নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? কলার বাদ দিলেও তো আমাদের পরনে থাকবে ইউনিফর্ম। প্রধান জিনিস হল ব্যাজ। নতুন বুট কেনারও আমাদের দরকার নেই। কেড্‌স্‌ জুতো কিনলেই হল। তাদের দাম অনেক শস্তা আর পরে হাঁটাও সহজ।'

কলোনির জীবনে এমন আরো অনেক জিনিস পাওয়া গেল যা বাদ দিলে স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো, দেখতেও সুন্দর।

কম্‌সমলের সভ্যরা যে-সব খরচ ছাঁটার প্রস্তাব করল তার সবগুলিই জাখারভ অনুমোদন করলেন। এমন কি রাতের প্রথম খাবারটাও বাতিল হয়ে গেল। তাতে সবাই হল ভারি সন্তুষ্ট। কলোনিবাসীরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হল যে, বছরের শেষে তারা তিন লাখ রুব্‌ল্‌ নয়, জমাবে আরো অনেক বেশী।

খাবার ঘরের প্রবেশপথের কাছে শীতের মাঝামাঝি সময় থেকে বারান্দার দেয়ালের অর্ধেকটা অধিকার করে বসেছে বিরাট একটা নক্সা। সেটা বানিয়েছেন মালেঙ্কি আর শিল্প-চক্রের ছেলেমেয়েরা। দিনের সব সময়েই এই নক্সার সামনে ভীড় জমে থাকে। কারণ এতে যা দেখান হয় তাতে প্রত্যেকেরই জীবন্ত আগ্রহ।

নক্সায় এক ফ্রণ্টের ছবি আঁকা, সত্যিকারের এক যুদ্ধ-ফ্রণ্টের। আক্রমণ শুরু হয়েছে নীচ থেকে। সেখানে সরু একটা লাল ফিতে দিয়ে দেখান হয়েছে কলোনির কারখানা-ঘরগুলোর প্রচণ্ড বাহিনীকে। তিন সৈন্যদলে তারা বিভক্ত। মাঝখানে আছে ধাতু-কর্মীরা, তাদের বাঁ পাশে সূত্রধর আর ডান পাশে সেলাই-কারখানার মেয়েরা। প্রত্যেকের বাৎসরিক পরিকল্পনার পরিমাণ অনুপাতে এক একটি সৈন্যদল এক এক আয়তনের স্থান জুড়ে আছে।

অবশ্যই প্রধান সৈন্যদল হল কেন্দ্রের ধাতু-কর্মীরা। তেল-পাত্রের বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনার সংখ্যাটা অত্যন্ত জমকালো — দশ লাখ, অর্থাৎ দশ লাখ রুব্‌ল্। বাঁ পাশের অংশটা এর চেয়ে সরু। সূত্রধরদের বানাতে হবে ৭,৫০,০০০ রুব্‌ল্ দামের জিনিস। পোষাক-বানিয়েদের সংখ্যা খুব কমে গেছে, কারণ দল ছেড়ে মেয়েরা ক্রমাগত যাচ্ছে টার্নারদের লেদে। সেলাই-কারখানার পরিকল্পনা তাই মাত্র ৩,০০,০০০ রুব্‌লের। ফলে ডান পাশের সৈন্যদল ফ্রণ্টের অপেক্ষাকৃত ছোটো একটা এলাকা জুড়ে আছে।

একেবারে উপরে, ড্রয়িং-কাগজের সমস্তটা জুড়ে রয়েছে সেই লক্ষ্যবস্তু যার দিকে ফ্রন্ট উপর দিকে এগিয়ে চলেছে — সেটি এক সুন্দর সহর। সেখানে নানা বুরুজ আর চিমনি আকাশের দিকে উঠে গেছে, এবং পাছে সেটি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে তাই নিম্নোক্ত কথাগুলি রয়েছে লেখা:

'পয়লা মে' শ্রম কলোনির প্রথম ইলেকট্রিক যন্ত্রের কারখানা

নক্সার সেই সরু লাল ফিতেটি অনেক নীচে। আর অনেক উঁচুতে সুন্দর সহরটি। পৌঁছন খুব সহজ হবে না। কাগজের অনেকটা জায়গা পেরুতে হবে। নক্সার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে অনুভূমিক লাইন। তাদের প্রত্যেকটি বোঝাচ্ছে এক একটি দিন। সবগুলি মিলে গড়ে তুলেছে সুকঠিন বছরের সেই বিরাট সিঁড়ি। ওঃ, বছরে দিনের সংখ্যা কত আর কী ধীরে ধীরেই না সেগুলো পেরয়! নক্সার দু-পাশে সরু সরু স্তম্ভে একটির উপর একটি করে প্রত্যেক দিনই চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রত্যেকটা তারিখ লেখা হয়েছে সুন্দর করে জড়ানো স্লাভ অক্ষরে। আর সেই অপরূপ সহরের সমমাত্রায় লেখা আছে:

৩১শে ডিসেম্বর!!!

24—241

তিনটে বিস্ময়ের চিহ্ন নিয়ে তারিখটা রয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর, বলা খুবই সহজ যখন মার্চ মাসটাও এখনো শেষ হয়নি। কতগুলো মাস এখনো বাকি!

সোনালী আর লাল ফ্রেমে বাঁধানো এই আশ্চর্য নক্সাটা প্রথম যখন বারান্দায় লাগানো হয় তখন তার কার্যক্ষেত্রের পরিধি আর জটিলতা দেখে কলোনিবাসীরা হতভম্ব হয়ে যায়। সাধারণ কথাটা তারা বুঝল — ঐ সুন্দর সহরটিতে পেঁছতে হবে, আর প্রথম যে পেঁছিবে সে সহরের নানা বুরুজের একটিতে তুলবে প্রথম নিশান। অন্যান্য খুঁটিনাটি কথা অত স্পষ্ট বোঝা গেল না। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই নক্সাটা সবাই যথারীতি বুঝে নিল, তার উপর দৈনিক যে পরিবর্তন ঘটতে লাগল সেটায় বুক দুলত তাদের। ফ্রন্ট লাইনকে বোঝানো হয়েছে সরু লাল ফিতে দিয়ে। সেটা ধীরে ধীরে উপরে এগুতে লাগল। প্রতি দিন ছোটো এক টুকরো কাগজে সেদিনকার যুদ্ধের ফলাফল ঘোষণা করে পিন দিয়ে এঁটে দেওয়া হত বোর্ডের পাশে।

নক্সাটিতে শুধু কলোনিবাসীদের যুদ্ধ-ফ্রন্ট এগুয়ে যাচ্ছিল তাই নয়। সরু একটা নীল সুতো দিয়ে বোঝানো হয়েছিল শত্রুর লাইন। প্রত্যেকেই এ কথা ভালো বুঝেছিল যে, তাদের প্রধান শত্রু হল সময়। দিনে যদি এক শ'টা করে কাজের ঘণ্টা থাকত তাহলে বাস্তবিকই কিছু একটা দেখান যেত! অন্যান্য শত্রুরাও ছিল — বাজে মাল, ঝড়ঝড়ে লেদ ও জঘন্য যন্ত্রপাতি।

২৫শে মার্চের যুদ্ধ রিপোর্টে ঘোষিত হল:

'গতকাল ফ্রন্ট চুপচাপ ছিল। কেন্দ্র এলাকায় উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৩০০ রুব্‌ল্। ২৯শে মার্চের লাইনে পেঁছন হয়। ফলে আজকের ফ্রন্ট সূচকের চার ধাপ এগিয়ে যায়। বাঁ পাশে সূত্রধরেরা এখনো দাঁড়িয়ে আছে ১৫ই মার্চের লাইনে। ঐ দিন থেকে এক কোপেকেরও উৎপাদন হয়নি। ডান পাশে ছত্রভঙ্গ শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবন চলছে: ১৮ই এপ্রিলের লাইনে আমাদের মেয়ে সৈন্যদল কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত। "নীলদের" পাশ দিয়ে তারা এগিয়ে গেছে। ঐ এলাকায় শত্রু ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। এক দিনের যুদ্ধে আমাদের লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৮০০ রুব্‌ল্...

সূত্রধরদের পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও ডান পাশে আমাদের ক্রমাগত সাফল্যের জন্য শত্রু বাধ্য হয়েছে ফ্রন্টের সর্বত্র তার সৈন্যদল নিয়ে ২৬শে

মার্চের লাইনে পিছু হটতে। তার মানে মোটামুটি পুরো কলোনি তার পরিকল্পনার গোটা এক দিন এগিয়ে।'

চতুর্থ দলের ভানিয়া গালচেঙ্কো ও অন্যান্য ধাতু-কর্মীরা সন্ধেয় নক্সাটির সামনে দাঁড়িয়ে কেন্দ্র এলাকার সাফল্যের তারিফ করতে ভালোবাসে। ঢালাই-কর্মী ও টার্নারদের আঘাতে স্পষ্টই দেখা যায় 'নীলদের' গতিক মন্দ। স্বীকার করতেই হবে মেয়েদের অবস্থাটায় অসহ্য রকম হিংসে হওয়ার কথা: ডান পাশে লাল ফিতেটা তরতর করে উঠছে ১৮ই এপ্রিলের লাইনে। আর আজ তো সবে ২৫শে মার্চ! থেমে একবারও নক্সার উপর তাকায় না মেয়েরা। পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় তারা এক ঝলক মাত্র দেখে নেয়, তাদের অসামান্য সাফল্যের শিখরের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করে বৈকি। কৃত্রিম উদাসীন দৃষ্টিতে বাচ্চারা তাকায় মেয়েদের দিকে। ধাতু-কর্মীরা হিংসেয় কী রকম জ্বলছে দেখার জন্য থামল শুধু লেনা ইভানভা আর লিউবা রৎস্তেইন। ভানিয়া বলল:

'খুকুমণিরা আছে ভালো। কাজের মধ্যে শুধু ইজের সেলাই করা!'

'খুকুমণি বলছিস কীরে, সাহস তো কম নয়?' ঝগড়া করার জন্য কোমর-বেঁধে দাঁড়াল লেনা।

'বলতে কিছুই যাচ্ছি না, মানে কাজ তো... ওই ইজের!'

'বড়ো বললি, কাজ তো ওই! আর পারিস তুই ইজের সেলাই করতে?'

ভানিয়া তার কমরেডদের দিকে তাকাল। ভাবো একবার, পুরুষদের সামনে ও-রকম অপমানকর প্রশ্ন।

'ছ্যাঃ! আমি বানাব ইজের!'

ভানিয়ার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। এই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা সত্যিই কঠিন। একদিকে, যাই বল না কেন, তারা তো খুকুমণিই, সেলাই করে ইজের। অন্য দিকে আবার এই তের বছরের লেনা আর লিউবাও কিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। চুলে আবার ফিতে-বাঁধা। সুন্দর হবার সখ আর কি। কালো মোজা, কালো জুতো, জ্বলজ্বলে ফাজিল চোখ, সবই ওদের কেমন অন্য রকম। সবেতেই কেমন একটা চাল। ভানিয়া গজগজ করে বলল:

'ইজের সেলাই সেটা তোদের কাজ।'

'বড়ো বললেন, আমাদের কাজ! তুই পারিস না তাই বলিস। আর

দেখ, আমাদের ভান্দা আর অক্সানা টার্নিঙ লেদ মেসিনেও কাজ করতে পারে!'

নক্সা থেকে ভানিয়া মুখ ফেরাল। ইচ্ছে হল উঠোনে ছুটে গিয়ে এর চেয়ে কম অস্বস্তিকর কোন ব্যাপারের খোঁজ করে। এ কথা সত্যি চার ঘণ্টায় ভান্দা আর অক্সানা একশ' কুড়িটা তেল-পাত্র বানায়। কিন্তু কী করে তারা পারে? তার কারণ শুধু ব্রুম তাদের দেন সবচেয়ে ভালো যন্ত্রে কাজ করতে, কারণ সর্বদাই সবচেয়ে আগে তাদের যন্ত্র সারানো হয়, কারণ কাটবার সবচেয়ে ভালো যন্ত্র তাদের আছে, কারণ অন্যান্য নানা অবিচার। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই, কারণ এ নিয়ে একবার কথা উঠতেই চোখ মিটমিট করে তাদের দাঁড়াতে হয়েছিল জাখারভের সামনে এবং তাঁর এই কথাগুলো শুনতে হয়েছিল:

'কিছুতেই কল্পনা করতে পারছি না কেন এই ইতরতা! মেয়েদের কাছে তোমাদের চাল মারবার কী আছে? তার কারণ কি আস্তিনে তোমরা নাক মোছো বলে? নাকি অন্য কোনো কিছু? কাজের মধ্যে পরনিন্দা আর পরচর্চা তাই না? একসঙ্গে জুটলেই চড়ুইয়ের মতো কেবল কিচির মিচির: মেয়েদের লেদগুলো ভালো, তাদের কাটবার যন্ত্রপাতি ভালো... আগে লোকে বলত — পরনিন্দা পরচর্চা মেয়েদের কাজ। এখন দেখছি পুরুষেই তা চালাচ্ছে।'

এরপর অতি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেলেরা জাখারভের সঙ্গে একমত হল। কিন্তু তাতে কি বদলাল কিছু? পেৎকা ক্রাভচুক তার খোপটা সারাবার কত অনুরোধ করল, সারাল? কিন্তু ভান্দা তার পেঁচকলটা নিয়ে কেঁদে ফেলতেই অমনি নতুন একটা পেঁচকল তাকে জোগাড় করে দিতে ভলগুনকের এক ঘণ্টাও লাগল না। তাই দমে গিয়ে দরজার দিকে চলল ভানিয়া। ওদিকে চের্নিয়াভিন আর পর্শেভের মধ্যে তুমুল তর্ক হচ্ছিল তখন।

'তেল-পাত্র! সেটা আর কী সিনর? একটুকরো বাজে তামা, বড়ো জোর তার পাশগুলো খানিকটা ঘসে দিস।'

মৃদু হেসে পর্শেভ প্রশ্ন করল:

'রিপোর্টটা পড়েছিস? সেই ধরনের তামার তিন হাজার তিন শ'টা! একে বলে পরিকল্পনা! আর তোরা তো আটকে আছিস এখনো সেই ১৫ই মার্চে! ১৫ই মার্চ, ভাবো একবার!'

'আটকে আছি? কিন্তু জানিস কিছু, ড্রয়িং-ডেস্ক কী জিনিস? ভেবেছিস তোর তেল-পাত্র? পাত্রটাকে যন্ত্রে চাপিয়ে দিলি — নিজে থেকেই হয়ে যাচ্ছে —

মিনিটেই তৈরী। এ আবার একটা কাজ হল! কিন্তু একটা টেবিল বানাতে লাগে পুরো এক সপ্তাহ, আর শুধু এক জনের নয়, আমাদের পাঁচ ছ' জনের। দাঁড়া না, প্রথম সেটটা বেরুক, তখন দেখবি।'

নক্সাটার কাছে ফিরে গেল ভানিয়া। এ-রকম বাজে কথা শোনা তার বরদাস্ত হল না: আপনা থেকে হয়ে যায়, তাই বৈকি!

'এক কোপেকেরও উৎপাদন হয়নি,' সুর করে সে পড়তে শুরু করল।

ইগর শুনতে পেল কথাটা। তার আন্তরিক বন্ধু ভানিয়া গালচেঙ্কোর মুখেও এই কথা!

'বল বাজি ধরবি, পর্শেভ? এক সপ্তাহের মধ্যে তোদের ছাড়িয়ে যাব।' ইগর প্রশ্ন করল।

'পারবি না,' শান্ত স্বরে উত্তর দিল পর্শেভ।

'ধর বাজি?'

'বাজি ফেলে কী হবে? তাড়াহুড়ো করবি। লাট মাল ছাড়বি!'

এটা শুনে অনেকক্ষণ ধরে গলা ছেড়ে হাসল ভানিয়া। পর্শেভ চমৎকার একটা ঝেড়েছে, মোক্ষম ঘা দিয়েছে। গত সপ্তাহে কণ্ট্রোল কমিশন পুরো এক সেট লেকচার-হল ডেস্ক বাতিল করে দিয়েছে। সাধারণ এক সভায় স্বয়ং শ্‌চেভেলকে নানা কড়া-কড়া কথা শুনতে হয়। চের্নিয়াভিন সেখানে মুখ বুজে বসেছিল। তাই এখন বিব্রতের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনিশ্চিত সুরে ইগর বলল:

'বটেই তো এটা তো আর তেল-পাত্র নয়!'

২
না-মঞ্জুর

শীতের গোড়ায় একদিন বনে ভানিয়ার সঙ্গে ইগর স্কি করছে। রিজিকভ তাদের নাগাল ধরল। ভানিয়া ছুটছিল আগে।

'দিনের রিপোর্টে আবার তোর ধন্যবাদ মিলেছে তো?' খানিকটা বিদ্রূপের সুরে ইগর বলল।

'তোদের ধন্যবাদের বড়ো পরোয়া করি আমি!' রিজিকভ উত্তর দিল।

ইগরের সঙ্গে কথা বলার কোনোই ইচ্ছে ছিল না রিজিকভের। ইগর চের্নিয়াভিন কী এমন লোক? তাই রিজিকভ এগিয়ে চলল। ভানিয়ার পাশ

দিয়ে যাবার সময় তার স্কির দক্ষ এক খোঁচায় ভানিয়াকে উল্টে ফেলল তুষারে গাদায়। ভানিয়া যখন উঠে দাঁড়াবার জন্য ছটফট করছে রিজিকভ তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। ভানিয়া শান্তভাবেই এটা গ্রহণ করল, শুধু বলল:

'ল্যাঙ মারলি যে। জায়গা তো এখানে কম নেই।'

ইগর কিন্তু দারুণ রেগে ছুটে গেল। কোনো কথা না বলে রিজিকভের টুঁটি টিপে তুষারের মধ্যে তাকে উল্টে ছুঁড়ে ফেলল। পড়তে পড়তে রিজিকভ ইগরকে বলতে শুনল:

'তোকে একবার সাবধান করে দিয়েছিলাম? পরের বার তোকে জ্যান্ত রাখব না!'

রিজিকভের এমনি বিহ্বল অবস্থা যে তুষারকণার স্তূপের ভিতর থেকে এমন কি বেরুতেও পারল না। কটমট করে তাকাল সে ইগরের দিকে।

'মাপ করবেন, স্যার। আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম কি?' বলে, ভদ্রভাবে ঝুঁকে অভিবাদন করে ইগর চলে গেল।

ভানিয়াও স্পীড নিল। তারপর মুহূর্তের জন্য থামল।

'ভাবিস না রিজিকভ, উল্টে ফেলার জন্যে রাগ মোটেই করেছি না। অন্য ব্যাপার আছে।'

'কী আবার ব্যাপার?' হুমকি দিয়ে প্রশ্ন করল রিজিকভ।

ইগর ফিরে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল, ভানিয়া ভয় পেল না:

'সেই ব্যাপারটা!'

'কী আবারে... সেই ব্যাপার?'

'পরে জানতে পারবি!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বনের ভেতর দিকে জোরে ছুটে গেল রিজিকভ। সেই ব্যাপার আবার কী... কিছুই না। কী স্পর্ধা! হালে ঢালাই কারখানার মুকুটবিহীন রাজা হয়ে উঠেছে রিজিকভ। অন্য কাজে ডাক পড়লে এমন কি ড্রামটার ভারও তার উপর বিশ্বাস করে দেয় বাঙ্কোভস্কি। নেস্তেরেঙ্কো এখন যান্ত্রিক কারখানায় যাওয়ায় ছাঁচ-যন্ত্রে তার জায়গা নিয়েছে রিজিকভ। প্রায়ই ভলেঙ্কো তারিফ করে তার পিঠ চাপড়ায়:

'বাহবা রিজিকভ, বাহবা! চমৎকার ফোরম্যান হবি তুই! মানুষ হয়ে উঠবি! শুধু যদি ইস্কুলে তুই আরো একটু...'

'লেখাপড়ার আর বয়স নেই ভলেঙ্কো।'

ভলেঙ্কো এবং প্রথম দলের সবাই কিন্তু রিজিকভকে বুঝিয়েছিল লেখাপড়ার বয়স কখনো যায় না। রিজিকভ শেষ পর্যন্ত প্রতি সন্ধেয় তার পড়া তৈরী করতে শুরু করল, কারণ প্রথম দলের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা সে হারাতে চায় না। এ দলে আছে নাম-করা সব কলোনিবাসী: স্পিরিদন রাদচেঙ্কো — যেমন লম্বা, তেমনি গায়ে জোর, মাথা-ঠাণ্ডা ছেলে, যান্ত্রিক কারখানার সহকারী-ফোরম্যান; সাদোভনিচি — রোগা, লম্বা, পড়াশুনা আছে, শিক্ষিত; মইসেই ব্রমবের্গ — দশম শ্রেণীর সবচেয়ে ভালো ছাত্র; ইভান কলেসনিকভ — কম্‌সমলের কাজে মার্ক গ্রিনগাউজের ডান-হাত, দেয়াল-পত্রিকার সম্পাদক এবং শিল্পী। সবাই এরা বিশিষ্ট কম্‌সমল সভ্য। প্রথম দলে কমবয়সী সভ্যরাও আছে, দামাল কৈশোরের কাল যারা সবে পেরিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই তারা শুরু করেছে তাদের সম্ভ্রান্ত কলোনিবাসীর জীবন। মুখ তাদের গম্ভীর, চমৎকার করে টেরি কাটা। তারা হল: কাসাৎকিন, খুমেঙ্কো, গ্রস্‌ম্যান, পঞ্চম ইভানভ, প্রথম পেত্রভ। এমন কি সামুয়েল নজিকও কাজের লোকের দলে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। সাহিত্য ও মডেল-তৈরী চক্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সে করে। কলোনিতে ঠাট্টার নাম ব্যবহার করার প্রথা নেই। তবু প্রায়ই নজিককে একটা ঠাট্টার নামে ডাকা হয়। দু-বছর আগে যেদিন থেকে সে কলোনিতে আসে, সেদিন থেকেই সবাইকে সে অবাক করে দেয় তার প্রতিবাদের অমায়িক হাসিখুসি ধরন দিয়ে। কাউকে এবং কিছুই সে ভয় করে না। একবার সে দলের মনিটর হতে অস্বীকার করে। জাখারভ তাকে লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানান তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। চিঠিটার কোণে বড় বড় বাঁকাবাঁকা টানে নজিক সিদ্ধান্ত লিখে পাঠায়: 'না-মঞ্জুর।' তাতে জাখারভ হাসিতে ফেটে পড়েন। তারপর নজিককে ডেকে পাঠিয়ে তখনো হাসতে হাসতে তার কাঁধ চেপে ধরেন।

'কমরেড নজিক, চমৎকার ছেলে তুমি!' চেঁচিয়ে বলেন তিনি।

বাস্তবিকই নজিক চমৎকার ছেলে। সব সময়েই তার মুখে হাসি, ব্যবহারে কোনো রকম আড়ষ্টতা নেই।

প্রাণখুলে হাসার পর জাখারভ বলেন:

'বেশ কথা। তুমি যে চমৎকার ছেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও কিন্তু এই প্রস্তাবটা লেখার জন্যে তোমাকে দুটো শাস্তির কাজ করতে হবে।'

নজিক তখন ধূর্তভাবে ভুরু কুঁচকে বলে:

'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর।'

এরপর ঘটে আরো নানা নতুন নতুন ধরনের রগড়। তাতে প্রথম দলের কম্যান্ডারদের মেজাজ বিগড়ে যায়, কিন্তু নজিকের জনপ্রিয়তা কমে না। সে যখন কলোনির মধ্যে স্থিতু হয়ে বসে আর নানা ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তখন তার রসিকতা সাধারণত চালিত হয় সাধারণের স্বার্থের দিকে। তা সত্ত্বেও 'না-মঞ্জুর' ঠাট্টার নামটা অনেক দিন ধরে চালু থাকে।

কলোনিতে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই রিজিকভ চেষ্টা করে নজিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে। কিন্তু বাধা পায় সে। বাধাটা অমায়িক ও সুচতুর। রিজিকভ বলে:

'কী রে তুই, পুরোপুরি কলোনির পক্ষে?'

'নিজের পক্ষ ছাড়া আমি কারুর পক্ষেই নই,' ঘাড় ঝাঁকিয়ে নজিক উত্তর দেয়।

'তাহলে তোর মৎলবটা কী?'

'আমার মানে?'

'মানে, অত উৎসাহ কেন তোর?'

'আমার ভালো লাগে...'

'জাখারভকেও তোর ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ, খুব।'

'কেন?'

'কেন? কারণ... একটা ঘটনার জন্যে।'

'কী ঘটনা?'

গল্পটা বলার সময় নজিকের বড় বড় ধূর্ত চোখগুলো প্রায় বুজে যায়:

'সেটা প্রায় একটা অলৌকিক ঘটনা। তখন থেকেই তাঁকে আমার ভালো লাগে। কলোনির সব জায়গায় আলো নিভে যায়, সমস্ত সহরেও। বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে কী যেন খারাপ হয়ে যায়। আমরা অনেক ছেলে মিলে আপিসে গিয়ে বসি ডিভান জুড়ে, আর মেঝেতেও। সবাই আলোচনা করতে থাকি গৃহ-যুদ্ধের কথা। জাখারভও নানা গল্প বলেন, ঐ... মালেঙ্কিও বলেন। তারপর আলেক্সেই স্তেপানভিচ বলে ওঠেন:

'ধুত্তোর, বিরক্ত ধরে গেল! কাজ পড়ে রয়েছে, আর কিনা আলো নেই! কী বিশ্রী কাণ্ড!'

তারপর অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে বলে উঠলেন:

'দে শয়তান, আমায় আলো এনে দে!'

তাতে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। উনি কিন্তু জোরে জোরে বলতে লাগলেন:

'এক্ষুণি আলো জ্বলে উঠবে, এক, দুই, তিন!'

আর 'তিন' বলতে না বলতেই আলো জ্বলে ওঠে! সব জায়গাতেই! আমরা তখন কী হাসিটাই না হাসি, তাঁর উদ্দেশ্যে হাততালি দিই। জাখারভও হেসে বলেন:

'কায়দাটা তোমাদের জানা দরকার। তোমরা সেটা জানো না!'

মুখে একটা দুষ্টুমির ভাব ফুটিয়ে গল্পটা বলে নজিক। তারপর বড় বড় করে চোখ মেলে যোগ করে দেয়:

'তবেই দ্যাখ।'

'দেখবার কী আছে?' অবজ্ঞার সুরে রিজিকভ উত্তর দেয়। 'তুই কি বলতে চাস আলো তাঁর হুকুম শোনে?'

প্রফুল্ল স্বরে টেনে টেনে নজিক বলে, 'আরে না, তা নয়। হুকুমের কথা নয়। স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু অন্য কেউই এমনটি করতে পারত না।'

'নিশ্চয়ই পারত।'

'না, পারত না। তারা ভয় পেত। ভাবত, আমি এক, দুই, তিন বলার পর যদি কিছু না ঘটে? ছেলেরা তাহলে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কিন্তু দেখলি তো জাখারভ ভয় পাননি। তাছাড়া, আর একটা কথা, কী করে তোকে বোঝাই, মানে ওঁর সবই এসে যায়, কপালজোরে ঠিক সেই মুহূর্তেই আলো জ্বলে ওঠে। আর যে লোকের সবকিছুই কেমন এসে যায় তাদের আমি পছন্দ করি।'

এই অদ্ভুত উপাখ্যান রিজিকভ শোনে, কিন্তু বুঝতে পারে না নজিক তামাসা করছে নাকি আন্তরিকভাবে বলছে। এই আলোচনায় সে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে।

'কপালজোরে এসে যায়? কী যে বাজে কথা!' সে বলে চলে। 'নয় এল, তাতে তোর কী?'

'আমার কী? ওঁর কপাল খুললে সেই সঙ্গে আমার কপালটাও খুলে যায়। মন্দ কী। এইটে আমার ভারি ভালো লাগে।'

এমন কি কথাগুলো বলে নজিক চুমকুড়িও কাটে।

ইতিমধ্যে কলোনির মধ্যে নজিক বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। প্রথম দলের অন্যান্য সভ্যদের মতোই রিজিকভের সঙ্গেও তার ভালো সম্পর্ক। একমাত্র লেভিতিনই রিজিকভকে এড়িয়ে চলে, তার দিকে তাকায় একটা বিরূদ্ধভাব নিয়ে। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। লেভিতিন আবার একটা মানুষ নাকি? ভানিয়া গালচেঙ্কোর মতোই তো বাজে লোক। কিন্তু চের্নিয়াভিন... পরে তাকে দেখা যাবে।

সেই শীতে কিছু দিন পরে চের্নিয়াভিনের সঙ্গে আর একবার রিজিকভের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। এটা ঘটে সহরে যাবার পথে। রিজিকভ সেখানে বেড়াতে যাচ্ছিল। বনের মধ্যেকার পথের শেষে ঠিক তখনই সে ইগর আর ভানিয়া গ্যালচেঙ্কোর নাগাল ধরল যখন লরিটার জন্য তাদের তিনজনকে পথ থেকে লাফিয়ে সরে যেতে হয়। লরিটা ফিরছিল সহর থেকে। কেবিনে ড্রাইভারের পাশে বসে ভান্দা। জানালার বাইরে মুখ বার করে ভান্দা হাসিমুখে তাদের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল।

'ভান্দা, কোথায় গিয়েছিলে?' ভানিয়া চীৎকার করে উঠল।

'কতকগুলো তক্তা আনতে আমরা গিয়েছিলাম,' ভান্দা উত্তর দিল।

ভান্দার কাঁধের উপর দিয়ে ছেলেরা দেখতে পেল ড্রাইভার ভরোবিয়ভের মুখ। রঙটা তার গাঢ়, নাকটা চোখা। কলোনির দিকে লরিটা চলে গেল। রিজিকভ সে দিকে তাকিয়ে বলল:

'এটা উচিত নয়! ওর সঙ্গে ভান্দা গাড়িতে ঘুরছে কিসের জন্যে?'

'কেন ঘুরবে না?' ভানিয়া প্রশ্ন করল।

'মেয়েটা ড্রাইভারের সঙ্গে নটঘট বাধাবে সেটা খুব ভালো হবে?'

'কক্ষণো না,' রেগে ভানিয়া উত্তর দিল, 'কক্ষণো সে নটঘট বাধাবে না।'

'বড়ো তুই জানিস!'

'তোর চেয়ে বেশী জানে,' এমন কঠিন সুরে ইগর বলল যে রিজিকভের মনে হল তার কাছ থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

'তোর মতো ছুঁচোর কলোনি থেকে দূর হওয়া উচিত, এই আমার উপদেশ,' ইগর বলে চলল।

সেবার রিজিকভ আর কিছু বলেনি। তাড়াতাড়ি সহরে চলে যায়। কিন্তু এখন শীতের শেষে ইগর রিজিকভকে হয়তো আর ছুঁচো বলত না। ড্রাইভারের প্রতি ভান্দার পক্ষপাতিত্বটা কলোনির সবাই লক্ষ্য করেছে।

ড্রাইভার পিওতর ভরোবিয়ভকে সবাই পছন্দ করে। বিশেষ কথাবার্তা সে বলে না, কিন্তু খুব পড়াশুনা করে। তার লরির কেবিনে সব সময়েই প্রচুর বইপত্র সিটে, কেবিনের ছাতে আর দরজার ফ্ল্যাপে গোঁজা। যখন ডিউটি না থাকে ড্রাইভিং-হুইলের সামনে বা অন্য কোথাও বসে ভরোবিয়ভ পড়ে। এত পড়ে যে পড়ুয়া হিসেবে ইগর চের্নিয়াভিনের চেয়ে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এই সরল, এই পরিশ্রমী পড়ুয়া, এই রোগা আর কালোচুলো পিওতর ভরোবিয়ভ নিঃসন্দেহে ভান্দার প্রেমে পড়েছে। প্রায় তাদের দেখা যায় 'শান্ত' ক্লাবে, পাশাপাশি বসে থাকত তারা। অবসর সময় ভান্দা কাটায় লরির কেবিনে। শেষ পর্যন্ত ভরোবিয়ভ এমন কি স্কেট করতে শুরু করল। একসঙ্গে তারা স্কেট করে, কিন্তু বরাবরের মতোই চুপচাপ। রিজিকভ তো বুক ফুলিয়ে বেড়াতেই পারে: বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো তাদের মধ্যে এই যে প্রেমের ব্যাপারটা এসে পড়েছে, তাই নিয়ে কলোনির সবাই বিচলিত।

'আমি তোকে বলছি, ভরোবিয়ভের প্রেমে পড়েছে ভান্দা!' একদিন ইগরকে বলল মিশা গম্ভীর।

'বাজে কথা!'

'সত্যি কথা! আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া চলে না! দেখেই বুঝতে পারি!'

আর সত্যি সত্যিই মনে হল সে ঠিক বলেছে, কারণ একদিন স্কেট করার সময় ইগর এই দুজনের কাছে এসে পড়েছিল, তারা তাকে লক্ষ্য করেনি। ইগরের কানে এল:

'ভান্দা, ওকে তুমি ভয় কর, না?'

'জিরিয়ানস্কিকে? কে না তাকে ভয় করে?'

জিরিয়ানস্কিকে ভয় করার কারণ ছিল ভান্দার। কয়েক দিন পরে জিরিয়ানস্কির সঙ্গে ইগর স্কেট করছিল। দূর থেকে ওদের দুজনকে দেখলে জিরিয়ানস্কি।

'না, এটা আর আমি বরদাস্ত করতে পারছি না,' বলে জিরিয়ানস্কি সবেগে ছুটল তাদের দুজনের দিকে। তার পিছন পিছন গেল ইগর। ভান্দা আচমকা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে তার সঙ্গীর কাছ থেকে তীরবেগে সরে গেল। একা ভরোবিয়ভ জিরিয়ানস্কির মুখোমুখী দাঁড়াল। ভরোবিয়ভ এমনিতেই খুব গুরুগম্ভীর, কিন্তু আলিওশার রুষ্ট চাউনির সামনে বিব্রত বোধ করল সে।

'পিওতর, বলছি তোমায়, এসব ছাড়ো!' আলিওশা বলল।

'কী হয়েছে?' চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে হতভম্ব হয়ে ড্রাইভার বলল।

'এসব ছাড়! মেয়েটির মাথা বিগড়ে দিচ্ছ কেন? তোমাদের দুজনকে আবার একসঙ্গে দেখলে তোমাকে আমি এক সাধারণ সভায় খাড়া করব।'

ভরোবিয়ভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিরিয়ানস্কির দিকে চকিতে তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল:

'আমি কলোনিবাসী নই...'

'তুমি কে তা তোমায় দেখিয়ে দেব। যতদিন আমাদের কলোনিতে কাজ করছ ততদিন আমাদের কাজের মধ্যে গণ্ডগোল পাকাবার তোমার কোনো অধিকার নেই। এই আমার সোজা কথা।'

'আমি খারাপ কিছু করছি না...'

'সেটা আমরা দেখব, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না! ভান্দার প্রেমে পড়েছ তো?'

'প্রেমে পড়েছি, বলছ কী?'

'যদি প্রেমে না পড়েই থাক তাহলে কেন ওর পেছনে ঘুরঘুর কর?'

বরফের উপর ডান পায়ের স্কেটটা ঘুরিয়ে শ্লেষের সুরে ভরোবিয়ভ প্রশ্ন করল:

'তা বেশ, ধরো যদি ওর প্রেমেই পড়ে থাকি তাহলে?'

রাগে ঘৃণায় থমকে গেল জিরিয়ানস্কি:

'বটে, ধরা যাক প্রেমেই পড়েছি! স্বীকার করছ? এমন করে তোমার প্রেম ঘুচিয়ে দেব যে আয়নায় নিজের মুখটাও চিনতে পারবে না!'

ভরোবিয়ভ ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে অবাক হয়ে হাত ওলটাল:

'তার মানে, প্রেমে পড়াও বারণ, প্রেমে না পড়াও বারণ। তাহলে চলবেটা কী?'

মুহূর্তের জন্য জিরিয়ানস্কি ঘাবড়ে গেল। কিন্তু যাই হোক তার ড্রাইভার হৃদয়ের অনুভূতিটা যে জাতের আর যত গভীরই হোক না কেন, ভরোবিয়ভকে সমঝে দেওয়া দরকার।

'কাছে ঘেঁসো না বলছি, ভান্দার কাছ থেকে দূরে থেকো! নাক ঢোকাতে এসো না।'

'কাছে ঘেঁসা চলবে না?' চিন্তিত সুরে প্রশ্ন করল ভরোবিয়ভ।

'না, চলবে না...'

‘আর কার কাছে ঘেঁসা চলবে?’

‘ইচ্ছে হলে... আমার কাছে।’

ভান্দার বদলে জিরিয়ানস্কির সঙ্গে মেশবার প্রস্তাবে ভরোবিয়ভ ঠিক কী যে ভাবল তা অনুমান করা সহজ নয়। যাই হোক আরো খানিক ভেবে সে বলল:

‘যাই বলো কমরেডরা... বড়োই বিদঘুটে ব্যাপার!’

তাহলেও কিন্তু কলোনিবাসীরা খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও তারপর থেকে ড্রাইভারের সঙ্গে ভান্দাকে আর দেখতে পেল না। না ‘শান্ত’ ক্লাবে, না লরিতে, না স্কেটিং-রিঙে। কিন্তু ভান্দা বরাবরকার মতোই হাসিখুসি মুখে ঘোরাফেরা করে। এর কারণটা তারা বুঝতে না পেরে দুশ্চিন্তায় পড়ল। সে গানও গায়, এমন কি কারখানাতেও! মনে হয় ভরোবিয়ভেরও ফুর্তিটা বেড়ে গেছে। আগের চেয়ে তার মুখে কথা ফোটে বেশি। মনে হল তার গালদুটোও যেন আগের চেয়ে গোলাপী হয়ে উঠেছে।

৩

একটা ইণ্টারেস্টিং অঙ্ক

এপ্রিলে অনেক রাজমিস্ত্রি এসে পৌঁছল। কারখানাটা তৈরী হতে লাগল দ্রুতবেগে। ছেলেরা ব্যাপারটা ঠিকমতো বোঝবার আগেই দোতলার সমান উঁচু হয়ে উঠল ভারাটা। বাড়িটা খুব বড় হবে, তার মধ্যে থাকবে নানা বিভাগ। নির্মাণ অঞ্চলের চারিদিকে নানা বেখাপ্পা এলোমেলো জিনিস নিয়ে গোটা একটা সহর গজিয়ে উঠল — নানা চালা, কুঁড়ে, পিপে, গুদামঘর, গর্ত আর নানা রকম ইঁট পাটকেল সেখানে। সন্ধেয় নির্মাণ জায়গার কাছে এসে বয়স্ক কলোনিবাসীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে। কিন্তু চতুর্থ দল অত শান্তশিষ্ট নয়। ভারা, দেয়াল, যাতায়াতের পথ তাদের চুম্বকের মতো টানে। প্রত্যেক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে বাচ্চারা কথা বলে, দেখে কেমন তার কাজ এগুচ্ছে। তারা দেখল রাজমিস্ত্রিদের কথা বলতে আপত্তি নেই এবং তাদের পেশার গুপ্ত তথ্য জানাতেও তারা রাজী। কিন্তু বাড়িটা যত উঁচু হয়ে উঠতে লাগল কথাবার্তার বিষয়বস্তু তত গেল কমে। মোটামুটি সব বিষয় নিয়েই আলোচনা শেষ হয়েছে। কিন্তু ক্রমশ বড়-হয়ে-ওঠা বাড়িটায় এখন দেখা দিতে শুরু করেছে অসংখ্য ইণ্টারেস্টিং কোণ। রাজমিস্ত্রিরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল:

'এই উ'চু জায়গায় এসে কী সব লাগিয়েছ? একবার পা ফস্কালেই অক্কা পাবে!'

'ফস্কাবে না।'

'পড়লে হাড়গোড়ও খ'জে পাবে না।'

'হাড়গোড় ঠিকই থাকবে...'

'তুমি মরবে, লোকে কাঁদবে।'

'কেউ কাঁদবে না।'

'বাপ-মা কাঁদবে...'

'বাপ-মা? তবেই হয়েছে!'

'তোমাদের কমরেডরা?'

'কমরেডরা কাঁদবে না, চাচা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাণ্ড বাজিয়ে দেবে। বাস।'

'আচ্ছা ছেলে বটে বাপ্... ভাগ, ভাগ জলদি। বেলচে পেটা হবে।'

'বেলচে তুলতে হবে না চাচা, এমনিই যাচ্ছি। কী ভেবেছ, এখানটা খুব ইণ্টারেস্টিং?'

নির্মাণ জায়গা থেকে এই তাড়িয়ে দেবার ব্যাপারটা তারা গায়েই মাখে না। অন্যান্য জায়গায় তাদের বহু কাজ। নক্সাটাও দেখতে তারা চায়। হয়তো ফ্রণ্টের টাটকা খবর দেওয়া হয়েছে।

'১৫ই এপ্রিলে ফ্রণ্টের অবস্থা

ডান পাশে মেয়েরা তাদের দৈনিক বরাদ্দ কাজ শতকরা ১৭০—১৮০ ভাগ পরিপূর্ণ করছে। লড়াই করে তারা এগিয়েছে ১৭ই মে-র লাইনে। শত্রুর উপর আক্রমণ তারা বাড়াচ্ছে। এলোমেলোভাবে শত্রু পিছু হটছে।

ফ্রণ্ট হেডকোয়ার্টারের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী নতুন কারখানার জন্য ডান পাশের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দরুন ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে এবং ঐ পাশে তোলা হবে বৈপ্লবিক রক্ত পতাকা।

কেন্দ্রে "নীলদের" উপর চাপ বজায় রাখা হয়েছে। আজ ২১শে এপ্রিলের লাইনে পেণছন গেছে। আমাদের সৈন্যদল আজ ছ'ঘর এগিয়েছে।

বাঁ পাশে কিন্তু সেই লজ্জাকর চুপচাপ অবস্থাটা রয়েছে। ১৫ই

মার্চের লাইনে ছুতোররা এখনো থেমে আছে। সময়ের নির্ঘণ্টের এক মাস পিছনে রয়েছে তারা।

তা সত্ত্বেও কেন্দ্র এবং বিশেষ করে ডান পাশের চাপের দরুন বাঁ পাশেও শত্রু বাধ্য হয়েছে ২০শে এপ্রিলের লাইনে পিছু হটতে। পুরো কলোনি পরিকল্পনা চার দিন এগিয়ে রয়েছে।

মেয়ের দল এগিয়ে চলছে! খুব ভালো কাজ করেছ! পঞ্চম আর একাদশ দলকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে!'

নক্সার সামনে ভিড় জমে গেছে। ফলে দেয়ালের কাছে পেঁছিনো কঠিন। দেখতে হলে লাফাতে হয় বা লোকদের কনুইয়ের তলা দিয়ে গলে যেতে হয়।

'ছ্যাঃ! ছুতোরের দল!' চেঁচিয়ে উঠল ভানিয়া।

'মর্মান্তিক ব্যাপার!' বেগুনক সায় দিল।

অন্যান্য ছুতোরের মতো সেখানে না থাকলেই ইগর চেনিয়াভিন ভালো করত। তার আসার একমাত্র কারণ যুদ্ধ রিপোর্টের সম্পাদক হিসেবে সে হেডকোয়ার্টারসের লোক। নিজের রচনা পড়তে তার ভালো লাগে। তবুও আত্মপক্ষ তাকে সমর্থন করতে হল সেই পুরনো যুক্তিগুলো দিয়েই, বহুকাল আগে যেগুলোর ধার নষ্ট হয়ে গেছে:

'সিনর, তোমরা মোটেই বোঝ না! সবাই তোমরা টার্নার। তোমরা একটা ড্রয়িং ডেস্ক বানাও না দেখি!'

ভানিয়া তার কানে আঙুল দিয়ে বলল, 'ছোঃ ছো! ওইতো লেখা রয়েছে: "সময়ের নির্ঘণ্টের এক মাস পিছনে"।'

'ভারি সমালোচক খা হোক! একদিনে কি আর টেবিল তৈরী হয়? কেন খামোকা জ্বালাতে এসেছিস?' চটে উঠে কথাগুলো বলল গরোখভ। সে খানিকটা পিছন ছিল।

'মর্মান্তিক!' বেগুনক আবার বলল। 'ওই বাঁ পাশের বাহিনীর দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করে না। কী বাঁ পাশের ছিরি! তবে সাবাস ওই মেয়েরা, তাই না ভান্দা?'

'আমি মেয়ের দলে নই। আমি ধাতু-কর্মী।'

এমন কি নতুন ছেলে পদ্‌ভেস্কোও তাকাল নক্সার দিকে। ষষ্ঠ দলে হালে সে ভর্তি হয়েছে। হয়ত বা ডান পাশকে সে-ও হিংসে করছিল, যেখানে

অমন সুন্দরভাবে ছোট্ট লালে পতাকাটি খাড়া রয়েছে। হয়ত বা করছিল না। কারণ নবাগতের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ষষ্ঠ দলের কম্যাণ্ডার শুরা জেল্তুখিন। পরিষদে সে অভিযোগ জানিয়েছে:

'কী ছোঁড়াকেই না আমার ঘাড়ে চাপিয়েছ! বুঝতে পারছি এই পদ্ভেস্কোকে নিয়ে আমায় ভুগতে হবে!'

এপ্রিলে কী বড়ো বড়োই না দিনগুলো, কী সুন্দর গোধূলির সময়টা। গতকালও মনে হচ্ছিল যেন শীতকাল। পোষাক-ঘরে কোট ঝুলছিল, জানালা ছিল সেঁটে বন্ধ করা। কিন্তু আজ বুড়ো জার্মান মালী ফুলের কেয়ারিতে কাজ করতে করতে তার কোটটা পর্যন্ত খুলে ফেলেছে। পার্কের পথগুলো পরিষ্কার করছে এক মিশ্র দল। তাতে রয়েছে প্রত্যেক দলের এক-একজন সভ্য। জানালার তাকে দল বেঁধে বসেছে ছেলে মেয়েরা। সেখান থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে তারা দেখছে বরফ-গলা জল থেকে শুকিয়ে-ওঠা জমি।

এপ্রিলেও কিন্তু নানা দুর্ঘটনা ঘটল। মনে হয়েছিল সবকিছুই বেশ চমৎকার চলছে, রহস্যজনকভাবে সেই ওভারকোটগুলোর উধাও হবার কথা সবাই ভুলে যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎ একদিন ষষ্ঠ দলের কম্যাণ্ডারের ম্যানিব্যাগ সমেত দশ রুব্ল্ চুরি গেল রাতে তার প্যাণ্টলুনের পকেট থেকে আর কয়েক শ' রুব্ল্ দামের পশমের একটা বড় পর্দা উধাও হল থিয়েটার থেকে। গম্ভীর কঠিন মুখে জাখারভ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গুজব শোনা গেল কাকে যেন তিনি বলেছেন:

'সত্যি বলছি, চোর ধরার কুকুর আনব!'

বাস্তবিকই তিনি যে আনাবেন সে-বিষয়ে বাচ্চারা নিঃসন্দেহ ছিল। কলোনিতে যে-কুকুরই ছুটে বেড়ায় তাদের প্রত্যেকটাকে তারা খুঁটিয়ে দেখে। জাখারভ কিন্তু কুকুর আনালেন না। প্রশ্নটা তিনি তুললেন এক সাধারণ সভায়। একটা অসহ্য স্তব্ধতার মধ্যে কলোনির সবাই জমা হল। কেউই কথা পর্যন্ত বলতে চাইল না। মার্ক গ্রিনগাউজ বক্তৃতা দিল।

'একটা লজ্জা ও অপমানের ব্যাপার ঘটেছে কমরেড!' সে বলতে শুরু করল। 'সহরের কাউকে কথাটা জানানোই লজ্জার ব্যাপার যে, "পয়লা মে" কলোনি থেকে অনায়াসে স্টেজের একটা পর্দা চুরি যেতে পারে। ব্যাপারটার একটা হদিস আমাদের করতেই হবে। আমাদের প্রত্যেককেই থাকতে হবে সতর্ক হয়ে। আর আমরা কিনা এখানে বসে আছি এক দল ভেড়ার মতো!

মনে হচ্ছে শীগগিরই একেবারে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে টাকার সিন্দুকটাও চুরি যাবে!'

'সিন্দুকটা কখনো চুরি যাবে না,' চেঁচিয়ে উঠল জিরিয়ানস্কি। 'সেটা বারান্দায়, আর দিন-রাতে সেখানে থাকে একজন করে সান্ত্রী। এটা প্রশ্ন নয়। বলতে চাও কী, সব কাজ বন্ধ করে প্রত্যেক ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর পাশে আমরা একজন করে সান্ত্রী মোতায়েন করব? আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে যে, এখানে এক সাপের মতো অপরাধী কাজ করে চলেছে। সহরে সে চুপিচুপি ঘুরে বেড়াতে চায় না। কারণ সবই সেখানে তালাচাবি বন্ধ। সর্বত্রই পাহারা, মিলিসিয়া। তাই চুপিচুপি সে ঢুকেছে এখানে, কমরেড হয়ে সেঁধিয়েছে, আঁতঘাত সবই জানে, আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে খায়, একসঙ্গে কাজ করে, একত্রে ঘুমোয়। তেমন লোকের হাত থেকে বাঁচা যায় কখনো? নজর রাখা যায়? কার ওপর নজর রাখবে? তোমরা কি চাও কলোনির সবাইকে আমরা সন্দেহ করি, সবকিছুর ওপর কুলুপ দিই আর সান্ত্রী বসাই? নজর রাখা টাখা আমার পোষাবে না। তবে বলে দিচ্ছি: একদিন সেই সাপটাকে আমি এই হাত দিয়ে, এই হাত দিয়েই একেবারে...'

জিরিয়ানস্কি শেষ করতে পারল না, তার সেই হাত দিয়ে কী যে করবে সেটা প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পেল না।

তারপর রিজিকভ বক্তৃতা দেবার অনুমতি চাইল। গত সপ্তাহে তাকে কলোনিবাসীর খেতাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধুই কলোনিবাসী হিসাবে রিজিকভ বলতে ওঠেনি। সে কিছু জানত।

'আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, কমরেড,' সে বলতে শুরু করল। 'গতকাল আমার ছুটি ছিল। আমি যখন সহর থেকে ফিরছিলাম তখন ঐ নতুন ছেলেটিকে দেখি বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এদিক ওদিক চাইছে। তাই তাকে থামিয়ে বলি তার পকেট ওল্টাতে। সে পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাকে ধরে... ইয়ে... তার পকেট থেকে সবকিছু বার করে ফেলি। এই জিনিসগুলো পাই, দেখ।'

নিজের পকেট থেকে রিজিকভ নানা জিনিস বার করল: আধখানা চকোলেট, একটা অটোমেটিক পেন্সিল, ক্রাইমিয়ার নানা দৃশ্যের একটা এ্যালবাম, সিনেমার ছেঁড়া একটা টিকিট আর দুটো মধু দেওয়া কেক্। সঙ্গে সঙ্গে পদ্‌ভেস্কোকে মাঝখানে ঠেলে দেওয়া হল। মনে হল তার কানদুটো আরো টকটকে আর বড়ো হয়ে উঠেছে।

'কী ব্যাপার? তাতে হল কী? বলতে চাও আমি নিয়েছি? আমি নিয়েছি, এ'্যা?'

'তুই এসব কিনেছিলি?' তর্স্কি প্রশ্ন করল।

'কিনেছিলামই তো।'

'কোথা থেকে পয়সা পেলি?'

'ডাকে আমার বোন পাঠিয়েছিল... সে তো সবাই দেখেছে।'

ঘরের চারিদিক থেকে তার কথায় সবাই সায় দিয়ে উঠল। হ'্যা, দিন কয়েক আগে পদ্‌ভেস্কো ডাকে তিন রুব্‌ল্‌ পেয়েছিল। ঘরের মাঝখানে পদ্‌ভেস্কো দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখে ফুটে উঠল সততার ভাব। হাত নাড়িয়ে তর্স্কি তাকে তার জায়গায় ফিরে যাবার ইঙ্গিত করতে যাচ্ছিল এমন সময় জাখারভ বাধা দিলেন:

'পদ্‌ভেস্কো, সহরে তুমি সরবৎ খেয়েছিলে? সিরাপ দেওয়া?'

'হ্যাঁ...'

'দু গেলাস?'

'হ্যাঁ, দু গেলাস।'

'দু গেলাস তাহলে। আর কেক্‌, মানে এই এগুলো... কটা খেয়েছিলে? চারটে?'

জাখারভের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পদ্‌ভেস্কো বিড়বিড় করে কী একটা বলল।

'জোরে বল! ও-রকম কটা কেক্‌ খেয়েছিলে?'

'মোটেই চারটে নয়।'

'কটা তাহলে?'

'তিনটে।'

'ও-রকম কেকের দাম কত?'

'কুড়ি কোপেক।'

'ট্রামে করে সহরে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'টিকিট কেটেছিলে?'

'বাঃ, কাটব না কেন?'

'ফিরেওছিলে ট্রামে?'

'হ্যাঁ।'

'এ্যালবামটার দাম কত?'

মুহূর্তের জন্যে ভেবে পদ্‌ভেস্কো বলল, 'মনে পড়ছে না। হয় প'য়তাল্লিশ নয় পঞ্চান্ন কোপেক।'

'প'য়তাল্লিশ,' সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চি থেকে সমবেত স্বর শোনা গেল।

'আর চকোলেট?'

'ভুলে গেছি। মনে হয়...'

'আশী কোপেক!' ফের কয়েকটি ছেলে বলে উঠল। ' "ত্রয়কা" চকোলেটের দাম আশী কোপেক!'

জাখারভ এবার প্রশ্ন করলেন বেঞ্চির দিকে তাকিয়ে:

'পেন্সিল?'

'ও-ধরনের পেন্সিল চল্লিশ কোপেক।'

'বুঝলাম। আর সিনেমার টিকিটের দাম লেখা আছে প'য়ত্রিশ কোপেক। তাই না, পদ্‌ভেস্কো?'

'হ্যাঁ,' অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল পদ্‌ভেস্কো।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে তুমি তিন রুব্‌ল্‌ প'য়ত্রিশ কোপেক খরচ করেছ। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কাছে তো তিন রুব্‌ল্‌ ছিল, তাই না? বাড়তি প'য়ত্রিশ কোপেক কোথা থেকে পেলে?'

'প'য়ত্রিশ কোপেক কোত্থেকেও নিইনি। আমার বোন যে তিন রুব্‌ল্‌ পাঠিয়েছিল সেটাই খরচ করেছি।'

'কিন্তু ঐ প'য়ত্রিশ কোপেক?'

'প'য়ত্রিশ কোপেক আমি খরচ করিনি।'

'লজেন্সের ওপর কত খরচ করেছিলে?'

'লজেন্স? কোন লজেন্স?'

'এগুলো? কাগজে মোড়া। চার শ' গ্রাম কিনেছিলে তো?'

আবার পদ্‌ভেস্কো মুখ ফিরিয়ে কী একটা ফিসফিস করে বলল। রুদ্‌নেভ মাঝখানে ছুটে গিয়ে তার কানটা পদ্‌ভেস্কোর ঠোঁটের কাছে রাখল।

'ও বলছে দু'শ' গ্রাম।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমার কাছে প্রচুর রুবল্ ছিল,' মৃদু হেসে জাখারভ বললেন।

পদ্ভেস্কো সজোরে নাক টেনে, আস্তিন দিয়ে ঠোঁট মুছে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে রইল। তার পাশে দাঁড়িয়ে রুদ্নেভ মিষ্টি করে তাকে বোঝাতে শুরু করল:

'বলে ফেল বুঝেছিস, কোথা থেকে অত রুবল্ হাতিয়েছিলি?'

'কোথা থেকেও হাতাইনি। আমার কাছে তিন রুবল্ ছিল।'

'কিন্তু জিনিস কিনেছিস যে অনেক বেশি, বুঝতে পারছিস?'

পদ্ভেস্কো সেটা বুঝতে চাইল না। তার কাছে তিন রুবল্ ছিল। প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে খামে করে ঐ রুবল্ পেতে। তার স্বপক্ষের এই দৃঢ় যুক্তিটা কিছুতেই সে ছাড়তে চাইল না।

'নাকি অত জিনিস তুই কিনিসনি?'

চট করে মাথা নাড়লে পদ্ভেস্কো। কম খরচ করেছে এ-বিষয়ে একমত হতে সানন্দে সে রাজী — সত্যি বলতে ঠিক তিন রুবল্।

'নাকি পুরো একটা চকোলেট তুই কিনিসনি? অর্ধেকটা, কী বলিস? অর্ধেকটাই তো তোর পকেটে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে অর্ধেকটা কিনেছিলি?'

আবার পদ্ভেস্কো মাথা নুইয়ে মেনে নিল।

সাধারণ সভার সবাই উঠল হো হো করে হেসে। ছেলেটাকে নিয়ে আর কোনো সমস্যা রইল না।

'তাহলে রাতে গিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগটা তুই নিয়েছিলি, তাই না?' সেই রকমই নম্রভাবে রুদ্নেভ প্রশ্ন করল।

সঙ্গে সঙ্গে পদ্ভেস্কো মাথা নুইয়ে মেনে নিল, কারণ, সত্যি বলতে কি, কথাটা পল্টাপল্টি তোলায় তার স্বস্তিই লাগল।

তর্স্কি মাথা চুলকে মৃদু হেসে জাখারভের দিকে তাকাল। বলল: 'পদ্ভেস্কো, নিজের জায়গায় ফিরে যা! পরে আবার চুরি করবি তো।'

হঠাৎ পদ্ভেস্কোর চোখ তীক্ষ্ন হয়ে উঠল। তর্স্কির কথার মধ্যে একটা অপ্রীতিকর ইঙ্গিত রয়েছে।

'আবার তো চুরি করবি, তাই না?' তর্স্কি বলে চলল।

পদ্ভেস্কো লাফিয়ে উঠল:

'মাইরি বলছি, কক্ষণো আর চুরি করব না। এই শেষবার।'

'কেন শেষবার?'

'আর ইচ্ছে নেই।'

'বটে, তা বেশ। কমরেড, শাস্তি দেব কি?'

মাঝখানে দাঁড়িয়ে পদ্‌ভেস্কো ইতস্তত করতে লাগল। কলোনিবাসীরা তার দিকে তাকাল। তাদের মুখে ফুর্তির ভাব ছাড়া আর কিছু নেই। তারপর ভলেঙ্কো উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

'বাদ দাও এই... ক্ষেপাটার কথা। ওর পকেট সার্চ করে রিজিকভ ঠিকই করেছিল। তা না হলে অন্য কাউকে আমরা সন্দেহ করতাম। পদ্‌ভেস্কো নিশ্চয়ই আরো বার কতক চুরি করবে। অতএব ওর ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে...'

পদ্‌ভেস্কো তার ছোট্ট মুঠোটা বুকের ওপর রেখে ভলেঙ্কোর দিকে গলা বাড়াল:

'কমরেড ভলেঙ্কো, মাইরি বলছি, আর কখনো চুরি করব না!'

'সেটা দেখা যাবে। ভিতিয়া কী হবে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে। দশ রুব্‌ল্ আর কী, এ তো আর পর্দাটা নয়। পদ্‌ভেস্কো আর কী? দশ রুব্‌ল্ পড়েছিল, তালাচাবি নেই, চুরি করে বসেছে। ওর ধারণা কুলুপ-চাবি যদি আঁটা না থাকে তাহলে সেটা নিয়ে নিজের জন্যে লজেন্স চকোলেট কিনতে পারে। কিন্তু পর্দাটা অন্য ব্যাপার। আর একটা পর্দা কেনার দাম তুলতে আমাদের কত দিন লাগবে? মে দিবসের উৎসব আসছে, এদিকে স্টেজ ঢাকার কিছু আমাদের নেই। ওটা পদ্‌ভেস্কোর কাজ নয়। ওটা সত্যিকারের এক শত্রুর কাজ, সেটা আমাদের মানতে হবে। আর সে একলাও নয়। ও-রকম পর্দা কেউ সহরে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না, বিক্রি করার চেষ্টা তো দূরের কথা। ও-কাজটা এমন কেউ করেছে যে গভীর জলের মাছ, সত্যিকারের বদমাইস। তাকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

অনেকক্ষণ ধরে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলল। কেউ কোনো সন্দেহের কথা বলল না। কিন্তু সবাই রেগে একমত হল, শত্রুকে খুঁজে বার করে ধ্বংস করতে হবে। সবাইকার মনে হল সম্ভবত সেই মুহূর্তে এই শত্রু তাদের মধ্যেই কান খাড়া করে বসে আছে, তার সামনেই স্থির করতে হবে তার বিরুদ্ধে কী উপায় অবলম্বন করা যায়। সে কারণে সবাই ব্রাৎসানের এই মন্তব্যটা সাগ্রহে মেনে নিল যে, কোনো কলোনিবাসী ওই অপরাধটা

করতে পারে না। কলোনিতে দু'শ রাজমিস্ত্রি রয়েছে, তাদের কেউই এমন ভালো করে চেনে না যে বলতে পারে কী জাতের লোক তারা। সিনেমায় তারা যেত, পর্দাটা তারা দেখেছে, আর সম্ভবত তাদের মধ্যে বদলোক কেউ কেউ ছিল। হয়তো তারা জানালা ভেঙে ঢুকে সেদিক দিয়েই চুরি করে নিয়ে গেছে। তাদের পক্ষে সেটা বিক্রি করা সহজ। হয়তো তারা সেটা সোজাসুজি কেটে কুটে স্যুট বানাবে।

সেই সভায় দেম নামে এক নির্মাণ টেকনিসিয়ান বসেছিল। লোকটাকে দেখতে একটা বড় বেড়ালের মতো। তার গোঁফ খোঁচা খোঁচা, সব সময়েই কাঁপছে। বক্তৃতা দেবার অনুমতি চেয়ে সে বলল:

'কমরেড কলোনিবাসীরা, এটা খুবই সম্ভব। খুবই হতে পারে। নানা জায়গা থেকে দলের লোকরা এসেছে। এখনো তাদের সবাইকে আমি ভালো করে জানি না। রাজমিস্ত্রিরা অবশ্য নেবে না, সে কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু ওই সাধারণ মুটে মজুরগুলো, কে তাদের চেনে? তাদের সম্বন্ধে আমি হলফ করে কিছু বলতে পারি না।'

সত্যিই মনে হল ব্যাপারটা হয়তো তাই। এমন কি জাখারভও চিন্তিতভাবে দেমের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে খানিকটা আশার আলো...

৪

মে দিবস

কলোনির জীবন আগেকার কঠোর নিয়মেই এগিয়ে চলেছে। ভোর ছ'টায় বেগুনক ঘুম ভাঙাবার ডাক দেয় বিউগ্‌লে:

রজনী প্রভাত, ওঠো ভাই জেগে,
শুরু হয়ে গেছে দিন।
আলসেমি রেখে্ কাজে পড়ে লেগে
গুরু গুরু ইঞ্জিন!
নাও হাতিয়ার নাওকো কুঠার!
কর্মীদল
কাজে চলো চঞ্চল!

কলোনির সভ্যরা যখন ঘরে বারান্দায় ছুটোছুটি করে, পরিদর্শনের সময় চুপ হয়ে যায়, হঠাৎ হুড়মুড় করে ঢোকে খাবার ঘরে আর তারপর

ছুট লাগায় কারখানা আর ক্লাস-ঘরে— তখন বসন্তের সূর্যে ঝলমল করে ওঠে কলোনির এই ঘুম ভাঙার সময়। কাজের দিন শুরু হয়ে যায়, টুংটাং শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। দুপুরের খাবার সময় আবার শোনা যায় হাসি, আবার ঝলমলিয়ে গুণ গুণ করে ওঠে জীবনের ছন্দ। সেই ভাবেই চলে সন্ধে পর্যন্ত যখন ক্লাস-ঘরে নানা চক্র জমায়েত হয় আর অনেকেই বিশ্রাম নেয় পার্কে। বাচ্চারা ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ব্যান্ডের মহড়া দেবার শব্দ শোনা যায়। এই সব কারবারী আর মিলমিশ গুরুগম্ভীর আর হাসিখুসি মুহূর্তগুলো সব যেন একটা সরু সুতোয় গাঁথা হয়ে ধরা থাকে কঠোর সুশৃঙ্খল ডিউটির কম্যান্ডারের হাতে। সে সবকিছু জানে, সবকিছু দেখে, সবকিছুর গতি নির্দেশ করে, পরিসর জোগায়। হয়তো ডিউটির কম্যান্ডারের হৃদয়ের গভীরে সর্বদাই সেই অতি গোপনীয় শঙ্কার ভাবটা থাকে, যেটা লুণ্ঠিত থিয়েটারের কথা মনে পড়লেই প্রত্যেক কলোনিবাসীর মনেই বেঁধে। হয়তো এ-কারণেই কেউ চুরি-যাওয়া পর্দাটার কথা বলে না, এমন কি প্রতি সকালে থিয়েটার-ঘর পরিস্কার করাটা দেখবার সময় ডিউটির কম্যান্ডারও বলে না।

মে দিবসের উৎসব শেষ হল আনন্দিত, আন্তরিক ও প্রশান্ত এক জয়ন্তীর মতো। সহরে মঞ্চের সামনে দিয়ে সশস্ত্র সৈন্যদলের পেছু পেছু মার্চ করে গেল কলোনিবাসীরা। সাধারণ স্যালুট জানাল কলোনির চমৎকার দেখতে প্লেটুনগুলি। তখন তাদের নিজেদের ব্যান্ডদল বাজাল শুবার্টের 'সমর মার্চ'। কলোনিবাসীদের সোল্লাসে স্বাগত জানাল মঞ্চের নেতৃবৃন্দ। পালা করে প্রত্যেক প্লেটুনকে তারা আলাদা আলাদা করে জানাল অভিনন্দন। ক্রেইৎসারের মুখের ভাব দেখে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল কলোনি নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত নেই।

ইতিমধ্যে ভানিয়া ব্যান্ডদলে যোগ দিয়েছে। তার শুধু দ্বিতীয় কর্নেটে বাজাবার কথা সহজ একটা তিন সুরের অংশ। এতে অবশ্য তার উচ্চাশা মোটেই তৃপ্ত হয়নি। যারা প্রথম কর্নেট আর ক্ল্যারিনেটে আছে তারা বাজায় আরো চিত্তাকর্ষক জটিল সব সুর। তাদের উপর তার ভারি হিংসে। কিন্তু সব সঙ্গীতজ্ঞেরই এই নিয়তি: দ্বিতীয় কর্নেট বাজিয়ে তারা শুরু করে, তারপর বাজায় প্রথম কর্নেট।

দোসরা মে কলোনিতে এল এক দল সামরিক লোক— সবাই তারা কম্যান্ডার। তাদের মধ্যে ছিলেন এমন কি উচ্চপদস্থ এক অফিসার। তারা

ঘুরে ঘুরে দেখল, কলোনির সভ্যদের সঙ্গে রাতের খাবার খেল তারপর সন্ধের থিয়েটার দেখল। থিয়েটারের আগে একটা সাধারণ সভা হল। ব্যালকনি থেকে ব্যান্ডদল তিনবার মার্চের সুর বাজাবার পর জাখারভের আদেশে পতাকা-দল পতাকা নিয়ে এল। আনুষ্ঠানিক সাধারণ সভার সময় স্ট্যান্ডের পাশে রইল পতাকা আর পতাকার কাছে দুই সশস্ত্র প্রহরী। ভানিয়া আর বেগুনেক ছিল এই 'গার্ড অফ অনারে'। সেখানে দাঁড়াতে ভানিয়ার ভালোও লাগে, ভয়ও করে। হঠাৎ সে যদি কিছু ভুলচুক করে বসে তা হলে?

আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্বন্ধে সিনিয়র অফিসার একটি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার শেষাংশটি এই:

'তোমাদের কলোনিকে আমরা এইজন্যেও অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, এই তরুণ কলোনি ইলেকট্রিক যন্ত্র বানাবার কারখানা শুরু করার গৌরবময় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তোমাদের তৈরী জিনিস নিতে লাল ফৌজ গর্ব বোধ করবে। তোমরা এমন যন্ত্র বানাবে যেগুলি বর্তমানে বিদেশ থেকে আমাদের আমদানি করতে হয়, তাও আবার যথেষ্ট পরিমাণে নয় এবং তার দাম দিতে হয় সোনায়। আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে এই সব যন্ত্রপাতির ভারি দরকার। সেগুলি যে তোমাদের কচি হাত বানাবে আর সেগুলি আমাদের যে আর আমদানি করতে হবে না, এটা ভারি আনন্দের কথা! পরে তোমাদের হাত রাইফেল ধরবে, তোমরাও লাল ফৌজে যোগ দিয়ে আমাদের মহান দেশকে রক্ষা করার জন্যে দাঁড়াবে। তোমাদের সোজাসুজি বলছি এবং মনে হয় আজ সন্ধেয় আমার যে-সব কমরেডরা এখানে উপস্থিত সবাই আমার সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হবেন যে, তোমরা যে-ভাবে আছো সেটা আমাদের বেশ ভালো লেগেছে, ভালো লেগেছে তোমাদের সুন্দর আর হাসিখুশি ডিসিপ্লিন, আমাদের 'লাল পতাকার' প্রতি তোমাদের চমৎকার শ্রদ্ধা। তোমাদের সব কাজই সময়োচিত, সবই কর পুরো সচেতনতা নিয়ে। একেই বলে সঠিকভাবে কাজ করা আর এর জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ।'

কথাগুলো শুনতে ভানিয়ার ভালো লাগল। সে কল্পনা করতে শুরু করল রাইফেল হাতে যখন সে লাল ফৌজে যোগ দেবে তখন কী রকম লাগবে। কেউ যেন না ভাবে ভানিয়া জানে না কী করে নিজের দেশকে রক্ষা করতে হয়!

অফিসারের বক্তৃতার প্রতিটি কথা শোনার জন্য সে এমন একাগ্র হয়ে উঠেছিল যে, সময়মতো সাজ-ঘরে যাবার কথাটাও তার মনে ছিল না।

ফিসফিস করে ডিউটির কম্যাণ্ডারকে জানাতে হল যে, মালেণ্কি তার খোঁজ করছেন।

দৌড়ে সাজ-ঘরে গিয়ে ভানিয়া চটপট পোষাক বদলাল। মালেণ্কি তাড়াতাড়ি তাকে সাজিয়ে দিলেন, তার দু কাঁধে জুড়ে দিলেন এক জোড়া ডানা আর হাতে দিলেন একটি অলিভ শাখা। নাটকটি লিখেছিলেন জাখারভ। তার নাম 'রেড আর্মি'। এতে ভানিয়াকে দেওয়া হয়েছিল 'শান্তি'র ভূমিকা। ভূমিকাটি কঠিন, কিন্তু ফিল্কা শারিকে যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল তার মতো কঠিন নয়। সবাইকে শারি বুঝিয়েছিল তার মতো ভালো জাপানী জেনারেলের ভূমিকা কেউই অভিনয় করতে পারবে না।

স্টেজে নানা জাতের বুর্জোয়া জেনারেলের ভিড়। তারা আপাদমস্তক সশস্ত্র। সবাই তারা ঝগড়া করছে কয়লা নিয়ে, অর্থ ইত্যাদি নিয়ে। আর বেচারা 'শান্তি' এদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে চাইছে:

'একটা কোপেক দাও গো আমায়।'

জেনারেলরা 'শান্তি'কে বিদ্রূপ করল, অনাহারে রাখল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার সময় তারই পিছনে লুকিয়ে তারা চেঁচাতে লাগল:

'আমরা শান্তি চাই!'

শেষে 'শান্তি'র এমন দুরবস্থা হল যে, স্থির করল যেমন করেই হোক তাকে নিজেরটা নিজেই রোজগার করতে হবে। সে জোগাড় করল একটা জুতো পালিশ-কারিয়ের বাক্স আর এক সেই বুরুশ। ভানিয়া যখন 'আপনি কালো কালি চান?' এই প্রশ্ন করেই নানা জেনারেলদের জ্যাক-বুট পালিশ করতে লাগল তখন শ্রোতারা ভারি আমোদ পেল। নাটকে এই লাইনটা বসাবার কথা ভানিয়ার মাথা থেকেই এসেছিল। এটা জাখারভের ভারি পছন্দ হয়। জেনারেলদের বুট পালিশ করেও কিন্তু 'শান্তি'র কাছে জীবনযাত্রা সহজ হয়ে উঠল না। ইতিমধ্যে কিন্তু সীমান্তের ওপাশে লাল ফৌজের সংখ্যা ক্রমশ উঠতে লাগল বেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশিস্টদের আতঙ্কও বেড়ে উঠল। তারপর এক সময় 'শান্তি' সীমান্ত পেরুল একমুখ হাসি নিয়ে। 'শান্তি'র এখন এক চমৎকার জীবন শুরু হল। তাকে দেওয়া হল নতুন একটা সার্ট, শেখান হল কী করে মেশিনগান চালাতে হয়। তখনই শুধু স্টেজ শান্ত হয়ে উঠল। ফ্যাশিস্টরা চুপ করে গিয়ে লাল ফৌজের উদ্দেশ্যে দাঁত দেখাতে লাগল।

অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ভানিয়া 'শান্তি'র ভূমিকা অভিনয় করল। সে জানত কী করে চিৎকার করে কাঁদতে হয়, নির্ভুলভাবে বুট পালিশ করতে

হয়। জানত লাল ফৌজের সঙ্গে একত্রে কীভাবে সতেজে সানন্দে আত্মরক্ষা করতে হয়। অভিনয়ের পর তাকে নিয়ে যাওয়া হল সিনিয়র অফিসারের কাছে। তিনি তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন:

'চমৎকার অভিনয় করেছ, ভানিয়া গালচেঙ্কো! তুমি ঠিকই দেখিয়েছ, একমাত্র লাল ফৌজই শান্তিকে রক্ষা করে। একেবারে ঠিক কথা। অন্য ঐ সব দাঙ্গাবাজরা শুধু জানে কী করে পৃথিবীকে লুঠ করতে হয়। কী ভাবছি জানো? আমাদের ওখানে গিয়ে তোমাদের এই অভিনয়টা করার ব্যবস্থা করা যায় না?'

এই রোমাঞ্চকর কথাগুলো শুনে ভানিয়া দারুণ অবাক হয়ে গেল। তারপর স্টেজের পিছনে ছুটে গিয়ে সবাইকে জানাল অফিসারের এই আমন্ত্রণের কথা। পরে জাখারভ আর অফিসাররা স্টেজের পিছনে আসার পর স্থির হল আগামী এক ছুটির দিনে নাট্য-চক্র 'লাল ফৌজের বাড়িতে' নাটকটি অভিনয় করবে।

আর সত্যিই, এক সপ্তাহ পরে ব্যান্ডদল আর নাট্য-চক্রকে নিয়ে বাস চলল 'লাল ফৌজের বাড়িতে'। নাটক দেখে দর্শকরা ভারি খুসি হল। ব্যান্ডদল বাজাল লিস্টের 'দ্বিতীয় র‍্যাপসডি', 'ফাউস্ট' ও 'কারমেনের' বাছাই-করা নানা অংশ, 'ককেশিয়ান স্কেচেস', মুসোরগ্স্কির 'গোপাক' এবং আরো একটি সুর সবাইকে যা মুগ্ধ করে দিল। তার নাম 'বাজনদারদের ধর্মঘট'। ব্যাপারটা এই রকম।

কন্ডাক্টার ভিক্তর দেনিসভিচ ব্যাটন তুললে বাজনদাররা আপত্তি জানিয়ে বলতে লাগল তারা আর বাজাতে চায় না, তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, যথেষ্ট বাজিয়েছে। বাস্তবিকই তারা অনেক বাজিয়েছে বলে দর্শকরা মনে করল তাদের আপত্তিটা সত্যিকারের। বহু লোক অবশ্য বাজনদারদের এ-ধরনের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরত হয়ে উঠল। কেউ কেউ আবার গলা চড়িয়ে বলল:

'বাচ্চাদের যেতে দিন! বিশ্রাম তো দরকার! সত্যিই ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!'

সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীটি প্রথম সারিতে বসে মৃদু হাসছিলেন। দর্শকদের দিকে চেয়ে ভিক্তর দেনিসভিচ বললেন:

'ওদের কথায় কান দেবেন না! ওদের সত্যিই কোনো ডিসিপ্লিন নেই। কিন্তু আমি জানি কী করে ওদের শাসনে রাখতে হয়। এই দেখুন, ওদের

দিকে পেছন ফিরে এখন আমি কন্ডাক্ট করব আর একটিও ভুল না করে ওরা বাজাবে দেবদূতের মতো!'

ব্যান্ডদল আর কন্ডাক্টারের মধ্যেকার এই মৌলিক প্রতিযোগিতার প্রত্যাশায় দর্শকরা চুপ করে গেল। তাহলেও একটি স্বর কিন্তু চেঁচিয়ে বলল:

'ওদের যেতে দিন! কষ্ট দিয়ে লাভ কী?'

'ওদের অভ্যেস আছে,' ভিক্তর দেনিসভিচ বললেন।

উচ্চপদস্থ অফিসারটি জোরে হো হো করে হেসে উঠলেন। কন্ডাক্টার বিক্ষুব্ধ ব্যান্ডদলের দিকে ফিরে বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন:

'অভিযান মার্চ!'

এ-ধরনের কঠোরতায় মুষড়ে পড়ে প্রচুর গুঁইগাঁই করা সত্ত্বেও ব্যান্ডদল তাদের যন্ত্রগুলো তুলল। কী করে কন্ডাক্টার তাঁর বাজনদারদের বশীভূত করেন তা দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে দর্শকরা উঠে দাঁড়াল। ব্যান্ডদলের দিকে পিছন ফিরে ভিক্তর দেনিসভিচ তাঁর ব্যাটন তুললেন। তাঁর ভঙ্গীতে মঞ্চ এবং হলঘরের সবাই নিথর হয়ে উঠল। ব্যাটনটা নড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে গমগম করে বেজে উঠল 'অভিযান মার্চের' উচ্ছল সুর। সহর্ষে তাল দিয়ে চলল ব্যাটনটা আর সগর্বে কন্ডাক্টার তাকালেন শ্রোতৃমন্ডলীর দিকে।

কিন্তু তখন উঠে দাঁড়াল ফিল্‌কা শারি। হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে আর বাজাবে না। স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর একই রকম আপত্তির ভঙ্গী করে চলে গেল জাঁ গ্রিফ। পিছন পিছন ব্যাসুতন নিয়ে গেল দানিলো গরোভয়। একের পর এক বাজনদাররা স্টেজ ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু তবু মার্চের সুর চলল বেজে। সেই শব্দ শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভিক্তর দেনিসভিচের মুখে ফুটে উঠল সানন্দের একটি ভাব। ব্যান্ডদলে যখন তিনজন মাত্র রয়েছে তখনো তাঁর মুখে সেই ভাব: ভানিয়া বাজাচ্ছে 'উম-টা-টা,' ট্রম্বোন আর বিরাট ড্রামটায় দামামা বাজছে।

কন্ডাক্টারকে নিয়ে দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ল। শেষ পর্যন্ত স্টেজে যখন ড্রাম-বাজিয়ে ছাড়া আর কেউ রইল না তখন হাসতে হাসতে তাদের পেটে খিল ধরে গেল। তখনি শুধু দর্শকরা বুঝতে পারল এই অভিনয়ের অর্থ। ভিক্তর দেনিসভিচ আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নিজেও ব্যাটন ছেড়ে পালালেন।

সত্যি বলতে কি, প্রোগ্রামের এই পালার মধ্যে কোনো সাঙ্গীতিক মূল্য ছিল না। তবু ঠিক এই পালাটির জন্যেই দর্শক ও কলোনিবাসীদের মধ্যে ভারি একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। সবাই হাসতে হাসতে বাজনদারদের ডাকতে লাগল অভিনন্দন গ্রহণ করার জন্য। তারপর বেজায় ফুর্তি করে তারা অভিনেতাদের রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। বাস প্রস্তুত বলে যখন জানান হল এবং কলোনিবাসীরা বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল তখন অনেক রাত। তাদের নিমন্ত্রণকারীদের আন্তরিক বিদায়বাণীর মধ্যে তারা যাত্রা করল। সে রাতে ঘুম বিশেষ হল না, কেননা পরের দিন সকাল ছ'টাতেই আবার কাজের দিন শুরু।

৫

বেয়োনেট যুদ্ধ

'১০ই মে-তে ফ্রণ্টের অবস্থা

পরাজিত শত্রুর পিছনে সবেগে তাড়া করে চলেছে আমাদের লাল পতাকাধারী ডান পাশ। মেয়েরা আজ ৩০শে জুনের লাইনে পোঁছেছে। এই ভাবে তারা বছরের দ্বিতীয় তিন মাসের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেছে।

কেন্দ্রে ধাতু-কর্মীরা চাপ বজায় রেখেছে। প্রোগ্রাম পরিপূর্ণ ও অতিরিক্ত পরিপূর্ণ করে ধাতু-কর্মীরা ২৫শে মে-র লাইনে পোঁছেছে, সময়ের নির্ঘণ্টের ১৫ দিন এগিয়ে রয়েছে তারা।

বাঁ পাশ ১৫ই মার্চের লাইনে থেমেই রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য সূত্র (ব্রুম) থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, ঐ পাশে এক চূড়ান্ত আক্রমণের তোড়জোড় চলছে।'

'১২ই মে-তে ফ্রণ্টের অবস্থা

ডান পাশ এখন বছরের তৃতীয় তিন মাসের প্রোগ্রাম পরিপূর্ণ করতে ব্যস্ত। তেসরা জুলাইয়ের লাইনে তারা পোঁছেছে। কেন্দ্রে "নীলদের" উপর চাপ বজায় আছে। আজকের লড়াই চলেছে ২৯শে মে-র লাইনে, সময় নির্ঘণ্টের ১৭ দিন এগিয়ে।

বাঁ পাশে আজ ক্রমাগত কামান দাগা হচ্ছে — ছুতোররা এক সেট আসবাব পালিশ করছে।'

'১৪ই মে-তে ফ্রন্টের অবস্থা

প্রচণ্ড বেয়োনেট যুদ্ধের পর আমাদের সাহসী বাঁ পাশ "নীলদের" সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছে। তাদের ফ্রন্ট ভেদ করে শত্রুকে সবেগে তাড়া করে চলেছে। নিম্নোক্ত জিনিসগুলি জয় করে নেওয়া হয়েছে: ৭০০ লেকচার-হল ডেস্ক, ৫০০ ড্রয়িং ডেস্ক, ৮৭০ চেয়ার। সব যুদ্ধ-বন্দীদের পালিশ করে ফরমাশ মতো বিলি করা হয়েছে। "নীলরা" পালাচ্ছে। আমাদের সাহসী ছুতোররা ২০শে মে-র লাইনে পৌঁছেছে। আজ তারা সময় নির্ঘণ্টের ছ'দিন এগিয়ে। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: ভগ্ন-হৃদয় শত্রু ফ্রন্ট লাইনের অনেক পিছনে পড়ে। আমাদের সৈন্যদল তাদের খুঁজে পাচ্ছে না! কলোনিবাসীরা, তোমাদের এই বিজয়ের জন্য অভিনন্দন গ্রহণ কর!'

সেদিন নক্সায় কী পরিবর্তনই না ঘটল! শত্রুর অবস্থানের নীল লাইন অনেক পিছনে পড়ে। মেয়েদের এলাকায় তাদের লাইন সেই সুন্দর সহরের খুব কাছে পৌঁছেছে। শুধু 'কেন্দ্রের' জন্য ভানিয়া গালচেঙ্কো এখন গর্ববোধ করতে পারে না। সমস্ত কলোনির সাফল্যে আর ছুতোরদের চমৎকার বেয়োনেট যুদ্ধের দরুন তার উৎসাহ জেগে উঠেছে। যুদ্ধ ফ্রন্টের দিকে তাকাতে তাকাতে ভানিয়া কল্পনায় ডুবে গেল। সেই নীল লাইনের ওপাশে সে দেখতে পাচ্ছিল জাপানী আর অন্য জেনারেলদের গুপ্ত জায়গা থেকে কটমট করে তাকাতে।

'আচ্ছা!' জোরে হেসে উঠে সে বললে। 'কেমন দৌড় মেরেছে দেখ!'

সেদিন নক্সা দেখতে ছুতোররা অনেকেই এল। এ কথা সত্যি এখনো তাদের বাহিনী অন্যদের পিছনে পড়ে, কিন্তু কী লড়াইটাই না তারা লড়ছে! 'স্টেডিয়ামে' সব আসবাবপত্রের জায়গা হয়নি। তার চারিদিকের গোটা উঠোনময় টেবিল চেয়ারের ভীড়। নানা অংশগুলো একত্রিত হবার আগে 'স্টেডিয়ামে' তাদের জায়গা করে দেওয়া খুবই সহজ হয়েছিল। কিন্তু একত্রিত করার পর আসবাবপত্রের আয়তন বেড়ে ওঠে, বাইরে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে।

এই প্রথম নক্সাটা দেখতে এলেন ব্রুম। এ পর্যন্ত এটাকে ছেলেখেলা ভেবে তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন, মুরুব্বীয়ানার সুরে বলতেন:

'ও আর কী, আমোদ করছে করুক! ওদের সেই বিরস গদুনভ ধরনের কিছু একটা ব্যাপার!'

কিন্তু এখন তিনি বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মন দিয়ে শুনতে লাগলেন ইগর চেনির্য়াভিনের ব্যাখ্যা।

তিনি বললেন, 'তুই যেসব কথা বলছিস তাতে ধরে নিতে হয় কলোনিতে শত্রু আছে। তা এ শত্রু আবার এখানে কেন?'

'সলোমন দাভিদভিচ, শত্রু আমাদের কাজে বাগড়া দিচ্ছে। একেবারে হাতে চেপে ধরছে।'

'যাঃ, হতেই পারে না! এতো সাহস কার? নতুন ছেলেরা বুঝি?'

'শুধু তারা নয়, পুরনো ছেলেরাও। জানা নেই পর্দাটা কে চুরি করেছে, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা কোনো বয়স্ক ছেলের কীর্তি।'

'কারখানার সঙ্গে পর্দার সম্পর্ক কী?'

'কিন্তু বাজে কাঠের কথাটা ধরুন। বুঝছেন না, কাজ করার জন্যে ভালো কাঠ থাকলে আমরা অন্তত ১০ই জুনের লাইনে থাকতাম?'

'যদি ভালো কাঠ থাকত ...' মুহূর্তের জন্য ভেবে ব্লুম বললেন। 'ভালো কাঠ থাকলে তো যে কোনো হাঁদাই যে কোনো লাইনে পেঁছে গাধার মতো ডাকতে পারে। কিন্তু প্রথমত, সরবরাহ পরিকল্পনার মধ্যে না থাকলে কে ভালো কাঠ দেবে? আর দ্বিতীয়ত, চেয়ারগুলো ভালো হলে আর দেখতে পছন্দসই হলে খদ্দেররা মাথা ঘামায় না কোন জাতের কাঠ দিয়ে সেগুলো তৈরী। তাছাড়া আর কোন কোন শত্রু তোদের আছে?'

'বাজে যন্ত্র ...'

'এগুলোও শত্রু হল!'

'নিশ্চয়ই! ভালো লেদ পেলে ...'

'বলতে চাস কী—ভালো লেদ! তাহলে খারাপ লেদ নিয়ে কে কাজ করবে শুনি? বলতে চাস সেগুলো ফেলে দেওয়া উচিত?'

'হ্যাঁ।'

'ফেলে দিলে তোকে এ্যামর্টিজেশন পয়সা প্রচুর মেটাতে হবে। তাহলে কোথা থেকে তোরা পাবি তোদের ঐ ৩,০০,০০০ রুবল?'

'এ্যামর্টিজেশন? সেটা আবার কী জন্তু?'

'ওটা এমন জন্তু যে পয়সা খায়। সেটাও তোদের এক শত্রু!'

রঙ্গভূমিতে নতুন এক জন্তু আত্মপ্রকাশ করায় স্বভাবতই বিচলিত হয়ে উঠল ইগর। কিন্তু ততক্ষণে ব্লুম একদল কম্‌সমল সভ্যদের মাঝখানে গিয়ে পড়েছেন। এ্যামর্টিজেশন দিয়ে ভ্ল্যাদিমির কলোসকে ভয় পাওয়ান গেল না।

'ঠিক বলা যায় না কোন জিনিসটা বেশী পয়সা খায়, এ্যামর্টিজেশন না বাজে যন্ত্রপাতি। আমার হিসেবে প্রতিদিন আমাদের দু' শিফ্‌টের আট ঘণ্টার কাজের মধ্যে তিন ঘণ্টা করে নষ্ট হয় যন্ত্রপাতি খারাপ হবার দরুন।'

'ঠিক কথা,' সাদোভনিচি সায় দিল।

'আমি তো বলব তার চেয়েও বেশী সময় আমাদের নষ্ট হয়,' বলল রগভ।

'বাজে যন্ত্রপাতি মানে রস নিংড়ে ফেলা!' ফলাও করে ঘোষণা করল সাঞ্চো জরিন।

তরুণদলের মাঝখানে মাথা ঘোরাতে লাগলেন ব্রুম। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাদের প্রত্যেককে তিনি বিঁধে উঠতে পারলেন না:

'কী সব সবজান্তার দল! কীসের রস? রসের সঙ্গে কী সম্বন্ধ শুনি? কে তোদের রস নিংড়ে বার করেছে? কোথায় সেটা? আমাকে দেখা। নিজের চোখে এই রসটা একবার দেখতে চাই। বলা যায় না, কাজেও লেগে যেতে পারে!'

'আসবাবের ফাটল জোড়ার জন্যে!'

সাঞ্চো জরিন খোলাখুলিভাবেই ব্রুমকে নিয়ে ঠাট্টা করছিল। কিন্তু তাঁর প্রতি তার কোনো বিরুদ্ধভাব ছিল না। এমন কি আদর করে ব্রুমের পুরনো কোটের একটা বোতাম নাড়তে নাড়তে সে বলল:

'আমি নিজের কথা বলছি না, সবাইকার কথা বলছি। দাঁড়ান আপনাকে বলি, শুনুন বুঝিয়ে বলি।'

'বেশ, শুনছি।'

'পার্টির সাধারণ নীতি কী জানেন?'

'না জানলে বেশ মজা হত...'

'বেশ, পার্টি কী বলে? কোমর বেঁধে লাগতে হবে, শিল্প গড়ে তুলতে হবে। বুঝেছেন, ধাতু শিল্প, গুরু শিল্প। উৎপাদনের উপায়! ওই সুবিধেবাদীরা যা বলে, সে সব পড়ন্ত কার্ভ টার্ভ নয়। কোমর বেঁধে লাগতে হবে, দাও উৎপাদনের উপায়—ধাতু, লেদ, যন্ত্রপাতি!'

'কিন্তু এর সঙ্গে রসের কী সম্পর্ক?'

'সলোমন দাভিদভিচ, আমাদের চেয়ে সেটা আপনি ভালো জানেন। অতীতে রাশিয়াতে কোনো উৎপাদনের উপায় ছিল না। কিন্তু লোকে কি কম খাটত? বলুন কম খাটত?'

'খাটত ঠিকমতোই!'

'আর দিন কাটাত ভিখারীর মতো, তাই না? তার কারণ কী? কারণ উৎপাদনের উপায়টা ছিল খারাপ। রস নিংড়ে নেওয়া হত, অথচ পরনে কাপড়টাও জুটত না। যখন আমরা ভালো যন্ত্রপাতি পাব কাজ করা তখন সহজ হবে। জীবন তখন হয়ে উঠবে সুন্দর। দেখুন না, আপনি খাটছেন সকাল ছ'টা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। বুঝছেন? আপনার রসের কথা বলছি, আমার নয়...'

ব্রুম চিন্তিত হয়ে উঠলেন। জরিনের দিকে তাকিয়ে তাঁর ঠোঁট ফুলে উঠল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মৃদু হেসে বললেন:

'কমরেড জরিন, তোর সব কথাই ঠিক। কিন্তু ভালো উৎপাদনের উপায় দেখে যাবার মতো বেশী দিন আমি বাঁচব না। পড়ন্ত কার্ভ এটা অবিশ্যি বাজে কথা। অন্তত আমি যা বুঝি। কিন্তু আমার কার্ভটা ধাতু শিল্প পর্যন্ত টিঁকবে না।'

সজোরে সাশ্কো ব্রুমকে জড়িয়ে ধরল:

'নিশ্চয়ই টিঁকবে, সলোমন দাভিদভিচ! সত্যি বলছি, নিশ্চয়ই টিঁকবে। দেখে নেবেন!'

ব্রুমের রেখাবহুল গালের উপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। মৃদু হেসে বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটা তিনি মুছে ফেললেন।

বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, 'যত সব বাজে দুর্বলতা!'

'কিছু ভাবনা নেই। ফ্রন্টের দিকে একবার শুধু তাকান। বেয়োনেট যুদ্ধের কথাটাই ধরুন। আর এই দেখুন—নতুন কারখানা! প্রায় আমরা পেঁৗছে গেছি! আর সেই গানটার মতোই ব্যাপার—'পালায়, পালায়, পলায় শত্রুদল!'

'শত্রু পালাচ্ছে হয়ত ঠিকই, কিন্তু আমাদের এই নতুন কারখানাটা নিয়ে কী যে দাঁড়াবে সেটা পরের কথা। খরচা কত, কী ভয়ানক খরচ! একশ' রাজমিস্ত্রি, সোজা নয়!'

'দাঁড়াবে ঠিক! কোথায় গিয়ে দাঁড়াব জানেন? সলোমন দাভিদভিচ, শুনলেই আপনার হয়ে যাবে!'

'হয়ে যাবে? বলিস কি?'

'আরে না, না, সে হওয়ার কথা বলছি না! বলছি কি, আমরা গিয়ে দাঁড়াব পার্টির সাধারণ লাইনে!'

'বলছিস কী? অত দূরে যাব কী করে?'

'কিন্তু কী বানাব আমরা, বলুন কী বানাব? ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি!'

তাদের চারিদিকের কম্‌সমলের সভ্যরা ব্রুম আর জরিনের কাঁধ চাপড়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল:

'বেশ বলেছিস সাণ্ডো! ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিই হল উৎপাদনের উপায়!'

'আর ইজের?'

'আর সার্ট?'

'আরে চেয়ার?'

ব্রুমও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন:

'ভাবিস না, রাজনীতি সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না! তামাসা করতে আসিস না তো! বলছিস চেয়ার! অবশ্যি যদি চেয়ারে বসে বসে প্রেম নিবেদন করা হয় তাহলে নিশ্চয় তার সঙ্গে উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং সেটা বিঘ্নই। কিন্তু চেয়ারে বসে যদি কেউ সেলাই করে, তাহলেই সেটা উৎপাদন হল। আর ড্রয়িং ডেস্কের বেলাতেই বা কী? তেল-পাত্রের? কেউ কেউ যেমন আমাদের সুবিধেবাদী ভেবে থাকে সে রকম সুবিধেবাদী আমরা নই। কিন্তু যাই বলিস, সার্ট আমাদের পরতেই হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'যার গায়ে সার্ট নেই তাকে তোরা কী বলিস?'

'ভিখারী।'

'না, তার চেয়েও খারাপ। তাকে বলে আলসে!'

তারা সবাই বকতে বকতে হাসতে হাসতে বেড়িয়ে এল সদরে।

'আমার মতো বুড়ো লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় তোদের তো বেশ বুদ্ধি খোলে,' আঙুল নেড়ে ব্রুম শাসালেন। 'কিন্তু এই যে ফুলগুলো, এগুলোকে তো ভালোবাসিস?'

কলোনিবাসীরা হেসে সস্নেহে ব্রুমকে জড়িয়ে ধরল।

'ব্যাপারটা ফুল নিয়ে নয়, পরিকল্পনা নিয়ে। যেমন ধাতু শিল্পের জায়গা আছে, তেমনি ফুলেরও জায়গা আছে।'

৬

শিবির

১৫ই মে ছেলেরা তাদের শিবির নির্মাণ করতে শুরু করল। কলোনিতে 'শিবির' কথাটা যখন মুখে মুখে ঘোরে তখন সেটা কারুর মনে বিশেষ কোনো রেখাপাত করেনি। কেউ সেটার উপর গুরুত্ব দিল না। শিবির! বলা তো খুব সহজ। খুব সহজেই যারা সবকিছু বিশ্বাস করে এমন কি তারাও বললে:

'তোদের মাথা খারাপ হল নাকি?'

একদিন কিন্তু নিতান্ত কথাচ্ছলে কম্যাণ্ডার পরিষদে জাখারভ বললেন:

'ভালো কথা, আর একটা সামান্য ব্যাপারের উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত। আমাদের কুড়িটা তাঁবু দেওয়া হয়েছে আর—ইয়ে...'

কম্যাণ্ডারদের দিকে তাকালেন জাখারভ। তারা নিশ্বাস বন্ধ করে রয়েছে, খবরটা এমনই অপ্রত্যাশিত। তিনি চুপ করে গেলেন। কয়েকটা ভাঙা ভাঙা শব্দ করে নেস্তেরেঙ্কো ফাঁকটা পূর্ণ করল:

'তাঁবু... সে কী?... এ যে অসম্ভব!'

তাঁবুগুলি উপহার দিয়েছিলেন সেই সামরিক অফিসারটি ভানিয়া গালচেঙ্কোর অভিনয় দেখে যিনি অমন মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁবুগুলো পুরনো আর জীর্ণ। এমন কি কয়েকটার এখানে ওখানে তালি মারা দরকার, কিন্তু... তা সত্ত্বেও সেগুলো চমৎকার তাঁবু! চতুর্থ দলের কয়েকজন অভিজ্ঞ ছেলে হলফ করে বলল সেগুলো অফিসারদের তাঁবু। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কথাটা সবাই বিশ্বাস করল। চতুর্থ দলের আবার একদল বোঝাতে চেষ্টা করল সেগুলো মোটেই তাঁবু নয়, 'সামিয়ানা' মাত্র, কিন্তু একথাটায় নিঃসন্দেহ হওয়া গেল না।

পার্ক ছাড়িয়ে সুন্দর একটি জায়গা বাছা হল শিবির পাতার জন্য। স্থির হল তাঁবু খাটানো হবে এক লাইনে, এবং লটারি করে স্থির হবে কে কোন জায়গা পাবে। তর্স্কি কম্যাণ্ডারদের আমন্ত্রণ জানাল পর পর তার ডেস্কে এসে সেখানকার এগারটি কার্ডের এক একটি টেনে নিজেদের ভাগ্য স্থির করতে। কিন্তু ক্লাভা কাশিরিনা জানাল তার একটা কথা আছে।

'পঞ্চম আর একাদশ দল অনুরোধ জানিয়েছে তাদের যেন শেষের দুটি জায়গা দেওয়া হয়,' সে বলল।

'কেন? সবাই চায় লাইনের শেষে থাকতে।'

'কেন তারা তা চায়?'

'মনে হয় তোমরা যে কারণে চাও সে কারণেই।'

'মেয়েদের শেষের তাঁবু দরকার।'

'কেন দরকার?'

'ছেলেদের মাঝখানে থাকাটা অসুবিধের।'

এই মন্তব্যে সবাই অসন্তুষ্ট হল। নানা স্বর শোনা গেল:

'এ একটা আবদার! কেন কী অধিকারে? মেয়ে হলেই যত ঝামেলা!'

'আমাদের ঐ জায়গা দরকার,' গম্ভীর স্বরে জোর দিয়ে ক্লাভা বলল।

সাশ্চো জরিন কখনো কোনো পরিষদের সভা বাদ দেয় না। তর্কাতর্কিতে এবারও সে যোগ দিল:

'আমার প্রস্তাব মূলনীতির দিক দিয়ে আমরা ওদের ওই শেষের জায়গা দেব না।'

'এর মধ্যে মূলনীতিটা কী?'

'কোন মূলনীতির দিক দিয়ে শেষের তাঁবু দুটো তোমরা চাইছ? তার মানে কি, ভয় হচ্ছে ছেলেরা তোমাদের কামড়ে দেবে।'

'তারা আমাদের কামড়াবে না। কিন্তু আমরা, মেয়েরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসি।'

কথাটা শুনে অন্য কম্যান্ডাররাও চটে উঠল। কবে থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেয়েদের একচেটিয়া হয়েছে? রেগে ক্লাভা জবাব দিল:

'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা তোমরা ভাব নাকি? কারখানায় যে হাফ-প্যাণ্ট পরে কাজ কর সেটা পরেই তো তোমরা ঘুমোও।'

'আমরা কী ভাবে ঘুমোই সেটা আমাদের ব্যাপার। কিন্তু তাঁবুর জন্যে তোমাদের লটারির কার্ড টানতে হবে!'

'তাহলে আমরা আমাদের বোর্ডিং ঘরেই ঘুমোব,' ক্লাভা বলল।

'ঘরে?' কে একজন খেঁকিয়ে উঠল। 'ঘরে থাকতে চাও?'

'নয়ত কী? ঘরেই থাকব। কাপড় চোপড় ছাড়তে হলে কী করব? ছেলেদের মাঝখানে ছাড়ব?'

ভুরু কুঁচকে জিরিয়ানস্কি বলল:

'আমরা সাধারণ ছেলে নই। আমরা কলোনিবাসী। ব্যাস্! কলোনির মধ্যে কোনো রকম গোপনীয়তা আমরা বরদাস্ত করব না। তোমাদের লটারির কার্ড টানতে হবে।'

এ বিষয়ে মেয়েরা কিছুই আর করতে পারল না। লটারির কার্ড টানল। হয়তো ভেবেছিল ভাগ্যে মিলে যেতেও পারে। কিন্তু মিলল না। টিকিটে উঠল তৃতীয় আর অষ্টম জায়গা।

সাপ্লাই-ম্যানেজার প্রত্যেক দলকে দিল অতি বাজে তক্তা। সেগুলো ফ্রেম বানাবার জন্য। ছেলেরা তাই দেখে খেপে গেল।

'ভালো করে না ভেবেচিন্তে কী এ সব তক্তা আপনি দিচ্ছেন?' সাপ্লাই-ম্যানেজারকে তারা প্রশ্ন করল। 'আপনি কি মাপটা দেখেছেন? লম্বায় আর চওড়ায় চোদ্দ মিটার করে। তাছাড়া আমাদের যে খাটও বানাতে হবে।'

'ওতেই চালিয়ে নাও গে।'

'জানেন, অপরাধের পথে আমাদের আপনি ঠেলে দিচ্ছেন।'

'বেশ, সে ঝুঁকিটা নিলাম। দেখব কী ধরনের অপরাধ তোমরা কর। সাবধান করে দিচ্ছি আমার কাছ থেকে কোনো জিনিস চুরি করার চেষ্টা কোরো না যেন।'

'খুব ভালো কথা। আমরা শুধু ফ্রেম বানাব, কিন্তু শোব মেঝেতে। তার মানে আমাদের নিউমোনিয়া আর টি-বি ধরবে। তখন মজাটা আপনি টের পাবেন!'

'সে ঝুঁকি আমি নেব। ভাব কি তোমাদের মতো ছেলেদের টি-বি ধরবে?'

'অসুখ তো আমাদের হবেই হবে!

'তার ঝুঁকি আমি নিলাম!'

কম্যান্ডার পরিষদ প্রত্যেক দলকে আদেশ দিল ১৭ই মে-র মধ্যে সব তাঁবু খাটাতে। সন্ধেবেলাতেই শুধু তাঁবু খাটাবার সময় পাওয়া যায়। ফলে রাতের খাবারের আগে তাঁবু খাটাবার জায়গাটাকে দেখায় বাজারের মতো। সেখানে প্রায় দু শ' লোকের ভিড়। তাদের হাতে কুড়ুল করাত আর দড়ি। প্রচুর হৈ-হল্লা। তা সত্ত্বেও কিন্তু এটা চোখে না পড়ে গেল না যে, মেয়েরা দশম আর একাদশ জায়গায় তাঁবু খাটাচ্ছে। সেটা লাইনের প্রান্ত। আর কেউই তাদের বাধা দিচ্ছে না। নবম দলের কম্যান্ডার পখোজাই-এর স্বভাবটা হাসিখুসি। তবু সে চটে উঠল।

'কে তোমাদের এখানে তাঁবু খাটাবার অধিকার দিয়েছে?' মেয়েদের সে প্রশ্ন করল।

মেয়েরাও ছুতোরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কাজটা বিশেষ ভালো চলছে না, হাসাহাসি করছে তারা। পখোজাইকে কিন্তু তারা কড়া সুরেই জবাব দিল:

'কমরেড পখোজাই, তোমার কৌতূহল বড়ো বেড়ে গেছে। সরো এখান থেকে ...'

'তোমাদের সরকারিভাবে প্রশ্ন করছি।'

'তোমার সরকারি প্রশ্নটা ডিউটির কম্যান্ডারকে কর গিয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে পখোজাই ডিউটির কম্যান্ডারকে খুঁজে বার করল। সেদিন ডিউটির কম্যান্ডার ছিল রুদ্নেভ।

'মেয়েরা কী করে শেষ প্রান্তের জায়গা পেল?'

'খুব সহজেই। চতুর্থ আর অষ্টম দলের সঙ্গে তারা জায়গা বদল করে নিয়েছে।'

'চতুর্থ দলের সঙ্গে জায়গা বদল করেছে?'

জিরিয়ানস্কির কাছে ছুটল পখোজাই।

'মেয়েদের সঙ্গে কেন জায়গা বদল করেছিস?'

যে এবড়ো-খেবড়ো কাঠ থেকে তাঁবুর শেল্ফ বানাবার কথা সেটা থেকে জিরিয়ানস্কি চোখ তুলল:

'দুপক্ষের স্বেচ্ছায় সম্মতি নিয়ে।'

'আর পরিষদে কী বলেছিলি তুই?'

'আমি শুধু বলেছিলাম জায়গার জন্যে তাদের লটারির কার্ড টানতে হবে।'

'এখন দেখা যাচ্ছে তুই দু-মুখো সাপ!'

'তা নয়। আমি তাদের জোর দিয়ে বলেছিলাম লটারির কার্ড টানতে। তার কারণ তাদের সমঝে দিতে চেয়েছিলাম। অত চাল কীসের? ভেবেছে মেয়ে, বাস! মেয়ে যখন, তখন দাও শেষের জায়গা। এটা একটা মূলনীতির প্রশ্ন!'

'কোথায় রইল তোর মূলনীতি? তাহলে জায়গা বদল করলি যে?'

'নিজে থেকেই আমরা এতে রাজি হয়েছি যে! ইচ্ছে হলে তোদের সঙ্গেও জায়গা বদল করতে রাজী। এখন আমার তৃতীয় জায়গা, তোদের পঞ্চম। মেয়েই হোক, ছেলেই হোক — জায়গা বদল করার কোনো বাধাই আমার নেই।

এটা তো কমরেডদের মধ্যে একটা চুক্তি। দু-মুখো সাপের কিছু নেই এতে।'

গত্যন্তর না দেখে পখোজাই গেল নেস্তেরেঙ্কোর কাছে এ বিষয়ে তার মতামত জানতে। পখোজাই-এর প্রশ্নে নেস্তেরেঙ্কো বিশেষ কোনো গুরুত্বই দিল না। সব সময়েই যেমন ভেবেচিন্তে কথা বলে সে ভাবেই বলল:

'হুঁ হুঁ, জায়গাটা অবিশ্যি বদলই করেছি। ওরা চাইল, আর আমার দলের ছেলেদের কাছেও শেষের জায়গাটা পছন্দ হয়নি।'

'কিন্তু পরিষদে ওভাবে কথা বলেছিলি কেন?'

'গাধার মতো কথা বলিস না, সেটা একেবারে অন্য কথা! বুঝতে পারছিস না, তখন প্রশ্নটা ছিল সাম্যের। কিন্তু বদলাতে চাইলে, কেন নয়? ব্রাংসানও তো পর্শেভের সঙ্গে জায়গা বদল করেছে। এটা রুচির প্রশ্ন।'

পখোজাই দারুণ ঘাবড়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে পার্কের দিকে গেল। তারপর মৃদু হেসে বলল:

'শালার বেটা শালা! তবে হয়ত ঠিকই বলেছে! ধুত্তোরি!'

সেই সন্ধেয় জাখারভের সঙ্গে নির্মাণ টেকনিসিয়ান দেম দেখা করতে এল। বলল:

'কলোনির ছেলেরা সব তক্তা নিয়ে যাচ্ছে। তাঁবুর জন্যে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ি বানাবার তক্তা। কেউ পাঁচটা, কেউ দশটা... ওদের যদি বলে দেন এটা অন্যায় তাহলে ভালো হয়। তক্তার জন্যে কৃপণতা করছি না, কিন্তু সবই যে হিসেবে ধরা উচিত। আপনার কলোনিবাসীরা ভালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তক্তাগুলোর জন্যে আমাকে যে জবাবদিহি করতে হবে!'

তরুণ সাপ্লাই-ম্যানেজার স্তেপান ইভানভিচ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল:

'চুলোয় যাক ওরা! ওদের কাছ থেকে তক্তাগুলো ফিরিয়ে আনুন!'

মোচের মধ্যে হেসে দেম বলল, 'কী করে আনব? ওরা চটে যাবে।'

সাপ্লাই-ম্যানেজারকে জাখারভ বললেন:

'ব্যাপারটা ভালো করে খোঁজ নিন, স্তেপান ইভানভিচ।

সাপ্লাই-ম্যানেজার বেরুল চোর ধরতে। একজনকে বন্দী করে বুক ফুলিয়ে সে ফিরল। বলল:

'ভাবুন একবার—আর কেউ নয় জিরিয়ানস্কি। অন্য সব দল আধ ডজন করে নিচ্ছে, কিন্তু এ নিয়েছে পুরো এক গাড়িভর্তি!'

'জবাবদিহি কর, জিরিয়ানস্কি...' কড়া সুরে বললেন জাখারভ।

'করছি। আমরা চুরি করিনি। তাঁবু ওঠাবার সময় আমরা তক্তাগুলো

ফেরত দেব। কতগুলো নিয়েছি তা আমরা লিখে রেখেছি। ইচ্ছে হলে সেটা আপনারা মিলিয়ে দেখতে পারেন।'

'কিন্তু অতগুলো নিয়েছ কেন?'

'ওগুলো... চতুর্থ আর একাদশ দলের জন্যেও।'

'হুম...'

'জানেন তো আমাদের কর্তব্য গরিব চাষীদের সাহায্য করা। সাপ্লাই-ম্যানেজার খুব কম দিয়েছিলেন। ছেলেরা বাগিয়ে নিতে পারে, মেয়েরা কিন্তু ভারি লাজুক।'

'লাজুক বলছ?'

'ইয়ে... হ্যাঁ... লাজুকই তো। এ ধরনের ব্যাপারে তারা এখনো ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।'

গম্ভীরভাবে মাথা নোয়ালেন জাখারভ। বললেন:

'এ বিষয়ে আর বলার কিছু নেই। কমরেড দেম, তালিকা করে ফেলুন। আমি সই দেব। শরৎকালে ওগুলো আপনাকে আমরা ফিরিয়ে দেব।'

সতেরই তারিখ সন্ধেয় জাখারভ আর ডিউটির কম্যান্ডার সরকারিভাবে শিবির দেখে মঞ্জুর করলেন। একটা তাঁবুও খারিজ হল না। সরল রেখায় তাঁবুগুলো খাটান হয়েছে। প্রত্যেকটার উপরেই উড়ছে ছোটো ছোটো পতাকা। কম্যান্ডার পরিষদের তাঁবুটা অন্য তাঁবুগুলোর চেয়ে খানিক দূরে। জাখারভও সেখানে উঠে এলেন। ইলেকট্রিক তারের শেষ টুকিটাকি কাজ করছে মিশা গন্তার। শোবার সময় জানিয়ে বিউগ্‌ল্ বাজান হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না আলো জ্বলে কেউ ততক্ষণ ঘুমতে চায় না। প্রত্যেক তাঁবুতে গেলেন জাখারভ। সবকিছুই তাঁর পছন্দ হল। তারপর হঠাৎ সব তাঁবুতে আলো জ্বলে উঠল। কলোনিবাসীরা আনন্দধ্বনি করে গন্তারকে পুরস্কার দিল তাকে শূন্যে ছুঁড়ে। জাখারভকেও তারা তাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু আঙুল তুলে শাসিয়ে তাদের তিনি সাবধান করে দিলেন। তাই স্থির হল কম্যান্ডারদের শূন্যে ছোঁড়া হবে। ক্লাভা আর লিদা ছাড়া সবাই গেল। মেয়েরা জানাল তারা জানে ছেলেদের সাহায্য না নিয়েও কী করে তাদের কম্যান্ডারদের শূন্যে ছুঁড়তে হয়।

অনেকক্ষণ হাসাহাসি করল মেয়েরা, তারপর তারা তাদের তাঁবুর পর্দা টেনে গোপনে কী সব চেঁচামেচি লাগাল, আরো হাসাহাসি হুড়োহুড়ি শোনা গেল। তারপর মুখ লাল করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। চতুর্থ দলের

ছেলেরা অনেকক্ষণ সেই তাঁবুর কাছে কান পেতে ছিল, কিন্তু কিছুতেই বোঝা গেল না, মেয়েরা তাদের কম্যান্ডারদের শূন্যে ছুঁড়েছে না ছোঁড়েনি। ফিল্‌কা অনুমান করে বলল:

'মনে হয় না ওরা ছুঁড়েছে। মাটি থেকে তোলেনি, তুললেও আবার মাটিতেই নামিয়ে রেখে তারা ছুটে পালিয়েছে।'

এই অনুমানে চতুর্থ দলের সবাই খুসি হল। তারা শান্ত হয়ে দেখতে গেল জাখারভের তাঁবুতে কী হচ্ছে। স্যার্ট খুলে জাখারভ বসেছিলেন এক ডেস্কের সামনে। এটা একেবারে অসাধারণ ঘটনা। ছেলেরা তাঁর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। তারপর পেৎকা বলল:

'আচ্ছা আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আমাদের ঘুমতে ইচ্ছে করছে না কেন বলুন তো।'

জাখারভ মুখ তুলে চোখ কুঁচকে উত্তর দিলেন:

'তোমাদের নার্ভের জন্যে। মেয়েলি একটা অসুখ আছে, তার নাম নার্ভ। তাইতে তোমরাও ভুগছ।'

কথাটা শুনে ছেলেরা খানিক ভাবল। তারপর চুপচাপ জাখারভের তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছুটল নিজেদের তাঁবুতে।

'কী সব হুটোপুটি লাগিয়েছিস?' অসন্তুষ্ট স্বরে জিরিয়ানস্কি তাদের প্রশ্ন করল। 'তোদের হয়েছেটা কী?'

চটপট তারা কম্বল মুড়ি দিল। বালিশ থেকে মাথা তুলে ফিল্‌কা বলল:

'জানিস আলিওশা, এটা নার্ভ, মেয়েলি অসুখ!'

জিরিয়ানস্কি খেঁচিয়ে উঠল, 'আরো কত শুনব? চতুর্থ দলে নাকি মেয়েলি অসুখ! এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড় সবাই!'

আলোর সুইচ সে নিভিয়ে দিল। গদির উপর এপাশ ওপাশ করতে করতে ছেলেরা তাকিয়ে রইল তাঁবুর দরজার দিকে। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছিল, শোনা যাচ্ছিল দূরে সহরের ট্রামের ঘটঘট শব্দ আর গ্রামে কুকুরদের ভারি মিষ্টি ডাক। ভানিয়া কল্পনা করল জাখারভ ব্রিচেস আর গেঞ্জি পরে বসে রয়েছেন। জাখারভকে তার খুব ভালো লাগল। তারপর সে ভাবল নার্ভ জিনিসটা কী। কিন্তু তারপর সে চোখ বুজল আর সঙ্গে সঙ্গেই তার নার্ভ জোট পাকিয়ে গেল কুকুরের ডাকের সঙ্গে আর কী করে যেন সবকিছু মিশে গেল এক মধুর অবিশ্বাস্য পরমানন্দের অনুভূতির মধ্যে।

৭

ইগরের হৃদয়

ইস্কুলের বাৎসরিক পাঠ শেষ হয়ে আসছে। কলোনিবাসীরা উৎপাদন ফ্রণ্টের মেহনতের কাজগুলো না ভুলেও তাদের ক্লান্ত পেশীগুলোকে ভুলে থাকতে পারল। পড়াশুনো নিয়ে মেতে উঠল সকলেই।

শোবার ঘরের মতোই ইস্কুল ঝকঝকে তকতকে। বারান্দায় গালিচা, সর্বত্রই ফুল। গুরুত্বের ভাব করে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ঘুরে বেড়ান, কথা বলেন নীচু গলায়।

প্রায় সব কলোনিবাসীরই ইস্কুলের পড়া ভালো লাগে। সাগ্রহে তারা পড়াশুনো করে। কারণ প্রত্যেকেই বুঝেছে যে একমাত্র ইস্কুলের মধ্যে দিয়েই তারা পেঁছিতে পারবে জীবনের আসল পথে। কলোনিবাসীদের কয়েকটি দল ইতিমধ্যেই ইস্কুলের পড়া শেষ করেছে। তাদের দেখা যায় নানা সহরে কলেজের ছাত্র হিসেবে। মাসে তারা ৫০ রুব্‌ল্ করে বাড়তি একটা খোরপোষ পায় কম্যাণ্ডার পরিষদের এক বিশেষ তহবিল থেকে। বহু ভূতপূর্ব কলোনিবাসী গেছে সামরিক আর বিমানবহর কলেজে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে ও উৎসবের দিনে এই ছাত্র ও ভবিষ্যত বৈমানিকরা কলোনিতে আসে। বয়স্ক কলোনিবাসীরা পুরনো বন্ধু হিসেবে তাদের আপ্যায়ন করে। কমবয়সীরা তাদের দেখে বিস্ময়শ্রদ্ধা মিশ্রিত চোখে। এখন তাদের আসার কথা, তাই কলোনিতে আলোচনার ধুম পড়ে যায় অতিথিদের কোন কোন দলে ভাগ করে দেওয়া হবে তাই নিয়ে। এই সব প্রাক্তন ছেলেরা যে পথ অতিক্রম করে গেছে সে পথটা যেমন আকর্ষণ তেমনি ঈর্ষা জাগায়। প্রত্যেকে তাদের মতো হতে চায়।

হঠাৎ কেমন ইগর চোর্নিয়াভিন তার ইস্কুলের পড়াশুনো নিয়ে মেতে উঠল। প্রথমে শুধু জীববিদ্যার মধ্যেই তার সাফল্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে সাহিত্যে তার অসাধারণ উন্নতি দেখা দিল। নতুন এক শিক্ষয়িত্রীর নাম নাদেজদা ভাসিলিয়েভনা। বয়স কম। কম্‌সমলের সভ্য। ইগরের একটি রচনা পড়ে গোটা ক্লাসকে তিনি বললেন:

'ইগর চোর্নিয়াভিন... সুন্দর রচনা। আমার উপদেশ এ দিকে তুমি ভালো করে মন দাও।'

বিদ্রূপভরে মৃদু হাসল ইগর: কী কথা — মন দিতে হবে আবার! কিন্তু

নিজের অজান্তেই সাহিত্যিক রচনার দিকে মন দিতে সে শুরু করল — তার নিজের আর অন্যান্য লেখকদের রচনায়। সেগুলি বিচার করতে লাগল নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। হঠাৎ সে প্রতিটি সাহিত্যিক পাঠ নিয়ে এত সময় দিতে লাগল যে নেস্তেরেংকোও প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হল। অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু সে কোনোক্রমে চালিয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন নাদেজদা ভাসিলিয়েভনা ক্লাবে তার পাশে বসে বললেন:

'চেৰ্নিয়াভিন, পড়াশুনো তোমার এতো খারাপ হচ্ছে কেন?'

'আপনি কি বলছেন, সাহিত্যে?' অবাক হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করল ইগর।

'না, সাহিত্যে তোমার নম্বর খুব ভালো। আমি বলছি অন্যান্য বিষয়ের কথা।'

'নাদেজদা ভাসিলিয়েভনা, ওগুলোয় আমার বিশেষ মন লাগে না।'

'অন্য সব বিষয়ে কাঁচা থাকলে সাহিত্যেও তুমি ভালো করতে পারবে না,' শিক্ষয়িত্রী উত্তর দিলেন। তাঁর উপরকার পুরুষ্ট ঠোঁটটি কুঁচকে উঠল।

'কিন্তু আমি যদি লেখক হই?'

'কারুর কাছে কোনো দামই ও রকম লেখকের নেই। লিখবে কী নিয়ে?'

'বিষয়ের কী আর অভাব আছে? যেমন ধরুন জীবন নিয়ে।'

'কোন জীবন?..'

'মানে, এই — জীবন সম্বন্ধে...'

'প্রেমের কথা বলতে চাইছ তো?'

'প্রেমের বিষয় লিখলে দোষ কী?'

'দোষ কিছুই না। তবে ইয়ে... কার প্রেম?'

'যারই প্রেম হোক না...'

'যেমন...'

'মানে, কেউ একজন লোক প্রেমে পড়েছে, বুঝছেন না?'

'কিন্তু কে? কে?'

'যে-কোনো লোক...'

'যে-কোনো লোক বলে কোনো মানুষ নেই। প্রত্যেক লোকই কিছু না কিছু করে, কাজ করে কোনো জায়গায়, তার নিজস্ব নানা আনন্দ বেদনা আছে। কার প্রেমের কথা তুমি বর্ণনা করতে যাচ্ছ?'

প্রেমের কথা বলতে ইগরের লজ্জা হচ্ছিল। তবে সমস্যাটা সাহিত্যিক, এড়িয়ে যাবার উপায় নেই...

'এখনো সে কথা জানি না — কিন্তু — ইয়ে — লোকটি যে কে তাতে কি কিছু আসে যায়? ধরুন কোনো শিক্ষক প্রেমে পড়লেন। এমন তো হয়?'

'নিশ্চয়ই হতে পারে — তাহলে এক শিক্ষক। কিন্তু কী ধরনের শিক্ষক?'

'যেমন ধরুন অঙ্কের শিক্ষক।'

'বুঝলাম, অঙ্কের শিক্ষক। কিন্তু অংক সম্বন্ধে কিছু না জানলে কী করে তুমি ঐ শিক্ষকের বর্ণনা দেবে? তাছাড়া লেখার বিষয় তো শুধু প্রেম নিয়ে নয়। জীবন ভারি জটিল। লেখককে অনেক কিছু জানতে হয়। সাহিত্য ছাড়া আর কিছু না জানলে কখনোই কিছু তুমি লিখতে পারবে না।'

'কিন্তু আপনার বেলায় কী? আপনি তো শুধু সাহিত্যই জানেন, তাই না?'

'তুমি ভুল করেছ। আমি এমন কি তন্তুবস্তুর টেকনলজিও জানি। তাছাড়া রসায়নবিদ্যাও ভালো জানি। আমি এক কারখানায় কাজ করেছি, এক টেকনিক্যাল ইস্কুলে পড়েছি। ইগর, তোমার সবকিছু শেখা দরকার, সবকিছু জানা দরকার। যে-কোনো অধ্যাপকের চেয়ে গোর্কি সবকিছুই ভালো জানেন।'

নিজের অজান্তেই শিক্ষয়িত্রীর কথাগুলো ইগর হাঁ করে গিলতে লাগল। তিনি শান্তভাবে খুব গুছিয়ে বলতে লাগলেন। তাতে তাঁর কথায় বৈদগ্ধ্যের যাদু আরো বেড়ে উঠল। পরের দিন প্রত্যেক বিষয়েই ইগর বিশেষ করে মন দিল। তাতে তার খুব ভালো লাগল, টের পেল যেন তার আত্ম-সম্মান বেড়ে উঠছে। পড়াশুনো করবে বলে সে স্থির সংকল্প করল। ফলে মে মাস যখন এল প্রতি বিষয়েই সে পেতে লাগল খুব ভালো নম্বর। একমাত্র অক্সানা লিতভচেঙ্কোই তার সঙ্গে তাল দিয়ে যেতে পারছিল। ঠিক কোন মুহূর্তে তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটল সেটা তার খেয়াল ছিল না। এখনো মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করে খোঁচা দিতে, নিজেকে বিশিষ্ট কিছু একটা বলে জাহির করতে। বলতে কী, সে যেন সেই আগেকারই ইগর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কথাগুলো এখন হয়ে দাঁড়ায় অন্য রকম, অনেক যেন যুক্তিযুক্ত, অনেক বুদ্ধিদীপ্ত, রসিকতাটাও অন্য রকমের। একদিন সাণ্ডো জরিনকে সে বলল:

'জানিস সাণ্ডো, কম্‌সমলে আমার যোগ দেওয়া উচিত... আয় আলোচনা করা যাক।'

জরিন উত্তর দিল, 'অনেক আগেই তোর যোগ দেওয়া উচিত ছিল। তা বেশ। বেয়াড়াপনাগুলো তোর কেটেছে। তোকে আমরা প্রথম প্রার্থী

সভ্য হিসেবে ধরি। কিন্তু তোর — ইয়ে — রাজনৈতিক শিক্ষা কতদূর?'

'মনে হয় মোটামুটি ভালোই। ব্যাপারটা ভালো করেই ভেবেছি। আমি ঠিক চালিয়ে নেব।'

'খবরের কাগজ পড়িস, বই পড়িস। সেটা তোকে আমাদের শেখাতে হবে না। তাহলে চল, মার্কের কাছে যাই।'

কম্‌সমলদের সভায় ইগর যেতে শুরু করল। প্রথম প্রথম তার একঘেয়ে লাগত। মনে হত কম্‌সমলের সভ্যরা এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে যেগুলো তারা নিজেরাও বোঝে না। যেমন ধর 'সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেস' সম্বন্ধে সাদোভনিচির রিপোর্ট! খবরের কাগজে যা পড়েছে শুধু তা জানলে কী ধরনের রিপোর্ট সাদোভনিচি করতে পারে? সত্যিই সাদোভনিচি প্রথম শুরু করল এলোমেলোভাবে। তার অসম্পূর্ণ বাক্য, অস্পষ্ট চিন্তাধারা আর দ্বিধার ভাবটা ইগরের খুবই চোখে ঠেকছিল। কিন্তু তারপর কী জানি কেন সে এগুলো আর লক্ষ্য করল না, মন দিতে লাগল অর্থের দিকে। কী করে যে সেটা ঘটল সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই। ইগরও খবরের কাগজ পড়ে, কিন্তু সাদোভনিচি এখন অমন আবেগভরে ও দৃঢ়তার সঙ্গে যে কথা বলেছে সে কথা বলার সাহস হয়ত ইগরের হত না।

'আমরা অবশ্য অতীতের জীবন দেখিনি, জানি না। কিন্তু তার জেরটা আমাদের ঝেড়ে ফেলতে হবে। জারের আমলের রাশিয়া অত্যন্ত পিছিয়ে ছিল। কিন্তু এখন "সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসের" হিসাব আমাদের সামনে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমরা চার বছরে শেষ করেছি। অনেক কিছু আমরা দেখাতে পারি। মাগ্‌নিতগর্স্ক আছে কি না আমাদের? হ্যাঁ, আছে। কুজবাস আছে কিনা? হ্যাঁ, আছে। আর দ্‌নিপ্রগেস? আর খারকভ ট্র্যাক্টর কারখানা? এ সবই আছে। আর কুলাক আছে কি? না, নেই! আমাদের ছেলেরা কুলাকদের ভালো করেই জানে, অনেকেই অতীতে কুলাকদের কাছে কাজ করেছে। কিন্তু এখন কুলাকদের শ্রেণী হিসেবে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম আমরা — ইয়ে — ট্র্যাক্টরের ভিত্তিতে এক সমাজতন্ত্রী কৃষি গড়ে তুলেছি। কম্বাইনও আছে। আমরা জানি ত্রৎস্কিপন্থী আর সুবিধেবাদীরা কী বলত। আমরা, প্রত্যেক কলোনিবাসী হাড়ে হাড়ে জানি তাদের পথ ধরলে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে আসতাম। তার মানে আমাদের মতো ছেলেদের রাখালগিরি করতে হত যত

সব হারামজাদাদের — ইয়ে, ক্ষমা কর — যত সব পেটি বুর্জোয়ার যারা চায় নিজস্ব সম্পত্তি আর যত রকম দোকানদারি কালোবাজারি। "পয়লা মে" কলোনির ওধরনের প্ররোচনায় কোনো রকম উৎসাহ নেই। বলা বাহুল্য প্রত্যেক কলোনিবাসী শিক্ষিত হতে চায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বানাব ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, গড়ে তুলব এক ধাতু শিল্প। আর বেল্ট যদি আরো খানিক এ'টে বাঁধতে হয়, তাতে পরোয়া নেই। বেল্টের তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ আমরা এক মহান সমাজতন্ত্রী দেশের অধিবাসী আর জানি কত ধানে কত চাল। "সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসের" সিদ্ধান্তগুলির কথা এখন তোমাদের বলব। সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বুঝতে পারবে সবকিছু করা হচ্ছে আমাদের নিজেদের ধাঁচে, ওদের ধাঁচে নয়।'

শুনতে শুনতে সবকিছু এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে শুরু করল ইগর। পরের সারিতে অক্সানাকে বসে থাকতে দেখার পর থেকে সবকিছু সে আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারল। যে ভাবে অক্সানা শুনছে দেখলে বুকটা কেমন যেন করে ওঠে। স্পষ্টই ভুলে গেছে সে সুন্দরী, তার আছে বহু স্তাবক। খানিক সামনে ঝু'কে সে বসে, হাত দিয়ে ধরে রয়েছে হাঁটু জোড়া, ফলে তার কালো স্কার্ট আঁট হয়ে জড় হয়ে গেছে। তাকে বোন আর কমরেড হিসেবে ভাবতে ভালো লাগে। এই ভঙ্গীতে বসে অক্সানা একদৃষ্টিতে সাদোভনিচির দিকে তাকিয়ে রয়েছে, হাঁ করে গিলছে তার কথাগুলো। দিনের আলোর মতোই ইগর স্পষ্ট টের পেল তার চেয়ে অনেক ভালো করে কথাগুলো বুঝছে অক্সানা, তাদের তাৎপর্য তার চেয়েও গভীরভাবে অনুভব করছে! তার দিক থেকে ইগর চোখ সরিয়ে নিল, তার কপাল উঠলে কু'চকে। নিজেকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার অদম্য আগ্রহে ভরে উঠল তার মন। অনেকক্ষণ ধরে খুব মন দিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে সাদোভনিচির কথা সে শুনল। অবশেষে বুঝল সাদোভনিচির সঙ্গে তার তফাৎ এই যে সাদোভনিচি কম্‌সমলের সভ্য আর সে নয়। তারপর ঘরের চারিদিকে তাকাল সে, মনে হল এই ধরনের সব সঙ্গী থাকলে জীবনে এগুনো যায় অনেকদূর, এগুনো যায় অকপটে, সবিবেকে — যেমন অকপটে, সবিবেকে বক্তৃতা দিচ্ছে সাদোভনিচি আর শুনছে অক্সানা।

একলা থাকার সময় প্রায়ই ইগরের মনে হয় অক্সানাকে সে সুনিশ্চিতই ভালোবাসে। এ রকম ভাবতে তার ভালো লাগে। কলোনিতে যে এক বছর রয়েছে তার মধ্যে বহু বই সে পড়েছে। বুঝতে শিখেছে প্রেমের সূক্ষ্ম

দিকটা। তার হৃদয়াবেগকে বোঝাবার পক্ষে 'প্রেমে পড়া' কথাটাকে তার মনে হয় ভারি খেলো আর অনুপযুক্ত। না, এর চেয়ে ভালো সোজা বলা ইগর অক্সানাকে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে এ কথা ভেবে তার দুঃখ হয় যে, তার এই ভালোবাসা তার হৃদয়ের কোন গভীরে যেন লুকিয়ে আছে এবং শয়তানও জানে না সেখান থেকে কী করে তা বার করে দেখানো যায়। রোমিও ও জুলিয়েটের গল্পটা তার ভালো লাগে। সেটা পড়েছে সে দুবার। যে সব জায়গায় প্রেমের কথা আছে সেগুলো সে বারে বার পড়ে ভেবেছে। হয়তো দরকার হলে ইগর এমন কি আরো ভাবব্যাঞ্জক ভাষা আবিষ্কার করতে পারত, কিন্তু গোরস্থানে অক্সানারে সঙ্গে মরবার তার কোনো ইচ্ছে নেই। 'রোমিও ও জুলিয়েটের' এই দিকটা তার মোটেই ভালো লাগে না। ট্রাজেডির প্রধান চরিত্রগুলির ব্যবহারের মধ্যে এমন বহু বোকামী সে লক্ষ্য করেছে যা ক্ষমার অযোগ্য। একটা কথা নিশ্চিত, তারা ছিল ভারি কাঁচা সংগঠক। ভাবো একবার, ও রকম মেয়েকে কিনা দেওয়া হল ঘুমের ওষুধ, তারপর তাকে কবর! মজার কথা যে সাশ্চো জরিনেরও এ বিষয়ে এক মত। ইগরের প্ররোচনায় 'রোমিও ও জুলিয়েট' পড়ার পর সে বলেছিল:

'কেমন সব বিদঘুটে ক্ষেপা! ফ্রায়ার লরেন্সের কথাটাই ধর — বুড়ো শয়তানটা এমন একটা সামান্য কাজও করতে পারে না — যাকে পাঠাল তাকে আসতে দেওয়া হল না। সব দোষ চাপানো হয়েছে ঘটনাচক্রের ওপর। সে যদি জানত তার গাফিলতির জন্যে সাধারণ সভায় জবাবদিহি করতে হবে তাহলে একেবারেই অন্যভাবে কাজ করত। আর তোমার ওই রোমিওটা একেবারে ন্যাতা। কী আর হল? দু পরিবারে ঝগড়া বলে তুমি বিয়ে করতে পাবে না। কিন্তু ভালো যদি বাসো তবে তাতে কী আসে যায়? সোজা বিয়ে করে ফেললেই হল, চুকে গেল!'

জরিনের উদ্দেশ্যে ইগর নাক কোঁকোল। জরিন জানে না কাকে বলে প্রেমে পড়া, না, প্রেমে পড়া নয়, ভালোবাসা। সোজা বিয়ে করে ফেললেই হয়! প্রশ্নটা বিয়ের নয়, বিয়ে করতেই হবে এমন নয়। ইগরের বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছে নেই। তার কারণ প্রথমত, তাকে ইস্কুলের পড়া শেষ করতে হবে, আর দ্বিতীয়ত, সে কল্পনাও করতে পারে না কলোনিতে কী রকম হৈচৈ পড়ে যাবে কম্যান্ডার পরিষদে ইগর যদি বলে তাকে অনুমতি দেওয়া হোক... ধ্যাৎ! কথাটা ভাবাই যায় না।

তার প্রেমের কথা কাউকেই ইগর বলল না। হয়তো অক্সানাও কিছু

অনুমান করতে পারেনি। অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে অক্সানা যখন ওই — ইয়ে — উকিলের সঙ্গে থাকত তখন তার উপর মনোযোগ দিতে ইগর ভয় পেত না। কিন্তু যেদিন থেকে সে কলোনিবাসী হয়েছে, তখন থেকে তার সঙ্গে এমন কি সেই আফ্রিকার এ্যাণ্টি-সাইক্লোন নিয়েও কথা বলতে ইগরের ভারি ভয় করে, জীববিদ্যা- চক্রে যেটা নিয়ে অক্সানা মাথা ঘামায় এবং প্রসঙ্গত সবাই যেটা নিয়ে একেবারে জেরবার হয়ে গেছে। তারপর অক্সানা যোগ দিয়েছে কম্‌সমলে। তার মুখে ফুটে উঠেছে নতুন একটা ভাব — আত্মনির্ভরশীল, প্রশান্ত। সব মেয়েদের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য হল সজীবতা ও তৎপরতার সঙ্গে একটা কোমল, মনোযোগী গাম্ভীর্যের এক আশ্চর্য মধুর সমন্বয়। সাধারণ সভায় কয়েকবার সে বক্তৃতা দেয়। সে বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে গলা বাড়াতে শুরু করে ভালো করে তাকে দেখার জন্য। কথা বলার সময় অনায়াসে সুন্দরভাবে সে চোখ ফেরায় একজনের মুখ থেকে অন্যজনের মুখে। চোখের দিকে সোজা সে তাকায়, অস্পষ্ট হাসে। ধীরে ধীরে নিজের যুক্তিটা দেখায়, স্বমতে আনে, স্রেফ যেন ছেলে ভুলানো করে বোঝায়। তাতে সব সময়েই তার শ্রোতার মুখ লাল হয়ে ওঠে। অক্সানা তখন অন্য একজনের দিকে মুখ ফেরায়। এই রীতিতেই বক্তৃতা দিয়ে একদিন সে বলল কাছের যৌথখামারের আলু ক্ষেতে আগাছা বাছতে সাহায্য করার কথাটা:

'কমরেড! যাদের এখনো সব গুছিয়ে ওঠেনি, তাদের সাহায্য করব না সে কি হয়? ওদের এখন কষ্টের সময়। এখনো ওদের মিলেমিশে যৌথভাবে কাজ করার অভ্যেস হয়নি। সে অভ্যেস আমাদের আছে। সাহায্য না করলে চলে? আমরা শক্তসমর্থ মানুষ, লেনিনের শিষ্য। আমি বলি কমরেড, চলো যাই সাহায্য করি। আমরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে যাব। আলুর কত আগাছা বেছে দিলাম সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল এই ওরা স্বচক্ষে দেখবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে কত সুন্দর করে কত সমৃদ্ধে বেঁচে থাকা যায়। তারপর তারাই আবার এখানে আসবে হয়ত আমাদের কোনো সাহায্য করতে কিংবা হয়ত শুধু আমাদের সঙ্গে নাচতে আর ফুর্তি করতে। তাই আমার বলার কথাটা এই: তাদের আমরা ঠিক কী সাহায্য করতে পারব সে কথা তুলে লাভ নেই। ভালো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক।'

অক্সানা সুন্দর বলল, বিশেষত যখন মাঝে মাঝে সে ব্যবহার করছিল বিরল এক একটি উক্রেনীয় শব্দ আর কোমল 'ল'। যদিও কেউই সাহায্য করতে অস্বীকার করার কথা ভাবেনি, তবু প্রত্যেকেরই মনে হল অক্সানাই

তাদের রাজী করিয়েছে। পরে যৌথখামারের ক্ষেতে সবাই এমন ভাবে অক্সানার দিকে তাকাচ্ছিল যেন সে-ই নেতৃত্ব করছে। সবাই খুসি হয়ে উঠছিল তার উৎসাহে, চতুর্থ দলের বাচ্চারাই তার পিছনে লাগতে ছাড়ল না। তার কাছে গিয়ে তারা রিপোর্ট করতে লাগল নাটকীয় কায়দায়:

'আমাদের বিখ্যাত চতুর্থ দল সব আগাছা তুলে ফেলেছে!'

ছেলেরা তার দিকে তাকাল দুষ্টুমি-ভরা চোখে। কিন্তু অক্সানার মিষ্টি হাসি আর খাঁটি উক্রেনীয় ভাষায় তার মিষ্টি উত্তর শুনতে তাদের ভালোই লাগল।

এই সব বাচ্চাদের মতো ইগরের সাহস ছিল না। ক্বচিৎ কখনো অক্সানার সঙ্গে সে কথা বলে লেখাপড়া বা কলোনি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু তৃতীয় কেউ উপস্থিত না থাকলে কোনো রকম রসিকতা সে করে না। তার সবচেয়ে ভয় পাছে অক্সানা দেখে ফেলে যে তার মুখও লাল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়ে সঙ্গে থাকলে সে পুরো দমে রসিকতা করে। তখন সে তার শ্রোতাদের জোর দিয়ে বলে রিজিকভ আফ্রিকার এ্যান্টি-সাইক্লোনটা পর্যন্ত চুরি করবে, শুধু তাই নয় সেটা ঝলসে খেয়েও ফেলবে। মাঝে মাঝে রিজিকভও উপস্থিত থাকে, এবং শোনে। ভালো কমরেডের মতো সবাইকার সঙ্গেই সে হাসে। কমরেডরা তার প্রতি যে মনোযোগ দেয় সেটা ইগরের ভালো লাগে। কিন্তু তার রসিকতার আসল পুরস্কার সে যা চায় সেটা হল অক্সানার মৃদু হাসি। অক্সানাও সব সময়েই হাসে। কিন্তু ইগর জানে সেই হাসির কোনো মানে নেই, হাসিটা নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে। অক্সানা যখন একবার হেসেই তার কোনো সঙ্গীর দিকে ফিরে এমন কোনো মন্তব্য করে যার সঙ্গে ইগরের রসিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, তখন ইগরের দুঃখও লাগে। কেমন যেন উদাসীনতা ফুটে ওঠে এ থেকে — ইগরের রসিকতাটা যেন শুধু একটা সাধারণ মজার ব্যাপার, ভালো আবহাওয়ার মতোই। মাত্র একবার অক্সানা সত্যিই পুলকিত হয়ে ওঠে। তখন সে বেশী না হাসলেও ইগরের দিকে তাকায়... প্রায় প্রেমের দৃষ্টিতে। এটা ঘটে ডিউটির কম্যান্ডার ক্রিউশ্‌নেভের সুন্দর চেহারা নিয়ে সবাই তারিফ করার পর। ক্রিউশ্‌নেভ সবে তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। অষ্টম ক্লাসের অধীত বিদ্যাটা কাজে লাগিয়ে ইগর বলল:

'ওকে দেখাচ্ছে দান্তেসের* মতো, যদিও পুশ্‌কিন ওর পড়া নেই।'

ক্রিউশ্‌নেভ চমৎকার কম্যান্ডার, কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে ভারি কাঁচা।

* ফরাসী দেশান্তরী, ডুয়েলে এর হাতে পুশকিন নিহত হন। — সম্পাঃ

৮

বিশ্রামের ঘণ্টা

ইস্কুলের বছর শেষ হয়েছে। এক সাধারণ সভায় জাখারভ বললেন:

'সবকিছুই ভালো চলছে। কারখানাটা গড়ে উঠছে। অল্প দিনের মধ্যেই যন্ত্রপাতি আসতে শুরু করবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। ব্যাঙ্কে টাকা জমছে। আমাদের যৌথ জীবনটার অবস্থাও মোটামুটি ভালো, থিয়েটারের ঐ পর্দার বিশ্রী ব্যাপারটা ছাড়া। এখন ইস্কুলের কাজ থেকে তোমরা ছুটি পাবে। কিন্তু এ বছর আমরা আসল ছুটির ব্যবস্থা করতে পারব না। তার কারণ সবাই তোমরা জান। তা সত্ত্বেও আমাদের স্বাস্থ্যের কথাটা ভাবতে হবে। সে বিষয়ে ডাক্তার কিছু বলবে।'

মঞ্চে জাখারভের জায়গায় এসে কল্কা ডাক্তার যা বলল তা শুনে দারুণ অবাক হয়ে গেল ছেলেরা। প্রথমত, বিকেল পাঁচটার চা পুনঃপ্রবর্তিত করা উচিত। দ্বিতীয়ত, সবাইকে খুব খুঁটিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হবে। তৃতীয়ত, বিশেষ ধরনের স্নানের ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থত, দুপুরের খাবার পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম। ইত্যাদি, ইত্যাদি। বক্তৃতা শেষ করার অনেক আগেই চারিদিক থেকে প্রচুর আপত্তি উঠতে শুরু করল। নতুন কারখানা সম্বন্ধে তার কি কোনোই আগ্রহ নেই? বিকেল পাঁচটার চা-র মতো জিনিসে সে কি টাকা তছনছ করতে চায় যেটা খাবার সময় কারুরই নেই? আর এই নতুন কথাটা আবার কী—বিশ্রামের ঘণ্টা? কলোনিটা যেন স্যানেটোরিয়াম বা বিশ্রামের বাড়ি। যতই বলো কেউ সেই বিশ্রামের ঘণ্টায় ঘুমবে না। তার মানে চারটের বদলে পাঁচটায় কাজ শেষ করা, তারপর চায়ের জন্য ছোটা। একে কি সত্যি জীবন বলে? জীবন সম্বন্ধে অবশ্য কল্কার ধারণা ঘুমনো, চা খাওয়া আর ডাক্তারের কাছে যাওয়া! সব সময় তাদের নিয়ে সে যদি পুতুপুতু করে তাহলে তাদের পক্ষে তো ভলিবল খেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও সম্ভব হবে না...

তার পরিকল্পনার এই সব আপত্তি শুনে কল্কার মুখে রাগ ফুটে উঠল। আবার সে বক্তৃতা দিতে উঠল:

'তো-তোমরা কী সব অ-অশিক্ষিত লোক! তো-তোমরা বলতে চা-চাও কী, য-যত রাজ্যের আ-আজেবাজে কথা...'

সে তার প্রমাণ হাজির করল। কোনোখান থেকে সে নানা স্ট্যাটিসটিক্স

জোগাড় করেছে এইটে প্রমাণ করতে যে, 'সন্ধের প্রথম খাবার' তুলে দেওয়ায় কোনো মিতব্যয় হয়নি, কারণ আগের মতো খাবারের জন্যে ঠিক একই খরচ হচ্ছে। রাতের খাবার সময় সবাই এখন এমন গন্ডেপিন্ডে খায় যে বাবুর্চি একেবারে থই পাচ্ছে না!

'মোটেই না!'

'তার মা-মানে? আ-আলেক্সেই স্তেপানভিচকে তো-তোমরা জিগগেস কর!'

জীবনে এই প্রথম ছেলেরা জাখারভকে বিব্রত দেখল। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়িয়ে তিনি একটা অসহিষ্ণু ভাব দেখালেন:

'ডাক্তার, তুমি বলছ কী? মিতব্যয় নয় মানে? খাবারের ব্যাপারে টাকা তো — ইয়ে — বাঁচছেই!'

'বাঁচছেই!' পাগলের মতো চীৎকার করে উঠল ডাক্তার। 'আমি বলে দিলাম একটা রুবলও আ-আমরা বাঁচাচ্ছি না। খা-খাতাঞ্চির কা-কাছ থেকে স-সব সংখ্যাগুলো পে-পেয়েছি। আগের মতোই খরচ হচ্ছে। আমি ব-বলছি, বিকেল পাঁ-পাঁচটায় আমাদের চ-চা খাবার দরকার।'

জাখারভ হঠাৎ হেসে বসে পড়লেন। তাঁর মুখের ভাব থেকে বোঝা গেল ডাক্তারের সঙ্গে তর্ক করা সময়ের অপব্যয়। কলোনিবাসীরা 'সন্ধের প্রথম খাবারের' প্রশ্ন ছেড়ে পড়ল বিশ্রাম ঘণ্টা নিয়ে। তাদের কথায় দাঁড়াল যেন ডাক্তার খামোকা এই সব ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। জিরিয়ানস্কিই সবচেয়ে ভালো বলল:

'সবাই জানে আমরা কী রকম ডিসিপ্লিনকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু নিকোলাই, বলো কী করে জোর করে আমাকে তুমি ঘুম পাড়াবে? চোখ বন্ধ করে থাকলেও কী করে বুঝবে আমি ঘুমচ্ছি? আমি যদি ঘুমতে না চাই, তাহলে? না, ডাক্তার, এটা চলবে না।'

কল্‌কা এবার নতুন সুর ধরল। সে বলতে শুরু করল নানা ডাক্তারি বুলি, মানুষের শরীরের কথা, কতক্ষণ ঘুমনো দরকার তার কথা। ডিরেক্টর কিন্তু এবার সমর্থন করলেন ডাক্তারকে, বললেন:

'শোনো! বিশ্রাম ঘণ্টা নিয়ে আপত্তি করা ঠিক নয়। আমরা কি এমনই মুখ্যু, কিছুই বুঝি না? বিশ্রামের ঘণ্টা চালু করতে হবে। এতে আমাদের খুবই উপকার হবে। ঘুমবার বিউগ্‌ল্ বাজে রাত দশটায়। কিন্তু ঘুমতে তোমাদের লাগে তারপরেও পুরো এক ঘণ্টা। আর তোমাদের মধ্যে

চোর্নিয়াভিনের মতো কেউ কেউ বইয়ের পোকা আবার চুপিসারে মাঝরাত পর্যন্ত বই পড়ে।'

এ ধরনের সব কথায় প্রস্তাবিত বিশ্রাম ঘণ্টাকে বাতিল করে দেওয়া কলোনিবাসীদের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। তারা ব্যাজার মুখে গজগজ করতে লাগল, কিন্তু ভোট দিল তার স্বপক্ষেই। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সবাইকার মুখেই ফুটে উঠল অসন্তোষ।

'কবে থেকে এটা শুরু হবে? কাল থেকে? ভেবে ভেবে বার করেছে যা হোক! মাইরী!' অনুযোগের সুরে বলল তারা।

পরের দিন আদেশ জারি করা হল যে দুপুরের খাবারের পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম বাধ্যতামূলক। খাবার ঘরের মধ্যে দিয়ে ডাক্তার গেল। মুখে তার গর্বের ভাব। খুব যেন এক সংগঠক! সংগঠন করেছে কিনা বিশ্রাম ঘণ্টার!

দুপুরের খাবারের পর ভলোদিয়া বেগুনক 'ঘুমুবার' সঙ্কেত বাজাল শিবিরে। সূর্য জ্বলজ্বল করছে, প্রত্যেকেরই হাত পা নিসপিস করছে, অথচ বেগুনক বাজাচ্ছে 'ঘুমবার' সঙ্কেত। অসন্তুষ্ট চোখে সবাই তাকাল তার দিকে। কিন্তু এমন গম্ভীর মুখে জাখারভ সব তাঁবুতে ঘুরে বেড়ালেন যে কেউ কোনো শব্দ করল না।

নিজের তাঁবুতে গিয়ে জাখারভ বসে বসে শুনতে লাগলেন। এ আবার কী জাতের বিশ্রাম? সব তাঁবু থেকেই তো শোনা যাচ্ছে গুনগুনানি! ছেলেমেয়েরা বিছানায় শুয়ে কথা কইতে শুরু করে দিয়েছে। চেষ্টা করছে চাপা গলায় কথা কইতে, কিন্তু কেউই তা পারছে না। আর হাসিটা তো যথারীতি জোরালো, এমন কি মেয়েরাও জোরে জোরে ফিসফিস করছে আর হাসছে। এদিকে চতুর্থ দলের তাঁবুর মধ্যে থেকে এমন সব হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে যে মনে হয় সেখানে বুঝি হচ্ছে বক্সিঙ ম্যাচ। একটা দলকে ধমকে বললেন জাখারভ:

'অর্ডারটা মনে নেই? এত ফুর্তি কিসের? বিশ্রাম ঘণ্টা মানে ঘুমতে হবে। বকবকানি থামাও!'

তাঁর স্বরটা ভয়ঙ্কর শোনাল। মনে হল এই বুঝি তিনি কোনো শাস্তির কাজ বা ঐ জাতের কিছু বরাদ্দ করবেন। যারা সবচেয়ে বাচাল তাদেরও মুখ বন্ধ হল। কান খাড়া করে রইলেন জাখারভ। টুঁ শব্দটি নেই। নিজের তাঁবুতে তিনি ফিরে এলেন। সেখানে ডিউটির কম্যান্ডার ভলেঙ্কো ডেস্কে বসে কী যেন লিখছিল।

'পনের মিনিট পরে তুমি একবার ঘুরে দেখে এস,' জাখারভ তাকে আদেশ দিলেন।

'ঠিক আছে!'

'মনে হচ্ছে সত্যিসত্যি আমাদের কোনো কম্যান্ডারকে গ্রেপ্তার করতে হবে ...'

ভলেন্‌কো কোনো উত্তর দিল না। সবাইকার মতোই তার ধারণা এই বিশ্রাম ঘণ্টার কথাটা একেবারে বাজে। জাখারভ বসে একমনে শুনতে লাগলেন। তাঁবুগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমেছে। রাতের চেয়েও গভীর সেই স্তব্ধতা। তাঁবুর খাটে হাত পা ছড়িয়ে জাখারভও শুয়ে মৃদুস্বরে বললেন:

'অদ্ভুত সব! এমন সুন্দর জিনিস অথচ কিনা ... আপত্তি করে।'

'সময় নষ্ট করা দুঃখের কথা,' ভলেন্‌কোও বলল নীচু সুরে।

'ও কিছু নয় ... দেখছ তো, ঘুমচ্ছে। তার মানে ঘুমনো দরকার ছিল।'

ভলেন্‌কো এই মন্তব্যের কোনো উত্তর না দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। তার পায়ের মৃদু শব্দ সেখানকার স্তব্ধতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে আবার সে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। ডিউটির কম্যান্ডারকে সব সময়েই কিছু না কিছু করতে হয়।

'ওরা ঘুমচ্ছে?' জাখারভ প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার উঁকি মারল তাঁবুর মধ্যে। তাঁবুগুলোর দিকে ধূর্তভাবে চোখ মটকে সে বলল:

'দেখছেন তো। আ-আমি তো আপনাকে বলেইছিলাম ... ম-মড়ার মতো ঘুমচ্ছে ওরা!'

খুব খুসি হয়ে পা টিপে টিপে ডাক্তার তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে যেতে লাগল। কয়েকটা তাঁবুর বাইরে বেশ খানিকক্ষণ ধরে কান পেতে শুনে সে খুসি হয়ে ফিরে এল:

'দে-দেহের কিছু দ-দরকার হলে ... দে-দেহ আপনা থেকেই সেটা বোঝে ...'

টেবিলের পাশে অন্যদের সঙ্গে সে তাঁবুর খাটে বসল। কিন্তু বিশ্রাম ঘণ্টার আইনের দরুন কথা বলতে তার সাহস হল না। সে শুধু বসে বসে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা দুলতে দেখল। ফিসফিস করে জাখারভ বললেন:

'সময় কী রকম ঢিমে তালে কাটে! কিন্তু কাজ করার সময় একেবারে অন্য ব্যাপার!'

মাথা নুইয়ে ডাক্তার সায় দিল।

বিশ্রাম ঘণ্টা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে ভলেঙ্কো কোথা থেকে যেন বেগুনককে নিয়ে এল। বিউগ্‌ল্-বাজিয়ের চেহারাটা তাজা আর হাসিখুসি। ডাক্তারের দিক থেকে সে তার দুষ্টুমি-ভরা চোখদুটো সরাতে পারল না। কিন্তু চটপট বিউগ্‌ল্‌টা সে বার করল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভলেঙ্কো বলল:

'বাজাও, ভলোদিয়া!'

বিউগ্‌ল্ নাড়িয়ে যথারীতি স্যালুট করে বেগুনক তড়াক করে গিয়ে দাঁড়াল ময়দানে। পরিপূর্ণ স্তব্ধতাকে চুরমার করে দিল বিউগ্‌লের ঘুম ভাঙাবার তীক্ষ্ণ ডাক। কিন্তু বিউগ্‌ল্ ডাকের প্রথম সুরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুগুলোর মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত কান্ড শুরু হল যে জাখারভ তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। অসম্ভব আনন্দধ্বনি, হাততালি, বিজয়-উল্লাস এবং অন্যান্য নানা অসহ্য হর্ষধ্বনি শোনা গেল। এই হৈ-হল্লার মধ্যে মেয়েদের স্বরও গেল শোনা। জাখারভ তাঁর তাঁবুর বাইরে তাকালেন। এমন কি সভ্যভব্য বড়ো ছেলেরাও হাত নাড়াচ্ছে আর বাচ্চারা তাঁবুগুলো থেকে এমন হন্যে হয়ে ছুটছে যেন তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বলল:

'শয়তানের দল! ওরা তাহলে ঘু-ঘুময়নি।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই আপিস তাঁবুর চারিদিকে ভিড় জমে উঠল। বেগুনক তখন অত্যন্ত নিরীহ মুখ করে লাইনের মধ্যে দিয়ে ঘুম ভাঙাবার সংকেতধ্বনি করে চলেছে। পাঁশনেটা ঠিক করতে করতে জাখারভ বললেন:

'দেখলে তো তোমাদের কত উপকার হল! তোমরা বিশ্রাম পেয়েছ, ভালো ঘুমিয়েছ, এখন তোমরা নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারবে।'

কলোনিবাসীরা অকপটেই হাসল। কিন্তু দুপুরের খাবারের পর ঘুম যে সত্যিই খুব ভালো সে বিষয়ে একটি প্রতিবাদও শোনা গেল না।

পরের দিন নির্বিঘ্নে শুরু হল বিশ্রাম ঘণ্টা। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই ভানিয়া গালচেঙ্কো আর ফিল্‌কা শারিকে জাখারভ ধরলেন এক অতি মজাদার খেলার মধ্যে। তাঁবুর পিছন দিক থেকে তারা গড়াগড়ি খেয়ে বেরুচ্ছিল, মুখ বুজে পরস্পরকে মাটিতে চেপে ধরছিল বিজয়-উল্লাসের

ভঙ্গীতে। বিশ্রাম ঘণ্টাকে মেনে কথা না কইলেও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আর হুমকি ও জয়ধ্বনির এমন সব শব্দ উঠছিল যা গোটা তাঁবুতেই শোনা যায়। তাদের সামনে জাখারভ দাঁড়ালেন, তাঁর চোখে তিরস্কারের দৃষ্টি। শারিই প্রথম বিপদটা বুঝল। মুখ গম্ভীর করে ভানিয়ার কাছ থেকে নিজেকে সে ছাড়িয়ে নিল। তার মুখের ভাবটা এমন যে কারুরই এ সন্দেহ হওয়া চলে না যে ছেলেটা নির্দোষ নয়, মনে হবে যেন দোষ সবই কোনো এক কু-শক্তির, তার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বাধা দেবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও শারি অসহায়। ভানিয়া লুকল না যে সে ভয় পেয়েছে। শাস্তির আশঙ্কা নিয়ে সে জাখারভের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শারিকে জাখরেভ বললেন:

'সাবাস যা হোক! এটা নিয়েও নিশ্চয়ই তর্ক করবে!'

এই স্পষ্ট ইঙ্গিতটা শারি গায়েই মাখল না।

'সে কী! তর্ক করছ না যে!' ফিসফিস করে বলে চললেন জাখারভ।

'তর্ক করে কী হবে?' ফিসফিস করে উত্তর দিল শারি। 'দোষ তো আমারই হবে!'

'আমারও তাই মনে হয়। ওই যে পাহারা দিচ্ছে, তার তো বিশ্রাম করার সময় নেই। ওর জায়গায় তুমি যাও, ও একটু ঘুমিয়ে নিক।'

তাঁবুর পিছনে সান্ত্রীর ডিউটিতে সেমিওন গাইদভস্কি দাঁড়িয়ে। তার হাতে এক রাইফেল। দাঁড়িয়ে আছে সে কাঠের তৈরি একটা মস্তো ছাতার তলায়। তার দিকে তাকিয়ে শারি গম্ভীর সুরে বলল:

'সেমিওনও ঘুমতে চায় না।'

'কী করে তা জানলে?'

'কারণ কেউ-ই ঘুমতে চায় না।'

'তোমরা দুটিতে সবচেয়ে কম চাও তা দেখছি। বিশ্রাম ঘণ্টা শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি সান্ত্রীর কাজ কর।'

'কিন্তু আমরা যে দুজন।'

'বেশ, দু'জন ভাগাভাগি করে নাও। মোট কথা লেগে পড়। সেমিওনের বদলে সান্ত্রীর ডিউটিতে যাও।'

একই সঙ্গে শারি আর ভানিয়া ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর!' জাখারভ তাঁর তাঁবুতে ফিরে গেলেন। সব তাঁবুতে আবার নেবে এল ঘুমের স্তব্ধতা। অনেকেই এবার সত্যিসত্যি ঘুমল। না ঘুমাবার যত

চেষ্টাই কর্ক না কেন, চিৎপাত হয়ে বহ্ক্ষণ চুপচাপ শ্রয়ে থাকলে ঘ্ম তো আসবেই।

সান্ত্রীর কাজে প্রথমে গেল ভানিয়া। প্রথমে তার মনে হল কাঠের ছাতার তলায় রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকলেও জীবন ভারি মধ্র হতে পারে। কিন্তু তাঁব্গ্লোর ঘ্মন্ত স্তব্ধতা আর উজ্জ্বল রোদ অল্পক্ষণের মধ্যেই ভানিয়ার একঘেয়ে লাগল। রাইফেল হাতে চুপিচুপি সে গেল তাঁব্র সীমান্ত বরাবর। বাঁ দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেল সেই স্যারির তৃতীয় তাঁব্র পিছন থেকে এক জোড়া খালি পা বেরিয়ে রয়েছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করতে লাগল। পাদ্টো পড়ে রইল চুপচাপ। তাঁব্র ক্যাম্বিসের শাদা দেয়ালটা সামান্য নড়েচড়ে না উঠলে ভাবা যেতে পারত ঐ পা জোড়ার মালিক ঠিক বিশ্রাম ঘণ্টাই পালন করছে। কিন্তু ঐ নড়াচড়া থেকে বোঝা গেল সেখানে কিছ্ একটা সে করছে। এক মিনিট পরে ঘাসের মধ্যে পাদ্টো কিলবিল করে উঠল, তারপর তাঁব্র দেয়ালের তলা থেকে বের্ল প্রথমে ইজের-পরা একটি পশ্চাদ্ভাগ, তারপর নগ্ন পিঠ আর সবশেষে লাল-চুল একটি মাথা। সে রিজিকভ। তীক্ষ্ণ দ্ভিটতে সে তাকাল ভানিয়ার দিকে। তারপর তার ম্খের ভাবটা বদলে হয়ে উঠল ঢুল্ঢুল্। তারপর ভানিয়ার কথা বেমাল্ম ভুলে গিয়ে রিজিকভ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। হাতটা তার কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল তাঁব্র মধ্যে। ভানিয়া শক্ত করে রাইফেল ধরে তার কাছে গেল।

'কী করছিস এখানে?' চাপা ফিসফিসে গলায় সে প্রশ্ন করল।

'তাতে তোর কী?' ফিসফিস করে উত্তর দিল রিজিকভ।

'এটা দশম দলের তাঁব্। এখানে শ্রয়ে আছিস যে?'

একটা উদাস ভঙ্গী করে তাঁব্র দেয়ালের তলা থেকে হাতদ্টো বার করে টেনে টেনে বললে রিজিকভ:

'এমনি ... ভালো লাগে খোলা জায়গায় ... ঘ্মতে।'

'এখান থেকে সরে পড়,' আদেশ দিল ভানিয়া।

হঠাৎ রিজিকভ প্রোপ্রি জেগে উঠল। এমনভাবে চোখ মিটমিট করতে লাগল যেন বাস্তবিকই ঘ্মচ্ছিল। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বললে:

'দেখ একবার, কোথায় গড়িয়ে এসেছি! ভাব একবার!'

অলসভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে আর

চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সে চলল প্রথম দলের তাঁবুর দিকে। সম্ভবত সে সেই রহস্যময় শক্তিকে খুঁজছিল যেটা তাকে অজান্তে অন্য তাঁবুতে এনে ফেলেছে। অবাক হয়ে ভানিয়া তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর রিজিকভ চোখের আড়াল হলে চটপট নীচু হয়ে তাঁবুর দেয়াল তুলে ভিতরে তাকাল। দশম দলের সবাই ঘুমচ্ছে। মাটির উপর ক্যাম্বিস ঘেঁষে পড়ে রয়েছে একটা পাৎলুন আর তার পাশে ছোট্ট তালা-আঁটা কালো একটা ব্যাগ।

ভানিয়া ক্যাম্বিসটা নামিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তার জায়গায় ফিরে গেল।

৯

ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ

আসল কাজগুলো যা আছে সে তো আছেই, তার ওপর আরো নানা হৈচৈ-এর উপলক্ষ ক্রমাগত বেড়ে উঠছিল চতুর্থ দলে। কিন্তু ছেলেদের উৎসাহ আর কিছুতেই ক্লান্ত হয় না। শুধু সন্ধের দিকে কিছুটা পা টাটাত। ফিল্‌কা শারি বলল তার কারণ তারা খালি পায়ে বেড়ায়।

রাজমিস্ত্রিরা বহুকাল আগেই দেয়াল গাঁথা শেষ করেছে। তাদের এখন অন্য কাজ — গ্যারেজ তৈরী করা, যন্ত্রপাতির জন্য বেদী বানানো, নতুন বড় ঢালাই কারখানায় একটা জটিল শুকোবার ঘর নির্মাণ করা। ছুতোর আর ছাত মিস্ত্রিরা দেয়ালগুলো নিয়ে ব্যস্ত। দেম কলোনির মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, যাকে পায় তার কাছেই অভিযোগ করে:

'কাজের লোকের ভারি অভাব, চতুর্দিকে অভাব। আমাদের ছুতোর কম, সিমেণ্ট-কর্মী কম, এমন কি সাধারণ মুটে মজুরেরও অভাব!'

চতুর্থ দলের কাছেও দেম তার এই সার্বজনীন অভাবের কথা জানাল। সেই সঙ্গে আরো যোগ করল:

'আসলে ব্যাপার জানো, লোকে ভারি আবদেরে হয়ে উঠেছে। এটা একটা জরুরী কাজ আর সবাই চলেছে কিনা টারবিনস্ট্রয়তে! সেই নাকি ওদের উপযুক্ত জায়গা! সবাই ওখানে যেতে চায়, কারণ অবশ্য সেখানে তারা পায় কাজের পোষাক ...'

দেমের প্রতি কোনো রকম সহানুভূতি বোধ করার সুযোগ হল না চতুর্থ দলের। টারবিনস্ট্রয়! সহজ কথা নয় টারবিনস্ট্রয়। কথাটার ধ্বনির মধ্যেই রয়েছে একটা অস্পষ্ট ও চমৎকার গাম্ভীর্য।

'জায়গাটা কোথায়?' বাচ্চারা তাকে প্রশ্ন করল।

বেদনার্ত স্বরে উত্তর দেবার সময় দেমের ঘন গোঁফজোড়া কে'পে উঠল, গোল গোল চোখদ্বটো উঠল কু'চকে:

'সব জায়গাতেই! এইত আমাদের এদিকে একটা কিউপোলা ফার্নেস বানানো দরকার...'

'না, সে কথা নয়। এই টারবিনস্ট্রয়টা কোথায়?'

দেম দেখল বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে সে সময় বাজে খরচ করছে। ওরা পারে শ্বধ্ব টারবিনস্ট্রয় নিয়ে তাকে আজেবাজে প্রশ্ন করতে। অথচ দেমের কাছে জায়গাটার একমাত্র মানে এই: জায়গাটা তার শ্রমিকদের হাতিয়ে নিচ্ছে। তাই দেম ছ্বটল অন্য দিকে। এদিকে বাচ্চারা হয়ে উঠল আরো উত্তেজিত। কারণ এখন ঐ টারবিনস্ট্রয় ছাড়াও হঠাৎ এই কিউপোলা ফার্নেসটার কথাও তাদের ভাবতে হচ্ছে। ধাতুবিদ্যার একেবারে সার কথা হিসেবে এই আশ্চর্য কথাটা অনেকদিন ধরেই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কবিতার মধ্যেও স্থান পেয়েছে কথাটা। কিন্তু সর্বদাই তার দীপ্তিটা তাদের মনে হয়েছে এমন একটা জিনিসের যা দ্বর্লভ। আর দেম কিনা তার কথা বলছিল অমন অসহ্য গদ্যময়ভাবে! বলেছে যে, তাদের বানাতে হবে একটা — কিউপোলা ফার্নেস!

প্রতি দিনই নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আসতে লাগল। আসতে লাগল পিওতর ভরাবিয়ভের লরিতে স্বন্দরভাবে প্যাক হয়ে। ব্রবমকে সাধারণত দেখা যায় খাপছাড়া খাপছাড়া জায়গায়। লরি আসার খবর সর্বদাই তাঁর কানে আসে সব শেষে। আতঙ্কিত হয়ে হাত নাড়াতে নাড়াতে, চীৎকার করতে করতে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছ্বটে আসেন:

'কী করছ তোমরা? করছ কী?'

লরির চারিপাশের ভিড় ঠেলে তাঁর ব্বড়ো হার্টটাকে শান্ত হবার সময় না দিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি চীৎকার করেন:

'শীগগির নেমে আয় বলছি! লরি থেকে চটপট! ঐ যন্ত্রটা তোদের ছাগল নয়। ওটা "ওয়ান্ডারার"!'

চতুর্থ দলের বাচ্চারাই সব সময় প্রথম পেশছয় লরির কাছে। সব সময়েই ব্রবমকে তারা উত্তর দেয় একইভাবে:

'এটা আমরা নামাব। সলোমন দাভিদভিচ, আমরা মাল নামাব!'

সগর্বে ব্রবম তাঁর নীচের ঠোঁটটা ফোলান:

'কী যে বলিস তোরা। এ হল বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করা যন্ত্রপাতি! কে তোদের হাত দিতে দিচ্ছে? বড় ছেলেরা সব কোথায়?'

ততক্ষণে কিন্তু বড় ছেলেরা লরির কাছে ছুটে আসছে—নেস্তেরেঙ্কো, কলোস, পর্শের্ভ, সাদোভনিচি। প্রায় সমবয়সীর মতো তাদের ব্লুম বলেন:

'কমরেড নেস্তেরেঙ্কো, দয়া করে হাত লাগাও। এটা হচ্ছে "ওয়ান্ডারার" ইউনিভার্সাল মিলিং-মেশিন। বাচ্চাদের হটাও বাপু।'

নেস্তেরেঙ্কোর ভুরু সামান্য কুঁকড়ে উঠলেই বাচ্চারা লরি থেকে লাফিয়ে নামে। তাদের করার কিছু থাকে না। ধৈর্য ধরে তারা লক্ষ্য করে লরি থেকে বয়স্করা সবল হাতে বিরাট প্যাকিং-বাক্সটাকে ধীরে ধীরে পিছলে নামাচ্ছে। ক্যাঁচক্যাঁচ করে গুদামঘরের চওড়া দরজাটা খুলে যায়। ছেলেরা ধরে থাকে রোলার আর শাবল। তখন সবাইকার জন্যই থাকে কাজ। কিন্তু বাচ্চারা যদি শাবলের জন্যে ছোটে, তাহলে নেস্তেরেঙ্কো তাকায় বিরক্ত হয়ে। তারপর কিন্তু তার বিরক্তিটা নরম হয়ে আসে:

'হাত দিয়ে তোদের হবে না। পেট! পেট লাগা। চলে আয়, পেট দিয়ে ঠেল!'

চতুর্থ দলের ছেলেরা পা ঝাঁকায়, মুখ কোঁচকায়। আধ টনের বেশি ওজনের বাক্সটা সামান্য তোলা হয় যাতে তার তলায় রোলার চালিয়ে দেওয়া যায়।

'বাচ্চারা, তোদের কজন মিলে এক কিলোগ্রাম হয়?' হেসে নেস্তেরেঙ্কো প্রশ্ন করে। 'দশ জন মিলে না?'

যন্ত্রের প্যাকিং-বাক্সটা যখন গুদামঘরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয় আর ভাঁড়ারী যখন তালা আর খিল সশব্দে বন্ধ করে, চতুর্থ দল তখন চটপট যায় নতুন কাজে। যেতে যেতে তারা তর্ক করে:

'ওটা মিলিং-মেশিন!'

'ভারি তো জানিস! ওটা ইউনিভার্সাল!'

'ইউনিভার্সাল! ওটা তো শুধু একটা টেকনিক্যাল নাম। কিন্তু আসলে ওটা সাধারণ একটা মিলিং-মেশিন।'

'হ্যাঃ! বড়ো বললেন! সাধারণ! আছে ভার্টিকাল মিলার, আছে হরাইজণ্টাল মিলার, তেমনি আছে ইউনিভার্সাল মিলার।'

'দ্যাখ, দ্যাখ একবার। একেবারে মিলিং-মেশিনের ওস্তাদ। "ভার্টিকাল মিলার!" তার কী বুঝিস তুই?'

'ভার্টিকাল? কী, নেই ভার্টিকাল মেসিন?'

'বেশ, তা সে যন্ত্রটা কী জিনিস বল দেখি!'

'ভার্টিকাল মেশিন এই রকম, বুঝলি?'

নোংরা একটা আঙুল শ্রোতাদের নাকের তলায় এসে লাগে। তারপর সেটা ঘুরে যায় অনুভূমিকভাবে।

'আর ইউনিভার্সাল মেশিন কী?'

'ইউনিভার্সাল সেটা হল — ইয়ে — মানে অন্য ধাঁচের...'

'এই রকম?'

'না, ঠিক ও-রকম নয়...'

'তবে কি এ-রকম?'

'তুই পেয়েছিস কী? আমি বলছি ইউনিভার্সাল আর তুই কেবল আঙুল ঘোরাচ্ছিস। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, সলোমন দাভিদভিচকে জিগগেস কর গে।'

কিন্তু ব্লুম বা চতুর্থ দলের বাচ্চাদের সে সময় নেই। 'ওয়ান্ডারার' নিয়ে তর্ক চলেছে এমন সময় আরো অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র এসে পেঁছিল: 'সিনসিন্নাটি', 'মারাৎ', 'রেইনেচের', 'লুদ্‌বিগ্‌ লেবে' এবং কতকগুলো খুব ছোটো ছোটো টার্নিং লেদ। ব্লুম সেগুলোকে বলতে লাগলেন 'লের্থে এন্ড স্মিদৎ'। কিন্তু সুবিধের জন্য চতুর্থ দল সেগুলোর নাম দিল 'লাট্রু স্মিদৎ'। প্রত্যেকটা যন্ত্র কেবল নতুন নাম নিয়েই এল না, এল নতুন তর্ক নিয়েও। পেষাই যন্ত্র নিয়ে পুরো সপ্তাহ ধরে এমন উত্তেজিত আলোচনা চলল যে, এক সন্ধেয় জিরিয়ানস্কি গোটা দলকে ধমকে দিল:

'কী তোদের এত তর্ক বল ত? সকাল থেকেই চেঁচাতে শুরু করিস, কাউকে একটা কথা বলা যায় না!'

'কিন্তু কেন বলছে পেষাই যন্ত্র মানে পালিশ করবে! এটার দরকার সূক্ষ্মতার জন্যে। ঝকঝক করছে তার অন্য কারণ আছে।'

ইঞ্জিনিয়াররাও আসতে শুরু করলেন। যন্ত্রের চেয়ে তাঁদের বোঝা কঠিন। শুধু একজন ছাড়া — ভরগুনভ। গোড়া থেকেই বোঝা গেল তিনি প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। গম্ভীর ক্রুদ্ধ মুখে ভারি ভারি পা ফেলে ছেলেদের পাশ দিয়ে তিনি হাঁটেন। ছেলেরা বুঝতে পারে না তাঁকে শুভদিন জানানো উচিত কিনা। কারুর সঙ্গেই তিনি কোনো কথা বলেন না, কারুর উদ্দেশে মৃদু হাসেন না। অন্যদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে ছেলেরা বুঝেছে সর্বদাই তিনি খুব হম্বিতম্বি করেন। হালে তিনি গ্রিগোরিয়েভ নামে এক

তরুণ, বাবু গোছের ইঞ্জিনিয়ারকে খুব ধমকেছিলেন উঠোনের মাঝখানে। তাকে চীৎকার করে বলেন:

'ধুত্তোরি সব! বলেছিলেন তিন দিনের মধ্যে ব্লু প্রিণ্ট তৈরী হয়ে যাবে। কোথায় তা?'

গ্রিগোরিয়েভ নিজের বুকে হাত দিয়ে তার চিঁ-চিঁ গলায় উত্তর দেয়:

'কিন্তু পিওতর পেত্রভিচ, যন্ত্রপাতির এখনো যে মাপ-জোপ আমরা পাইনি! সেগুলো যে আসেনি সেটা তো আমার দোষ নয়!'

ভরগুনভ তাঁর বিরাট মাথাটা নামিয়ে রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ভাঙা গলায় বললেন:

'এটা অসহ্য! KMZ-এ একই ধরনের আঠারটা যন্ত্রপাতি আছে! এক্ষুণি গিয়ে নিজে মাপ-জোপ নিন গে। এক সপ্তাহের মধ্যেই যেন বেদীগুলো শেষ হয়ে যায়!'

'পিওতর পেত্রভিচ!' আপত্তি জানায় ইঞ্জিনিয়ার।

'এক সপ্তাহের মধ্যে, শুনতে পেলেন?'

শেষের কথাগুলো ভরগুনভ এমন রেগে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন যে, শুধু গ্রিগোরিয়েভ ভয় পেল না, ছেলেরাও ভয় পেয়ে গেল। ভরগুনভকে তারা দেখে ভয় মেশানো একটা বিরুদ্ধভাব নিয়ে। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার তাদের দেখেন বিরক্তিকর বাচ্চা ছেলের দল হিসেবে যারা তাঁর অসুবিধে সৃষ্টি করে। তর্কি বলে সন্ধেয় জাখারভের আপিসে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে লোকেদের ঝগড়া বাধে। এই রকম একটা ঝগড়া হয় ব্লুমের সঙ্গেও। ইঞ্জিনিয়ারদের প্রবেশকে ব্লুম মনে করতেন অত্যন্ত অপচয়ের একটা ঝুঁকিদার কাজ। সব সময় নিজেকে সামলাতে প্যরতেন না, ভর্ৎসনা করে বসতেন:

'এক একটি কোপেক জমাতে কত ঘাম ঝরেছে, কত মেহনত। আর এখন সবকিছু যখন তৈরি তখন গটমট করে এসে ঢুকছেন সব, মাপার যন্ত্র আর ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে খুলেছেন একটা ডিজাইন-ঘর আর ল্যাবরেটারি! ইঞ্জিনিয়ার কতরে বাবা! সর্বনাশ!'

কথাগুলো ভরগুনভ শুনছিলেন মুখে একটা অলস ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে। মাঝখান থেকে চুপচাপ তিনি বলে উঠলেন:

'মামুলী মফস্বলী দর্শন! এক এক কোপেক করে টাকা জমানো, এতে আমরা ওস্তাদ। টাকাটাও সম্ভবত মোজার মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছিলেন, সলোমন দাভিদভিচ?'

'টাকাটা তো আপনি পাচ্ছেন আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে। মোজার কথা তোলেন কেন?'

'আপনাদের ঐ রুবলের কথা যথেষ্ট হয়েছে। আপনার জন্যে এই কারখানাটা আমি বানাচ্ছি না। বানাচ্ছি রাষ্ট্রের জন্যে।'

'রাষ্ট্র এক ব্যাপার, কলোনি আর এক ব্যাপার। কারখানাটা আপনি বানাচ্ছেন কলোনিবাসীদের জন্যে, সেটা আপনাকে মনে করিয়ে দেবার অনুমতি দিন। আপনি যদি ওদের দিকে কোনো লক্ষ্য না দেন...'

'ধুত্তোরি! বেদীগুলো নিয়ে আবার এই ঝামেলা। সত্যি! ইভান সেমিওনভিচ! ওই গাধাটাকে কোথায় পেলেন, যে ছোকরার চুল কালো? তাকে কি বলেছিলেন ইস্পাতে দাগ দিতে?'

ইভান সেমিওনভিচ কমারভ নামে তরুণ ইঞ্জিনিয়ার তাকাল সশঙ্ক দৃষ্টিতে:

'হ্যাঁ, তাকে বলেছিলাম ধূসর আর হলদে রঙ দিয়ে দাগ দিতে!'

'ফলে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো সবগুলো সে রঙ করে বসেছে!'

কমারভ ফ্যাকাশে হয়ে কী একটা আর্তনাদ করে আপিস থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। ভরগুনভ তাঁর ক্লান্ত চোখ ফেরালেন একটা মোটা নোট-বই-এর দিকে। তারপর হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বিড়বিড়িয়ে কী একটা ভর্ৎসনা করে গেলেন কমারভের পিছন পিছন।

'কী রাগী রে বাবা!' তস্কি বলল।

'রাগী নন ভিক্তর, অনুরাগী!' কাজ থেকে মুখ না তুলে জাখারভ উত্তর দিলেন।

'কীসের অনুরাগ?'

'আইডিয়ার!'

১০

চেঁচায় বটে

ফ্রন্টের খবর প্রতিদিন বেরুতে লাগল। কলোনির সাফল্যকে প্রশংসা করার জন্য প্রতি দিন ইগর খুঁজে বার করতে লাগল নতুন নতুন জমকালো কথা। কম্‌সমলে ইগর যোগ দেবার পর থেকে এই ধরনের লাইন দেখা দিতে লাগল:

'আমাদের দেশের শিল্পায়ন আর আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরালো করার

জন্য আমাদের "লাল পতাকাধারী" ডান পাশ আজ পলায়নোন্মুখ শত্রুকে একটা নতুন আঘাত হেনেছে...'

'কমরেড কলোনিবাসীরা! ফ্রণ্টে আমাদের বিজয় দৃঢ়তর হয়েছে। আজ কলোনিতে এসেছে মোট ছ'টি "লাল প্রোলেটারীয়" টার্নিং লেদ। আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ কমরেডরা এই যন্ত্রগুলো বানিয়েছেন যাতে আমরা আমাদের যন্ত্রবিদ্যার অনুন্নতিকে ধ্বংস করতে পারি!'

'কমরেড সৈন্যরা! গতকাল যে "স্যামসন ভের্কে" নামে পেষাই যন্ত্রগুলো এসেছে যাতে ম্যাগনেটিক বেড-প্লেট আছে, সেগুলো তোমরা দেখেছ? এখনো আমাদের দেশ এই যন্ত্রগুলো বানাতে পারে না। কিন্তু কাল ওগুলো আমরা বানাব! আমাদের অন্যদের সমান সমান হতে হবে, তারপর যেতে হবে তাদের ছাড়িয়ে। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিও তৈরী হয় না, কিন্তু কাল আমাদের কলোনি সেগুলো বানাবে। আমাদের সৈন্যদের চাপে পড়ে শত্রু — যন্ত্রবিদ্যার পশ্চাৎপদতা — ১২ই আগস্টের লাইনে পিছু হটেছে। একটা কি দুটো আঘাতে শত্রুর মধ্যে আমরা একটা মারাত্মক ভাঙন ধরিয়ে দেব — তাদের পুঁজিবাদী উৎপাদনের আমরা ক্ষতি করব ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আমদানী করা থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করে!'

'কলোনিবাসীরা, খবরের কাগজ পড়! আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণী কী কী জয়লাভ করেছে তোমরা জানতে পারবে। সমাজতন্ত্রী ফ্রণ্টের অতি ছোটো একটি এলাকা আমাদের ফ্রণ্ট। কিন্তু ঐ সরু ফ্রণ্ট দিয়ে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ বাঁ পাশ — ছুতোররা — পুরো আঠেশ দিন এগিয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রী আক্রমণের গৌরবময় যোদ্ধারা এই ছুতোররা দীর্ঘজীবী হোক!'

যদিও যুদ্ধের ঐ রিপোর্টগুলো বেরুত প্রতিযোগীদের হেডকোয়ার্টারের নামে তবু প্রত্যেক কলোনিবাসী ভালো করেই জানত ইগর চের্নিয়াভিন সেই হেডকোয়ার্টারের প্রাণ। কলোনিবাসীরা ইগরের কাজে খুব খুসি, তাকে দেখলে মৃদু হাসত, তারিফ করত।

মাঝে মাঝে রিপোর্টগুলোর পাশে ইগর পিন দিয়ে এঁটে দিত অন্য একটি কাগজ। তাতে থাকত লোকের ছবি, ড্রয়িঙ, ব্যঙ্গচিত্র আর নক্সা। এই কাজটা কিন্তু কম্‌সমল ব্যুরো দেখত বাঁকা চোখে।

'ওটা দেয়াল-পত্রিকায় দেওয়া উচিত,' তারা বলত। 'রিপোর্টের মধ্যে ঢোকাচ্ছ, এদিকে দেয়াল-পত্রিকা ক্রমশ টিমটিমে হয়ে উঠছে। নিজের কোলেই তো আর সব ঝোল টানা উচিত নয়!'

ইগর মেনে নিত। কিন্তু মাঝে মাঝে সংযম রাখা কঠিন হত। নবম দলের জাঁ গ্রিফ আর দ্বিতীয় পেত্রভ এবং সপ্তম দলের ক্রুক্সভ আগে সর্বদাই খানিকটা চালিয়াতি দেখাত। এখন তারা নিজেদের নিয়ে একটা ছোটো বিপক্ষ দল গড়ে তুলল। ক্রুক্সভ সেই দলের নেতা। তাই কলোনিবাসীরা এই প্রবণতার নাম দিল ক্রুক্সবাদ। এ-কথা অবশ্য সত্যি, ক্রুক্সিস্টরা ভালো করে ও আন্তরিকভাবে কাজ করে। কিন্তু সন্ধের আলোচনার সময় এই ধারণাটা ছড়ায় যে, ইলেকট্রিক যন্ত্র বানাবার কারখানা তৈরী করা কলোনির পক্ষে ঠিক নয়। সেটা করা উচিত 'গুরু শ্রমশিল্পের জন কমিসারিয়েটের'। কলোনিবাসীদের এমনিতেই অন্য কত কাজ। যেমন দ্বিতীয় পেত্রভের ঝোঁক সিনেমায়, জাঁ গ্রিফের সঙ্গীতে, ক্রুক্সভের খেলাধুলোয়। ইগর চের্নিয়াভিন পুরো একটা রাত কাটাল মালেঙ্কির সঙ্গে। পরের সকালে অত্যান্ত জমকালোভাবে রিপোর্টটা বেরুল।

লেখার মধ্যে ক্রুক্সিস্টদের কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু সেখানে ছিল একটা অত্যন্ত দক্ষ হাতে আঁকা ছবি। নানা মিনার তোলা চমৎকার একটি সহর। তার পাঁচিলের কাছে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে। এক লাল পতাকার তলায় সারির পর সারি আক্রমণকারীরা এগুচ্ছে, ফাটন্ত গোলার ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে, হাতাহাতি লড়াইয়ে চালাচ্ছে বেয়োনেট। তাদের শাদা কলার আর হাতের ব্যাজ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা কলোনিবাসী। ওদিকে তাদের অনেক পিছনে কাব্যিক শ্যামশোভায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটি মালগাড়ি — তিনজন লোক তাতে। একজনের হাতে সিনে-ক্যামেরা, দ্বিতীয় জনের হাতে বড় ট্রামপেট, তৃতীয় জনের হাতে ফুটবল। অতি যত্নে তাদের মুখ আঁকা হয়েছে। দ্বিতীয় পেত্রভ, জাঁ গ্রিফ আর ক্রুক্সভকে চিনতে কারুরই কোনো অসুবিধে হল না।

সমস্ত দিন ধরেই সেই নক্সার কাছে দলে দলে লোক জমল। হাসাহাসি করল। কম বেশি সরস মন্তব্যও শোনা যেতে লাগল, ছবিটাকে আর একটু বাড়িয়ে পরিপূর্ণ করার প্রস্তাবও দিল কেউ কেউ। সাধারণ সভায় সেই তিনজন ক্রুক্সিস্ট দারুণ আপত্তি জানাল। ক্রুক্সভ বলল:

'যা খুসি টাঙাবার অধিকার চোর্নিয়াভিনকে কে দিয়েছে? কবে আমি মালগাড়িতে বসে থেকেছি? আমার যন্ত্রে পরিকল্পনার চেয়ে শতকরা

তিরিশভাগ বেশী কাজ তুলেছি। কখনো যদি নানা বিষয়ে আমার মতামত জানাই, সেটা তো শুধু কথার কথা।'

'তোর কথার জন্যেই তো তোকে ধরা হয়েছে,' তম্স্কি বলল। 'নইলে আর কিসের জন্যে?'

ক্রুক্সভ বলল, 'নয় কথার জন্যেই, তাই বলে এই ধরনের ...'

ক্রুক্সভের ধারণা হল তার সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেই সভাতেই তার আর অন্যদের উপর যা বর্ষিত হল সেটা আরো কঠোর। জিরিয়ানস্কি তাদের খুব একচোট নিল। সে বলতে শুরু করল:

'ও-ধরনের কথাবার্তার জন্যে তোদের কাজ থেকেই ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত। কারখানা দরকার নেই! কোনো দরকার নেই, তাই না? হাঁদারামের দল, হিসেব করে একবার দেখ বিপ্লবের আগে শ্রমিক শ্রেণীদের কটা সিনেমা ছিল! কজন শ্রমিকের ছিল নিজস্ব ব্যান্ড দল বা ফুটবল খেলার মাঠ? হিসেব করে দ্যাখ একবার! সব সম্পদ তোদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কে যে দিল সেটা তোদের মাথায় ঢুকছে না। আমাদের যদি কারখানা না থাকে, বিরাট বিরাট কারখানা, তাহলে তোদের এই সঙ্গীত আর খেলাধুলোর কোনো চিহ্নও থাকবে না! আমার প্রস্তাব এদের কারখানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেন মুটে মজুরের কাজ দেওয়া হয়। ওরা সেটা চেষ্টা করে দেখুক!'

সবচেয়ে বেশী ভয় পেল দ্বিতীয় পেত্রভ। সে চেঁচিয়ে উঠল:

'সে কী কমরেড, সে কীরে, আমি কি কখনো কারখানার বিরুদ্ধে কিছু বলেছি? দেখবি তোরা কী রকম কাজ করি! দেখিয়ে দেব আমি!'

ক্রুক্সভ অপরাধ স্বীকার করে অনুরোধ জানাল তাকে যেন ক্ষমা করা হয়। কলোনিবাসীদের আরো সে অনুরোধ জানাল তারা যেন ক্রুক্সবাদ কথাটা না বলে। লোককে অমন অপমান করা ভালো কি?

এই ঘটনায় কলোনিবাসীদের মধ্যে ইগর চের্নিয়াভিনের প্রতিষ্ঠা দারুণ বেড়ে গেল। 'যুদ্ধের রিপোর্টের' সম্পাদক হিসেবে তার দায়িত্বের গুরুত্ব সে-ও এই প্রথম টের পেল।

ব্রুমের কারখানা শেষাবস্থায় পৌঁছচ্ছে। শীতের প্রকোপে 'স্টেডিয়ামের' চেহারা হয়ে উঠেছে কালচে, জোরে বাতাস বইলে তার দেয়াল থরথর করে কাঁপে। যান্ত্রিক কারখানায় আর শোনা যায় না ছোটো বড়ো আদৌ কোনোরকম মেরামতির কথা। ট্রান্সমিশনকে দেখে মনে হয় লোহালক্কড়ের গাদা। কোনো রকমে খাড়া রাখা হয়েছে মর্চে-পড়া লোহার তার দিয়ে, এখানে ওখানে এমন

কি দড়ি দিয়েও বাঁধা। চোখের সামনে টার্নিং লেদগুলো — সেই 'ছাগলগুলো' — ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সাপোর্টগুলো উঠছে দুমড়ে আর ভাঙা খোপগুলো নড়বড় করে আপত্তি জানিয়ে ঘোরে। কিন্তু কলোনিবাসীরা আর অভিযোগ জানিয়ে ব্রুমকে বিরক্ত করে না। কখনো নীরবেই, কখনো বা মৃদু হেসে তারা তাদের ভাঙা যন্ত্রগুলোকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে আবার চালু করে। ইতিমধ্যে টার্নারদের হাত হয়ে উঠেছে যাদুকরের মতো দক্ষ। উৎপাদনের কৌশল সম্বন্ধে ভলগুকের প্রচুর অভিজ্ঞতা। সহজে সে অবাক হয় না। এমন যে ভলগুক সে-ও কোন এক পেৎকার সামনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই পেৎকা ঠায় চার ঘণ্টা ধরে তার যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন খানিকটা ঝাপসা দেখায় তাকে, এত চটপট তার হাত-পা নড়ে, এত বেশি তার গোটা শরীরটা কাঁপে দোলে।

'শয়তানই জানে বাবা! ভারি চটপটে ছেলে সব!' চলে যেতে যেতে মন্তব্য করে ভলগুক।

ক্রেইৎসার মাঝে মাঝে কলোনিতে আসেন। একবার এসে তিনি গেলেন যান্ত্রিক কারখানায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে চারিদিকে তিনি তাকালেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর চোখ আরো বড় বড় হয়ে গেল। ঠোঁট ফুলিয়ে আপন মনেই যেন তিনি বিড়বিড় করে উঠলেন:

'ভূতের বাচ্চা একেবারে! কী ওস্তাদ হয়ে উঠেছে সব!'

কয়েকটি মুখ তাঁর দিকে ফিরল। ঝলমল করে উঠল ক্ষণিক হাসিতে। দেখতে দেখতে ক্রেইৎসার আরো এগুলেন। তাঁর মাথার উপর ট্রান্সমিশনগুলো পাক খাচ্ছে আর লাফাচ্ছে। তাদের উপর দিয়ে পতপত করে ঘষটে চলেছে হাজারবার তালি-মারা বেল্ট। সমস্ত যন্ত্রপাতি সমেত সিলিংটাও কেঁপে উঠছে, সেখান থেকে খসে পড়ছে শেষ অবশিষ্ট প্লাস্টার। উপর দিকে আঙুল দেখিয়ে ক্রেইৎসার বললেন:

'মাথায় ভেঙে পড়বে না তো?'

উৎকণ্ঠা আর বিস্ময়-ভরা চোখে তিনি তাকালেন ভানিয়া গালচেঙ্কোর দিকে। একটা তৈরী তেল-পাত্র টেনে বার করে তার জায়গায় আর একটা রেখে চালক-দণ্ডে ধাক্কা মেরে তার কাজের মধ্যে এক মুহূর্ত অবসর করে নিয়ে সে মাথা ঝাঁকাল — তার অর্থ সিলিংটা ভাঙবে না। অসহায়ভাবে ক্রেইৎসার তাকালেন চারিদিকে। ভলগুক ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এল।

'এটা ভেঙে পড়বে না বলে আপনি নিঃসন্দেহ?'

তথ্যের শক্ত ভিত্তি না থাকলে ভলগুক নিজের মতামত প্রকাশ করতে চায় না। সে-ও উপর দিকে তাকিয়ে মাথার উপরকার ট্রান্সমিশনের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে দেখল, একটু মাথাও ঘোরাল, ঠোঁট আর চোখ কোঁচকাল এবং এসবের পরেই শুধু উত্তর দিল:

'কিছুদিনের মধ্যে এটা ভেঙে পড়বে। কিন্তু এখন ঠিক আছে — চলে যাবে।'

'কিন্তু সিলিংটা?'

'ও, সিলিংটা!' আবার ভলগুক চোখ তুলে ধীরেসুস্থে সিলিংটা পরীক্ষা করল। 'সিলিংটা অবশ্য খুব মজবুত নয়। তবে ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখছি না। সিলিঙ ভেঙে পড়ে কদাচিৎ... কড়ি-বরগাগুলো যত দিন ঠিক আছে তত দিন ওটা খাড়া থাকবে।'

'হালে কড়ি-বরগাগুলো পরীক্ষা করেছেন?'

'না, আমার কাজ যন্ত্রপাতির দেখাশুনো করা।'

ক্রেইৎসার ভলগুকের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন তারপর অবাক হয়ে মুখ খুললেন:

'তাহলে?'

তারপর ব্লুম এসে ক্রেইৎসারকে বুঝিয়ে বললেন, ওই দুর্ঘটনা ঘটার আগে দশটা নতুন কারখানা বানাবার সময় পাওয়া যাবে এবং তা যদি ঘটেও কড়ি-বরগাগুলো ছেলেদের মাথায় পড়বে না। সেগুলো বসে যাবে প্রথমে, তখন ফাটল দেখা যাবে। এর উত্তরে কিছু না বলে ক্রেইৎসার গেলেন সংযোজন কারখানায়। এখানে কোনো সিলিংই নেই — কাজ চলেছে উঠোনে। ইগর চোর্নিয়াভিন এখন আর জোড় পালিশ করে না। ড্রয়িং-ডেস্কের পায়াগুলো জোড়ার কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে। এ কাজটা সবচেয়ে কঠিন আর অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। তার সোজা সোনালী চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, গালে ময়লা, কিন্তু কৌতুকের মৃদু হাসিতে বেঁকে রয়েছে তার ঠোঁট। যে অংশটা তার দরকার সেটা সে সত্বর হাতে নিচ্ছে, চটপট সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখছে, আঠার বুরুশ দিয়ে তাতে গোটা দুই পরিচ্ছন্ন আঁচড় টানছে, চক্ষের নিমেষে বুরুশের বদলে তার হাতে উঠছে একটা ছোটো কাঠের মুগুর, তারপর একটা অংশের গোঁজ চলে যাচ্ছে অন্য একটা অংশের গর্তে। অপ্রত্যাশিতভাবে সজোরে বাড়ি পড়ছে মুগুরের আর তারপর আবার ইগরের হাতে আসছে একটা ছোটো অংশ এবং আর একটা বাড়ি মারার জন্য আবার উঠছে মুগুরটা।

দঢ়ে নির্ভুল ছন্দে তার হাত ওঠানামা করছে। ওক কাঠের অংশগুলোর দিকে প্রায় সে তাকাচ্ছেই না। কিন্তু হঠাৎ একটা অংশ ছিটকে পড়ল লাট মালের গাদায় আর কাজ না থামিয়েই চেঁচিয়ে শ্তেভেলকে ইগর বলল:

'ডাভটেলিঙ যন্ত্রটায় আবার আধখানা গোঁজ ভাঙল সিনর! আজ ইতিমধ্যেই দু ডজন কাঠের গজাল ফেলে দিয়েছি। দেবদূতেই জানে, ওখানে তারা করছে কী?'

ক্রেইৎসারকে দেখে ইগর স্যালুট করল। ক্রেইৎসার শান্ত ভঙ্গীতে উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করলেন:

'আজ বাঁ পাশের কেমন অবস্থা?'

'মিখাইল অসিপভিচ, ধাতুকর্মীদের আমরা ছাড়িয়ে গেছি!'

'তা সত্ত্বেও বছরের শেষ পর্যন্ত তোমরা এটা বজায় রাখতে পারবে না।'

'নিশ্চয়ই পারব! কিন্তু "স্টেডিয়াম" পারবে না। ধাতুকর্মীদের অবস্থাও খারাপ। তারা এটা বজায় রাখতে পারবে না। তাড়াতাড়ি নতুন কারখানা না হলে নয়।'

'তাড়াতাড়ি? কিন্তু তিন লাখ?'

'এখন আমরা ১৯শে আগস্টের লাইনে পেঁাছেছি। তিন মাসের মধ্যে এ-বছরের পরিকল্পনা আমরা শেষ করব। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের চার লাখ লাভ হবে। তাছাড়াও আরো কিছু বাঁচবে।'

কাজের লোক অন্য কাজের লোকের দিকে যেভাবে তাকায় সেইভাবে ক্রেইৎসার তাকালেন ইগরের দিকে। খানিক ভাবলেন, চারিদিকে তাকালেন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর স্পষ্ট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন:

'তিন মাস... উঁহু... এ-জায়গাটা অত দিন টিঁকবে না!'

'আমাদের হিম্মত আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যন্ত্রগুলোর নেই...'

'সে-কথা ঠিক! এটা হিম্মতের প্রশ্ন...'

চতুর্থ দলের হাতে এখন অন্য একটা কাজ।

বিশ্রাম-ঘণ্টার সময় রিজিকভের খাপছাড়া ব্যবহারের কথা তাদের বলতে ভানিয়া দেরী করেনি। রুদ্ধশ্বাসে চতুর্থ দল তার কথা শুনল। জিরিয়ানস্কি ভুরু কুঁচকে বারবার কানে টান দিল। স্থির হল ব্যাপারটা নিয়ে সেই সন্ধেয় কোনো হৈচৈ না করে ঘটনার আরো ক্রমবিকাশের দিকে নজর রাখা হবে। একমাত্র বেগুনকই বলল এক্ষুণি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একে একে ছেলেদের দিকে সে ফেরাল তার রোদ-পোড়া মুখ:

'নজর রাখা! কতবারই তো দেখলাম? ওকে মাতাল দেখেছি, সেই সিগারেটের বাক্সটা দেখিয়েছি, এবার তো হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি। তবুও নাকি নজর রাখতে হবে। ও দিব্যি চুরি করে চলুক। আমার মতে কালকের সাধারণ সভায় কথাটা আমাদের তোলা উচিত...'

'কী হবে তাতে?' ফিল্‌কা প্রশ্ন করল।

'হবে মানে?'

'ও সোজা বলে দেবে খোলা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, ব্যাস্।'

'কিন্তু তাঁবুর দেয়ালের নীচে ওর হাতদুটো কী করছিল?'

'প্রমাণ করবি কী করে? বলবে, ঘুমিয়ে থাকলে লোকের হাতটা কোথায় রইল না রইল, সেটা কি একটা কথা?'

'আর তার মাথাটা?'

'কিন্তু কী করে প্রমাণ করবি?'

'ভানিয়া তাকে দেখেছে।'

'ভানিয়া কিছুই দেখেনি। সে একবার তার পা দেখেছে, একবার তার মাথা দেখেছে আর একবার ব্যাগটা দেখেছে — সবই আলাদা আলাদা করে।'

'সবকিছু একসঙ্গে দেখতে হবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। বটেই তো, ব্যাগটা দেখতে হত জায়গামত, রিজিকভের হাতে।'

জিরিয়ানস্কি বলল:

'মাথা গরম করিস না তো! ঝট করে একেবারে সাধারণ সভায় তোলা, রিজিকভ চোর! সেও চলে না। ভানিয়া নয় একটা কিছু আন্দাজ করল! অথচ ও চোর হতে না-ও পারে। একবারও তো ধরা পড়েনি। একবারও না! পদভেস্কোকে রিজিকভ যেবার ধরেছিল সেটা বাস্তবিকই একটা প্রমাণ। সেটা আমি বুঝি। হাতে-নাতে ধরে সাধারণ সভায় তাকে সে প্রমাণশুদ্ধ হাজির করে। কিন্তু দেখাবার তোদের কী আছে? বলবি সিগারেটের প্যাকেট পেয়েছিলি? শুনে লোকে হাসবে, বলবে, ময়লা ফেলার জায়গায় পুরনো প্যাকেট খুঁজে বেড়ানো, সখও আচ্ছা। এবার ভানিয়া তাকে দেখেছে ঘুমতে আর তাঁবুর মধ্যে একটা ব্যাগ পড়ে ছিল। তাঁবুতে তো কত কিছুই পড়ে থাকে, তার মানে যে-কেউ তার পাশ দিয়ে যাবে তাকেই চোর বলতে হবে? না কী?'

এ-কথায় কোনো আপত্তি করা সহজ নয়। বেগুনককে মত বদলাতে হল।

কিন্তু কলোনিতে আবার চুরির ধুম পড়ে গেল। সত্যি বলতে সেগুলো ছোটোখাটো চুরি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অপ্রীতিকর। এখান থেকে একটা মনিব্যাগ

বা ছুরি, ওখান থেকে নতুন পাৎলুন বা ক্যামেরা, ইত্যাদি। সবই উধাও হল নিঃশব্দে, কোনো রকম সূত্র পাওয়া গেল না। সন্ধেয় রিপোর্ট দেবার সময় ডিউটির কম্যান্ডার জাখারভকে চুরির কথা জানায়। রিপোর্টটা জাখারভ শুনে যথারীতি বলেন 'ঠিক আছে,' মুখের ভাব তাঁর বদলায় না। এমন কি কী ভাবে চুরি হয়েছে সে প্রশ্নও করেন না। কম্যান্ডাররাও ব্যাপারটা নিয়ে একই রকম চুপচাপ। শোবার ঘরেও ছেলেরা চেষ্টা করে চুরির কথা উল্লেখ না করতে। কিন্তু সন্ধেয় বা দৈনন্দিন কাজের সময় কলোনির দুর্ভাগ্যের কথাটা তাদের মন থেকে কখনো যায় না। প্রায়ই চোখে পড়তে লাগল কলোনিবাসীরা তাদের কমরেডদের খুঁটিয়ে দেখছে, সতর্কে মাথা ফেরাচ্ছে। আগেকার মতো ঘনঘন জাখারভও আর হাসি-ঠাট্টা করেন না।

জুন মাসে যন্ত্রপাতি উধাও হতে শুরু করল: 'পবেদিত' স্টিলের তৈরী দামী দামী কাটবার যন্ত্র, স্লাইড-গজ, তামার তৈরী ডজন ডজন তেল-পাত্র। একদিন ব্লুম সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে ধুম করে বলে বসলেন:

'আমার একটা সামান্য কথা বলার আছে। আমি বুড়ো লোক, অবাক হয়ে গেছি আমি: ভালো ভালো ছেলে তোমরা, সোভিয়েত মানুষ, সভায় তোমরা যত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা কর, অথচ এই সব চুরি নিয়ে একটি কথাও বল না! কী করে এটা তোমরা বরদাস্ত করতে পারছ? কমরেড, ফ্রন্টে তোমরা সত্যিকারের আক্রমণমূলক লড়াই করছ, ডান পাশ শত্রুকে পেছনে ঠেলে নিয়ে চলেছে, নতুন কারখানা বানাচ্ছি আর... ভাবো একবার, আমাদের নিজেদের কারখানা থেকেই যন্ত্রপাতি চুরি করছি! কতবারই তো তোমরা খারাপ যন্ত্রের কথা বলেছ। এখন আমাদের ভালো ভালো যন্ত্র আর সেগুলো চুরি যাচ্ছে। এই তো কমরেড জরিন বলে খারাপ যন্ত্র নাকি শত্রু। নয় তাই হল। কিন্তু এই যে লোকটা কলকব্জা চুরি করছে তাকে কী বলবে? এ সব শত্রুদের বিষয় তোমরা কিছু বলছ না কেন?'

ব্লুম হাত বাড়িয়ে বিষণ্ণ চোখে তাকালেন সভার দিকে:

'সম্ভবত তোমরা জান না "পবেদিত" স্টিলের যন্ত্র জোগাড় করা কী রকম কঠিন?'

'আমরা জানি,' কে একজন বলে উঠল। বাকি সকলে তাকাল ব্লুমের দিকে, কিন্তু তাকাল তার জুতোর দিকে। সেকেলে আর জীর্ণ এক জোড়া জুতো, সবকটি কারখানা-ঘর আর তাদের মাঝখানকার যাতায়াতের পথের ধুলোয় তা ধূলিময়।

ব্রুম চুপ করে আর একবার সভার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়লেন। জাখারভকে কিছু তিনি বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাখারভ মাথা নাড়িয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। ভিতিয়া তর্স্কিও চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল:

'কমরেড, এ বিষয়ে কেউ তোমরা কিছু বলতে চাও?'

সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে একটি চোখও উঠল না। যারা পাশাপাশি বসে ছিল নিজেদের মধ্যে তারা সামান্য ফিসফিস করল। মেয়েরা চুপচাপ ঘেঁষাঘেঁষি করে নিঃশব্দে বসে রইল মুখ লাল করে। ক্লাভা কাশিরিনা তার পাশের মেয়ের দিকে রেগে তাকাল। সে তাকে শুনতে বাধা দিচ্ছিল। অপেক্ষা করতে করতে তর্স্কি রিপোর্টগুলো নিয়ে হাতের উপর বাড়ি মারতে লাগল। উৎকণ্ঠাটা যখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তে ইগর চের্নিয়াভিন ঝট করে দাঁড়িয়ে উঠল:

'সলোমন দাভিদভিচ একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন! কেন আমরা কিছু বলছি না?'

'নিজের কথাটা বল! তুই বা কিছু বলছিস না কেন?'

'বলছি!'

'বেশ,' তর্স্কি বলল। 'বল, চের্নিয়াভিন।'

'আমি জানি না চোর কে, কিন্তু রিজিকভকে বলছি সে জবাবদিহি করুক।'

'কিসের জন্যে রিজিকভকে তুমি অভিযুক্ত করছ?'

ইগর এক পা এগিয়ে মুহূর্তের জন্য বিব্রত হয়ে তাকিয়ে প্রচণ্ডভাবে ঘুষি নাড়াল:

'বেশ! আমার একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস, আমি ওকে চোর বলে অভিযুক্ত করছি!'

আগের মতোই ছেলেরা বসে রইল। চের্নিয়াভিনের দিকে মাথা ফেরাল না কেউ। কেউ চেঁচিয়ে উঠল না, খুশি হল না কেউ। চারিদিকে থমথমে স্তব্ধতা।

'প্রমাণ কী?' তর্স্কি প্রশ্ন করল।

'চতুর্থ দল সেটা প্রমাণ করতে পারবে। তারা যখন জানে তখন কেন তারা চুপ করে আছে?'

উত্তেজিত হয়ে হৈচৈ করে উঠল চতুর্থ দল। বেগুনক তার বিউগ্‌ল্ তুলল।

'আমি বলব ...'

'বল!'

সমস্ত সভা এবার চঞ্চল হয়ে উঠল: এবার তো শুধু একা চের্নিয়াভিন নয়, গোটা চতুর্থ দল। মনে হল চতুর্থ দল কিছু জানে। বেগুনেক উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই জিরিয়ানস্কি বলে উঠল:

'তর্স্কি! চতুর্থ দলের কম্যান্ডার এখানে আছে!'

'দুঃখিত ... জিরিয়ানস্কি বক্তৃতা দেবে!'

জিরিয়ানস্কি ইগরের সামনে দাঁড়াল। বক্তৃতা শুরু করতে তার খানিক অসুবিধে হল। কিন্তু তারপর সে দৃঢ়স্বরে বলল:

'কমরেড চের্নিয়াভিন ভুল করছে। এ বিষয়ে চতুর্থ দল কিছুই জানে না, রিজিকভকে অভিযুক্ত করার কোনো কারণ চতুর্থ দলের নেই।'

হতাশায় ফ্যাকাশে হয়ে উঠল ইগর। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ায় উপহাসের সুর ফোটাবার মতো শক্তি ফিরল তার। বলল:

'মনে হচ্ছে না ভলোদিয়া বেগুনেক তোর সঙ্গে একমত।'

'ভলোদিয়া বেগুনেকও কিছুই জানে না। আমার সঙ্গে সে একমত।'

'তবু ... নিজেই ও বলুক।'

'বেশ, জিগগেস কর ওকে,' একটা উদাস ভঙ্গী করে জিরিয়ানস্কি বলল।

বেগুনেক আবার উঠে দাঁড়াল। কিন্তু এমন বিহ্বল হয়ে পড়ল যে, বুঝতে পারল না সিঁড়ির ধাপে বিউগ্‌ল্‌টা রাখবে নাকি হাতে ধরে রাখবে। দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কী একটা বলতে বলতে মেঝের দিকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল।

'বল বেগুনেক,' তাকে উৎসাহ দিল তর্স্কি। 'যা জানিস আমাদের বল।'

'আমি — ইয়ে — মানে আলিওশাই তো বলল।'

'তাহলে তুই কিছুই জানিস না?'

'কিচ্ছু না,' ফিসফিস করে বলল বেগুনেক।

'তবে আগে কী বলতে চেয়েছিলি?'

'আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে — ইয়ে — আমি কিচ্ছু জানি না।'

অনেকক্ষণ ধরে তর্স্কি বেগুনেকের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্য ছেলেরাও তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

'বোস,' তর্স্কি বলল।

সিঁড়িতে নিজের জায়গায় আবার বসে পড়ল বেগুনেক। লজ্জায় উঠল

লাল হয়ে। কলোনিতে যতদিন আছে কখনো এ-রকম অপমানিত সে বোধ করেনি।

ইগর তখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

'আর কিছু বলার নেই চের্নিয়াভিন? বসতে পারিস...'

অক্সানার উত্তেজিত উদ্বিগ্ন এক ঝলক চাউনি ইগর দেখতে পেল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে কাঁধ ঝাঁকাল।

'তা সত্ত্বেও বলছি কলোনির এই সব চুরি রিজিকভই করে,' সে চেঁচিয়ে বলল। 'এ-কথা আমি সব সময়েই বলব! আর প্রমাণ — সেটা পরে দেখাব।'

নিজের জায়গায় সে ফিরে গেল। তার কান টকটকে হয়ে উঠেছে। তর্স্কি খুব গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু এক বছরের বেশী সাধারণ সভার সভাপতি সে মিথ্যেই হয়নি।

'প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের অভিযোগ আমরা মেনে নিতে পারি না,' সে বলল। 'রিজিকভ, তুমি জেনে রেখো তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। চের্নিয়াভিনের ব্যবহারটা আমরা কম্‌সমল ব্যুরোতে আলোচনা করব। আমি ঘোষণা করছি যে সাধারণ...'

'আমি বলতে চাই!'

কথাগুলো যে বলল তার দিকে এবার সবাই তাকাল উৎকণ্ঠ দৃষ্টিতে। সে রিজিকভ। শান্ত ও খাড়া হয়ে সে দাঁড়িয়ে। কলোনিবাসীর জীবনে তার চেহারার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সহজ ভঙ্গীতে নিজের চুল পিছনে ঠেলে দিল সে। এখন সে নতুনভাবে চুল আঁচড়ায়।

'চের্নিয়াভিন আমাকে সন্দেহ করে কারণ আমার অতীত সে জানে,' সংযতভাবে সে শুরু করল। 'কিন্তু সে ভুল করছে। কলোনির একটি জিনিসও আমি চুরি করিনি, কখনোই করব না। ওর কোনোই প্রমাণ নেই। চোর কে জানতে চাইলে লেভিতিনের দেরাজটা তোমরা দেখ। ভলগুকের আজ দুটো ফরাসী রেঞ্চ হারিয়েছে। যান্ত্রিক কারখানার ভেতর দিয়ে যাবার সময় লেভিতিনকে ওগুলো লুকতে দেখেছি। এর বেশী আমার বলার কিছু নেই।'

শান্তভাবে রিজিকভ বেঞ্চিতে বসে পড়ল। শুরু হয়ে গেল দারুণ হৈচৈ। অনেকক্ষণ ধরে সভা চলল। রেঞ্চদুটো আনা হল। সেগুলো পাওয়া গেল লেভিতিনের বন্ধ দেরাজে। নিঃসন্দেহে জানা গেল ভলগুকের সেদিন যে-দুটো রেঞ্চ উধাও হয়েছিল এ-দুটো সেই রেঞ্চ। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেভিতিন কাঁপতে লাগল, অঝোরে কাঁদতে লাগল, শপথ করে বলতে লাগল রেঞ্চগুলো

সে নেয়নি। হতাশায় সে এমন ভেঙে পড়ল যে জাখারভ দাবি করলেন জেরা থামাতে। লেভিতিনকে তিনি পাঠালেন ডাক্তারের কাছে। 'স্বাস্থ্য কমিশনের' মনিটর বাচ্চা লেনা ইভানভার সঙ্গে সে গেল। তার কান্নার শব্দ শোনা গেল বারান্দার সর্বত্র, তারপর সান্ত্রীর ওপাশ থেকে আর তারপর ফুলের কেয়ারির ভিতরকার সমস্ত পথ থেকে।

সভার সবাইকে দানিলো গরোভয় বলল, 'চেঁচায় বটে, তবে এতে কোনো ফল হবে না।'

গরোভয় এতো কম কথা বলে, এত চুপচাপ যে কলোনির সবাই ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে যে, তার স্বাভাবিক স্বর হল ব্যান্ডদলে খাদের 'সি' সুর, যেটা সে বাজিয়ে থাকে সেটা। সে কারণে তার এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে প্রকাশ পেল সভার সবাইকারই মত। প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুটল। সম্ভবত তাদের মন একটু হালকা হয়ে উঠল এইজন্য যে কলোনিতে অন্তত একটা চোর ধরা পড়েছে বলে, কিংবা হয়তো এইজন্য যে চোরটি অমন তীক্ষ্ম মানসিক যন্ত্রণা পাচ্ছে। সেটা অন্য চোরেদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তারা বুঝবে অপরাধের জন্য লোককে কী রকম চড়া দাম দিতে হয়। হাসবার সম্ভবত এটাও একটা কারণ যে, রিজিকভের অতীত কী ছিল কে জানে, এখন কিন্তু তার আচরণটা হয়েছে খুব সুন্দর আর উন্নত ধরনের। চেনিয়াভিনের ভুলের সুযোগ নিয়ে সে প্রতিহিংসা নিতে চায়নি। তার উত্তরটা সংক্ষিপ্ত, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা। এই নিয়ে দুবার একমাত্র সেই দেখিয়ে দিয়েছে এই যৌথদলের ভেতরে সত্যিকারের পচ-ধরা জায়গাটা। আসল কমরেডের মতো সেটা দেখিয়েছে খুব সহজভাবে, কোনো রকম বড়াই না করে।

এর পরও সভা যে চলল তা লেভিতিনকে কী ভাবে শাস্তি দেওয়া হবে সেই প্রশ্ন নিয়ে নয়। আলোচনাটা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল যখন মার্ক গ্রিনগাউজ বলতে লাগল:

'যাই হোক না কেন আমাদের এটা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে, লেভিতিনের মতো ছেলে এতো দিন কিছুই চুরি না করে কলোনিতে যে রয়েছে, কেন সে হঠাৎ চুরি করতে শুরু করবে। তার মানে আমাদের সংগঠনের মধ্যে কিছু গলদ আছে? কেনই বা লেভিতিন দুটো ফরাসি রেঞ্চ চুরি করতে গেল? ওগুলো নিয়ে কী সে করবে? বিক্রি করবে? সেগুলোর দাম সে কী পাবে আর কোথায়ই বা বিক্রি করবে? সবচেয়ে বড় কথা এটা শুধু এই দুটো রেঞ্চের প্রশ্ন নয়। ভলেঙ্কোর জবাবদিহি করা উচিত কেন লেভিতিনকে তারা

এমন ভাবে উচ্ছৃঙ্খল যেতে দিয়েছে। সবচেয়ে ভালো এক দলের সে কম্যান্ডার। সেখানে আছে বহু কম্‌সমলের সভ্য। দাঁড়াচ্ছে এই যে, এখানে লেভিতিনের উন্নতি হচ্ছে না, অবনতি হচ্ছে। এ বিষয়ে ভলেঙ্কোর বলার কী আছে শোনা যাক।'

ভলেঙ্কো অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠল। রিজিকভের নির্দোষিতায় সে কোনো আনন্দ পেল না, কারণ লেভিতিনও প্রথম দলের। উঠে দাঁড়াবার সময় বিষণ্ণ হয়ে উঠল ভলেঙ্কোর মুখ। আরো বেশী বিষণ্ণ দেখাল কারণ তার মুখটি সুন্দর, কঠোর, সবারই ভালো লাগে সে মুখ। তাকে এতো বিমর্ষ দেখাল যে, তার দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। চতুর্থ দলের বাচ্চাদের গালগুলো টানটান হয়ে উঠল বেদনায়। ভলেঙ্কো বলল:

'কিছুই বুঝতে পারছি না কমরেড! আমাদের দল চমৎকার, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ভালো কম্‌সমল সভ্য আছে। আমাদের মধ্যে খারাপটা কে? এক সময় নজিক ফাজলামি করত। কিন্তু এখন সে ঠিক পথে চলছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। আর লেভিতিন, সেই যে আগের সেই হাঙ্গামা — মনে আছে তো, — তারপর সে এমন বদলে গেছে যে, চেনা যায় না। তোমরা তো সে কথা জানোই। ইস্কুলের পড়া সে শেষ করে সব বিষয়েই পেয়েছে খুব ভালো নম্বর। পড়ে খুব, চাপল্য নেই, পরিপাটী পরিচ্ছন্ন। গরোখভ এ কথা অনুমোদন করবে যে, যান্ত্রিক কারখানায় ব্যান্ড-স' নিয়ে কাজে তার সমান সমান কেউ নেই। লেভিতিন কেন যে চুরি করতে যাবে আমি বুঝতে পারছি না, একেবারেই বুঝতে পারছি না। লেভিতিন, অস্থির হস না, ধীরেসুস্থে বল তো কী হয়েছে তোর?'

ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মাঝখানের মেঝের ঝকঝকে জায়গাটার দিকে লেভিতিন একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। ভলেঙ্কোর কথার উত্তর সে দিল না। চতুর্থ দলের সবাইকার চোখ ফিরল ভলেঙ্কোর উপর থেকে লেভিতিনের উপর। বাস্তবিকই প্রথম দলের অবস্থা ভারি জটিল হয়ে উঠেছে!

লেভিতিনের উত্তরের জন্য তস্কি অপেক্ষা করে রইল। তারপর শান্ত স্বরে বলল:

'মাথা ঠান্ডা রাখ লেভিতিন। যেখানে আছিস সেখান থেকেই বল।'

লেভিতিন দুর্বলভাবে মাথা তুলে জল-ভরা চোখে তাকাল সভাপতির দিকে।

'ওই রেণ্ডগ্লো ... আমি চুরি করিনি,' তার ঠোঁট প্রায় নড়লই না, 'আমি কিছ্ই চুরি করিনি।'

কলোনিবাসীরা লেভিতিনের দিকে তাকিয়ে রইল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিজে চোখে আবার ঘরের মাঝখানের মেঝের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে লেভিতিন কী যেন গভীরভাবে ভাবতে লাগল। হয়তো সে ভাবছিল এই সেদিন 'যুদ্ধের রিপোর্টে' ছিল:

> '...আমাদের বাঁ পাশে শিক্ষানবিস লেভিতিন ব্যাণ্ড-স' নিয়ে তার পরিকল্পনার শতকরা দু'শ ভাগ পরিপূর্ণ করেছে...'

হতভম্ব হয়ে অননুমোদনের দৃষ্টিতে কলোনিবাসীরা লেভিতিনের দিকে তাকিয়ে রইল। রেণ্ডগুলো নিয়ে তাদের কোনো উদ্বেগ নেই। নিজের মূল্য সম্বন্ধে ছেলেটা কেন এর চেয়ে বেশী উদ্বেগ দেখাচ্ছে না? ইগর চের্নিয়াভিনের কপালে গভীর রেখা ফুটে উঠল। চতুর্থ দলের সবাইকারও ভুরু কুঁচকে উঠল। ভলেঙ্কো হাঁটুর উপর কনুই রেখে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। জাখারভের হাতে একটা বই, সেই দিকে চোখ নামালেন তিনি। সাগ্রহে ছেলেরা তাকাল তাঁর দিকে, কিন্তু তিনি কোনো কথাই বললেন না।

কলোনিবাসীরা যখন শুতে গেল জাখারভ তখন একা বসে হাতের উপর মাথা রেখে ভাবতে লাগলেন। বেগুনক 'ঘুমুবার সময়ের' সংকেতধ্বনি বাজিয়ে দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে বিষণ্ণ সুরে বলল:

'শুভরাত্রি, আলেক্সেই স্তেপানভিচ।'

'এক মিনিট দাঁড়াও, ভলোদিয়া... লেভিতিনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, কিন্তু... এমন ভাবে পাঠিও যাতে কেউ না জানতে পারে।'

সচরাচর যেমন ঢিলেঢালাভাবে হাত তোলে এবার সে-ভাবে বেগুনক হাত তুলল না। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে এমন নিখুঁতভাবে সে স্যালুট করল যেন প্যারেড করছে।

'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর!'

লেভিতিন এল। তার চোখ লাল। টেবিলের সামনে সে দাঁড়াল বিনীতভাবে।

'আমি চলে যাব?' ভলোদিয়া প্রশ্ন করল।

'না... আমি চাই তুমি থাকো, ভলোদিয়া।'

বেগুনক শক্ত করে দরজা বন্ধ করে ডিভানে বসল।

'শোনো, ভ্সেভলদ্!' মৃদু হেসে লেভিতিনকে বললেন জাখারভ। 'তুমি রেঞ্চগুলো নাওনি আর সত্যি বলতে কি, কোথাও কোনো জিনিস চুরি করনি। সে কথা আমি ভালো করে জানি। তোমাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, গভীর শ্রদ্ধা করি। আমি চাই আমার জন্যে একটা কাজ তুমি করবে। আমি চাই, তুমি মনের বল রাখবে। বলছি, দমে যেয়ো না। তোমাকে দোষ দিয়েছে, সেটা খুবই কষ্টের ব্যাপার, কিন্তু ... পরে দেখো সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, আর ইতিমধ্যে ... মানে ... আমাদের ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। তাতে বরং ভালো হয়, বুঝলে?'

লেভিতিনের চোখে আনন্দের মতো একটা ভাব চকচক করে উঠল। কিন্তু সেই সঙ্গেয় সে এতো কষ্ট পেয়েছে যে আর চোখের জল সামলাতে পারল না। হু-হু করে তার চোখের জল ঝরতে লাগল। জাখারভের দিকে সে তাকাল আশা ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে:

'বুঝতে পেরেছি, আলেক্সেই স্তেপানভিচ! ধন্যবাদ ... শুধু ... প্রত্যেকে ভাববে আমি চোর ...'

'ভাবুক গে তারা! তোমাকে যা বললাম তার একটি কথাও কাউকে বলবে না। তোমার, আমার আর ভলোদিয়ার মধ্যে এটা সম্পূর্ণ গোপন থাক। আর ভলোদিয়া, এ-কথা কাউকে বললে তোমাকে কিমা বানিয়ে ছাড়ব।'

এই হুমকির উত্তরে ভলোদিয়ার দাঁতগুলো শুধু ঝকঝক করে উঠল। চোখ মুছে মৃদু হেসে স্যালুট করে লেভিতিন চলে গেল। বেগুনক আবার শুভরাত্রি বলতে যাচ্ছে এমন সময় দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। রুস্লান গরোখভের এলোমেলো চুল-ভরা মাথাটা উঁকি মারল।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আসতে পারি?' ভাঙা গলায় সে প্রশ্ন করল।

'এসো।'

রুস্লানের গায়ে রাতের সার্ট। ঘরে এসে প্রথমে সে তার শক্ত করে পাকানো ঘুষি নাড়াল। স্পষ্টতই সে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। আবার সে শূন্যে ঘুষি নাড়াল। কিন্তু এবারেও কোনো ফল হল না। তারপর সে ব্রণ-ভরা কড়া মুখটা ডিভানের দিকে ফিরিয়ে কর্কশ গলায় বলল:

'ভলোদিয়াকে কেটে পড়তে বলুন।'

'না, ও থাকুক ... ভলোদিয়া আমাদের লোক।'

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, বুঝতে পারছেন না এর সবটাই ... ধাপ্পা?' গরোখভের শক্ত মুঠোর ঝাঁকানিটা এবার বৃথা গেল না।

বেগুনক হো হো করে হেসে উঠল। চেয়ারে হেলান দিয়ে জাখারভও যোগ দিলেন। তারপর হতভম্ব গরোখভের দিকে তিনি হাত বাড়ালেন:

'হাতে হাত কমরেড!'

নিজের খসখসে হাত দিয়ে জাখারভের হাত মুঠো করে চেপে এক মুখ হাসল গরোখভ।

'রুস্লান, কিন্তু সাবধান, একটি কথাও না,' আঙুল তুলে জাখারভ সাবধান করে দিলেন।

'বুঝেছি। কিছু বলব না!'

'গোপনীয় ব্যাপার!'

'আমি কাউকে বলব না!'

'কেউ যেন জানতে না পারে।'

'কিন্তু... ইয়ে... এই ভলোদিয়াটা? ও... ইয়ে... এমন লোক...'

'ভলোদিয়া? ওকে তুমি চেনো না। ও একেবারে স্তব্ধতার স্তম্ভ!'

ডিভানের উপরকার স্তম্ভটি পরমানন্দে শূন্যে পা ছুঁড়ল। রুস্লান আবার ঘুষি নাড়িয়ে বলল:

'শুভরাত্রি, আলেক্সেই স্তেপানভিচ! এটা ধাপ্পা, একেবারে ধাপ্পা!'

১১

বজ্রপাত

রাত দশটায় ডিউটির কম্যান্ডারের ভার নিয়ে প্রথম দলের কম্যান্ডার ভলেঙ্কো শিবির আর বারান্দার সান্ত্রী বদলাল, কারখানার উঠোনের আর গুদামঘরের রাত-প্রহরীদের পরিদর্শন করল, সবকিছু ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য সারিসারি তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে গেল। তারপর আবার প্রধান বাড়িতে এল আগামীকাল খাবারের মেনু দেখতে। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে চমকে উঠল। তাতে বেজে রয়েছে দশটা পাঁচ মিনিট।

'কী ব্যাপার?' সান্ত্রীকে সে প্রশ্ন করল।

'ওটা থেমে গেছে। দ্বিতীয় পেত্রভ এসে ওটা পরীক্ষা করেছে। বলেছে কাল সকালে সারাবে।'

'আজ রাতে সারাচ্ছে না কেন?'

'জ্বালাবার জন্যে ওর ভেতর থেকে কী একটা জিনিস ও নিয়ে গেছে ...'

'কাল সকালে বিউগ্‌ল্‌ বাজাবার তাহলে কী হবে?'

'তা জানি না।'

খানিক ভেবে ভলেঙ্কো গেল জাখারভের তাঁবুতে।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আমরা ফ্যাসাদে পড়েছি। ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'আমার ঘড়িটা নাও,' নিজের পকেট-ঘড়িটা তাকে দিয়ে জাখারভ উত্তর দিলেন।

'কিন্তু এটা যে রুপোর ঘড়ি!'

'তাতে কী? খুব একটা দামী সম্পত্তি নয়!'

'তাহলেও এটা রুপোর! ধন্যবাদ!'

পরের সকাল অপ্রত্যাশিতভাবে রৌদ্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। সূর্যের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ছেলেরা গভীরভাবে তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিতে লাগল। পরেই তারা শুধু জানতে পারল ঘড়িটা খারাপ হয়েছে বলে ভলেঙ্কো কলোনিকে জাগিয়েছে নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা আগে। ভলেঙ্কোকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে। পরিদর্শনের সময় দলগুলিকে অভিনন্দন জানাল কেমন যেন একটু চেষ্টা করেই। নেস্তেরেঙ্কো বলল:

'তা আর হয়েছে কী? নয় আধ ঘণ্টা আগেই। স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই খারাপ নয়।'

কিন্তু রসিকতাটা ভলেঙ্কোর মজাদার লাগল না। সকালের খাবারের সঙ্কেতধ্বনি করার পর কলোনিবাসীরা স্বাস্থ্যে ঝলমল করতে করতে সাগ্রহে ছুটল খাবার ঘরে। ভলেঙ্কো দেউড়িতে দাঁড়িয়ে রইল, যেন কারুর জন্য অপেক্ষা করছে। যারা পাশ দিয়ে যাচ্ছে তাদের দেখতে লাগল অন্যমনস্ক হয়ে। শিবির থেকে সবচেয়ে শেষে এল জিরিয়ানস্কি।

'আলিওশা, এক মিনিট,' ভলেঙ্কো তাকে একপাশে ইসারায় ডেকে নিয়ে গেল।

তারা থামল ফুল-বাগানে।

'কী হয়েছে?'

'ঘড়িটা... উধাও... আলেক্সেইয়ের রুপোর ঘড়িটা।'

'কী ব্যাপার, আলেক্সেই সেটা হারিয়েছেন?'

'না, রাতের জন্যে সেটা তিনি আমায় দিয়েছিলেন... দেয়াল-ঘড়িটা থেমে গিয়েছিল।'

'বলতে চাস সেটা চুরি গেছে?'

'কোথাও সেটা পাচ্ছি না।'

'পকেট থেকে?'

'না। আমার বালিশের তলায় ছিল...'

'কী ফ্যাসাদ... সবাই খাবার ঘরে গেছে? এক্ষুণি আমাদের ভালো করে খানাতল্লাস করতে হবে! চল যাই!'

ভলেঙ্কো সোজা গেল জাখারভের টেবিলের কাছে। জিরিয়ানস্কি অপেক্ষা করতে লাগল দোরগোড়ায়।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আমার কাছ থেকে কেউ আপনার ঘড়িটা নিয়ে নিয়েছে।'

'কে নিয়েছে? কেন?'

'ওটা চুরি গেছে!' বহুকষ্টে শেষ পর্যন্ত এই ঘৃণ্য কথাগুলো উচ্চারণ করল ভলেঙ্কো।

জাখারভ ভুরু কোঁচকালেন, কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না, তারপর কাত হয়ে বসলেন।

'কেউ ঠাট্টা করেনি তো?'

'না, তা হতে পারে না। আমাদের খানাতল্লাস করতেই হবে।'

আপিসের মধ্যে এল জরিন আর রিজিকভ। রিজিকভ সুরেলা গলায় বলে উঠল:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, জরিন টেবিল নিয়ে সহরে যাচ্ছে... আমি সেই সঙ্গে গিয়ে তামা নিয়ে ফিরব?'

জিরিয়ানস্কি তাকে থামিয়ে দিল।

'তামা ফামা রাখ!' বিরক্ত হয়ে সে বলল। 'কেউ কোথাও যাবে না।'

'কেন?'

জাখারভ দাঁড়িয়ে উঠলেন:

'একটা ঘড়ির জন্যে ও চলে না। খানাতল্লাস করতে পারি না। কাকে আমরা খানাতল্লাস করব?'

'প্রত্যেককে!' ভলেঙ্কো বলল।

'বাজে বকবক কর না। তা করা যায় না।'

'আমাদের করতেই হবে, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

আতঙ্কিত হয়ে রিজিকভ তাকাল চারিদিকে।

'কী হয়েছে? আবার কিছু চুরি গেছে?'

'হ্যাঁ, আমার কাছ থেকে... আলেক্সেই স্তেপানভিচের ঘড়ি...'

জাখারভ জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুলের কেয়ারির দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইলেন:

'ওটা চুরি গিয়ে থাকলে কারুর পকেটে থাকবে না। প্রত্যেককে অপমান করে লাভ কী?'

জরিন এগিয়ে এসে দারুণ চটে তাকাল ডিরেক্টরের দিকে:

'তাতে কিছু এসে যায় না! সবকিছু তন্নতন্ন করে দেখব! গোটা কলোনিকে! একেবারে বিরক্ত ধরে গেল!'

'এটা বোকার মতো কথা! বাদ দাও ওসব!'

'এর মধ্যে বোকামিটা কোথায়?' মাথা ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রিজিকভ। 'ঘড়িটার কী হবে?'

'ঘড়িটার কোনো দামই নেই... হারিয়ে গেছে, ব্যাস্...'

'কী বোকার মতো কান্ড! হারাল কেমন করে?' অন্যদের দিকে রেগে তাকিয়ে রিজিকভ চীৎকার করে উঠল। 'না না, কেউ নিয়ে বিক্রি করে দেবে, পরে বলা হবে রিজিকভ নিয়েছে। কিছু একটা হলেই অমনি রিজিকভ? কত দিন আর সয়?'

জিরিয়ানস্কি চুপচাপ দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিন সান্ত্রীর ডিউটিতে ছিল ইগর চোর্নিয়াভিন।

'খাবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়া। কাউকে বেরতে দিবি না!' জিরিয়ানস্কি তাকে আদেশ দিল।

'কেন?'

'সেটা অন্য ব্যাপার। যা বলছি কর।'

'তুই তো আর ডিউটিতে নস।'

'ধুত্তোরি যতসব!'

জিরিয়ানস্কি হন্তদন্ত হয়ে আপিসে ফিরে গেল। ভলেঙ্কো বেরিয়ে আসতেই তার সঙ্গে দেখা হল।

'দরজায় দাঁড়াতে চোর্নিয়াভিনকে অর্ডার দে।'

'আজ আমি ডিউটিতে থাকতে চাই না!'

'ঢং করিস না!'

'বলছি আমি চাই না!'

'চল তবে, আলেক্সেইয়ের কাছে!'

আবার ভলেঙ্কো গিয়ে দাঁড়াল জাখারভের টেবিলের সামনে। শাদা কলারের উপরে তার মুখটা দেখাচ্ছে ফ্যাকাশে আর নীলচে। তার চুল এলোমেলো, পাতলা ঠোঁটদুটো নিঃশব্দে নড়ছে। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে বিড়বিড় করে বলল:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আমার ডিউটি কে নেবে?'

'শোনো ভলেঙ্কো...'

'পারব না আমি! আলেক্সেই স্তেপানভিচ, কিছুতেই পারব না!'

হাঁটু ঘষে তার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন জাখারভ:

'বেশ, তাহলে জিরিয়ানস্কি নিক!'

ভলেঙ্কো তার হাতের ব্যান্ড খুলে ফেলল। কলোনির সব আইন ও ঐতিহ্য অমান্য করে সেটা পরিয়ে দেওয়া হল জিরিয়ানস্কির তেলচিটে কাজের পোষাকের আস্তিনে। কিন্তু ঐতিহ্য মেনেই জাখারভ উঠে তাঁর বেল্ট সোজা করে দিলেন। ডিরেক্টরের সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ভলেঙ্কো হাত তুলল:

'প্রথম দলের ডিউটির কম্যান্ডার ভলেঙ্কো তার ডিউটি হস্তান্তর করছে!'

একই রকম কঠোরভাবে জিরিয়ানস্কি স্যালুট করলে:

'চতুর্থ দলের ডিউটির কম্যান্ডার জিরিয়ানস্কি ডিউটি গ্রহণ করছে।'

জাখারভ তার স্যালুটের উত্তরে 'ঠিক আছে' বলার সঙ্গে সঙ্গেই আপিস থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল জিরিয়ানস্কি। তার উপর এখন পূর্ণ কর্তৃত্ব। সান্ত্রীর বেশ খানিকটা দূর থেকেই সে তাকে চেঁচিয়ে বলল:

'সান্ত্রী! দরজার সামনে দাঁড়াও। কাউকে খাবার ঘর থেকে বেরুতে দিয়ো না!'

'ঠিক আছে কমরেড কম্যান্ডার!' চের্নিয়াভিন উত্তর দিল। জিরিয়ানস্কির আস্তিনে ব্যাজটা সে লক্ষ্য করেছে।

ছুটতে ছুটতেই জিরিয়ানস্কি আবার ফিরে গেল আপিসে।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আমি খানাতল্লাস শুরু করছি।'

'আমি বারণ করছি।'

'ঘড়িটা আপনার, সেই জন্যে? সেই জন্যে তো? খানাতল্লাস আমি শুরু করছি।'

'আলিওশা!'

'আমার ওপর দায়িত্ব, বাস।'

টেবিলের উপর জাখারভের ঘুষিটা থেমে গেল।

'কী হচ্ছে? কমরেড জিরিয়ানস্কি!'

কিন্তু ক্রোধ ও কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকারেই চেঁচিয়ে উঠল জিরিয়ানস্কি:

'কমরেড ডিরেক্টর, এটা করতেই হবে! তা না হলে ওরা ভলেঙ্কোকে সন্দেহ করবে!'

জাখারভ অবাক হয়ে ডিভানের উপর ভলেঙ্কোর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ালেন :

'বেশ!'

ইতিমধ্যে খাবার ঘরের দরজায় ভিড় জমে উঠে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। নেস্তেরেঙ্কো চের্নিয়াভিনের সামনে এসে চটে মটে প্রশ্ন করল:

'হয়েছে কী? বল কী নিয়ে হাঙ্গামা? কে আমাদের আটক থাকার অর্ডার দিয়েছে?'

'আমি জানি না। ডিউটির কম্যান্ডারের অর্ডার।'

'কার, ভলেঙ্কোর?'

'না, জিরিয়ানস্কির।'

'ভলেঙ্কো কোথায়?'

'জানি না।'

'তাকে কি আটক করা হয়েছে?'

'জানি না। মনে হয় ডিউটিতে থাকতে সে নারাজ।'

অনুরূপে রাশি রাশি প্রশ্ন তারা জিরিয়ানস্কির উপর বর্ষণ করল। কিন্তু কথা বলে সময় নষ্ট করার লোক সে নয়। সেদিনকার আসল ডিক্টেটরের মতো খাবার ঘরের মাঝখানে গিয়ে সে একটা হাত তুলল।

'অর্ডার কমরেড!'

তারপর হল-ঘর সম্পূর্ণ চুপচাপ হয়ে গেলে সে বুঝিয়ে বলল:

'কমরেড! রাতে ভলেঙ্কোর কাছ থেকে আলেক্সেই স্তেপানভিচের রুপোর ঘড়িটা চুরি গেছে। বেগুনেক!'

'হ্যাজির!'

'কারখানাগুলোয় গিয়ে বলে এস আজ দু ঘণ্টা পরে কাজ শুরু হবে।'

'ঠিক আছে, কমরেড কম্যাণ্ডার!'

কলোনিবাসীরা দারুণ মুষড়ে পড়ে নীরব হতাশায় তাকাল ডিউটির কম্যাণ্ডারের দিকে।

জিরিয়ানস্কি একটি চেয়ারে উঠল। তার মুখের ভাব থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, তার পদসূচক ব্যাজের জন্যই শুধু সে তার রাগ চেপে রয়েছে, রোষে ক্ষোভে এখনো সে ফেটে পড়েনি।

'সবাইকে খানাতল্লাস করা দরকার! সবাই রাজী? আমি ভোট নেব...'

'ভোটের কী দরকার?'

'জিগগেস করবার কী আছে!'

'খানাতল্লাসে শুরু করে দাও!'

'এক্ষুণি! এক্ষুণি!'

'চুপ!' হেঁকে উঠল জিরিয়ানস্কি। 'কম্যাণ্ডারেরা, এখানে এস! চতুর্থ দল কম্যাণ্ডারদের খানাতল্লাস করবে। অন্য সবাই সরে যাও!'

খানাতল্লাসে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও চতুর্থ দলের বাচ্চাদের মতোই কম্যাণ্ডাররাও লাল হয়ে উঠল যখন বাচ্চারা লাগল তাদের পকেট, বেল্টের নীচ আর বুট হাতড়াতে। কিন্তু কলোনিবাসীরা চুপচাপ রইল, ভুরু কুঁচকে দিল খানাতল্লাস করতে। প্রত্যেককেই যে ভুগতে হবে সেই একজনের জন্যে যে এখনো এই হল-ঘরেই তাদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, তাদের যে-কোনোজনের মতোই ঘৃণা আর রাগের ভাব দেখাচ্ছে, কী জানি কোন কুমৎলবে—আর শুধুই কি এটা টাকার জন্যে?—'পয়লা মে' কলোনির উপর নিয়মিত আনছে এই দুঃখের বিরাট বোঝা।

দু ঘণ্টা ধরে এই লজ্জাকর কাণ্ড চলল। মুখ গম্ভীর করে নিখুঁতভাবে শোবার ঘর, গুদাম, ইস্কুল-ঘর আর লাইব্রেরি তন্নতন্ন করে খুঁজল জিরিয়ানস্কি। বাড়ি উঠোনের প্রত্যেকটি ফাটল, গর্ত খুঁটিয়ে দেখল সে। দশটার সময় জাখারভের কাছে সে এল রাগে পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে।

'কোথাও চিহ্ন নেই। কর্মচারীদের ঘরগুলো আমাদের দেখতে হবে।'

'আমরা তা পারি না।'

'আমাদের দেখতেই হবে!'

'সে অধিকার আমাদের নেই বুঝতে পারছ? অধিকার নেই!'

'কার সে অধিকার আছে?'

'অভিশংসকের, তাতেও কোনো ফল হবে না। এতক্ষণে ঘড়িটা অনেক দূরে চলে গেছে।'

জিরিয়ানস্কি ঠোঁট কামড়াল। ভেবে পেল না এরপর কী করবে।

সেই সন্ধেয় কলোনি চুপচাপ ও মনমরা হয়ে রইল। আলোচনা করার কিছুই নেই, কথা বলারও কেউ নেই। কারণ প্রত্যেকেই জানে কলোনির কোথাও সেই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক ওঁৎ পেতে রয়েছে।

কলোনির সভ্যদের দেখা হলে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল। ক্বচিৎ কখনো এখানে ওখানে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল, কিন্তু একেবারেই জমল না।

'সে আমাদের এই দলেরই কেউ,' নজিককে রিজিকভ বলল।

'আমাদের,' উত্তর দিল নজিক। 'কিন্তু কে হতে পারে?'

'শয়তানই শুধু জানে!'

অষ্টম দলে মিশা গস্তার জরিনকে বলল:

'কিন্তু ওই ভলেঙ্কোকে... খানাতল্লাস করা হয়েছিল?'

'মিশা, গাধার মতো কথা বলিস না,' জরিন উত্তর দিল।

'তুই যতটা ভাবিস আমি ততটা গাধা নই। কেউ তো জানত না যে রাতে ভলেঙ্কোর কাছে ঘড়িটা ছিল।'

'তাহলেও তুই গাধা।'

গস্তার চটল না। এ-রকম সময়ে লোকের পক্ষে গাধার মতো ব্যবহার করা খুব কঠিন নয়।

চতুর্থ দলের তাঁবুতে ভলোদিয়া বেগুনক ভানিয়াকে বলল:

'এ-কাজ ভলেঙ্কোর নয়।'

'কার তাহলে?'

'"দিউবেকের" প্যাকেটের মালিকের।'

'কী? রিজিকভ! হতেই পারে না।'

'কেন না?'

'বুঝতে পারছিস না? রিজিকভ চোর। চুরির জন্যে সে চুরি করে। কিন্তু জেনে রাখিস এ ঘড়িটা কেউ চুরি করেছে ইচ্ছে করে, বুঝেছিস ত্যাঁদ্ড়ামি করে!'

১২
পতাকার নিচে

জুলাই মাসে বড়ো ছেলেরা ইস্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তির পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগল। সে কারণে নাদেজদা ভাসিলিয়েভনা নিজের ছুটি বাতিল করে দিলেন। কলোনির সভ্যরা কিছু আগে থেকেই যাদের 'কলেজ-ছাত্র' বলতে শুরু করেছে তাদের সাহায্য করার জন্য থেকে গেলেন। আসল কলেজ-ছাত্রদের মোট সংখ্যা তিরিশ। গত কয়েক বছর যাবৎ তারা নানান কলেজে ভর্তি হয়েছে। জুন মাসে তারা কলোনিতে এসে নিজেদের জন্য তিনটে তাঁবু খাটিয়েছে, তা আবার মেয়েদের কাছে নয়, সারির উলটো প্রান্তে। আসল ছাত্ররা কারখানার কাজে সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু জাখারভ আর কম্যাণ্ডার পরিষদ এই প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে: ছাত্ররা শীতকাল কাটিয়েছে কঠিন পরিশ্রম করে, তাদের বিশ্রাম দরকার। জাখারভ সবাইকে খুঁটিয়ে দেখে তাদের কয়েকজনকে বলেন:

'কোনো কর্মের নয়। কলেজ-ছাত্র নয়, হাড্ডিসার। ওর জন্যে বাড়তি খাবার বরাদ্দ কর!'

'এভাবে আপনি কিছুই জমাতে পারবেন না, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!' ছাত্ররা আপত্তি জানায়।

'তোমাদের একটু মোটা করে তুলব। সেটাই আমাদের জমানো হবে।'

ছাত্ররা কিন্তু কাজ খুঁজে বার করল। কেউ কেউ করতে লাগল কলোনির জন্য ডিউটি। তখন তারা পরে প্যারেডের ইউনিফর্ম। অন্যরা সাহায্য করতে লাগল মালিকে বা সরবরাহের কাজে ব্লুমকে। কয়েকজন ভবিষ্যৎ ছাত্রদের পড়াতে লাগল, যাদের পড়ানো একলা নাদেজদা ভাসিলিয়েভনার পক্ষে খুব কঠিন।

কলেজে ভর্তির পরীক্ষার জন্য যারা পড়ছিল তাদের মধ্যে ছিল নেস্তেরেঙ্কো আর ক্লাভা কাশিরিনা। কম্‌সমলের ব্যুরো স্থির করল তাদের কম্যাণ্ডারের ডিউটি থেকে মুক্তি দিতে যাতে তারা পড়াশুনো করার সময় পায়।

এর ফলে এক সাধারণ সভায় পঞ্চম আর অষ্টম দলের জন্য নতুন কম্যাণ্ডার নির্বাচন করতে হল। কয়েকজন যেমন ভেবেছিল তার চেয়ে এখন জীবন অনেক কম একঘেয়ে হয়ে উঠল। অষ্টম দল একবাক্যে ইগর

চের্নিয়াভিনকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করল, পঞ্চম দলও একই ভাবে মনোনীত করল অক্সানা লিতভচেঙ্কোকে! ইগর কখনো কল্পনা করেনি কম্যান্ডারের মতো অমন উঁচু পদের সে অত কাছে পৌঁছেছিল। অষ্টম দলের সভার কাজ শুরু করে নেস্তেরেঙ্কো যখন ওই পদের জন্য মনোনীত নামগুলি জানতে চাইল তখন পুরো দল যেন ষড়যন্ত্র করে ইগরের দিকে তাকাল। সাশ্চো জরিন বলল:

'অনেক আগেই ব্যাপারটা আমরা স্থির করেছি। ঐ পদের জন্যে মাত্র একটিই নাম আছে — ইগর চের্নিয়াভিন!'

কত দিন আগে যে এটা স্থির হয়েছে, সে-সম্বন্ধে ইগর যে কেন কিছু জানত না, সেটা আবিষ্কার করা অসম্ভব। ইগর উত্তেজিত হয়ে আপত্তি জানাল অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই, কারণ সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল: কম্যান্ডারদের সব সময়েই গলা পর্যন্ত কাজ, আর পুরো কলোনির জন্য ডিউটির কম্যান্ডার হওয়া — না, না, রক্ষে কর! ভলেঙ্কো ঐ কাজ করে জেরবার হয়ে গেছে। মনমরা হয়ে ঘুরছে, তার উপর নজর রাখা উচিত। মিশা গন্তার, খারিতন স্যাভচেঙ্কো, দানিলো গরোভয়ের মতো কলোনির অভিজ্ঞ সভ্যদের নাম ছাড়াও ইগর কয়েকটি নাম উল্লেখ করল — সাশ্চো জরিন, ভ্‌সেভলদ্‌ সেরেদিন, বরিস ইয়ানভস্কি। তা ছাড়া আলেক্সান্দ্র ওস্তাপচিনের বেলায় কী? ইতিমধ্যেই তো সে কম্যান্ডারের ডেপুটি। নেস্তেরেঙ্কোর কাছ থেকে এই ভার তো তারই নেবার কথা।

ইগরের কথা নেস্তেরেঙ্কো শান্তভাবে শুনল তারপর সেই রকমই শান্তভাবে ইগর যে নামের ফর্দ পেশ করল তা নিয়ে আলোচনা করল:

'অষ্টম দলের কম্যান্ডার হবার পক্ষে সাশ্চোর মাথা বড় বেশী গরম। প্রত্যেককে সে জ্বালিয়ে মারবে। তাকে আরো কিছু অপেক্ষা করতে হবে। এ কথা সত্যি কম্যান্ডারের ডেপুটি হিসেবে ওস্তাপচিন ঠিক আছে। কিন্তু কম্যান্ডার হলে সব সময়েই সে আটকের শাস্তি পেতে থাকবে। ও সব সময়েই বকবক করে, এ স্বভাবটা ওর থেকেই গেল। দানিলো গরোভয় — ও অবশ্য চমৎকার কমরেড আর কলোনিবাসী, কিন্তু তার মুখের কথা খসতে এত দেরি হয় যে ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে যাবে। রাজনৈতিক জ্ঞান ভালো করলে ইয়ানভস্কি ভালো কম্যান্ডার হবে। ঐখানে সে দুর্বল। সবকিছুর চেয়ে ও বেশী ভাবে নিজের চুল আঁচড়াবার কথা। ভবিষ্যতে সেরেদিনও ভালো কম্যান্ডার হবে। কিন্তু যত দিন না কলোনির মধ্যে আরো বেশী প্রতিষ্ঠা

অর্জন করে, তত দিন ওকে অপেক্ষা করতে হবে। আর মিশা গন্তারের বেলায়—মিশা তো ড্রাইভার হবে বলে স্থির করেছে। ট্রেনিঙ শেষ হলেই ওকে গাড়ি চালাতে দেওয়া হবে। ওর শিক্ষা প্রায় শেষ হয়েছে। তাই রাম-ছাগলের কাছে যে-রকম দুধ আশা করা যায় না সে-রকমই কম্যান্ডারের কাজ ওর কাছ থেকে আশা করা যায় না, যদিও অমন ভালো লোক আর চমৎকার কমরেড পেলে লোকে বর্তে যাবে। রগভ এখনো দুগ্ধপোষ্য। হ্যাঁ, দল ঠিকই স্থির করেছে। ইগরেরই কম্যান্ডার হওয়া উচিত। ওর চেয়ে ভালো কম্যান্ডার আমরা পেতে পারি না: নিজের কাজে ও হাত পাকিয়েছে, খুব ভালো কম্‌সমল সভ্য আর অনেক সামাজিক কাজ করছে। শুধু খেয়াল রাখিস ইগর, দলের ওপর যেন কড়া নজর থাকে। কারুর ওপর পক্ষপাতিত্ব করবি না আর ডেপুটির ওপর খুব বেশী নির্ভর করবি না। কম্যান্ডারের সব সময় মেজাজ ভালো থাকা আর চোখ খোলা থাকা দরকার। খামোকা সভার মাঝখানে দাঁড়ানো চলবে না তার, আর বাজে বকবক করা উচিত নয়। শক্ত হাত চাই—কর্তৃত্ব, এটা যা-তা ব্যাপার নয়, তাতে আবার সোভিয়েত আমলের কর্তৃত্ব। একটা উদাহরণ দিই। এক দিন ফরাসি মন্ত্রী এরিও আমাদের দেখতে আসেন। সেদিন আমি ডিউটিতে ছিলাম। মানেটা বুঝে দ্যাখ একবার! আমি কলোনির কম্যান্ডার, কিন্তু কার প্রতিনিধিত্ব করতে হচ্ছিল? পুরো সোভিয়েত ইউনিয়নের! আমি যদি কোনো ভুল বা কোনো কাজ খারাপ করে করতাম তাহলে কেউ বলত না সেটা আমার দোষ, কেউই তা বলত না। বলত, দেখলে তো সোভিয়েত ইউনিয়নে কী রকম ওরা জগাখিচুড়ি পাকাচ্ছে। আমি নিজেই সেটা লক্ষ্য করি। এরিও-র সঙ্গে একগুচ্ছ লোক, তাদের উদ্দেশ্যই শুধু ওই— কেবলি এদিক ওদিক দেখে, এদিক ওদিক তাকায়। হ্যাঁ, ইগর, কম্যান্ডারের কর্তৃত্ব হওয়া চাই শক্ত। ডিউটির কম্যান্ডারের কথা তো বলারই নয়। ভুলে যেতে হবে তোর আসল চরিত্র কী, হয়তো ভালোমানুষ, হয়ত নরম ধাত, হয়তো কুঁড়ে আর ভুলো স্বভাবের। ঐ আস্তিনের ব্যাজটা পরবার পর সে-সব কথা ভুলে যেতে হবে, কারণ পুরো কলোনির জন্যে তুই দায়ী। ভলেঙ্কোর কথা ধর! ওর চেয়ে দয়ালু ছেলে মেলা ভার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ডিউটিতে থাকলে কেউ সিগারেট টানে না। আমি নিজে ভলেঙ্কোর সবচেয়ে পুরনো বন্ধু। একসঙ্গে আমরা কলোনিতে আসি। কলোনির যখন টানাটানি তখন দেড় বছর আমরা এক বিছানায় শুই। কিন্তু এক দিনকার কথা বলি: তার কাছে গিয়ে আমি দুপুরের খাবার সম্বন্ধে কী যেন জিজ্ঞেস

করি। সে আমার দিকে তাকায় একেবারে ক্ষেপা কুকুরের মতো। কী তার গলার স্বর! বলে, "কমরেড নেস্তেরেঙ্কো, ডিউটির কম্যান্ডারের সঙ্গে ও-ভাবে কথা বলে না! গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে দাঁড়া! ধেই ধেই করে নাচ একেবারে!" প্রথমে আমি তো ভেবেই পাই না কী ব্যাপার, কিন্তু পরে বুঝি ওর কথাই ঠিক, একেবারে ঠিক। পুরো কলোনির হয়ে কাজ করে ডিউটির কম্যান্ডার, এই হল মোট কথা! ছিঃ, ভলেঙ্কো, ভলেঙ্কো! কী চমৎকার কলোনিবাসী, সে কিনা একেবারে ভেঙে পড়েছে, একেবারে বাজে কারণে ভেঙে পড়েছে। প্রথম দলকে তো এখন কোনো দলই বলতে পারা যায় না! দেখছিস তো? আসল দোষ ভলেঙ্কোরই: সবাইকে ও বিশ্বাস করে, ভাবে প্রত্যেকেই ভালো, সবাইকারই পক্ষ ও নেয়, ফলে গোটা দলের সর্বনাশ হয়। দলের মধ্যে অবশ্য একটা চোর আছে। কিন্তু কেউ জানে না সে কে, এমন কি ভলেঙ্কোও জানে না।'

দলের মতোই কম্‌সমল ব্যুরোতেও ইগরের মনোনয়ন একবাক্যে সমর্থিত হল। তাই সাধারণ সভায় প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ রইল হাততালির মধ্যে। জিরিয়ানস্কি বক্তৃতা দিতে উঠল:

'নেস্তেরেঙ্কোর মতো কম্যান্ডার অবশ্য সচরাচর পাওয়া যায় না, যদিও রুদ্‌নেভ সে-ধরনের হয়ে উঠছে। কিন্তু কম্যান্ডার হবার সব গুণ চের্নিয়াভিনেরও আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কম্যান্ডারটি যাতে নষ্ট না হয়, তার মাথা বিগড়ে না যায়, আলসে হয়ে ঢিলেঢালা হয়ে না পড়ে তার জন্যে কীভাবে ওকে চালু রাখবে দল। কিন্তু অষ্টম দল হচ্ছে পুরনো দল, দরকার হলে তাকে সাহায্য করবে। আর অক্সানা লিতভচেঙ্কোর কথা যদি ধরি, তবে সত্যিই এ একটা আবিষ্কার। আমার প্রস্তাব অক্সানা আর ইগরকে আমরা ভোট দিই!'

এই দুই প্রার্থীর কারুর বিরুদ্ধে একটি হাতও উঠল না। ডিউটির কম্যান্ডার সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিল:

'পতাকার নিচে ... মার্চ! এ্যাটেনশান! স্যালুট!'

ইগর লক্ষ্য করেনি ছ'জন বিউগ্‌ল্‌-বাজিয়ে আর চারজন ড্রাম-বাজিয়ে অনেক আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল। তারাই সভার সামনে পতাকাকে স্যালুট করার যথোচিত অনুষ্ঠান শুরু করল। ভানিয়া গালচেঙ্কোর ইতিমধ্যেই অভিজ্ঞতা হয়েছে এটা কী সুন্দর উপলক্ষ: পতাকাকে স্যালুট করা মানে কাজের জন্য ডাক, কণ্ডাক্টার ভিক্তর দেনিসভিচ তার সুর দিয়েছিলেন।

পতাকা দল সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে জাখারভ এগিয়ে গেলেন পতাকার

কাছে। ইগর টের পেল তাকে কী করতে হবে। তার পাশে দাঁড়িয়ে অক্সানা— হ্যাঁ, তার পাশে! এটা একটা শুভলক্ষণ। পুণ্য, রহস্যময় পবিত্র 'লাল পতাকার' নিচে দাঁড়িয়ে সত্যিই তারা একসঙ্গে জীবনের পথে যাত্রা শুরু করছে। আর কী সৌভাগ্য তারা সে যাত্রা শুরু করছে গৌরবময় 'পয়লা মে' কলোনির জন্য এক দুরূহ ও সম্মানার্হ কাজের মধ্যে দিয়ে! ইগর কাঁদতে পারল না, তাই তার সব অশ্রু জমে উঠল তার হৃদয়ে। কিন্তু অক্সানা—হ্যাঁ, অক্সানার চোখে জল... এই মেয়েদের নিয়ে পারা যায় না! কিন্তু মেয়েদের কথা কেন, নেস্তেরেঙ্কো নিজে পুরনো কম্যাণ্ডার, অথচ জাখারভকে সে তার রিপোর্ট দিল ক্রমাগত চোখ মিটমিট করে নীচু ধরা গলায়:

'কমরেড ডিরেক্টর! সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলভাবে ইগর চের্নিয়াভিনকে "পয়লা মে" কলোনির অষ্টম দলের ভার দিলাম!'

ওহ্, না, ইগরের মধ্যে ও-রকম কোনো দুর্বলতা নেই। নেস্তেরেঙ্কোর চেয়ে বেশী কারণ তার ছিল অভিভূত হবার, তাহলেও কম্যাণ্ডারের উপযুক্ত সতেজ গমগমে গলায় সে তার রিপোর্ট দেবে। সবাইকে ইগর দেখিয়ে দেবে কী ভাবে ডিরেক্টরের কাছে রিপোর্ট দিতে হয়। গম্ভীর মুখে, কপালের কাছে হাত তুলে, পতাকার নিচে গমগমে গলায় ইগর বলল:

'কমরেড ডিরেক্টর! "পয়লা মে" শ্রম কলোনির অষ্টম দলের ভার সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলভাবে আমি নিলাম!'

তারপর পঞ্চম দলের ভার হস্তান্তর করা হল। তারা অবশ্য সবাই মেয়ে। তাই তাদের স্বর মৃদু। ক্লাভার স্বরে কেবলি রুপোলী ঝঙ্কার, অক্সানার স্বরে আবেগ আর আন্তরিকতা। যাই বলো, আসলে এই মেয়েদের এটা ঠিক যেন রিপোর্ট নয়, এ যেন ডিরেক্টরের সঙ্গে মন খুলে একটু আলাপ। মখমলের পতাকার নিচে স্যালুটে দাঁড়ানো দুশ'জন নিশ্চল, সুগম্ভীর কলোনিবাসীর সামনে এই আনুষ্ঠানিক হল-ঘরের চেয়ে ডিরেক্টরের আপিসেই বরং সেটা বেশি মানাত।

১৩

গুরুতর ব্যাপার

মুখ বুজে কষ্ট পেয়ে চলল শুধু প্রথম দল। কে একজন হয়তো ইচ্ছে করেই এইটে রটালে যে ঘড়িটা মোটেই কোনো কলোনিবাসী চুরি করেনি। রাতের শেষের দিকে সান্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠোনের মধ্যে দিয়ে বহু

লোক যায়। সেই সুযোগে তাদের মধ্যে কেউ চুপিসারে বাড়ির মধ্যে সেঁধিয়েছিল। কিন্তু এই গল্পটা কেউই বিশ্বাস করল না, প্রথম দল তো একেবারেই না। এ দলের সবার এখন জীবন কাটতে লাগল নিজের নিজেরটা নিয়ে। প্রত্যেকেই নিজস্ব কাজ জোটাল, ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থ। কেউ এনট্রেন্স পরীক্ষার জন্য পড়াশুনো করে, কেউ খেলাধুলোর জন্য তৈরী হয়। লেভিতিন কখনো লাইব্রেরি ছেড়ে যায় না, নজিক সব সময় কাটায় চতুর্থ দলে। শেষটায় কম্যান্ডার পরিষদে আবেদন জানাল সেখানে তাকে বদলি করে দেবার জন্য। এ রকম আবেদন বুঝে ওঠা কঠিন। তাই তর্স্কি কেতামাফিক ব্যাপারটার বিহিত করল। প্রথমে জিজ্ঞেস করল ভলেঙ্কোকে, জিজ্ঞেস করল জিরিয়ানস্কিকে। তাদের কোনো আপত্তি নেই শুনে সেই সন্ধেতেই নজিককে চতুর্থ দলে বদলি হতে দিল।

দেরী করে প্রথম দলের ছেলেরা তাদের তাঁবুতে এল। কম্বলের তলায় গুটিসুটি ঢুকল কোনো কথা না বলে। পরের দিন পরিদর্শনের সময় তারা দাঁড়াল গম্ভীর মুখে। ডিউটির কম্যান্ডারের অভিবাদনের উত্তর দিল বিষণ্ণভাবে।

কিন্তু এ-রকম ব্যাপার ঘটল শুধু প্রথম দলে। কলোনির বাকী সবাইকার জীবনস্রোত বইতে লাগল পূর্ণ গতিতে। কোনো আনন্দই বাদ পড়ল না। নতুন কারখানার কোনো কোনো অংশে ইতিমধ্যে বেদীর উপর যন্ত্র বসানো হয়েছে। বিরাট নতুন ঢালাই কারখানায় অপরিস্কার লোহা ছাঁচে ঢালার জন্য একটা কিউপোলা ফারনেস বসানো হচ্ছে, এদিকে ইঁট দিয়ে বাঁধানো গর্তে তামা গলাবার জন্য মুচি ইতিমধ্যেই বসানো হয়ে গেছে। বহু কলোনিবাসী নতুন জায়গাগুলো পরীক্ষা করে দেখল যেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তারা কাজ করবে বলে আশা করে। কর্মীদের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য কম্‌সমল ব্যুরো সভা বসায়। শোনা গেল ভরগুনভ সেই পুরনো কথাগুলোই জোর দিয়ে বলছেন যে কলোনিবাসীরা এ-ধরনের কাজের উপযুক্ত নয়, এই জন্য তাঁর উপর রাগ হল কলোনিবাসীদের। বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার ছেলেদের সঙ্গে কখনো কথা বলেন না। কিন্তু এমন কোনো কলোনিবাসী নেই যে তাঁর প্রতিটি কথা না জানে। এমন সব কথাও জানে যার সঙ্গে কারখানার কোনো সম্পর্ক নেই।

কলোনির মধ্যে কয়েক ডজন কর্মী থাকে — শিক্ষক, এ্যাকাউণ্টাণ্ট, ফোরম্যান, চাকর-বাকর। ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ান নিয়ে তাদের সংখ্যা এখন

বেড়ে গেল। কারিগরদের বাড়ি পার্ক ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে। কলোনিবাসীরা খুব কমই সেখানে যায়। কিন্তু সেখানে কী ঘটছে ভালো করেই সে কথা তারা জানে। খুঁটিয়ে খবর রাখে প্রতিটি পরিবারের, তাদের আনন্দ ও বেদনার, বন্ধুত্ব ও ঝগড়ার। কমারভ আর গ্রিগোরিয়েভ নামে যে দুজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার কাজ করতে এসেছে তাদের সঙ্গে কলোনিবাসীদের এখনো আলাপ হয়নি। কিন্তু তাদের চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্য আর কর্মদক্ষতার বহু খবর তারা সংকলন করেছে। কমারভ গম্ভীর লোক, কম কথা বলে, খুব খাটিয়ে, মর্যাদাবান, মান্যগণ্য মানুষ। কিন্তু তাহলেও হৃদয়বান লোক, কলোনি আর তার সভ্যদের প্রতি তার উৎসাহ আছে। তাছাড়া ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী নাদেজদা ভাসিলিয়েভনার প্রেমে সে পড়েছে। গ্রিগোরিয়েভকে কলোনিবাসীদের ভালো লাগার কথা নয়। তার বাইরের চেহারাটা দেখলেই সন্দেহ হয়, যদিও তার চেহারার মধ্যে সত্যিকারের অপ্রীতিকর কিছু খুঁজে বার করা অসম্ভব। তার পোষাকের ছাঁট সামরিক ধরনের। সেটা কলোনির ফ্যাশনের সঙ্গে মেলার কথা, তবু কী কারণে যেন সেটা কলোনিবাসীদের পছন্দসই নয়। কলোনিতে আসার তিন দিন যেতে না যেতেই ছেলেরা তার নাম দিয়ে দিলে: 'চশমা, ব্যাজ, লেগিঙস।' নামের সঙ্গে তথ্যের মিল আছে, যদিও সে যে ব্যাজ পরে তার মধ্যে লজ্জাকর কিছুই নেই। সেগুলো সাধারণ ব্যাজ: 'অসোভিয়াখিম', 'আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের পক্ষসমর্থন সমিতি' আর একটার মধ্যে এক ভূ-গোলক। স্পষ্টতাই তার সঙ্গে গ্রিগোরিয়েভের কিছু সম্পর্ক আছে। কলোনিবাসীদের গ্রিগোরিয়েভ পছন্দ করে না। হয়তো সে-ই ভরগুনভকে তাদের উপর চটিয়ে দিয়েছে, যদিও তার সম্বন্ধে ভরগুনভ কখনো একটি ভালো কথাও বলেন না। নতুন কারখানার পরিচালকদের অস্থায়ী আপিসের জন্য পুরনো ইস্কুল-বাড়ির কয়েকটা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের জানালা সব সময়েই খোলা থাকে। কলোনিবাসীরা প্রায়ই শুনতে পায় গ্রিগোরিয়েভকে ভরগুনভ বকাবকি করছেন। তাছাড়া গ্রিগোরিয়েভও নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনার প্রেমে পড়েছে। ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর মনোভাব এখনো ছেলেরা জানে না, কিন্তু তারা চায় তিনি যেন কমারভের প্রেমে পড়েন। অবশ্য প্রেম মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কলোনিতে প্রেম, চুম্বন ইত্যাদি একেবারেই বারণ। সে কথা সবাই জানে। কিংবদন্তিতে জানা যায় বহুকাল আগে কোন এক সাধারণ সভায় নাকি সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে বহু বছর কেটে গেছে। কিন্তু প্রত্যেকেই ভালো করে জানে তেমন একটা

সিদ্ধান্ত নাকি আছে, এযাবৎ তা যথাযথ পালন করে আসা হয়েছে, তার মানে এখনো সে-রকম যথাযথভাবেই সেটা পালন করতে হবে। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের শুধু যে একটা ব্যবহারিক অর্থ আছে তাই নয়। প্রেমের পুরো প্রশ্নের উপর এটা খানিক তাত্ত্বিক আলোকপাতও করে, যার কয়েকটি রশ্মি এই দুই ইঞ্জিনিয়ারের প্রেমের উপরও অনভিপ্রেতভাবে গিয়ে পড়ল।

দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের এই ক্ষেত্রের কোনো ঘটনাই সঠিক আকার গ্রহণ না করায় তাদের নিয়ে আলোচনা করা কঠিন হয়ে উঠল। একদিন সকালে হল-ঘরে সান্ত্রীর ডিউটিতে ছিল নজিক। সেই সন্ধেয় চতুর্থ দলের তাঁবুতে জিরিয়ানস্কি ছাড়া সবাই শুয়ে পড়েছে—সেদিনকার কলোনির কম্যান্ডারের ডিউটি সে শেষ করছিল। এমন সময় নজিক নিম্নোক্ত গল্পটি বলল:

'আমি পাহারা দিচ্ছি এমন সময় নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা এসে একটি বই পড়তে শুরু করলেন। জিগগেস করলেন সলোমন দাভিদভিচ এসেছিলেন কি না। আমি বললাম তখনো তিনি পৌঁছননি কিন্তু সম্ভবত অল্পক্ষণের মধ্যেই আসবেন। তিনি বসে বসে পড়েই চললেন। তারপর কমারভ পৌঁছলেন। সুপ্রভাত টুপ্রভাত সব হল। কেন যে এলেন কে জানে। তারপর কী বললেন জানিস। নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনাকে বললেন তাঁর সঙ্গে নাকি কথা আছে। বুঝে দেখ, কথা আছে। নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা কিন্তু বললেন, "দয়া করে প্রথমে পশ্চিম ইস্টিশানে ফোন করে খবর নিন মস্কো থেকে সন্ধের ট্রেন কখন পৌঁছবে।" তিনি ক্রমাগত ফোন করে চললেন আর নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা কেবলি মুখ ব্যাজার করেন। তারপর তিনি ফোন করা ছেড়ে বেঞ্চিতে বসে আবার শুরু করলেন, "আপনার সঙ্গে কথা আছে।" "কী নিয়ে," নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, "একটা ব্যাপার আছে!" বুঝেছিস তো, হাঃ হাঃ, একটা ব্যাপার! এমন সময় গটমটিয়ে ভেতরে এলেন ভরগুনেভ। ওরে বাবা! আর নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা—ওঃ, সাহস বলিহারি। সোজা গিয়ে বললেন, "পিওতর পেত্রভিচ, জানেন আজ কলোনিবাসীরা এক সাংস্কৃতিক অভিযানে যাচ্ছে?" ভরগুনেভ বলে কি, "আর আপনি জানেন কি ড্রিলিং-মেশিনগুলো বসাতে গিয়ে তারা একেবারে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে?" কী কড়া রে বাবা বুড়ো শয়তানটা। কিন্তু নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা মোটেই ভয় পেলেন না, সোজা তাঁকে বলে দিলেন ড্রিলিং-মেশিনের সঙ্গে তাঁর মোটেই কোনো সম্পর্ক নেই। আর ভরগুনেভ বললেন, "আপনাদের এই সব ললিত কলার সঙ্গেও আমার কোনো সম্পর্ক

নেই।" তারপর কমারভকে তিনি ধমকে উঠলেন, "এখানে ওসব ব্যাপার ট্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে হবে না।" একেবারে ঠিক এই কথা "ব্যাপার ট্যাপার" বললেন। "বরং গিয়ে ওটা ঠিক করে ফেল্‌ন, কারণ ঐ গাধাটা" — হ্যাঁ, একেবারে বলে দিলেন গাধা—"ড্রিলারগ্‌লো বসিয়েছে পেষাই যন্ত্রের বেদীর ওপর।" এটা তিনি বললেন গ্রিগোরিয়েভকে উদ্দেশ্য করে। তারপর টেনে নিয়ে গেলেন কমারভকে, সেই "একটা ব্যাপার" নিয়ে কথা কইবার আর ফুরস্‌ত হল না। ওরা যেতে-না-যেতেই বাস, জানিস তো কে এল—"চশমা, ব্যাজ, লেগিংগুস"। এসেই একেবারে নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনার কাছে। বলল, "স্‌প্রভাত, স্‌প্রভাত, আপনার জন্যে আমি একটা টিকিট এনেছি।" কী একটা থিয়েটারের দল নাকি আসছে আর সে "ফিওদর ইভানভিচ" পালার টিকিট কিনেছে। তারপর ওই টিকিটের কথা আবার যেই পেড়েছে অমনি ফের ভরগ্‌নভ। ওঃ! তখন সত্যিসত্যিই একচোট হল! গ্রিগোরিয়েভ ছটফট করতে লাগলে, কিন্তু পার পাবে কী করে?—"দেরী হল যে? ড্রিলারগ্‌লো কেন পেষাই যন্ত্রের জায়গায়? একেবারে পয়মাল করে দিলেন, হাঁদামির চ্‌ড়ান্ত! জাহান্নামে যান!" গ্রিগোরিয়েভ বেচারী আর কী করে। নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনার সামনে ও-জাতের কথা! "পিওতর পেত্রভিচ, বাইরের লোকের সামনে আপনার ও-রকম করে বলা উচিত নয়!" আর পিওতর পেত্রভিচের সে কী হ্‌ঙ্কার, "বাইরের লোক, নিকুচি করেছে আপনার বাইরের লোক! আপনার কাজ কারখানায় আর আপনি এখানে এসেছেন বাইরের লোক ফলাতে!" "ব্যাজের" তখন সেকি দৌড়! একেবারে ধ্‌লো উড়িয়ে দৌড়। হ্যাঁ, একেবারে ভাগিয়ে ছাড়লেন। তাড়িয়ে টাড়িয়ে নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনাকে বলেন কি, অবশ্য খ্‌ব ভদ্রভাবে, "মাপ করবেন আমায়, দয়া করে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনার দোষেই সব তর্‌ণ ইঞ্জিনিয়াররা নষ্ট হচ্ছে। ব্‌ঝে দেখছেন, আপনার জন্যেই সব!" এমনভাবে নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনা তাকালেন যেন তাঁর কথাটা ব্‌ঝতেই পারছেন না। "নষ্ট হয়ে গেছে? বলেন কী? না, না, নষ্ট হতে পারে না। কিন্তু তাহলে কী উপায়?" ভরগ্‌নভ বললেন, "উপায় মানে? আপনার নিজেরই তো সেটা জানা উচিত!" নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনা তখন বললেন কী, "হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। মানে ন্যাপথলিনের গ্‌ঁড়ো ছিটিয়ে ওদের ম্‌ড়ে রাখা উচিত, তাহলে আর নষ্ট হবে না।" আরে ব্বাস!' (এই আরে ব্বাস শব্দটা অবশ্য শোনা গেল চতুর্থ দলের সবাইকার কাছ থেকে। কম্বলের তলায় তারা শ্‌ন্যে পা ছ্‌ঁড়তে লাগল)।

'তারপর?' বিজয়োল্লাসটা থামার পর কে একজন প্রশ্ন করল।

'তখন ভরগুনভ তো দেখলেন তাঁর কথায় কাজ হচ্ছে না। তাই তিনি পাশে এসে বসলেন, টাক মাথাটা মুছে, বলতে কি, করুণ সুরেই বলতে লাগলেন, "আমাদের রুশীদের সবই গোলমেলে। হওয়া উচিত এই: প্রেমের জায়গায় প্রেম, কাজের জায়গায় কাজ! প্রেম আর কাজ আলাদা করে দেওয়া উচিত।" বুঝেছিস, আলাদা করে দেওয়া উচিত। রুশীদের নাকি তাই দরকার। তারপর আরো বলেন কী "কাজ হচ্ছে কাজ। কিন্তু রুশীরা সব সময় তার সঙ্গে প্রেম গুলিয়ে ফেলে। গুলিয়ে ফেলে আর ছোটে অভিসারে, ওদিকে কাজের দফা রফা।" লেকচারের পর লেকচার। নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা কথা দিলেন, ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে তিনি প্রেম নিয়ে কথা বলবেন না, শুধু কথা বলবেন মিলিং, ইনগট আর কিউপোলা নিয়ে।'

'বাস?'

'আরে না, আরো আছে। ভরগুনভ সে কথা মানলেন না। এমন কি সামান্য চটে উঠলেন। বললেন, "মিলিং, ইনগট নিয়ে আর কথা বলতে হবে না। সেটা আপনার কাজ নয়। বলতে হলে বুলবুলি টুনটুনির কথা বরং বলুন গে, মিলিং, ইনগট নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন না।" কিছুতেই বুড়ো খুসি নয়।'

'বাস?'

'হ্যাঁ। তারপর তেমন জমাট কিছু হয়নি। সলোমন দাভিদভিচ এলেন। নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা তাঁকে জিগগেস করলেন, "ফিওদর ইভানভিচের" টিকিট চান কি না। সলোমন দাভিদভিচ বললেন ও টিকিট তাঁর দরকার নেই। তিনি এমনিতেই জানেন যুবরাজ দিমিত্রিকে রাজা মেরে ফেলেন। ও সব তাঁর ভালো লাগে না। বলুন, কী অধিকার আছে বাচ্চা ছেলেটাকে কেটে ফেলার! যে লোকের জ্ঞানগম্যি আছে সে কখনো ও-রকম কাজ করবে না। বলেন, হ্যাঁ কারখানা — সেটা অন্য ব্যাপার। না, টিকিট তিনি চাইলেন না।'

আর এক দিক থেকেও কলোনিতে প্রেমের তরঙ্গ উঠল। ড্রাইভার ভরবিয়ভ আর ভান্দাকে আবার দেখা যেতে লাগল পার্কের বেঞ্চিতে নিঃসঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতে। প্রসঙ্গত চুপচাপ থাকা ভান্দার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য নয়। কলোনিতে আসার পর স্পষ্টই সে অনেক বড় আর সুন্দর হয়ে উঠেছে। সমস্ত দিন ধরে সর্বত্র সে কথা বলে যায় — কারখানায়, শোবার ঘরে, খাবার ঘরে। পোল্যান্ডে এক দল পোলিশ কমিউনিস্টকে সোভিয়েত রাজ জেল

থেকে বাঁচিয়েছিল। তারা এল কলোনি দেখতে। ব্যুরোতে ভান্দা অনুনয় জানাল অতিথিদের সঙ্গে কলোনিবাসীদের এক সান্ধ্য ভোজনের ব্যবস্থা সে করবে। ব্যাপারটা সে চমৎকার চালাল: রাতের খাবার ছিল প্রচুর আর মুখরোচক, ঝকঝকে টেবিল ফুলে ভরা। অতিথিদের অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কলোনিবাসীরা অভ্যর্থনা জানাল। অতিথিরাও বিশেষ করে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ জানাল আসরের কর্ত্রী ভান্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়াকে। ভান্দা বলল:

'আমি পোলীয়। দেখুন এখানে আমি কী রকম ভালো আছি। সবাই এখানে খুব ভালো আছে — রুশী, উক্রেনীয়, ইহুদী... আমাদের এখানে এক জার্মানও আছে, কিরগিজ আছে, তাতার আছে। দেখছেন তো!'

অতিথিরা চলে গেলে ভান্দাকে সান্ত্বনা দিতে হল দলের বাচ্চা মেয়েদের — লিউবা, লেনা আর অন্যদের। অতিথিদের মধ্যে সবচেয়ে রোগা একজনকে নিয়ে তারা খুব হৈচৈ করেছিল, যত রাজ্যের খাবার খাইয়েছিল তাঁকে। পরে জানা যায় তিনি জেল ফেরত কেউ নন, 'আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের পক্ষসমর্থন সমিতির' স্থানীয় শাখার এক সভ্য। তারা এতো বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে শোবার ঘরে গিয়ে এমন কি কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। ভান্দা তাদের সান্ত্বনা দিল। তাদের সে বুঝিয়ে বলল লোকটা রোগা কি না তাতে কিছুই এসে যায় না। কলোনির ছেলেমেয়েরা ভান্দাকে পছন্দ করে। ভরবিয়ভের সঙ্গে আরো ঘনঘন তাকে দেখা যাওয়ায় মনে মনে সবাই খুব আহত হল। এ বিষয়ে জিরিয়ানস্কির ইচ্ছে হয়েছিল ভরবিয়ভের সঙ্গে কথা বলবে, এমন সময় কলোনিতে এমন গুরুতর ঘটনা ঘটল যে ভরবিয়ভকে নিয়ে ভাববার সময়ও সে পেল না।

কম্যান্ডার পরিষদের এক সভায় তর্স্কি একটা কাগজের ভাঁজ খুলে বলল:

'এই অনুরোধটি পাওয়া গেছে: "কম্যান্ডার পরিষদের প্রতি। তোমাদের কাছে অনুরোধ আমাকে যেন বাড়ি যেতে দেওয়া হয়, কারণ সামারায় আমার মা অভাবের মধ্যে রয়েছেন। তিনি আমায় ফিরে যেতে বলেছেন। ভলেঙ্কো"।'

পরিষদের সভা চুপচাপ হয়ে গেল। সবাই মাথা নোয়াল। ভলেঙ্কো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তাকে রোগা আর কড়া দেখাচ্ছে। খানিক থেমে তর্স্কি শান্ত সুরে প্রশ্ন করল:

'এ বিষয়ে কেউ কিছু বলবে?'

জাখারভ বললেন:

'ভলেঙ্কোকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। তোমার মা-র কী হয়েছে?'

'তিনি—ইয়ে—খুব টানাটানিতে পড়েছেন।'

'তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি পেতে?'

'হ্যাঁ।'

'আগে তাঁর অবস্থা ভালো ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এখন তাহলে নতুন কী ঘটল?'

'ঘটনা নতুন কিছু ঘটেনি... তবে তাঁর কাছে আমায় যেতে হবে।'

'কিন্তু ইস্কুলের শেষ বছর তুমি যে সবে শুরু করতে যাচ্ছিলে।'

'তা আর কী... মুলতুবি রাখতে হবে।'

ভলেঙ্কো শুকনো গলায় কথা বলল। তাকাল শুধু জাখারভের দিকে। নিছক ভদ্রতার খাতিরে মাথা তুলল। তারপর আবার নামাল।

আবার ঘর চুপচাপ হয়ে গেল। তর্স্কি বৃথাই ডাকল অন্যান্য বক্তাদের। কারুরই বলার কিছু নেই।

অবশেষে শারির অলস মিষ্টি গলা শোনা গেল:

'ওর মা-র চিঠিটা কি দেখাতে পারে?'

আড়চোখে ভলেঙ্কো তাকাল ফিলকার দিকে:

'কী ভেবেছিস, আমি একটা বাচ্চা খোকা নাকি নতুন ছেলে যে, চিঠি দেখাতে হবে!'

'অনেক কিছুই তো হতে পারে...' শারি বলতে শুরু করল। কিন্তু ভলেঙ্কো তাকে থামিয়ে দিল। যতটা দরকার তার চেয়ে সামান্য জোরে কিন্তু সম্পূর্ণ শান্ত, সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও একেবারে অনাত্মীয় গলায় ভলেঙ্কো পরিষদকে বলল:

'আমার কাছে তোমরা কী চাও? তোমাদের বলছি আমাকে বাড়ি যেতে দাও কারণ আমার যাওয়া দরকার। কম্‌সমল ব্যুরোর অনুমতি আমি পেয়েছি।'

'ব্যুরোর কোনো আপত্তি নেই।' মার্ক গ্রিনগাউজ সায় দিলে।

তর্স্কি আর একবার তাকাল ঘরের চারিদিকে। ইলিয়া রুদ্‌নেভের মন করুণায় ভরে গেল; সম্ভবত তারুণ্যের স্বভাবই তাই। বলল:

'যাই বল ভারি অদ্ভুত। হঠাৎ বাড়ি যাবার জন্যে তোর এত ছটফটানি কেন? কোথা থেকে তোর এই বাড়িটা এল। এই প্রথম তার কথা আমরা শুনছি...'

নিজের আবেগ চাপার জন্য ভলেঙ্কো প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল:

'তর্স্কি, ভোট নে!'

'আমাকে বলতে দাও!'

'বল!'

বলতে উঠল জিরিয়ানস্কি। তার বক্তব্য কথাগুলো আন্তরিক ও সহৃদয়। কিন্তু বলার সময় ভলেঙ্কোর চোখ থেকে সে চোখ সরিয়ে নিল।

'ভাববার কী আছে? ভলেঙ্কো চমৎকার কলোনিবাসী আর কমরেড। ওর কথা আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে। ও যদি বলে ওকে যেতেই হবে তার মানে ওকে যেতেই হবে। মা-কে তো ভাসিয়ে দিতে পারে না। ওকে যেতে দাও। ওকে এমনভাবে আমরা বিদায় দেব যেটা সবচেয়ে বিশিষ্ট কলোনিবাসীর প্রাপ্য: পুরো জামাকাপড়, স্যুট, অন্তর্বাস আর কম্যান্ডার পরিষদের তহবিল থেকে সবচেয়ে বেশী প্রাপ্য অর্থ — পাঁচ শ' রুব্‌ল্‌।'

পরিষদে আর একটি শব্দও উচ্চারিত হল না। জরিন বা এমন কি ভলেঙ্কোর পুরনো বন্ধু নেস্তেরেঙ্কোও কোনো কথা বলল না।

তর্স্কি গম্ভীর হয়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে সে বলল:

'আমি ভোট নেব। জিরিয়ানস্কির প্রস্তাবে কে কে রাজী?'

প্রত্যেকটি হাত উপরে উঠল। পরিষদে ভোট দেবার অধিকার শারির না থাকলেও শুধু সেই রেগে ফের বললে:

'চিঠিটা ও দেখাক।'

তাড়াতাড়ি স্যালুট করে, নীচু গলায় 'ধন্যবাদ' বলে ভলেঙ্কো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরিষদ আরো চুপচাপ হয়ে উঠল। জিরিয়ানস্কি নিজের প্রসারিত হাঁটুর উপর হাত রেখে ঘরের এক কোণের দিকে রইল তাকিয়ে। জোরে দাঁতে দাঁত চেপে থাকার দরুন অল্প অল্প কেঁপে কেঁপে উঠেছিল তার ঠোঁট। নেস্তেরেঙ্কো মুখটা নামিয়ে নিল একেবারে পায়ের কাছে, যেন তার জুতোর একটা ফিতে ঢিলে হয়ে গেছে। রুদ্‌নেভ নিচের ঠোঁট কামড়াল। অক্সানা আর লিদা তালিকভা এক কোণে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে গদির একটা জায়গা খুঁটছে। শুধু অষ্টম দলের নতুন কম্যান্ডার চোর্নিয়াভিন চারিদিকে তাকাল অবাক হয়ে। তার ইচ্ছে হল কিছু বলে, কিন্তু ভেবে দেখল বলার কিছু নেই।

সেই সন্ধেয় ভলেঙ্কোকে ডেকে পাঠালেন জাখারভ। ছেলেটির মুখে সেই

একই ভদ্র নির্লিপ্ত ভাব। ডিভানে নিজের পাশে জাখারভ তাকে বসালেন। খানিক চুপচাপ থাকার পর ক্ষুব্ধ স্বরে তিনি বললেন:

'এটা ভালো হচ্ছে না ভলেঙ্কো। যাবে কোথায়?'

ভলেঙ্কো তাঁর চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল। ক্রমশ তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেল সেই অমায়িক কঠোরতার ভাবটা। মাথা নীচু করে মৃদু স্বরে সে বলল:

'যেখানে হোক... সোভিয়েত ইউনিয়ন মস্ত বড় জায়গা।'

তারপর হঠাৎ সজোরে সে মুখ ফেরাল জাখারভের দিকে:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

'বল! শুনেছি!'

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, ভালো দেখাচ্ছে না এই হল আসল কথা। কিছুই বুঝি না ভাবেন? সব আমি বুঝি। বলবে বলুক গে যে, আমিই হয়তো ঘড়িটা চুরি করেছি। বলুক গে! আমি জানি বড় ছেলেরা সে কথা বিশ্বাস করে না... কিংবা হয়তো করে। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু এই কদর্য কাণ্ড... কেন আমার দলে ঘটল? কেন? প্রথম দলে! আমাদের এই কলোনিতে... সময়টা কী রকম... কত কাজ! সব জায়গাতেই, সব জায়গাতেই লোকে কত খাটছে! আর দাঁড়াল কী? হয় লেভিতিন, নয় রিজিকভ, নয় ভলেঙ্কো, নয় গরোখভ, নয়ত বা সমস্ত দলটাই হল চোর... সবাই তারা আমার দলে, সব্বাই। আপনি কি ভাবেন ছেলেরা এটা দেখছে না? নিশ্চয়ই দেখছে। দেখে আমি ডিউটি দিচ্ছি, দেখে আর ভাবে—বড়ো ডিউটি দিচ্ছেন আর নিজের দলটির মধ্যে কী হচ্ছে! এটা আমি সইতে পারি না। তার মানে আমি দোষী...'

মৃদুস্বরে ভলেঙ্কো কথা বলল, জোর করে উচ্চারণ করছিল তার যন্ত্রণায় জর্জরিত কথাগুলো। অস্পষ্ট ভুরু কুঁচকে উঠছিল তার।

'আমি এখানে থাকতে পারি না... কিছুতেই পারি না। আমার কমরেডরা কিছুই বলবে না, বা আমার নিন্দে করবে না, কারণ... নিজেরাই তারা জানে না... কিন্তু আমার মনের মধ্যে এই যে ভাব, এই যে অনুভূতি... না না, আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আমার জন্যে দুর্ভাবনা করবেন না। আমি উচ্ছন্নে যাব না। হয়তো এখন আমি জীবনকে দেখব... অন্যভাবে। ভাববেন না আপনি...'

ভলেঙ্কোর বাহুমূলে সামান্য চাপ দিলেন জাখারভ, তারপর নিঃশব্দে উঠে নিজের চেয়ারের কাছে গিয়ে তার বার্ণিশ-করা হাতলে হাত বুলতে লাগলেন:

'আমি তোমার জন্যে... দুর্ভাবনা করছি না। মোটের ওপর ঠিকই করছ। নিজের জন্যে নিজে জবাবদিহি করতে পারা চাই। তুমি তা পারো। ঠিকই করছ। হ্যাঁ, একেবারে ঠিক। মোটের ওপর ভলেঙ্কো তুমি ভালো ছেলে। কিন্তু এ-ভাবে দমে যাওয়া উচিত নয়, একেবারে উচিত নয়... এই হল কথা!'

পরের দিন ভলেঙ্কো এল জাখারভের কাছে বিদায় নিতে। ইতিমধ্যেই তার পরনে ওভারকোট, বগলে একটা সাধারণ কাঠের বাক্স।

'বিদায়, আলেক্সেই স্তেপানভিচ, সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ।'

'মঙ্গল হোক ভলেঙ্কো। আমাদের চিঠি লিখো, কলোনিকে ভুলে যেয়ো না।'

জাখারভ করমর্দন করলেন। বরাবরকার মতোই ভলেঙ্কো ছিপছিপে, মুখে গর্বের ভাব। জাখারভের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে হঠাৎ সে কান্নায় ফেটে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে একটা রুমাল বার করে খানিকক্ষণ ধরে নিজেকে সে সামলে নিল। ছেলেটির পৌরুষের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে জাখারভ জানালার দিকে মুখ ফেরালেন। আর কোনো কথা না বলে ভলেঙ্কো চলে গেল। দরজায় শেষবারের মতো দেখা গেল সেই কাঠের বাক্সটা।

কেউ তাকে এগিয়ে দিতে গেল না। পথ দিয়ে সে একা চলল। কিন্তু যখন সে বনের প্রান্তে পৌঁছেছে পড়িমরি করে ছুটতে ছুটতে ভানিয়া গালচেঙ্কো এল তার পিছন পিছন। বনের রাস্তায় তাকে ধরে ফেলে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'ভলেঙ্কো, ভলেঙ্কো!'

থেমে বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকাল ভলেঙ্কো:

'কী ব্যাপার?'

'শোনো ভলেঙ্কো! রাগ করো না। শুধু শোনো! তোমার ঠিকানাটা আমাদের দাও, তোমার আসল ঠিকানাটা!'

'আমার ঠিকানা আবার কার দরকার?'

'আমাদের দরকার ভলেঙ্কো, চতুর্থ দলের সব্বাইকার। চের্নিয়াভিনও চায়। আরো অনেকে চায়।'

‘কেন?’

‘খুব দরকার! দাও আমাকে! পরে বুঝতে পারবে!’

একদৃষ্টে ভানিয়ার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ভলেঙ্কো বলল:

‘বেশ।’

কিছু একটায় ঠিকানা লেখার জন্য সে পকেট হাতড়াল। কিন্তু ভানিয়া চেঁচিয়ে উঠল:

‘এই যে! আমি সব ঠিক করে রেখেছি! এখানে লেখো!’

ভানিয়া তার হাতে দিল কাগজ পেন্সিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে বনের রাস্তার ভিতর দিয়ে ভলেঙ্কো যেতে লাগল ট্রামের দিকে আর ভানিয়া ছুটে ফিরে গেল কলোনিতে। পার্কে চতুর্থ দল তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

‘কী হল, ঠিকানা দিয়েছে?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু মোটেই ও সামারায় যাচ্ছে না। ও যাচ্ছে পল্‌তাভায়... এই হল গিয়ে ব্যাপার!’

১৪

পেটি বুর্জোয়াপনা

সদর দরজার পরেই যে হল-ঘর সেটা শুধুই বারান্দা নয়। চওড়া, পরিচ্ছন্ন আর শুধুই ফুল দিয়ে সাজানো নয়, প্যারেডের ইউনিফর্ম পরা সান্ত্রীও তার শোভা বাড়িয়েছে। গদি-আঁটা নানা বেঞ্চি সেখানে, তাতে বসে কোনো বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করতে ভালো লাগে। তার পক্ষে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারে না, কারণ কলোনিবাসীদের সব পথই গেছে হল-ঘরের মধ্যে দিয়ে — জাখারভের আপিসে, কম্যান্ডার পরিষদে, কম্‌সমল ব্যুরোতে, খাবার ঘরে, ক্লাব-ঘরে আর থিয়েটারে। এই সব জায়গায় যাবার সময় দুয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও সবাই থামে হল-ঘরে, সেখানে যে-কেউই থাকুক না কেন তার সঙ্গে দুয়েকটা কথা বলে। সব সময়েই কিছু-না-কিছু বলার কথা থাকেই।

এক সকালে এই রকম অপ্রত্যাশিতভাবে তর্স্কি, জিরিয়ানস্কি আর ব্লুম জমায়েত হল। সবশেষে এল ড্রাইভার ভরবিয়ভ। বলল:

‘সুপ্রভাত।’

মাথা ঝুঁকিয়ে জিরিয়ানস্কি তার উত্তর দিল, তারপর যে-কথাগুলো বলল তার মধ্যে ভদ্রতার ছিটেফোঁটাও নেই:

'শোন পিওতর, আগেই তোকে একবার বলেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার কথায় একেবারেই কান দিচ্ছিস না।'

সেই মুহূর্তে নবম দলের কম্যান্ডার পখোজাই এল হল-ঘরে। সব রকম মজাদার ঘটনা সম্বন্ধে পখোজাইয়ের দারুণ উৎসাহ। সঙ্গে সঙ্গে জিরিয়ানস্কির কথাগুলো সে লুফে নিল:

'তোর কথায় কে কান দিচ্ছে না রে? পিওতর? খুব ইণ্টারেস্টিং তো!'

'কান দিচ্ছে না, ভেবেছে বুঝি তামাসা করছিলাম। কেন মেয়েটির চারদিকে ঘুরঘুর করছিস?'

'ঘুরঘুর করছি মানে?' কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করল ভরবিয়ভ।

'লরি-ড্রাইভার লরি নিয়েই থাকবি! তার ড্রাইভিং-হুইল যত খুসি ঘোরাতে পারিস, কিন্তু মেয়েদের মাথা ঘোরাবার জন্যে এখানে তোকে রাখা হয়নি। নইলে কিন্তু আচ্ছা ধোলাই দিয়ে দেব।'

বয়সোচিত বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্লুম চেষ্টা করলেন জিরিয়ানস্কিকে শান্ত করতে:

'কমরেড, আমার কথা শোনো! ওরা যে প্রেমে পড়েছে এটা তো তোমাদের বোঝা উচিত।'

'কে প্রেমে পড়েছে?' হুঙ্কার ছাড়ল জিরিয়ানস্কি।

'কেন, ভরবিয়ভ আর কমরেড ভান্দা। মনটা যদি ভালো হয় আর মতের মিল হয় কেন তাহলে তারা প্রেমে পড়বে না?'

'আপনি বলছেন কী? "প্রেমে পড়া!" "মন!" নতুন কথা বটে। তাহলে আমিই বা কেন প্রেমে পড়ব না, সবাই তাহলে প্রেমে পড়তে চাইবে! ভান্দার লেখাপড়া শেষ করা দরকার আর এই রাজপুত্তুরটি কিনা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে!'

জিরিয়ানস্কির একথাটা এমনই যুক্তিসঙ্গত যে শেষ পর্যন্ত তর্স্কিও তার নিরপেক্ষতা ত্যাগ করল:

'সত্যি বলছি পিওতর, এ রকম করলে এক সাধারণ সভায় তোকে খাড়া করা হবে।'

এই হুমকি শুনে ভরবিয়ভ খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করল না:

'সবই তোদের ভারি অদ্ভুত রীতিনীতি। ভান্দা বড় হয়েছে, কম্‌সমলেরও সভ্য। তোরা কি ভাবিস, কোনো অধিকার নেই তার?..'

ভরবিয়ভ যা বলল বা বলতে পারত, তার সবকিছুতেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল জিরিয়ানস্কির তীব্র ঘৃণা:

'বললে বড় হয়েছে! সে যে কলোনিবাসী! আবার অধিকার ফলানো হচ্ছে!'

প্রেমাতুর লরি-ড্রাইভারকে অবস্থাটা আরো শান্তভাবে তর্ক্ক বুঝিয়ে বলল:

'কলোনি ছেড়ে গিয়ে যত খুশি প্রেম কর গে। এ-ভাবে চললে যে চক্ষের নিমেষে কলোনি যাবে।'

'অধিকারের মুখপাত্রদের কোনো অভাব থাকবে না,' ভরবিয়ভের দিকে জিরিয়ানস্কি যেভাবে তাকাল সেটা গল্পের সেই ভেড়ার ছানার দিকে নেকড়ের চাউনির মতো।

'কিন্তু বেচারী মেয়েটিও যদি প্রেমে পড়ে থাকে, তাহলে?' বলে উঠলেন ব্লুম। শুনতে শুনতে তাঁর বিরক্তি বেড়ে উঠেছিল, 'সেটা তোমাদের বোঝা দরকার!'

'ওরা তো ঠিক সেইটেই চায়, আপদের দল...' ব্লুমকে বুঝিয়ে বলল জিরিয়ানস্কি।

'কারা চাইছে?'

'এই সব প্রেমিকরা ছাড়া আবার কে? ওদেরকে বোঝা হোক — এইটেই তো ওদের বাসনা। আপদের দল সব! আমাদের একটা কারখানা উঠছে, অমন একটা কঠিন পরিকল্পনা, তার ওপর ভলেঙ্কোর কী হল দেখুন, ওদের এতে কিন্তু বয়েই গেল। আড়ালে আবডালে ওরা ওদিকে এ ওকে চুমু খাচ্ছে! চুমু খাস তো ভরবিয়ভ? সত্যি কথা বলবি!'

'সত্যি বলছি...'

'চুমু খাচ্ছেন সব, শয়তানের দল! তারপরও কী রকম বেহায়া! সোজা আমাদের চোখাচোখি তাকায়, আর এঁদের কিনা বুঝতে হবে। মায়া দেখাতে হবে। আহা, প্রেমে পড়েছেন দুটিতে!'

'কিন্তু তোমাদের বলি বাপু, ওরা ঠিকই করছে,' হেসে ব্লুম বললেন। 'প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা যে ভারি একটা জটিল ব্যাপার।'

বিষণ্ণভাবে মাথা হেঁট করল ভরবিয়ভ।

'সাবধান করে দিলাম,' আর একবার বলল জিরিয়ানস্কি। 'মনে রাখিস, নইলে তোদের দুজনকেই মাঝখানে দাঁড় করানো হবে, ভান্দাকেও।'

তারপর দৌড়ে উপরে চলে গেল।

'যাই কর পিওতর ওদের বোঝাতে পারবি না।' লরি-ড্রাইভারের কাঁধে সহৃদয়ভাবে হাত রেখে পখোজাই বলল, 'ওরা তো মানুষ নয়, অজগর। ভান্দাকে বরং হরণ কর।'

'হরণ মানে?'

'অতীতে লোকে যেমন করত। হরণ কর! আগের কালে কী করত জানিস, খিড়কির দরজায় ঘোড়া নিয়ে আসত, তারপর সুন্দরী আসত চুপিসারে বেরিয়ে, আর যে পেৎকা এতদিন গুমরে মরছিল সে কন্যেকে ঘোড়ায় চাপিয়ে উধাও।'

'আর তারপর কী হবে?' তর্স্কি প্রশ্ন করল।

'আর তারপর... তারপর আমরা ওদের তাড়া করব, কিল ঘুষি চালাব, ছিনিয়ে নিয়ে আসব ভান্দাকে। দারুণ মজার ব্যাপার হবে!'

মৃদু হাসতে হাসতে পখোজাইয়ের পরিকল্পনাটা ব্রুম শুনলেন:

'হরণ করতে হলে ভরবিয়ভের ঘোড়া লাগবে কেন? ওটা সেকেলে ব্যাপার। ওর লরি আছে। তোমরা ওর পাল্লাই বা ধরবে কী করে, অন্য গাড়ি নেই। সোজা রেজিস্ট্রি-আপিসে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে পারবে ওরা! তারপর সাধারণ সভায় ওদের বিয়ের সার্টিফিকেট ওরা বার করবে। তোমরাও শান্তশিষ্ট ছেলের মতো স্যালুট জানাবে।'

ততক্ষণে ঘটনাস্থলে নতুন নতুন চরিত্র হাজির হয়েছে। ব্রুম কিন্তু অনেক গদ্যময় একটা কথা বললেন:

'পাগলামি সব ঝেড়ে ফেলো বাপু! চল কমরেড ভরবিয়ভ, আমাদের ওদিকে কাজ রয়েছে।'

এই আলোচনার ফল ফলল এক সপ্তাহ পরে। সেটা ছিল ছুটির দিন। কলোনির সবাই গিয়েছিল 'নৌবহরের ধ্বংস' দেখতে, প্রায় পাঁচটায় ফিরল দেরী করে দুপুরের খাবার খেতে। নাটকটি কলোনিবাসীদের খুব ভালো লেগেছিল। তাছাড়া শাদা ইউনিফর্ম পরে পতাকা উড়িয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে সহরের ভিতর দিয়ে মার্চ করে যেতেও ভালো লেগেছিল। আগের চেয়ে খোশ মেজাজে জাখারভ ফিরলেন, বাচ্চা মেয়ের মতো নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলেন। সব দিক দিয়ে ছুটির দিনটা চমৎকার কেটেছে।

বাড়ি ফিরে এসে দুপুরের খাবারের জন্য পোষাক বদলাতে আর হাতমুখ ধুতে তারা ছুটল নিজেদের ঘরে। হল-ঘরে সান্ত্রীর জায়গায় দাঁড়িয়েছিল কিরিল নোভাক। তার একলা একলা একঘেয়ে লাগছিল। থিয়েটারে যেতে তার খুব ইচ্ছে করেছিল, কিন্তু সান্ত্রীর ডিউটির জন্য সেদিনকার সংস্কৃতি যাত্রায় সে যেতে পারেনি। ঠিক তখনি হল-ঘরে উঁকি মারল ভরবিয়ভ, কিন্তু নোভাকের মুখের কঠোরভাব দেখে বিষণ্ণ মনে মুখ ফেরাল কেয়ারিতে। মিনিট দুয়েক পরে ইজের পরে ভানিয়া গালচেঙ্কো বারান্দা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'ভানিয়া, লক্ষ্মী ছেলে, শোন একটু,' ভরবিয়ভ তাকে ডাকল।

'কী চাই?' থেমে ভানিয়া প্রশ্ন করল। 'ভান্দাকে ডাকতে হবে বুঝি?'

'হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি, ডেকে দে!'

'ডেকে দিলে আমায় গাড়ি চড়াবে?'

'নিশ্চয়ই!'

'বেশ, ভান্দাকে ডেকে দিচ্ছি!' গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ভানিয়া উত্তর দিল।

'চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?'

'কমরেড ভরবিয়ভ, এমনিতেই সব্বাই জানে। কিচ্ছু ভেব না, আমি তাকে ডেকে আনছি, ডেকে আনছি!'

উপরতলায় ছুটে চলে গেল ভানিয়া। ভরবিয়ভ ফুল দেখতে লাগল।

ভান্দা এল শাদা পোষাকে, গোলাপী গাল, রূপ খুলেছে — ঠিক যেমনটি দরকার। নাটকীয় স্বরে ফিসফিস করে ভরবিয়ভ তাকে বলল:

'জানো ভান্দা, শোনো বলি?'

ভান্দার রূপ যতই খুলুক, মনে মনে সেও যে খুবই কষ্ট পাচ্ছে সেটা বোঝা গেল। বললে:

'কিছু জানি না আমি! আমার মাথা ঘুরছে! ছেলেরা সব টের পেয়েছে। কোথায় যে মুখ লুকুব কে জানে।'

ভরবিয়ভ তার দুই হাত জড়ো করে বুকের উপর চাপল।

'ভান্দা, এক্ষুণি চল যাই আমার বাড়ি!'

'সে কী?'

'সোজা আমাদের বাড়ি!'

'কী বলছ পিওত্র!'

'হ্যাঁ ভান্দা, কাল আমরা রেজিস্ট্রি-আপিসে যাব, তারপর সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে!'

'কিন্তু কলোনির কী হবে? কারখানার?'

'জাখারভ কি আর তোমায় তাড়িয়ে দেবেন? চলে এসো ভান্দা, যাওয়া যাক!'

'আর ছেলেরা কী বলবে?'

'চুলোয় যাক ওরা! সোজা চলে যাই বাস! সত্যি বলছি ভালো হবে। ছেলেরাই তো আমায় মতলবটা দিয়েছে।'

'বল কী?'

'সত্যি বলছি।'

'কিন্তু ওরা যে আমাদের পেছু নেবে!'

'পেছু নেবে কি? ওরা যে জানেই না কোথায় আমি থাকি। চলে এস!'

'কিন্তু শোনো... যাই কী করে? আমার পরনে যে শাদা পোষাক!'

'আরে ঠিক এই তো চাই। বিয়েতে লাগে শাদা পোষাক। মা খুব খুসি হবেন, আগেই সব কথা তাঁকে বলেছি...'

নিজের তপ্ত গালে ভান্দা তার কাঁপা আঙুলগুলো রাখল:

'কী জানো পেতিয়া! সত্যি এই-ই ঠিক! মাথা আছে তোমার পেতিয়া!'

'পাগলী একেবারে, আরে প্রথম শ্রেণীর লরি-ড্রাইভার তো বটি!'

'যদি দেখে ফেলে, তাহলে?'

'ভান্দা লক্ষ্মীটি, তুমি যে থাকবে লরির ভেতরে। কে দেখবে?'

'এক্ষুণি যেতে হবে?'

'এক্ষুণি!'

'ও মাগো!'

'চলে এস। এই যে লরি। উঠে পড় আর...'

'একটু দাঁড়াও, আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে আমি...'

'বেশ, অপেক্ষা করছি। ওদের জন্যে একটা চিঠি রেখে এস। হাজার হলেও... ওরা ছেলে ভাল।'

'চিঠি!'

'নিশ্চয়ই। যাই বল না কেন সত্যি সত্যি তোমাকে ওরা সুন্দরী করে তুলেছে। এই রকম কিছু একটা লিখ: শীগগিরই ফের দেখা হবে, আমাকে ভুলো না।'

'বেশ, তাই লিখব।'

কেয়ারিতে ভরবিয়ভকে রেখে ভান্দা বাড়ির মধ্যে ছুটে গেল। ভরবিয়ভের মনে হল তিন দিক থেকে সে যেন ঝুলছে: ভান্দা, যার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে; লরি, তাদের জন্য যেটা অপেক্ষা করছে; আর জিরিয়ানস্কি, যার জন্য অবশ্যই সে অপেক্ষা করছে না, কিন্তু সবচেয়ে সংকট মুহূর্তে যে উদয় হতে পারে।

ইতিমধ্যে কাছেই হল-ঘরে তরুণ ইঞ্জিনিয়ার ইভান সেমিওনভিচ কমারভও অপেক্ষা করে ছিল। অন্তত জিরিয়ানস্কির তাই মনে হল। খাবার ঘর থেকে এসে সে প্রশ্ন করল:

'আপনি কি এখানে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছেন? কাউকে কি ডেকে পাঠাব?'

উত্তরে কমারভ জানাল কারুর জন্য সে অপেক্ষা করছে না এবং কাউকেই ডেকে পাঠাতে চায় না। জিরিয়ানস্কির কথার মধ্যে নিষ্প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতার সুর টের পেয়ে বিষণ্ণ মুখে সে ফিরল খোলা দরজার দিকে। তার ভিতর দিয়ে সে দেখল ভরবিয়ভ ফুল তারিফ করছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার কমারভের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হল না। জিরিয়ানস্কি কিন্তু দেখল দুজনকেই, ভরবিয়ভ আর ভান্দাকে। সিঁড়ির উপরকার চত্বরে ভান্দার মুখ ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়েই অদৃশ্য হল।

'এই রে প্রেমিকরা জুটেছে!' বিরক্ত হয়ে বলল জিরিয়ানস্কি। 'একদণ্ড রেহাই নেই।'

ইঞ্জিনিয়ার কমারভ টকটকে লাল হয়ে উঠল বটে তাহলেও সাহস করে নিরুত্তাপ গলায় জিরিয়ানস্কিকে বলল:

'কমরেড কলোনিবাসী, তুমি কী বলতে চাচ্ছ বুঝলাম না!'

জিরিয়ানস্কি তার পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। খানিক বিরক্তির সুরেই সে উত্তর দিল:

'বলছিলাম প্রেমিকদের কথা। এর কোনখানটা বোঝা কঠিন?'

জিরিয়ানস্কির বক্তব্যের সরলতায় কমারভের শিরদাঁড়া সামান্য সিরসির করে উঠল। কিন্তু জিরিয়ানস্কির বক্তব্য তখনো শেষ হয়নি। বলল:

'এই সব প্রেমিকদের যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। পাকড়াও করতে হয় ওদের।'

নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনা হল-ঘরে না এলে বলা শক্ত এই আলোচনা কী ভাবে শেষ হত। বেড়িয়ে আসার দরুন তার রঙও গোলাপী হয়ে উঠেছে, তার পরনেও শাদা পোষাক, ঠিক যেমনটি দরকার। বলল:

'সমস্ত প্রেমিকের ওপর আলিওশা খড়গহস্ত। ইভান সেমিওনভিচ, প্রেমে পড়ে থাকলে — সাবধান, ও যেন দেখতে না পায়। ও জ্যান্ত গিলবে।'

জিরিয়ানস্কি বিব্রতভাবে হেসে খাবার ঘরে যাবার সময় বলে গেল:

'ভয় নেই, প্রেমে পড়ুন।'

'আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম,' ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে কমারেভ বলল।

বেঞ্চিতে বসে নাদেজ্‌দা ভ্যাসিলিয়েভনা তার চতুর মুখ তুলল তার দিকে:

'আমায় কী দরকার? যন্ত্রপাতি ইস্পাত নিয়ে বোধ হয়?'

'কী বললেন?'

'নাকি আমার মতামত জানতে চান "রেইনেকে-লিস" ডায়ামেট্রিক মিলার বসান সম্বন্ধে?'

'সব সময়েই আপনার ঠাট্টা,' ইঞ্জিনিয়ার বলল। স্পষ্টই ইঙ্গিত করল জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও আছে।

'না, ঠাট্টা করছি না। কিন্তু তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে শুধু বুলবুলি আর টুনটুনি নিয়ে আলোচনা করার অনুমতি পেয়েছি।'

'অনুমতি? কার কাছ থেকে?'

'আপনাদের ভি-র কাছ থেকে।'

'ভি? বুঝলাম না, কে তিনি?'

'এটা গোগলের এক ভূতুড়ে কাহিনীতে আছে। "ভি-কে পাঠাও" মানে সবচেয়ে বিজ্ঞ বীভৎসটিকে। আপনাদেরও সে-রকম এক ভি আছেন।'

'ও, আপনি ভরগুনভের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ... আপনাদের ভি আমাকে আদেশ দিয়েছেন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলাপ করা যাবে শুধু নানা জাতের পাখী নিয়ে।'

'আপনাকে আদেশ দিয়েছেন! হতেই পারে না!'

'"হতেই পারে না" মানে? ব্যাপারটা এই রকমই কেননা, দেখা গেছে তরুণ ইঞ্জিনিয়াররা হল দ্রুত পচনশীল বস্তু। খুব সহজেই তারা নষ্ট হয়ে যায়। আপনাদের চালান দেওয়া যায় শুধু বিশেষ এক্সপ্রেস ট্রেনে, যাতে করে

দুধ, টক ক্রিম আর ঐ জাতের যে-সব জিনিস সহজে নষ্ট হয়ে যায়, তা চালান যায়।'

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে সান্ত্রী নোভাক এই কথাবার্তা শুনছিল। বিশেষ করে সে খুসি হয়েছিল ভরগুনভের সঙ্গে ভি-র তুলনায়। হালে সে গল্পটা পড়েছে। বর্ণনাটা হুবহু বলে তার মনে হল। নোভাক খুব খুসি হয়ে কল্পনা করছিল তার এই আবিষ্কারের কথা চতুর্থ দলকে কী ভাবে বলবে। ঠিক তখনি পরপর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটল, যা আরো বেশি বলার মতো। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামল ভান্দা। তার হাতে বেশ বড়সড় একটা পুঁটলি। ঠোঁট প্রায় না নাড়িয়েই নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনাকে সে বলল:

'নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা, দয়া করে এই চিঠিটা তর্স্কিকে দেবেন।'

'পুঁটলি নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

'আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'এখান থেকে চলে যাচ্ছি! চিরকালের মতো! বলতে লজ্জা করছে — আমি যাচ্ছি পিওতরের কাছে!'

নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনাকে আবেগভরে চুম্বন করে হল-ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ভান্দা। তখনি শুধু নোভাক টের পেল তার নাকের ডগায় কী সব ঘটছে।

'আলিওশা! আলিওশা! ভান্দা...' গলা ফাটিয়ে খাবার ঘরের মধ্যে সে চেঁচিয়ে উঠল।

দৌড়ে বেরিয়ে এল জিরিয়ানস্কি। কিন্তু লরিটা তখন চলতে শুরু করেছে। সে বুঝল বেজায় দেরী হয়ে গেছে।

'আরে মেয়ে!' সে বলে উঠল। 'পালাল তাহলে, সত্যিই পালাল! সঙ্গে পোঁটলা ছিল?'

'হ্যাঁ, পুঁটলি ছিল। আর তর্স্কিকে এই চিঠিটা দিয়ে গেছে।'

'চিঠি? একেবারে আসল উপন্যাস যে! কী পেটি বুর্জোয়াপনা! আরে শালী, কী লিখেছে! "তর্স্কি, পেতিয়াকে আমি ভালোবাসি। তার ঘরে যাচ্ছি। বিয়ে করব। সবকিছুর জন্যে কলোনিবাসীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শীগগিরই আবার দেখা হবে"।'

১৫

প্রথম দলের কম্যাণ্ডার

হয়ত বা অলক্ষ্যে, হয়ত নয়, আবার আগস্ট এল। গত বছরকার মতোই আগস্ট। ইতিমধ্যেই রাতে তাঁবুগুলো ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। কিন্তু জাখারভও বাইরে ঘুমোন। বাড়ির মধ্যে উঠে যাবার প্রশ্নটা তোলা অস্বস্তিকর পাছে, অনুরূপ অবস্থায় আগে তিনি যেমন বলেছেন সে-রকম বলে ওঠেন:

'শীত করলে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখা যায়। ঠাণ্ডা লাগবে না...'

গত আগস্ট মাস আনন্দে কেটেছিল। এই আগস্টও যে আরো আনন্দে কাটবে সেটা আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে — শুধু প্রথম দলের সমস্যাটা ছাড়া।

প্রথম দল! ভলেঙ্কোর জায়গায় প্রথম দল রিজিকভকে তাদের কম্যাণ্ডার নির্বাচন করল। প্রথম দলের ছেলেরা বোধ হয় ভেবেছিল তারা রিজিকভকে নির্বাচন করবে, আর কেউ যেন লক্ষ্য করবে না! তা যেন সম্ভব! প্রতি সন্ধেতেই তো চতুর্থ দলের এই নির্বাচনই একমাত্র আলোচনার বিষয়। বাচ্চারাই সবচেয়ে কথা বললে। চিন্তিতভাবে গম্ভীর মুখে জিরিয়ানস্কি তাদের কথা শোনে। ভাবনার কারণ ছিল বৈকি। কলোনিবাসীদের মধ্যে এ সব ঘটছে কী, কম্‌সমলের কী হয়েছে, জাখারভ সব সময় সবকিছুতে কেন কেবল সায় দিয়েই চলেছেন? প্রথম দল কেন রিজিকভের নাম পেশ করেছে আর কম্‌সমল ব্যুরো কেন সেই মনোনয়ন সমর্থন করেছে? সাধারণ সভায় জাখারভ কেনই বা এসব কথায় বললেন কিনা:

'রিজিকভের প্রার্থিতায় আমার কোনো আপত্তি নেই। আশা করি কম্যাণ্ডার হিসেবে রিজিকভ আরো ভালো করে তার সামর্থ্য দেখাবে।'

আর মার্ক গ্রিনগাউজই বা বললে কী?

'আমরা সবাই জানি প্রথম দল কঠিন অবস্থায় পড়েছে। তার সবচেয়ে ভালো পাঁচজন কম্‌সমল সভ্য ছেড়ে যাচ্ছে কলেজে যোগ দিতে। তার মানে তাদের জায়গায় আসছে পাঁচজন নতুন ছেলে। তাদের চালানো সহজ হবে না। রিজিকভ প্রমাণ করেছে সে উদ্যোগী ছেলে। আমরা নিঃসন্দেহ দলের মান সে উচিতমতো উঁচুতে তুলবে। সে চমৎকার কর্মী। কম্যাণ্ডার হয়ে সে তার সমস্ত উদ্যম কাজে লাগাবে। সবাইকারই মনে আছে হাতেনাতে কেমন করে সে পদ্‌ভেস্কোকে ধরেছিল আর রেঞ্চসমেত লোভিতনকে পাকড়াও করে...'

'রেঞ্চ আমি নিইনি!' নিজের জায়গা থেকে চেঁচিয়ে উঠে লেভিতিন বলল। 'কখনো নিইনি!'

শ্রোতাদের মাথাগুলো ফের বক্তার দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত গ্রিনগাউজ অপেক্ষা করল, তারপর আবার বলে চলল:

'আমরা জানি কলোনিতে অনেকেই রিজিকভের বিরুদ্ধে, অনেকেই তার অতীতকে ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কত কমরেডই তো আছে যাদের অতীত কলঙ্কিত? তাদের ফর্দ করতে আমার অনেক সময় লাগবে। কিন্তু এখন তারা কম্‌সমলের সভ্য, কেউ ছাত্র হয়ে উঠেছে, কেউ অন্য কিছু। প্রশ্নটা হল লোককে বিশ্বাস করা। তাই কম্‌সমলের সভ্যদের স্বাধীনভাবে ভোট দেবার অনুমতি ব্যুরো দিচ্ছে। সংখ্যাগুরুই স্থির করবে ...'

কলোনির মধ্যে ময়ূরের মতো নেচে নেচে বেড়ায় রিজিকভ। কম নয়, বিখ্যাত এক ঢালাই-কর্মী! ফোরম্যান বাঙ্কোভস্কি তাকে ছাড়া এক পা চলতে পারে না। এমন কি সেই ঝড়ঝড়ে ড্রামটার ভারও তার হাতে দেয়, যদিও তার এখন শেষ অবস্থা। রিজিকভ সব কিছুতে পরিপাটী, রিজিকভ হাসিখুসি ছেলে, কলোনির চোর ধরার জন্য রিজিকভের চোখ খোলা। তা সত্ত্বেও অত সহজে চতুর্থ দলের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। সম্ভবত কলোনির অন্য ছেলেদের সময় নেই। তাদের ভাবনা শুধু নতুন কারখানা, ফ্রণ্ট আর ঝড়ঝড়ে যন্ত্র নিয়ে, ইস্কুলের কথা আর রকমারী পেৎকা আর ভান্দা জাতীয় লোকের প্রেমের ব্যাপার নিয়ে। ইস্কুল খোলার সময় তো হয়ে আসছে। চতুর্থ দলের কিন্তু রিজিকভকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সময়াভাব হল না। সভায় তাদের কম্যান্ডার জিরিয়ানস্কি দাঁড়িয়ে উঠে বলল:

'প্রথম দলের কম্যান্ডারের পদে রিজিকভের প্রার্থিতা সম্বন্ধে আমাদের দল ভলোদিয়া বেগুনককে বলবার ভার দিয়েছে।'

কলোনিবাসীরা বুঝল কম্যান্ডারের বদলে বেগুনক কেন বলবে। এ-ব্যাপারের মধ্যে সবাই তারা টের পেল জিরিয়ানস্কির রবেস্‌পিয়েরী চাল। সবাইকার মনে পড়ল হালে এ-বিষয়ে বেগুনক কী যেন একটা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু দলের ডিসিপ্লিন বেগুনকের টনক নড়ায়, বিব্রত ও আরক্ত হয়ে সে বিউগ্‌ল্‌ চেপে বসে পড়ে। ধূর্ত জিরিয়ানস্কি! সবাইকে সে বোঝাতে চায় আগের মতোই এখনো বেগুনকের সঙ্গে সে একমত, দল তার

উপর মোটেই চটা নয় আর শুধু কূটনৈতিক কারণেই চতুর্থ দল সত্যিকারের ঝগড়া বাধাতে চায়নি।

তাই বেগুনক বক্তৃতা দিতে উঠলে ছেলেরা বুঝদারের মতো মৃদু হাসল: চতুর্থ দলের একগুঁয়েমি প্রসিদ্ধ।

'কলোনিবাসী রিজিকভের বিরুদ্ধে চতুর্থ দলের কোনো অভিযোগ নেই,' বেগুনক বলতে শুরু করল। রিজিকভ সম্বন্ধে ফুটে উঠল তার নিরুত্তাপ ভদ্রতা আর সভার অন্য সকলের উদ্দেশে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। 'কিন্তু আমাদের মনে হয় ঐ দল আর কলোনির জন্যে আরো উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া সম্ভব। তাই চতুর্থ দল রিজিকভের বিরুদ্ধে ভোট দেবে।'

অবাক হয়ে তর্স্কি তাকাল বেগুনকের দিকে। তার চাউনির মানে স্পষ্ট সবাই বুঝল। এ-ধরনের মার্জিত ভাষা বেগুনক শিখল কোথা থেকে?

'তুমি বলতে চাও চতুর্থ দল মনে করে রিজিকভ কম্যাণ্ডারের পদের অনুপযুক্ত?' প্রশ্ন করল তর্স্কি।

'না,' বেগুনক উত্তর দিল। মৃদু হাসিতে কুঁচকে উঠল তার ঠোঁট। 'ও-রকম কোনো কথাই চতুর্থ দল ভাবে না। একেবারেই ভাবে না! সে ঐ পদের উপযুক্ত ঠিকই, কিন্তু এমন কাউকে দরকার যে আরো বেশী উপযুক্ত। এই হল কথা?'

কূটনৈতিক বিজয় এখন পুরোপুরি হাসিল করে বেগুনক হাসল আরো খোলাখুলি। কিন্তু তর্স্কিকে দমানো কঠিন:

'বেশ, তাই যদি হয় চতুর্থ দল তাহলে নিজেদের প্রার্থীর কথা কেন প্রস্তাব করছে না?'

কে জানে, এই মারাত্মক প্রশ্নের জন্য চতুর্থ দল হয়তো আগেই প্রস্তুত ছিল! বেগুনক এই প্রশ্নের জবাব দিতে খুব দেরী করল না:

'আমাদের প্রস্তাব — ইয়ে — যে-কোনো ছেলে — কলোনির প্রচুর সভ্য আছে, যাকে খুসি নাও।'

'রিজিকভ ছাড়া যে-কেউ?'

'হ্যাঁ, অন্য যে-কোনো লোকের পক্ষে আমরা ভোট দেব, কিন্তু রিজিকভের ব্যাপারে ভোট দেব বিরুদ্ধে।'

বেগুনকের বিজ্ঞ উত্তরে সাধারণ সভার সবাই খুব ফুর্তি পেল যদিও তার বক্তব্যের মধ্যে অনেকটাই বাজে। সেই বাজেটা নিয়ে তর্স্কি পড়ল।

'বুঝলাম, রিজিকভ ছাড়া যে-কোনো কলোনিবাসীই তাহলে কম্যাণ্ডার হতে পারে, তাই তো?' জোর দিয়ে বলল সে।

বেগুনক চুপ করে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

'তাহলে তুমি কিংবা ধরা যাক ভানিয়া গালচেঙ্কো প্রথম দলের কম্যাণ্ডার হতে পার?'

সবাইকার চোখ চকচক করে উঠল। আলোচ্য বিষয়টা গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও চোখা চোখা প্রশ্নে সবাই খুব খুশি হয়ে ওঠে। দেখি এবার বেগুনক কী জবাব দেবে?

কিন্তু দেখো কাণ্ড, সত্যিই জবাব দিয়ে দিলে বেগুনক। অবশ্য এ কথা ঠিক সে তার কূটনৈতিক ভূমিকা ভুলে কিছুটা মুচকে হেসেও উঠেছিল, কিন্তু জবাবটা দিলে বেশ জোরেই, এবং যখন বলতে শুরু করলে তখন বলতে কি, বক্তব্যটা বেশ গুরুতর হয়ে উঠল:

'এ কথা বলছি না যে খুব ভালো কম্যাণ্ডার আমি হতে পারব, কিংবা ভানিয়া গালচেঙ্কো, শুধু বলতে চাই... যাই হোক না কেন রিজিকভের চেয়ে ভালো কম্যাণ্ডার হব।'

তর্স্কি চোখ কুঁচকে মাথা চুলকাল। কলোনিবাসীরা হেসে উঠল। ব্রাৎসান ভুরু কুঁচকে বললে:

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে। বাচ্চার ভাঁড়ামি যত সব!'

তার কথা শুনে বেগুনক লাল হয়ে উঠল। আহত সুরে সে জানাল:

'মোটেই বাচ্চার ব্যাপার নয়, গোটা চতুর্থ দলের কথা।'

সানন্দে হেসে উঠল চতুর্থ দল। তাদের প্রতিনিধি আজ খাসা কাজ চালিয়েছে! তারপর তর্স্কি যখন বলল রিজিকভের প্রার্থিতার স্বপক্ষে হাত তুলতে, চতুর্থ দল তখন হাঁটুর উপর হাত রেখে উপহাসের দৃষ্টিতে সভার দিকে তাকাল।

'বিপক্ষে কারা?'

বিপক্ষে হাত তুলল ইগর্ চোর্নিয়াভিন, অক্সানা, শুরা মিয়াৎনিকভা, রুস্‌লান গরোখভ, লেভিতিন, ইলিয়া রুদ্‌নেভ... এবং আরো কয়েকজন।

তর্স্কি ঘোষণা করল, 'বিরুদ্ধে সাতাশজন। আমি কিন্তু বুঝছি না কী করে চোর্নিয়াভিন আর রুদ্‌নেভ ভোট দিচ্ছে। দল থেকে আলাদাভাবে তোমরা ভোট দিচ্ছ?'

চোর্নিয়াভিন উত্তর দিল না, কিন্তু রুদ্‌নেভ শান্ত সুরে বলল:

'বেগুনক আজ আমাকে বুঝিয়েছে।'

এমন শান্তভাবে রুদ্নেভ কথাগুলো বলল যে কেউই হাসল না। রিজিকভের বিরুদ্ধে মাত্র সাতাশটা ভোট পড়া সত্ত্বেও সাধারণ ধারণাটা খারাপ হল। কলোনিতে এমন নির্বাচন আগে কখনো হয়নি। পতাকা আনা হলে আর প্রথম দলের অস্থায়ী কম্যাণ্ডার সাদোভনিচি জাখারভের সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়ালে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারের উদ্দেশ্যে স্যালুট করতে লোকদের কী রকম যেন বিব্রত লাগল।

'ইস! স্যালুট করতে হবে কিনা রিজিকভকে!'

জিরিয়ানস্কিকে ফিসফিস করে বলল ফিলকা শারি।

'ওকে নয়, স্যালুট করছি পতাকা আর সাধারণ সভাকে,' ফিসফিস করে উত্তর দিল জিরিয়ানস্কি।

এইভাবে রিজিকভ কম্যাণ্ডার হল। এক সপ্তাহ পরে সে হল কলোনির ডিউটির কম্যাণ্ডার আর রিজিকভ যখন পাশ দিয়ে গেল তখন সান্ত্রীর ডিউটিতে ভানিয়া গালচেঙ্কো খটাস করে পায়ে পা ঠেকিয়ে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল।

১৬

বাঁচতে শেখানোর জন্য ধন্যবাদ

ভান্দার ব্যাপারটা অনেক ভালোভাবে চুকল। অবশ্য কলোনি থেকে তার পালানোটা একটা মস্ত আঘাত। যে-চিঠি সে রেখে গিয়েছিল তাতে বিশেষ সাহায্য হল না। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার, এমন সব দার্শনিকের উদয় হল যারা মন্তব্য করতে লাগল:

'এতে বিভীষিকার কী আছে? প্রেমে পড়েছে, বিয়ে করেছে, তাতে হল কী?'

জিরিয়ানস্কি রেগে ফুঁশতে লাগল। বললে:

'কী হল? বেশ আয় তাহলে সবাই আমরা বিয়ে করে বসি! লাগাও তাহলে!'

'হাঁদা কোথাকার, প্রেম চাই যে। আগে ভালোবাসতে হবে!'

'বটে, ভালোবাসতে হবে! সে আর অত শক্ত কী? দেখে নিস তিন মাসের মধ্যে কলোনির সবাই প্রেমে হাবুডুবু খাবে। দেখে নিস!'

'আরে তিল থেকে তাল বানাচ্ছিস কেন আলিওশা?' স্তোক দিয়ে বলল পখোজাই। 'তাছাড়া প্রত্যেকেরই তো আর লরি নেই। লরি ছাড়া কেটে পড়া শক্ত।'

ব্লুমও সবাইকে ঠাণ্ডা করার জন্য কয়েকটা কথা বললেন:

'কমরেড জিরিয়ানস্কি, জীবনকে তুমি বাপু বোঝো না। প্রেম এ তো আর র‍্যাশান কার্ডে করে বিলি করার নয়। ভেবেছ প্রেমে পড়া খুব সহজ। ভেবেছ, গিয়ে প্রেম করলেই হল। থাকবার জায়গার কী হবে? রোজগারের কী হবে? আর আসবাবপত্র? আসবাবপত্র না থাকলে শুধু গাধারাই প্রেমে পড়ে। আমি যা বুঝি বাপু, তাতে কলোনিবাসীদের দরকারী আসবাবপত্র জোগাড় করতে বেশ কিছু দিন লাগবে।'

'বলছেন তো খুব, তারপর আপনি নিজেই কলোনি থেকে মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাবেন!'

'বলছ কী কমরেড জিরিয়ানস্কি, মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাব আমি? নিজের বাড়িতেই আমার চার চারটি মেয়ে। কী করে বিয়ে দেব ভেবে কূল পাচ্ছি না।'

হবি তো হ, এক ছুটির দিনে ভান্দা কলোনিতে এল। আর সেদিন ডিউটির কম্যান্ডার আবার জিরিয়ানস্কি। শিবির তুলে ফেলা হয়েছে। কলোনিবাসীরা ফিরে এসেছে বোর্ডিং ঘরে। দুপুরের খাবার পরেই ভান্দা হল-ঘরে এল। সবাই তখন হয় উপরতলার শোবার ঘরে বা পার্কের নিভৃত কোণে। সেদিনের সান্ত্রী ছিল ভাসিয়া ক্লিউশনেভ, যার চেহারাটা দান্তেস'এর মতো।

'কী খবর, ভাসিয়া!' দ্বিধান্বিতভাবে বলল ভান্দা।

'আরে ভান্দা, নমস্কার!' ক্লিউশ্‌নেভ খুব খুসি হল।

'তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কাউকে দিয়ে মেয়েদের খবর পাঠাতে পার?'

'সোজা ওপরে চলে যাও না! সবাই শোবার ঘরে।'

'আজ ডিউটিতে কে?'

'জিরিয়ানস্কি।'

ফ্যাকাশে হয়ে উঠে ভান্দা ধপ করে ডিভানে বসল।

'আমার কপাল!'

'কিচ্ছু ভেবো না। চলে যাও। সে আর কী করবে?'

ঠিক সেই মুহূর্তে বেগুনকের সঙ্গে জিরিয়ানস্কি বেরিয়ে এল খাবার ঘর থেকে।

'আরে, তুমি! এখানে কী মনে করে?'

'দরকার আছে,' কোনো রকমে বলল ভান্দা।

'দরকার! চমৎকার! কলোনি থেকে পালালে যখন তখন দরকার বলে কিছু ছিল না!'

খাবার ঘর থেকে দুটি মেয়ে ছুটে বেরিয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। তাদের উল্লাসে ছুটে বেরিয়ে এল আরো দুটি মেয়ে। অক্সানাও বেরিয়ে এল এবং অবশ্যই কোলাকুলি শুরু করলে:

'ভান্দা! আরে ভান্দা যে!'

জিরিয়ানস্কি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'তোমাদের সবাইকেই আমি আটক করব। তোমরা ভুলে গেছ কলোনি থেকে ও পালিয়ে গিয়েছিল?'

'পালিয়ে গিয়েছিল!' জিরিয়ানস্কির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে অক্সানা বলল। 'বলছ কী? পালাল কোথায়, বিয়ে করেছিল।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেগুনকও ভান্দার গলা জড়িয়ে ধরল:

'ভান্দা! কী আশ্চর্য! তুমি বিয়ে করেছ!'

'ক্ষুদে শয়তান! ভাগ শীগগির!' মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল বেগুনকের উপর।

জিরিয়ানস্কিকে কিন্তু উপেক্ষা করা যায় না। তার হাতে ব্যাজ।

'অর্ডার কলোনিবাসীরা!' তার স্বরে ফুটে উঠল ডিউটির কম্যাণ্ডারের সুর। মেয়েরা ভ্যাবাচেকা খেয়ে চুপ করে গেল।

'এখানে ঘুরঘুর করার ওর কোনো অধিকার নেই। ওকে আমি কোথাও যেতে দেব না। ও কলোনি থেকে পালিয়েছিল—ব্যাস। কেন পালিয়েছিল? প্রেমের জন্যে!'

শেষ পর্যন্ত ভান্দাও গলা তুলল:

'পালিয়েছিলাম মানে? আমি কি হাঘরে? কলোনিতে আমি পুরো এক বছর কাটিয়েছি!'

'এক বছর! তাহলে তো আরো খারাপ... পালাল কিনা... এক কথায় শুয়োরের মতো। কলোনিবাসীদের চেয়ে ডন জুয়ানদের তোমার বেশী পছন্দ?'

'ডন জুয়ানদের মানে?'

'তোমার ওই পিওতর—সে তো এক ডন জুয়ান!'

'ডন কুইক্সট!' জনান্তিকে বলে উঠল বেগুনক।

'ডন জুয়ান কোথায়? আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছি।'

'কম্যান্ডার পরিষদে আসতে ভারি লজ্জা, কিন্তু রেজিস্ট্রি-আপিসে যেতে লজ্জা হয় না, তাই তো? পালালে আর পুরো এক মাস দেখা নেই! কমরেড ক্লিউশ্নেভ, তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি, ওকে ওপরতলায় যেতে দিয়ো না।'

'ঠিক আছে কমরেড কম্যান্ডার!' রাইফেলটা পাশে টেনে সান্ত্রী উত্তর দিল।

জিরিয়ানস্কি ঘুরে দাঁড়িয়ে রেগে চলে গেল খাবার ঘরে। বেগুনক ছুটল জাখারভের আপিসে।

অক্সানা বলল, 'কী নিষ্ঠুর। এখন আমরা করি কী? ভাসিয়া, ওকে যেতে দেবে না?'

ভাসিয়া বিষণ্ণ হাসল:

'বলছ কী? ডিউটির কম্যান্ডারের আদেশ, সে তো শুধু আমার কাছে নয়, তোমাদের কাছেও একেবারে শিরোধার্য।'

কিন্তু ঠিক তখনই জাখারভ এলেন করিডরে। মেয়েরা ছুটে গেল তাঁর কাছে।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, ভান্দা এসেছে! কিন্তু জিরিয়ানস্কি তাকে ওপরে যেতে দিচ্ছে না!'

মেয়েদের মতোই আন্তরিকভাবে ভান্দাকে স্বাগত জানালেন জাখারভ। তাকে তিনি চুমু খেলেন, তার চুলে হাত বুলালেন। বললেন:

'তাই কি হয় নাকি আলিওশা? এমন আদরের অতিথি আমাদের।'

জিরিয়ানস্কি দাঁড়িয়েছিল খাবার ঘরের দরজায়।

'লজ্জা হওয়া উচিত আলিওশা!'

'আমাদের তো এটা পুরনো প্রথা—পলাতকদের কলোনিতে ঢুকতে দেওয়া হয় না!'

'পলাতক আবার কী! ওকে যেতে দাও।'

'ঠিক আছে, কমরেড ডিরেক্টর!' ভুরু কুঁচকে গম্ভীর মুখে উত্তর দিল জিরিয়ানস্কি। 'কমরেড ক্লিউশ্নেভ, ডিরেক্টরের আদেশে ওকে যেতে দাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন জাখারভ, ভান্দার কাঁধে হাত রেখে সৌজন্য করে মেয়েদের তিনি আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর আপিসে যেতে। সেখানে তারা রইল অনেকক্ষণ। পরে চতুর্থ দলে গল্প করে শুনিয়েছিল বেগুনক:

'শুধু মেয়েরা, বুঝলি — জুটল যত মেয়ে। ওরা জুড়লে যত মেয়েলী কথা। আলেক্সেই স্তেপানভিচ কিন্তু কিছু করলেন না, মানে বকাবকি করলেন না, কেবলি জিগগেস করেন — বাড়িটা কেমন, বুড়িটি কেমন, পিওতর কী রকম ব্যবহার করে। ভান্দারও কেবল এক জবাব: পিওতর অদ্ভুত ভালো, বুড়িটি অদ্ভুত ভালো, বাড়িটা অদ্ভুত ভালো! তারপর জানিস, সোজাসুজি এসে কিনা — বাস জড়িয়ে ধরলে আলেক্সেই স্তেপানভিচকে... গলা জড়িয়ে ধরে কী কোলাকুলি আর কান্না। একেবারে অদ্ভুত। সবকিছুই নাকি ভালো, সব চমৎকার! ওদিকে আবার ডুকরে কান্না। ভান্দা কাঁদে, বাকি মেয়েরাও চোখ মোছে — একেবারে অদ্ভুত...'

'তারপর কী হল?'

'তারপর আলেক্সেই স্তেপানভিচ বললেন, "ভলোদিয়া, পালাও এখান থেকে। একেবারে জাহান্নমে গেছ।" তাই আমি চলে আসি।'

'কিন্তু তাড়ালেন কেন?'

'আমি... মাইরি বলছি, শুধুই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম... কিচ্ছু করিনি।'

'কিন্তু ভান্দা কাঁদছিল কেন?'

'মেয়েদের মাথামুণ্ডু কে বোঝে। বারবার করে ধন্যবাদ দেয় ভান্দা, তারপর ঘরের মাঝখানে গিয়ে বলে, "আমায় জীবন দিয়েছেন আপনি। জীবনের জন্যে ধন্যবাদ!"'

'ঠিকই বলেছে সে,' বেগুনকের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিলকা শারি বলল। 'সত্যিই আলেক্সেইকে ধন্যবাদ দিতে হয়। শুধু ভেবে পাচ্ছি না, এখন তা নিয়ে ভান্দার কাঁদবার কী হল। "ধন্যবাদ" যদি দিতে হয় তো কান্না কেন? নিশ্চয়ই ভান্দাকে তিনি বকেছিলেন।'

'মোটেই না। একটাও কড়া কথা বলেননি, একটুও রাগেননি।'

সেই সন্ধেয় কম্যান্ডার পরিষদের সভা হল। ভরবিয়ভও সেখানে এল আর এল চতুর্থ দলের অনেক বাচ্চা। ভরগুনভকেও আসতে দেখে সবাই অবাক হল। ডিভানে কলোনিবাসীদের সঙ্গে একত্রে বসে তিনি মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। ভান্দাকে বক্তৃতা দেবার অনুমতি দিল তর্স্কি। আবেগ-

ভরা দৃষ্টিতে তাদের সবাইকার দিকে তাকাল ভান্দা। ধরা গলায় সে বলতে শুরু করল:

'কলোনিবাসীরা! তোমাদের সঙ্গে মাত্র এক বছর আমি কাটিয়েছি, কিন্তু সত্যি বলছি শুধু সেই বছরেই আমি বাঁচতে শুরু করি। সারা জীবন তোমাদের কথা আমার মনে থাকবে। তোমাদের আর সোভিয়েত রাজের কাছে বাকী জীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকব। পিওতরকে ভালোবেসেছিলাম, সে-কথা তোমাদের জানাইনি, এজন্য আমাকে তোমরা ক্ষমা কর। আমার ভয় হয়েছিল, লজ্জা করেছিল। আমায় মাপ করো, পিওতরকেও ক্ষমা কোরো। সে-ও কলোনিবাসীর মতো। কলোনিবাসীরা যেভাবে সম্মানের সঙ্গে কলোনি ছেড়ে যায়, সেই ভাবে আমায় যেতে দাও, কাজ দিয়ো নতুন কারখানায় — টার্নারের কাজই হোক বা অন্য কোনো কাজই হোক।'

তারপর বাধো-বাধো গলায় বলল ভরবিয়ভ। জিরিয়ানস্কির উপর চোখ পড়তে সে উঠতে লাগল লাল হয়ে।

'আমি — মানে মোটেই বক্তা গোছের নই! কিন্তু এখানে ব্যাপারটা কথা নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ভেবো না আমি কিছু বুঝি না। সবই বুঝি, তাই আমার কোনো রাগ নেই। তোমাদের এখানকার এই আইনকানুন সব কড়া, সেটা ভালোই। এটা আমি বুঝি ... সে কারণেই ভান্দা অত ভালো ...'

'ভান্দাকে পছন্দ হয়েছে?' জিরিয়ানস্কি প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই! ভান্দাকে আমি ভালোবাসি — সোজা তোমাদের বলে দিলাম। কিচ্ছু ভেবো না, সারা জীবন তাকে ভালোবেসে যাব ...'

'কী চমৎকার!' লিদা তালিকভার কানে ঠোঁট চেপে ফিসফিস করে বলল অক্সানা। একমত হয়ে মাথা নাড়লে লিদা।

জিরিয়ানস্কি কিন্তু তার কথাগুলো বলতে ছাড়ল না:

'ভান্দা আর পিওতরের ব্যবহারটা ঠিক হয়নি। হয়ত গোটা জীবনই তাদের ভালোবাসা থাকবে, কিন্তু কে সে কথা বলতে পারে? কেউ কেউ তো আছে, যাদের শখ মাত্র দিন কয়েকেই মিটে যায়। সে কথা আমরা জানব কী করে? সব প্রেমিকদের স্বাধীনতা দিলে আমাদের ডিসিপ্লিনের কী হবে? তোমাদের উচিত ছিল কম্যাণ্ডার পরিষদে তোমাদের কথাটা বলা। আমরা তাহলে একটা কমিশন বসিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে দেখতাম। কিন্তু তোমরা নিজেরাই ফয়সালা করে লরিতে উঠে পিটটান দিলে। অতীত কালে অবিশ্যি এরকম ব্যাপার হত। আমার প্রস্তাব, অনুমতি না নিয়ে ...'

এই প্রথম ভরগ্নেভ কলোনিবাসীদের উদ্দেশে সরাসরি কথা বললেন:

'বাবা-মা'র আশীর্বাদ না নিয়ে...'

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে শুধু জিরিয়ানস্কি নয়, অন্য সব কলোনিবাসীও বিহ্বল হয়ে পড়ে তাকাল ভরগ্নেভের দিকে। উনি কিন্তু ভাবলেশহীন মুখে বসেই রইলেন। প্রকান্ড চেহারা। কেবলি তাকাচ্ছিলেন জিরিয়ানস্কির দিকে যেন অসন্তুষ্ট হয়ে। ভরগ্নেভ বলে চললেন:

'হ্যাঁ, আমার তাই বক্তব্য—ইয়ে—মানে তোমাদের কম্যান্ডার পরিষদের আশীর্বাদ না নিয়ে। এ ওই একই কথা। এ-ধরনের ব্যবহারের দরুন আগে বাপ-মা ছেলেমেয়েদের শাপান্ত করত।'

যে-কোনো স্বাভাবিক মানুষের মতো ভরগ্নেভকে কথা বলতে শুনে জিরিয়ানস্কি খুব খুসি হল। বলল:

'ওদের আমরা শাপান্তে করব না। আমার প্রস্তাব কিন্তু ভান্দা আর ভরবিয়ভকে দশ ঘণ্টার জন্যে যেন... আটক করে রাখা হয়।'

'ঠিক বলেছ!' দূরের কোণ থেকে শারি হেঁকে উঠল।

ভরগ্নেভ শারির দিকে তাকালেন। মোটা শরীরটা তার দিকে ফিরিয়ে তিনি বললেন:

'"ঠিক বলেছ" বলে যে চেঁচালে, কী জানো তার?'

'এমনিতেই তো বোঝা যাচ্ছে!'

'আমার কাছে নয়।'

'আপনার কাছে নাই বা হল!' যথা সম্ভব নিচু গলায় শারি বলল। 'আপনি এখনো কলোনিতে নতুন লোক।'

সঙ্গে সঙ্গে কলোনিবাসীরা দেখতে পেল কী করে হাসতে হয় তা জানেন ভরগ্নেভ! আর সে কী হাসি—গলা ছেড়ে মোটা গলার হাসি। কেঁপে কেঁপে উঠল তাঁর কাঁধ আর পেট। তারপর আবার তিনি শারিকে বললেন, এবার কঠিন সুরে:

'তুমি কি ভেবেছ, কলোনিতে আরো বেশী দিন থাকলে জিরিয়ানস্কির মতো আমিও রক্তপিপাসু হয়ে উঠব?'

'নয়ত কী। যদি অবশ্য আপনি আমাদের সঙ্গে থাকেন... তবে হয়ত আগেই চম্পট দেবেন।'

আবার সগর্জনে হেসে উঠলেন ভরগ্নেভ। শারি ছেলেটাকে তাঁর ভালো লেগে গেল। কলোনিবাসীদের খুব ফুর্তি হল কিন্তু অন্য কারণে। হোমরা-

চোমরা এই প্রধান ইঞ্জিনিয়ারটি যে শেষ পর্যন্ত কথা বলেছেন এমন কি হেসেওছেন এতো এমনিতেই আনন্দের কথা।

কম্যান্ডার পরিষদ হাসিখুসির মধ্যে শেষ হল। এ কথা অবশ্য সত্যি যে জিরিয়ানস্কি তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেনি। কিন্তু সেই প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র দুটি হাত উঠল — তার একটা আবার শারির। সেটা ধর্তব্যের মধ্যে না, কারণ সে কম্যান্ডার নয়। পরিষদ স্থির করল ভান্দাকে সসম্মানে মুক্তি দেবে, তাকে দেবে বিয়ের যৌতুক আর টার্নার হিসেবে কাজ করতে। যৌতুক দেবার ব্যাপারে একটি কমিশন নির্বাচন করতে হবে। আরো স্থির হল পরের ছুটির দিনে পরিষদের সবাই ভরবিয়ভদের বাড়ি গিয়ে দেখবে কেমন সে থাকে, বলা যায় না, এটা ওটা সাহায্য দরকার হতে পারে। খুব খুসি হয়ে সভা থেকে গেল ভান্দা। মেয়েরা তাকে এমন ছেঁকে ধরল যে সে তার পিওতরকেও ভুলে গেল।

সন্ধেয় চতুর্থ দলের কাছে বিদায় নিতে এল ভান্দা। জিরিয়ানস্কি সানন্দে তাকে স্বাগত করে একটা চেয়ারে বসালে। বলল:

'আমার ওপর চটোনি তো?'

'কী যে বলো ভাই তোমরা। তোমাদের ছেড়ে যেতে এত কষ্ট হচ্ছে যে রাগ করবার সময় কই? ভালো থেকো। আমাকে ভুলো না। তোমাদের মধ্যে কী ভালো সব কমরেডদের পেয়েছিলাম আমি। ধন্যবাদ ভাই, অনেক ধন্যবাদ!'

খুব মন দিয়ে ভান্দার কথা বেগুনেক শুনছিল, সেই সঙ্গে শারির উপরও নজর রাখতেও তার অসুবিধা হয়নি। শারির চোখটা সন্দেহজনকভাবে চকচক করতে সে লক্ষ্য করেছিল। তাকে ঠাট্টা করে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে সে তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু ভুরু কুঁচকে অতি সাধারণ নিরুত্তাপ গলায় শারি বলল:

'আমরা—বটেই তো, বলবার কী আছে—ভালো কমরেড হয়ে আমরা থাকব। তা নিয়ে ভেবো না ভান্দা। তবে ঐ চোখের জলটল কেন? এতে কাঁদবার কী আছে?'

ভান্দা চোখ মুছে, মৃদু হেসে ভানিয়া গালচেঙ্কোকে পাকড়াও করল। সবাইকার সামনে তাকে চুমু খেয়ে অস্থির করে তুলল। হতভম্ব হয়ে ভানিয়া তাকাল তার দিকে। তারপর নিজেকে সামলে বলল:

'আমিই শুধু সব চুমু পাব কেন? আমাদের সবাইকে তোমার বিদায় জানান উচিত।'

এই মন্তব্য শুনে দলের মধ্যে দারুণ হুলস্থুল পড়ে গেল। সবাই ছুটল চুমু পাবার জন্য। তারপর সবাই তারা ভান্দার সঙ্গে করমর্দন করল:

'আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসো কিন্তু... নেমন্তন্ন রইল, চতুর্থ দলে... মনে থাকে যেন।'

ভান্দা এখন কান্না থামিয়েছে। বলল আবার আসবে, মৃদু হাসল। হয়তো পরে অন্য কোথাও আবার সে কেঁদেছিল। কিন্তু চতুর্থ দল সেটা দেখেনি। হাসিমুখে তারা বিদায় জানাল, কেউ তাদের মধ্যে কান্নার কথা ভাবেনি।

১৭

বুরুজে নিশান

কারখানা বাড়ি শেষ হয়েছে। আর সর্বদাই যা হয়ে থাকে ঠিক এই সময় এতো কাজ জমেছে যে মনে হয় যেন উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনাই নেই। ইতিমধ্যে কতকগুলো যন্ত্র বেদীর উপর খাড়া হয়েছে, বেদী তৈরী হবার আগেও অন্যান্য যন্ত্র এসে পেঁছচ্ছে। যত চেষ্টাই করুক না কেন কলোনিবাসীরা তাদের উঠোনটাকে গুছিয়ে তুলতে পারছে না। নতুন বাড়িগুলোয় এখনো ভারাবাঁধা। সর্বত্রই অস্থায়ী কুঁড়ে আর চালা, তক্তার টুকরো, রাশি রাশি রাবিশ আর ভাঙা ইঁট। চুণের গর্ত হাঁ করে রয়েছে, ছড়িয়ে রয়েছে প্লাইউড আর মাদুরের টুকরো, রাজমজুরের ভাঙা ভারা। সবকিছু ধুলোয় ভরা। এমন কি প্রধান বাড়িতেও এই ধুলো থেকে নিস্তার নেই।

এই 'বিশৃঙখলার ভিতর থেকে' আত্মপ্রকাশ করছে নতুন কারখানা। ব্লুমের পুরনো বাড়িটা ধুঁকছে। সেটাও বিশৃঙখলার মধ্যে রয়েছে—শুধু সে বিশৃঙখলাটা ধ্বংসের।

আগস্টের শেষে কলোনিবাসীরা তাদের ফ্রন্টকে নিয়ে গেল পয়লা নভেম্বরের লাইনে। সেটাই কলোনির গড়পড়তা কাজের হার। ডান পাশে মেয়েরা 'আতঙ্কগ্রস্ত শত্রুদের ঠেলে নিয়ে চলেছে' ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের লাইনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্লুমের কারখানা মরতে বসেছে। একের পর এক পুরনো টার্নিং লেদগুলো — সেই 'ছাগলগুলো' — অকেজো হয়ে পড়ছে। কারখানার যন্ত্রবিভাগের অবস্থাও ভালো কিছু নয়। স্টেডিয়ামের মধ্যে রাশি রাশি লোহা-লক্কড়, লাট মাল আর প্রচুর রাবিশ। তার চেহারাটা এমন

নক্কারজনক যে জাখারভ আদেশ দিলেন শীত পড়লে কর্মীরা সেখানে যেন না যায়। একাধিকবার 'স্টেডিয়ামে' আগুন লাগল। কেউ তার কারণ জানতে পারল না। কিন্তু সহজেই নিভিয়ে ফেলা হল সেই আগুন। পোড়া অংশগুলোর দরুন জায়গাটা আরো বেশী বিষণ্ণ দেখাতে লাগল।

'সবকিছুই সওয়া যায়,' ছেলেদের কাছে আপত্তি জানিয়ে বললেন ব্রুম। 'কারখানার গোলমালও সওয়া যায়, নতুন কারখানাটাও সইতে পারি, কিন্তু এর ওপর আগুন আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমার হার্টের ওপর কি এত ভার সয়, বলো? কেন বলো তো?'

ছেলেরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল:

'স্টেডিয়ামটাকে তো পুড়িয়ে ফেলা হবেই সলোমন দাভিদভিচ, এই বলে দিচ্ছি।'

'পুড়িয়ে ফেলা হবে এ-খবর অমন নিখুঁত করে তোমরা জানলে কী করে?'

'কলোনির সব্বাই তো তাই বলছে।'

'চমৎকার। কলোনির সবাই বলছে। কলোনির সবাইকার কি আর বলার কিছু নেই?'

'স্টেডিয়াম সম্বন্ধে? কিন্তু স্টেডিয়াম নিয়ে আর কীই বা বলবে? সলোমন দাভিদভিচ, ওটা যে "পুরনো পৃথিবীর" একটা অংশ। যতই করুন, পুড়িয়ে ফেলতেই হবে।'

ব্রুম চটে উঠলেন, আতঙ্কিত হলেন। সন্ধেয় জাখারভের আপিসে গিয়ে ডিভানে বসে আজকাল তিনি ঝিমোন।

'সলোমন দাভিদভিচ, আপনি শুতে যান না কেন?' জাখারভ প্রশ্ন করলেন।

'আর একটা ব্যাপার হয়েছে, কী জ্বালা!'

'কী হয়েছে?'

'অবশ্যি হাসির ব্যাপার: বসে আছি, কখন আগুন লাগে।'

'কোথায়? স্টেডিয়ামে?'

'তাছাড়া আর কোথায়?'

'কিন্তু কেন ভাবছেন আপনি জেগে থাকার সময় আগুন লাগবে? ভোরের দিকেও তো লাগতে পারে?'

'সেটা একেবারে অন্য ব্যাপার। তাহলে কেউ বলবে না আমি সকাল-

সকাল শুতে গিয়েছিলাম আর সেই সময় স্টেডিয়ামে আগুন লাগে। ধরুন আমি যদি মাঝরাতে শুতে যাই, তাহলে কি আপনি মনে করেন লোকের কাছে সেটা ঠিক দেখাবে?'

'হ্যাঁ, ঠিক দেখাবে।'

'বেশ, তাহলে আমি মাঝরাত পর্যন্ত এখানেই কাটাই।'

আগস্টের শেষের দিকে ক্রেইৎসার এলেন। ব্রুমের কারখানা তাড়াতাড়ি পরিদর্শন করে তিনি জাখারভের কাছে গেলেন:

'আপনাদের ঐ ভলোদিয়াকে বলুন কম্যান্ডার পরিষদের সভা ডাকতে।'

'এই কাজের সময়?'

'তাতে কিছু যায় আসে না। আমার প্রস্তাব এক্ষুণি কাজ বন্ধ করা। আপনি কি ভাবেন, এখনো ঐ যান্ত্রিক কারখানা বা স্টেডিয়ামে কাজ করে যাওয়া সম্ভব?'

'একেবারেই অসম্ভব।'

'তাহলে আসুন, পরিষদের একটা সভা করি!'

'বেশ, করা যাক!'

কাজ যখন পুরো দমে চলছে তখন কম্যান্ডার পরিষদের সভার ডাক শুনে কম্যান্ডাররা আর কলোনির সবাই অবাক হল। কেউ এ কথাটা বুঝল না যে এই সংক্ষিপ্ত তিন সুরের বিউগ্‌ল্‌ ধ্বনি ব্রুমের পুরনো কারখানার উপর চরম আঘাত হানছে।

সভা শেষ হতে বেশী সময় লাগল না। ক্রেইৎসার প্রস্তাব করলেন কলোনির সবাই যেন সব শক্তি নিয়োগ করে নির্মাণ কাজে, যাতে আরো তাড়াতাড়ি নতুন কারখানা তৈরী ও চালু হয়। এই প্রস্তাবকে কলোনিবাসীরা বিজয়োল্লাসে সম্বর্ধনা জানাল। এই প্রস্তাব ও তার প্রতিক্রিয়া ভরগুনভ শুনলেন সন্দিগ্ধ ও আতঙ্কিত হয়ে। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তিনি শুধু একটি প্রশ্ন করলেন:

'ওরা কি ভারাটাও খুলবে?'

কম্যান্ডাররা তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। বুঝতে পারল না কী তিনি বলতে চান। ভরগুনভও তাদের দিকে তাকালেন, বুঝলেন না কেন তারা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। বিরক্ত হয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে ব্রুম বললেন:

'ফুঃ, ভারা খোলা! ওদের যদি বলেন শয়তানকে খুলে ফেলতে, এই আপনাকে বলে দিলাম, ওরা তাকেও খুলে ফেলবে আর প্রত্যেক অংশকে

রাখবে ঠিক-ঠিক ভাবে সাজিয়ে: থাবা আর খুর আলাদা-আলাদা করে, বাঁ দিকে শিঙ, ডান দিকে ল্যাজ। ফর্দ নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

ব্রুমের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিদ্রূপের সুরে ভরগুনভ বললেন:

'শয়তানকে কখনো আমি খুলিনি, কিন্তু মনে হয় ভারা খোলার চেয়ে সেটা সহজ!'

'ভুল করছেন। ভাবেন কি তাকে খোলার সময় শয়তান চুপচাপ বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে? দাঁত কিড়মিড় করবে সে, কামড়াবে।'

জাখারভ এই অসাধারণ তর্কটার নিষ্পত্তি করলেন:

'সমস্যাটা সম্বন্ধে সলোমন দাভিদভিচ আর পিওতর পেত্রভিচ— দুজনকার ধারণাটাই সেকেলে। ভগবান আর শয়তান, দুজনকেই বহুকাল আগে খুলে ফেলে মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। পিওতর পেত্রভিচ, ভারা খোলার ভার আমরা নেব!'

এমনভাবে ভরগুনভ শরীর ঝাঁকালেন যাতে বোঝা গেল কলোনিবাসীরা কী ভাবে ভারা খুলবে সে সম্বন্ধে তাঁর তখনো সন্দেহ রয়েছে।

পরের দিন বারান্দায় নক্সার সামনে অস্বাভাবিক বেশী ভীড় জমল। নিম্নোক্ত যুদ্ধের রিপোর্ট প্রকাশিত হল:

'২৯শে আগস্টে ফ্রণ্টের অবস্থা

> গতকাল আমাদের লাল পতাকাধারী ডান পাশ শত্রুর উপর চরম আঘাত হেনেছে: সেলাই কারখানার মেয়েরা পুরোপুরি বাৎসরিক পরিকল্পনা পূর্ণ করে যৎসামান্য আক্রমণের পর সহরের ডান দিকের মিনার অধিকার করেছে। দুর্গ প্রাচীরে তোলা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতাকা।
>
> বিজয়ের সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে সহর থেকে পালাতে শুরু করেছে শত্রুরা। আশা করা যাচ্ছে আগামী কাল ছুটির দিন হলেও আমাদের বাঁ পাশ আর কেন্দ্রও সহরে প্রবেশ করার সুযোগ নেবে!'

নক্সায় সহরের ডান পাশের প্রাচীরে জ্বলজ্বল করছে একটি লাল পতাকা। এ-ঘটনা বহু প্রতীক্ষিত, তাই সেটা ঘটেছে বলে নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করা যায় না।

সারা দিন ধরে চতুর্থ দল নক্সাটা দেখতে গেল নিজেদের নিঃসন্দেহ করার জন্য যে সত্যি সত্যিই 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' লেখা ছোট্ট লাল পতাকাটা দুর্গ প্রাচীর থেকে উড়ছে কি না। তাছাড়া তারা দেখল সহর থেকে শত্রুদের পালাতে। তাদের শত্রুদের রঙ কিন্তু মোটেই নীল নয়, চেহারা তাদের কালো-কালো আর ক্ষুদে। দেখলেই কেমন যেন বিতৃষ্ণা জাগে। মালেঙ্কি তাদের এ'কেছেন কালো কালি দিয়ে। স্পষ্টই বোঝা যায় আঁকতে প্রচুর সময় দিয়েছেন, কারণ সংখ্যায় সেগুলো অনেক।

রাতের খাবার সময় সেদিনকার নির্দেশ পড়া হল। সংক্ষেপে তাতে বলা হয়েছে:

> 'প্যারেডের পোষাক পরে সাধারণ সভায় পঞ্চম আর একাদশ দলকে হাজির থাকতে হবে। ব্যান্ড আর পতাকা দলকে যেতে হবে ডিউটির কম্যান্ডারের কাছে।'

সেই সন্ধেয় সাধারণ সভায় খুব সমারোহ হল। মেয়েরা এল প্যারেডের ইউনিফর্ম পরে। পতাকা উঠিয়ে বাজনা বাজিয়ে তাদের সম্বর্ধনা জানান হল, তারপর জানান হল ধন্যবাদ আর অভিনন্দন। মেয়েদের অবশ্য সেই 'ছাগল' আর বাজে কাঠ নিয়ে কাজ করতে হয়নি, তা সত্ত্বেও কেউ অস্বীকার করতে পারল না তারা ভালো কাজ করেছে। তাই এমন কোনো ছেলেই ছিল না যারা তাদের সাফল্যে হিংসে করছিল। বরঞ্চ তার উলটোই, মেয়েদের দিকে প্রত্যেকেই তাকাচ্ছিল জ্বলজ্বলে চোখে।

অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিল অক্সানা লিতভচেঙ্কো। সগর্বে তার বক্তৃতা শুনল ইগর। তার গর্বটা এই জন্য যে শুধু সেই অক্সানাকে ভালোবাসে আর সেই শুধু জানে অক্সানা কী আশ্চর্য মেয়ে। অক্সানার মতো কেউই অত ভালো বলতে পারত না:

'বলছি কী কমরেড! কে কবে ভাবতে পেরেছিল মেয়েরা এই চমৎকার ঘরখানায় আসবে আর চল্লিশ জন ছেলে তাদের সম্মান করে রুপোর ট্রামপেট বাজাবে? যে সব ছেলেরা ব্যান্ড বাজিয়েছে, পতাকার তলায় দাঁড়িয়েছে তারা, সলোমন দাভিদভিচ, নতুন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার পিওতর পেত্রভিচ, বিশেষ করে আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আর যারা এখন এখানে নেই, অন্য জায়গায় কাজ করছে, যেমন আমাদের শিক্ষক, ফোরম্যান আর কর্মীরা—সবাই আমরা একমনে, একপ্রাণে শুনেছি আমাদের বলশেভিক পার্টি কী আমাদের বলেছে,

লেনিন আমাদের কী বলেছেন, সে কথা শুনেছি। শুনে আমরা কাজ করেছি — ভাড়াটে মজুরের মতো নয়, বীরের মতো, বানিয়েছি হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টেবিল, চেয়ার, তেল-পাত্র, ড্রয়িং ডেস্ক, ইজের আর স্পোর্টস সার্ট; বানিয়ে লোকেদের চাহিদা মিটিয়ে তা আমরা পাঠিয়েছি। আর এবার আমরা আমাদের দেশ আর আমাদের জন্যে জয় করেছি নতুন একটা কারখানা, সেখানে আমরা লাল ফৌজের জন্যে যন্ত্রপাতি বানাব — লাল ফৌজের এখন বুলেট ছাড়াও শত্রুকে হারাবার জন্য দরকার যন্ত্রপাতি। শুধু এক লাল ফৌজের জন্যেই নয়, যারা সেতু বানায়, ঘর তোলে, রাস্তা পাতে, তাদের জন্যে, সব মেহনতীদের জন্যেই। কলোনির কোনো সভ্যই, আমাদের কেউ একজনও কিরভ যা বলেছেন, সেভাবে মালগাড়িতে বসে থাকেনি। তবে আমাদের মধ্যে হয়ত কেবল একজন ছুঁচো আছে, আজো পর্যন্ত সে আমাদের মধ্যেই রয়েছে, এখনো আমরা ধরতে পারিনি। গতকালই তো কারখানা থেকে কতকগুলো যন্ত্রপাতি চুরি গেছে। আমাদের প্রতিযোগিতার দপ্তর নক্সায় যে কেলো জীবগুলোকে এঁকেছে তা তো তোমরা দেখেছ? আমাদের সহর থেকে পালাচ্ছে তারা। কিন্তু ঠিক ওই ধরনের একটা কেলো জীব এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছে। কমরেড, আমরা মেয়েরা তোমাদের অনুরোধ করছি, আমাদের জন্যে এসব উৎসবের দরকার নেই, যতদিন না সেই জঘন্য জীবকে আমরা ধরতে — ইয়ে — গ্রেপ্তার করতে পারব। আর একটা কথা, আমরা মেয়েরা অনুরোধ করছি, যেদিন তাকে ধরব সেদিনই করব এমন উৎসব যেমনটি এখানে আগে কখনো হয়নি।'

অক্সানার কথা শুনতে শুনতে প্রত্যেকে ভুলে গেল কে কোন যন্ত্রে কাজ করে, কে বাঁ পাশে, কেই বা ডান পাশে, কেই বা কেন্দ্রে রয়েছে। সবাইকারই মনে পড়ে গেল থিয়েটারের সেই পর্দা, জাখারভের রূপোর ঘড়ি, গত বছরের চুরি যাওয়া সেই ওভারকোট আর কলোনির খোয়া যাওয়া নানা জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতির কথা। ভলেঙ্কোর কথাও মনে পড়ল তাদের। অক্সানার সঙ্গে সবাই এ বিষয়ে একমত হল যে সেই ছুঁচোটা যেদিন ধরা পড়বে সেদিন তারা এমন উৎসব করবে এর আগে কলোনিতে যে রকমটি কখনো হয়নি। অক্সানা বক্তৃতা শেষ করার পর সবাই বুঝল ও ধরনের বক্তৃতার জবাবে কিছুই বলার দরকার নেই। সবই সুস্পষ্ট, সবাইকারই একই ভাবনা। তা সত্ত্বেও, অবাক কাণ্ড, সব লোকের মধ্যে ভরগুনভই কিনা বক্তৃতা দেবার অনুমতি চাইলেন! ওঁর হয়েছে কী?

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে তিনি বলতে চান না। সত্যিকারের একটা বক্তৃতা দিতে চান তিনি। কী ঘটে দেখবার জন্য কলোনিবাসীরা উদগ্রীব। পতাকা দলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একটি আঙুল তুললেন:

'অক্সানা লিতভচেঙ্কো, এই মাত্র যে মেয়েটি বক্তৃতা দিল, সে পঞ্চম দলের কম্যান্ডার। আমি বুড়ো, বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার। তাকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি: খুব ভালো বলেছ অক্সানা লিতভচেঙ্কো! সবচেয়ে জরুরী কথাটা সে বলেছে: জঘন্য সব ছুঁচো আমাদের ভেতরে সেঁধিয়ে ঢুকেছে আর প্রতিপদে আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছে! তোমাদের খোলাখুলি বলছি। এখানে আসার সময় ভেবেছিলাম বাচ্চাদের নিয়ে সব পাগলামো করছে, এখানে আবার কারখানা তুলবে! আমি কারুর খোশামোদ করি না। তোমাদের কখনো খোশামোদ করিনি, করবও না। কিন্তু তোমাদের এখন আমি চিনেছি, এখন বলতে পারি একই পথে একসঙ্গে আমরা যেতে পারব। নতুন কারখানাটা ঠিকঠাক করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। আর ঐ সব পোকামাকড়দের আমরা গরম জলে তাড়াব, আমি আর তোমরা, একসঙ্গে!'

খুসি হয়ে বুড়ো ইঞ্জিনিয়ারের বক্তৃতা শুনে ছেলেরা হাততালি দিল। ফ্রণ্টে তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নতুন একটি শক্তি জুটল বৈকি।

'শুধু এই কথাটা মনে রেখ। কাজের সময় আমি কড়া লোক,' ভরগুনভ বলে চললেন। 'বলছি না আমি সাংঘাতিক কড়া, কিন্তু আমি... আলেক্সেই স্তেপানভিচের চেয়ে কম কড়া নই!'

'তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই!' কলোনিবাসীরা চেঁচিয়ে উঠল।

'তোমাদের কোনো আপত্তি নেই তো? তাহলে এস হাতে হাত মেলাই। আমার কথা তাহলে তোমরা শুনবে তো?'

'আর আমাদের কথাও আপনি শুনবেন তো?'

'তোমাদের কথা শুনব? তা বটে, মাঝে মাঝে শুনতে হবে বৈকি।'

হাসলেন ভরগুনভ। ডিভান থেকে সেই হাসির প্রত্যুত্তর দিল ছেলেরা। ব্যাণ্ডদলও হাসল আর হাসল মেয়েদের চার সার, পতাকা দলও।

পরের দিনের যুদ্ধের রিপোর্টে ঘোষণা করা হল:

> 'নতুন সহরের প্রাচীর ছেড়ে শত্রু পালিয়েছে। সমস্ত ফ্রণ্টেই আমাদের সৈন্যরা সহরে প্রবেশ করেছে। সব দুর্গ প্রাচীরে আমাদের

লাল পতাকা তোলা হয়েছে। ঝরতি-পড়তি শত্রুরা সেঁধিয়েছে নির্মাণ জায়গায়, গা ঢাকা দিয়েছে পিপে, প্যাক বাক্স, ভারা আর রাবিশ স্তূপে। কেউ কেউ তারা আস্তানা গেড়েছে পুরনো স্টেডিয়ামে। কম্যান্ডার পরিষদের আদেশ: সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ আস্তানা থেকে শত্রুকে খেদিয়ে দিতে হবে যাতে শত্রুদের নির্মূল করে আমরা বিপ্লবের বাৎসরিক উৎসব করতে পারি।'

১৮

একেই বলে উৎসাহ

ভরগুনভ ভেবেছিলেন, গোটা নির্মাণ ক্ষেত্রটাকে, নতুন পুরনো বাড়িগুলোকে গোছগাছ করে তুলতে ঠিক এক মাস বরাদ্দ করাই ভালো। সম্ভবত তিনি ঠিকই হিসেব করেছিলেন, এগারটি দলের কর্মক্ষমতার দাম তো আছে। কিন্তু ৩১শে আগস্ট সাধারণ সভা এই সিদ্ধান্ত জানাল:

'১। বর্তমান অবস্থায় ইস্কুলের পড়াশুনা করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ইস্কুলের বছর শুরু হবে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ফলে শীতকালের ছুটি বাতিল করে দেওয়া হবে।

২। "কাজ শেষের" সংকেত বাতিল করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ ইচ্ছে কাজ চলবে।

৩। প্রত্যেক দলই নিজের বিভাগের কাজের জন্য দায়ী হবে।

৪। ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।'

পয়লা সেপ্টেম্বর প্রাতরাশ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সব দল কাজ শুরু করে দিল একই শিফটে। ভরগুনভ এটা আশা করেননি। তিনি হিসেব করেছিলেন প্রতিদিন একশ' জন লোক কাজ করবে। কলোনিবাসীদের অল্প বয়সের দরুন তা থেকে কাজ হবে শতকরা ৩৫ ভাগ কম। কিন্তু প্রথম দিনের শেষে তিনি দেখলেন পুরো আট ঘণ্টা সময়ের জন্য তিনি পেয়েছেন দুশ' জন কর্মী। অল্প বয়সের দরুন সংশোধনটা যে কী দাঁড়াবে তা বুঝে ওঠাই মুশকিল। অনেক জায়গায় কাজ হল নিঃসন্দেহেই ছেলেমানুষী ধরনের।

নির্মাণের জায়গার চেহারা সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল। আগেও প্রায় দু'শ' লোক সেখানে কাজ করত — ছুতোর, রঙ-মিস্ত্রি, বালিকাজের মিস্ত্রি আর নানা মজুর। তারা সেখানে রইল, মজুরদের কোনো অদল-বদল হল না। কলোনিবাসীদের আবির্ভাবে যেন কাজের কোনো রদবদল হল না। শ্রমিকদের চেয়ে এই সব ছেলেমেয়েদের দৈহিক শক্তি আর জ্ঞান কম। কিন্তু শরীরের মধ্যে তারা যেন রক্তস্রোত। কাজের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকেই তারা উদ্দীপিত করে তোলে তাদের মেহনতে, তাদের হাসি আর কথাবার্তায়, তাদের দাবী দাওয়া আর আস্থায়। সর্বত্রই দেখা যায় তাদের ক্ষিপ্র-চঞ্চল মূর্তিগুলোকে। হাঁপাতে হাঁপাতে, চীৎকার করতে করতে তারা জিনিসপত্র টেনে আনছে, তারপর হঠাৎ চড়ুইয়ের মতো ব্যস্ত হয়ে তাদের পুরো দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়ে জুটছে এমন এক নতুন জায়গায় যেখানে সাহায্যের দরকার।

খোদ কারখানা বাড়ির মধ্যেই যেখানে জমিটা ঢালুমতো সেখানে মেয়েরা কাজ করে। তাদের কাজটা কঠিন। মাটি দিয়ে জায়গাটা তাদের ভর্তি করতে হচ্ছে। মেঝে তৈরী করা ও যন্ত্রের জন্য বেদী স্থাপন করার আগে হাজার হাজারে মন মাটি বাড়ির মধ্যে আনা দরকার।

কোথায় যেন কী এক গোপন সভায় মেয়েরা স্থির করেছিল দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে যাবে। প্রথম দিন এটা দেখে প্রত্যেকে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু ছেলেরা বলল:

'হাঁপিয়ে যাবে, ও কি আর চলে!'

কিন্তু পরের দিনও মেয়েরা ছুটে ছুটে কাজ করে চলল। তৃতীয় দিনেও তাই। স্পষ্টই বোঝা গেল ক্লান্ত হওয়া তো দূরের কথা, ও ভাবে কাজ করতে মেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। ছেলেরা তখন একেবারে অন্য সুর ধরল:

'দেখ একবার, খালি হাতেও ছুটেছে, মাটির বোঝা নিয়েও ছুটছে!'

এই ছেলেমানুষী গতিবেগ দেখে ভরগুনভ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কাজ দেখার জন্য আগের চেয়ে ঘন ঘন তিনি বাড়িতে আসতে লাগলেন। তাঁর পাশ দিয়ে ছুটে যেতে লাগল জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে।

'সুপ্রভাত, পিওতর পেত্রোভিচ', হাসতে হাসতে বলে মেয়েরা। 'ছেলেরা কেমন খাটছে? আড্ডা দিচ্ছে না তো?'

কলোনিবাসীদের সঙ্গে যোগ দিল শিক্ষকরা। পোষাক কারখানার

মাঝবয়সী শিক্ষয়িত্রী বাচ্চা মেয়েদের মতোই ছ্বটোছ্বটি করতে লাগলেন, সানন্দ লজ্জায় বলতে লাগলেন:

'কী সব রাক্ষসী মেয়ে বাবা। আমার মতো ব্বড়িকেও টেনে নামিয়েছে। ওদের পক্ষে তো অস্ববিধের কিছ্ব নেই। ওরা খ্বব চটপটে। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমি তাল রাখি কী করে? তবে আমার সঙ্গে একজোটে কাজ করলে কিন্তু ওরা খানিক রয়ে সয়ে করে।'

জায়গাটা তৈরী হয়ে গেছে, বেদীটাও প্রায় পাতা। তার পাশে বসে ব্বড়ো এক রাজমিস্ত্রি ফোগলা ম্বখে হেসে বলে:

'জীবনে এমন কান্ড কখনো দেখিনি! সারা জীবনে দেখিনি! কী একরোখা লোক সব! কেবলি হাসছে, কেবলি কিচিরমিচির। তাকিয়ে দেখে দেখে কেমন রাগ ধরে যায়: আঃ বয়সটা যদি কিছ্ব কম হত... ছ্বটোছ্বটি করে দেখিয়ে দিতাম, হারিয়েও দিতাম হয়ত।'

হঠাৎ সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছ্বটল লেনা ইভানভা আর লিউবা রৎস্তেইনের পাল্লা ধরতে।

চতুর্থ দলকে একটা বিশেষ কাজ দেওয়া হয়েছে। কংক্রিট মেশাবার জন্য পাথর ভাঙা। নির্মাণ জায়গার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ইঁট-পাথরের টুকরো। আগ্বনে নেভাবার হোসপাইপের জলের তোড়ে সামনেকার আগ্বনের শিখার মতোই তা ছেলেদের হাতুড়ির বাড়িতে অদ্ব্শ্য হল। ছেলেদের এই দেখা গেল এ জায়গায়, কিন্তু চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই দেখা যায় তারা ফের অন্যত্র উব্ব হয়ে মাটিতে বসেছে আর হাতুড়ি চালাতে চালাতে যথারীতি তর্ক করে চলেছে:

'যন্ত্রের বেড নড়লে সেটা প্লেনার, কিন্তু কাটবার যন্ত্রটা নড়লে তার নাম শেপিং-মেশিন! ওখানে একটা ছোট শেপার আছে, তার নাম "কিস্টোন"!'

'শেপার প্লেনারও বটে।'

'না, বেড নড়লে সেটা প্লেনার।'

'বেড! বেড! বেড আবার কীসের?'

'তাই বলে ওটাকে!'

'এরপর বলবি কম্বলও নড়ছে! তারপর বলবি চাদর নড়ছে!'

'সব সময়েই তোদের তর্ক,' ভাঙা পাথরগ্বলো দেখতে দেখতে ব্রাৎসান বলল। 'যা, এগ্বলো বাড়ি তৈরীর জায়গায় নিয়ে যা।'

'আর নিয়ে যাব কী করে? হাতে করে?'

'বয়ে নিয়ে যাবার কিছু তোদের নেই?'

'মেয়েরা সবগুলো নিয়ে গেছে। তাদের কম পড়েছিল।'

'যা, সেগুলো ফিরিয়ে আন গে।'

'গেলেই দেবে আর কী। তর্কাতর্কি করতে গেলে আবার নির্ঘাৎ রিপোর্ট হবে, আর ওরা যা বলবে তাই সত্যি। গতকাল আমার নামে লাগিয়েছিল। একটা কথাও আমি বলিনি আর বলে কিনা ওদের সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি।'

ব্রাৎসানের দল কাজ করে সবচেয়ে ভালো এলাকার একটায়: পাকা ফুটপাথে তারা এ্যাসফল্ট দিচ্ছে। দিনে তিন বার ফুটন্ত এ্যাসফল্টের কড়া নিয়ে লরি আসে। কলোনির সর্বত্র শত শত গজ চওড়া পথ বানানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কোনো কোনো জায়গায় সেগুলো শেষ হয়ে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় সবে ভিত খোঁড়া হয়েছে। ব্রাৎসানের দল সেগুলো ভরছে পাথরকুচি আর কংক্রিট দিয়ে।

প্রধান কারখানা বাড়ির ভারা খোলার কাজ পেয়েছে পখোজাইয়ের দল। কাজটা এতো সুন্দর যে তা নিয়ে কম্যান্ডার পরিষদে প্রায় ঝগড়া হয়ে গেল। কারা সেটা করবে স্থির করার জন্য লটারি করতে হল। নবম দল সেই শুভ নম্বরটা টানলে পখোজাই সোজা ছুটল প্রধান বাড়ির দিকে, পিছন পিছন গেল তার দলের সবাই। ভরগুনভের দুর্ভাবনার প্রধান কারণ এই দলটি। নীচে দাঁড়িয়ে তিনি উৎকণ্ঠায় কাতরাতে লাগলেন। সেদিন বাড়ির সেই কোণ থেকে ভারা খোলা হচ্ছিল যেখানকার গ্যাংওয়ে আর চল্যফেরার সরু জায়গাগুলো বিশেষ রকম জটিল। একটা কুড়ি মিটার লম্বা কড়িকাঠ আটকে গিয়ে ভারার মধ্যে প্রায় খাড়া হয়ে উঁচিয়ে রয়েছে। কলোনিবাসীরা চোরকাটার মতো তাতে সেঁটে গিয়ে সেটা তুলতে চেষ্টা করল। সবচেয়ে উপরকার তক্তায় দাঁড়িয়ে জাঁগ্রিফ কামারের হাতুড়ি চালাতে লাগল। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভরগুনভ। কখনো তিনি শোনেননি কামারের হাতুড়ি দিয়ে ভারা খোলার কথা। পাশের গ্যাংওয়ের তক্তাগুলোয় গ্রিফ কান-ফাটানো বাড়ি মারছে। সেগুলো হুড়মুড়িয়ে পড়ল মাটিতে আর গ্রিফ নিজেই টলমল করতে লাগল তার সরু পা রাখার জায়গায়। তার নীচে যে সব কলোনিবাসীরা কাজ করছিল, তারা এই সব ভারি জিনিসগুলোর বর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাথা লুকিয়ে রাখল।

'ওপরে ওখানে করছ কী? মাথা খারাপ হয়েছে?' চেঁচিয়ে উঠলেন ভরগুনেভ।

'কী হয়েছে?' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে গ্রিফ নীচে তাকাল। গোটা দলটাই সে ভাবে তাকাল নীচে, ভরগুনেভ কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ভরগুনেভ গ্রিফের প্রচণ্ড হাতুড়ির কথা ভুলে গেছেন। তাঁর মনোযোগ গিয়ে পড়েছে সিনিংসিনের উপর। দাঁতে একটা দড়ি চেপে সেই খাড়া কড়িকাঠ বেয়ে সে উঠছে। হাত নাড়িয়ে ভাঙা গলায় যত জোরে পারলেন ভরগুনেভ চেঁচিয়ে উঠলেন:

'যাচ্ছ কোথায়? দড়িটা নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নীচে তাঁর দিকে তাকাল সিনিংসিন:

'কী হয়েছে?'

'এক্ষুণি নেমে এস, ক্ষুদে শয়তান কোথাকার! বলছি, নেমে এস!'

'ওকে যেতে দিন!' উপরকার গ্যাংওয়ে থেকে পখোজাই চেঁচিয়ে উঠল। 'তা না হলে সন্ধে পর্যন্ত এ কাজটা আমাদের করতে হবে। ও যাচ্ছে শুধু দড়িটা আটকাতে।'

'কিন্তু ও কড়িকাঠটা আটকে নেই।'

পখোজাই বলল, 'ওটা পড়বে না। আমরা বারজন ওটা প্রাণপণে টেনেছি, তবু ওটা পড়েনি।'

কিন্তু তর্কটা একেবারেই নিরর্থক। ইতিমধ্যেই সিনিংসিন কড়িকাঠের উপরে পেঁছে দড়িটা তাতে বেঁধেছে। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ভরগুনেভ।

দেম কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাকে তিনি বললেন, 'ওদের কিছু একটা বলুন। ওদের দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! ওরা করতে চায় কী?'

দেমের ঠোঁট কুঁচকে উঠল, হাস্যকরভাবে তার ঘন গোঁফজোড়া কেঁপে উঠল। একদিকে সে আঙুল তুলে দেখাল। ভরগুনেভ তাকিয়ে সত্যি সত্যিই এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখলেন। চালার কাঠের ছাতে গুটি পনের ছেলে দাঁড়িয়ে গাইছে:

'এই দিকেতে — হেঁইয়ো! ওই দিকেতে — হেঁইয়ো!'

তালে তালে তারা এদিক থেকে ওদিকে দুলছে। আর তাদের সঙ্গে গোটা চালাটা দুলছে জীর্ণ খুঁটির উপর। ক্রমশ আরো ভয়ঙ্করভাবে সেটা দুলতে লাগল, তার ফ্রেমটা যেতে লাগল ফেটে, তার কড়িকাঠ আর কাঠের দেয়ালের

তক্তার কোণগুলো লাগল বেরিয়ে পড়তে। কী একটা বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ভরগুনভ ছুটলেন চালাটার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে খুব দেরী হয়ে গেছে। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চালাটা ভেঙে পড়ল, শোনা গেল পরপর কতকগুলো ভয়ংকর শব্দ আর সেই ধুলোয়-ভরা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পনেরজন কলোনিবাসীই হল অদৃশ্য, যেন পৃথিবী তাদের গিলে ফেলল।

মুহূর্তের জন্য তাদের স্বর থেমে গেল। কিন্তু তারপর আবার শোনা গেল তাদের ছেলেমানুষী হিহি হাসি আর চেঁচামেচি। চালাটা অদৃশ্য হয়েছে, পরিণত হয়েছে চ্যাপটা এক গাদা রাবিশে। তার তলা থেকে একে একে গুঁড়ি মেরে ছেলেরা বেরিয়ে এল। হাত দিয়ে মাথা চেপে দেম দৌড়ে পালাল। ভরগুনভ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে টাকের ঘাম মুছতে লাগলেন। আবর্জনার ভিতর থেকে সব ছেলেরা বেরিয়ে গেল পরের চালাটা পরীক্ষা করতে। লম্বা কানওয়ালা বাচ্চা করোতাক কী একটা বলে চেঁচিয়ে আগে আগে ছুটে চলল। চক্ষের নিমেষে পরের চালার ছাতে দাঁড়িয়ে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। ভরগুনভ আর চেঁচালেন না। তিনি শান্ত হেঁড়ে গলায় আদেশের সুরে বললেন:

'ওহে, চালার ওপর তোমরা! তোমরা কোন দলের?'

'দশম,' কয়েকজন ছেলে উত্তর দিল।

'কম্যান্ডার কোথায়?'

'হাজির, কমরেড ভরগুনভ!'

ভরগুনভের সামনে দাঁড়াল ইলিয়া রুদনেভ। অতি নিরপরাধ মুখে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকিয়ে তাঁর নির্দেশ শোনার জন্য সে অপেক্ষা করে রইল।

'এখানে হচ্ছেটা কী?' একই রকম শান্ত গম্ভীর গলায় ভরগুনভ প্রশ্ন করলেন।

'কেন, কী হয়েছে?'

'তুমিই কি দশম দলের কম্যান্ডার? তোমার নাম কী?'

'রুদনেভ।'

'ডেপুটি-ডিরেক্টর হিসেবে মনে হয় তোমাকে আটক করার অধিকার আমার আছে।'

'কিসের জন্যে?' প্রশ্ন করল রুদনেভ, চোখে তার চাপা বিস্ময়।

'ওভাবে বাড়ি ভাঙার কায়দাটা কোথায় তোমরা শিখেছ?'

'কায়দাটার খারাপ কোনখানটা? ওটা নিয়ে তিনটে চালা আমরা ভেঙেছি। মাত্র আর দুটো বাকী আছে।'

'তোমাকে সোজা বারণ করে দিচ্ছি, বুঝলে?'

'কমরেড ভরগুনেভ!' অনুনয়ের চোখে ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল রুদনেভ। 'দয়া করে শেষ দুটো ভাঙতে আমাদের দিন। এটা তো...'

'না।'

'দুটো চালায় আর কী এসে যায়?'

'এখনো আপত্তি? এক ঘণ্টার জন্যে আটক থাকো! এক্ষুণি!'

'ঠিক আছে, কমরেড ভরগুনেভ।' রুদনেভ স্যালুট করে দলের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল:

'পের্লভ, দলের ভার নে, আমার ওপর এখন আর ভার নেই!'

'ঠিক আছে, ভার নিলাম!' স্যালুট করে বলল পের্লভ। চেহারাটা তার গাঁট্টাগোঁট্টা, কাঁধদুটো চওড়া।

সঙ্গে সঙ্গে পের্লভ ফিরল দলের দিকে। হুকুম দিলে:

'হাঁ করে থাকার সময় নেই, লাগাও চড়াই হামলা!'

দশম দল হুড়মুড় করে উঠল ছাতে। ভরগুনেভ হাল ছেড়ে দিলেন। রুদনেভের কাঁধে হাত রেখে করুণ সুরে তিনি বললেন:

'রুদনেভ, লক্ষ্মী ছেলে, ওদের থামাও! এভাবে যে চলে না!'

'তাহলে কী ভাবে?'

'রুদনেভ, ওদের থামাও। দেখো না দুলতে শুরু করে দিয়েছে, টলছে।'

'ওঃ, ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবেন না!'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরগুনেভ ফেটে পড়লেন। তিনি চেঁচালেন, গালাগালি করলেন, হুঙ্কার ছেড়ে আদেশ দিলেন — এবং শেষ পর্যন্ত হুকুম খাটালেন। দশম দল নেমে এল। পরে কম্যান্ডার পরিষদে আত্ম-সমালোচনা করে রুদনেভ বলেছিল:

'আমাদের দলে অবশ্য খানিকটা শক্তির অর্থহীন অপচয় দেখা গেছে। দুটো চালা ভাঙতে আমাদের দুদিন লেগেছে। বুদ্ধিমানের মতো পদ্ধতি অবলম্বন করলে পনের মিনিটের মধ্যেই ওগুলো আমরা সাবাড় করে ফেলতে পারতাম।'

নির্মাণ জায়গার এক প্রান্তে নতুন বাড়িগুলোর সামনেকার ফুলের কেয়ারিটা চওড়া করার জন্য অষ্টম দলকে কয়েকটা অবাঞ্ছিত গাছ হটাতে

হল। এখানেও কাজটা খানিক বুদ্ধি খাটিয়ে করা হল: একটা ওক গাছের মোটা গুঁড়ির উপর ইগর আর সাণ্ডো করাত চালাতে লাগল আর সেই গাছটার উপরে নির্বিকার মুখে বসে রইল দানিলো গরোভয়। কাজ দেখতে এলেন জাখারভ। দানিলো মুখ লাল করে অনুযোগ করল:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আমাদের নতুন কম্যান্ডারকে একবার দেখুন। কাজ করতে দেয় না।'

'এটা একেবারেই অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা আলেক্সেই স্তেপানভিচ!' করাত থামিয়ে ইগর জানাল। 'এ ক্ষেত্রে দানিলোকে ইঞ্জিন বলে ধরা যায় না। একেবারে না। ওর যা শান্ত প্রকৃতি আর ওজন তাতে ওকে ভার-যন্ত্র হিসেবে দেখা উচিত। আমরা করাত চালিয়ে গেলে আর কেউ অমন স্থিরভাবে ডগায় বসে থাকতে পারবে না, কিন্তু দানিলো ঠিক বসে থাকবে।'

'হুম,' মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিলেন জাখারভ। 'ঠিক বলেছ। কিন্তু দানিলোর অন্য গুণগুলো কী করে কাজে লাগাও?'

'পরের গুণটা হল ওর ওজন। দেখছেন তো দানিলো এক প্রান্তে বসে রয়েছে। দানিলো, দয়া করে হাস! এতে করাত চালানো সহজ হয়, কারণ ওকটা এত শক্ত যে করাত আটকে যায়। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

'কিন্তু সহকারী বল হিসেবে কমরেড গরোভয়কে কাজে লাগালে কি সুবিধা হয় না — দুজন যখন করাত চালাবে, একজন বিশ্রাম নেবে।'

'তাতে মোটেই লাভ নেই। চেষ্টা করে দেখেছি, কর্মতৎপরতার কোয়েফিশেণ্ট মারাত্মকভাবে পড়ে গিয়েছিল।'

মন দিয়ে শোনার পর গুঁড়ি থেকে হুড়মুড় করে নামতে শুরু করল গরোভয়।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ,' অনুযোগ জানাল ইগর। 'দেখছেন তো আমাদের মজুর সংসারের মধ্যে আপনি ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছেন!'

মৃদু হেসে জাখারভ চলে গেলেন। দূর থেকে ফিরে দেখলেন ইগর আর সাণ্ডো করাত চালাচ্ছে আর গরোভয় ফিরে গেছে গাছের উপর।

কলোনির এগারটি দলের প্রত্যেকটির উপরেই পড়েছে একটি করে দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তাদের প্রত্যেকের উপরেই তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে ভরগুনভকে। সর্বত্রই তাদের 'ছেলেমানুষী' কাজের গতি দেখে তিনি উদ্বিগ্ন। কাজের দিনের ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের পর তিনি জাখারভের আপিসে ধীরেসুস্থে গিয়ে বলেন:

'স্বীকার করতেই হবে এ ধরনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আপনি কী করে যে কাজ করেন ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই!'

সন্ধের দিকে ভরগুনভ দমে যান। নির্মাণ জায়গায় তিনি মনমরার মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিক ঘুরে বেড়ান তারপর শোবার ঘরে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা চাপতে পারেন না। নবম দলের কাছে গিয়ে বসে পড়লেন, বললেন :

'কমরেড পখোজাই, সেই কড়িকাঠটা টেনে বার করেছ?'

'কোনটা?'

'যেটা খুব উঁচুতে... উঁচিয়ে ছিল।'

'কোনটার কথা বলছেন — কোণেরটা, না ঢালাই কারখানার কাছেরটা, না পেছন দিকেরটা?'

টাক মুছে ভরগুনভ শান্ত হয়ে উঠলেন। বললেন :

'বুঝলাম। তোমরা তাহলে তিনটে কড়িকাঠ সরিয়েছ। যাকগে যাক... দেখছি এখানে তোমরা বেশ ভালোই আছ। জায়গাটা ঝকঝকে তকতকে।'

তারপর সবাই তারা উৎসাহ কাকে বলে তাই নিয়ে তর্ক জুড়ে দিল।

'পিওতর পেত্রভিচ, নতুন কারখানায় কাজে লাগব এই ভাবে, মানে, কাজে লাগব উৎসাহ নিয়ে,' পখোজাই বলল।

'উৎসাহ নিয়ে মানে?'

'মানে কম্সমলের কায়দায়!'

'বুঝলাম।'

'আপনি উৎসাহে বিশ্বাস করেন না?'

'বিশ্বাস করার কথা আসে না। কথাটা হল জানা। জানি কি জানি না।'

'উৎসাহের ব্যাপারটা আপনি জানেন?'

'জানব না কেন। কিন্তু বলো তোমরা কি জ্যামিতি জানো?'

'হ্যাঁ, আমরা জানি।'

'বৃত্তের ক্ষেত্রফল মাপার ফরমুলা কী?'

'πR^2'

'উৎসাহ দিয়ে ওই ফরমুলা কি বদলাতে পার?'

'বাঃ, সে তো অন্য কথা। ফরমুলা নষ্ট করার সঙ্গে উৎসাহের কোনো সম্পর্ক নেই!'

'কিন্তু জানো, আজ অনেক ফরমুলা তোমরা নষ্ট করেছ।'

'কখন তা করলাম?'

'যেমন ধর তোমরা যখন ভারা খুলছিলে।'

'ওর মধ্যে ফরম্যুলা আবার কী?'

'প্রতি পদেই ছিল ফরম্যুলা। কড়িকাঠ খাড়া হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সেটা কিছুর ওপর ভর দিয়ে আছে। জড় পদার্থের মধ্যে রোধের কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম টিয়ম আছে। এই সব নিয়ম অনুসারে একটি সোভিয়েত নিয়মও আছে, তাতে বলে ওভাবে ভারা খোলা চলে না। কিন্তু দাঁতে দড়ি নিয়ে বর্বরদের মতো তোমরা সব চড়ে বেড়াও। আর দেখেছিলে তো, রুদ্‌নেভ তার দল নিয়ে কী করে চালা চুরমার করছিল? কত ফরম্যুলা সে নষ্ট করেছে? আর নিজেরাই তোমরা বলছ ফরম্যুলা নষ্ট করা যায় না।'

উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে সঙ্গে সঙ্গেই নবম দল আপত্তি জানাল:

'কিন্তু যদি লড়াই চলে তাহলে? যুদ্ধের মধ্যেও কি ফরম্যুলা আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'মানে? বলতে চান কি ফরম্যুলা দিয়ে লড়াই হবে?'

'আমার কথাগুলো বাপু শোনো। লড়াই একটা খুব গুরুতর ব্যাপার। তোমার দেশের জন্যে মরতে তোমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। এই হল গিয়ে তোমার প্রথম ফরম্যুলা। তাই না? কথা সরছে না দেখছি। কিন্তু বোকার মতো মরবার অধিকার তোমাদের আছে?'

'বোকার মতো মানে?'

'যেমন ধর ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে হাত নাড়াতে শুরু করলে। সঙ্গে সঙ্গে তোমায় গুলি করা হবে! ভাবো কি, সেটা করার অধিকার তোমার আছে?'

'সে এখন কারো যদি ইচ্ছে হয়...'

'বাজে বোকো না। তেমন ইচ্ছে হবার অধিকার কারো নেই। তুমি সৈন্য, তোমার দরকার আছে, নিজেকে মেরে ফেলার কোনো অধিকার তোমার নেই! তাই না? কী, কথা ফুটছে না আর! যাক, আসি এখন। কাল তোমাদের কোনো ফরম্যুলা নষ্ট করতে দেব না।'

উঠে চলে গেলেন তিনি। সবাই তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। পখোজাই বলল:

'কী রকম লোক দেখেছিস? উৎসাহের বিরোধী!'

'আরে না, তা বলতে পারিস না!'

'বিরোধী নন কেমন করে?'

'নিশ্চয়ই বিরোধী!'

'না, নন।'

নবম দল থেকে এই প্রশ্নটা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত কলোনিতে। কাজ কিংবা বিশ্রাম, সব সময়েই ছেলেরা চেষ্টা করতে লাগল সঠিক উত্তরটা বার করতে।

উৎসাহের প্রকৃতি নিয়ে যখন এই গবেষণা চলেছে, তখন নির্মাণ জায়গায় কাজ চলতে লাগল আগের মতোই গতিতে। সব সময় ভরগুনভ তাঁর ফরমুলাগুলো সমর্থন করতে পারলেন না। ১৫ই সেপ্টেম্বরে জায়গাটাকে আর চেনাই গেল না। পরিষ্কার ফুটে উঠেছে বাড়িগুলোর অপরূপ ছাঁদ, চারপাশে সুন্দর ফিতের মতো পথ আর কেয়ারি। কারখানাগুলোর মধ্যে নতুন ঝকঝকে মেঝের উপর পরিপাটিভাবে বসানো হয়েছে নানা যন্ত্র। এখানে ওখানে এখনো পলেস্তা-মিস্ত্রিরা কাজ করছে। তাদের জীবন দুরূহ হয়ে উঠল। কারখানার নানা দরজায় বসানো হল সশস্ত্র প্রহরী। মেঝেতে রাখা হল শুকনো আর ভিজে পাপোশ।

'কমরেড, পা মুছুন।'

'কী?'

'পা মুছুন।'

'আমাকে বলছ?'

'হ্যাঁ। দয়া করে পা মুছুন। ওইখানে পাপোশ।'

'কিন্তু আমি যে বাপু পলেস্তা-মিস্ত্রি!'

'তা হোক।'

'পলেস্তা-মিস্ত্রি আবার পা মোছে কবে?'

'মোছে।'

পলেস্তা-মিস্ত্রিরা তাদের বুট মুছল। এ ঘটনা আগে কখনো কোথাও ঘটেনি। প্রহরীদের দিকে তারা তাকাল অবাক দৃষ্টিতে। পরে তারা অভিযোগ জানাতে গেল জাখারভ আর ভরগুনভের কাছে।

'পা তোমরা মুছেছিলে?' ভরগুনভ প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

'প্রাণ যায়নি তো?'

'না, প্রাণ যাবে কেন...'

'তবে আর কী, সে তো ভালোই।'

জাখারভ বললেন:

'আমি একেবারে নিরুপায়। আমাকেও ওরা পা মুছিয়ে ছাড়ে।'

'বলেন কী, আপনাকেও!'

সুতরাং কোনো ফল হল না।

১৫ই সেপ্টেম্বর ভরগুনভ সাধারণ সভায় জানালেন কাজ শেষ হয়েছে। সব দলদের তিনি খুব প্রশংসা করলেন। ফরমুলা নিয়ে একটি কথাও বললেন না। সভার পর পখোজাই তাঁকে প্রশ্ন করল:

'আমায় তবু বলুন উৎসাহ বলে কোনো জিনিস আছে কি না।'

ধূর্তভাবে ভরগুনভ মুখ ফেরালেন:

'জিনিসটার আরো নানা নাম আছে দোস্ত: সততা, অনুরাগ, নিষ্ঠা! নিষ্ঠা তোমার আছে?'

'নিষ্ঠা? নিশ্চয় থাকার কথা..?'

'এ-এ্যাই। এই হল উৎসাহ!'

১৯

নতুন কারখানায়

যে-সব ছাত্র দেখা করতে এসেছিল তারা আর নতুনরা ইতিমধ্যে কলোনি থেকে চলে গেছে। তাদের বিদায় দেওয়া হল সাড়ম্বরে। পতাকার তলায় বক্তৃতা দেওয়া হল। ইস্টিশান পর্যন্ত সারি বেঁধে সঙ্গে চলল সবাই। সেখানে কেউ কেউ এমন কি কয়েক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল, বলাই বাহুল্য চতুর্থ দলের কেউ নয়।

মেয়েরাই কাঁদল বেশী। কারণ ক্লাভা কার্শিরিনাকে ছেড়ে যেতে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু নেস্তেরেঙ্কো, কলোস, সাদোভনিচি আর গ্রস্‌মানের কাছে বিদায় নেওয়া অষ্টম দল ও আরো কয়েকজনের পক্ষেও সহজ হল না।

তাদের জায়গায় এল নতুন ছেলেমেয়ে। কেউ তারা এল তাদের বাড়ি, কেউ বা 'স্বাধীন জীবন' থেকে। কেউ কেউ এল গ্রেপ্তার হয়ে। যেদিন তারা পেঁছল ইগর চের্নিয়াভিন সেদিন ডিউটির কম্যান্ডার। ভলেঙ্কো যেদিন তাকে কলোনিতে ভর্তি করেছিল সেদিনকার কথা তার মনে পড়ল। আনন্দও হল, দুঃখও হল: ভলেঙ্কো এখন কোথায়?

নতুন ছেলেমেয়েদের কপাল ভালো, কারণ ঠিক এই সময়টিতে তারা কলোনিতে এসেছে। ব্লুমের পুরনো কারখানাগুলো আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। শরৎকালের ঘাসপাতা গজিয়ে কলোনিবাসীদের পায়ে চলা-পথগুলো ঢেকে

ফেলছে। কী বাড় এই ঘাসগুলোর! শেষ পর্যন্ত 'স্টেডিয়ামটা' পোড়েনি। এই বিখ্যাত বাড়িটা ভেঙে ফেলতে মজুরদের মাত্র কয়েক দিন লেগেছিল। সেটা অদৃশ্য হওয়ায় কারুর কষ্ট হয়নি। এমন কি ব্লুমেরও নয়। এখন তিনি সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারেন। আগুনের আশঙ্কায় বসে থাকতে হয় না।

ব্লুমকে এখন নিয়োগ করা হয়েছে সরবরাহ আর মাল খালাস করার বিভাগের প্রধান। যেদিন তিনি নিযুক্ত হন সেদিন কলোনিবাসীদের তিনি ধন্যবাদ জানালেন পুরনো কারখানায় তারা যে ভাবে বীরের মতো কাজ করেছিল তার জন্য। নতুন কারখানার জন্য ছ' লক্ষ রুব্‌ল্‌ রোজগার করতে তাদের যে কী পরিশ্রম আর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তার কথা তিনি বললেন। বললেন সেই আশ্চর্য বছরটির কথা আজীবন তাঁর মনে থাকবে। ব্লুমের চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেটা লুকোবার কোনো চেষ্টাই তিনি করলেন না, কেউ সে জন্য তাঁর নিন্দে করল না। তারপর তাঁর মনের ফুর্তি ফিরে এল, এমন কি এ কথাও বললেন:

'আমি ভাবতাম আমার কার্ভটা বুঝি নেমে যাচ্ছে। কিন্তু কমরেড কলোনিবাসীরা, এখন তোমাদের বলে দিচ্ছি, যতদিন আমার বুক ধুকধুক করবে ততদিন সেটা নামবে না। সাঙ্কো জরিন ঠিকই বলেছিল যে ঐ কার্ভটা আবিষ্কার করে সুবিধাবাদীরা।'

সেদিন রাতে জাখারভের আপিসে ব্লুম তাঁর পুরনো কারখানার কথা একেবারে ভুলে সোৎসাহে প্রস্তুত হতে লাগলেন সরবরাহ আর মাল খালাসির নতুন পদের জন্য।

'ঢাল নিয়েই হোক, ঢালের তলেই হোক যে করেই হোক, ব্যবস্থা করব, সরবরাহের ব্যাপারটা আমাদের খারাপ হবে না, এই আপনাকে বলে রাখলাম,' জাখারভকে তিনি বললেন।

ব্লুমকে জড়িয়ে ধরলেন জাখারভ, তবে ব্লুমের এই যুদ্ধ হুঙ্কারকে সামান্য বদলাবার প্রস্তাব করলেন:

'সলোমন দাভিদভিচ, কথাটা হওয়া উচিত: "ঢাল নিয়ে বা ঢালে শুয়ে।" গ্রীকরা তাই বলত।'

'"ঢালের তলে" ওরা বলত না?'

'না সলোমন দাভিদভিচ, বলত না।'

'বুঝলাম, ঢালের তলে যাবার দরকার ছিল না, তাই কি?'

'ঠিক তাই। কথাগুলো গ্রীকরা বলত যুদ্ধে যাবার সময়। ঢাল নিয়ে ফিরে আসা মানে জিতে ফিরে আসা। ঢালে শুয়ে ফেরা মানে মৃত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তা হলেই বুঝছেন কথাটা হল: "ঢাল নিয়ে বা ঢালে শুয়ে"।'

ইতিহাসের এই পাঠ ব্রুম শুনলেন মন দিয়ে। কিন্তু তাঁর সন্দেহ গেল না।

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝে থাকলে আমাদের বেলায় চলবে কেবল "ঢাল নিয়ে", "ঢালে শুয়ে" কথাটা আমাদের বেলায় একেবারে খাটে না। সরবরাহ বিভাগ "ঢালে শোবে" — এর আবার কী মানে হয়?'

'কিচ্ছু না...'

'তাই বরং বলা যাক: একটা ঢাল নিয়ে বা দুটো ঢাল নিয়ে! সরবরাহ বিভাগের পক্ষে এই হবে যোগ্য কথা!'

এই সংশোধিত ক্লাসিক্যাল স্লোগান নিয়ে সশস্ত্র হয়ে ব্রুম আবার যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সাহায্যে এল একটা হালকা লরি। তার ড্রাইভার মিশা গন্তার।

সত্যিই নতুন ছেলেমেয়েদের কপাল ভালো! সোজা তারা গেল নতুন কারখানায় কাজ করতে। কলোনিতে তাদের জীবনের একেবারে শুরু থেকেই এমন একটা জায়গা পেল তারা যাকে বর্ণনা করা সম্ভব শুধু ভূস্বর্গ বলে!

১৭ই সেপ্টেম্বর দুশ'র বেশী কলোনিবাসী কারখানায় ঢুকল। প্রত্যেকের জন্যই বরাদ্দ করা হল চমৎকার চমৎকার জায়গা। কেউ গেল যান্ত্রিক কারখানায় বা ঢালাই কারখানায়, কেউ গেল সংযোজন কারখানায় বা কলকব্জা কারখানায়।

যান্ত্রিক কারখানা এক তলায়। সঠিকভাবে বলতে গেলে বাড়িটার দোতলা ছিল না। কিন্তু ওপর দিকে ছিল একটা ব্যালকনি, বিরাট হল-ঘরের চারটে দেয়াল বরাবর সেটা চলে গেছে, তাই ঘরে আলো ফেলায় বাধা সৃষ্টি করে না। যান্ত্রিক কারখানায় পঞ্চাশটা প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র। কোনোটা সোভিয়েত, কোনোটা বিদেশী — টার্নিং লেদ, টারেট-লেদ, পেষাই যন্ত্র, প্লেনার, গিয়ার-কাটার, মিলিং-মেশিন, ড্রিলার আর স্লটার। প্রত্যেকটা যন্ত্রই সুন্দর, তাদের সৌন্দর্য আলাদা আলাদা ধরনের। কারুর মধ্যে নিকেলের অংশ ঝকঝক করছে; পাশেরটার চেহারা ভদ্র আর সম্ভ্রান্ত, তার কেসিঙ অনুজ্জ্বল ইস্পাতের; তৃতীয়টা পালিশ করা, চেহারাটা কূটনীতিজ্ঞের মতো চালাক;

তার ওপাশেরটার কালো ঝকঝকে দেহের রেখাগুলো অনুপম আর চিত্তাকর্ষক। ছোট্ট 'কিস্টোন' শেপারের গায়ে তখনো হলদে চর্বি। তার নতুন মনিব ফিল্‌কা শারি আর ভানিয়া গালচেঙ্কো তাকে ঘষে ঝকঝকে করে তুলছে।

প্রথম চালু হল 'কম্‌সমলেৎস' আর 'লাল প্রলেতারীয়' টার্নিং লেদগুলো। সেগুলো চালাবার জন্য তৃতীয় আর দশম দলের সব শক্তি নিয়োগ করা হল। পরের দিন চালু হল টারেট-লেদগুলো। সেগুলোকে চালাতে লাগল জিরিয়ানস্কি, পর্শের্ভ, সাদোভনিচি, ইয়ানভস্কি, এবং অন্যান্য বয়স্ক ছেলেরা। অল্প পরেই ঢালাই কারখানার মুচিগুলো কাজ শুরু করল। যান্ত্রিক কারখানায় আসতে শুরু করল চকচকে এলুমিনিয়ামের ড্রিল-কেসিঙের নানা অংশ। এই অংশগুলো হল উপর আর নিচের শিল্ড আর ফ্রেম। অল্প দিনের মধ্যেই টার্নিং আর টারেট-লেদের খোপের মধ্যে এই অংশগুলো লাগল বনবন করে ঘুরতে।

এই কাজের জন্য দরকার সূক্ষ্মতার। কলোনিবাসীরা এখনো যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি বলে এমন সাবধানে কাজ করতে লাগল যেন তারা রয়েছে এক ল্যাবরেটারিতে। মিনিটে দুবার করে তারা গড়ন্ত জিনিসগুলোর মাপজোখ যাচাই করার জন্যে ক্যালিপার আর টেমপ্লেট লাগাতে লাগল। উপরকার সংযোজন কারখানায় প্রায় সবাই মেয়ে আর বাচ্চা ছেলে। কর্মীদের সবচেয়ে দরকার তৎপর আঙুলের। পুরো ড্রিল প্রস্তুত হতে এখনো অনেক দিন দেরী। কিন্তু নানা ইউনিট ইতিমধ্যেই জুড়ে তোলা হচ্ছে এবং প্রথম আর্মেচার পৌঁছচ্ছে মেয়েদের হাতে।

ইস্কুলের পর কম্‌সমলের নেতৃত্বে সংগঠিত এক একটা গ্রুপ যায় লেকচার-হল আর পাঠকক্ষে উৎপাদনের রহস্য ভালো করে আয়ত্ত করতে। সে রহস্য কম নয়, প্রতিটি অংশ নিয়ে কাজ করার সময় অত্যন্ত জটিল সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার সমাধান সম্ভব শুধু সেই যন্ত্র ও তার বহু অ্যাডজাস্টমেন্টের জ্ঞান থাকলে। জুড়ে তোলার সময় এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম করে করা দরকার, অনেক জিনিস চেঁছে করার বদলে ছাপ মেরে করা ভালো। ইলেকট্রিক ড্রিলগুলোর সঙ্গে ফিট করা থাকে বহু পিনিয়ন। এগুলোই সবচেয়ে দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠল। গম্ভীর মুখে কয়লার মতো কালো আর মনমরা চেহারা নিয়ে পুরো এক সপ্তাহ ধরে ইঞ্জিনিয়ার বেগলভ 'মারাৎ' গিয়ার-কাটিং যন্ত্রের চারিদিকে

ঘ্রঘ্র করল। সে যন্ত্র থেকে প্রথম পিনিয়ন বেরুবার জন্য সে আর সেমিওন কাসাৎকিন রুদ্ধশ্বাসে রইল অপেক্ষা করে। সেটার যখন জন্ম হল, — বেগলভের হাতের তালুতে তপ্ত ছোট্ট দেহটা তখনও কাঁপছে — তখন কাসাৎকিন প্রায় কেঁদে ফেলে বললে:

'ধারগুলো আবার ভেঙে গেছে...'

'ভেঙে গেছে...'

'এক নম্বর মডিউল দিয়ে চেষ্টা করা যাক।'

বেগলভ তাকাল কাসাৎকিনের দিকে। কিন্তু ছেলেটির বড় বড় ধূসর চোখ সে দেখল না। দেখল নানা সংখ্যাভরা একটা কাগজ, যাতে গত রাতে এই যন্ত্রের কাজের হিসেব সে করেছিল ০·৭৫ মডিউলে।

'না... আর একবার শয়তানটাকে আমরা পরখ করে দেখব।'

'যতই করুন, ফল হবে না,' কাসাৎকিন বলল বটে, কিন্তু বাধ্যের মতো লেদটা সে চালাল এবং আবার তারা দুজনে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল রুদ্ধ নিশ্বাসে।

কারখানাগুলোয় দেখা দিতে শুরু করল কন্ট্রোলাররা: মিয়াৎনিকভা, জরিন আর জাঁ গ্রিফ। তাদের হাতে টেম্প্লেট, মডেল আর নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। 'শতাংশ' বলে নতুন একটা কথা কলোনিতে এসেছে, ছেলেদের কথাবার্তার মধ্যে সেটা থেকে গেল। দোতলায় চালু করা হল একটা 'কেলেনবার্গার' গ্রাইন্ডিং-হুইল। ওস্তাপচিন আর পখোজাই তার উপর নিয়োগ করল তাদের সমস্ত সস্নেহ যত্ন, যেটা কেবল কলোনিবাসীর অন্তঃকরণেই দেখা যায়। এখানেও শ্যাফ্‌টের গ্রাইন্ডিং শুরু হল প্রতি মিনিটে মাপজোখ নিয়ে। কিন্তু পনের দিনের মধ্যে 'শতাংশ' কথাটা পখোজাই উচ্চারণ করতে লাগল কোনো রকম শ্রদ্ধা না দেখিয়ে।

'কী বলেন? শতাংশের অর্ধেকে চালাব? ঠিক আছে কমরেড ইন্সট্রাক্টার...'

যন্ত্রটা চালিয়ে তার উপর সামান্য ঝুঁকে পড়ল পখোজাই। যন্ত্রের সূক্ষ্মতম গতিবিধির হিসেব করার জন্য তার চোখ, নার্ভ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, দশম ইন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। অবশেষে সে সূক্ষ্মতার ধূর্ত অলক্ষ্য মুহূর্তটি ধরে ফেলে সুইচ বন্ধ করে যন্ত্রটি থামিয়ে সেই অংশটি ইন্সট্রাক্টারের হাতে দিয়ে বলল:

'শতাংশের অর্ধেক কমরেড ইন্সট্রাক্টার! এই নিন!'

কাজ এগুতে লাগল। গুদামঘরের কয়েকটা শেল্ফ ভরে উঠল তৈরী অংশে, কারখানাগুলোর মেঝে থেকে পরিষ্কার করা হল কয়েকটা প্যাকিং-বাক্স বোঝাই ধাতুর চাঁচুনি। কম্যান্ডার পরিষদ জিগ্‌গুলোর খুঁত বার করতে শুরু করেছে। তরুণ ইঞ্জিনিয়ার কমারভের কাছে তারা এর জবাবদিহি চাইল। কমারভ এল। সাধারণত তার মুখ ফ্যাকাশে। এখন বিব্রতভাবের দরুন সেটা গোলাপী। সে আপত্তি জানিয়ে বলল:

'কলকব্জা কারখানায় যথাসাধ্য আমরা করেছি। বাকি আছে চল্লিশটা অ্যাডজাস্টমেণ্ট। এক সপ্তাহের মধ্যে সেগুলো হয়ে যাবে। সলোমন দাভিদভিচ যে ৪ নং ইস্পাত দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তার অভাবে আমাদের কাজ বন্ধ ছিল...'

কলোনিবাসীরা কমারভের কথা শোনে, তাকে তারা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা প্রশ্ন করল:

'কিন্তু ৪ নং ইস্পাত এসে কেন গুদামে দু দিন পড়েছিল? দু দিন পরেই কেবল টনক নড়ে?'

'আর এক শ' তের নম্বর ডিটেলের কণ্ডাক্টারের ব্লু-প্রিণ্টগুলোয় কেনই বা ভুল আছে?'

কমারভের রঙ আরো টকটকে হয়ে উঠল। অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাল সে ভরগুনভের দিকে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না।

'আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন?' প্রধান ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন করলেন। 'ওদের দিকে তাকান।'

যথারীতি কিল্‌কা শারি বসেছিল গালিচায়। সে-ও একটা মতামত দিয়ে বসল:

'এর একমাত্র কারণ ইভান সেমিওনভিচ... ওঁর ওই — ইয়ে — নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনার ওপর বড় বেশী মন দেন...'

'ফিল্‌কা, মুখ সামলে কথা বল,' গর্জে উঠল তর্স্কি। 'বাস্তবিক বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে! পরিষদের সভা থেকে তোমাকে না তাড়ালে নয়!'

রেগে ঠোঁট ফুলিয়ে শারি মুখ ঘোরাল। এমন কোনো সময়ের কথা তার মনে হল না যখন তার উপর সুবিচার হয়েছে। কিন্তু শারির ঐ মন্তব্যের পর কমারভের অবস্থাটাও খানিক অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। কলকব্জা কারখানার ফাইলের কাগজগুলো তাড়াতাড়ি উলটে সে বিড়বিড় করে বলল:

'কী সব কথা — ইয়ে — বরদাস্ত করা যায় না... আমি এসেছি কাজ করার জন্যে, টিপ্পনী শোনার জন্যে নয়...'

কম্যান্ডাররা বুদ্ধিমানের মতো জানালার দিকে চোখ ফেরাল। অক্সানার ঠোঁট সামান্য কেঁপে উঠল। জাখারভ পাঁশনেটা ঠিক করে নিলেন।

সন্ধের জাখারভের কাছে কমারভ তার পদত্যাগপত্র দাখিল করল। ডিরেক্টর দরখাস্তটি তাঁর সামনে ডেস্কের উপর রেখে সন্দিগ্ধ মুখে সেটা দেখতে লাগলেন:

'ইভান সেমিওনভিচ, এটা কী করছেন?'

'তার মানে? ওদের কী অধিকার আছে... আমার ব্যক্তিগত জীবন...'

'এমন আর কী হল? আপনার ব্যক্তিগত জীবনে লজ্জা পাবার মতো কিছু নেই। সবাই আমরা জানি নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনাকে আপনি ভালোবাসেন। সবাইকারই তাতে সহানুভূতি আছে, সবাই আমরা খুসি। আর ফিল্‌কাটা অবশ্য ও-সব কিছু বোঝে না।'

এ-ঘটনার পর প্রায় দশ দিন কমারভ কলোনির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল গম্ভীর মুখে। নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। আরো দশ দিন পরে কম্যান্ডার পরিষদের সঙ্গে আবার তার খিটিমিটি বাধল, এবার অবশ্য অন্য ব্যাপার নিয়ে। পরিষদ চেয়েছিল রেদকাকে যান্ত্রিক কারখানায় বদলি করতে। অনেকক্ষণ ধরে এ নিয়ে আপত্তি জানাল কমারভ। শেষটায় রেগে ফেটে পড়ল:

'তোমরা তাহলে এ কথাটা জেনে রাখো! আমার কাছ থেকে রেদকাকে নিয়ে নিলে কারখানা ছেড়ে চলে যাব!'

এই বলে রেগে ফ্যাকাশে হয়ে সে তাকাল কম্যান্ডারদের দিকে। অবাক লাগল কম্যান্ডারদের। শারি বলল:

'তা নয়ত কী! উনি ঠিকই বলেছেন। কেন সরাবে রেদকাকে!'

পরিষদকে হার মানতে হল। সেই সন্ধেয় কমারভকে জাখারভ বললেন:

'দেখলেন তো, ব্যাপারটা চেপে ধরেছিলেন, জিতে গেলেন।'

কমারভ মৃদু হেসে সোজা চলে গেল নাদেজ্‌দা ভাসিলিয়েভনার কাছে।

ব্রুমের কর্মক্ষেত্রেই দেখা গেল সবচেয়ে বড় অসুবিধেগুলো। সেখানে সব সময়েই জমে ওঠে বজ্রগর্ভ মেঘ। সব অর্থ খরচ হয়েছে নতুন কারখানা বানাতে আর যন্ত্রপাতি কিনতে। কারখানাটা এখনো কিছু তৈরী করছে না। এদিকে পুরনো কারখানাটা বন্ধ। ব্রুম তুড়িলাফ খেয়ে চলেছেন।

'চাহিদা কত চাই। অগ্রিম টাকাও ধরে দিতে চায় যত খুসি। শুধু ড্রিল সরবরাহের একটা চুক্তি সই করে দিন।'

'ড্রিল এখনো কোনো তৈরী হয়নি,' জাখারভ উত্তর দিলেন।

'কিন্তু হবে তো, নাকি কখনোই হবে না?'

'সম্ভবত প্রথম যেগুলো তৈরী হবে তাদের মধ্যে খুঁত থাকবে।'

'তাতে কী এসে যায়? বিক্রি তো করা যায়?'

'না, বিক্রি করা চলে না।'

'দোহাই আলেক্সেই স্তেপানভিচ, এ রকম কথা যদি বলতে চান তাহলে এমন কাউকে খুঁজে বার করুন যার নার্ভ আমার চেয়ে ভালো। আমার নার্ভের অবস্থা খুব খারাপ। আপনি কি বলতে চান আমাদের তৈরী মাল আমরা বিক্রি করতে পারি না?'

জাখারভ আর কিছু বললেন না।

'এখন আমি মানুষ নই, পাগলা ঘোড়া!' দুঃসহ বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্রুম।

জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের মতোই দেখা গেল নতুন কারখানাটা চালানো সহজ নয়। কোনো কোনো জায়গায় যত বাধা এসে জমে। কোনো কোনো জায়গায়, যেখানে মনে হত সবকিছুই পরিকল্পনা অনুযায়ী মসৃণভাবে চলেছে, রহস্যময় জটিলতা দেখা দেয়। একমাত্র ব্রুমের নার্ভই ঝাঁকানি খেল না। মাঝে মাঝে চতুর্থ দলের মানসিক শান্তিও খানখান হয়ে যেতে শুরু করে, ছেলেদের মনও উৎকণ্ঠায় পীড়িত হয়ে ওঠে — সেই ধরনের উৎকণ্ঠা, যাকে অন্য কথায় বলে দায়িত্ববোধ। নতুন কারখানাকে কলোনিবাসীরা মনে করে তাদের অভূতপূর্ব সৌভাগ্যের একটা জিনিস। অক্টোবর বিপ্লব যে নবজীবন দেশবাসীকে দিয়েছে, তাদের কাছে সেই নবজীবন এই নতুন ইলেকট্রিক যন্ত্রের কারখানা থেকে অবিচ্ছেদ্য। সে কারণেই প্রত্যেকে আন্তরিকভাবে কামনা করে সেই সময়টা যেন তাড়াতাড়ি আসে, যখন ড্রিল তৈরী হবে, যখন লাল ফৌজ আর শিল্পের প্রতিনিধিরা তাদের কাছে আসবে সেগুলো নিতে আর সোভিয়েত সরকার বিদেশী ইলেকট্রিক ড্রিল আমদানি বন্ধ করে ডিক্রি জারি করবে।

কারখানার মধ্যে সবচেয়ে ভালো যন্ত্র দেওয়া হয়েছে ইগর চের্নিয়াভিনকে — একটি 'স্যামসন ভেকে' সারফেস-গ্রাইন্ডিং লেদ। যান্ত্রিক

কারখানার এক কোণে সেটা রয়েছে 'কিস্টোন' শেপারের পাশে। কমরেডদের ইগর বলল:

'এই যন্ত্রটি হল দুনিয়ার সবচেয়ে মনোহর প্রাণী। এতো ভালো যে এর সঙ্গে কথাও বলা যায়।'

সত্যি সত্যিই ইগর এই লেদের সঙ্গে কথা বলে, বিশেষত সকালে যখন কাজে আসে। বাস্তবিকই যন্ত্রটা অদ্ভুত। যে চেপটা বস্তুটা গ্রাইন্ড করা দরকার সেটাকে টেবিলের সঙ্গে আটকাবার দরকার হয় না। ইগরকে শুধু একটা সুইচ ছুঁতে হয় আর সেই বস্তুটা ইস্পাতের টেবিলের সঙ্গে এমনভাবে সেঁটে যায় যেন অচ্ছেদ্য।

ইগর বলে, 'এটা চুম্বক টেবিল। প্রাক-বিপ্লবী ঠেকাঠুকোর ব্যাপার নেই!'

ইগরের কিন্তু দুর্ভাগ্য ঘটল। এই লেদের মধ্যেকার ছোট্ট এক ড্রয়ারে সে রাখত খুব দামী বিশেষ ধরনের এক তেল। শুধু এই যন্ত্রের জন্যই বহু কষ্টে ব্রুম সেটা জোগাড় করেছিলেন। এক সকালে কাজে এসে ড্রয়ার খুলে ইগর দেখে সেই তেলটা নেই। প্রথমে সে ভাবল সেখানে সেটা রাখতে হয়তো ভুলে গিয়েছিল। যন্ত্রের সর্বত্র সেটা সে খুঁজল। তারপর খানিক ভাবল। শঙ্কিত স্বরে যন্ত্রটিকে সম্বোধন করে সে বলল:

'গতকাল সিনর, তোমাকে তেল মাখিয়ে বোতলটা রেখেছিলাম ড্রয়ারে! সেটার তুমি কী করেছ?'

কিন্তু গ্রাইন্ডারটা চুপ করে রইল, যদিও তার মুখের ভাব দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এই দুর্ঘটনায় সেও বিচলিত হয়ে পড়েছে। পাশেই ফিল্‌কা কাজ করছিল তার 'কিস্টোন' যন্ত্র নিয়ে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আড়চোখে ইগর তাকাল তার আর তার যন্ত্রটারও দিকে। কিন্তু তাদের দুজনকেই দেখাল পুণ্যের পরাকাষ্ঠা। সমস্ত দিন ধরে খোঁজা সত্ত্বেও ইগর তেল পেল না। এ ধরনের ঘটনায় কলোনিবাসীরা আর অবাক হয় না।

চুরি চলেইছে। নতুন কারখানা খোলার পর থেকে চুরি হয় প্রধানত যন্ত্রপাতি। এমন একটি দিনও যায় না যেদিন কোনো না কোনো যন্ত্র থেকে কিছু না কিছু চুরি না যায়: মাইক্রোমিটার, ক্যালিপার, নানা ধরনের যন্ত্র, রেঞ্চ, কাটবার দামী যন্ত্র। জাখারেভ নির্দেশ দিলেন কাজের পর সবকিছু গুদামঘরে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে শুধু ফর্দমতো যন্ত্রের চালু অংশগুলো ছাড়া। আলমারির মধ্যে তালাচাবি বন্ধ করে সেগুলো রাখতে হবে। তাতে কিন্তু কোনো উপকার হল না। আলমারির ভিতর থেকেও জিনিসপত্র উধাও

হতে লাগল। ভূতপূর্ব ঢালাই-কর্মী বাঙ্কোভস্কির উপর গুদামঘরের ভার। তার সব সময় কাটে চুরি-যাওয়া যন্ত্রপাতির ফর্দ করতে আর সই করার জন্য ভরগুনভের কাছে সেগুলো নিয়ে যেতে।

'কী জায়গা ... কলোনির আধখানাই দেখছি চোর। সবকিছুই শেষ পর্যন্ত চুরি করে নেবে দেখবেন।'

ভরগুনভ ভুরু কুঁচকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সই করে বাঙ্কোভস্কির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, তারপর গেলেন জাখারভের কাছে:

'করা যায় কী? এভাবে তো কাজ চলে না। মাইক্রোমিটার খুব দামী জিনিস, জোগাড় করা সহজ নয়।'

চুপচাপ জাখারভ তাঁর কথা শুনলেন, তারপর আচমকা ঘুরে বসলেন তাঁর চেয়ারে। নিজের একটা হাঁটু তিনি মুঠো করে চেপে ধরে অন্য কনুই উরুর উপর রেখে ঠোঁট কামড়ালেন। ভরগুনভ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

'কলোনিতে কতজন বাচ্চা চোর আছে বলে আপনি মনে করেন?' ভরগুনভ প্রশ্ন করলেন।

নিজের ভঙ্গি বদল না করে জাখারভ বললেন, 'পিওতর পেত্রভিচ, কলোনিতে কিছু কিছু বাচ্চা চোর আছে বৈকি। কিন্তু আমাদের চোররা এমন লোক যাদের হৃদয় আছে, মন আছে। কারখানার জিনিসপত্র তারা চুরি করবে না।'

'তাহলে কে করছে? বলুন, কে? রোজ রাতে আমি ভয়ে কাঁপি যে আমাদের মিলিং-যন্ত্রগুলোই হয়তো চুরি যাবে। তাহলে অনেক দিনের জন্যে আমাদের কাজ বন্ধ। গোটা সহরে ও ধরনের যন্ত্র নেই। আমাদের ছাড়া কারুরই ওগুলো কাজে লাগবে না। আর আপনি তো জানেন মিলিং-যন্ত্রপাতি বানানো কী ব্যাপার!'

লোকে বলে কারুর মুখে তিল থাকলে তাতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কলোনির চুরিগুলো কুৎসিত তিলের মতো, যেটা এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্ন মানব মুখকে কুশ্রী করে তুলেছে। কিন্তু কলোনিবাসীরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারল না।

কয়েক দিন ধরে ইগর খুঁজল তার তেলের বোতল, অন্য ছেলেরা খুঁজল তাদের হারানো মাইক্রোমিটার আর ক্যালিপার। কিন্তু নিজেদের লুণ্ঠিত যন্ত্রের কথা তারা ভাবল না, ভাবল তাদের সবাইকার দুর্ভাগ্য আর কলোনির অসহায় অবস্থার কথা।

ইগর তখনো খ‍ুঁজে চলেছে এমন সময় একদিন দ‍ুপ‍ুরের খাবারের আগে রিজিকভ সোজা গেল জাখারভের আপিসে। সেই দিনের কম্যান্ডার ছিল সে। সঠিকভাবে দাঁড়াতে ভুলে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আর একটা চুরি। গিয়ার-কাটার থেকে সমস্ত মিলিং-যন্ত্রগ‍ুলো উধাও হয়েছে, সবকটা!'

'কী বললে?'

'একটাও নেই। আঠারটাই উধাও।'

জাখারভ পাঁশনেটা খ‍ুলে ডেস্কে রাখলেন। আঙ‍ুল দিয়ে জোরে টিপে রইলেন নিজের চোখ। তারপর অনেকক্ষণ ধরে নিজের গালে হাত ঘষলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন:

'ঠিক আছে!'

'খানাতল্লাস করা দরকার, আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

'দরকার নেই... খানাতল্লাসের।'

রিজিকভ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপচাপ স্যাল‍ুট করে বেরিয়ে গেল।

২০

শত্র‍ু

বিকেলে পাঁচটার সময় ফিল্‌কা শারি আর ভানিয়া গালচেঙ্কো জাখারভের আপিস থেকে বের‍ুল। কম্যান্ডারদের মিলিত হবার জন্য বেগ‍ুনক বিউগ্‌ল্‌ বাজাল। বিউগ্‌লের ডাক শ‍ুনে রিজিকভ অবাক হল: ডিউটির কম্যান্ডারকে না জানিয়ে সঙ্কেতধ্ব‍নি করা অস্বাভাবিক। এ বিষয়ে জাখারভের সঙ্গে দেখা করতে সে গেল।

জাখারভ বললেন, 'ও হ্যাঁ, আমাকে মাপ কোরো, ব্যাপারটা জর‍ুরী। তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম, বলতে চেয়েছিলাম রাতের খাবারের ব্যবস্থা দেরী করে করতে। আজ সন্ধেয় আমরা দেরী করে খাব।'

কম্যান্ডাররা জমায়েত হবার আগে ইগর চের্নিয়াভিন এল জাখারভের কাছে। বলল:

'আমি জানি ফিল্‌কা আর ভান্‌কা ঐ তেলের বোতলটা চুরি করেছিল। কড়া করে ওদের জেরা কর‍ুন।'

'কিন্তু তোমার তো কোনো প্রমাণ নেই, তাই না?'

'প্রমাণ করতে পারলে এ নিয়ে আপনাকে জ্বালাতন করতাম না। সোজা কথাটা তুলতাম কম্যাণ্ডার পরিষদে। কিন্তু ওদের আপনি ভালো করে জেরা করুন। আমার পাশে 'কিস্টোনে' ওরা কাজ করে। নিশ্চয়ই ওরা নিয়েছে।'

তখন আপিসে বসেছিলেন ভরগুনভ, ব্রুম আর নাদেজ্দা ভাসিলিয়েভনা। তাতে কিন্তু ইগর বিব্রত বোধ করল না। এখন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। কোনো লোককে সমীহ করার সময় এটা নয়। কী জানি কী কারণে জাখারভ মৃদু হাসলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল ইগরের প্রতি তার পক্ষপাত নেই।

'আমি কী করতে পারি?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'ওদের আচ্ছা করে কড়কে দিন আলেক্সেই স্তেপানভিচ। ওদের আমি নিয়ে আসছি।'

'নিয়ে এসো।'

নিয়ে আসতে ইগরের বেশীক্ষণ লাগল না। সে শুধু দরজা খুলে হাঁক ছাড়ল:

'এই, তোমরা ভেতরে এসো।'

স্পষ্টই বোঝা গেল অপরাধীদের অনুমান করতে মোটেই অসুবিধে হয়নি কাদের 'ভেতরে এসো' বলা হচ্ছে। শারি আর ভানিয়া আপিসের মধ্যে এসে যথারীতি জাখারভকে স্যালুট করল। ভানিয়া গোবেচারার মতো ডিভানে বসে সিলিঙ পরীক্ষা করতে শুরু করল। ডেস্কের কাছে শারি দাঁড়িয়ে রইল, ডিরেক্টরের সঙ্গে তর্ক করতে সে প্রস্তুত। জাখারভ পাঁশনেটা ঠিক করে বেশ কড়া সুরেই বলতে শুরু করলেন:

'শোনো, চেৰ্নিয়াভিন বলছে তোমরা ওর তেলের বোতলটা নিয়েছ।'

শারি ইগরের দিকে তাকাল:

'তেল আমরা নিয়েছি? অদ্ভুত লোক যা হোক! কিছু আমরা নিইনি।'

'আমি বলছি তোরা নিয়েছিস!' জোর দিয়ে বলল ইগর।

মুখভঙ্গির আশ্চর্য ক্ষমতার সবটা শারি প্রয়োগ করল। তার মধ্যে ফুটে উঠল তেজস্বী, গম্ভীর প্রত্যয়ের ভাব।

'ইগর, নিজেই ভেবে দেখ, তোর তেলে আমাদের কী দরকার? আমাদের নিজেদের তেল আছে!'

'আমার তেলটা বিশেষ ধরনের। খুব দামী!'

'বিশেষ ধরনের? বটে! দুঃখের কথা! কিন্তু কোথায় সেটা রেখেছিলি?'

'চালাকি রাখ! কোথায় রেখেছিলি! লেদের মধ্যে, ছোট্ট ড্রয়ারে!'

শারির মুখে ফুটে উঠল গভীর দরদের ভাব। এমন কি মাথা দুলিয়ে উঠল সে:

'বুঝতে পারছি কী রকম কষ্ট হচ্ছে তোর!'

'শুনুন ওর কথা! বুঝতে পারছেন উনি! অনেক দিন থেকেই ওই তেলের ওপর তোদের নজর।'

'আমরা জানতামই না ও তেল তোর আছে। তাই না, ভানিয়া?'

মনে হল না এইসব আলোচনায় ভানিয়ার বিন্দুমাত্র উৎসাহ আছে। ঘরের চারিদিকে তাকাতে তার বেশী উৎসাহ। সেটা তার পক্ষে খুব সুবিধাজনকও। কারণ ব্রুম আর ভরগুনভের দৃষ্টি তাতে সে এড়িয়ে যেতে পারছিল... আপিসের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে জোরে জোরে মাথা নেড়ে ভানিয়া বোঝাতে চাইল তেলের বোতল সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। ইগর চেঁচিয়ে উঠল:

'কী জাহান্নমে গেছে সব, বলে কিনা তেলের কথা কিচ্ছু জানে না! আর কতবার আমার কাছে এসে ধরাধরি করেছিস, দে একটু তেল, দে একটু তেল। করিসনি?'

'হ্যাঁ... করেছি,' ভালোমানুষের মতো শারি মেনে নিল।

'তাহলে?'

'তাহলে কিছুই না। কী হল, তেল দিসনি, ব্যাস্, চুকে গেল।'

'ও-রকম তেল তোদের কিনে দেবার জন্যে কতবার তোরা সলোমন দাভিদভিচকে বলেছিলি? প্রায় কান্না জুড়েছিলি: কিনে দিন! কিনে দিন! তারে কী বলবি?'

সত্যিই এবার কী বলবে শারি? প্রত্যেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠল। এমন কি জাখারভও সামনে ঝুঁকে হাতের মুঠোর মধ্যে মাথা রেখে বসলেন। গভীরভাবে নিশ্বাস নিয়ে তার কথাগুলোয় জোর দেবার জন্য হাত নেড়ে শারি বলল:

'তাতে কী হল? হাঁ, বলেছিলাম। তবে কান্না ফান্না জুড়িনি। আমরা এমনি বলেছিলাম।'

'গত চার দিন ওই তেল তোরা চাস না, তা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করিস না। কী, নয়?'

'হ্যাঁ, ঘ্যানঘ্যান করি না। তাতে কী হল?' মুখ ফিরিয়ে ফিসফিস করে বলল শারি।

'কিন্তু কেন?'

'কত দিন আর করা যায়? উনি কিনে দেবেন না, না দিন। তোকে কিনে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের দেননি। তার মানে তোর ওপর খুব টান!'

'কী শয়তান বাচ্চা!' ডিভান থেকে ব্রুম বলে উঠলেন। নিজের নিরপেক্ষতা তিনি আর বজায় রাখতে পারলেন না।

ভানিয়া মাথা ফেরাল না। লোকে তো যা খুসিই বলতে পারে। কিন্তু শারি মুখ ফেরাল আর সবাইকে অবাক করে ব্রুমের উদ্দেশ্যে মধুর হাসল। শাসিয়ে তার দিকে ব্রুম একটা আঙুল নাড়ালেন।

'তাহলে আমায় বল কী করে তোরা যন্ত্রে তেল দিস?' ইগর আলোচনাটা চালিয়ে গেল।

শারি সম্ভবত এই খোঁচাটা আশা করেনি। ভানিয়াও চমকে উঠে কান খাড়া করল। আবার আহতভাব ফুটিয়ে শারিকে মুখ ফেরাতে হল।

'যেমন ভাবে সবাই দেয়, ইয়ে...'

'জানি, জানি। সকাল সকাল উঠিস, সবাই যখন ঘুমোয়, তারপর কারখানায় যাস — জানলা দিয়ে গলে। ফিল্‌কা তেল লাগায় আর ভান্‌কা পাহারা দেয়। ঠিক না?'

জাখারভ এখন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন শারির চোখের দিকে। ভারি অস্বস্তিকর। কেউ বেশীক্ষণ সেটা সহ্য করতে পারে না... তাই শারি খুঁটিনাটি কথার মধ্যে গেল না, সংক্ষেপে উত্তর দিল:

'আমাদের যে-ভাবে সুবিধে সে-ভাবেই তেল দিই...'

ডিভান থেকে ভানিয়া গালচেঙ্কো তার পক্ষ সমর্থন করল। সুরেলা গলায় ইগরকে বলে দিলে:

'ইচ্ছে হলে তুইও সকাল সকাল উঠে তেল দিতে পারিস।'

ইগর অসহায়ভাবে হাত উল্টাল। ব্রুম ভাবলেন অন্যভাবে অগ্রসর হলে সুবিধে হবে। শুরু করলেন:

'দেখো দেখি এতো ভালো ছেলে তোমরা...'

কিন্তু তাঁর শুভ সংকল্পে বাধা দিলেন জাখারভ। হাত থেকে মাথা না সরিয়েই তিনি ধীরে ধীরে বললেন:

'ভাগো দুজনেই! বেয়াদব!'

একসঙ্গে শারি আর ভানিয়া হাত তুলল। তাদের স্যালুটের মধ্যে ফূর্তি উপছে পড়ল। শুধু ইগরের ভাগে পড়ল জ্বলন্ত একটু বেপরোয়া চাউনির খোঁচা। পরস্পর ঠেলাঠেলি করে আপিস থেকে বেরিয়ে গেল দুটিতে। ইগর বাদে সবাই জোরে হেসে উঠল।

'ওদের নিয়ে আর পারা যায় না!' অসন্তুষ্ট সুরে সে বলল।

'কমরেড চের্নিয়াভিন, তোমাকে আরো খানিকটা ও-রকম তেল কিনে দেব,' তাকে সান্ত্বনা দিলেন ব্লুম। 'নয় তোমারটাই ওরা ব্যবহার করুক। ওরা যে ওদের "কিস্টোনের" প্রেমে পাগল।'

'তেলের ব্যাপারটা তাহলে কিছুই ফয়সালা করতে পারলে না কমরেড চের্নিয়াভিন,' হেসে বললেন ভরগুনভ।

'ওদের কাছ থেকে বার করা! ওদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক, তার সুযোগ নিচ্ছে। সমস্ত বোতলটা শেষ হলেই ওরা নিজেরাই স্বীকার করবে। কিন্তু তার আগে একটি কথাও বলবে না! তেল ফিরিয়ে দিতে রাজী নয়। কিন্তু কোথায় সেটা ওরা লুকিয়ে রেখেছে আশ্চর্য। ইতিমধ্যেই ওদের শোবার ঘর খুঁজে এসেছি।'

'ওদের সামনে?'

'তা নয়ত কী। ওদের সঙ্গে আবার ভদ্রতা?'

'হ্যাঁ সাবাস ছেলে দুটি। তবে ... ওই মিলিং-যন্ত্রপাতির কথা আমি কিন্তু ভুলতে পারছি না ...'

ঠিক তখনি বাঙ্কোভস্কি দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, পরিষদে আমাকে যেতে হবে তো?'

'হ্যাঁ। সেখানে আসবেন। ব্যাপারটা খুব জরুরী।'

'এটা কি মিলিং-যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে?'

'হ্যাঁ, সে কথাও আলোচনা করা যাবে।'

বাঙ্কোভস্কি চলে গেল।

'জানতাম না মিলিং-যন্ত্রপাতি নিয়ে আপনি সভা ডাকছেন,' ভরগুনভ বললেন।

'হ্যাঁ,' ডেস্কের সামনে থেকে উঠে জাখারভ বললেন। 'আশা করছি পিওতর পেত্রভিচ, আজ সেগুলো আপনার টেবিলে জমা পড়বে।'

বেগুনক দরজা খুলল:

'কম্যান্ডার পরিষদ হাজির, আলেক্সেই স্তেপানভিচ।'

পরিষদের এই আকস্মিক সভায় তর্স্কিও অবাক হয়েছিল। অধিবেশন সে শুরু করে দিল।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচকে আমি বক্তৃতা দেবার অনুমতি দিচ্ছি।'

তাঁর কম্যান্ডারদের আর সাধারণত যারা হাজির থাকে তাদের দিকে তাকালেন জাখারভ:

'আমার বলার বিশেষ কিছু নেই। অনুরোধ, ফিল্‌কা শারিকে রিপোর্ট দিতে বলা হোক।'

'রিপোর্ট? ফিল্‌কা শারির?'

'হ্যাঁ, কমরেড শারি একটা রিপোর্ট দেবে। সেটা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার সম্বন্ধে। এ কথা সত্যি যে আমি জানতাম না, কমরেড চের্নিয়াভিনের তেলের বোতলের ব্যাপারও এর সঙ্গে যোগ হবে। তা সত্ত্বেও তোমাদের বলছি মন দিয়ে রিপোর্টারের কথা শুনতে।'

তার ভূমিকার উপযুক্ত গাম্ভীর্য নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শারি গেল তর্স্কির টেবিলের কাছে। লিদা তালিকভার অতিরিক্ত রকমের হাসিখুসি মুখ দেখে মুহূর্তের জন্য সে মুখ নীচু করল। তারপর বলতে শুরু করল:

'আজ খুব সকালে, বিউগ্‌ল্‌ বাজার আগে ভানিয়া গালচেঙ্কো আর আমি কারখানায় যাই...'

'"কিস্টোনে" তেল দিতে,' বিড়বিড় করে বললেন ভরগুনভ।

কম্যান্ডাররা হো হো করে হেসে উঠল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ!' গম্ভীর মুখে মাথা নোয়াল ফিল্‌কা। 'আমাদের শেপারে তেল দেবার অধিকার আমাদের আছে তো?'

'তবে সে তেলটা চুরি করা!' ইগর বলে উঠল।

সভাপতির কাছে আকুল আবেদন জানাল শারি:

'ভিতিয়া, আমি আপত্তি জানাচ্ছি... এটা অপমানকর।'

'বলে যা, বলে যা,' তর্স্কি বলল, 'অপমানে কান দিতে হবে না।'

'ভানিয়া আর আমি কারখানায় গিয়ে তেল লাগাবার জন্যে তৈরী হয়েছি এমন সময় ঢালাই কারখানা থেকে এল রিজিকভ আর বাঙ্কোভস্কি। আমরা চট করে ইগরের "স্যামসন ভের্খের" পেছনে লুকোই...'

হঠাৎ একটা ঘুষির শব্দ ও খানিকটা ঝটাপটি শোনা গেল। তারপর শোনা গেল জিরিয়ানস্কির চীৎকার:

'উঁহু. ওটি হচ্ছে না, আমি আছি!'

দরজার কাছ থেকে ঘরের মাঝখানে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেওয়া হল রিজিকভকে। মুখ থুবড়ে সে মেঝেয় পড়ল। মাথা তুলতে দেখা গেল তার ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছে। প্রত্যেকেই নিজেদের জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠল। জাখারভ চেঁচিয়ে উঠলেন:

'কলোনিবাসীরা, অর্ডার! জিরিয়ানস্কি, কী ব্যাপার? ব্রাৎসান, ওকে তোলো।'

কিন্তু রিজিকভ নিজেই উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আস্তিন দিয়ে মুখ পুছল। আস্তিনে ডিউটির কম্যান্ডারের লাল ব্যান্ড। জিরিয়ানস্কি চটপট তার কাছে এসে আস্তিনের ব্যান্ডটা ছিঁড়ে খুলে নিল। গভীর ঘৃণার সঙ্গে সেটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে রিজিকভের মুখের সামনে সে ফুঁশে উঠল:

'লাল ব্যান্ডটাকে পর্যন্ত তুই অপবিত্র করে তুলেছিস বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!.. কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করছেন আলেক্সেই স্তেপানভিচ? পালাতে যাচ্ছিল ও। আজ সকাল থেকেই ওর ওপর আমি নজর রাখি। একেবারে দরজার সামনে ও বসেছিল। নিশ্চয়ই আঁচ করেছিল পরিষদে কী হবে...'

'হয়েছে, হয়েছে, জিরিয়ানস্কি। এখনো কেউ কিছু জানে না।' ফিল্‌কাকে মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিত করল তর্স্কি। মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল রিজিকভ। কল্পনা করা কঠিন কেউ তাকে পাশে বসার জায়গা করে দিতে চাইবে।

হঠাৎ সবাই পরিষ্কার বুঝল রিজিকভই শত্রু। রিজিকভ নিজেও সেটা অস্বীকার করতে চেষ্টা করল না। একটি কথাও বলল না, বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধেও আপত্তি জানাল না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রইল যেখানে এইমাত্র তার নরম নাকটা থেঁতলে গিয়েছিল। কম্যান্ডাররা সবাই এখন তীক্ষ্ণ, উত্তেজিত দৃষ্টিতে তাকাল ফিল্‌কা শারির দিকে।

'কী দেখেছিলি বল!' একজন কম্যান্ডার তাকে তাগিদ দিল।

'"স্যামসন ভের্খেরি" পেছনে আমরা তো লুকিয়ে রইলাম। বাঙ্কোভস্কি রিজিকভকে বলল, "গত রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেগ্‌লভ মিলিং-যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। এখানেই আছে সেগুলো।" সোজা চলে গেল। কত সব সবখোল চাবি তাদের। চক্ষের নিমেষে সেমিওনের আলমারিটা খুলে ফেলে যন্ত্রপাতি হাতিয়ে নিল। তারপর রিজিকভ বলল, "ক্যালিপারগুলো বিক্রি করেছিলে?" বাঙ্কোভস্কি উত্তর দিল, "না, করিনি, ওতে আর কি এসে

যায়!" তারপর রিজিকভ হেসে বলল, "ওরা যখন দেখবে মিলিং-যন্ত্রপাতি হাওয়া হয়ে গেছে তখন দেখো কী রকম মজাটা হয়!" বাঙ্কোভস্কি কিন্তু মোটেই হাসল না। কড়া সুরে বললে, "ছ্যাঃ! যত সব হারামজাদা আবার কারখানা বানাতে চায়!" তারপর আর কিছু সে বলেনি, সারাক্ষণ কেবলি তার রাগ। রিজিকভের কিন্তু রাগ নেই। সব সময় সে হাসছিল। তারপর তারা চলে যায়। যন্ত্রপাতিগুলো তারা সঙ্গেই নিয়ে যায়। বাঙ্কোভস্কির পকেটে সেগুলো ছিল। শেপারে তেল দেবার কথা একেবারে ভুলে আমরা তখন দৌড় দি। আলিওশা জিরিয়ানস্কিকে সে কথা আমরা বলি, তারপর যাই আলেক্সেই স্তেপানভিচের কাছে।'

শারি বলা শেষ করল। তাকাল জাখারভের দিকে। ডিরেক্টর শারির বেল্ট ধরে নিজের কাছে টেনে আনলেন। সভার শেষ পর্যন্ত শারি ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

সবাই এখন তাকাল বাঙ্কোভস্কির দিকে। পায়ের উপর পা দিয়ে এক কোণে সে বসেছিল। একটা পা তার নেচে নেচে উঠছিল।

'বাঙ্কোভস্কি, আপনার বলার কী আছে?' তর্স্কি প্রশ্ন করল।

বাঙ্কোভস্কি মুখ তুলল। তার মুখটা ফ্যাকাশে হলেও সেখানে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই:

'আমার কিছুই বলার নেই। আজে বাজে কথা বাচ্চারা তো কতই বলতে পারে।'

তার মুখের উপর হেসে উঠল জিরিয়ানস্কি:

'ওর বলার কিছু নেই, আমাদেরও জিগগেস করার কিছু নেই। এক্ষুণি ওর ঘর খানাতল্লাস করতে হবে।'

'সে অধিকার কি আমাদের আছে?'

'থাকুক না থাকুক, আমরা করবই। বাঙ্কোভস্কি হয়তো অনুমতি দেবেন। দেবেন নাকি, বাঙ্কোভস্কি?'

বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করল জিরিয়ানস্কি। কলোনিবাসীরা যে-ভাবে বাঙ্কোভস্কির দিকে তাকাল তার মধ্যেও ফুটে উঠল বিদ্রূপ। কিন্তু লোকটা তা সত্ত্বেও বেপরোয়াভাবে উত্তর দিল:

'আমার বিশেষ কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু খানাতল্লাস করার অধিকার তোমাদের নেই। যদি সবাই এভাবে খানাতল্লাস করতে শুরু করে...'

'তাহলে আপনার অনুমতি না নিয়েই আমরা করব...'

সবাই তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল জাখারভের দিকে। তিনি হাত নাড়ালেন:

'এ সুযোগ আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। অনুমতি পাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বাঙ্কোভস্কি, আপনি হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন। আপনার সঙ্গে আমরা আর কোনো রকম লৌকিকতা করব না।'

'কে আমাকে ধরেছে?' বাঙ্কোভস্কি চেঁচিয়ে উঠল।

'আমরা! আমরা আপনাকে ধরেছি, বুঝলেন? তর্স্কি, খানাতল্লাস করার জন্যে একটা কমিশন পাঠাও। তিন জন লোকের।'

সঙ্গে সঙ্গে একটি কমিশন নিযুক্ত হল: জিরিয়ানস্কি, চের্নিয়াভিন আর পখোজাই।

তর্স্কি বলল, 'যাও তোমরা। জিরিয়ানস্কি, তোমার ওপর ভার রইল।'

'বাঙ্কোভস্কিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'কোথাও আমি যাব না, চাবিও দেব না। আমি কড়া আপত্তি জানাচ্ছি।'

এর পরের বিরতির সময়টুকু শারি পুরিয়ে দিল গম্ভীর গলায় এই কথাগুলো বলে:

'ওদের সঙ্গে যাও বাঙ্কোভস্কি, আর ভাঁড়ামো কর না।'

এ কথা শুনে বাঙ্কোভস্কি চুপচাপ গেল কমিশনের সঙ্গে।

তখনি শুধু সবাইকার মনে পড়ল ঘরের মাঝখানে থেঁতো নাক নিয়ে রিজিকভ দাঁড়িয়ে আছে।

'রিজিকভ হয়তো আমাদের কিছু বলবে?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন জাখারভ।

রিজিকভকে করুণভাবে মুখ তুলতে দেখে সবাই অবাক হল। সেই মুখের মধ্যে ফুটে উঠেছে ক্ষমা ও সমবেদনার প্রার্থনা। চোখ মিটমিট করল সে, দুঃসহ যন্ত্রণায় ভুরু কোঁচকাল। কম্যান্ডারদের অনেক আশ্চর্য কথাও সে বলল। হয়তো সে ভেবেছিল খোলাখুলি বললে কলোনিবাসীদের সমবেদনা পাবে, হয়তো চেয়েছিল সব দোষ বাঙ্কোভস্কির ঘাড়ে চাপাতে। কিন্তু আসল কথা তার কাহিনী বলার পর সব রহস্যেরই সমাধান হয়ে গেল। সেই ওভারকোট, পর্দা, রুপোর ঘড়ি, নানা জাতের যন্ত্রপাতি, নানা ঘটনার কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। সেই লেভিতিনের আলমারিতে রেখেছিল রেঞ্চ। পুরনো 'স্টেডিয়ামে' দুবার সে আগুন লাগিয়েছিল। একঘেয়ে ক্লিষ্ট সুরে রিজিকভ বলে গেল, কোনো আগ্রহ ছিল না তার সুরে, খুঁটিনাটিতেও গেল না, কিন্তু ভুরু কোঁচকাতে চোখ মিটমিট করতে সে ভুলল না:

'বাঙেকোভস্কি আমাকে বলেছিল, "একবার যদি আমরা কম্যাণ্ডারদের ওপর সন্দেহ ফেলতে পারি! কম্যাণ্ডারদের জড়াতে আমাদের হবেই..." আমি রাজী হলাম। তারপর ভলেঙ্কোর কাছ থেকে ঘড়িটা মারি, জিরিয়ানস্কির ওপরেও খানিক সন্দেহ ফেলতে চাই — সব সময়েই বাঙেকোভস্কি তাই চাইত। কিন্তু তাকে বলি জিরিয়ানস্কির বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বিশ্বাস করবে না।'

সে শেষ করলে জাখারভ তাকে প্রশ্ন করলেন:

'কেন এ কাজ করেছিলে? টাকার জন্যে?'

'টাকার আমার দরকার কী? এ সবই বাঙেকোভস্কি আমায় বলত। বলেছিল, "তোর বাবার অবস্থা ভালো ছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাজের খপ্পরে পড়ে তুই সব খোয়ালি।" তার কথা আমি সব শুনি, বোকামি হয়েছিল বৈকি, সে যা বলে সব করি। আমার কাছে আমার বাবার কী দাম, তার কথা আমি ভাবিও না...'

জিরিয়ানস্কি বলল, 'তা সত্যি। তোর জন্যে আমার ভারি দুঃখু হচ্ছে। দেখছিস, আমার চোখে জল এসে গেছে?'

জিরিয়ানস্কির দিকে তাকিয়ে রিজিকভ মুখ ফিরিয়ে নিল। সে চোখে দেখল শুধুই একটা নির্মম দণ্ড।

জাখারভের টেলিফোন শুনে এক ঘণ্টা পরে ক্রেইৎসার এলেন। তিনি ঘরে ঢুকলেন, যথারীতি প্রাণরসে ভরপুর, যেন হেসে উঠতে প্রস্তুত। এবার কিন্তু তিনি হাসলেন না। সবাইকার স্যালুটের উত্তরে তিনি বললেন:

'নমস্কার বন্ধুরা! তোমরা তাদের তাহলে ধরেছ! খানাতল্লাস করেছ? বেশ, বেশ। মিলিং-যন্ত্রপাতি পেয়েছ? ক্যালিপারগুলোও? চমৎকার। ওদের দুজনের সঙ্গে আড়ালে আমি একটু কথা কইতে চাই। ভালো কথা, একলা বাঙেকোভস্কির সঙ্গে দু চারটে কথা কইতে চাই আমি।'

জাখারভের আপিসে বাঙেকোভস্কির সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশী তিনি রইলেন না। ফিরে এসে ক্রেইৎসার বললেন:

'সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ও শুধুমাত্র একটা সুতো। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের জন কমিসারিয়েতের কাজ সমস্ত গিঁটটা খোলা। ওদের দুজনকেই সহরে পাঠাতে হবে। আলেক্সেই স্তেপানভিচ আমাকে এমন ছ' জন তাগড়া ছেলে দিন যারা ওদের পালাতে দেবে না।'

'ওদের পালাতে দেবে? আর যাই হোক এ ব্যাপারে আমাদের তেমন গুণ নেই। জিরিয়ানস্কি অবশ্য যাবে।'

'জিরিয়ানস্কির সঙ্গে আমি যাব না,' ভাঙা গলায় বলল রিজিকভ।

'কেন?'

'না, যাব না। ও আমাকে... মেরে ফেলবে।'

চাঙ্গা মুখে জিরিয়ানস্কির দিকে ফিরলেন ক্রেইৎসার:

'সত্যি নাকি আলিওশা?'

জিরিয়ানস্কি ফ্যাকাশে হয়ে উঠে ঠোঁটে ঠোঁট চাপল:

'মেরে যে ফেলব না এমন বিশ্বাস নিজের ওপর নেই।'

ক্রেইৎসার বললেন, 'শুনলে! তাহলে কে?'

'চের্নিয়াভিন...' জাথারভ বললেন।

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, ওকে আমি খুন করে ফেলব না বটে, কিন্তু সহর পর্যন্ত সমস্ত পথ মারতে মারতে নিয়ে যাব। ভলেংকো আর সমস্ত কলোনির হয়ে।'

'এসব কী কথা?' হুংকার ছাড়লেন ক্রেইৎসার। 'কী বিশ্রী ব্যাপার! আমার হুকুম: যাবে জিরিয়ানস্কি, চের্নিয়াভিন, পখোজাই, আর কে... ব্রাৎসান, পর্শের্নভ...'

'আমিও যাব,' ফিল্‌কা শারি বলল।

'তুমি নেহাৎ বাচ্চা! আর একটু বড় হও।'

'ধুর, কেবলি ওই কথা "বড় হও, বড় হও!"'

'বড় হয়ে ওঠো বাস... আর... আর ক্লিউশ্‌নেভ, তুমি যাবে। এই ছ'জন। তোমাদের একটা চিঠি দেব। ওদের দিয়ে এসো, দেখো ওদের একটি চুলও যেন না খোয়া যায়। ওদের গায়ে হাত তুলবে না, বুঝলে?'

ছ'জন ছেলেই উঠে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে স্যালুট করল:

'ঠিক আছে, কমরেড ক্রেইৎসার!'

'এই তো দিব্যি। কী আমার খুনীর দল! থাক, তাহলে তোমাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। খুব ভালো কাজ করেছ! কিন্তু কই নায়কদের একবার দেখি, প্রধান নায়কদের!'

ক্রেইৎসারের সামনে দাঁড়াল শারি আর ভানিয়া। সবাইকার মনোযোগে এবং কলোনির স্বার্থে তাদের এই কীর্তিটির চেতনায় বিব্রত হয়ে উঠল তারা।

'এই দুজন? আরে এতো ভানিয়া গালচেঙ্কো! মনে আছে তো আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম! ফিল্‌কাকেও আমি ভালো করে জানি। আমরা পুরনো বন্ধু। চালাক ছেলে! সোভিয়েত রাজের তরফ থেকে তোমাদের সঙ্গে আমি করমর্দন করছি।'

ক্রেইৎসার তাঁর চ্যাটালো সবল হাতে ছেলেদের ছোটো ছোটো হাত ধরে রীতিমতো ঝাঁকানি দিলেন।

এ সব চুকলে, ধৃত দুজনকে নিয়ে যাওয়ার পর, উত্তেজিত সহর্ষ সাধারণ সভার শেষে, ক্রেইৎসার চলে গেলে ফিলকা আর ভানিয়া আপিসে নিয়ে এল ছোটো একটি শিশি। সেই দুর্লভ তেলের বাকিটুকু তাতে রয়েছে। আর একবার বক্তৃতা দিল শারি:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, মাত্র দুবার এটা আমরা ব্যবহার করেছি। ইগর যেন না চটে। আমাদেরটা ছাড়া তার "স্যামসন ভের্খেতেও" আমরা তেল দিয়েছি।'

বাচ্চা দুজনের দিকে অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন জাখারভ। বললেন:

'তোমাদের মোটেই ধারণা নেই কী আশ্চর্য মানুষ তোমরা! কখনো সেটা তোমরা বুঝবে না। সেটা ভালো, অন্তত চালিয়াত হয়ে উঠবে না!'

জাখারভের কথা ফিল্‌কা আর ভানিয়া পুরোপুরি বুঝল না। তবু ডিরেক্টরকে যেভাবে জবাব দিতে হয়, সেই ভাবেই তারা জবাব দিলে:

'ঠিক আছে কমরেড ডিরেক্টর? চালিয়াত হব না!'

২১

মনে থাকবে

অনাড়ম্বর 'পয়লা মে' কলোনির ছোট্ট কিশোর যৌথের এই ছোটো কাহিনীটার শেষে এসে দাঁড়িয়েছি। চিরকালই সুসমাপ্তির শেষ হয় শুভোৎসবে এবং অকপটে খোলাখুলিই সমারোহ করে বিজয়োৎসব পালন করল কলোনিবাসীরা। অক্টোবর বিপ্লবের উৎসব নাগাদ সত্যি সত্যিই তাদের কলোনিতে আর কোনো শত্রু রইল না — না কারখানায়, না দলগুলির মধ্যে। এখন তারা পরস্পরের চোখের দিকে খোলাখুলি তাকাতে পারে, প্রতি সকালে

প্রধান ভবনের বুরুজে দুটি সরু সরু পতাকার দিকে চাইতে আর লজ্জা পায় না।

অক্টোবরের শেষে দ্জেরজিনস্কি নৌ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে যাবার জন্য কম্যান্ডারে পরিষদের সেক্রেটারি ভিতিয়া তর্স্কি লেনিনগ্রাদে চলে গেল। তর্স্কির জায়গায় লোক নির্বাচনের সময় এলে ইলিয়া রুদনেভ বলল:

'ইগর চের্নিয়াভিনকে নির্বাচন করা উচিত। ওর দূরদৃষ্টি আছে। একমাত্র ওই আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল যে রিজিকভ শত্রু, কিন্তু ওর কথা আমরা বিশ্বাস করিনি। ওর মতো সেক্রেটারিই আমাদের দরকার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

সম্ভবত সবাই আগে থেকেই তাই ভেবেছিল, কারণ সর্বসম্মতিক্রমে ইগর নির্বাচিত হল। অষ্টম দলের ভার সে দিল তার নতুন কম্যান্ডার সাশ্চো জরিনের হাতে। জাখারভের পাশে গিয়ে সে বসল কলোনির কঠিন কাজ পরিচালনা করার জন্য জাখারভকে সাহায্য করতে। তার প্রথম কাজ হল ভলেঙ্কোকে কলোনিতে ফিরিয়ে আনা। চতুর্থ দলের গোপন ভান্ডারে ভলেঙ্কোর ঠিকানা সযত্নে রাখা ছিল। পলতাভায় পাঠানো হল তিনজন লোকের এক প্রতিনিধি দল। জাখারভ তার জন্য টাকা দিতে কার্পণ্য করলেন না। সাধারণ সভায় রচিত এক লিখিত নিমন্ত্রণ-পত্র, রেল ভাড়া আর নতুন একটা প্যারেড ইউনিফর্ম ভলেঙ্কোর জন্য নিয়ে গেল প্রতিনিধিরা। ভলেঙ্কোর কাছে ঠিকানা চাইবার প্রস্তাব করেছিল ভানিয়া গালচেঙ্কো, তাই ঐ প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তার পূর্ণ অধিকার ছিল।

বিপ্লবের বাৎসরিক উৎসবের সময় কলোনিতে ফিরে এল ভলেঙ্কো। প্যারেডের পর খরশিলভকার ভিতর দিয়ে কলোনিতে ফিরে না গিয়ে অন্য দিকে, রেল ইস্টিশানে কলোনিবাসীদের যেতে দেখে সহরের লোকেরা সম্ভবত অবাক হয়ে গিয়েছিল। ইস্টিশানের সামনেকার সুন্দর চওড়া চকে ছেলেমেয়েরা সার বেঁধে দাঁড়াল। কম্যান্ডারদের সঙ্গে জাখারভ গেলেন প্ল্যাটফর্মে। ভলেঙ্কোকে নিয়ে তারা চকে ফিরে এলে ব্যান্ড বাজিয়ে, তাদের স্যালুট করা হল। দুশ' জোড়া চোখ তাকাল ভলেঙ্কোর দিকে, একটি চোখও শুকনো নয়। কলোনির সভ্যদের দিকে অবাক হয়ে তাকাল সহরের লোকেরা: কেন ছেলেমেয়েদের এই সুশৃঙ্খল দলগুলি ব্যান্ড বাজার সময় স্যালুট করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে? কেনই বা তাদের গাল বেয়ে চোখের জল ঝরছে?

জাখারভের ডিসমিসের আদেশের পর ভলেঙ্কোকে অভিবাদনের জন্য, অনেকে আবার চুম্বনের জন্য সামনে ছোটার পরেই শুধু লোকে বুঝতে পারল, এটা কলোনির দুঃখের দিন নয়, আনন্দের দিন।

কলোনিবাসীদের সারির পাশ দিয়ে যাবার সময় ভলেঙ্কোর পাতলা দৃঢ় ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। ফুটে উঠল কমরেডদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা আর কলোনির জন্য তার গর্ব। পরে কলোনিবাসীরা আবার সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে ইগর চোর্নিয়াভিন এক পা এগিয়ে গেল। তারপর দর্শকদের কথা ভুলে, ছুটির দিনের সাজগোজ করা হাসিখুসি ভিড়টার কথা ভুলে সে বলল:

'বাড়িতে ফেরার পর আরো খুঁটিয়ে কথা বলা যাবে। এখন শুধু ভলেঙ্কোকে অনুরোধ করছি, কলোনিতে আজকের দিনের ডিউটি সে নিক। আজকের এই মহান উৎসবের দিনে প্রথম দলের কম্যান্ডার ডিউটিতে রয়েছে ভাবতে আমাদের আনন্দ হবে।'

চকের মধ্যে ডিরেক্টরের সামনে রুদ্নেভ আর ভলেঙ্কো এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল। রুদ্নেভ চেঁচিয়ে বলল:

'কমরেড ডিরেক্টর! ডিউটির কম্যান্ডারের ভার প্রথম দলের কম্যান্ডার ভলেঙ্কোকে আমি ছেড়ে দিলাম।'

ভলেঙ্কো উত্তর দিল:

'কমরেড ডিরেক্টর! দশম দলের কম্যান্ডার রুদ্নেভের কাছ থেকে আমি ডিউটির কম্যান্ডারের ভার নিলাম।'

ভলেঙ্কোর স্বর আবার শুনতে পেয়ে সবাইকার সে কী গভীর আনন্দ! অনেকেরই মনে হল যা সব ঘটেছে তা যেন স্বপ্ন, যেন কখনো রিজিকভের অস্তিত্ব ছিল না, কলোনির কারো যেন কখনো দুঃখ ছিল না। আরো আনন্দের হল উৎসবমুখর সহরের মধ্যে দিয়ে মার্চ করে বাড়ির দিকে যাওয়া। ব্যান্ডের সুন্দর শব্দের তালে তালে তাদের পা যেন নাচছে। চোখের কোণ দিয়ে তারা দেখতে পাচ্ছে ফুটপাথে তাদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে দর্শকরা। কলোনিবাসীদের গর্ব হল তাদের অতীত সাফল্যে, গর্ব হল ভবিষ্যত সাফল্যের কথা ভেবেও।

সেই সন্ধেয় ক্রেইৎসার সভায় এলেন। উৎসব আর ভলেঙ্কোর প্রত্যাবর্তনে কলোনিবাসীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বললেন:

'আদরের ভাইসব, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না যেন। নিজেরাই

তোমরা ঠেকে শিখেছ শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কী রকম কঠিন। ভুলো না, প্রথম দলের কম্যান্ডার হতে পেরেছিল রিজিকভ। তার সামনে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে বলোনি তোমরা, "ঠিক আছে কমরেড কম্যান্ডার?" আসলে কিন্তু মোটেই সে তোমাদের কমরেড ছিল না, তার কোনো ডিউটি থাকলে সেটা ছিল শত্রুর ডিউটি। এখন তোমরা জানো শত্রু কী জিনিস আর কী পরিমাণ ক্ষতি সে করতে পারে। শত্রু যে সে কখনোই বিরস বদনে বিশ্রী মেজাজে তোমাদের কাছে আসবে না। সব সময় সে তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে জায়গা করে নেবে। নিজেদের তারা জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করবে, তোমাদের জন্যে নানা কাজ করবে যাতে তাদের তোমরা কমরেড মনে কর। তোমাদের ভালো শিক্ষা হয়েছে, তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। পদ্‌ভেস্কো নামে তোমাদের মধ্যে একটি ছেলে আছে। আমি শুনেছি সে অপরাধ করেছিল আর তাকে কোনো রকম শাস্তি না দিয়ে তোমরা ছেড়ে দিয়েছ। সেটা ঠিকই করেছ — সে ভুল করেছিল, অভিজ্ঞতা তার কিছু ছিল না। ভবিষ্যতেও তোমরা চোখ খোলা রেখো, সঠিকভাবে বিচার করো। তোমাদের আর সোভিয়েত দেশের জন্যে এটা খুব দরকার!'

ক্রেইৎসারের প্রতিটি বাক্যেই এবার তারা বুঝল মূলকথাটা কী। বুঝতে পারল কী রকম গোপন ও বিপজ্জনক হতে পারে শত্রুরা। তাদের সম্মুখীন হবার জন্য, অনাবৃত তীব্র ঘৃণায় তার বিশ্বাসঘাতকতার গোড়াতেই তাদের সম্মুখীন হব্যর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল তারা।

এক মাস যেতে না যেতেই সারা দেশের সঙ্গে তারাও দেখল শত্রু হস্তের ভয়ঙ্কর, মারাত্মক আস্ফালন। সেটা আজীবন তাদের মনে থাকবে।

সেদিন দেরী করে জাখারভ তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। আগের রাতে অনেকক্ষণ ধরে তিনি কাজ করেন। শুতে যাবার সময় সান্ত্রীকে বলেন পরের সকালে পরিদর্শনে থাকবেন না। এ কথা সত্যি বিউগ্‌লের শব্দ তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু কোনো তাড়াহুড়ো করেননি। উঠোনে এসে যথারীতি তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কলোনির দিকে তাকালেন। তখনো অন্ধকার, কিন্তু পূব আকাশ গোলাপী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। উষার প্রেক্ষাপটে প্রধান ভবনের বুরুজের পতাকাগুলো ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছে কিন্তু... অদ্ভুত কী যেন একটা হচ্ছে। একটা পতাকা হঠাৎ তার দন্ড বেয়ে নামতে শুরু করল। উষার রক্তপটে সেটাকে কালো দেখাচ্ছে। নামতে নামতে ঝাঁকুনি খেয়ে পতাকার সরু প্রান্তটা খাড়া হয়ে উঠল। তারপর দন্ডের মাঝখানে এসে

সেটা থেমে গেল আর দ্বিতীয় পতাকাটা লাগল নামতে। জাখারভ প্রাণপণে মনে করতে লাগলেন... ২রা ডিসেম্বর... না, ঐ তারিখের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু নেই... নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে! প্রধান ভবনের দিকে তিনি ছুটলেন। ফুল বাগান পেরিয়ে ইগরের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগল:

'কী ব্যাপার? পতাকাগুলো নামানো কেন?'

'কিরভ... আলেক্সেই স্তেপানভিচ, কিরভ খুন হয়েছেন!'

'সে কী?! কোত্থেকে শুনলে?'

'এইমাত্র রেডিওতে বলেছে...'

জাখারভ দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। হল-ঘর ভরে উঠল এক দল হতভম্ব কলোনিবাসীদের ভিড়ে। সবাই ফিসফিস করে কথা বলছে, সবাইকার মধ্যে একটা উত্তেজনা, বেঞ্চিতে জড়সড় হয়ে বসে একটি মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সেদিন ডিউটিতে ছিল অক্সানা লিতভচেঙ্কো। ভিড় ঠেলে জাখারভের কাছে সে গেল:

'আলেক্সেই স্তেপানভিচ, আজ আমি ডিউটিতে থাকতে পারব না।'

'পারবে না মানে?'

'আমি পারব না, পারব না।'

জাখারভ বুঝতে পারলেন সে এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে ওর কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। কাঁদতে কাঁদতে সে ডিভানে বসে পড়ল। বারবার সেই কথাগুলো আওড়াতে লাগল যার আর কোনো মানে রইল না:

'আমি পারব না, পারব না আলেক্সেই স্তেপানভিচ!'

জাখারভ তার হাতের ব্যান্ডের পিন খুলতে লাগলেন। ছেলেরা অক্সানার দিকে চুপচাপ আতঙ্কিত হয়ে তাকাচ্ছিল। তাদের চোখের দৃষ্টি স্থির ও উত্তেজিত। পুরুষের মতো শোক সহ্য করবে বলে তারা বদ্ধপরিকর। হাতের ব্যান্ডটা জাখারভ ইগরকে দিলেন।

'কে ভার নেবে?' ইগর তাঁকে প্রশ্ন করল।

'ভার নেবে?' অন্যমনস্কভাবে জাখারভ বললেন, কী বলতে গিয়েছিলেন মনে পড়ল না। 'ভার নেবে... কী জিগগেস করছ?'

'কে ডিউটিতে থাকবে?'

'ও হ্যাঁ...' জাখারভ মনের ভেতরটা গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কী যেন তাঁকে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে উপায় পেলেন:

'তুমি নিজেই ভার নাও। বুঝলে, আজ তুমি ডিউটিতে থাকবে। এখন... এক্ষুণি একটা সাধারণ সভা ডাকো। ব্যান্ড দলকেও ডাকো। ও হ্যাঁ... আমাদের ক্রেপ দরকার... সেটা আনতে কাউকে আমার ঘরে পাঠাও... পতাকার জন্যে ক্রেপ।'

জাখারভ তাঁর আপিসে গেলেন। পরিষদের ঘরে আর আপিসে ডিভানে চুপচাপ বসে রয়েছে ছোটো ছেলেমেয়েরা, হাঁটুর মধ্যে তাদের হাত। ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা বসে, নড়ছে না। জাখারভ ভিতরে এলে দাঁড়িয়ে উঠে যন্ত্রচালিতের মতো তারা স্যালুট করল, তারপর উদাসভাবে বসে আবার হাত গুটিয়ে রাখল হাঁটুর মধ্যে। জাখারভ তাদের লক্ষ্যই করলেন না। টেবিলের সামনে বসলেন চিন্তিত হয়ে।

'রেডিওতে ... ঠিক কী শুনেছ সবটা বল,' অবশেষে তিনি বললেন।

বাচ্চাছেলেরা এ ওকে কথা জুগিয়ে দিয়ে চেষ্টা করল জোড়াতালি দিয়ে খবরটা খাড়া করতে। বলল কী ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সাধারণ সভা আর ব্যান্ডদলের বিউগ্‌ল্‌ শোনা গেল। চটপট ডিভান খালি হয়ে গেল। কিন্তু সেদিন সভা-ঘরে যাবার তাড়ার মধ্যেও কেমন যেন বরাবরের সেই চঞ্চলতাটা ছিল না।

পীড়াদায়ক স্তব্ধতার মধ্যে সভা শুরু হল। পতাকা এখন কালো ক্রেপে মোড়া। তাকে স্যালুট করা হল। তারপর সবাই তাকাল জাখারভের দিকে।

তিনি বলতে শুরু করলেন:

'কমরেড! এ দুর্ভাগ্য ভয়ঙ্কর... এ অপরাধ ভয়ঙ্কর... দেখা যাচ্ছে কী জঘন্য শত্রু আছে, আমাদের বিরুদ্ধে, আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে কী পরিমাণ জ্বালা, কী পরিমাণ ঘৃণা এখনো রয়ে গেছে, তার ধারণা আমাদের ছিল না। এখন তোমরা বুঝতে পারছ অবস্থাটা কী?'

'বুঝতে পারছি!' একসঙ্গে অনুচ্চ, অস্ফুট স্বরে উত্তর এল দুশ' কলোনিবাসীদের কাছ থেকে। চল্লিশজন ব্যান্ড-বাজিয়ে বৈপ্লবিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মার্চ বাজাল: 'দারুণ রণভূমে শহীদ...' তারপর বাজাল শার্পা-র গম্ভীর করুণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মার্চ। ক্রেপে মোড়া লাল মখমলের পতাকা নামানো হল। পরিষদের সেক্রেটারি ইগর চের্নিয়াভিন এক পা এগিয়ে এসে বলল:

'আমাদের জীবন কমরেড, আমাদের সুখ আমাদের নিজেদের হাতে। ওরা চায় আমাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিতে। গুলি চালাচ্ছে! শুয়োরেরা!

খুন করলে কিরভকে! ভেবেছে কাউকে খুন করবে, কাউকে ভয় দেখাবে, কাউকে ঠকাবে! এই ওদের মতলব! কিন্তু কেন? কারণ তারা চায় পুরনো জীবনধারা ফিরিয়ে আনতে, সে জীবনটা ওদের ভারি পছন্দ, কারণ সেখানে তারা হবে কর্তা আর আমরা হব তাদের ক্রীতদাস, পশুপাল! কিন্তু আমরা কি ওদের ক্রীতদাস হব? এই হারামজাদারা জানে না, জানে না ওরা, মানুষের মতো বাঁচতে, আসল লোকের মতো বাঁচতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, ক্রীতদাস হবার সাধ আর আমাদের নেই। না সিনর, ক্রীতদাস হতে আর পারি না আমরা। এই উত্তরটাই আমরা জানিয়ে দেব। কলোনিবাসীরা! আমি জানি আমার সঙ্গে তোমরা একমত হবে: এখনও বটে, যখন বড়ো হয়ে উঠব তখনও, সারা জীবন কিরভকে আমরা মনে রাখব! তাঁকে সব সময় আমরা মনে রাখব, আর মনে রাখব কে তাঁকে খুন করেছে, কেন করেছে! এই অপরাধ আমরা ক্ষমা করব না, কোনো রকম দয়া আমরা দেখাব না, আমাদের পথে যে-কেউ বাধা দেবে তাকেই আমরা নিশ্চিহ্ন করব। কিন্তু এ কথাও বলব: ঘটনার জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকা উচিত নয়, কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করে থাকা চলে না। প্রতি দিন প্রতি মিনিট আমাদের এই নিয়ে ভাবতে হবে। এখন আমরা আরো ভালো করে বুঝছি আমাদের কারখানাটার উদ্দেশ্য কী! কমরেড, আমাদের কারখানা আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র; আমাদের কারখানা মানে সংগ্রাম, মানে নতুন মানুষ, এমন মানুষ যারা টলে না, যারা কোনো কিছু ক্ষমা করবে না। আমাদের ছেড়ে নেস্তেরেঙ্কো গেছে এয়ারোপ্লেন বানাবার কলেজে, কলোস গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, মিশা গন্তার মোটর গাড়িতে তার জায়গা নিয়েছে — তাদের একজনও কখনো কারুর ক্রীতদাস হবে না। আর আজকের দিনটা আমাদের মনে থাকবে। কী করে বলব বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমি চাই এই দিনটা যেন বিপদ সংকেতের কাজ করে, যেটা সব সময় আমাদের কানে বাজবে। আমার প্রস্তাব, কমরেড কিরভের সমাধি অনুষ্ঠান পর্যন্ত আমাদের পতাকা যেন নীচু করা থাকে আর আমরা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকব। তাহলে প্রত্যেক কলোনিবাসীর মনে থাকবে কী ভাবে সে আমাদের পতাকার পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছিল।'

দু দিন আর দু রাত 'পয়লা মে' কলোনির মখমলের পতাকা ঝুলে রইল আর দিন রাতে প্রত্যেক পনের মিনিট পর পর তার পাশের 'গার্ড অফ অনার'দের বদলান হল। রাইফেল হাতে প্যারেডের ইউনিফর্ম পরে দুজন দুজন করে তারা দাঁড়িয়ে রইল। শোক প্রকাশের জন্য শুধু ইউনিফর্মের শাদা কলার

খুলে নেওয়া হল। অনেক রাত পর্যন্ত 'শান্ত ক্লাবের' দেয়াল বরাবর ডিভানে বসে রইল কলোনিবাসীরা, ফিসফিস করে কথা কইল।

যখন 'শান্ত ক্লাব' থেকে পতাকা বয়ে নিয়ে যাবার সময় এল, যখন সরু লাল পতাকাগুলো দণ্ডের উপর পুরো তুলে দেওয়া হল, আবার যখন সেগুলো পতপত করে উড়তে লাগল বাতাসে, তখন নতুন আবেগ, নতুন অধ্যবসায় ও নতুনতর জ্ঞান নিয়ে কলোনিবাসীরা ছুটল তাদের যন্ত্রের কাছে, ইস্কুলের ডেস্কে, নিজেদের যৌথ প্রতিষ্ঠানের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে। সম্মুখে চলতে লাগল তারা, ডাইনে বাঁয়ে তারা তাকিয়ে দেখল, তাকিয়ে দেখল দূর সুদূরে দেশের সীমানা ও সীমান্তের সুদূর কুয়াশায় মিশে গিয়ে তাদের সঙ্গেই একত্রে কেবলি এগিয়ে চলেছে সমাজতান্ত্রিক অভিযানের মহা ফ্রণ্ট।

জীবন চলতে থাকে, চলতে থাকে সংগ্রাম। জীবন যে আনন্দ আহরণ করে তোলে, তাও চলতে থাকে, চলতে থাকে প্রেম। অক্সানার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে ইগর চের্নিয়াভিন, এই ইগরের মস্ত হাঁ-মুখে আজ শুধু রসিকতার আমেজ নয়, শক্তিও উঠেছে ফুটে। আর ভান্দা স্তাদ্‌নিৎস্কায়া, আজ সে স্ত্রী এবং মা, কারখানার উদ্যমী কর্মী — সে-ও চলেছে এগিয়ে। অতীতের দুর্ঘটনার কথা মনে পড়লে এখন সর্বদাই তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আর ভানিয়া গালচেঙ্কো আর গোটা চতুর্থ দল — সেই যশস্বী অপরাজেয় চতুর্থ দল — তারা চলেছে মার্চ করে এগিয়ে রুপোলী সঙ্গীতের তালে তালে। আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অন্যান্য দল, সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতীদের মহাদল — তিরিশের বছরগুলির ঐতিহাসিক বাহিনীগুলি।

'বাঁচতে শেখা' ('বুরুজে নিশান') উপন্যাস প্রসঙ্গে

লেনিনগ্রাদে স. ম. কিরভ সংস্কৃতি প্রাসাদে
আ. স. মাকারেংকো ও একদল পাঠকের মধ্যে আলোচনা*

উদ্বোধনী ভাষণ

কমরেডরা, আমি ধরে নিচ্ছি, এখানে আপনারা যাঁরা উপস্থিত তাঁরা সবাই বা তাঁদের বেশীর ভাগই 'জীবনের পথ' পড়েছেন, কিন্তু অনেকেই সম্ভবত আমার অন্য বই, 'বাঁচতে শেখা', পড়েননি, যেটি 'জীবনের পথ'এর পরিশিষ্ট। তাই আমি 'জীবনের পথ' নিয়ে আলোচনা না করে শুধু দ্বিতীয় বইটি সম্বন্ধে আপনাদের কিছু কৈফিয়ৎ দেব।

'জীবনের পথ'এ আমার সামনে ছিল এই প্রশ্ন: কী করে যৌথের মধ্যে ব্যক্তি মানুষকে ফুটিয়ে তোলা যায়, কী করে বর্ণনা করা যায় মানুষের আত্ম-সংগ্রাম এবং নিজেদের মূল্য ও স্বকীয়তার জন্য যৌথের সংগ্রাম — যে সংগ্রাম কম বেশি আয়াসসাধ্য। 'বাঁচতে শেখা'র মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা একটি উদ্দেশ্য আমার মনে ছিল। যে আশ্চর্য যৌথের মধ্যে কাজ করে আনন্দ পেয়েছি, আমি চেয়েছিলাম তার বর্ণনা দিতে, ফুটিয়ে তুলতে তার আভ্যন্তরীণ আন্দোলন, তার জীবন ও পারিপার্শ্বিক।

সেটি ছিল এক সুখী সমাজের এক সুখী যৌথ। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে সেই যৌথের যে আনন্দ প্রায়ই অত্যন্ত কাব্যিক রূপ নিত সেটাও ছিল সংগ্রাম। কিন্তু 'গোর্কি কলোনিতে' আমাদের যে রকম সুস্পষ্ট বাধা ও সুস্পষ্ট শত্রুর সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, ঐ

* ১৯৩৮ সালের ১৮ই অক্টোবর এই আলোচনা হয়। মাকারেংকোর উদ্বোধনী ভাষণের পর সাত জন বক্তৃতা দেন। এখানে শুধু মাকারেংকোর উদ্বোধনী ভাষণ ও সমাপ্তি ভাষণ দেওয়া হল। ঐ সভায় স্টেনোগ্রাফাররা যে নোট নিয়েছিল তার ভিত্তিতে এই রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। — সম্পাঃ

সংগ্রাম তার মতো নয়। ঐ সংগ্রাম সূক্ষ্ম ধরনের, কারণ সেটি ছিল মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং প্রায়ই তা প্রকাশ পেত এমন ছায়াপাতে যা প্রায় ধরাই যেত না। এ সবই ভারি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রশ্ন। 'দ্জেরজিনস্কি কলোনিতে'* কাজ করার সময়েই শুধু আমি বুঝি — অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করি — নতুন মানুষকে গড়ে তোলার পদ্ধতির জটিলতা আয়ত্ত করতে এখনো কত বাকি আছে।

এই প্রক্রিয়া শুধু যৌথটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের গোটা সমাজতন্ত্রী সমাজে তা চলছে। এটা হল শ্রম আর আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের প্রক্রিয়া, খোদ মানুষটির বিকাশের প্রশ্ন, সবশেষে ছেলেদের মধ্যেকার ও কলোনিবাসীদের মধ্যেকার অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম সম্পর্কের প্রশ্ন। সে-সব দেখাবার চেষ্টা আমি করেছি। হতে পারে 'বাঁচতে শেখা'র পরিধির মধ্যে এ কর্তব্যটা আমি ঠিক সামলে উঠতে পারিনি। এটা এমন সমস্যা যে এক পুরুষে তার সমাধান করা যায় না। কিন্তু আমি এই দিকে মন দিয়েছি যে, এরকম যৌথে ছেলেমেয়েরা প্রথমত আর প্রধানত তাদের দেশের নাগরিক। এবং সেটিই হল পৃথিবীর অন্য যে-কোনো সমাজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের পার্থক্য... তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে যত বেশি করে সামাজিক কর্তব্য মেলানো হয়, ততই উৎকৃষ্ট লোক হয়ে উঠে তারা...

সেটি দেখাতেই আমি ছিলাম সবচেয়ে উৎসুক। তাতে আমি সফল হয়েছি কিনা, কী রকম দাঁড়াল সে বিচার আপনারাই করবেন। কেননা প্রায়ই এমন হয় যে অনেক কিছু বলার লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সার্থক হল না। একমাত্র পাঠকই বিচার করতে পারে লেখক সফল হয়েছে কিনা।

সমাপ্তি ভাষণ

বড়াই করাটা শোভন নয়, তাহলেও আমি বলতে বাধ্য যে আপনারা যতটা ভাবছেন তার চেয়ে আমরা অনেক বেশী অগ্রসর হয়েছিলাম আমাদের কলোনিতে। আমার উপর যে-সব ছেলেমেয়ের ভার ছিল কখনো তাদের মনে করিনি 'নৈতিক দিক দিয়ে বিকল'। তাদের মধ্যে বিকলতা কখনো কিছু ছিল না।

আমার পাঠকদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়ত দেখতে চান হাঘরে ছেলেমেয়েদের

* 'বাঁচতে শেখা' বইতে এর নাম 'পয়লা মে' কলোনি। — সম্পাঃ

নতুন মানুষে ঢেলে সাজতে আমাদের, শিক্ষকদের, কী রকম যন্ত্রণা পেতে হয়েছে। কিন্তু যন্ত্রণা বা ঢেলে সাজার কিছুই ছিল না। আমার কলোনিতে আমরা বেশ সাফল্য লাভ করেছিলাম। এমন অবস্থায় পেঁাছেছিলাম যে সোজা রেল ইস্টিশান থেকে পঞ্চাশজন হাঘরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসতে পারতাম। শুধু তাদের নিতাম যারা ট্রেনে বেড়াত। আমি গিয়ে সন্ধেয় তাদের নিয়ে আসতাম আর পরের দিন নবাগতরা কলোনিতে কী রকম ব্যবহার করবে তা নিয়ে দুর্ভাবনা করতাম না, কেউই করত না।

এটাকে আপনারা অলৌকিক ব্যাপার বলেন? না, এটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, এ হল আমাদের সোভিয়েত বাস্তবতা।

'বাঁচতে শেখা'য় যা লেখা হয়েছে তা খাঁটি সত্যি, এমন কি সেখানে যে-সব উপাধি, ঘটনা ও কথাবার্তার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিও। বহু বিদেশী ও সোভিয়েত প্রতিনিধিদল আমাদের কাছে আসতেন। বিদেশীরা অবাক হয়ে যেতেন, বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আমাদের সোভিয়েত লোকেরা বিশ্বাস না করে পারতেন না। তাঁরা বুঝেছিলেন আমাদের এ যৌথটা সুখী যৌথ। পুরো আট বছরের মধ্যে একটি দিনও কলঙ্কিত হয়নি, একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি। এটাকে আমি অলৌকিক ব্যাপার বলতে চাই না। এটা স্বাভাবিক। কলোনির এই জীবনে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম, দেখেছিলাম আর অনুভব করেছিলাম তার প্রতিটি স্নায়ুর স্পন্দন, তাই মনে হয় জোর করে এ-কথা বলার অধিকার আমার আছে। কল্পকাহিনী আমি কিছুই বানাচ্ছি না...

শিশু যৌথের সত্যিকারের সংগঠন থাকলে বাস্তবিকই অলৌকিক ব্যাপার করা যায়।

'জীবনের ছাড়পত্র' নামে ফিল্মের উল্লেখ করে বলা হয়, দেখো দিকি, কী রকম পাজি উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেপিলে। কিন্তু আমি বলতে চাই কোনো শিশুকে জীবনের স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে রাখলে এক দিনের মধ্যেই নিজে থেকে সে স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এটাই কি আসল আনন্দ নয়? এর চেয়ে বেশী আর কী চাই? সুপরিচালিত শিশু যৌথের মধ্যে সর্বদাই তাই ঘটবে। সব ছেলেমেয়েই ডিসিপ্লিনের ভক্ত।

কমরেড, আমাদের সমালোচকদের চাহিদা মিটিয়ে খারাপ মানুষ বানিয়ে কখনো নিজেকে আমি সোভিয়েত বাস্তবতা বিকৃত করতে দিই না। না, কখনো নিজেকে তা করতে দিই না।

যে কয়েকটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবার তার উত্তর দিচ্ছি।

একজন কমরেড, যিনি 'বাঁচতে শেখা' পড়েছেন, কতকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন। সেই প্রশ্নগুলি থেকে তাঁকে চিন্তাশীল পাঠক বলে মনে হলেও বোঝা যায় সবকিছু তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি। তাঁর প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দেবার সময় নেই বলে দুঃখিত। তাই সংক্ষেপে বলছি।

ভলেংকো যখন চলে যাবে বলে স্থির করে কেন তখন তাকে কলোনিতে রাখার চেষ্টা আমি করিনি? হ্যাঁ, অধ্যাপনা-বিজ্ঞানের সব চিরাচরিত আইন অনুসারে তাকে আমার সেখানে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের সোভিয়েত অধ্যাপনা-বিজ্ঞান অনুসারে তাকে যেতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। ঝুঁকি নিতে আমি ভয় পাই না। আমি জানি মাঝে মাঝে পরিবেশের পরিবর্তনে খুব উপকার হয়, মাঝে মাঝে উপকার হতে পারে প্রচন্ড মানসিক আঘাতে। তাই ভলেংকোকে জোর করে ধরে রাখিনি। তার মনে হয়েছিল তার দলের মধ্যে চুরির জন্য ব্যক্তিগতভাবে সে দায়ী। কলোনি তাকে মনে করেছিল দায়ী। শিশুযৌথের কোনো দলের কম্যান্ডারকে ও ধরনের চুরির জন্য দায়ী মনে করা হবে — এটা প্রাচীন অধ্যাপনা-বিজ্ঞানের চিরাচরিত ধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু ভলেংকোর দলে চোর ছিল, কারণ তার হৃদয় ছিল কোমল, সবকিছু ক্ষমা করতেই সে প্রস্তুত। নিশ্চিন্ত বিবেকে কলোনিতে সে থাকতে পারত না। ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া তার অন্য উপায় ছিল না। ভলেংকোর এটা নিজের উপর নিজের দাবী। আমি জানতাম কলোনি ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে কী রকম কঠিন, কিন্তু চেয়েছিলাম ওই দুঃখের অভিজ্ঞতা যেন তার হয়। নিজের উপর কেউ যখন মস্ত দাবী জানায় সেটা চমৎকার ব্যাপার। সেটা তাকে মানুষ করে তোলে। আমাদের অনেক শিক্ষকদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে — তাঁরা চান না ছেলেমেয়েরা নিজেদের ওপর খুব বেশি দাবি চাপাক, সাধারণভাবেই আত্মদাবিতে ছেলেমেয়েদের ভারাক্রান্ত করতে তাঁরা চান না — সবকিছুতেই রুটিন ছকে দেন — কী কী করতে হবে, কী ভাবে করতে হবে। এর সঙ্গে আমি একমত নই। তাই ভলেংকোকে কলোনি ছেড়ে যেতে বাধা দিইনি।

রিজিকভ কী ধরনের ছেলে? সে সচেতন অন্তর্ঘাতক নয়, কিন্তু তার প্রকৃতিটাই নীচ ধরনের।

তার প্রকৃতি শোধরাবার কেন আমি কোনো ব্যবস্থা করিনি? প্রধান ব্যবস্থা হল পুরো কলোনিটা, পুরো সমাজটা, গোটা যৌথপ্রতিষ্ঠানটা। সুগঠিত ও

গর্বিত কোনো যৌথ যা করতে পারে সেটা আমার কিংবা অন্য কোনো শিক্ষকের কোনো রকম বোঝানিতেই হত না। এদিকে এমন কি আমাদের এ যৌথের মধ্যে থেকেও রিজিকভ কোনো গুণার্জন করতে পারেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতে যে-সময় রয়েছে তাতে এ বিষয়ে খুঁটিয়ে বলতে পারছি না। আমার বইতেও ঐ প্রশ্ন নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিনি। এ নিয়ে আমি লিখব একটা বড়, গুরুত্বপূর্ণ বইয়ে, কমিউনিস্ট শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যা লিখব ভেবেছি।

ঢেলে সাজা সম্বন্ধে এবার কয়েকটি কথা বলব। একজন কমরেড প্রশ্ন করেছেন ইগরের চরিত্র ঢেলে সাজার ব্যাপারটা কেন দেখাইনি। সেটা করা কঠিন কেননা ঢেলে সাজার ব্যাপারই ছিল না। নৈতিক দিক দিয়ে বিকল কোনো ছেলেমেয়ে আমার ছিল না। যে ছেলেমেয়েরা আমার কাছে এসেছিল তারা অসুখী, যে পরিবেশের মধ্যে তারা আগে থাকত সেই জীবনটা ছিল কঠিন। আমি বিশ্বাস করি না এমন কোনো মানুষ আছে নৈতিক দিক দিয়ে যে বিকল। তাদের শুধু স্বাভাবিকভাবে বাঁচবার ব্যবস্থা করলে, তাদের কাছ থেকে কতকগুলো নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা দাবী করলে এবং সেই বাধ্যবাধকতা পরিপূর্ণ করার জন্য তাদের সুযোগ দিলে তারা সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠে, পরিপূর্ণ মানবিক স্বাভাবিকতা অর্জন করে। কমরেড, আমার মনে হয় খারাপ মানুষের চেয়ে খারাপ পদ্ধতির কথাই আমাদের বলা উচিত।

আমার কাছে একটি ইণ্টারেস্টিং চিরকুট এসেছে। তাতে অনুরোধ জানান হয়েছে শিক্ষক সমাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলতে। এর মানে যদি সমগ্র শিক্ষক সমাজ হয় তাহলে আমি মনে করি না আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ। শিক্ষকদের আমার খুবই ভালো লাগে। কিন্তু প্রশ্নটা যদি সেই সব লোক সম্পর্কে হয় যাঁরা কোনো কারণে নিজেদের কেন জানি মনে করেন অধ্যাপনা-বিজ্ঞানের 'ঋষিজন' তাহলে বলব তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে কী সেটা সবাই জানেন।

অধ্যাপনা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সামাজিকতার আমি স্বপক্ষে। শিশুকে যখন মানুষ করে তুলি, তখন আমায় জানতেই হবে ঠিক কী বেরবে আমার হাত দিয়ে। আমি আর আমার সহকারীরা যা সৃষ্টি করছি তাদের জন্যে — ভবিষ্যৎ ইঞ্জিনিয়ার আর কারিগরদের জন্য, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য, ভবিষ্যতের পাইলট, ছাত্র আর শিক্ষকদের জন্য — দায়িত্ব বোধ করতে চাই আমি। এই উৎপাদনের জন্য দায়িত্ব আছে আমার।

কিন্তু যদি উৎপাদনের জন্য দায়ী হতে হয়, তাহলে শিক্ষক জীবনের প্রতি পদে জানা দরকার কী আমি চাই, কোন সাফল্যের জন্য আমি চেষ্টিত।

আমাদের অধ্যাপনা-বিজ্ঞানের মধ্যে এমন পরিচালকও ছিলেন যাঁরা দেখা গেল জনগণের শত্রু। তাঁরা এই বিকৃত যুক্তিটা ক্রমাগত আউড়ে যান যে অমুক অমুক পদ্ধতিতে অমুক অমুক ফল হতে বাধ্য। সুতরাং এটা ভালো পদ্ধতি। এ ধরনের যুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষা করার প্রশ্নই উঠতে পারেনি।

আবার বলছি, কোনো শিশু যদি গুণ্ডা বদমাইস হয়ে ওঠে তবে দোষটা সেই শিশুর নয়, দোষটা শিক্ষা পদ্ধতির।

১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'জীবনের পথ'এ পেডলজিস্টদের প্রতি আমার মনোভাবের কথা লিখেছিলাম। তাঁদের আমি দেখতে পারি না এবং সেটা কখনো লুকোইনি। তাঁরাও আমার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পেতেন। একবার তাঁরা দেখতে আসেন কী ভাবে আমাদের কলোনি সংগঠিত। ছেলেমেয়েদের তাঁরা প্রশ্ন করতে শুরু করেন, 'ধর তোমাদের একটা নৌকো আছে আর সেটা ডুবছে। তোমরা কী করবে?' তার উত্তরে ছেলেমেয়েরা বলে, 'আমাদের কোনো নৌকো নেই, তাই আমরা কিছুই করব না!'

জাদরভ* সম্বন্ধে একটি মজার প্রশ্ন। আমাকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কি সত্যিই ভাবেন আপনার পদ্ধতি ফলপ্রদ?' অবশ্যই ও কথা কখনো আমি ভাবিনি। আমি মরিয়া হয়ে উঠি, অসহায় বোধ করি। জাদরভ না হয়ে অন্য কেউ হলে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ত মারাত্মকভাবে শেষ হত। কিন্তু জাদরভ ছিল উঁচু মনের লোক। আমার মরিয়ার মতো অবস্থাটা বুঝে সে শক্তি সঞ্চয় করে আমার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে পারে, বলে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' ব্যাপারটা কি পরিষ্কার নয়? ধরুন, আমি যদি ব্য ভলোখভের বিরুদ্ধে হাত তুলেও থাকি, তাহলে সে তো আমাকে ঘুষি মেরে পেড়ে ফেলতে পারত। ব্যাপারটায় আমি এক নায়ক চরিত্র, কিন্তু জয়ী হয়েছিল জাদরভ। এবং শুধু তার কল্যাণেই আমার প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছিলাম। সে আমায় সাহায্য করে। সাফল্যটা সেইখানে, আমি যে তাকে মেরে বসেছিলাম তার মধ্যে নয়। ঘুষি মারা কোনো পদ্ধতি নয়। না, সেটা নৈরাশ্যের চিহ্ন।

'আগে কী বিষয় পড়াতাম' বলে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। কলোনির আগে এক ইস্কুলে আমি ইতিহাস পড়াতাম।

* 'জীবনের পথ'এর একটি চরিত্র। — সম্পাঃ

এখন কোথায় আমি কাজ করি? কোথাও না, খানিক স্বাস্থ্যের জন্য, খানিক অন্যান্য কারণে, কেবল লিখি।

কোথায় আমি কাজ করতে চাই? তথাকথিত স্বাভাবিক ইস্কুলে। হাঘরেদের চেয়ে পরিবারের মধ্যে যে ছেলেরা থাকে তাদের পড়ানো হাজার গুণ শক্ত। হাঘরেদের কাছে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না, কিন্তু ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের পিছনে সব সময়েই থাকে এক মা আর বাবা। সে কারণেই আমি খুব চাই স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের পড়াতে।

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'কী ধরনের শাস্তির আমি পক্ষপাতী?' কোনো রকম শাস্তিরই আমি পক্ষপাতী নই, কিন্তু কলোনিতে আমি শাস্তি দিতাম। যেমন ধরুন ক্রিউশনিকের কথা। প্রথম কম্‌সমল দলের সে কম্যান্ডার ছিল। যে-কোনো লোকের চেয়ে তাকেই বেশী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কেন? তার কারণ সে ছিল কম্যান্ডার, তার উপর ছিল গুরু দায়িত্ব। যে-কোনো লোকের চেয়ে অনেক বেশী জবাবদিহি তাকে করতে হত। আমার মনে হয় সুবিবেচনা করে দিলে এ রকম শাস্তি সম্ভব, যেটা একই সঙ্গে শাস্তিপ্রাপ্তের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে আর তার কাছে দাবী জানাবে। কিন্তু মোটামুটি বলতে গেলে বড়ো আকারে শাস্তি দিতে আমায় হয়নি। আমার যৌথটি ছিল ভালো।

অধ্যাপনা-বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক সংকলনে আমার কী অবদান? অধ্যাপকরা আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পাঠ্য বইয়ে সাহায্য করতে। এই সর্তে আমি রাজী হয়েছিলাম যে, তাঁরা আমায় বলবেন কোন অধ্যাপনা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের লিখতে হবে, বর্তমানের না ভবিষ্যতের? তাঁরা বলেন ভবিষ্যতের অধ্যাপনা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখা সম্ভব নয়। তাই তাঁদের আমি উত্তর দিই আজকের দিনের অধ্যাপনা-বিজ্ঞান নিয়ে আপনারা যতক্ষণ লিখবেন ততক্ষণ জীবন আপনাদের অতিক্রম করে যাবে। ফল দাঁড়াবে আপনারা লিখবেন আজকের নয় গতকালের পদ্ধতি নিয়ে।

'মা-বাপের বই' নামে আমার রচনাটি বুঝিবা অপ্রয়োজনীয়, এই মন্তব্য খানিকটা ভুল। এ বিষয়ে আমার শুধু বলার কথা এই যে, বাবা-মা বয়স্ক লোক হলেও সব সময় জানেন না কী করে নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। বয়স্কদের যে শেখার কিছু নেই সে ধারণা ভুল।

যে লোক সাহায্য করল, বড় মেয়ের পক্ষে তাকে চুম্বন করা উচিত নয়, এটাও সমান ভুল ধারণা। কেন করবে না? এর মধ্যে দোষটা কোথায়?

একজন প্রশ্ন করেছেন ইগর এখন কী করছে? ইগর এখন পড়াশুনো করছে। বাবার সঙ্গে তার বনিবনাও হয়ে গেছে। তাঁকে এখন সে শ্রদ্ধা করে। অক্সানাকে সে ভালোবাসে। সম্ভবত ওদের বিয়ে হবে।

যে সব বড় বড় সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে এখন তাদের নিয়ে আমি আলোচনা করতে পারছি না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে আপনাদের মনোযোগ, প্রস্তাব আর মন্তব্য আমাকে খুব সাহায্য করেছে। এগুলি আমি কাজে লাগাব।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

২১, জুবোভস্কি বুলভার,

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union.

আন্তন মাকারেঙ্কো **বাঁচতে শেখা**



